শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ !

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ

ও

সমাধান-সম্পদ

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

মুদ্রণ সংস্কার—বৈশিষ্ট্য-সম্পদ

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	কিম অসাধ্য	কিমসাধ্যং	৫৯	২৪	পরব্যোসাবতীর্ণ	. পরব্যোমাবতীর্ণ
১	১৮	সুখসন্ধানোভাবা	সুখসন্ধানভা	৫৯	৩১	শিক্ষ	শিক্ষা
১	২২	প্রদানো	প্রদান	৬৩	৮	অশ্রৌত	অশ্রৈত
১	২৬	প্রদাশ্রিত	পদাশ্রিত	৬৩	১৪	শ্রোতদ্ধ	শ্রোতরুদ্ধ
১	২৮	স্থিতো	স্থিতে	৬৯	৬	ভগবারেন	ভগবানের
২	৩১	ত্তমে প্রকটকেকপুষশী	শীপুরুষোত্তমে প্রকট	৭১	২১	অন্তান্ত	অন্যান্য
৪	১৭	পোস্বামি	গোস্বামি	৭১	২৩	পারে	পারে না
৪	২৩	অপ্রাকৃকত	অপ্রাকৃত	৭২	১২	গৌর কিরোশ	গৌরকিশোর
১০	২৩	গৌড়য়	গৌড়ীয়	৭৩	৩১	সতং	সত্যং
১০	২৯	অদ্বয় জ্ঞান	অদ্বয়জ্ঞান	৭৪	২৩	যজন্তিহিমুমেধমঃ	যজন্তিহিসুমেধস
১৪	৩১	দৃশ্য বুস্ত	দৃশ্যবস্তু	৭৪	৩১	ক'রে করে	ক'রে
১৬	১৮	নিজ-স্বরূপ	নিজ-স্বরূপ	৭৫	১২	ক'ব্ছেন	করিতেছেন
১৯	২	অম্নচৈতন্যের	অণুচৈতন্য	৭৬	১৮	পরমমৃতমেকং	পরমস্বতমেকং
২১	৩০	বিচায়ের	বিচারের	৭৭	৩	পরমমোচ্চা	পরমোর্চ্চ
২৫	৮	হৃষিকেশের	হৃষিকের	৭৭	২৩	মন্যানেব	মন্যায়েণ
২৬	৩০	এনন	এমন	৮২	১২	গ্রাহমিন্দ্রিয়েঃ	গ্রাহমিন্দ্রিয়ৈঃ
২৮	১	ইন্দ্রিয়র্পণন	ইন্দ্রিয়তর্পণ	৮৩	৫	পরিচার্চকের	পরিচর্চ্চকের
২৯	৩	(মুণ্ডকতাত)	(মুণ্ডক ৩।৩)	৮৩	১৭	ভগবদ্ভামাহাত্মতনঃ	পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ
২৯	২০	অন্মদ্বীপে	অন্তর্দ্বীপে	৮৪	২	গুর্ব্ববজ্ঞান	গুর্ব্ববজ্ঞা
৩১	২৮	তদদিরক্ত	অদতিরিক্ত	৮৪	২	যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ	যেহন্যোহরবিন্দা
৩৪	৪	নামোখ্যাত	নামেখ্যাত	৮৪	১৮	কেনেণিতং	কেনেশিতং
৩৫	১	তোঁমাদের	তাঁহাদের	৮৪	২২	স্বষ্টবকে	স্বষ্টবস্তুকে
৩৫	৩১	চন্দনকুকুম	চন্দনকুঙ্কুম	৮৫	২৩	করতে'	করা ত'
৩৬	১৬	মধোর	মঠের	৮৯	১৩	৬৬৩৪।৬।২৪	৬৩৪।২৪
৩৭	১১	তঁহর	তাঁহার	১১৪	১৭	স্বাভাব	স্বভাব
৩৭	২০	শ্রীরূপানুগমন	শ্রীরূপানুগগণ	১১৯	৬	নন্দনন্দেই	নন্দনন্দনেই
৩৭	৩০	কুঁতুকী	কুতুকী	১২২	১৬	তঁহারা	তাঁহারা
৪৬	৫	ভক্তণের	ভক্তগণের	১২৫	২৫	পতিত্যাগের	পরিত্যাগের
৪৬	১৩	বয়ার	দয়ার	১৩৬	৩১	জন্মখণ্ডের	জন্মখণ্ডের
৪৬	১৭	ভন্য	জন্য	১৪৩	১৯	রচিত	চরিত
৪৮	১	আত্মগোপন	আত্মগোপন	১৫১	১৪	বিশেণ	বিশেষণ
৫০	২৮	ধর্মাকাঙ্খী	ধর্মাকাঙ্ক্ষী	১৬০	১১	বতরণী	বৈতরণী
৫১	১০	কোরুণ্যময়ী	কারুণ্যময়ী	১৬১	২	তয়চ্চরণে	তচ্চরণে
৫২	১	গুণ্ডিবাসার্জ্জন	গুণ্ডিচামার্জ্জন	১৬১	১৭	নব্বিশেষ	নির্ব্বিশেষ
৫৩	২৬	বিষ্ণাগ্রীত	বিত্তাগীত	১৬১	২০	পুরতো	পরতো
৫৬	২৮	ভাস্বরোপরাগে	ভাস্করোপরাগে	১৬২	৩০	প্রতিষ্ঠ	প্রতিষ্ঠা
৫৯	২৭	শাস্ত্রেরুক্ত	শাস্ত্রৈরুক্ত	১৬৫	১২	পরব্যেম	পরব্যোম
৫৯	২৮	শাস্ত্রৈ	শাস্ত্রে	১৬৯	৩১	কার্য্য	কার্য্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ও সমাধান-সম্পদ

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-নিত্য-পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত, জীব-কল্যানময়ী লীলা ও অবদান-বিশিষ্ট জীব-জগতে যে কতবড় অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন তাহা তাঁহার লেখনী, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, অনুবন্ধ, গীতি, গৌড়ীয় ও গ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত অভিনব সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ। ইহাতে সকল প্রকার শাস্ত্রের সার ও রহস্য এবং সকল আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তসার ও সকল প্রশ্নের সদুত্তর শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্ব-প্রকার ব্যক্তির পাঠ্য ও আলোচ্য। জগদ্-গুরুর মঙ্গলময়ী কৃপাশক্তি-সমন্বিত অবদান-বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক অভিনব অমূল্য পরমোপাদেয় গ্রন্থ।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীরূপানুগবর জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাকণা-সঞ্জীবিত

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ

কর্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী আবির্ভাব-উপলক্ষে প্রকাশিত।
শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথি—৪ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৮০।
ইং ২১ শে আগষ্ট—১৯৭৩।
আনুকূল্য—পনর টাকা মাত্র। (১৫'০০)

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড কলিকাতা-৫৩।

মহেশ লাইব্রেরী ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-১২।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড কলিকাতা-৫৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদন মোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীদামোদর প্রেস ৫২।এ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

আনুকূল্য ২৫'৫০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপক্রমণিকা

আমি নানা-দোষগ্রস্ত পতিত, অধম, ভক্তিহীন, বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া হইলেও তাঁহার অহৈতুকী ও অপ্রাতিহতা কৃপা এবং মহা-অচিন্ত্যশক্তি প্রকাশে তদীয় অপ্রাকৃত ভুবনমঙ্গলময় চরিত-বিতরণার্থে মদীয় ক্ষুদ্রতম আধারে সঞ্চারিত করিয়া মহামহাবদান্যপ্রবর-লীলার প্রকটন করিয়াছেন, সেই জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার 'বৈশিষ্ট্য-সম্পদ' প্রকটিত হইলেন। তাঁহার জগন্মঙ্গলময় অপূর্ব্ব লীলামাধুরী প্রকাশের জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুবর্গের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও এই দুরূহ কার্য্যে আমাকে ব্রতী হইতে হইয়াছে। শ্রীভগবচ্চরিত্র অপেক্ষাও ভক্তচরিত্র অতি সুগূঢ় ও পরম গম্ভীর। ইহার পার সাধারণ জীবগণের ত' দূরের কথা দিব্য-সূরিগণও ইহাতে মোহপ্রাপ্ত হ'ন। পারাপার শূণ্য ভক্তিরস-সিন্ধুর অতলে স্থিত অমৃতময় মহারত্নরাজি আহরণ করতঃ পরমকারুণ্য-গুণে তাহা দীনচেতা জীবের আস্বাদোপযোগী করিয়া সুকৌশলে তাহা অনুকূল অনুশীলনময়ী Adjustment কার্য্যের সুচাতুর্য্যও সুবিজ্ঞপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সুচরিতে দেদীপ্যমান ছিল। তিনি শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জীবের প্রতি প্রসন্নতার অনুকূল কৃপা ও জীবের সেই কৃপাম্বুধি ক্ষুদ্র-বিন্দু-সত্বায় ধারণ, আস্বাদন ও সেবনোপযোগী কৃপাশক্তি-সঞ্চারণে আনুকূল্যময়ী মহাশক্তি ও সুকৌশল পরিজ্ঞাত ও সুষ্ঠুঅনুশীলনে সঞ্চারিত করিয়া উভয়ের মিলনোৎসবে মহোৎসাহী ও প্রসিদ্ধ কৃপাময়লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। যতই তাঁহার কৃপার বৈশিষ্ট্য আলোচনা ও সংগ্রহ করিতে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছি, ততই তাঁহার অপার লীলামাধূর্য্য সমুদ্রের কুল-কিনারা না পাইয়া দিগ্‌দর্শন মাত্রও করিতে অক্ষম হইয়া নিজকে ধিক্কার দিবার চেষ্টা ও তাঁহার চরিতমাধুরী আস্বাদনে লোভ বৃদ্ধি পাইয়া অতৃপ্ত হইয়া ব্যাকুলিত করিয়া 'লোভীর বস্তু-প্রাপ্তির যোগ্যাযোগ্য-বিচার-হীনতার' ন্যায় প্রবল তৃষ্ণায় পীড়িত করিতেছে।

তাঁহার কৃপাশক্তিতে পূর্ব্বে শ্রীভজনসন্দর্ভ, স্ফোটবাদ বিচার; শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুত-চমৎকারী ভৌমলীলামৃত, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যে চরিতসুধা, মায়াবাদ শোধন, অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ, গীতার তাৎপর্য্য, গৌরশক্তি শ্রীগদাধর, তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনপদ্ধতি, শ্রীধামনবদ্বীপ দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার কৃপোদ্ভাসিত সিদ্ধান্ত রত্ন-সমূহ আহরণ করিয়া উত্তরোত্তর তাহা সংগ্রহ ও আস্বাদন-পিপাসা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ব্যাকুলিত করিতেছে। উক্ত গ্রন্থে তাঁহার প্রকাশিত সিদ্ধান্ত-রত্ন অতিক্ষীণা-চেষ্টাতে অতি সামান্য সংগৃহীত হইলেও তাঁহার সুকৌশল ও অনুকূল-অনুশীলন-চাতুর্য্য সমস্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণের সহিত অতিসন্তর্পণে সংযোজিত ও সংস্থাপিত কৌশল সমস্ত সুধীসমাজকে বিস্মিত ও আনন্দে বিহ্বল করিয়াছে।

এই গ্রন্থ দুইটী বিভাগে প্রকাশিত করা হইয়াছে। প্রথম—বৈশিষ্ট্য-সম্পদে তাঁহার অসামান্য লীলামাধুরীর বৈশিষ্ট্য, প্রতি লীলার অভিনবত্ব ও অপ্রাকৃত গূঢ়-ভাবসকল নবনবায়মানভাব সুশৃঙ্খলিত ও সুপ্রকাশিত ভাব সকল প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহার জীব-কল্যাণময় আচার ও প্রচার-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য-সম্পদ সকল যথাসাধ্য আহৃত ও সংযোজিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহারও জীব-

কারুণ্য লীলার বিভিন্ন প্রকার ধারা অতি নিম্নস্তরের সাধক তথা একেবারে অজ্ঞ-জীবের প্রতিও যে ভাবে প্রবাহিত হইয়া কিরূপে সর্ব্বোচ্চ-স্তরের শিখরে উন্নীত করিবার মহা-কৌশল বিস্তার করিয়াছে এবং ভক্তিধারার স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে ও স্তরভেদে বিভিন্ন আধারে ধারণোপযোগী সুকৌশল সকল সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক বিচার ধারার ও সুসিদ্ধান্তের নিত্য-নব-নবায়মানভাবে প্রকাশ-বৈচিত্র্য উদ্ভাবন-কৌশল সংগৃহীত করিবার ক্ষীণা চেষ্টা হইয়াছে। যত প্রকার বিরুদ্ধ মত মায়াবদ্ধ জীবের হৃদয়ে উদ্ভব হইয়া হরিভজনরাজ্যে প্রবেশ করিতে বাধা দেয় এবং প্রবেশকারীকেও কি ভাবে বিব্রত করিয়া পাতিত্যদশায় অপসারিত করে এবং তাহা হইতে রক্ষিত হইবার সুদৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-বলে বলীয়ান করতঃ ভজনপথে অগ্রসর হইতে সাহায্যের সুদৃঢ় ভিত্তির সন্ধান প্রদত্ত হইয়াছে। অন্য আচার্য্যগণের সহিত উক্ত বিষয় সকলের বৈশিষ্ট্য-প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। দ্বিতীয় ;—'সমাধান-সম্পদে' জীবজগতে যতপ্রকার প্রশ্ন হইতে পারে এবং ভজন পথে অগ্রসর হইতে হইলেও যে সকল সুদুরূহ প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে তাহার শাস্ত্র-যুক্তি ও সুসিদ্ধান্ত দ্বারা সুমীমাংসিত হইয়াছে।

উহার উপাদান—গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ ; হার্ম্মনিষ্ট, পত্রিকা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, পত্রাবলী, বক্তৃতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত-ভাবে ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বহু সিদ্ধান্ত ও উপদেশাদি পূর্ব্বগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাতে তাহা আবার দ্বিরুক্তি-দোষে আক্রান্ত না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি বিশেষ আবশ্যক-বোধে কোন কোন বিষয়, বিচার ও সিদ্ধান্ত অভিনব-ভাব-প্রকাশক হওয়ায় তাহা একাধিকবার সংযোজিত হইয়াছে। অবশ্য তাহা প্রত্যেক বিষয় বার বার প্রকাশিত হইলেও নিত্য নূতন ভাব-ধারা প্রকাশক হওয়ায় তাহা অত্যাবশ্যকীয় ও অতি-উপাদেয় বলিয়া তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইতি—গ্রন্থকার।

জ্ঞাপনী (সূচী) পত্র

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ

সমাধান-সম্পদের (সূচীপত্র)

উপায়; স্ত্রীলোকের সেবা-পূজার বিধান;—১০৪-১০৭। [illegible] প্রণবের অর্থ, ব্রহ্ম-গায়ত্রী ও কামবীজ কাম-গায়ত্রীর মধ্যে [illegible] পার্থক্য; [illegible] ও বিজাতীয় ভেদ;—১০৮-১১১। জীবের স্বতন্ত্রতা; পক্ষির মুখে হরিনাম;—১১১—১১৩। শ্রীতুলসী মাহাত্ম্য; অক্ষয় তৃতীয়া;—১১৬-১১৭। অব্রাহ্মণতা প্রতিপাদক বৃত্তি;—১২০—১২৩। তন্ত্রোক্ত সাধনা; শয়ন, উত্থান ও পার্শ্ব-একাদশী-তত্ত্ব; চোর দস্যুর সুকৃতি; পরচর্চ্চক; আতপ ও উষ্ণ চাউলের বিচার;—১২৩-১২৭। স্ত্রীলোকের সন্ন্যাস; ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস ও বেষগ্রহণ বিচার; হরিরস পান সহ মদিরা-পানের উপমা, শ্রীবালগোপাল সহ শ্রীরাধিকার শ্রীমূর্ত্তি; পরমেশ্বরের স্বরূপ, তৎপ্রাপ্তির যত্ন; জ্ঞান কি বস্তু; ভক্তি কি বস্তু;—১২৮-১৩৩। ভজন, পাঠ, পূজা ও ধ্যান; কর্ম্ম, প্রারব্ধ, কৃপা ও ভগবান্ ইহাদের মধ্যে কোনটি মুখ্য? শ্রীকৃষ্ণের মাখনচুরি, বস্ত্রহরণ ও রাসাদি লীলার উদ্দেশ্য কি?—১৩৩-১৩৬। ভক্তের উপাধি গ্রহণের তাৎপর্য্য; নিরামিষাশীর জীবহিংসা; ব্রত ও উপবাসের পার্থক্য; পারমার্থিক পত্রে সাধারণ সংবাদ ও বিজ্ঞাপনাদি কেন? শিখা রাখিবার উদ্দেশ্য; শ্রীমালিকায় নাম গ্রহণকালে তর্জ্জনী বাহিরে রাখিবার উদ্দেশ্য;—১৩৬-১৪০। কৃষ্ণসেবা কি?—১৪০-১৪৫। প্রেমরস আস্বাদন ও সিদ্ধান্ত-বিচার; মঠাদিস্থাপন প্রথা; মহাভাগবতের ব্যাধি;—১৪৫—১৫০। নাম-মন্ত্র-স্বরূপ অভেদ; চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতির চরিত্র; গৃহীর রস-সাধন ও গুরুকরণ প্রণালী;—২৫৭—১৫৩। তন্ত্রোক্ত সাধনা; অমেধ্য, পঞ্চসাধন; সদাচার পালন, অমেধ্য বিচার, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন; রাগানুগ ভজনাধিকারী, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শুদ্ধাভক্তির অধিকারী কি না?—১৫৩-১৫৭। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি দৈব-বর্ণাশ্রম প্রেমধর্ম্মের প্রতিকূল নহে, জাতিভেদ, বৈষ্ণবের সংজ্ঞা, আত্মধর্ম্ম, গোস্বামী;—১৫৭—১৬০। বৈষ্ণবের পক্কান্ন গ্রহনীয়; শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ; 'ভেক' প্রথা;—১৬০-১৬৪। মহোৎসবে নিমন্ত্রণ; স্ত্রীসঙ্গী ভেকধারীগণের সেবাকার্য্যে অধিকার; কর্ম্ম ও তৎফল-প্রাপ্তি; দেহান্তে গতি; ১৬৪—১৬৭। ঈশ্বর বিশ্বাস; চেতনের খণ্ডত্ব ও জীবত্ব; ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠত্ব; বটবৃক্ষাদি-ছেদন করিয়া কৃষ্ণ-নৈবেদ্য প্রস্তুত বিধি;—১৬৭—১৭০।

পৃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৪	২৩	ভাগবর	ভাগবতের	১৯৩	১৭	শ্রোতৃমগুলী	শ্রোতৃমণ্ডলী
১৮৪	২৯	নাধ্বম	মাধ্ব	১৯৩	৩০	ব্রজোৎসব	ব্রতোৎসব
১৮৫	২৩	সালিমা-স	নালিমা-	১৯৮	৯	শ্রীধান	প্রধান
১৮৫	২৪	অভিনন্দণ	অভিনন্দন	১৯৮	১০	শক্তিয়	শক্তির
১৮৬	১	গির	গির্ণার	১৯৮	২৩	শ্রেয়োবস্তুই শ্রেয়ো	শ্রেয়োবস্তুই প্রেয়ো
১৮৭	৩	নৃসিংহ মাস	নৃসিংহ দাস	১৯৯	৬	পরিশ্রমের	পরিশ্রমের
১৮৭	১৫	অপরাপরাও	অপরা ও পরা	২১০	২৭	পরীক্ষিথ	পরীক্ষিৎ
১৮৯	১	শ্রীবাস	শ্রীধাম	২১১	৯	অধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
১৯১	৯	বিষ্ঠে	বিষ্ঠা	২১২	হেডিং	প্রকৃতরস	প্রাকৃতরস
১৯১	২১	স্বর্য্যেপ	স্বর্য্যোপ	২১৩	২৫	শুনিলে না	শুনিলে হয় না
১৯২	২৭	দাসাধিকীই	দাসাধিকারীকে	২১৫	১২	মূল্য	মূল
„	„	ত্রিণ্ড স্বামী	ত্রিদণ্ডিস্বামী	২১৭	১	সাম্রজ্য	সাম্রাজ্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ

প্রথম সম্পদ

বন্দেহহং শ্রীগুরুং ভক্ত্যা সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কম্ ।
যদ্ভুত কৃপালেশাৎ কিম্ অসাধ্যং মহীতলে ॥ ১

রাধাকুণ্ড সমীপস্থা গোষ্ঠবাটী সুশোভিতা ।
তৎসেবা পারিপাট্যস্য মাধুর্য্য সম্প্রকাশকঃ ॥ ২

আপ্লাবিতঃ মহাপ্রেমঃ মাধুরীভিঃ মহোজ্জ্বলঃ ।
যস্যাস্বাদ প্রদানার্থং সমুৎসুক হৃদেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩

গৌরপ্রেম মহারত্ন প্রদানে যো মহাদাতা ।
কারুণ্য মূর্ত্তরূপশ্রী পালকঃ শরণাগতঃ ॥ ৪

মঞ্জরী-ভাব-মাধুর্য্যঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠো মহানিধিঃ ।
প্রচারাচার-দানে চ কুশলো গুণিনাং বর ॥ ৫

পাল্যদাসী সুশিক্ষাদঃ চিত্তদোষ সুশোধকঃ ।
রাধাকৃষ্ণ মহাপ্রেম স্বহৃদয় বিকাশকঃ ॥ ৬

বিন্দু মধ্যে মহাসিন্ধু সঞ্চারণে সুসক্ষমঃ ।
শুদ্ধভক্তি প্রদানেন রসাব্ধি-স্বাদনার্থকঃ ॥ ৭

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপং ভোগবাঞ্ছা সমুদ্ভূতং ।
সমুৎপাট্য সমূলেন চেতসো শুদ্ধিকারকঃ ॥ ৮

রাধাকৃষ্ণ সুখাস্বাদ রসসত্ত্বা বিনির্ম্মিতঃ ।
সুখসন্ধানোভাবাভি নিবেশঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৯

অপ্রাকৃত মনোভাবঃ প্রেমকাষ্ঠা প্রদায়কঃ ।
রাধাকৃষ্ণ মহাপ্রেম শুদ্ধভাব সঞ্চারকঃ ॥ ১০

দীনহীন মহাবন্ধুঃ প্রপন্ন পরিপালকঃ ।
অসমোর্দ্ধ মহাশক্তি প্রদানো চরিতান্বিতঃ ॥ ১১

গোষ্ঠবাটী সুমাধুর্য্য পাল্যদাসী সেবার্থক ঃ ।
কৃতার্থং কুরু মাং দেব স্বাভীষ্টাশা প্রপূরণে ॥ ১২

দোষাকরো মনোধর্ম্মী সর্ব্বসদ্‌গুণ বর্জ্জিতঃ
তথাপি তবসাদ্‌গুণ্য লোভমুগ্ধঃ প্রদাশ্রিত ॥ ১৩

নিজশক্তি প্রদানেন তবগুণ সুবর্ণনে ।
কৃপাং করোতু ভো দেব ! ময়ি পাদরজঃ স্থিতো ॥১৪

"আকাশ—অনন্ত, তা'তে যৈছে পক্ষীগণ। যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ॥
আমি—অতিক্ষুদ্র জীব, পক্ষী রাঙ্গাটুনি। সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলুঁ লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'গম্ভীর-লীলা'র তাৎপর্য্য, ঔদার্য্য ও সৌন্দর্য্য-উপলব্ধিতে আমি প্রকৃত-পক্ষেই অসমর্থ ও অযোগ্য। তথাপি তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও কৃপাশক্তি প্রার্থনায় ও ভরসায় অসীম-সাহসী হইয়া তাঁহার অনন্ত-অপার-সিন্ধুর একটি কণামাত্র বৈশিষ্ট্য-শ্রী মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পতিতপাবনী চরিতমাধুরীর প্রকাশ প্রার্থনা করিতেছি।

আবির্ভাব

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে (১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ) ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া অপরাহ্ণ ৩০ ঘটিকার পর পুরী শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে "নারায়ণ ছাতা'র সংলগ্ন শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রবর ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের ভজন-স্থানে শ্রীভগবতীদেবীর অপ্রাকৃত বাৎসল্যাকর্ষণে আবির্ভাব-লীলা প্রকটন করেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ উভয়েই শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠ-মঞ্জরী মধুর-সখ্য-ভাবাশ্রিত, তাহা অপ্রাকৃতত্বে জড়ীয় মায়াগন্ধশূণ্য হওয়ায় রসাভাস দোষের অবকাশ প্রবেশ করিতে না পারায় পরস্পর-লীলানুকুল-ভাব গ্রহণে নায়িক-দোষ-শূণ্য বিশুদ্ধ। গৌর-পার্ষদগণের সঙ্গিনীগণ 'ঈশ্বরী' শব্দে বাচ্য, আর ইনি ভগবতী-নামে প্রকাশিত থাকিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাল্য-বাৎসল্য-রসানুমোদী। এই অপ্রাকৃত বাৎসল্য-রস-মাধুর্য্য অন্যের কি-কথা বৈকুণ্ঠের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের নিত্যপার্ষদগণের পক্ষেও দুরধিগম্য।

পরম-পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী। যঁহি অবতীর্ণ হৈলা প্রভু গুণমণি॥
সর্ব্ব-যাত্রা সুমঙ্গল এই পুণ্যতিথি। সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতএব এই তিথি করিলে সেবন। কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে-হেন পবিত্র। বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র॥

শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব মায়িক স্থান, কাল, পাত্র, যোগ্যতা বা কোন প্রভাবের অধীন নহেন। তাঁহাদের আবির্ভাব কাল নিত্য-অপ্রাকৃত। সেই তিথি কৃপাপূর্ব্বক জড়ীয় কাল ও তিথিকে স্বীকার করিয়া নিত্য কৃপাময়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ-তনু প্রকট করিয়া শ্রীগৌর-কৃষ্ণের মনোঽভীষ্ট প্রচারে আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য অতিমর্ত্ত্য-চরিত্রসকল প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী শ্রীরাধার নিজপ্রেষ্ঠ হইয়া দ্বারকাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ ধামে আবির্ভূত হইলেন। সুমস্ত-পঙ্ককে দিশাহারা ব্রজবাসিগণ দিক্‌লাভ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত রথযাত্রায় কুরুক্ষেত্রের প্রকাশ-লীলা-প্রকট-ক্ষেত্র শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-ভাব আস্বাদন, প্রচারণ ও তন্মাধুর্য্য-জ্ঞাপনার্থে তত্রে প্রকটক্ষেত্রে শ্রীলীলা আবিষ্কার করিলেন। কেহ কেহ দ্বারকার স্বরূপ-শক্তি

শ্রীবিমলাদেবীর নামানুসারে তাঁহার বিমলাপ্রসাদ নাম প্রকাশ বলিয়া বর্ণন করেন। কিন্তু তিনি নিত্যসিদ্ধ-ব্রজবাসি—"ব্রজে কাম্যবনে যে যূথেশ্বরী শ্রীবিমলাদেবী আছেন, তিনি তাঁহারই নির্দ্দেশে আগতা বলিয়া যে বিমল-প্রসাদ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার সমর্থনে ও বিচারেই সমীচীন বলিয়া প্রকাশিত। ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের সঙ্গ-লাভার্থে বিমলাকুণ্ড-তটে শ্রীকামেশ্বর শিবের নিকট নিজ অভীষ্ট জ্ঞাপন করেন। ইহাতেই বিমলা প্রসাদ নামের সার্থকতা জানা যায়। নচেৎ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে যে বিমলাদেবী আছেন, তাহার লীলার মধ্যে এ প্রকার কথা শুনা যায় না। বিশেষতঃ শ্রীমন্দিরের প্রাকারাভ্যন্তরে বহু শক্তি ও ভগবৎ-স্বাংশগণের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমানতাসত্ত্বে শ্রীবিমলাদেবীর প্রসাদটীর এত বৈশিষ্ট্য কি? শ্রীবিমলাদেবীকে দেখিয়া তাঁহার অংশিনী কাম্যবনের বিমলাদেবীর স্মৃতিতে বৈষ্ণবগণ বা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব

যে বস্তু আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না, তদ্‌বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাঁহার সান্নিধ্য-প্রাপ্তি ও তাঁ'র সেবায় নিযুক্ত হওয়া এ স্থান হইতে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় (ঐহিক) শক্তি তৎকার্য্যে (তৎপ্রাপ্তি-চেষ্টায়) নিযুক্ত করিলেও আমরা সফল-মনোরথ হইব না। কারণ, আমরা সীমা বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব, অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করিতে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচনা করিতে গেলেও সেই অধোক্ষজ-বস্তুর কথা অক্ষজ-জ্ঞানগম্য হয় না। তা'ছাড়া আমরা রোগ-শোকাদির দ্বারা প্রপীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। ইহজগতে অন্য কেহ নাই, যিনি আমাদের এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন; একমাত্র শ্রীহরির পরমপ্রিয় নিজজন ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেহই দিতে পারেন না। শ্রীশ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক ইহার নির্দ্দেশ ও মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। "যাঁহার প্রসিদ্ধ কৃপার দ্বারা নামের শ্রেষ্ঠতা, মন্ত্র, শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপদ্ম, শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রেষ্ঠপুরী, শ্রীমথুরামণ্ডল, শ্রীবৃন্দারণ্য, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, কৃষ্ণ-ক্রীড়াস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ড এবং শ্রীরাধিকামাধবের অনুগ্রহ পাইয়াছি, সেই শ্রীগুরুর পাদপদ্মে নমস্কার করি।" যেহেতু—"যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ"—সুর ও অসুরগণ যে দেবতার সন্ধান পান না, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিতচিত্তে যাঁহাকে দর্শন করেন, বেদ সকল সামগানে যাঁহার অভ্যর্থনা করেন, ব্রহ্ম-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র মরুতাদি দিব্যস্তবে যাঁ'র স্তুতি করেন, ক্ষুদ্র জীব আমার পক্ষে কি তাঁহার অনুসন্ধান সম্ভব? কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় তাঁ'র প্রাপ্তি সম্ভাবনা হ'য়েছে। যে জিনিষটির কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়, তাঁ'র সম্বন্ধে নাম, মন্ত্র প্রভৃতি এতগুলি ব্যাপার যাঁ'র কৃপায় পাওয়া যায় তাঁ'র উপাস্য কি? ইত্যাদির আচরণ তাহার বাল্য জীবন হইতেই নিত্যসিদ্ধ ভাবসকল প্রকটিত ছিল।

শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র :—প্রথমেই বাল্যকালে বিদ্যাবিলাস-লীলাভিনয়-সময়ে শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র গ্রহণ করেন, কারণ—"যে বিষ্ণু আদিকবি ব্রহ্মার হৃদ্দেশে চিন্ময়ী শোভা-সম্পৎ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার লীলাই শ্রীনৃসিংহ লীলা। তজ্জন্যই শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ শ্রীধর তাঁহার অভীষ্টদেব শ্রীনারায়ণের স্বরূপ-নির্ণয়ে নরসিংহ দর্শনের ব্যবস্থারূপা তদনুগজনের জন্য অক্ষয়াত্মিকা মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহা হইতে ক্ষরধর্ম্ম অপসারিত করিয়াছিলেন।" (গৌঃ ৬।৪৪৯)। তাই প্রথমেই তাঁহার অক্ষর শব্দব্রহ্ম অভিন্ন কৃষ্ণকে জানাইতে শ্রীনৃসিংহমন্ত্র গ্রহণ-লীলা।

শ্রীকূর্ম্মদেবের অর্চন :—অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি শ্রীশ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট হইতে শ্রীকূর্ম্মদেবের অর্চ্চন বিধি ও মন্ত্র শিক্ষা করেন। তাহার বৈশিষ্ট্য :—শ্রীমহামন্ত্র যেরূপ 'হরা' (শ্রীরাধা) ও শ্রীকৃষ্ণনামের যুগলিতস্বরূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদ্রূপ হরা ও কৃষ্ণ-নামীর যুগলিত বিগ্রহ রসরাজের মধ্যে যে মহাভাবস্বরূপিণী কাঞ্চনপঞ্চালিকা আছেন, তিনিই রসরাজের দ্বারা আপামর জীবে স্বীয় প্রেমসম্পত্তি বিতরণ করেন। এই মহাবদান্যতাপরাকাষ্ঠার নিত্যসিদ্ধ মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীমন্মহাপ্রভু। যেখানে আকার, সেখানেই নাম থাকিবে। অতএব নিত্যসিদ্ধ গৌরাকারের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ গৌরনাম ও মন্ত্রও আছেন। শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীমাধব শ্রীগৌররূপে শ্রীরাধাতন্ত্রে প্রকাশিত যে মহামন্ত্র বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার অনুশীল হইতেই রূপানুগ-গৌড়ীয়-মহতের কৃপায় মহাভাবের চরম অবস্থা লাভ হইতে পারে। এই দয়ার চমৎকারিতার কথা কেবল "তদ্বি জানন্তি তদ্বিদঃ" অর্থাৎ "অনুভবকারীই মাত্র তাহা জানেন, অপরে নহে"—এই বাক্যে প্রকাশ ব্যতীত আর অধিক কিছু বলা যায় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।" আবার "অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার। চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্র ব্যবহার॥" "চমৎকার" ও "চিত্র" এই দুইটি পর্য্যায় শব্দ। চমৎকার-শব্দটি আলঙ্কারিক পরিভাষা ; ইহার অর্থ—অদ্ভুত বা বিস্ময়কর। এই চমৎকারিতা বা চিত্তের স্ফুরিতাই হইল সকল রসের সার অর্থাৎ "স্থায়িভাব।"

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী দ্বাদশরসের সর্ব্বরসেই অদ্ভুত-রস বর্ত্তমান। এই অদ্ভুত-রসের দৈবত হইলেন 'শ্রীকূর্ম্মদেব'। সেইজন্য অপ্রাকৃত শ্যাম-রসময় শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহার শ্লোকে শ্রীকূর্ম্মদেবের বন্দন করিয়াছেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকায় শ্রীল সনাতনগোস্বামীপাদ ব্রহ্মানন্দকে 'অনির্ব্বাচ্য', ভজনানন্দকে 'অনির্ব্বাচ্যতর' প্রেমানন্দকে 'অনির্ব্বাচ্যতম' এবং তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভার্ত্তির দ্বারা প্রকাশিত যে আনন্দ, তাহা পরম-পরাকাষ্ঠাবিশেষ প্রাপ্ত বলিয়া তাহাকে 'পরম মহানির্ব্বাচ্যতম' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। বিপ্রলম্ভময়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলায় সেই রস পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়াই শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ 'চিত্র' ও 'চমৎকার'-শব্দের পুনঃ পুন প্রয়োগ করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যের দয়া হৃদয়ের দ্বারা (মস্তিষ্কের দ্বারা নহে) বিচার করিলে চিত্তে চমৎকারিতা লাভ হয়'—ইহা-দ্বারা 'রসদা শ্রীচৈতন্যের দয়ার কথাই বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীকূর্ম্মদেবের বন্দনার ন্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য-

লীলার উপসংহারে শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষ' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া সেই পরম-মহানির্ব্বাচ্যতম, অচিন্ত্যাদপি অচিন্ত্য, অদ্ভুতাদপি অদ্ভুত রসের অধিদেবতা শ্রীকূর্ম্মদেবরূপে আত্ম-প্রকাশকারী 'অদ্ভুত বদান্য' শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ভজনে জগজ্জীবকে আহ্বান করিয়াছেন। রসস্বরূপ ও রসরাজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদের কামনার মূলে আছে 'বিস্ময়'—"রূপ দেখি' আপনার, শ্রীকৃষ্ণের হৈল চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।" সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে বিপ্রলম্ভময়ী লীলা আবিষ্কার করিয়া নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে গোপীভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন সেই নৃত্যদর্শনে "যেনাসীৎ জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ" অর্থাৎ মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনে সমগ্র জগৎ ত' বিস্মিত হইয়াছিলই, এমন কি, স্বয়ং শ্রীজগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন। রসরাজ ও মহাভাবের একত্র মিলন না হইলে এরূপ রস-চমৎকারিতা-বিশেষের পরাকাষ্ঠা আবিষ্কৃত হয় না। এজন্য শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ তিনবার 'অদ্ভুত' শব্দটি প্রয়োগ করিয়া বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ কমঠাকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য-মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা। আপনি আস্বাদি' প্রভু দেখাইল সীমা॥ অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য—অদ্ভুত-বদান্য। ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনে নাহি অন্য॥ সর্ব্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ। যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১০/৬৭-৬৯)

সেই ভাব ও রস-বিতরণ-ভার প্রাপ্ত সেই মহামহিম রসপরাকাষ্ঠা বিতরণার্থ শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভাব প্রকট করিয়া সেই অদ্ভুত-রসের দৈবত শ্রীকূর্ম্মদেবের অর্চ্চন করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ সালে ভক্তিভবনে 'বৈষ্ণব-ডিপজিটারী'-নামক ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-বিভাগ খোলা হয়। সংকীর্ত্তন-বিগ্রহ প্রভু তদ্দ্বারা গৌরবাণী প্রচারার্থ সকল কৌশল শিক্ষাভিনয় করেন। তখন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ সম্পাদিত সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ পুনঃ প্রকাশিত হয়। শ্রীগৌরবাণী প্রচারৈক-প্রাণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাহার সেবায় বিশেষ উৎসাহান্বিত হ'ন। ১৮৮৫ সালে নিত্যসিদ্ধ গৌর-কৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সঙ্গে সাধুসঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণ-মাহাত্ম্য প্রচার কল্পে গৌর-পার্ষদগণের আবির্ভাব-ভূমি কুলীনগ্রাম, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান বিরহ-ব্যাকুলিত চিত্তে সুষ্ঠু দর্শন করিয়া তীর্থ-দর্শন-মাহাত্ম্য ও বিধান প্রকাশ করেন। সেই সেই স্থানে সেই সেই শ্রীগৌরহরির পার্ষদগণের মাহাত্ম্য, তদীয় ভজনপ্রণালী সকল ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের নিকট শ্রবণ করেন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা :—তিনি যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, তখনই তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এত প্রকার বিদ্যার মধ্যে তাঁহার জ্যোতিষ-শাস্ত্রে রুচি কেন? তদুত্তরে জানা যায় যে,—তাঁহার ঈশ্বরী "শ্রীবার্ষভানবী দেবীর মাধ্যাহ্নিক লীলায় সূর্য্যপূজার কথা" শ্রীরূপানুগ-গুরুবর্গ বিশেষ পরাকাষ্ঠা-ভজন-প্রণালী-স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্রীরাধাকুণ্ডে মাধ্যাহ্নিক-লীলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী শ্রীসূর্য্য—অনন্তকোটী গ্রহগণের অংশী, আকর্ষক ও নিয়ামক-সূত্রে কি প্রণালীতে কি ভাবে সেবা করিয়াছেন, তাহার মূল তথ্য আবিষ্কারার্থে এবং সমস্ত গ্রহগণকে

তথা সূর্য্যদেবগণকে কি প্রণালী ও বিধানে রাধাভাব বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-ভাবের সেবায় নিযুক্ত, বিহিত ব্যবস্থা, পরিজ্ঞান ও গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনার্থে নিজেশ্বরীর বিপ্রলম্ভ-ভজনচমৎকারিতা খ্যাপনার্থে নিত্যসিদ্ধ শ্রীরাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জবাসী শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রচেষ্টা। যাহার জন্য তিনি নিজেকে সগৌরবে শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহারই গুপ্ত ও সুগূঢ় সিদ্ধান্তে ও শাস্ত্রে মহা প্রতিভা প্রকাশ করেন। তৎকালে ভারতীয় স্বনামধন্য জ্যোতির্ব্বিদগণের জড়-জ্যোতিষের প্রতিভার ক্ষীণতা, তদীয় আকর জ্যোতিষের প্রখর প্রতাপে বৃষরাশিস্থ সূর্য্যের (বৃষভানুনন্দিনীর) পাদপদ্ম কৃপাচ্ছটার নিকট সূর্য্যের তাপে খদ্যোতিকার ন্যায় প্রতিপাদন করিয়া শ্রীঈশ্বরীর সূর্য্য-পূজার কথা ও মাধ্যাহ্নিক লীলামাধুর্য্য-মাহাত্ম্য নিজানুগত শরণাগত সেবকের হৃদয়ে প্রকাশিত করিবার মহা গাম্ভীর্য্যময়ী সুকৌশল আবিষ্কার করেন। তজ্জন্য 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত', 'ভক্তিভবন-পঞ্জিকা' প্রভৃতি জ্যোতিষ-গ্রন্থ ও পরে শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রকাশ করেন।

তারকেশ্বর লাইনের শিয়াখালা গ্রামের পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র চূড়ামণির ও আলোয়ার নিবাসী পণ্ডিত শ্রীসুন্দরলাল নামক জ্যোতির্বীর নিকট জড়জ্যোতিষের কথা বুঝিয়া অপ্রাকৃত জ্যোতিষের বৈষম্য ও বৈশিষ্ট্য অবগত হন। অল্পদিনের মধ্যেই জড়জ্যোতিষের বিষয় সম্পূর্ণভাবে অবগত হইলেন এবং অপ্রাকৃত জ্যোতিষের মহামহিমায় আকৃষ্ট হন।

বিশ্ববৈষ্ণব-সভা :—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ স্বধামগত রামগোপাল বসুর বেথুন রো-স্থিত ভবনে 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। বহু পণ্ডিত ও গণ্যমান্য লোক উক্ত সভার বিভিন্ন বিভাগের সভ্য ছিলেন। প্রতি-রবিবারে শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের সহিত তথায় 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ শ্রবণাদি করিতেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কোন দিনই অসৎ প্রকৃতির লোকের বা বালকের সহিত মিশিতেন না। অসৎসঙ্গ ত্যাগে সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও অকপট সাধুসঙ্গের প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা তাঁহার নিত্য সদ্গুণ মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। তিনি জড় বিদ্যাভ্যাসে কোন দিনই অধিক সময় ব্যয় করিতেন না। অধিকাংশ সময়ই তিনি ভক্তিশাস্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত করিতেন। প্রত্যহই প্রায় অপরাহ্ণে বিডন-উদ্যানে তার্কিকগণের জিহ্বা স্তম্ভন করিতেন, ও সংসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন। ১৮৯১ সালে আগষ্ট য়্যাসেম্‌ব্‌লী (August Assembly) সভা স্থাপন করেন। ইহার সভ্যগণের চিরকুমার-ব্রত পালনের উৎকর্ষসাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত। সকল শ্রেণীর লোক এই সভায় আলোচনা-শ্রবণে উপস্থিত হইতেন। এই সময়েই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকটাভিনয় দর্শনে মহাভাগবত গুরুবর্গ তাঁহাকে "শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী" নামে অভিহিত করেন। পরে ১৯১৮ সালে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তিনি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী নামে অভিহিত হন। তিনি বিশেষস্থলে নিজের স্বরূপের শুদ্ধ পরিচয় কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া "শ্রীবার্ষভানবী দয়িতদাস" নামেও আত্মপরিচয় প্রদান করিতেন। যদিও গুরুবর্গের সকলকেই প্রভুপাদ শব্দে অভিহিত করা যায়, কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিতে সকলেই তাঁহাকেই উদ্দেশ করেন।

১৮৯২ সাল হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনা-দ্বারা বিদ্যাবিলাস-লীলা

আস্বাদন করেন। ১৮৯৭ সালে কলিকাতায় 'ভক্তিভবনে' সারস্বত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তথা হইতে 'জ্যোতির্বিবিদ' ও 'বৃহস্পতি' নামক মাসিক পত্রিকা ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি জড়বিদ্যার মায়া-বৈভবত্ব ও হরিভজনের বাধকতা প্রকাশার্থে জড়বিদ্যার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা-ষ্টেটে ত্রিপুরার রাজবর্গের জীবন-চরিত "রাজরত্নাকর" গ্রন্থ প্রকাশের সহকারীত্ব করিলেন। তথায় রাজ-গ্রন্থাগারের যাবতীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। অল্পদিন তথায় অবস্থান করিয়া তথাকার বহু সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে কৃপা করিয়া ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া গয়া, কাশী ও প্রয়াগাদি তীর্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কথা আলোচনা করেন।

১৮৯৭ সাল হইতেই তিনি বৈষ্ণব-বিধানে চাতুর্মাস্যব্রত-পালন, স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন, ধরাপৃষ্ঠে পাত্রহীন ভোজন ও উপাধানাদি পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিতেন। তখন বিপ্রলম্ভ-ভাবের উদ্দীপক সবুজবর্ণের কালীতে লিখন ও সবুজবর্ণের পোষাকাদি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার এই অদ্ভুত বৈরাগ্য অতি বিরল ও বৈশিষ্ট্যময় চরিত্রের প্রকাশক ১৮৯৯ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'নিবেদন' নামক সাপ্তাহিক পত্রে পারমার্থিক বিষয় আলোচনাময় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। ১৯০০ সালে 'বঙ্গে সামাজিকতা' নামক সমাজ ও ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধীয় বহু তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেন।

শ্রীগুরুকরণাদর্শ :—১৮৯৭ সালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গোদ্রুম-দ্বীপে সরস্বতী-তীরে 'স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ' নামক নিজ ভজনকুঞ্জ স্থাপন করেন। তথায় ১৮৯৮ সালে শ্রীল গৌর কিশোর দাসগোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ এক অতিমর্ত্ত্য-চরিত্র অবধূত ভাগবত পরমহংসের দর্শন পাইয়া ঠাকুর ভক্তি বিনোদের নির্দ্দেশ মত ১৯০০ সালে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া মাঘ মাসে তাঁহার নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীক্ষেত্রে প্রচার : ১৯০০ সালের মার্চ্চ মাসে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত শ্রীলপ্রভুপাদ বালেশ্বর, রেমুণায় "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" দর্শন করিয়া ভুবনেশ্বর হইয়া পুরী গমন করেন। তথায় "সাতাসন মঠে"র অন্যতম শ্রীগিরিধারী আসনের সেবাভার গ্রহণ করিয়া গৌরপার্ষদগণের প্রতিষ্ঠিত সেবার সুষ্ঠুতা ও ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনে বিশেষ চেষ্টিত হন।

সাতাসন মঠের বিবরণ :- অতি পুরাকালে সপ্তর্ষি শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রতীরে একান্তে ভজন করিবার জন্য পরস্পর সংলগ্নস্থানে সাতটি আসন রচনা করেন। তাহা হইতেই "সাতাসন মঠে"র নামকরণ হইয়াছে। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীজগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশে 'জিরাকন্দি' নামক একটি মৌজা এবং সপ্তর্ষির জন্য প্রত্যহ সাত আটকিয়া ও সাত কড়োয়া মহাপ্রসাদান্ন ও ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। তখন সপ্তর্ষি ঐ মৌজা গ্রহণ না করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তিকালে তথায় শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশিত হওয়ায় রাজপ্রদত্ত মৌজা সেবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল। পরে উক্ত 'সাতাসন মঠ' গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজনস্থানরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

সাতটী আসন—১ 'বড় আসন'—এখানে শ্রীরাধা দামোদর শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত ছিলেন, বর্ত্তমানে গিরিধারী-আসনে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কথিত হয়, এখানে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীপ্রভু ভজন করিতেন। ২। 'কদলী-পট্কা-আসন'—এইস্থানে বর্ত্তমানে কোন শ্রীবিগ্রহ নাই। তথায় প্রসিদ্ধ সিদ্ধমহাত্মা শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী মহারাজ নামক এক অপূর্ব্ব বৈষ্ণব ভজন করিতেন। তিনি অন্ধ হইলেও কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না। তথায় তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ৩। 'গিরিধারী আসন : এইস্থানে গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত, ইহাই শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর ভজন-স্থান। ৪। 'গোঁফা আসন' :— বা 'গুম্ফা আসন'—এই স্থানে বৈষ্ণবগণ ভজন করিতেন। ভজন গুহার নাম হইতেই এই নাম হইয়াছে। ৫। 'মদনমোহনদেব আসন' :—এই স্থানে শ্রীমদনমোহনদেব বিরাজিত। কেহ কেহ বলেন, এই স্থানেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীপ্রভু ভজন করিতেন। ৬। 'কৃষ্ণবলরাম আসন' :—এখানে শ্রীকৃষ্ণবলরাম শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত। ইহা খঞ্জ ভগবান্ আচার্য্যের ভজন-স্থান। ৭। 'শ্যামসুন্দরদেব আসন' :—এখানে শ্রীশ্যামসুন্দরদেব শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত।

গৌড়ীয় গুরুবর্গের সেবা স্মৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ গিরিধারী আসনের সেবাভার গ্রহণ করেন। তাহাতেও নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও শ্রীল প্রভুপাদ অশেষ সহগুণে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তথায় প্রত্যহ ভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেন। ১৯০২ সালে শ্রী লভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় সমুদ্রোপকূলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে 'ভক্তিকুটি' নামক ভজন-ভবন নির্ম্মান করিলে তথায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। তখনই "সখিভেকী" অপসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও শাস্ত্র যুক্তিমূলে "নিতাই-গৌর রাধেশ্যাম" প্রভৃতি নবকল্পিত ছড়া-গানের মধ্যে যে-সকল ভক্তি-বিরোধ-সিদ্ধান্ত ও রসাভাস দোষ আছে তাহা উক্ত ছড়া-গানের প্রবর্ত্তককে জানাইয়া গৌর-নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাসের কীর্ত্তিত মহামন্ত্র কীর্ত্তনের উপদেশ প্রদান করিতেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ "অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। পুরী থাকা কালেই শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণব-মঞ্জুষার উপকরণ সংগ্রহ ও দ্বারে দ্বারে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা প্রচার করেন। তাহাতে বহু বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের পরামর্শ মত শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়া হরিভজন করেন। পুরীর বিভিন্ন মঠের মহান্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শাস্ত্রবিচারে অতিবাহিত করিতেন। সকলেই শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

সাম্প্রদায়িকতথ্যালোচনা :— পণ্ডিত শ্রীসুরেশ্বর শ্রৌতির নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের চারিটি ভাষার পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের তথ্য আলোচনা করিয়া ১৮৯৮ সাল হইতে "সজ্জন-তোষণী" পত্রিকায় শ্রীনাথমুনি, শ্রীযামুনাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের চরিত্র ও শিক্ষা প্রকাশ করিতে থাকেন। বঙ্গদেশেও বঙ্গভাষায় শ্রীল প্রভুপাদই সাত্বত আচার্য্যগণের সাম্প্রদায়িক তথ্য সকল মৌলিক গবেষণার সহিত সর্ব্বপ্রথমে গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের

বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ ও সমালোচনার মহা-কৌশল আবিষ্কার করিয়া, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক-তথ্যসকল সুকৌশলে মনুষ্যের মহাকল্যাণের পন্থা আবিষ্কার করেন। ১৯০৩ সালের ২রা জানুয়ারী রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী পি, আর এস্ মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাঁহারই বাসভবনে এক সভায় কয়েকজন প্রতিষ্ঠাশালী অধ্যাপক ও মনীষীর সহিত ও গণিত-জ্যোতিষ-শিক্ষার আচার্য্যের সহিত বর্ষ প্রবেশ লইয়া অয়নাংশ-সম্বন্ধের বিচারে অদ্ভুতভাবে সকলকে পরাজিত করিয়া জ্যোতিষের আলোচনায় দিগ্বিজয় লাভ করেন।

তীর্থ-ভ্রমণ : ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীল প্রভুপাদ সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথাদি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তীর্থগণকে তীর্থীভূত করিয়া ডিসেম্বর মাসে পুরী গমন করেন। তথা হইতে ১৯০৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ-ভারতের তীর্থ-পর্য্যটনার্থ গমন করেন। সিংহাচল, রাজমাহেন্দ্রি, মাদ্রাজ, পেরেম্বেদুর, তিরুপতি, কঞ্জিভেরাম, কুম্ভকোনম্, শ্রীরঙ্গম্, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া তথাকার সমগ্র তথ্য ও ইতিহ্য সংগ্রহ করিয়া তীর্থগণকে কৃতার্থ করিয়া কলিকাতা হইয়া শ্রীমায়াপুরে শুভবিজয় করেন। পেরেম্বেদুরে এক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-বিধির সমর্থক তথ্য সকল সংগ্রহ করিয়া ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসের কথা ও মঙ্গলময় বিচার পুনঃ প্রবর্ত্তনকল্পে গবেষণামূলক বিচার সকল প্রকাশ করেন।

শতকোটি-মহামন্ত্র-গ্রহণব্রত :—১৯০৫ সাল হইতে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ অপতিত ভাবে তিন লক্ষ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শতকোটি-মহামন্ত্র-কীর্ত্তনব্রত উদ্‌যাপন করেন। ইহাতে প্রায় নয়বৎসর ও চারিমাসেরও কিঞ্চিদধিক কাল সেবিত হন। ইতিমধ্যে ১৯০৬ সালে জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ মহোদয় এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া প্রথম দীক্ষিত শিষ্যত্বের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে শ্রীমায়াপুরের চন্দ্রশেখরআচার্য্য-ভবনে একটি ভজন-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নিজ নিত্য-বাসভূমি শ্রীরাধাকুণ্ডতটকুঞ্জ-বিচারে নিজ শ্রীরূপানুগ ভজন-বৈচিত্র আস্বাদন করিতে থাকেন।

ভক্তিবিদ্বেষী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ নিরাস :—কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ চিরকালই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। তাহারা আচার্য্য-সন্তান-নামধারী জাতিগোস্বামী পরিচয়ে পরিচিত কয়েকজনকে তাহাদের জড়ীয়-স্বার্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে বিশেষভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শয্যাশায়ীর লীলায় অসৎসঙ্গ বর্জ্জনে ব্রতী ছিলেন। তাঁহারই শুভেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ মেদিনীপুর জেলায় বালিঘাই' উদ্ধবপুর নামক স্থানে এক মহতী সভায় অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অনুরোধক্রমে 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের যুক্তি, বিচার, আচরণ গুলির মহা অমঙ্গল সাধকত্ব বিশেষভাবে

প্রকাশ করেন। তাহাতে স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের বিচার ও যুক্তি খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ায় তাঁহারা বিশেষভাবে দমিত হন। ইহাতে যে শাস্ত্রীয় ও শ্রৌত-সিদ্ধান্ত জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাতে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজের এক চিরস্মরণীয় নবযুগের বৈশিষ্ট্য সূচনা করিয়াছে। ইহা প্রকৃতিজনকাণ্ড, হরিজনকাণ্ড ও ব্যবহার কাণ্ডত্রয়ে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রকৃতিজন-কাণ্ডে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সীমা-নির্দ্দেশ, স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতে নানাপ্রকার দৃশ্য-পটের অবতারণা, সমস্ত অভিনয়ের মূলাধার নায়ক 'ব্রাহ্মণ'গণের উৎপত্তি, আবাহমান কাল হইতে ব্রাহ্মণ-গৌরবের অক্ষুণ্ণতা; বিভিন্ন শাস্ত্র-প্রমাণ-দ্বারা ব্রাহ্মণের ভূরি-মর্য্যাদা ও উৎপত্তির কারণ, অসবর্ণ-বিবাহ-প্রচলন-কালে ও বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণ-কর্ত্তৃক কর্ম্মকাণ্ডীয় সমাজ-শাসনকালে বর্ণধর্ম্ম ও সামাজিক অবস্থা, অপশদ (সঙ্কর, অধম, অনুলোমজ (উত্তমবর্ণের ঔরসে অধম-বর্ণাজাত), মূর্দ্ধাভিষিক্ত (ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াজাত), ও অম্বষ্ঠবর্ণের (ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজাত) ব্রাহ্মণত্ব, বেদের সংহিতাংশ ও শিরোভাগ উপনিষদের পাঠে পাঠকগণের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা, বেদবৃক্ষের স্কন্ধদ্বয় কর্ম্মশাখা ও জ্ঞানশাখা এবং উহার পরিপক্ক ফল-স্বরূপ শুদ্ধভক্তির কথা-বর্ণন-প্রসঙ্গে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের পরিচয়; পাত্র ও কাল-বিচারের সহিত শৌক্র-বিচার-নিরূপণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিমত, বৃত্তভেদে বহু-প্রকার ব্রাহ্মণ; দেশ-বিষয়ে মনুর অভিমত; মানবগণ যে-যে উপায়ে ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছেন বা করিবার যোগ্য এবং স্থাবর-জঙ্গমের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ বর্ণের বর্ণ-নির্ণয়-বিচার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

হরিজনকাণ্ডে—বহুশাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা 'প্রকৃতিজন' হইতে অপ্রাকৃত 'হরিজনে'র পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য; প্রাকৃত-জনগণের অপ্রাকৃত হরিজন-যোগ্যতা-লাভের উপায়; ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, কবি সর্ব্বজ্ঞ, শ্রীল মাধব সরস্বতীপাদ, পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু, মহাত্মা কুলশেখর, মহাত্মা যামুনমুনি ও আচার্য্য শ্রীরামানুজের বাক্য এবং উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও বহু পুরাণের প্রমাণ-দ্বারা হরিজন ও কর্ম্মমিশ্র-ভক্তিযাজী অবৈষ্ণবের পরিচয়; হরিজনগণের বিভাগ-সমূহ ও তাঁহাদের বৈষ্ণবতা; উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ; গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিশ্বাসের সহিত বৈশিষ্ট্য-মূলে দক্ষিণাদি-দেশীয় শ্রীমধ্ব মতের ভেদ-চতুষ্টয়; শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-নির্ণয় ও শুদ্ধভক্তি-প্রচার-প্রণালী; শুদ্ধভক্তের লক্ষণ: দীক্ষা-গ্রহণ-বিধি; বৈষ্ণবত্ব লোপ পাইবার প্রধান কারণদ্বয়: পার্ষদ ভক্তগণের পরিচয়; কৃষ্ণভক্তের সর্ব্বোচ্চ অবস্থান ও দুর্ল্লভত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের অসমোর্দ্ধ্বত্ব এবং সর্ব্বজীবারাধ্য অপ্রাকৃত হরিজনগণের নিন্দাকারিগণের পরিণাম প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যবহার কাণ্ডে: প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জীবের ব্যবহারাবলীর তারতম্যের আলোচনা-মুখে যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও সাধুদিগের মধ্যে নিত্যভেদের কারণ; অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তুর ত্রিবিধ প্রতীতি; ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভাগবতের মধ্যে পার্থক্য; স্বাংশ, বিভিন্নাংশ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের স্বরূপ; অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিত্রয়ের বিচার; নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম ও পঞ্চোপাসনা-

প্রণালী, পারলৌকিক অবস্থিতি-বিষয়ে অনাস্থাবান্, আস্থাবান্ ও আস্থানাস্থা-বিশিষ্ট তটস্থ—এই ত্রিবিধ মত; নির্বিশেষত্বের মতভেদদ্বয়; দৈব ও অদৈব-বর্ণাশ্রম-বিচার-প্রসঙ্গে কর্ম্ম-মার্গীয় ও ভাগবতীয়গণের অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার এবং বৈষ্ণব-পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত ভাষণ ও 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার দ্বারা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব প্রকট করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে সকল প্রকার শাস্ত্রে সকল প্রকার গূঢ়ার্থ প্রকাশের ধারা অতি অপূর্ব্ব। কোন প্রকার যুক্তি, তর্ক, অসম্পূর্ণতার অবকাশ না রাখিয়া শ্রীভগবানের শাস্ত্র-প্রকাশের মর্ম্ম দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়া জগজ্জঞ্জালকারীগণের দৌরাত্ম্য ও অসৎ অভিসন্ধি প্রপূরণের অশেষ চেষ্টা পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত করিয়া তাহাদের সকল প্রকার দুরভিসন্ধি সকল ধরাইয়া দিয়াছেন। আসুরবর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা জগতে যাহা সাধারণে অবিদিত ছিল, তাহার বিপুল প্রচার ও স্থাপনের দৃঢ় শাস্ত্রযুক্তি প্রকাশ করিয়া এই কলির অনুচরগণের বিষম দৌরাত্ম্যের প্রকোপ হইতে শুদ্ধভক্তিধারাকে পুনঃ প্রকটিত করিয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব ও গৌরসেবার সুষ্ঠুতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি শুদ্ধভক্তির-মাহাত্ম্য, শুদ্ধভক্তের বৈশিষ্ট্য ও শ্রীরূপানুগগণের পরমশ্রেষ্ঠত্বের বিচার প্রদর্শন করিয়া নিজ শ্রীরূপানুগ-ভজন-প্রণালীর অভিনব প্রকার উদ্বোধন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার আচার্য্যলীলার এক মহা বৈশিষ্ট্য।

নবদ্বীপে 'গৌরমন্ত্রে'র সভা :—নবদ্বীপে বড় আখড়ায় গৌরমন্ত্র-সম্বন্ধে একটী সভায় শ্রীল প্রভুপাদ অথর্ব্ববেদান্তর্গত শ্রীচৈতন্যোপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে গৌরমন্ত্রের নিত্যত্বের কথা প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলার কথাও প্রকাশ করেন।

কাশিমবাজার-সম্মিলনী :—১৯১২।২১ মার্চ্চ কাশিমবাজার-সম্মিলনীতে গমন, তথায় বক্তৃতা ও নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে তথাকথিত প্রচারকগণের বিষয় চেষ্টা ও লোক-রঞ্জন-স্পৃহা-দর্শনে তাহাতে অসহযোগের আদর্শ স্থাপন-কল্পে চারিদিবসকাল উপবাসান্তে শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গৌরজন-লীলাক্ষেত্র-ভ্রমণ ও প্রচার : ১৯১২।৪ঠা নভেম্বর তিনি কতিপয় ভক্তসহ শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, ঝামটপুর, আঁকাইহাট, চাখন্দি, দাইহাট প্রভৃতি গৌর-পার্ষদগণের লীলাক্ষেত্র পর্য্যটন দ্বারা তাঁহার শ্রীগৌরসুন্দর-প্রীতি ও শ্রীগৌরভক্তগণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

'ভাগবত-যন্ত্র' ও গ্রন্থ প্রকাশ :—১৯১৩ এপ্রিল মাসে কলিকাতা কালীঘাটের ৪নং সানগর-লেনে ভাগবত-যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া স্বরচিত অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকাসহ গীতা, উৎকল-কবি গোবিন্দদাসের 'গৌরকৃষ্ণোদয়' মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ও হরিকথা প্রচার করেন। ১৯১৪।২৩ জুন "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।" ১৯১৫ জানুয়ারী মাসে ভাগবত-যন্ত্র শ্রীব্রজপত্তনে স্থানান্তরিত করিয়া তথা হইতেও গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৪ই জুন (১৯১৫) শ্রীমায়াপুরে ব্রজপত্তনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্য' রচনা সমাপ্ত করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁহার সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী" মাসিক

পত্রিকা শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরে ভাগবত-যন্ত্র স্থানান্তরিত করিয়া 'সজ্জনতোষণী' ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচার ও প্রকাশ করিয়া শ্রীল ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট-সেবা করিতে থাকেন। ১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর উত্থান-একাদশী-তিথিতে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর 'সংস্কার-দীপিকা'র বিধানানুসারে স্বহস্তে প্রাচীন কুলিয়া-নবদ্বীপ-সহরের নূতন চড়ায় নিজ-গুরুদেবের সমাধি প্রদান করেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা ও শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশ :- ত্রিদণ্ড-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের মর্যাদা সংস্থাপন ও প্রকাশোদ্দেশ্যে নিত্যসিদ্ধ পরমহংসকুলচূড়ামণি হইয়াও শ্রীল প্রভুপাদ ১৯১৮।৭ই মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীমায়াপুরে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করেন। রাগমার্গের চরম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তভাব-বিভাবিত শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা বিধিবাধ্যতা-মূলক শাসন-স্বীকার দৈন্যের পরাকাষ্ঠা। ঐ দিনই শ্রীচন্দ্রশেখরআচার্য্য-ভবনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ প্রকট ও শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশ করেন। তথায় নিত্যলীলাময় শ্রীগৌরহরির (নিজে সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করিয়া আনুকরণিক প্রতিপন্ন না করিয়া) ত্রিকচ্ছ নৃত্যাবেশময় শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া নিজ গৌরানুগত্য ও গূঢ়-ভজন-রহস্যময় ভাব প্রকাশ করেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে বর্ণাশ্রমান্তর্গত সন্ন্যাসী-স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া স্বয়ংরূপের ও স্বয়ংরূপার প্রেমবিকৃতি-হ্লাদিনী-ভাবের ভাবকান্তি ও মহাভাবের পরাকাষ্ঠার আস্বাদনকারী-ভাবে নিজ অভীষ্টের আরাধনা ও আস্বাদন সেবার মহাবিচিত্রতাময়ী-রূপে প্রকাশ ও ভজন-বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত প্রকাশ করেন। তথা গিরিবরতটকুঞ্জবিহারীর প্রেমনাট্যের তরলীকৃতপ্রেম মহার্ণবের অসীম অদ্ভুত রত্নমালা বিভূষিত কুণ্ডনীর-আপ্লাবিত গন্ধর্ব্ব-বিদ্যা-বিশারদা আলিবৃন্দের পরিচালিকা গন্ধর্ব্ব-বিদ্যার চরম-পরম-প্রকাশ-পরাকাষ্ঠা-শিরোমণির কৃষ্ণপ্রেমরত্নের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবাস্বাদিকা-ভাবে প্রকটিত শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া নিজ গোষ্ঠবাটীর সৌন্দর্য্যশোভার গূঢ় রহস্যও প্রকটন করিলেন। ঐ দিন হইতেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ নিত্যসিদ্ধভাব-বৈশিষ্ট্য প্রকট করিতে অতি সন্তর্পণে ও সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই মহানিধির বিতরণ-কৌশল উদ্ঘাটন করিতে আরম্ভ-করিলেন। মার্চ্চ-মাসের শেষভাগে নিজ নিত্যভজনস্থানের সন্নিকট-প্রদেশে কৃষ্ণনগর টাউনহলে সাহিত্য-সভায় সেই উন্নত-উজ্জ্বল নীলকান্ত ও স্বর্ণকান্ত মণিদ্বয়ের অপূর্ব্ব সংযোগের ছটায় উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত শ্রীরূপ-দর্শনের প্রথম জ্যোতিস্বরূপ 'বৈষ্ণব-দর্শন' সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী এক অপূর্ব্ব অনর্পিত অপ্রকাশিত দর্শনরূপ অক্ষর-জ্যোতির প্রকাশ করেন। তাহার বিষয়— দৃশ্যবস্তুর সহিত দ্রষ্টার সম্বন্ধস্থাপনকে 'দর্শন' বলে। মনের কর্তৃত্বের সাহায্যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাধাহীন অনুভূতি সংগ্রহ করা। জড়ীয় বস্তুসত্তার দর্শনকে 'জড়বিজ্ঞান' ও জড়াতীত চেতনাভাস বস্তুসত্তার দর্শনকে 'মনোবিজ্ঞান' বলে। প্রকৃতি, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন— অংশাংশিরূপে ক্রমান্বয়ে

অন্যের কারণরূপে অবস্থিত। দ্রব্যে কর্ত্তৃসত্তার অভাবে 'জড়' এবং কর্ত্তৃসত্তার বা চেতনের দ্রষ্টৃত্ব ও অস্তিত্ব পাওয়া গেলে, সেই চেতনই ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনরূপে কথিত হয়। ষোড়শ-দর্শনমধ্যে বেদান্তদর্শনে মূল আকর বিষয় বিবৃত আছে।

বেদান্তের প্রমাণ ও প্রমেয়ত্ব :—বেদের শিরোভাগ 'উপনিষৎ'-তাৎপর্য্য ধারাবাহিকভাবে প্রকৃত দ্রষ্টার দর্শনে উপলব্ধ না হওয়ায় উপনিষদাবলম্বনেই 'ব্রহ্মসূত্র' রচিত হয়। তাহাতে বেদ-প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় বৈদিক-ধর্ম্মপ্রণালীসমূহ সমস্তই ন্যূনাধিক বেদান্ত-দর্শনাবলম্বনে গঠিত। পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতও এই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামি-সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দগিরি ও সায়ন-মাধবাদির লেখনীতে এবং বাচস্পতিমিশ্রের 'ভামতী'-টীকাদিতে কেবলাদ্বৈত-মতেরই পুষ্টি লক্ষ করা যায়। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ব্রহ্ম-সূত্রাবলম্বনে নির্ব্বিশেষ-বিশ্বাস-মূলক কেবলাদ্বৈত-মতের বিরুদ্ধে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব লক্ষ্যকারী ও বিশ্বাসী অনেকগুলি শেমুষীসম্পন্ন ভগবৎপরায়ণ আচার্য্য উদিত হইয়া সবিশেষ-ব্রহ্মদর্শনের রক্ষক ও প্রচারক হইয়াছিলেন। তাঁহারা খণ্ড দার্শনিক নহেন, পরন্তু সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট ও সিদ্ধান্ত-পারঙ্গত, সুতরাং বাস্তবসত্যবস্তু-সম্বন্ধি, অভিধেয় ও প্রয়োজনদর্শনেও বিমুখ ছিলেন না। কিন্তু ভ্রান্তবিশ্বাস-ভরে জড়-বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের স্থূলশরীরকেই ভোগের কেন্দ্র জ্ঞান করিয়া ভোক্তৃত্বে বা বিষয়ত্বে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মনোবিজ্ঞান-বিদ্‌গণও জড়বিজ্ঞানে মনের প্রভুত্ব দেখিতে পাইয়া সেই জড়শরীরের কেন্দ্রে মনের অবস্থিতি জ্ঞান করিয়া দ্রষ্টৃরূপে মনশ্চক্ষে জড়কে দৃশ্যস্থানীয় জানিয়া সুষ্ঠুভাবে অবলোকন করিতেছেন। জড়বস্তু কিছু মনকে দেখেন না বা বুঝেন না, পরন্তু মনই জড়কে দেখেন, এইরূপ প্রতীতি তাঁহাদের প্রবল। বস্তুতঃ মনন-শক্তির অভাবে জড়চক্ষুতে জড়োপাদানমাত্র অবস্থিত হওয়ায় তাদৃশদর্শন ক্রিয়া-শক্তি-রহিত কেবলমাত্র জড়োপাদান কখনও মনকে বা চক্ষুকে দেখিতে পায় না। মননশক্তির অভাবে অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ই এইরূপ ক্রিয়া-শক্তিবিহীন হইয়া পড়ে।

বিভিন্ন দার্শনিকগণের মত :—জীবের পরলোকে বিশ্বাসহীন চার্ব্বাক, জড়রসানন্দী এপিকিউরাস্, অজ্ঞেয়তা-বাদী এগ্‌নষ্টিক্ হাক্সলে, পারলৌকিক বিশ্বাসে সন্দেহবাদী স্কেপ্‌টিক্‌গণ, দিব্য-জ্ঞানবাদী হেগেল্, সপেনহুয়ার ও ক্যান্ট-প্রমুখ মনীষিবৃন্দ, সক্রেটিস্, প্লেটো, এরিষ্টটল্ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকগণ এবং অস্মদ্দেশীয় দার্শনিকগণ অনেকেই মনোবিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতা জগৎকে দেখাইয়া স্ব-স্ব-সাম্প্রদায়িক বৈকর্য্যে বস্তু দর্শন করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা নিজ-নিজ-মনোময় অভিজ্ঞতাকে বহুমাননপূর্ব্বক চিন্তা-স্রোতের কেন্দ্রে বসাইয়া, বস্তু দেখাইতে গিয়া বিভিন্নস্থানস্থিত দ্রষ্টৃবর্গের চক্ষে ভ্রান্তিজনক বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। একপ্রকার দর্শন অন্যের দর্শনের সহিত বিরোধ করায় নানা-প্রকার বিবাদমান দর্শন বা দার্শনিক-মতবাদসমূহ নিজ-নিজ মতে টানিয়া লইবার প্রযত্ন করিয়া আসিতেছে। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তিরূপা বাসস্থলী যে দার্শনিকের মত-বিপণীর সন্নিকট, তাঁহারা

একমাত্র তাঁহাকেই দর্শনরাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ভ্রমময়ী ধারণার পুষ্টি সাধন করিতেছেন। যাঁহারা দার্শনিকমণ্ডলীর বিভিন্ন বিপণীস্থিত বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য দেখিতেছেন, তাঁহারা স্ব-স্ব-যোগ্যতানুরূপ সেই সেই দ্রব্যে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতেছেন।

বিবর্ত্তবাদীর ও নির্ব্বিশেষবাদীর চেষ্টা :— দার্শনিকগণ প্রাথমিক জ্ঞানবিকাশক্রমে দ্রষ্টৃ-মনকেই 'আত্মা' বা যাবতীয় বস্তুবিচারের কেন্দ্র বলিয়া জ্ঞান করার বিচার-ফলেই বেদান্ত-দর্শনে অহংগ্রহোপাসনা বা মায়াবাদ স্থান পাইয়াছে। 'বেদান্ত' বলিলেই কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে কেবলাদ্বৈতবাদ, জীবেশ্বরৈক্যবাদ, জড়চিদৈক্যবাদ, বিবর্তবাদ, নিঃশক্তিকবাদ, সগুণ-নির্গুণৈক্যবাদ, নির্ভেদব্রহ্মবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ মতবাদসমূহ বিশ্বজনীন উদার বিচারপুষ্ট বলিয়া দর্শনশাস্ত্রার্থিগণের নয়ন আবরণ করিয়া আসিতেছে, এবং সবিশেষ চিদ্‌বিচিত্রানুভূতি-পর শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য নহে বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য অসংখ্য সঙ্কীর্ণ চেষ্টা প্রকৃত উদার বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িকতাকে বিপন্ন করিয়াছে ও করিতেছে।

মায়াবাদিগণের কুচেষ্টা :—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ন বা বিদ্যারণ্য-ভারতীর শেষদশা পর্য্যন্ত কেবলাদ্বৈতবিচারপর বৈদান্তিকগণের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস-আলোচনায় জানা যায় যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মা ও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন, আংশিক দর্শন বা খণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে পূর্ণত্বের কল্পনা, জড়ীয় অখণ্ড দেশকালাদিকে পূর্ণবস্তুত্বে স্থাপন করিবার অসংখ্যপ্রকার প্রয়াসে জগতের বৃথা কালক্ষেপমাত্র হইয়াছে। বাস্তববস্তুদর্শনের ছলনায় খণ্ডজ্ঞানকে পূর্ণজ্ঞান, সগুণকে নির্গুণ বা গুণাতীতজ্ঞান প্রভৃতি বিবর্ত্তমূলক মনোধর্ম্মে লোকে ব্যাপৃত থাকায় পরমসত্যদর্শন আচ্ছাদিত হইয়াছিল। যদিও শ্রীশঙ্করপ্রমুখ দার্শনিক মনীষিগণ বেদান্তদর্শনে জড়ীয় ভেদ-দর্শনসমূহ নিরাস করিয়াছেন, তাহা হইলেও দ্রষ্টৃ, ভোক্তৃ বা বিষয়রূপে জীবাত্মাকে এবং দৃশ্য, ভোগ্য বা আশ্রয়রূপে জগৎকে প্রতিষ্ঠা করায় তাঁহারা পরমসত্যের বিচিত্রবিলাস হইতে দূরে অবস্থিত। এই পরমসত্যের দর্শন প্রদর্শন করিবার জন্যই স্বয়ংরূপ বস্তু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন ; তাঁহাকে অন্য কোন ইতর শক্তির অপেক্ষায় বা সহায়তায় প্রকাশিত হইতে হয় নাই। মায়াবাদী বস্তু দর্শন করিতে গিয়া কেবলমাত্র মায়ার আশ্রয়ে দৃশ্য দর্শন করেন। ব্যবহারিক পরিচয়ের মিথ্যাত্ব প্রবল হইয়া তাঁহাকে বাস্তব-বস্তুর স্বরূপ দেখিতে দেয় না। ফলতঃ, খণ্ডজ্ঞানে খণ্ডজ্ঞানী কখনই সত্যবস্তু দেখিতে পান না। সুতরাং তর্ক আসিয়া তাহাকে খণ্ডবস্তুর ভ্রান্ত দ্রষ্টা ও খণ্ডবস্তুর প্রতীতির মিথ্যাত্ব জ্ঞান করাইয়া নিত্যসত্য-জ্ঞান হইতে বিপথগামী করায়। তত্ত্ববিৎ জগৎকে 'মিথ্যা' মনে করেন না, বস্তুর বহিঃখণ্ড-প্রতীতজন্য 'তাৎকালিক' বা 'নশ্বর' বলিয়া থাকেন। যাহাকে পরিমিত করা যায়, তাহাই মায়া-গঠিত বা সঙ্কোচ-ধর্ম্মযুক্ত। দ্রষ্টা যখনই তত্ত্ব ভুলিয়া মায়ার সাহায্যে বাহ্যবস্তুসমূহ নিরীক্ষণ করেন, তখনই জাড্য আসিয়া দৃশ্যবস্তুর নানাত্ব দেখাইয়া তাহাকে বিষয় ও দৃশ্যবস্তু-

সমূহকে আশ্রয়, অবলম্বন বা দর্শনের আধার বলিয়া মনে করায়। মায়া বা পরিমিতি-শক্তি—বস্তুরই শক্তিবিশেষ। সেই শক্তি-পরিচালিত হইয়া দ্রষ্টা দৃশ্যবস্তু নানাত্ব ও তাহাদের ভোগোপকরণত্ব দর্শন করে। বস্তুর স্থূলত্ব-প্রসবিনী মায়া-শক্তির ক্রিয়া দ্রষ্টৃজীবের অস্মিতায় কার্য্য করিবার অবকাশ পাইলেই তাহাকে চিত্ত বা মহত্তত্ত্বরূপে পরিণত করে এবং চিত্ত পরিণত হইয়া অহঙ্কার, অহঙ্কার পরিণত হইয়া বুদ্ধি এবং বুদ্ধি পরিণত হইয়া করণপতি মনরূপে পরিণত হয়।

ভাগবত দর্শন : জড় হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-মূলক পরাক্‌পথে বস্তুনির্দ্দেশ করিবার প্রতিপক্ষে অপরোক্ষ প্রত্যক্‌পথের মহিমা একমাত্র বৈষ্ণবদর্শনেই নিহিত আছে। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিমভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই 'সর্ব্বদর্শন-শিরোমণি' বলিয়া বিদ্বৎপরমহংস-সমাজে অনাদিকাল হইতে সুপ্রসিদ্ধ; যেহেতু, যাবতীয় দার্শনিক তথ্য এই সর্ব্ব-বেদান্তসার গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আপেক্ষিক অস্মিতার অভিমানে, আপেক্ষিক কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, আপেক্ষিক করণের দ্বারা, আপেক্ষিক বস্তুকে সম্প্রদান করিয়া, আপেক্ষিক বস্তুসমূহ হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়া, আপেক্ষিক বস্তুর সম্বন্ধে; আপেক্ষিক আধারে (জড়ীয় কারক ঘটকে) দর্শন করিতে গেলে পরমসত্যবস্তুর দর্শন-লাভ যে ঘটে না, ইহা বিস্মৃত হইলে অর্থাৎ বস্তুদর্শন-কালে বিশেষরূপে নিরপেক্ষ না হইলে প্রত্যেক দ্রষ্টাই বস্তুর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-দর্শনে বিমুখ হইবেন। যাঁহারা মায়া-দ্বারা বা খণ্ডজ্ঞানপ্রতীতির সাহায্যে বস্তুদর্শনে ব্যস্ত, তাঁহারাই মায়াবাদি-বৈদান্তিক; আর যাঁহারা মায়াবাদীর অধীনতা-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বাস্তব বস্তুর চিদ্‌বিলাসস্বরূপ দর্শন করেন, তাঁহারাই তত্ত্ববিৎ বা 'বৈষ্ণব'। সেই তত্ত্ব কেবল 'মায়া' নহেন, পরন্তু অখণ্ড পরম-সত্য, পূর্ণ ও অবিমিশ্র চিৎ এবং অনুপাদেয়তা-রহিত ঘনানন্দ অদ্বয়জ্ঞান।

মায়াবাদী ও তত্ত্ববাদীর পরস্পর বিচার-ভেদ : মায়াবাদী মায়ার আশ্রয়ে ভেদজ্ঞানযুক্ত হইয়া বলেন,— "দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনে বাস্তবভেদ নাই এবং বস্তুতে স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই।" কিন্তু তত্ত্ববাদী অদ্বয়-জ্ঞানাশ্রয়ে বলেন,—তত্ত্ববস্তু ভগবানে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদিকা পূর্ণ উপাদেয় শক্তি নিত্যবিরাজমানা। তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞানাশ্রয়ে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ভগবত্তা হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক দর্শন করেন না। বাস্তব-বস্তুকে 'সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব' বলিয়া দর্শন করেন। বিষ্ণুতত্ত্বে স্বগত নিত্যশক্তি-বৈচিত্র্যময়ী লীলা আছে এবং তৎসহ চিজ্জাতীয় জীবশক্তি-পরিণত জৈবজগতে সজাতীয় ও অচিচ্ছক্তি-পরিণত বহির্জ্জগতে বিজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয়। বস্তু ও তচ্ছক্তি পরস্পর ভিন্ন না হইলেও অচিন্ত্যশক্তিবলে সেই বিষ্ণুতেই চিৎপ্রকাশিনী ও অচিৎসর্গজননীরূপে উভয় শক্তিই নিত্যবর্ত্তমানা। বেদান্তদর্শন কেবল মায়াবাদিগণের কাল্পনিক মায়িক আংশিক দর্শনমাত্র নহেন, পরন্তু বেদান্তদর্শনে চিদচিদীশ্বর বিষ্ণুতত্ত্বই স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিবলে চতুর্ব্বিধ বৈশিষ্ট্যে অবস্থিত বলিয়া দৃষ্ট হন।

বিভুচিৎ বিষ্ণু অণুচিৎ জীব ও জড়ের তত্ত্ব এবং তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধবিচার : শ্রুতিতে

লিখিত আছে,—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" দিব্যসূরিগণ দৃশ্যবস্তুকে সর্ব্বদাই বিষ্ণুর পরম-পদ বলিয়া দেখেন। তাঁহারা অনুপাদেয় দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন অচিদ্দর্শনে বিষ্ণুত্ব বা বস্তুত্বকে আবদ্ধ করেন না। বিষ্ণুর চিচ্ছক্তি বা অচিচ্ছক্তি-পরিণত বস্তু-প্রতীতিকে কখনও 'বিষ্ণু' বলেন না এবং বিষ্ণু-ব্যতীত তাঁহারা অন্যাধিষ্ঠানও স্বীকার করেন না। বিষ্ণুসম্বন্ধিনী উন্মুখবস্তুপ্রতীতিকে বা বস্তুসত্তাকে 'চিৎ' এবং বিষ্ণুবিমুখ বস্তুপ্রতীতিকে বা বস্তুসত্তাকে 'অচিৎ' বা 'জড়'-সংজ্ঞায় ভেদ স্বীকার করেন। এই নিত্যভেদ দর্শন করেন বলিয়া তাঁহারা বহ্বীশ্বর-বাদী, তাহা নহেন। বৈষ্ণবগণ একেশ্বর বিষ্ণুবস্তুই দর্শন করেন,—বিষ্ণুই তদ্বস্তু, এবং বৈষ্ণবগণই তদীয়। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব, যথাক্রমে নিত্যশক্তিমান্ ও শক্তি-পরিণত এবং বিষয় ও আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া নিত্যরসের আলম্বন এবং অন্যোহন্য-সম্বন্ধময়। উভয়ের সেব্য-সেবনবৃত্তি নিত্যা, সুতরাং কালক্ষোভ্য না হওয়ায় নশ্বর বা কর্ম্মায়ত্ত নহে,—পরন্তু অনাদি। জড়কাল বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের উপর আধিপত্য করিতে অসমর্থ। নিত্যশক্তিমান্ বিষ্ণুর দর্শনরহিত মায়াবাদীর অস্তিত্ব —অনিত্য ও কালক্ষোভ্য, কিন্তু বৈষ্ণবের অবস্থান নিত্য, তাঁহার দর্শনও নিত্য; কোনকালে পরিবর্ত্তন-যোগ্য নহেন। চেতনময় ও জড়ময় যাবতীয় বস্তুসর্গে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকায় তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ, সুতরাং সকলেই 'বৈষ্ণব'। তবে চেতনময় সর্গ—যাহা জড়জগতে বদ্ধাবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহা—প্রাকৃত অপেক্ষা-যুক্ত বলিয়া বিষ্ণুসেবোন্মুখ না হওয়ায় গুণান্তর্গত। প্রকৃতির অতীত-রাজ্যে মুক্তাবস্থায় বিষ্ণুর যে চিৎসর্গ, তাহা মায়ার কোনপ্রকার বশ্য বা অধীন নহে। এই জগতে জীবমাত্রেই 'বৈষ্ণব'; কিন্তু জড়বস্তুর প্রতি ভোগাভিনিবেশক্রমে হরিবিমুখ ও জড়ের ভোক্তা বলিয়া নিজ-স্বরূপ ন্যূনাধিক বিস্মৃত।

উন্মুখাবস্থায় বৈষ্ণবের ত্রিবিধ অধিকার ও ক্রিয়া: হরিসেবোন্মুখ-চেষ্টাময় চেতন-সর্গ ত্রিবিধ অবস্থায় আপনাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অবগত হন। সামান্য কনিষ্ঠাধিকারে বৈষ্ণবের ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র অর্চ্চনীয়। সাত্বত-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিহিত উপকরণাবলীদ্বারা ভগবদর্চ্চার অর্চ্চনই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি উন্নত মধ্যমাধিকারে বিষ্ণুভক্তিনিরত ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে ও ভগবদর্চ্চায় উভয়এই বিষ্ণুসম্বন্ধ দেখিয়া প্রেমবিশিষ্ট, ভগবদ্ভক্তের প্রতি অকৃত্রিম-বন্ধুতা-সম্পন্ন, 'সমগ্র জগৎ হরিসেবায় নিযুক্ত হউক', এরূপ করুণা-বিশিষ্ট এবং বিষ্ণুবিমুখ বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা-যুক্ত হইয়া তাহার সঙ্গত্যাগে যত্নবান্। উত্তমাধিকারে তিনি স্থূলশরীরের দ্বারা ভোগ করিবার বাসনা-রহিত হইয়া জড়বস্তুকে আদৌ নিজ ভোগের উপাদান মনে না করিয়া সকল বস্তুকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ সেবোন্মুখ হরিসম্বন্ধিবস্তু-জ্ঞানে দর্শন করেন। দৃশ্যবস্তুমাত্রই শক্তিপরিণত বৈষ্ণবস্বরূপে বিষ্ণুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ-প্রকাশ। জগতে সকল-বস্তু বিষ্ণুতেই অবস্থিত এবং বিষ্ণুর সেবার উদ্দেশ্যেই সর্ব্বদা নিযুক্ত।

কাহারা বৈষ্ণব-শব্দ-বাচ্য নহে? 'বৈষ্ণব' বলিলে বর্ত্তমানকালে সমাজের যে সম্প্রদায়-বিশেষকে লক্ষ্য করা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে 'বৈষ্ণব-সংজ্ঞা তাদৃশ সামাজিকগণের মধ্যেই আবদ্ধ নহে

যাঁহারা নীতি ও পুণ্য-বর্জ্জিত, শিক্ষা-মন্দিরের-সহিত যাঁহাদের বৈরিতা, শৌক্রবর্ণভেদ যাঁহারা কোথাও স্বীকার করেন বা করেন না, মৃতব্যক্তিরস্থ সৎকারোপলক্ষে ভাড়াটিয়া গায়ক, মার্দ্দঙ্গিক, নর্ত্তকরূপে নিযুক্ত হইয়া যাঁহারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মসমূহ লাঞ্ছনা করায় যাঁহাদের যথেচ্ছাচার—বৈধ সামাজিকগণের সর্ব্বদা কটাক্ষের বিষয় এবং যাঁহারা অবৈধ 'সংযোগী' বা 'জাতি-বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেই যে 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞা আবদ্ধ, তাহা নহে। আবার যাঁহারা এই জাতি-বৈষ্ণবগণের গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য-কার্য্যে নিরত, মন্ত্রদানাদি-ব্যবসায়াবলম্বনে স্ব-স্ব জীবিকা-নির্ব্বাহে তৎপর, ধর্ম্মোপদেশ, শাস্ত্রপাঠ, বিগ্রহ-ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থোপার্জ্জনপ্রিয়, যাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টাকেও হরিসেবা বলিয়া জানেন, যাঁহারা প্রভুসন্তান, গোস্বামি-সন্তান, আচার্য্য-সন্তান, অধিকারী বা গুরু বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী, তাঁহারাই যে বৈষ্ণব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবেন, তাহা নহে। হিন্দুসমাজে ভিন্ন-ভিন্ন-বর্ণের পরিচয় দিয়া যাঁহারা বংশপরম্পরা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বা পঞ্চোপাসকগণের অন্যতম উপাস্য বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুদেবতার সেবনতৎপর, যাঁহারা মুক্তির নির্ব্বিশেষত্ব বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই যে কেবল 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞা লাভ করিবেন, তাহা নহে। যাঁহারা ডোর-কৌপীনাদি সন্ন্যাস-বেষে বিভূষিত, বৈধ-সংসারে বিধিগর্হণশীল, অক্ষক্রীড়া-স্থান ও দেবালয়াদিতে হরিভজনবিহীন অলস হইয়া অবস্থিতিপরায়ণ, সচ্ছাস্ত্রাদির আলোচনে বিতৃষ্ণ, অথচ প্রাকৃত ভোগবাসনার ফল্গুনদী যাঁহাদের অন্তরে ধীরে-ধীরে বহিতেছে, তাঁহারাই যে 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞা লাভ করিবার অধিকারী, তাহা নহে।

তবে বৈষ্ণব-শব্দ-বাচ্য কে? **বৈষ্ণবই সর্ব্বসদ্‌গুণাধার :**—ফলতঃ, কৃষ্ণসেবোন্মুখতাই বৈষ্ণব-সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়। ভগবৎ-সেবায় সর্ব্বাত্মদ্বারা যাঁহার অখিল চেষ্টা অনুক্ষণ নিযুক্ত, যিনি কায়মনোবাক্যে হরিসম্বন্ধিবস্তু-জ্ঞানে হরিসেবনোপযোগী বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক যে-কোন-অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া হরির নিরন্তর অনুশীলনপর, যাঁহার হরিসেবা-লাভের প্রয়োজন ব্যতীত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তির অভিলাষ নাই, তিনি উপরোক্ত যে-কোন-পরিচয়ে পরিচিত থাকুন না কেন, তাঁহাকেই 'বৈষ্ণব' বলিয়া সকলে জানিবেন। যাবতীয় সদ্‌গুণাবলী নিত্যভাবে বৈষ্ণবেই দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈষ্ণবে সদ্‌গুণ-সমূহের স্থায়িভাবে অবস্থান করিবার অবকাশ নাই। বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব-সংজ্ঞা-লাভের যোগ্য না হইলেও আপনাদিগকে তাদৃশ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। বৈষ্ণবের লৌকিক-বৃত্তিগত সদাচারে দুইটী বিষয় লক্ষ্য হয়;—প্রথমতঃ, তিনি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর নিত্য-দাসাভিমানী, এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি যোষিৎসঙ্গী নহেন। বৈষ্ণব—কৃপালু, অকৃতদ্রোহাদি ২৬টী গুণে প্রকৃতপ্রস্তাবে বিভূষিত হইলেও তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া নানা-কারণে বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী অবৈষ্ণবগণ তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ-সকল বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক সময়ে বৈষ্ণবের নিষ্কপট দৈন্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, নির্ব্বোধ মানব বৈষ্ণবের শিক্ষক-সজ্জায় নিজের অসৎ স্বার্থ পোষণ করিতে গিয়া বৈষ্ণবকেও

কপট দৈন্য শিখাইতে অগ্রসর হন এবং অবৈষ্ণবোচিত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজের বৈষ্ণব-বিরোধী ভাবসমূহ বৈষ্ণবেরও ভূষণ হউক, —এরূপ ইচ্ছা করেন। এরূপ চেষ্টা দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক-মাত্র। স্বয়ং বৈষ্ণব না হইলে প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য-লাভ সাধারণ বিচারহীন মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব কোনদিনই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করেন না। পরমোদার আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবকে না বুঝিয়া উদারতার ছলনায়, বিশ্বজনীন ভাবের কপটতায়, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনে করিলে নিজেরই সঙ্কীর্ণ চিত্তের পরিচয় দেওয়া হয়।

বৈষ্ণবদর্শনে ভগবৎ স্বরূপ-বিচার :—বৈষ্ণব-দর্শনে তত্ত্ববস্তুকে 'ভগবান্' বলা হইয়াছে। 'ভগবান্' বলিতে অবৈষ্ণবগণ যেমন মায়ার অন্তর্ভুক্ত নশ্বর-বস্তুর সংজ্ঞা-বিশেষ বলিয়া মনে করেন, সেরূপ নহে। মায়ার অন্তর্গত বস্তু-মাত্রেরই সংজ্ঞা, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে, কিন্তু মায়াতীত ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে সেরূপ জড়ীয় ভেদ নাই। তিনি অদ্বয়জ্ঞানময়। মায়িকজ্ঞানেই ভগবানের সহিত পরমাত্মা ও ব্রহ্মের পার্থক্য কল্পিত হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত বিচারে সেরূপ মায়ার ক্রিয়া লক্ষিত হইতে পারে না। বৈষ্ণব দর্শনে কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্—সৎ এবং অসৎ, উভয় প্রকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান-যুক্ত। তিনি কাল রচিত হইবার পূর্ব্বে কালের জনকরূপে ছিলেন, তাঁহা হইতেই, সৎ ও অসৎ, উভয়ই উদিত হইয়াছে, এই দুইসর্গের অপ্রকাশ-কালেও তিনিই থাকিবেন। যাহাতে ভগবৎসত্তার অধিষ্ঠান নাই এবং ভগবৎসত্তায় যাহার অধিষ্ঠান নাই, তাহাই ভগবানের 'মায়া'। সেই মায়া প্রকাশমানা হইয়া আভাস ও অন্ধকারের ন্যায় বদ্ধজীব ও ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া কথিত হন।

চতুঃসম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত :—বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনে,—ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ—ত্রিবিধ বিভাগে অদ্বয়জ্ঞান পরমব্রহ্ম স্বীয় শক্তিদ্বারা নিত্য প্রকাশমান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। বস্তুর অদ্বয়তার ব্যাঘাত না করিয়া বস্তুশক্তির বৈচিত্র্যক্রমে ভগবান্ তিন-প্রকারে লীলা-বিশিষ্ট, ভগবান্—চিৎ ও অচিৎ, উভয়েরই ঈশ্বর, তিনি—অনন্ত ও নিত্যশক্তিমান্ সবিশেষ বস্তু এবং স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় বিশেষত্রয়ে নিত্য-বিরাজমান। শুদ্ধদ্বৈত দর্শনে,—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ও ভক্ত—পরস্পর নিত্য-সেব্য-সেবকরূপে ভেদসম্বন্ধবিশিষ্ট। একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই স্বতন্ত্র, আর সকলেই পরতন্ত্র, তিনি—ক্ষর ও অক্ষর (লক্ষ্মীদেবী), উভয় হইতেই উত্তম অর্থাৎ পুরুষোত্তম ভগবানে ও জীবে, ভগবানে ও জড়ে এবং জড়ে ও জড়ের মধ্যে পরস্পর ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। এইরূপ-পাঁচ প্রকার নিত্য-ভেদসত্তা ভগবানে নিত্য-বিচিত্র্য প্রদর্শন করে॥ দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শনে,—চিন্ময়রসবিগ্রহ ভগবান্—সর্ব্বদা বিষয় ও আশ্রয়গত বস্তুরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যে স্থলে নির্ম্মল আশ্রয়গত চিৎসত্তা, সেস্থলে আশ্রয়ের নিত্যসত্তায় ঘনানন্দের সংহেতুরূপে ভগবান্ লীলাময় এবং যেস্থলে নশ্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা, সেস্থলে ভগবানের লীলা-কুণ্ঠদর্শনে সঙ্কুচিত, তাহা বৈকুণ্ঠ হইলেও প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য বলিয়া প্রতীত হয়॥ শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনে :—ভগবত্তায় জড়ের হেয়ত্ব ও ভেদ আরোপিত হয় না, ভগবদুন্মুখ হইলেই মুক্তজীবের চিদ্দর্শনে

জড়ের ভেদগত-সত্তা তাঁহার সত্যাদর্শনে বাধা দেয় না এবং চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের বিনাশকও হয় না। বিভুচৈতন্যের সহিত অনুচৈতন্যের সেব্য-সেবক-ভাবে লীলা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারিণী নহে। অদ্বৈত-দর্শনে নশ্বর জড়সত্তা নিত্যসত্তা হইতে ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয় বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্য অস্বীকৃত বা অস্বীকার্য্য নহে।

অবৈষ্ণব দার্শনিকগণের মত ও তন্নিরসন :—ভগবান্ বিষ্ণুর ব্যক্তিগত সত্তার অর্থাৎ পুরুষোত্তমত্বের বিরোধি দলকেই 'অবৈষ্ণব দার্শনিক' বলা যায়। নির্ব্বিশেষ-বাদে ভগবৎ-সম্বন্ধী চিন্ময় বিশেষ-সমূহকেও বলপূর্ব্বক 'মায়িক' বলা হইয়াছে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা মায়ার রচিত বলিয়া মনে করিলে ভগবত্তার নির্ব্বিশেষত্বেরই কল্পনা করা হয়। ভগবানের নিত্যবিলাস-বৈচিত্র্যরূপ বিশেষসমূহ মায়া উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও ছিল, মায়ার ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেও থাকিবে। মায়াতে সেই বিশেষত্বের একপাদ-পরিমিত সামান্য প্রতিফলিত ধর্ম্মমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, এরূপ বুঝিবার পরিবর্ত্তে ভগবত্তাকে 'মায়িক' মনে করা সূক্ষ্মবুদ্ধির ও তত্ত্ববিমর্শনের অভাব বলিতে হইবে। 'মায়ার রাজ্যেই মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বস্তুকে বাস করিতে হইবে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের শক্তির অভাব আছে, জীব স্বীয় জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা যাঁহাকে পরিমান করিতে অসমর্থ, তাদৃশ বাস্তব ভগবদধিষ্ঠানের নিত্য স্থিতি নাই,—এরূপ আত্মম্ভরিতাময়ী চিত্তবৃত্তি লইয়া পরমার্থতত্ত্বের দর্শন সম্ভব নহে।

উন্মুখ ও বিমুখ জীবের পরিচয় :—বিভুচৈতন্য ভগবান্ বিষ্ণু—নিত্যকাল মায়ার অধীশ্বর, আর অণুচৈতন্য বৈষ্ণব জীব—মায়ার বশ্য। বিভুচৈতন্য এক অদ্বিতীয় হইয়াও অনন্ত অসংখ্য নিত্যমূর্ত্তিতে নিত্যকাল নিত্যধামে প্রকাশমান আছেন, আর অণুচৈতন্য শুদ্ধ জীবাত্মা অনেক ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া নিত্যকাল তাঁহার নিত্য-সেবায় ব্যাপৃত। অণুচৈতন্য মায়াবাদী জীবগণ দুর্ভাগ্যক্রমে মায়াকে স্বীয় ঈশ্বরী বলিয়া জ্ঞান করিয়া মায়ার অনিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করায় তাঁহারা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বিভুচৈতন্য হইবার উদ্দেশ্যে মায়াবশই হইয়া পড়েন। অণুচৈতন্য-জীবের স্বরূপে নিত্য বৃহত্ত্বাভাব-বশতঃ তাঁহাতে সেব্য-ধর্ম্ম কোনদিনই নাই,—তাঁহার চিন্ময়ী আত্মস্বরূপ বৃত্তিতে ভগবদ্দাস্যই নিত্যকাল বিরাজমান। যখন তিনি হরিসেবা-বিমুখ, তখনই তাঁহাকে মায়ার সেবকরূপে মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে অনিত্য-ভোগে ব্যস্ত দেখা যায়। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ভোগী দেব বা মানবরূপে অণুচৈতন্য জীবের অবস্থান নিরতিশয় ক্লেশের কারণ বলিয়া উহা তাঁহার পক্ষে দণ্ডভোগমাত্র। হরিবিমুখ হইয়া স্বর্গ-ভোগ বা নিরলাভ, উভয়ই তাঁহার নিত্য সেবা-সুখ লাভের বিঘ্নকারক। এইসকল অনিত্য সুখ-বাসনা বা ক্লেশ-পরিহারেচ্ছা—জীবের অনন্ত উপাদেয় সেবা-প্রাপ্তির অন্তরায়মাত্র।

মায়াতত্ত্ব-বিচার ও মায়ার ক্রিয়া-বর্ণন :—ভগবানের নিজাবরণী শক্তির নামই মায়া। অর্থাৎ বিমুখ জীবাত্মাকে মায়া স্থূল ও সূক্ষ্মোপাধিদ্বয়ের দ্বারা আবরণ করিয়া ভগবানকে জীবচক্ষুর অদৃশ্য ও অগোচর রাখিতে সমর্থা। ভোগবুদ্ধির প্রাবল্যে ও কৃষ্ণদাস্যের অভাবে জীব মায়িক-

সর্গের সেব্যরূপে আপনাকে জ্ঞান করেন, তখন ঐ বৃত্তি তাঁহাকে অবিদ্যাশ্রিত অভক্তরূপে স্থাপন করায়। আবার হরিসেবাই একমাত্র নিত্যধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাঁহার প্রতি মায়ার-বিক্রম শ্লথ হইয়া পড়ে। মায়া এই জড়ব্রহ্মাণ্ডের 'উপাদান'-কারণরূপে কথিত হইলেও ভগবানের উপাদান-শক্তি মায়ায় আহিত হয় মাত্র। অগ্নিতপ্ত জলন্ত লৌহ যেরূপ অগ্নির নিকট দাহিকা-শক্তি লাভ করিয়া অপর বস্তুর দহনে সমর্থ হয়, মায়াও সেইরূপ ভগবানের নিকট হইতে উপাদান লাভ করিয়া জগতের মাতা বা 'উপাদান-কারণ'রূপে বর্ণিত হন।

অবৈষ্ণব প্রাকৃত মায়াবাদীর ও বৈষ্ণবের বিচার-ভেদ :—'বাস্তব-বস্তু নিঃশক্তিক এবং যাবতীয় বিচিত্রতা মায়া হইতে নিঃসৃত' একথা অবৈষ্ণব মায়াবাদীই বলিয়া থাকেন। মায়িক-বৈচিত্র্যে অপ্রাকৃত-ভ্রম—মায়াবাদীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, বৈষ্ণবগণ তাদৃশ বিশ্বাসকে প্রাকৃত বা 'সহজিয়া বিশ্বাস' বলেন। যাহার ত্রিধাতুক মৃতক-দেহে আত্মভ্রান্তি; পুত্রকলত্রাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি; জড়ে অপ্রাকৃত চিদ্‌বুদ্ধি এবং সলিলে তীর্থবুদ্ধি, তিনি —প্রাকৃত বা অবৈষ্ণব। আবার অনাসক্ত হইয়া কৃষ্ণসুখের অনুকূল যথাযোগ্য বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক বিষয়সমূহে নিজ-ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট প্রতীতি হইলে ভক্ত প্রাকৃত-বিশ্বাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত হরিসেবনোন্মুখ হন। তখন তিনি মুমুক্ষু মায়াবাদীর ন্যায় হরিসম্বন্ধি বস্তুসমূহকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাদিগকে নিজ ভোগপর অপর প্রাপঞ্চিক বিষয়ের সহিত সমজ্ঞানে ত্যাগ করিবার পরামর্শ করেন না।

কৃষ্ণবিমুখ অভক্ত ও প্রাকৃত রস :—সংসারে জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া কৃষ্ণসেবার বিস্মৃতিবশতঃ প্রাকৃত অভিমানে মত্ত হইয়া অন্যান্য ভোগ্য জড়বস্তু বা বদ্ধজীবগণের সহিত হেয় অনিত্য শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর জড়রস স্থাপনপূর্ব্বক জড়রসের রসিক হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, জড়রসের বিষয় ও আশ্রয়গুলি অল্পকালস্থায়ী ও অনুপাদেয়, সুতরাং কৃষ্ণব্যতীত ইতর বিষয়-গুলির সহিত আপনাদের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ ও স্থাপন করিয়া তাঁহারা বিষম-ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। জীবগণ ও ভগবানের মধ্যে বিকৃত রস ও আশ্রয়গুলিই তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকস্বরূপ।

ফল্গুবৈরাগি-নির্ব্বিশেষবাদীর গতি : কখনও বিদ্বেষ-বশে বিষয়-জ্ঞানে মায়িক-বস্তুসমূহের সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে গিয়া কেহ কেহ নির্ব্বিশেষ-বাদকেই আবাহন করিয়া পুনরায় হরিবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-ফলের পরিবর্ত্তে মুক্তি-ফলই তাঁহাদের আরাধ্য বিষয় হয় এবং চিন্ময়রস-রাহিত্যকেই শ্রেয়স্কর জানিয়া ভগবানকে রসময় বলিতে শঙ্কিত হন পরলোকে নিত্যকাল তমিস্রময় বিচিত্রতা-হীন অবস্থার নিত্যাস্তিত্ব-বিশ্বাসই তাঁহাকে কংস-শিশু-পালাদির আরাধ্য লোকে লইয়া গিয়া তাঁহার আত্মবিনাশ সাধন করায়। প্রাকৃত-বিশ্বাসবশে কৃষ্ণসেবা-বিমুখ-বিচারকগণ পুতনাদি কপট চারিণীর ন্যায় কৃষ্ণসেবা প্রদর্শন করিয়া মায়াবাদী হন; আবার জীবনান্তে চিদ্‌বিশেষ-রহিত হইয়া নির্ব্বিশেষত্বে লীন হন। রসের বিপর্য্যয়ফলে প্রাকৃত ভোগময়

জগতে বদ্ধজীবগণ যে অনিত্য অসম্পূর্ণ নিরানন্দে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইতে রসকে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া নীরস, মায়াবাদের অবতারণা-দ্বারা নিজেদের অশুভ আনয়নপূর্ব্বক রসময়ের নিত্যরস হইতে নিত্যবিদায় গ্রহণ করাকে বিশেষ-বিচার-পুষ্ট বলিয়া বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ মনে করেন না।

বৈষ্ণবগণের বিচার :—তাঁহারা দেখেন যে, নিত্যরসময় বস্তুর বিকৃত-প্রতিফলন-ক্রমেই এই ভোগময় অনিত্য অনুপাদেয় জগতে রসের বিকার সমূহ নানা প্রকার অনর্থ ও বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিয়াছে। সেই অনর্থসমূহ অতিক্রম করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে অপ্রাকৃত নিত্যরসময় হরিলীলায় অনুপ্রবেশ করিতে পারিলেই শ্রদ্ধালু জীবের নিত্যমঙ্গল হইবে। তখন প্রবঞ্চনাময়ী মায়ার অষ্ট-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া বৈষ্ণব-দার্শনিকের এই নিরপেক্ষ শ্লোকটী তাঁহার মনে সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকিবে (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯),

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

তখন বৈষ্ণব-দার্শনিকের এই উক্তিটীও উপরিকথিত বাক্যের সহায়তা করিবে "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥ যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥ অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তি-যোগমধোক্ষজে॥" (ভাঃ ১।৭।৪-৫)

উক্ত 'বৈষ্ণব-দর্শনে' শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দর্শন-বিজ্ঞানের এক অভিনব রূপ প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। মৌলিক তথ্যগুলির সংক্ষেপে সুস্পষ্টভাবে সরল সহজ ভাষায় এ-প্রকারে বাংলা ভাষায় সুপ্রকাশ এই প্রথম। যদিও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পূর্ব্ববর্ত্তীকালে অনেক বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই প্রকাশ-বৈচিত্র্য অতি অভিনব ও অপূর্ব্ব-ভাবধারার অপূর্ব্ব সমাবেশ সহৃদয় ভক্ত-মাত্রেই ইহার বৈশিষ্ট্য অবগত হইয়া অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তের আস্বাদনে বিমুগ্ধ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি সেই সময় হইতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই অসমোর্দ্ধ দানের পসরা লইয়া মহামহা-বদান্য মহাপ্রভুর দত্তসামগ্রীর মহা-মহা-বদান্য-লীলা প্রকট করিতে লাগিলেন।

"শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন" ও "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা" :—কলিকাতায় বিশেষভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে "শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন" স্থাপন করেন। তাহাতে শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভুর প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভক্তিবিনোদন-কার্য্যের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকাশিত, প্রচারিত ও আচরিত ভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণী ও বিচারের সুষ্ঠু আচার ও প্রচারকল্পে শ্রীভক্তিবিনোদানুগতাময় জীবন যাপনে শ্রীরূপানুগ-ধারার মহামধুর্য্য-প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। ১৯১৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী

প্রচারার্থে পূর্ব্বাচার্য্যগণের স্থাপিত বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পুনঃ সংস্থাপন করেন। ২৭শে জুন গোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অর্চ্চা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮ই আগষ্ট হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় ভক্তিবিনোদ-আসনে সর্ব্বপ্রথম চারিসপ্তাহব্যাপী হরিকীর্ত্তনোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। ১৯২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত ও তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হন।

বৈষ্ণব-মঞ্জুষা :—শ্রীল প্রভুপাদ ১৯০০ সাল হইতে 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা'র তথ্য সংগ্রহের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া স্থান ও সাম্প্রদায়িক-তথ্য সকল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯২০ সালে কাশিমবাজারের মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অনুরোধে তথায় গমন করেন। মহারাজ বাহাদুর বৈষ্ণব মঞ্জুষার প্রকাশ কার্য্যে অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তথা হইতে সৈদাবাদাদি স্থানে হরিকথা প্রচার করেন, ও গৌরপার্ষদগণের লীলাস্থানাদি দর্শন ও তথাকার তথ্যসকল সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-দান :—১৯২০ সালের ১লা নভেম্বর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য বি-এ মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রথম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ নামে পরিচিত হন।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা :—১৯২১ সালের ১৪ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। পরিক্রমায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা—জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইলেও বদ্ধাবস্থায় মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মদেহে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার নিত্য সেবনবৃত্তির অভাব দেখা যায়। এজগতে বদ্ধজীবগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। নিজ-জড়দেহসুখাভিনিবিষ্ট বদ্ধজীবগণই অন্যাভিলাষী, শাস্ত্রোক্ত বিধিবাক্য অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র জড়দেহ মনের সুখলাভে ব্যস্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মী, জড়দেহ-সুখলাভে নিবৃত্ত থাকিয়া মনোনিগ্রহকারী জ্ঞানী এবং অনিত্য দেহও মনোসুখান্বেষণে উদাসীন, পরন্তু নিত্য আত্মধর্ম্ম, পরমাত্ম-সেবায় ব্যগ্র ব্যক্তিগণ ভক্ত বলিয়া পরিচিত। বদ্ধজীবের দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধিই নিত্য আত্মজ্ঞানোদয়ের অন্তরায়। জীবের সৌভাগ্য বশতঃ যখন এই অনিত্যবুদ্ধির অবসান হয়, তখন তাঁহার নিত্য কৃষ্ণদাস্যভাব প্রকাশিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীতি হয় তখন তাঁহার চতুঃষষ্টি-ভক্ত্যঙ্গ যাজনই একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। সেই চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম 'পরিক্রমা'র উল্লেখ দেখা যায়, যথা—ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৩ "অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা গতিঃ স্থানে পরিক্রমাঃ।"

মায়াবদ্ধ জীব যেমন নিজ গৃহকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে পরিক্রমা এবং সেই জড় গৃহাসক্তিতে গৃহমেধী হইয়া সংসারসাগরাবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকেন, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাভিলাষী জীব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ এবং লীলাক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া সেই ভগবন্মন্দির ও লীলাক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে

ভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাসক্তিক্রমে মায়ামুক্ত হইয়া নিজ নিত্য-বসতিস্থল শ্রীধামে গমন করিয়া নিজাভীষ্টদেবের সেবায় মগ্ন হন। শ্রীধাম বলিতে শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র সম্বলিত প্রকটস্থানসমূহকে লক্ষ্য করে। শ্রীধাম অপ্রাকৃত ও তদীয়। জড়রাজ্যের অন্যদেশের সহিত ইহার তুলনা হয় না। প্রাকৃত জড়-দৃষ্টিতে উভয়ের সমস্ত দৃষ্ট হইলেও শ্রীগুরুকৃপালব্ধ অপ্রাকৃত বিচারসম্বলিত দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল-ভেদ দৃষ্ট হয়। মায়াকৃত ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত, আর শ্রীধাম অপ্রাকৃত। শ্রীভগবান্ যখন কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে অবতীর্ণ হন, তখন আমাদের তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়। জড়-চক্ষুতে দর্শন করিতে গেলে শ্রীভগবান্ ও তদ্ধামাদি তদীয়-বস্তুকেও জড় বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু সাধু-সঙ্গফলে জড়বুদ্ধি বিদূরিত হইলে তন্মুখবাণীতে বুঝা যায়—"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মমভূত-মহেশ্বরম্॥" অর্থাৎ—'মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে জড়দেহধারী বলিয়া জানে, কারণ তাহারা আমার পরমতত্ত্ব জানে না।" সেইরূপ শ্রীধামসমূহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও শ্রীভগবদ-ভিন্ন, এবং নিত্যকাল অপ্রাকৃত-স্বরূপে বিরাজমান ও মায়াতীত। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া"—অর্থাৎ "শ্রীভগবানের ইহাই ভগবত্তা যে, তিনি, ভক্ত বা শ্রীধাম প্রপঞ্চে আসিয়াও প্রাপঞ্চিক নহেন।" শ্রীধামনবদ্বীপ অভিন্ন শ্রীব্রজধাম। ইহার নয়টী দ্বীপ একটী পদ্ম সদৃশ। চতুঃপার্শ্বে অষ্টদ্বীপ অষ্ট পদ্মদল এবং মধ্যস্থানে কেন্দ্রস্থলে অন্তর্দ্বীপ ঐ পদ্মের কর্ণিকা। শ্রীধাম বৃন্দাবন যেমন চতুরশীতি ক্রোশ, শ্রীধাম নবদ্বীপও ষোলক্রোশ (অপ্রাকৃত) পরিমিত। ইহার আটটী দল অষ্ট সখী। নয়টী দ্বীপ নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ। (ইহার বিস্তৃত বিবরণ 'শ্রীধামনবদ্বীপ-দর্শন' পুস্তিকায় জ্ঞাতব্য)। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"শ্রীগৌড়-মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।" শ্রীধামের ধূলিকণাসমূহও অপ্রাকৃত। বহু বহু জন্মের সুকৃতিফলে ও শ্রীগুরুকৃপায় শ্রীধাম-দর্শন-লাভ হয়। "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥" কিন্তু কি প্রকারে সেই অপ্রাকৃতধাম দর্শন ও তদীয় সেবালাভ হইতে পারে? এই শ্রীধাম সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান ইহার উপলব্ধি করিতে হইবে। 'ধাম' শব্দের অর্থ আশ্রয়, আলোক, inculcator of theism proper—এই ধামেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয়ই একমাত্র মঙ্গলের পথ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুশীলন করিলেই সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রকাশিত হইবে। কিন্তু চৈতন্যানুশীলন করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের নিষ্কপট ভক্তের পদাশ্রয় করা একান্ত আবশ্যক। অমঙ্গলের কারণ বাদ দিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সেবকবৃন্দের কি কথা আছে, তাহার জন্য কাণ দেওয়া আবশ্যক। তাঁহারা বহির্দর্শনে খুব বেশী বা আদৌ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি নাও হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব্ব জিনিষ আছে—এমন আশ্চর্য্য কথা আছে, তাহা সমগ্র মনুষ্যজাতিকে সর্ব্বতোভাবে Releif দিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহারা নবদ্বীপের জল, কাদা, মাটী—Topography প্রাকৃত মূল্যহীন বস্তু দেখান না! বা তদ্রূপ দর্শনের কোন মূল্যই নাই। তাঁহারা জীবকে শ্রীচৈতন্য-দেবের পদপথ-গোষ্ঠা—যাহা বাস্তবসত্যের একমাত্র আধার—দেখাইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে

চেষ্টান্বিত। 'ধাম' শব্দে আলোক, যে আলোক আমাদিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাইয়া দেন, সেই আলোরই অনুসন্ধান হউক। উলূকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা কত জন্ম-জন্মান্তর কাটাইয়াছি, অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইবারই যত্ন করিয়াছি। আমাদের দুরবস্থা দেখিয়াই পুরাণ-সূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ॥ অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥ নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ। (ভাঃ ৭।৫।৩১-৩২)

যাঁহারা এই জগতের মনুষ্যজাতির চেষ্টা, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য প্রভৃতিতে মত্ত—আচ্ছন্ন হইয়া আছেন, তাঁহাদের সত্যানুসন্ধানে বাধা ঘটিতেছে। আবার যাঁহারা সত্য জানা কঠিন—অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, এরূপ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদেরও হরিভক্তির বিচার কম। বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে ভক্তিরসপাত্র ভাগবতের নিকটেই ভক্তিরসশাস্ত্র ভাগবত পাঠ করিতে হইবে। ভাগবত পাঠকে ব্যবসায়ের অন্যতম স্থানে যে প্রকার পাঠ হয় বা হইতেছে, তাহাতে জগতের সমূহ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে—বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই অসুবিধা ঘটিতেছে। ভগবানের অনুগ্রহ-লাভ ব্যবসায় নহে, আর বাদ বাকী সবই ব্যবসায়। যদি ব্যবসাই করিতে ইচ্ছা হয়, তবে—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" ইহারই নাম ব্যবসায়। "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে॥" শ্যাম—এক, শবল বহু বর্ণ বৈচিত্র্য; Prism এর সাহায্যে সূর্য্যের divergent Colours—V-I-B-G-Y-O-R দেখা যায়। বহু হইতে এক, এক হইতে বহু। তদ্রূপ কৃষ্ণসেবার নানারসকে Converge করিলে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম দেখা যাইবে। শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম হইতে দূরে গেলেই মারামারি করিয়া মরিতে হইবে, তখন তাহার শান্তির জন্য লগুড়-নীতিই আবশ্যক হইবে। যাহারা অশান্তির উদ্দেশ্যে বহু বস্তুতে ব্যভিচারী হইয়া একায়ণ পথের অপব্যবহারমূলে বহ্বয়ন পথ অবলম্বন করে, তাহারা বহ্বয়ন-শাখার অপব্যবহার-ক্রমে পরস্পরে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়—ভগবানের সেবা হইতে চিরকালের জন্য অবসর পায়। সাপত্ন্য ধর্ম্মের সুষ্ঠু ব্যবহার পতির অনুকূলে হইলে পরমপ্রয়োজন লাভ হয়। কিন্তু যেখানে পরস্পরে বিরোধ উপস্থিত হইয়া যায়, সেখানে পতি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হন। বৈষ্ণবের বিদ্বেষ-দ্বারা মহারৌরবে পতিত হয়। "নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥" বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বহুল পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে। তৎফলে অবৈষ্ণবতা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। ধর্ম্মজগতের দৌরাত্ম্যের কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হউক। অসত্যের অনুসরণের নাম সত্যানুসন্ধান নহে। অসত্যপথের অনুসরণকারিদল কপটতা পূর্ব্বক সত্যপথের নাম করিয়া ভ্রান্তপথেই লইয়া যাইতেছে। বাস্তবসত্য শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম ছাড়িয়া আর কোন স্থানে থাকিতে পারে না। জগতে যাহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমন্ত বলিয়া নিজদিগকে পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা যে আদৌ বুদ্ধিমন্ত নন—এই কঠোর কথা প্রকৃত ভগবত শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাস্তব-সত্য কথা। এ কথায় বিশ্বাস করিয়া যদি ইতর বুদ্ধিমানদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা

হইলেই এই বাস্তবসত্যের কথা বুঝিবার যোগ্যতা হয়—ভগবৎপাদপদ্ম-দর্শনের সৌভাগ্য উদিত হয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত সমগ্র জগতের আলোচ্য বিষয় হউক, তবেই জগতের সকল অমঙ্গল বিদূরিত হইবে—দারিদ্র্য চলিয়া যাইবে।

বিষ্ণুসেবা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আকাশের সঙ্গে সমান বলিয়া সমস্ত পদার্থই উড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু চৈতন্যদেব ত' আকাশ নহেন, সুতরাং মূল হইবেন কিরূপে?—ইহাই শূণ্যবাদের বিচার। কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক মাধ্যমিক শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আবার কিরূপে সর্ব্বকারণ-কারণ হইবেন?—ইহাও অনেকের বিচার হয়। শ্রীচৈতন্যদেব কি করিয়া বিষয় হইবেন, একথা জগতের লোক বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। হৃষীকেশের সেবা সর্ব্বোত্তম হৃষিকেশের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যথা—সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ-হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" আবার অন্যদিকেও শুনা যায়—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌-গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

আধ্যক্ষিকগণ অধোক্ষজ বস্তুকে দর্শন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-দ্বারা গৃহীত পদার্থ খণ্ডিত হইয়া যাইবে। ভগবান্ খণ্ডিত বস্তু নহেন বলিয়া প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদি দ্বারা তাঁহার অনুশীলন সম্ভব হয় না। ভগবান্ যে কাদা-মাটি-পাথর নন, আবার এইগুলিকে ছাড়িয়া ছুড়িয়া যে 'অপরিচ্ছিন্ন' বলিয়া একটি বাহাদুরীর কথা আছে, সেরূপ কোন বাহাদুরীর বিষয়ও তিনি নহেন। বাস্তব সত্য এবং এগুলির মধ্যে যে বিশেষ ব্যবধান আছে, ব্যবধান-রহিত হইলেই যে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাহা ঐসকল বাহাদুরীওয়ালা লোকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না।

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্॥ তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥" বাস্তবিক্ "নামৈকং"—একমাত্র শুদ্ধনামই যাহা শ্রৌতপথে আগত হন, সেই বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিলেই আমাদিগের সমস্ত অঘ বিদূরিত হইবে। "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"। কুণ্ঠনাম-গ্রহণ দ্বারা এক ইঞ্চিও Progress করিতে পারিব না। যদি আমরা অনন্তকাল ধরিয়া ঘিনি বাজাই, চেঁচাই, হরিবোল বলি, তাহাতে আমাদের অসুবিধা যাইবে না। কাহাকে কুণ্ঠনাম বলে, আর কাহাকেই বা অকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠনাম বলে, তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হয়। নামদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন, যে নাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে গিয়া শব্দের সহিত শব্দীর ভেদ উৎপাদন করে, তাহা কখনও 'নাম' নহে—বিষ্ণুবস্তু নহে। বিষ্ণু-ব্যতীত শব্দকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুশব্দ ব্যবহার করিলে চলিবে না। মায়াধীশ বিষ্ণু ও বিষ্ণুমায়া-রচিত বস্তু এক নহে। 'হরি' শব্দে 'ময়ূর ডাউন', 'সিংহ' প্রভৃতি বুঝায়; সুতরাং উঁহার সম্বোধনে 'হে হরে' বলিতে যদি 'হে ময়ূরিকে' কিম্বা 'হে সিংহ' এই প্রকার বিচার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে 'হরি' শব্দের সার্থকতা হইবে না, রাধামনোহর বিচার মনে না আসিলে 'হরি' শব্দের বিকৃতার্থ গ্রহণ হইয়া যাইবে;

সেই জিনিষটির বদলে অন্য কোন জিনিষের অনুশীলন হইয়া পড়িবে, তাহাতে কিছুমাত্র সুবিধা হইবে না। যেমন অনভিজ্ঞ কৃষক ধান্যক্ষেত্র পরিষ্কার করিতে গিয়া ধান্য ও শ্যামাঘাসের পার্থক্য না জানায় শ্যামা-ঘাসকে রাখিয়া ধান গাছই উপড়াইয়া ফেলে—নিড়ান দিয়া ধান্যকেই Weed out করিয়া দেয়, তাহাতে কিছুদিন পরে ধান্যক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে শ্যামাক্ষেত্রই হইয়া পড়ে, শ্যামার বীজ পড়িয়া জমি নষ্ট হইয়া যায়, পরে আবার অনেক অর্থ ও সময়-ব্যয়ের আবশ্যকতা হয়। সেইরূপ সকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ শব্দকেও চিনিতে না পারিলে দুর্গতির সীমা থাকে না। জহুরী না হইলে জহর কিনিতে গিয়া ঠকিয়াই আসিতে হইবে, গিল্টিকে আসল বলিয়া কিনিয়া আনিলে তদ্দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যায় না।

কি করিয়া অধোক্ষজ অপ্রাকৃত তত্ত্বের উপলব্ধির বিষয় ও তৎ-সেবার বিষয় সুষ্ঠু অবগত হওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এক অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তের প্রকট করিয়া সেই শ্রীধাম-পরিক্রমা-রূপ ভক্ত্যঙ্গ যাজনের সুষ্ঠু বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। "ইংরাজীতে 'Adjustment' বলিয়া একটি কথা আছে অর্থাৎ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কথা। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষগুণ বৃহৎ, কিরণ সেই সূর্য্য হইতে আগত। যদি আমরা সূর্য্যের সান্নিধ্য লাভ করি, তাহা হইলে এত গরম হইবে যে, পুড়িয়া যাইব; কিন্তু Properly adjusted হইলে—এখন যেমন আছি, সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষগুণ বৃহৎ বলিয়া তাহা হইতে কিরণ আসিতে আটমিনিট সময় লাগে, তজ্জন্য সূর্য্যের দূরে অবস্থান-হেতু আমাদের চক্ষু সূর্য্য-দর্শনে সমর্থ হয়। Telescope-এ আলো কম করিয়া দিলে, আলোকযুক্ত দিবাভাগেও অদৃশ্য গ্রহ-তারকাগুলি দৃশ্য হয়। সব দেখা না গেলেও Mercury বা বুধগ্রহকে কালেভদ্রে দেখা যায়, Vulcanকে আদৌ দেখা যায় না। তাই ভগবানের সঙ্গে আমাদের adjustment এর প্রয়োজন হইয়াছে। Theory of adjustment গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবধর্ম বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। ভগবদ্ভক্তিই—True adjustment। তাহাতেই, কেন ভগবান্ মাধ্যমিক হইয়া গ্রাহ্য হন, আবার কেনই বা অতিসূক্ষ্ম বা অতিবৃহৎ বিচারে গ্রহণীয় নহেন?—এই সকল বিচার বুঝা যাইবে। আমরা Microscopic Particles গ্রহণ করিতে পারি না বটে, কিন্তু adjustment এর দ্বারা এই সকল পদার্থের অভিজ্ঞান লাভ করি। কৃষ্ণ যদি অনুকূল হন, আর আমরা যদি প্রতিকূলতাকে বর্জ্জন করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনের বিচার বরণ করিতে পারি, তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলেই কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন। আর যদি প্রতিকূল বিচার বরণ করি, যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়েরই তিনি অগ্রাহ্য (তিনি একটি নির্বিশেষ তত্ত্ব), তাহা হইলেই সব ছুটি হইয়া গেল। অতএব Proper adjustment শিক্ষা করিতে হইবে। যেখানে অভক্তিকে ভক্তি বলিয়া চালাইতেছে, তথা হইতে পৃথক থাকিতে হইবে। ইহা কপটতার কথা নহে অতিশয়োক্তিও নহে, এইটিই একমাত্র কথা। আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমাদের এমন কোন জিনিষ নাই যাহাকে আমরা আঁকড়িয়া ধরিতে পারি। একচড়ে, এক বজ্রাঘাতে মরিয়া

যাইতে হইবে। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিষ নাই যাহা আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে। শ্রীচৈতন্য দেবের কথা আলোচনা করিতে হইবে—চৈতন্য চরণ আশ্রয় করিতে হইবে। হিতাহিত বিচার করা আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তগণ যেরূপ আরাধনা করেন তাহাই অনুবর্ত্তন অনুসরণ কর্ত্তব্য। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'র বিচার হউক। অন্য কোন Religous System এর মধ্যে এমন সুষ্ঠু সরল সত্য কথা নাই; শেষে ঐ সকলের দোষ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ভক্তি, সর্ব্বগুণ-সমন্বিত শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীকামদেবের আলোচনা করিতে হইবে, চেতনের অনুশীলন করিলে অচৈতন্য থাকিবে না, অজ্ঞান থাকিবে না—অন্যমনস্কতা থাকিবে না।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করিয়া অভিনবভাবে তাহার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম-জন্মের প্রধান পঞ্চাঙ্গের পালন-কৌশল উদ্ভাবন ও প্রকাশ করিয়া ভক্ত্যঙ্গ সাধনের অঙ্গগুলি সুষ্ঠুভাবে ও সহজ-সুলভ করিয়াছেন। (১) 'নাম-সংকীর্ত্তন'-মুখে শ্রীধাম পরিক্রমা, (২) প্রত্যেক ধামের ও লীলাস্থানের মাহাত্ম্য-বর্ণনমুখে ভাগবতও তদনুগ-শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা, পাঠ ও বক্তৃতাদি-দ্বারা 'ভাগবত শ্রবণের' সুযোগ-প্রদান; (৩) 'সাধুসঙ্গে'র সুযোগ অতি সুলভে অতিসুদুর্লভ সাধু-সঙ্গ ও সেবার ব্যবস্থা পরিক্রমার মধ্যে একটি পরমোপাদেয় ব্যবস্থা। (৪) 'মথুরা তথা শ্রীধামবাস' অনুসঙ্গ ফলে সুলভ হইয়া থাকে। (৫) "শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন"—শ্রীবিগ্রহ সহ সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীধামপরিক্রমা-বিধান দর্শন, সেবন, অর্চ্চন, আরাত্রিকাদি ও প্রসাদ সেবন-সুযোগ অতি অভিনব উদ্ভাবন। এ সকল তাঁহার যে কত অভিনব জীবমঙ্গলের জন্য ভক্ত্যঙ্গসাধনের কত সুব্যবস্থা, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই সহজে ও সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীগৌরধাম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ হইতে জানিতে পারা যায়:—"ধাম" শব্দের অর্থ আশ্রয়, আলোক, কিরণ প্রভৃতি শ্রীগৌরসুন্দরের পদনখ ও তাঁহার পদরেণুবর্গের—দাসবর্গের সেবাই ধামসেবা। শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থে আমরা শ্বেতদ্বীপ সিতদ্বীপ, গোলোক, বৈকুণ্ঠের বর্ণন দেখিতে পাই। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষার মধ্যে ভগবানের ধাম সমূহের বিভূতি ও বৈভবের কথা শব্দ-মুখে প্রকটিত রহিয়াছে। যখন মহানুভবগণের দ্বারা শব্দ উদ্‌গীত হন, তখন কর্ণ সেবোন্মুখতা প্রাপ্ত হইলে কর্ণদ্বারা শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া চেতনময় রাজ্যে স্থায়ী-ভাবের উদ্দীপনা করায়। বাহ্যবিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহ যে-সকল বাধা উপস্থিত করে, বৈকুণ্ঠ শব্দ সেইসকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ-গোলোকের চিন্ময়ভাব-স্রোত প্রবলবেগে উচ্ছলিত করিয়া দেয়। ব্রহ্মা যে গানের দ্বারা জড়জগতের আধ্যাত্মিকতা হইতে উৎক্রান্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ভূমিকায় আমরা যে বুদ্ধির কথা পাই, তাহা স্থিরা-বুদ্ধি, অচঞ্চলা-মতি, ভগবানের সেবাময়ী বৃত্তি; যেটী ভ্রমবৃত্তি, ক্ষুদ্রবৃত্তি নহে, সকল শক্তি সমন্বিতা পালনী শক্তির প্রচারিকা-বৃত্তি বিশেষ জীবহৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হইলে আমরা সেই বৃত্তি জানিতে পারি। প্রকৃতপ্রস্তাবে অবিমিশ্র চেতনাবস্থায় নীত হইলে সেরূপ বৃত্তি আমাদের চেতনে উদ্ভাবিত হয়। কেবলমাত্র স্থূলবুদ্ধি-জনগণের ধামের যেরূপ নির্দ্দেশ বা বিচার- সেরূপ ভোগময়ী ভূমিকা শ্রীধাম নহেন। শ্রীধাম-বাসের ছলনা করিয়া

ইন্দ্রিয় তর্পণ 'ধাম-সেবা' নহে। শ্রীনামাপরাধের ন্যায় ধামাপরাধও দশটী। অপরাধ থাকিলে ধাম-সেবা হয় না। ধাম অপরাধ দশটী—যথা :—১। শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরু ও সাধুকে অবজ্ঞা ২) শ্রীধামকে অনিত্যবোধ, ৩। শ্রীধামবাসী ও পরিক্রমাকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি। ৪। শ্রীধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ৫। শ্রীধাম-সেবা-ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, ৬। জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ৭। শ্রীধাম-বাস-ছলে পাপাচরণ, ৮। শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ৯। শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-মূলক-শাস্ত্র-নিন্দা এবং ১০। শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস-মূলে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান। এই ধামাপরাধ হইতে সাবধান থাকিয়া শ্রীধাম-বাস, শ্রীধাম-সেবা ও পরিক্রমা করিতে হয়। সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামাশ্রয়-পূর্ব্বক দৈন্য ও আর্ত্তিসহ শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর সেবাদ্বারা ধামাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

নবদ্বীপধামে "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা 'মধুপুরী'"। এই শ্রীযোগপীঠ—'মথুরা', শ্রীবাস-অঙ্গন—'রাসস্থলী', শ্রীচৈতন্যমঠ—'গোবর্দ্ধন' ও ব্রজপত্তন—'শ্রীরাধাকুণ্ড'। নবদ্বীপ—নয়টী ভক্তির পীঠ-স্বরূপ। অন্তর্দ্বীপ-মায়াপুর—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র, সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণের, গোদ্রুম—কীর্ত্তনের, মধ্যদ্বীপ—স্মরণের, কোলদ্বীপ—পাদসেবনের, ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চনের, জহ্নুদ্বীপ—বন্দনের, মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্যের এবং রুদ্রদ্বীপ—সখ্য-সেবার স্থান। প্রত্যেক দ্বীপে নয়প্রকার ভক্ত্যঙ্গের বিষয় ও আশ্রয়ের উদ্দীপক ও স্মারক আবশ্যক। যথা—অন্তর্দ্বীপে—বামনও বলি, সীমন্তদ্বীপে—পরীক্ষিত ও শ্রীশুকদেব গোদ্রুমে—শ্রীশুকদেব ও সূতগোস্বামী, মধ্যদ্বীপে—শ্রীনৃসিংহ ও প্রহ্লাদ, কোলদ্বীপে—শেষশায়ী বিষ্ণু ও তদীয় পাদসেবনরতা লক্ষ্মীদেবী, ঋতুদ্বীপে—বিষ্ণুর পাদপদ্ম অর্চ্চনরত পৃথুরাজ, জহ্নুদ্বীপে—শ্রীকৃষ্ণের অভিবন্দনপর অক্রুর, মোদদ্রুমদ্বীপে—শ্রীরামচন্দ্রের দাস্যেরত হনুমান্ ও রুদ্রদ্বীপে—শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন (গৌরব-সখ্যের বিষয়াশ্রয়) ও শ্রীকৃষ্ণ-সুদামাদি বিশ্রম্ভ সখ্যরসের বিষয়াশ্রয়)।

নামাবলীর কারণ—অন্তর্দ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার নিকট কলিপ্রারম্ভে নামপ্রেম প্রদানার্থ ব্রহ্মহরিদাসাদি-সহ অবতীর্ণ হইবার অন্তরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সীমন্তদ্বীপে—পার্ব্বতীদেবী গৌরপদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন। গোদ্রুমদ্বীপে—ইন্দ্রসহ সুরভী-গাভী দ্রুমতলে শ্রীগৌরসুন্দরকে আরাধনা করিয়াছিলেন। মধ্যদ্বীপে—সপ্তর্ষি আরাধনা করিয়া মধ্যাহ্নকালে শ্রীগৌরপাদপদ্ম দর্শন লাভ করেন। কোলদ্বীপে—শ্রীকোল অর্থাৎ বরাহদেবের আরাধনা-হেতু জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরহরিকে শ্রীবরাহদেব-রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। কোলদ্বীপে শ্রীবরাহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। জহ্নুদ্বীপে—জহ্নুমুনি শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করিয়া-ছিলেন। মোদদ্রুমদ্বীপে—শ্রীজানকীদেবী সহ শ্রীরামচন্দ্র আগমনপূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপ-শোভা-দর্শনে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, এই দ্বীপে এক বৃহৎ বটবৃক্ষতলে শ্রীজানকীসহ শ্রীরামচন্দ্র বিশ্রাম করিয়া কলিতে শ্রীগৌরাবতারের সঙ্কীর্ত্তনানন্দ হইবার ভবিষ্যদ্বাণী কীর্ত্তন করেন। শ্রীরুদ্রদ্বীপে—বৈষ্ণবপ্রবর রুদ্রদেব শ্রীগৌরাবির্ভাব স্মরণে গণসহ নৃত্য ও গৌরচরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যোগমায়ার কৃপা হইলে তাঁহার কৃপায় কি পুরপীঠে কীর্ত্তনের অভাব হইবে? গোদ্রুমবিহারী

সুবর্ণবিহারে তাঁহার যে রুক্মবর্ণের বিগ্রহলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা কি সেই শ্রুতির ব্যাখ্যায় আলোকিত হইতে পারিব না? যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষম্ ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ (মুণ্ডক৩৩)। সেই আবশ্যিকতা ঘুচাইয়া আমরা কি অধোক্ষজ সুবর্ণবিহারীর সেবক হইতে পারিব না? গোদ্রুমবিহারী কি আমাদের শুকমুখে ভাগবতার্থ দিয়া নিগমকল্পতরুর গলিত ফলের কথা কর্ণের দ্বারা পান করাইবেন না? অন্তর্দ্বীপে একদিন ব্রহ্মা যে 'গোবিন্দস্তব' করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মসংহিতার 'গোবিন্দ স্তবের গান' কি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না? সেইদিন কি আমরা পরমেশ্বরের অনাদিত্ব, আদিত্ব, সর্ব্বকারণকারণত্ব, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব না? কেবলই কি আমরা বৃথা বাগাড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়া—মৌখিক রূপানুগত্ব প্রদর্শন করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতে থাকিব? শ্রবণাখ্য, সীমন্তবিজয় প্রভু কি আমাদিগকে শ্রবণের অধিকার দিবেন না? মধ্যদ্বীপ-বিহারী স্বীয়রূপ-মূর্ত্তি অধোক্ষজ সেবা-মূর্ত্তি দেখাইয়া কি প্রহ্লাদানুগত্যে 'ভাল আমি' হইয়া স্মরণ করিতে দিবেন না? ভক্তবৎসল নৃপঞ্চাস্য আমাদিগকে কি বিষ্ণুস্বামীর আনুগত্য ভুলাইয়া দিবেন? আমরা কি কোলদ্বীপে লক্ষ্মীদেবীর আনুগত্যে শেষশায়ীর পাদসেবনে সমর্থ হইব? মহাকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপানুগ সেবক আমাদিগকে যে শ্রীগোষ্ঠবিহারীর সেবা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীলক্ষ্মীর প্রসাদে আমরা কি তাহাতে প্রবেশ করিতে চিরদিনই বাধাপ্রাপ্ত হইব? পদসেবা করিতে করিতেই ত' ঋতুদ্বীপে আমাদের পৃথু মহারাজের গৌরব-পূজন হৃদ্দেশ অধিকার করিবে? তখন কি আমরা জহ্নুদ্বীপে অক্রুরের পাদপদ্মাশ্রয়ে কৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব না? পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দন পরিণতি কৃষ্ণাপ্তি কি আমাদের সুদূর পরাহত বিষয় হইবে? মোদদ্রুমদ্বীপে কপিপতির দাস্য ও রুদ্রদ্বীপে দ্বাদশ গোপালের সখ্য কি আমাদিগকে অন্তর্দ্বীপে আত্মসমর্পণে বলির চরণানুগত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ইতর পিপাসায় ধাবিত করাইবে? আমরা কি যোগমায়ার পুরপীঠের সন্নিহিত প্রদেশে কুণ্ডতীর-বাসে চিরবঞ্চিত হইব? সুতরাং শ্রীধামসেবা কি "নিখিল শ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনিরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত" হরিনাম হইতে পৃথক্ বস্তু? তাহা নহে॥ নবধাভক্তির অঙ্কুর শ্রীবিষ্ণুপুরী হইতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাঙ্কুর শ্রীচৈতন্য পাদপদ্মকল্পবৃক্ষের পক্ক ফল পাওয়া যায়। অন্য উপায়ে হয় না। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়েই শিক্ষামন্ত্রের তৃতীয় মন্ত্র লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে আশাবদ্ধ অবস্থা আমাদিগের নিত্য কল্যাণ বিধান করুক। সুতরাং সুবর্ণবিহারীর জয়গান—ভাগবতার্ক মরীচিমালা আমাদের অবলম্বনীয় হউন। ধন্য শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ ধন্য তাঁহার মহামহাবদান্যতার মহা সুকৌশল, ধন্য তাহার শ্রীরূপানুগত্ব, ধন্য তাঁহার শ্রীগৌরপ্রীতি, ধন্য তাঁহার শ্রীগৌরধাম-নাম ও পার্ষদপ্রীতি, ধন্য তাঁহার সর্ব্বাবতারের অবতরী শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যে সর্ব্বাবতার, সর্ব্বধামানুবৃত্তি, ধন্য তাহার রহস্য-উদ্ঘাটন। শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমার মধ্যে এত প্রকার গূঢ়রহস্য যে বিরাজমান, তিনি কৃপাপূর্ব্বক না জানাইলে কাহার সাধ্য এই সুগূঢ়-রহস্যে প্রবেশ করিতে পারে? সেই করুণাময় প্রভু আমাদিগকে

কৃপা করিয়া আরও যে কত সুগূঢ় সুগুপ্ত ভজন-সম্পৎ আবিষ্কার করিয়াছেন, অপ্রকট লীলায়ও যেন আমরা তাঁহার কৃপায় লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক সুবৈজ্ঞানিকবিচারে প্রকাশ করিয়াছেন—সে সকল চিত্তবৃত্তি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শ্রীনাম-শ্রীধাম ও পার্ষদবিরোধ-আচরণ করে তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শাস্ত্রের প্রমাণ সহ প্রকাশিত করিয়া মহামঙ্গল বিধান করিয়াছেন ; যথা—১। ধর্ম্ম ব্যবসায়ী (ভাঃ ৭, ৯, ৪৩, ৭।১৩।৮, হঃ ভঃ বিঃ ৮।১১১) ; ২। চরিত্রের অন্তরের ও বাহিরের দোষ—(ভাঃ ১১।১৭।৩৮-৪১, ১১।২৬।২৬, ৭।৯।৪৫), ৩। ব্যভিচার ও লাম্পট্যাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারকারী (চৈঃ চঃ মাঃ ৮।২৪), ৪। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী বা স্ত্রৈণ (চৈঃ চঃ মঃ ২২ ৮৪, ভাঃ ১১।১৭।৩৮-৪১, ৩।৩২।৩৩, ৩৪, ৫।৫।২১৩) ; ৫। গৃহব্রতধর্ম্ম সমর্থনকারী—(ভাঃ ৭ ৯।৪৫, ১১।১৭।৫৬-৫৮) ; ৬। মৎস্য-মাংস-পান-তামাক-গাঁজা-ভাঙ্গ-চা-চুরুটাদি নেশামত্ত—(ভাঃ ১১।১৭ ৩৮-৪১, মনু ৫।১৫) ; ৭। ইন্দ্রিয়-তর্পণকে ভক্তি বলিয়া স্বীকারকারী—(ভাঃ ৭।৯।৪০, চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৬৫, ১৬৬) ; ৮। হাটে বাজারে রসগান শ্রবণ বা কীর্ত্তনকারী—(ভাঃ ১০।৩৩।৩০) ; ৯। ভাড়াটিয়া পাঠক বা বক্তা (ভাঃ ৭। ৩ ৮, ব্রঃ বৈঃ প্রকৃতিখণ্ড ২১ অঃ, মনু ৩।১৫৬) ; ১০ লোক দেখান শাস্ত্রব্যাখ্যাকারী কিন্তু নিজে অন্যরূপ আচরণকারী—(চৈঃ ভাঃ ম২।৬৭-৬৮) ; ১১। কোন অবতার খাড়াকারী— (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪৭৬-৪৭৮) , ১২। মর্কট বৈরাগী (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১২৬, চৈঃ চঃ অঃ ২।১২০), ১৩। মহাপ্রভুর প্রচারিত নাম-কীর্ত্তনাদি ছাড়িয়া ছড়া-কীর্ত্তনকারী—(কলিসন্তরণোপনিষৎ, স্তবমালা-বিভূষণ-ভাষ্য ইত্যাদি) ; ১৪। প্রাকৃত পুরুষদেহকে অপ্রাকৃত গোপীদেহবাদীও অভিনয়কারী—(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৩, মঃ ৯।১৯৫) ; ১৫। দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম অস্বীকার করিয়া গতানুগতিক-প্রথায় বর্ণাশ্রমস্বীকারকারী—(পদ্ম পুঃ, বিঃ পুঃ ৩।৮ ৯, গীতা ১৬।১৯-২০) ; ১৬। মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ স্বীকারকারী, অপ্রাকৃতবস্তুতে প্রাকৃত্ব আরোপকারী—(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৪ বিষ্ণু পুঃ বচন) ; ১৭। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী—(চৈঃ ভাঃ অর্চ্চ্যোবিষ্ণৌ, বিষ্ণু পুঃ) ; ১৮। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবতাকে শৌক্রগত প্রাকৃত বিচারকারী—(হঃ ভঃ বিঃ ১০ বিঃ ধৃত পদ্ম পুঃ বাক্য) ; ১৯। আউল, বাউলাদি ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ীর সহিত আচার, ব্যবহার, পরিচয়, আলাপ, আনুগত্য, শিষ্যত্যাদি কোনও সম্বন্ধে সম্বন্ধিত ব্যক্তি—(ভাঃ ১১।২৬।২৬, মহাজন বাক্য) ; ২০। উক্ত ত্রয়োদশ ভাগবতবিরোধী সম্প্রদায়ীর কোন না কোন একটীর দলপতি বা মত-সমর্থনকারী—(ঐ) ; ২১। উন্মার্গগামী গুরুর শিষ্য—(মঃ ভাঃ উঃ পঃ ১৭৯।২৫) ; ২২। বৃষলীপতি (চৈঃ চঃ নাটক ৮।২৪) ; ২৩। বৃষলী পতিকে প্রশ্রয়দাতার শিষ্য (হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২) ; ২৪। পতিত ও পতিতাগণের পাতিত্য সংরক্ষণ করিয়া শিষ্যকারীর শিষ্য—(হঃ ভঃ বি ২।৭) ; ২৫। শুদ্ধভক্তি-প্রচারে তাহাদের কোন ক্ষতি হইয়াছে, ২৬। শুদ্ধভক্তি-প্রচার-ফলে যাহাদের প্রতিষ্ঠা, অর্থ, সম্মানাদির ক্ষতি ও শিক্ষিত সুধী সমাজের দ্বারা ঘৃণিত ও উপেক্ষিত—(মঃ ভাঃ শাঃ পঃ মোঃ ধঃ ১৮৮।১৩, ১৮৯।৭) ; ২৭। বৈষ্ণবতা ও ব্রাহ্মণতার অভাব হেতু ব্যবসায়াদিতে ক্ষতিভোগকারী—(ছাঃ ৪।৪।৪, ভাঃ ৭।১১।৩৫, মঃ ভাঃ বনপর্ব্ব

২১৫।১৩-১৫) ; ২৮। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়াও স্মার্ত্তের সহিত আচার ব্যবহার রাখিতে বাধ্য—(ভাঃ ৬।২।৭-৯ সারার্থ-দর্শিনী), ২৯। সামাজিক ব্যাপারে স্মার্ত্তমুখাপেক্ষী, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী—(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০০-২, হঃ ভঃ বি ৯।১০৩) ; ৩০। মহাপ্রসাদে ডাল-ভাত বুদ্ধিকারী-স্মার্ত্ত (হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৪) ; ৩১। মুখে কৃষ্ণোপাসক কার্য্যতঃ অন্যদেবপূজক পঞ্চোপাসক —(গীঃ ৯।২২, প্রেমভঃ চঃ, সঃ সাঃ দীঃ ২০শ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য) ; ৩২। মনোধর্ম্মী ও প্রসিদ্ধ জাগতিক ব্যক্তির তোষামোদকারী—(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৭৬) ; ৩৩। শিষ্যানুবন্ধী, অর্থ লোভে শিষ্যের অসদাচারের শোধনে অসক্ত ও ষড়বিধসঙ্গকারী—(ভাঃ ৭।১৩।৮) ; ৩৪। দেবল—(শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত আগম প্রমাণ্যম্) ; ৩৫ সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাষাদির প্রশ্রয় প্রদানকারী—(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৯৭, ১০।২৩, ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৯ লহরী) ; ৩৬। বিচাররহিত প্রাকৃত ভাব-প্রধান—(চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭) ; ৩৭। শ্রীহরি-ভজনই একমাত্র সার বোধ না করিয়া অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া হরিভজনের অভিনয়কারী (হঃ ভঃ মুঃ ৭।২৮, ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বি ২।৯৩ ধৃত নাঃ পঃ রাত্র বাক্য), ৩৮। চিজ্জড়সমন্বয়বাদী (পদ্মপুঃ) ; ৩৯। যাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব-গুরুর কৃপায় মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম এই ত্রিবিধ অধিকারী নির্ব্বাচন পূর্ব্বক প্রত্যেককে যথাযোগ্য সম্মান করিবার পরিবর্ত্তে ত্রিবিধ অধিকারীকেই সমান সম্মানের পাত্র মনে করেন—(ভাঃ ১১।২।৪৬. ৪৭) ; ৪০। যাহারা গুরু ও বৈষ্ণবকে শিক্ষা বা শাসন করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করেন—(ভাঃ ১১।১৭।২৭), ৪১। যাহারা সদ্গুরুসমীপে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ যাবতীয় ভোগ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক নিষ্কপটে গুরু-কৃষ্ণসেবা করেন না—(ভাঃ ৭।৫।৩২) ; ৪২। যাহারা গুরু ও কৃষ্ণে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করিবার পরিবর্ত্তে গুরুর পায়ে তুলসী প্রভৃতি প্রদানরূপ পাষণ্ডতা আচরণ করিয়া মায়াবাদ স্বীকার করেন—(চক্রবর্ত্তী, মনঃশিক্ষা, ভাগবত, ভক্তিসন্দর্ভ, ধ্যানচন্দ্র পদ্ধতি ইত্যাদি) ; ৪৩। যাহারা গুরু-বৈষ্ণবকে মর্ত্ত্যবস্তু বলিয়া বিচার পোষণ করেন—(পদ্ম পুঃ ও ভাঃ ১১।১৭।২৭) ; ৪৪। যাহারা ব্যবসায়িগুরুগণের দালাল সমূহের দ্বারা কোনও প্রকারে শুদ্ধভক্তের বিরুদ্ধে প্ররোচিত ; ৪৫ শ্রীধামে বসিয়া ব্যবসায় করেন বা তাহাদের পক্ষপাত করেন— ভাঃ ৭।৯।৪৬, ৭।১৩।৮-১০।১৪, ব্রঃ বৈঃ প্রকৃতি খণ্ড ২১ অঃ) ; ৪৬। যাহারা নামাপরাধী ও ধামাপরাধী এবং অপস্বার্থান্ধ হইয়া নামাপরাধকে 'নাম' ধামাপরাধকে 'ধামবাস' বলিয়া প্রচার করেন—(ঐ) ; ৪৭। যাহারা শ্রীধামে বসিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন—(ঐ) ; ৪৮। ধামপ্রকাশণ ও সেবায় উজ্জ্বল্য-বিধানে যাহাদের অপস্বার্থের কোন প্রকার ক্ষতি হইবার আশঙ্কার কারণ ; ৫০। ধাম-ব্যবসায়ী, নাম-ব্যবসায়ী বা কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী নহেন, কিন্তু তাহাদের কোনও না কোনও প্রকারে আত্মীয়, বন্ধু ও সহযোগী বা মাৎসর্য্যপরায়ণ। উপরোক্ত পঞ্চাশটি বা তদতিরিক্ত অন্যান্য শুদ্ধভক্তি-প্রতিকূল বিষয়ে চেষ্টান্বিত বা অনুমোদনকারী কখনও শুদ্ধ নাম, ধাম, পরিকরের সেবায় প্রতিকূলাচারী হইয়া শুদ্ধ-ভক্তি বিরোধী। তাহারা যতই চেষ্টা ও সাধনাগ্রহ প্রকাশ করুন কেন না কোন প্রকারের উক্ত বিষয়ের সেবা লাভ করিতে না পারিয়া কেবল বঞ্চিত হইবেনই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পরম-

কৃপা-পরবশ হইয়া এই সকল বিষয় সাবধান করিয়া জগতের যে মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। সাধকগণের পক্ষে ইহা পরমোপাদেয়। পতিত, ভণ্ড, শঠ, অভক্ত ও বিদ্বেষী মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ বিচার। (গৌঃ ৬।৬৮-৭০)।

প্রচার কেন্দ্র স্থাপন : -১৯২২ সালে ৯ জুন পুরী ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ঠ প্রচার করেন—গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলার গূঢ় রহস্য প্রকাশ করেন। স্নানযাত্রা, আলালনাথাদির রহস্যও জ্ঞাপন করেন।

শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রার রহস্য : —জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-জগদীশের স্নানযাত্রা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র, শ্রীসুভদ্রা দেবী স্নানবেদীতে 'পহান্তি'-বিজয় করেন। রত্নবেদীতে সুদর্শন-সহিত শ্রীবিগ্রহত্রয়ের অষ্টোত্তরশত সুবর্ণ-কুম্ভপূর্ণ শীতলসলিলে মহাস্নান হইয়া থাকে। স্নানান্তর ভগবান্ রত্নবেদীতে গণেশরূপ ধারণ করেন। সমুদয় ব্রহ্মর্ষি, দেবতা শ্রীজগদীশকে মহাস্নান করাইবার জন্য পারিজাত-সুবাসিত সুরতরঙ্গিনীর পূত সলিল শিরে বহন করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করেন এবং ব্রহ্মার অনুগত্যে মঞ্চস্থ শ্রীভগবানকে স্নাত করেন ও 'জয়'-শব্দপূর্ণ বিচিত্র স্তুতিবাদ দ্বারা বন্দনা করিয়া থাকেন। স্নানযাত্রা-দিবসে শ্রীজগদীশের স্নানমঞ্চ নানাবিধ-ভাবে সুসজ্জিত করা হয়। চন্দন-সংমিশ্র সুগন্ধ ও সুশীতল পবিত্র জলদ্বারা সংসিক্ত এবং সুগন্ধি ধূপগন্ধ-দ্বারা সুবাসিত করা হয়। তৎপরে শ্রীজগদীশের সেবকগণ দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী কূপ হইতে স্নানীয় জল উত্তোলন পূর্ব্বক সেই জল সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করিয়া 'পাবমানী' মন্ত্রের কীর্ত্তন করিতে করিতে সুবর্ণ কলসপূর্ণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবানের অধিবাস করিয়া থাকেন। অনন্তর হোলি দান পূর্ব্বক শ্রীজগদীশ, শ্রীবলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের সহিত স্নানমঞ্চে মহাসমারোহে বাদ্যাদি এবং রত্নখচিত ছত্র-নিচয়দি ও দীপমালিকা, চামর ব্যজনাদি ও নৃত্যগীত সহ স্নানবেদীতে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীজগদীশকে যিনি বিশুদ্ধ চিত্তের রত্নবেদীতে নিত্যস্নান করাইতে পারেন, তিনিই বসুদেব। সেই বসুদেবের রত্নবেদীতে নিত্য স্নানযাত্রা-মহোৎসব হয়। যাঁহারা বসুদেবের আনুগত্যে সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্।

সায়ম্ভুব মনুর সত্যাদি চতুর্যুগান্বিত দ্বিতীয় অংশে এবং সত্যযুগের ভগবদ্দর্শনপ্রদ এই প্রথমাংশে সায়ম্ভুব মনুর যজ্ঞপ্রভাবেই তাঁহাব আবির্ভাব। তিনি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য ঐ দিবসই শ্রীজগদীশের পুণ্য জন্মদিন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারই আজ্ঞামতে ঐদিবস শ্রীজগদীশের অধিবাস পুরঃসর মহাস্নান বিধানানুসারে মহাসমারোহে রত্নবেদীর উপর স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

স্নানযাত্রা-মহোৎসবের ফলশ্রুতি শাস্ত্রে ভুরি ভুরি দৃষ্ট হয়। যাঁহারা শ্রীজগদীশের স্নানযাত্রা দর্শন করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় জননীর গর্ভোদকে স্নান করিতে হয় না। ঔৎসুক্যপূর্ণ

হৃদয়ে শ্রীভগবানের জ্যৈষ্ঠ-স্নান সন্দর্শন করিলে জীবগণকে কখনই ভবসাগরের বিষবারিতে অবগাহন-স্নান করিতে হয় না। যাঁহারা সেবোন্মুখচিত্তে স্নানযাত্রা দর্শন করেন, যাঁহারা হৃদয়-স্নানমঞ্চে শ্রীজগদীশের স্নানসেবা করান, তাঁহারা নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত।

মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্নকে শ্রীজগদীশ আদেশ করিয়াছিলেন যে, সিন্ধুকূলে যে অক্ষয় বটবৃক্ষ আছে, তাহারই উত্তরে সর্ব্বতীর্থময় এক কূপ বিরাজিত রহিয়াছে। উহা এক্ষণে বালুকারাশির দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। স্নানার্থ পূর্ব্বে উহা নির্ম্মাণ করাইয়া পরে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব সেই কূপ আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য। রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিক্‌পালগণের উদ্দেশে পূজা যথাবিধানে সম্পাদন করিয়া নানা বাদ্যসহকারে চতুর্দ্দশীতে ঐ কূপের সংস্কার করিতে হইবে। দ্বিজগণ স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা সেই সর্ব্বতীর্থময় কূপ হইতে জল উত্তোলন করিবেন এবং সেই জল দ্বারা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত শ্রীজগদীশ, বলভদ্র ও সুভদ্রার স্নান-সেবা করিতে হইবে। সেই আদেশমত অদ্যাপি শ্রীপুরুষোত্তমে সেইভাবে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আরও আদেশ ছিল,—"মহাস্নানের পর পঞ্চদশ দিবস অঙ্গরাগবিহীন বিরূপাবস্থায় আমাকে কদাচ দর্শন করিবে না। "ততঃ পঞ্চদশাহানি মাপয়িত্বা তু মাং নৃপ। অচিত্রমবিরূপং বান পশ্যেত কদাচন॥" শ্রীজগদীশের আজ্ঞানুসারে এই পঞ্চদশ দিবসকাল শ্রীমন্দিরের কপাট বন্ধ থাকে। এই সময় শ্রীভগবানের দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে "অনবসর কাল" বলা হয়। এই অনবসরকালে বিপ্রলম্ভ-রসাশ্রিত গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলানুসরণে শ্রীআলালনাথ দর্শনার্থ গমন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইসকল ভজনের গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিয়া সংকীর্ত্তনমুখে স্নানযাত্রাদি দর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্রহ্মগিরি ও আলালনাথ—পুরী হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ সমুদ্রতীরে দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মগিরি একটী সুপ্রাচীন স্থান। কথিত হয় যে—'এইস্থানে সত্যযুগে ব্রহ্মা বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন'। ব্রহ্মার তপস্যার স্থান বলিয়া 'ব্রহ্মগিরি' নাম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এইস্থানে ব্রহ্মাকে রুক্মবর্ণ গৌরহরি দর্শনদান করিয়া বলিয়াছেন, কলিকালের প্রথম সন্ধ্যায় তিনি অবতীর্ণ হইয়া কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মসম্প্রদায়-স্বীকার করিয়া লীলা করিবেন। এবং পুরুষোত্তম হইতে এইস্থানে আগমন করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ নাম-প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিবেন। 'ব্রহ্ম' শব্দে বৃহৎ অর্থাৎ পূর্ণচেতন এবং 'গিরি' শব্দে বাণী। অর্থাৎ চৈতন্যবাণী। 'গির্'—সপ্তমীতে গিরি। শ্রীরামানুজাচার্য্যের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে বহু নারায়ণপরায়ণ সিদ্ধমহাপুরুষ দক্ষিণদেশে অবতীর্ণ হইয়া জগতে শ্রীহরিভক্তির কথা প্রচার করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে আচমন মন্ত্রে যে বিষ্ণুর পরমপদ সদা-দর্শনকারী সূরিগণের কথা শ্রুত হয়, সেই দিব্যসূরিগণ কালে কালে দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের ইতিহাসলেখক শ্রীঅনন্তাচার্য্য তাঁহার 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থের ৭৪ অধ্যায়ে দ্বাদশ জন পূর্ব্ব-দিব্যসূরির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দিব্য-সূরির অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদগণকে তামিল ভাষায় 'আলোয়ার' বা 'আল্বর' বলা হয়। ব্রহ্মার

ভজনসিদ্ধি-স্থান নির্জ্জনতা ও পবিত্রতায় শ্রীনারায়ণোপাসনার বিশেষ অনুকূল বলিয়া দক্ষিণ দেশের মধ্যযুগীয় কতিপয় দিব্যসূরি এইস্থানে চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক পাঞ্চরাত্রিক বিধিতে পূজা করিয়াছিলেন। 'আল্‌বর' বা আলোয়ার'গণের 'নাথ' বা প্রভু বলিয়া শ্রীনারায়ণ "আল্‌বর বা আলোয়ারনাথ"-নামোখ্যাত হন। ব্রহ্মগিরির কিয়দংশ আলোয়ারনাথের নামানুসারে "আল্‌বর-পত্তনম্"—অলারপাট্‌না, অলারপুর—অল্‌বরপুর প্রভৃতি নামে অদ্যাপি খ্যাত রহিয়াছে। 'আল্‌বরনাথ বা আলোয়ারনাথের' অপভ্রংশ হইতে 'আলালনাথ' নামকরণ হইয়াছে।

দক্ষিণদেশের আলোয়ারগণের দ্বারা আল্‌বরনাথ অর্চ্চিত হইবার পর দক্ষিণদেশের কোমা-ব্রাহ্মণগণের হস্তে আল্‌বরনাথের পূজা ন্যস্ত হয়। দক্ষিণদেশ হইতে ১২০০ ঘর কোমা-ব্রাহ্মণ ব্রহ্মগিরিতে আসিয়া বাস করেন এবং পর্য্যায়ক্রমে আল্‌বরনাথের সেবা করিতে থাকেন। কিম্বদন্তী এই যে, কোন এক সময়ে উক্ত কোমা-ব্রাহ্মণগণের অন্যতম পূজারি-বিপ্র কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করেন এবং নিজ অল্পবয়স্ক পুত্রের উপর আল্‌বরনাথের নিত্যপূজার ভার অর্পণ করিয়া যান। সরলহৃদয় ব্রাহ্মণ-বটু সাধ্যমত ভোগাদি রন্ধন করিয়া আল্‌বরনাথের নিকট লইয়া নিবেদন মন্ত্র না জানায় ঠাকুরকে বলিলেন, "প্রভো, আমি অতি অজ্ঞ বালক, আপনার মন্ত্রতন্ত্র জানি না; আপনি এই ভোগ গ্রহণ করুন।" বলিয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বালক-সুলভ বয়স্যগণের সহিত ক্রীড়াদিতে প্রমত্ত হইলেন। ভোগ সরাইতে যাইয়া দেখিলেন, ভোগপাত্রে প্রদত্ত বস্তুর কিছুই অবশিষ্ট নাই। বালক মাতাকে উহা জানাইলে মাতা তাহা বিশ্বাস করিলেন না। তখন বালক মাতাকে লইয়া গিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করাইলেন। ক্রমাগত কয়েকদিনই এই ব্যাপার ঘটিল। কিছুকাল পরে বালকের পিতা পূজারী ব্রাহ্মণ বিদেশ হইতে ফিরিয়া উক্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন একদিন বালক ভোগ রন্ধন করিয়া আল্‌বরনাথকে ভোগ নিবেদন করিলে বালকের পিতা মন্দিরাভ্যন্তরে এক কোণে লুকাইয়া দেখিলেন —শ্রীনারায়ণ চারিহস্তে বালকের প্রদত্ত সমগ্র সামগ্রী অতি আগ্রহের সহিত ভোজন করিতেছেন। তখন উক্ত পূজারি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"আপনি সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিলে আমরা কি খাইয়া বাঁচিব? ঠাকুর বলিলেন, —আমি বালকের প্রীতিতে সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিতেছি, তুমি আমার নিকট কি বর চাও বল।" তখন সেই পূজারী বর না চাহিয়া বলিলেন—"আপনি যখন সমস্ত খাইতেছেন, তখন আমাদিগকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে"। শ্রীআলালনাথ তখন বলিলেন, —"আজি হইতে আমি আর তোমাদের প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিব না। জগতে সমস্ত দ্রব্যই আমার ভোগ্য, আমি কৃপা করিয়া যতটুকু প্রদান করি, তাহাই আমার অবশেষ ও মৎপ্রদত্ত কৃপারূপে তোমাদের গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। যেহেতু আমার ভোগে ভোগবুদ্ধি করিলে, সেইহেতু জ্ঞাতিবর্গের সহিত অচিরেই নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে, কেবল তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ আমার নিত্যভক্তকে আমি বৈকুণ্ঠলোকে মৎসমীপে স্থান প্রদান করিব।" সেই হইতে দক্ষিণ দেশাগত

দ্বাদশ শত কোমা ব্রাহ্মণ একে একে বিনষ্ট হইয়া গেলেন, তোঁমাদের বংশে আর কেহ থাকিলেন না। তখন শ্রীআল্‌বর-নাথ পুরীর রাজা শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজকে স্বপ্নযোগে অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ দুইঘর বশিষ্ঠগোত্রীয় এবং একঘর ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ অর্চ্চনকার্য্যে এবং বশিষ্ঠগোত্রীয়গণ শৃঙ্গার ও রন্ধনাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেন। এই তিন ঘর ব্রাহ্মণ হইতে ক্রমশঃ বর্ত্তমানে ত্রিশঘর পাণ্ডা ব্রাহ্মণের বিস্তার হইয়াছে। ইঁহারাই বর্ত্তমানে আলালনাথের সেবাভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কতিপয়ের উপাধি 'সোয়ার' (সুপকার); ইঁহারা ভোগরন্ধনাদি করেন, এবং কতিপয়ের উপাধি 'পাণ্ডা', ইঁহারা অর্চ্চনাদি করেন, কতিপয়ের উপাধি 'পুষ্পালেখ', ইঁহারা শৃঙ্গারাদি করেন, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের উপাধি 'শতপস্তি'; ইঁহাদের শ্রীবিগ্রহ পূজার অধিকার নাই, জলছিটান, ধূপদীপাদি আনিয়া দেওয়া, দ্বার উন্মোচন ও অবরুদ্ধাদি কার্য্যে অধিকার প্রাপ্ত। ইঁহারা বর্ত্তমানে সকলেই পঞ্চোপাসক।

শ্রীআলালনাথ অতীব সুন্দরদর্শন চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তি। ইঁহার দক্ষিণদিকের নিম্নস্থ হস্তে পদ্ম, ঊর্দ্ধস্থহস্তে চক্র, বামদিকের ঊর্দ্ধস্থ হস্তে শঙ্খ, এবং নিম্নস্থ হস্তে গদা। সিদ্ধার্থ সংহিতায় এইরূপক্রমে আয়ুধধারী শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তির নাম—শ্রীজনার্দ্দন। "পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদা ধত্তে জনার্দ্দনঃ।" শ্রীআলালনাথদেব প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তরনির্ম্মিত একটী শ্রীমন্দিরে বিরাজ করিয়াছেন। শ্রীমন্দিরমধ্যে শ্রীআলালনাথের সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, রুক্মিণী, সত্যভামা এবং পাণ্ডাগণের উক্তিমতে ললিতা-বিশাখাদেবী বিরাজিতা আছেন। শ্রীআলালনাথের পদতলে অঞ্জলিবদ্ধ গরুড় উপবিষ্ট। শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন—ভোগমন্দির, নাটমন্দির ও জগমোহন উড়িষ্যার দেবমন্দির সমূহের রীতি অনুসারে পোলাং তৈল ও ঘৃতের প্রদীপ ব্যতীত মন্দিরাভ্যন্তরে কোন প্রকার আলোকের ব্যবস্থা নাই। এ প্রদেশে মুল শ্রীমন্দিরাধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ কোথাও অভিযান করেন না বলিয়া বিভিন্ন যাত্রাদি মহোৎসবে বিজয়-বিগ্রহেরই বিজয় হইয়া থাকে। তবে পুরীতে রথ ও স্নানযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেব বাহিরে বিজয় করেন। আলালনাথের শ্রীমন্দিরের জগমোহনে বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন, বলরাম, কৃষ্ণ এবং "পতিতপাবন আলালনাথ বিরাজিত আছেন। যে সকল অবরকুলোদ্ভূত ব্যক্তির মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার নাই, তাঁহারা মন্দিরের বহির্দ্দেশ হইতেই "পতিতপাবন-আলালনাথ"—শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনেরই চন্দনযাত্রা, দোলযাত্রা, রাস, দশহরা প্রভৃতি উৎসব-উপলক্ষে বহির্বিজয় হইয়া থাকে। পুরীর ন্যায় এখানেও অক্ষয় তৃতীয়া হইতে বিজয়বিগ্রহের চন্দনযাত্রা একুশ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে 'চন্দনপুকুর' বা 'পশ্চিমা পুষ্করিণী'। চন্দনযাত্রায় প্রত্যহই অপরাহ্ণে শ্রীমদনমোহনকে বিমানে বাদ্যাদিসহ চন্দনপুকুরে লইয়া যাওয়া হয়। চন্দনপুকুরের উপকূলেই একটী মৃন্ময় কুটিরে মদনমোহন, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রুক্মিণী, সত্যভামা, ললিতা, বিশাখা এবং রামকৃষ্ণ দুই ভাই মন্দির হইতে বিজয় করিয়া বিশ্রাম করেন। তথায় চন্দনকুঙ্কুম বিলেপন, নানাবিধ বন কুসুমের শৃঙ্গার, এবং

গ্রীষ্মোপযোগী স্নিগ্ধ উপকরণ-সমন্বিত ভোগ হইয়া থাকে। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া দেবদাসীগণের নৃত্য-সঙ্গীত ও নানাবিধ গীতবাদ্য শ্রবণাদি করিয়া নৌকোপরি বিহার করেন, এবং রাত্রি ১ ঘটিকার সময় বাদ্যাদি-সহ বিমানারোহণ করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় স্নান যাত্রা হয়, রথ হয় না। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে নিকটবর্ত্তী কোনও মুক্ত স্থানে বিজয় করিয়া তথায় ভোগ-আরতি, পরিক্রমা এবং নৃত্যগীতাদি হয়, এই উৎসবের নাম 'গমাপূর্ণিনা-যাত্রা। শ্রাবণ মাসে চিতা অমাবস্যায় রাজবেশ হয়। ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনে দশহরার সময় বিজয়-বিগ্রহ সিংহ-দরজায় বিজয় করেন। কার্ত্তিকে ২৫ দিন দামোদর-বেশ, ৪ দিন লক্ষ্মীনারায়ণ বেশ এবং একদিন রাজবেশ হয়। অগ্রহায়ণ মাসে প্রথমাষ্টমী, পৌষ মাসের অমাবস্যায় একটী বিশেষ উৎসব হয় এবং পৌষ পূর্ণিমায় রামাভিষেক ও রাজবেশ। মাঘে মকর সংক্রান্তি ও বসন্তপঞ্চমী, ফাল্গুনে দোলযাত্রায় ৫ দিন নগর পরিক্রমা করেন ও দোলযাত্রা উৎসব হয়। চৈত্র মাসে রামনবমী, অশোকাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব হয়।

মন্দির প্রাঙ্গনে একপার্শ্বে গোলাকার গর্ত্তবিশিষ্ট একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গ-চিহ্ন বলিয়া তদুপরি মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে অকৃত্রিমতায় সন্দেহ আছে।

আলালনাথের শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন উত্তরপূর্ব্বকোণে একটী বিস্তৃতশাখ প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষ বিরাজিত। তথায় প্রায় ৭ বিঘা জমি খরিদ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তথায় শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ স্থাপন করিয়াছেন। ১৩৩৬ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আলালনাথ-মন্দির সংস্কারের প্রচুর চেষ্টা করেন। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠের শেষ সমীপে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী 'রাধাকুণ্ড' নামে কথিত। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং মহাপ্রভুর ভক্তগণও এই স্থানে মহাপ্রভুর সহিত হরিকথা-রসরঙ্গে ব্রজ-ভাবে উন্মত্ত হইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে ভজন-পারাকাষ্ঠা প্রচার করিয়াছিলেন, তাই শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য এই স্থানে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩২ শকাব্দায় প্রথমবার ব্রহ্মগিরিকে স্বীয় পাদপদ্মপরাগে বিভূষিত করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলাল-নাথ-গমনেচ্ছার পাঁচটী প্রকার দৃষ্ট হয়। ১। "অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন। বিরহে আলাল-নাথ করিলা গমন॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১।১২২)। "গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা। আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১১।৬৩); ২। ভক্তগণের সহিত বিমনা হইয়া শ্রীল পরমানন্দপুরী যখন ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট আবেদন জানাইলেন, তখন মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া নিজ-সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধি-রক্ষার্থে ছোট হরিদাসের আদর্শের প্রশ্রয় দিতে না পারিয়া বলিলেন,—"মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ। একলে রহিব তাহাঁ গোবিন্দ মাত্র সাথ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ২।১৩২।), (৩) যখন শ্রীভবানন্দের পুত্র শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক রাজবিত্ত গ্রহণ করার দরুণ তাহাকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছিল; তখন তাহাকে উদ্ধারার্থে ভক্তগণ আবেদন করিলে মহাপ্রভু বিরক্তি-লীলা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আলালনাথ যাই'

তাহা নিশ্চিন্তে রহিমু। বিষয়ীর ভাল মন্দ বার্ত্তা না শুনিমু॥" চৈঃ চঃ অঃ ২।১৩। (৪) দাক্ষিণাত্য যাত্রার সময় মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া গিয়াছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। তথায় চতুর্ভুজ মুর্ত্তিদর্শনে মহাপ্রভু অধিকতর বিরহে আত্মভূত প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। তথায় বিপুল লোক সংঘট্টের মধ্যে মহাপ্রভু মহাপ্রেমাবেশে নৃত্য করিয়া সকলকে প্রেমে-মত্ত করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণদেশ উদ্ধারের সূচনা এস্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মঃ ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) (৫) দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালেও মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন। "আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইল। নিত্যানন্দ আদি নিজগণে বোলাইল॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৯।৩৩৮) শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট প্রচারকবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আলালনাথের বিষয় প্রচার করিবার জন্য প্রবল উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। সুদীর্ঘ দুর্গম রাস্তা পদব্রজে গমন করিয়া তথাকার সেবা কি প্রকারে সুষ্ঠুভাবে হইবে তাহার জন্য যে তঁাহার কি প্রকার প্রচেষ্টা তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত কেহ ধারণা করিতে পারিবেনা। শ্রীপুরুষোত্তমমঠ প্রতিষ্ঠার পর প্রতিবৎসরই আলালনাথে গোষ্ঠীসঙ্গে হরিকথা কীর্ত্তনের মধ্যে এই আলালনাথের গূঢ়-ভজন-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্য-মার্গীয় রামানুজ সম্প্রদায়ের অভীষ্ট-দেবতা ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন রূপানুগ গৌড়ীয়গণের কিরূপেই বা হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা তথাকথিত গৌড়ীয়গণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। গৌড়ীয়গণের নিকট ব্রহ্মগিরির সার্থকতা কি? এই সকল গূঢ়-ভজন-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া শ্রীরূপানুগভজনের এক নূতন অধ্যায় আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ আলালনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত সেবকগণ পাঁচ-মিশালিদলের সহিত কৃষ্ণসেবা করিতে পারেন না। গোবর্দ্ধন-গিরি-স্বরূপ ব্রহ্মগিরিতে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ-মুর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া বসিয়া আছেন। সাধারণ ভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাকে আলবরনাথ নারায়ণ-মুর্ত্তি-রূপে স্তব করেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বা শ্রীরূপানুগগণ শ্রীমহাপ্রভুর অনুসরণে তাঁহাকেই দ্বিভুজ মুরলীধর দর্শন করেন। শ্রীআলালনাথেই শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীগৌড়ীয়নাথ দর্শন করেন। সাধারণ লোক না বুঝিয়া আলালনাথে শ্রীগৌড়ীয়নাথ পৃথকভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ও হইতেছেন মনে করেন। আলালনাথে পুরুষোত্তম তাঁহার সম্প্রসারিত-হস্ত পদাদি দেখাইতেছেন। জগন্নাথে 'চেতা' বা 'চেতন' দর্শন। নাভির নিম্নদেশ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় আনন্দের দ্যোতক: সেই আনন্দের কারণ সমূহ জগন্নাথে আধ্যক্ষিকের লোক-দর্শনে সঙ্কুচিত। সাধারণী গোপীগণ আলালনাথে আসিয়া চতুর্ভুজ দেখিলেন, কিন্তু যখন বার্ষভানবীর ভাব-কান্তিমণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার অনুগগণ এখানে আসিলেন, তখন তিনি আর চারিহস্ত রক্ষা করিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দর দেখিলেন—দ্বিভুজ-মুরলীধর, গৌড়ীয়নাথই আলালনাথ। তাই গৌড়ীয়নাথের বেদীর নিম্নে এই শ্লোকটি লিখিয়া দিতে হইবে,—"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ। রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্ স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥"

"আলালনাথ দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভের স্থান। বিরহ-বিধুরা গোপীর চতুর্ভুজ-দর্শনে অধিকতর বিপ্রলম্ভের উদয় হয়। মহাপ্রভু যখন ব্রহ্মগিরিতে আলোয়ারনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রাধাভাববিভাবিত মহাপ্রভুর অধিকতর বিপ্রলম্ভ উপস্থিত হইল; কৃষ্ণও তখন চারিহস্ত সংগোপন করিলেন। আর বৃষভানুনন্দিনীর অনুগতজন কৃষ্ণকে কুণ্ডতীরে—চন্দনসরোবরের তীরে লইয়া গেলেন।" একসময়ে শ্রীল প্রভুপাদ এই চন্দন-সরোবরে শ্রীরূপ-রঘুনাথের জীবাতু শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন করিয়াই মধ্যাহ্নকালে অবগাহনপূর্ব্বক 'কুণ্ডাষ্টক' পাঠ করিয়াছিলেন। এবং মথুরার কার্ত্তিকব্রত যাপন করিতে করিতে একদিন মধ্যাহ্নকালে ব্রজের পৈঠ গ্রামে গমন পূর্ব্বক এই পৈঠ গ্রামের প্রকাশই যে আলালনাথ, ইহাও জানাইয়াছিলেন। যেমন দ্বারকার প্রকাশ কুরুক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র যেমন অভিন্ন পুরুষোত্তম, তেমনই পৈঠগ্রামের প্রকাশ আলালনাথ। (গৌঃ ১৩।৪৪৫)॥ উৎকলে ১৯৩৬।২০ মার্চ্চ সন, ১৩৪২।৭ চৈত্র হইতে ১।৭।৩৬ পর্য্যন্ত শতাহব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। তখন শ্রীল প্রভুপাদ আলালনাথে অবস্থান করিয়া হরিকথায় প্লাবিত করেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে শ্রীল প্রভুপাদ বনের মধ্যে গমন করিয়া যে সকল ভজনের গূঢ়রহস্যের কথা কীর্ত্তন করিতেন, তাহা শ্রবণ-সৌভাগ্য শ্রীলপ্রভুপাদ দান করিয়াছিলেন। সে-সকল কথা যথাস্থানে ও প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশিত হইবে।

ঐ সময় শ্রীল প্রভুপাদ—সাক্ষীগোপালের পূর্ব্বাবস্থিতি-ক্ষেত্র, মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের রাজধানী, শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কিতপীঠ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিসেবিত তীর্থও উক্তভাবে—স্মৃতিতে কটকে সচ্চিদানন্দ মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় ২৬শে মার্চ্চ হইতে হইতে অবস্থান করিয়া সচ্চিদানন্দ মঠের বিচার ও আচার শিক্ষাদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—প্রকৃতিরচিতবিশ্বে গুণের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। যিনি সেই গুণের ক্রিয়ার আবাহন করেন, তিনি পুরুষাভিমানী, নিজেই কর্ম্মকর্ত্তা প্রভৃতি বিচার করেন। এক অদ্বিতীয় বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়া সকলের চেষ্টা একই বস্তুর তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত না হওয়ার দরুণ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" শ্লোকের দ্বারা জানা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলেই সেই কর্ম্ম প্রাকৃত হয়। কিন্তু কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ। কারণ। জীব নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়াই আপনাকে কর্ম্মকর্ত্তা মনে করে। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, আদি, গোবিন্দ, সর্ব্বকারণকারণ ও পরমেশ্বর। তাঁহার ত্রিশক্তি বিষমধর্ম্মে অবস্থিত না হইয়া সমতাৎপর্য্যপর। পরমেশ্বর একজন, কিন্তু প্রাকৃতজগতে কর্ত্তৃত্বকামী জীব অসংখ্য। যেখানে প্রেমের ধর্ম্ম, প্রীতির ধর্ম্ম, নির্ব্বিবাদধর্ম্ম বা পরমা শান্তির ধর্ম্ম, সেখানে কর্ত্তৃত্ব একজনের। বদ্ধজীবসমূহ—গুণজাত; কিন্তু পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। মুক্ত-পুরুষগণের ক্রিয়া সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে হওয়ায় তাহাও একতাৎপর্য্যপর। 'সৎ' 'চিৎ' ও 'আনন্দ' পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। এখানে সত্ত্বের সঙ্গে রজের মিল নাই, রজের সঙ্গে তমের মিল নাই—এইরূপ পরস্পর বৈষম্য।

জীব সর্ব্বদা আনন্দধর্ম্মের প্রার্থী। জীব কখনও নিজ সত্তার বিনাশ আকাঙ্ক্ষা করেন না

এবং কখনও অচিৎ-ধর্ম্মেরও অভিলাষী নহেন। বিশ্রাম বা নিদ্রার পর পুনরায় নবজীবনই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। গৌণজগতের প্রভু হইবার চেষ্টাই অভক্তি। এখানে প্রভুত্ব বা স্বাধীনতা কামনা ভৃত্যত্ব বা অধীনতা কামনা ছাড়া আর কিছু নহে। এই জগতের স্বাধীনতা অধীনতারই প্রচ্ছন্নস্বরূপ। কিন্তু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বরের অধীনতা বা ভৃত্যত্বকামনায়ই পূর্ণতমস্বাধীনতা লাভ হয়। কারণ ভগবান্ স্বরাট্ পুরুষোত্তম সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। 'যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ' ও 'তথা ন তে মাধব তাবকাঃ' এই ভাগবতীয় শ্লোকদ্বয় এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। জীব ভগবানের অনুগ্রহরজ্জু যেকাল পর্য্যন্ত ধরিয়া থাকেন, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নাম হয় 'সেবক'। যাঁহারা মনে করেন, আমরা জড়জগতে স্বাবলম্বী, নিরপেক্ষ, তাঁহারাই বস্তুতঃ পরাপেক্ষাযুক্ত। আর পরমেশ্বরের অধীন ব্যক্তিগণই নিত্য স্বাধীন। বাস্তবিক স্বাধীনতা লাভ হইলে "আমরা শ্রীহরির নিত্য অধীন"—এই বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের ইন্দ্রিয় প্রতি পদে পদে পরাপেক্ষাযুক্ত, এমন কি আমরা যাহাকে 'অদৃষ্ট' বলি, তাহা পর্য্যন্ত পরাপেক্ষাযুক্ত। সেই 'পর' বস্তুটি কি? তাহাই পরাৎপর বস্তু। যে বস্তুর পরিপূর্ণতা আছে তাহাই 'পর'।

সচ্চিদানন্দমঠে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সেবা বা অনুশীলন হয়। ইহা Theism-এর (অকপট আস্তিকতার) Research Institution (অনুশীলন প্রতিষ্ঠান)। আর ইহার বাহিরে যাহা আছে, তাহাতে মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমোধর্ম্মের অনুশীলন হইয়া থাকে। জাগতিক সত্ত্ব-গুণান্বিত ব্যক্তি রজঃ ও তমের Share-holder. জগতে সাত্ত্বিক-কর্ম্মবীর, রাজসিক-কর্ম্মবীর ও তামসিক-কর্ম্মবীরগণ আছেন। সাত্ত্বিক-কর্ম্মবীরগণ সৎকর্ম্ম করেন; কিন্তু তাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, যেমন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বাসুদেবকে অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞের আবাহন করিয়াছিলেন। রাজসিক কর্ম্মবীরগণ অপরের Right-এর উপর encroach করেন; তাঁহারা অনেক সময় অতিবিরাগবিশিষ্ট হন। আর তামসিক কর্ম্মবীরগণ অন্যায় বা পাপ করিতে করিতে নিজের অস্তিত্বের ধ্বংস করিয়া থাকে। সচ্চিদানন্দমঠের সচ্চিদানন্দ-সেবার বিচার-প্রণালী-"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব" রজোগুণের দ্বারা তমোগুণের ধ্বংস, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণের ধ্বংস, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মিশ্র-সত্ত্বগুণেরও নিরাস—ইহাই সচ্চিদানন্দ-মঠের বিচারপ্রণালী। শরণাগত-ব্যক্তিগণের ধর্ম্মালোচনার স্থান সচ্চিদানন্দ মঠ।

আধুনিক পাশ্চত্ত্য-শিক্ষিতাভিমানী-ব্যক্তিগণ বলেন—বৈষ্ণবধর্ম্ম Mysticism. কিন্তু mysticism-এর Worldly efficacy আছে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন প্রকার worldly efficacy নাই অর্থাৎ তদ্দ্বারা মানবের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় না। যাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষণ করিয়াছে, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ধর্ম্ম অথবা যাহারা ধর্ম্মকে anthropomorphism বিচার করিতেছে, তাহাদের প্রদর্শিত আদর্শ দেখিয়া লোকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া ভুল করেন এবং তাহাকেই mysticism মনে করেন। প্রকৃত-বৈষ্ণবধর্ম্ম mysticism নহে, তাহাকে yranscenpantalism বলা যাইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকের yranscendantalism

নহে। অমিয়নিমাই-চরিতে স্থানে স্থানে যে বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শ আছে, তাহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ বৈষ্ণবধর্ম্মকে mysticism মনে করিতে পারেন। মনুষ্য তাহার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে যাহা বুঝিতে পারে, তাহাই প্রচ্ছন্ন mysticism ; তাহাকে ধ্বংস করিয়াছে বৈষ্ণবধর্ম্ম। কেনেডি সাহেব "চৈতন্য-মুভমেণ্টে" যে ধরণের আদর্শকে "বৈষ্ণবধর্ম্ম" মনে করিয়াছেন, তাহা কতটা mysticism. ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে যাহা বুঝা যায়, তাহা ত' এই জগতের বস্তু, আমরা তাহাকে মাপিয়া লইতে পারি। বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বলিলেন, "লোকস্যাজানতোবিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।" লোকসকল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কিছুই জানেন না, তাঁহাদের জন্য ব্যাসদেব সাত্বতসংহিতা রচনা করিলেন। লোকসকল ত্রিগুণমায়ার বিক্রমে মোহিত হইয়া যাহা বুঝিতে পারে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইতে পারে, তাহা আধ্যক্ষিকতা, অভক্তি—উহা কখনও বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। তবে কি যাহা মানুষ বুঝিতে পারে না, ধারণা করিতে পারে না, তাহাই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম'? তাহাও নহে। জড়জগতের অনেক ব্যাপারও অনেকে ধারণা করিতেপারেন না, কিন্তু অপর আধ্যক্ষিক-গণ তাহা ধারণা করিতে পারেন। যখন জীব পরাৎপরতত্ত্বে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করেন, যখন শ্রীগুরুকৃপায় তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তখন তাঁহার নির্ম্মল-স্বরূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের যে নির্ম্মলজ্ঞান প্রতিফলিত হয়, উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা অজ্ঞেয়তত্ত্ব নহে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রত্যক্ষজ্ঞান। তাহা নির্ম্মল আত্মার প্রত্যক্ষ ও বাস্তবজ্ঞান। এই জন্য আত্মবৃত্তি ভক্তির দ্বারাই বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। 'সেবা' জিনিষটা abstract ; তাহার একদিকে concrete ভজনীয় বস্তু, আর একদিকে concrete ভক্ত। ভোগের মধ্য দিয়া বা ত্যাগের মধ্য দিয়া যে-সকল ধর্ম্ম-যাজনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা অবৈষ্ণবধর্ম্ম। ভোগের মধ্য দিয়া যে-সকল ধর্ম্ম-যাজনের আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহার অন্যতম mysticism ; যেমন 'ভক্তিযোগেন মনসি' শ্লোকে ব্যক্ত। কৃষ্ণ আমাদের cross examination-এর dock-এর আসামী নহেন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবাই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, অধোক্ষজের মধ্যে যাহা আপাত রহস্য বা প্রহেলিকাচ্ছন্ন, তাহাই mysticism.

অতিবাড়ী শ্রীজগন্নাথ দাস আপাত ভক্তির কথা বলিলেও এবং ভাগবতের পদ্যানুবাদাদি করিলেও তাহাতে নির্ব্বিশেষবাদের গন্ধ আছে। প্রচ্ছন্ন-নির্ব্বিশেষবাদ বিচার সংরক্ষণ করিয়া আপাত ভক্তির কথা কীর্ত্তন মহাপ্রভুর বা তদনুগ ভক্তগণের বিচার নহে। নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারে ব্রহ্মের নিত্যত্ব (?) স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্‌কে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ দর্শন করিয়া ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহাদের বিচারে "ব্রহ্ম—Substratum, ভগবানের লীলা কালের মধ্যে কৃত হয়, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা সব সাময়িক বা মায়িক।" আমরা শ্রীধরস্বামীর ভাগবত-ব্যাখ্যা অবনতমস্তকে গ্রহণ করি। কিন্তু শ্রীজগন্নাথদাসের ভাগবত-ব্যাখ্যা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। তবে Henotheistic School-এর বিচারে শ্রীজগন্নাথ দাস পরম বৈষ্ণব। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিচারে তাঁহার মতে নির্ব্বিশেষবাদের গন্ধ আছে। শ্রীধরের বিচারের হেয় প্রতিফলন বা বিকৃতিকে আশ্রয় করিয়া যদি শ্রীজগন্নাথ দাস

ভাগবতের বিচার করিয়া থাকেন, তাহা শুদ্ধ-ভক্তসমাজে শুদ্ধ-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে না। কাহাকেও 'বৈষ্ণব' বলিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমেই জানিতে হইবে, তিনি ভগবানের নিত্য নাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্যপরিকরবৈশিষ্ট্য ও নিত্যলীলা স্বীকার করেন কিনা; "প্রাকৃত করিয়া মনে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নহি আর ইহার উপর ॥" শ্রীজগন্নাথদেবের কলেবর বিষ্ণুকলেবর, আর নিম্বকাষ্ঠ-দর্শন প্রাকৃত। Honotheistগণ ঠাকুরঘরে প্রবেশের অভিনয় করিলেও বিষ্ণুপূজা করেন না, তাঁহারা ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন-নৃত্যাদির অভিনয় করিলেও ভক্ত নহেন। কামুক-ব্যক্তির স্ত্রীদর্শন ও শ্রীরামানন্দ রায়ের দেবদাসী-দর্শন এক নহে। শ্রীরামানন্দ-রায় জানেন, মানুষ, দেবতা, পশুপক্ষীর ভোগ্যা কোন স্ত্রী নাই, সমস্ত যোষিৎই একমাত্র কৃষ্ণ-ভোগ্যা। শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার জন্য ঠাকুর ঘরে প্রবেশ বা পূজার অভিনয় আর সত্য সত্য পূজা করিবার জন্য ঠাকুর ঘরে প্রবেশ বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে এক হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক্। অতএব Henotheist ও শুদ্ধভক্তের জগন্নাথ-দর্শন এক নহে। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-পুতুল "শ্রীবিগ্রহ" নহেন। শুদ্ধভক্তের উপলব্ধিতে "আমি দৃশ্য, জগন্নাথ দ্রষ্টা", "আমি ভোগ্য, জগন্নাথ ভোক্তা"; আর Henotheist মনে করেন, "আমি দ্রষ্টা, জগন্নাথ দৃশ্য।" "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" শ্লোক ভক্ত ও নির্ব্বিশেষবাদীর পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেখানে শ্রীজগন্নাথে কাষ্ঠবোধ, সেখানেই পৌত্তলিকতা। বিধর্ম্মিসম্প্রদায় যে তথাকথিত হিন্দুগণকে পৌত্তলিক বলেন, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। যাহারা নিরাকার পুতুল পূজা করে, তাহারাও পৌত্তলিক। উহারা প্রাকৃত সাকারের নিন্দা করিয়াও পৌত্তলিক। শ্রীজগন্নাথকে কাঠ, গোপীনাথকে পাথর বলিয়া আমরা জানি না। আমরা জানি—আমাদের নিত্য উপাস্য বস্তু, আমাদের সহিত নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তু, পূর্ণ-চেতন-বস্তু, তিনি দ্রষ্টা, তিনি ভোক্তা, আমি দৃশ্য, ভোগ্য। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তু। আমরা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিব না। য়ুরোপের লোকেরা বৈষ্ণব হইতে পারে না, তাহা আমাদের বিচার নহে। বর্ত্তমানে উৎকলে নির্ব্বিশেষগন্ধযুক্ত বিচারের আদর লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু শ্রীরামানন্দ রায়ের কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার কথা প্রচারিত হইলে জগতের সত্য সত্য নিত্য মঙ্গল সাধিত হইবে। এই সকল সচ্চিদানন্দ ভগবানের কথাই সচ্চিদানন্দ মঠে প্রচুর পরিমাণে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই সকল গূঢ়-ভজন-বিজ্ঞানের জন্যই উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রচার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের বিষয় বলিয়া জানাইলেন। (গৌ ১৪ ৫৩২)।

পুরীতে চটক পর্ব্বতের বৈশিষ্ট্য :—পুরীর সমুদ্রতীরে যে সকল বালুর পাহাড় আছে, তাহাকে 'চটক পর্ব্বত' বলে। যমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের দক্ষিণে ও টোটাগোপীনাথের মন্দিরের সম্মুখে যে একটি সুবৃহৎ বালুকাস্তূপ বিরাজিত, তাহাই এখানে "চটকপর্ব্বত" নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে। এই চটকপর্ব্বতে মহাপ্রভু ব্রজমণ্ডলের কৃষ্ণলীলাস্থলী গোবর্দ্ধন দর্শন করিতেন।

"চটক পর্ব্বত দেখি' গোবর্দ্ধন-ভ্রমে। (মহাপ্রভু) ধাঞাচলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২।৯)। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান-কালে একদিন সমুদ্রাভিমুখে যাইতে যাইতে দূর হইতে অকস্মাৎ 'চটকপর্ব্বত' দর্শন করিয়া গোবর্দ্ধন-শৈলের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (১০।২১।১৮) "হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো..." শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে চটকপর্ব্বতের দিকে ধাইয়া চলিলেন। ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ক্রমশঃ মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় অবতরণ করিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভুকে বলিলেন,—

"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহাঁ আনিল ? পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥
ইহাঁ হৈতে আজি মুই গেনু গোবর্দ্ধনে। দেখোঁ,—যদি কৃষ্ণ করেন গোধন-চারণে ॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু। গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥
বেণুনাদ শুনি' আইলা রাধা-ঠাকুরাণী। সব সখীগণ-সঙ্গে করিলা সাজনি ॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে। সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে ॥
হেনকালে তুমি-সব কোলাহল কৈলা। তাঁহা হৈতে ধরি' মোরে ইহাঁ লঞা আইলা ॥
কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে। পাঞা কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৪।১০৫-১১১)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের চটকপর্ব্বত গমনের কথা। শ্রীচৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষে ৮ম শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন—"সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনাদয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ। ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ তাৎপর্য্য—"নীলাদ্রির সমীপে চটকগিরিরাজ দর্শন করিয়া নিজ-গণ-পরিবেষ্টিত যিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ওহে স্বরূপাদি ভক্তগণ! আমি গোবর্দ্ধন-গিরিরাজ দর্শনের জন্য এই স্থান হইতে গমন করি"; ইহা বলিয়া যিনি দিব্যোন্মাদে উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দর আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে নন্দিত করিতেছেন।" এবং "গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্" ও "গোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনাদশকম্" গ্রন্থেও গ্রথিত করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন— গোকুলবান্ধব, ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রাম-স্থান, অসংখ্যতীর্থের আশ্রয়-ক্ষেত্র। ইনি কোটিগঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সম্ভূত শ্যামকুণ্ড এবং শ্রীরাধাকুণ্ডমণিকে বহন করিয়া মহাদেব অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় ও ভক্তগণের পূজ্য হইয়াছেন। এই গিরিরাজ শৃঙ্গার-রসের সিংহাসন-স্বরূপ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ মধুমাসে শ্রীরাধিকার সহিত রাসক্রীড়া করেন। ইহার নিভৃত গুহায় শ্রীরাধাসহ মাধব কন্দর্প-কেলি করেন। ইনি শ্রীরাধাগোবিন্দের দানক্রীড়ার সাক্ষী-স্বরূপ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের ভুজ-দণ্ডে ছত্রত্ব লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জনগণের চিরআশ্রয়-দাতা। গিরিরাজকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ বা হরিদাসবর্য্য ভাগবতস্বরূপ-বিচারে মহাপ্রভু শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতকে গোবর্দ্ধনের উপর আরোহণ করিয়া গোপাল দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং

নিজেও ভক্তাভিমানে মর্য্যাদা রক্ষার্থে গোবর্দ্ধনারোহণে বিরত হইয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মঃ ১৮ পঃ) শ্রীসনাতন-রূপও গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করিয়া গোপাল দর্শন করেন নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র—বজ্রের সময় হইতে বিষয়বিগ্রহ শ্রীগোপালদেব ও শ্রীহরিদেব শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি সেবিত হইতেছেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীগোপালদেবের স্বপ্নাদেশে শ্রীগোপালদেবকে পুনঃ গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের উপর স্থাপন এবং অন্নকূট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তখন হইতে বহুলোক উৎসবাদি ও দর্শনার্থে এবং সেবার জন্য পর্ব্বতোপরি আরোহণ ও অবস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ উক্ত গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে স্থানান্তরিত করেন। উক্ত ভূমিসংগ্রহকালে আমি শ্রীলপ্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে তাহার ব্যবস্থাদি করিয়াছিলাম। তখন উক্ত পর্ব্বত ফেণী-মনসার কণ্টকময় ছিল তখন উহার উপর কোন মনুষ্য ত' দূরের কথা কোন প্রাণী যাইতে পারিত না। যখন শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত ভূমি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের জন্য মনোনীত করিলেন, তখন বহুলোকের তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"এই স্থানটী অভিন্ন শ্রীগোবর্দ্ধন। ইহা শীতল সাগর-সমীর উপভোগকারী ভোগীগণ যাহাতে ভোগ করিয়া অপবিত্র করিয়া অপরাধ সঞ্চয় না করিতে পারে, তজ্জন্য শ্রীধামে ঐ প্রকার কণ্টকাদি দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা যখন আমাদের ইষ্টদেবের সেবার জন্য উক্ত স্থানে আসিব, তখন শ্রীধাম আমাদের সকল সুবিধাই করিয়া দিবেন।" তাঁহার কৃপাদেশে—উক্ত ভূমি সংগৃহীত হইলে পরবৎসর আসিয়া দেখিলাম, তথায় কণ্টকপূর্ণ ফেণি-মনসার গাছ একটীও নাই। বস্তুকাষ্ঠ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া মঠের কার্য্য আরম্ভ করিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ হইল,—এইবার এইস্থানে শ্রীব্যাসপূজা করিতে হইবে, মাত্র ১৫ দিন সময় আছে। ইহার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গেল। বহু উচ্চ-নীচ জমি পূরণ করিয়া পরিষ্কার করিয়া তথায় মহাসমারোহে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সুসম্পন্ন হইল। তথায় ভক্তিকুটী হইতে শ্রীবিগ্রহগণকে খড়ের চালযুক্ত ঘরে আনা হইল। পরবৎসর চটক পর্ব্বতের উপর ১৫ দিনের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের 'ভজনকুটীর' নিৰ্ম্মিত হইল। তাহার উত্তরে একটী উচ্চ বালুকা-স্তূপ ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ বৈকালে প্রসাদ-সেবার পর সেই উচ্চস্থানে উঠিতেন এবং তথায় শ্রীমন্দির প্রস্তুতের নানাপ্রকার পরিকল্পনা করিতেন। একদিন শ্রীল প্রভুপাদে আদেশে স্থানটী একটু পরিষ্কার করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন—"ঐ স্থানে কোথায় শ্রীমন্দির কি-ভাবে হইবে তাহা একটু মাপিয়া দেখিতে হইবে। আমি উক্ত স্থানটী সামান্য একটু কাটিয়াছিলাম; তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—এস্থানটী আরও উচ্চ করিতে হইবে, আর তুমি তাহা নীচু করিয়া ফেলিলে, তখন আমি ভিত্তি ও মাপের সুবিধার জন্য করিয়াছি বলাতে, প্রসন্ন হইলেন। বুঝিলাম তাঁহার হৃদয়ের বৃত্তি—তাঁহার ইষ্টদেবকে বসাইবার স্থানটী সর্ব্বোচ্চ হইবে ইহাই তাঁহার আশা; এবং বলিলেন—এখানে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রীমন্দিরে "ঈশ্বরীকে স্থাপন করিতে হইবে, মন্দিরের

চূড়া বহুদূর হইতে দেখিয়া যেন লোকে তাঁহার স্মৃতিতে উদ্ভাবিত হইতে পারে এবং সেবকগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিপুল উৎসাহে তাঁহার কথা কীর্ত্তন করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রীপুরুষোত্তমে সম্বন্ধ-জ্ঞানাধিদেবতা শ্রীমদনমোহন-জগন্নাথের শ্রীমন্দির। উৎসবাদিতে বিজয়-বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন বাহিরে বিজয় করেন। প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীল গদাধরপণ্ডিত-সেবিত শ্রীগোপীনাথের (টোটা) শ্রীমন্দির পূর্ব্ব হইতেই বিরাজিত আছেন। বর্ত্তমানে চটক পর্ব্বতে অভিধেয় দেবতা শ্রীরাধা গোবিন্দের শ্রীমন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রকাশিত করিতে হইবে; প্রত্যহই তাহার পরিকল্পনা করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে ইষ্টদেবকে কি-ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার যেরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা শুনিয়া বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম। বহু-প্রকারের নূতন নূতন plan যে প্রত্যহ আবিষ্কার করিতেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে কত গূঢ়ভাব যে লুক্কায়িত আছে তাহার এক এক স্ফুলিঙ্গের ন্যায় যেন সেই আগ্নেয় পর্ব্বতগহ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে বুঝা যাইত। একদিন সেই উচ্চ বালুকা-স্তূপের উপর যাইয়া বসিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন,—"এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্তগণ যখন শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিতেন, তাঁহাদের থাকিবার জন্য এই-সকল স্থানে ব্যবস্থা হইত। এই স্থানসকল আমাদের। অন্য লোকগুলি তাহা জানে না, তাহারা ভোগবুদ্ধি করিয়া এস্থানে তাহাদের ঘরবাড়ী করিয়া বসিয়াছে। এই স্থানগুলি ক্রমশঃ উহাদিগকে কিছু অর্থ দিয়া উদ্ধার করা দরকার। গৌড়ের ভক্তগণের স্থান ও চলাচল রাস্তা ছিল বলিয়া এ-স্থানটী আজও গৌড়-বাট-সাহি নামে পরিচিত আছে। সেই গৌরলীলায় যে যে ভক্তগণ যে যে স্থানে থাকিতেন তাহারও নির্দ্দেশ বলিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলি ভালভাবে রক্ষা করিতে না পারায় কার্য্যকালে সাহায্য করিল না।

একদিন শ্রীল প্রভুপাদ ঈশ্বরীর শ্রীমন্দির চটকপর্ব্বতে নির্ম্মাণের কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের সন্নিকট-প্রদেশেই শ্রীরাধাকুণ্ড। সেই কুণ্ডস্মৃতির উদ্দীপনা-লাভের জন্যই আমরা এখানে আসিয়াছি।" 'দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ। শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥' প্রেষ্ঠসখীগণের দ্বারা সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কীর্ত্তনমুখে স্মরণই আমাদের অষ্টকালীয় কৃত্য। 'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়'। বিষয়-বিগ্রহের মন্দির হইতেও আশ্রয়বিগ্রহগণের মন্দির অত্যুন্নত প্রদেশে বিরাজিত হওয়া আবশ্যক। চটকপর্ব্বতের কিঞ্চিৎ নিম্নপ্রদেশে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির, তদুপরি প্রদেশে শ্রীব্যাস ও শ্রীমধ্বাচার্য্যাদি আশ্রয়বিগ্রহ আচার্য্যাদির স্থান। তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ে শ্রীব্যাস বিষয়বিগ্রহরূপে বিচারিত হইলেও ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়গণ তাঁহাকে আশ্রয়বিগ্রহরূপেই সিদ্ধান্ত করেন। মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির চটকপর্ব্বতের সর্ব্বোন্নতপ্রদেশে নির্ম্মিত হইবে। তথায় শ্রীবার্ষভানবী নিজগণের সহিত অবস্থান করিবেন। শ্রীগোবিন্দদেব সগণ বৃষভানুজার সঙ্গলোভে সেস্থানে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। বৃষভানুজার সেবা করিবার জন্য তাঁহার

নিজগণও তাঁহারই সঙ্গে সেই উন্নত প্রদেশে থাকেন। বিশ্রম্ভ-সেবা করিবার জন্য সেবক সেব্যের ঘাড়েও চড়িতে পারেন। অপ্রাকৃত সেবকের কোনও প্রকার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা না থাকায়, তাঁহাদের সকলচেষ্টাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে পর্য্যবসিত। "গোবিন্দ কহে আমার সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন॥ সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি-গণি। স্ব-নিমিত্ত অপরাধ-আভাসে ভয় মানি॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১০।৯৫-৯৬)।

সাগর-সমীরণ উপভোগ বা কোনপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণের বিচার অনুসরণ করিবার জন্য পর্ব্বতে আরোহণ করিলে আত্মমঙ্গল হয় না। সুবর্ণবিহারে রাধাগোবিন্দ-মিলিততনু কৃষ্ণবর্ণ গৌরহরি বসিয়াছেন। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের চটকপর্ব্বতের সন্নিহিত-প্রদেশে আসিলেই শ্রীরাধাকুণ্ডের বিচার উদিত হইত, আর সমুদ্রোপকূলের দিকে গমন করিলে যামুনবিচার উপস্থিত হইত। চটকপর্ব্বতে শ্রীরাধার সখীমঞ্জরীগণের অবস্থান। এখানে আমরা মাধ্যাহ্নিক লীলাক্ষেত্রের স্মৃতিতে উদ্দীপনা লাভের জন্য আসিয়াছি। আচার্য্য দাসাভিমানে আচার্য্যগণের সেবা করিবার জন্য আমরা উপরে উঠিয়াছি। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন,—"হরিদয়িতমপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্মপ্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ম্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ। নবযুবযুগ-খেলাস্তত্র পশ্যন্রহো মে নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥" (গোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনা-দশকম্—৫ম শ্লোক)। "হে গোবর্দ্ধন, তুমি শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অপূর্ব্ব নিজপ্রিয়সখা রাধাকুণ্ডকে প্রেম ভরে স্বীয়কণ্ঠে (সানুদেশে) আলিঙ্গনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে বর্ত্তমান আছ। সেই কুণ্ডতটে গোপনে নবযুগলের অপ্রাকৃত ক্রীড়া দেখিতে থাকিব, সেই আমাকে দয়া করিয়া তোমার নিজ নিকটে (কুণ্ডতটে) নিত্যকু-বাস দান কর।

শ্রীকৃষ্ণলীলার সত্যভামা, ঐশ্বর্য্যভাব-মিশ্রিত ভক্ত শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন,—"শীঘ্র আসিহ, তাঁহা (বৃন্দাবনে) না রহিহ চিরকাল। গোবর্দ্ধনে না চাড়িহ দেখিতে 'গোপাল'॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৩৯)। এস্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন— "অধিকদিন ব্রজে রহিলে ব্রজবাসিদিগের দোষাদি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। অতএব যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজবাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শনপূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া আসাই ভাল।" শ্রীগোপাল-দর্শনের জন্য গোবর্দ্ধনে চড়িবে না; যেহেতু গোবর্দ্ধন—সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি; তাঁহার উপর চড়া ভাল নয়। গোপাল যখন যখন অন্যাশ্রমে যান, সে-সময় দর্শন করাই ভাল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)। অথচ গৌর-রামানন্দ-সংবাদে দেখা যায়—"সর্ব্বত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস? শ্রীবৃন্দাবনভূমি যাঁহা নিত্য-লীলারাস॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫৪)। জীবের নিত্য-সেবা-বাসস্থান শ্রীধামবৃন্দাবনে অধিক দিন বাস না করাই কি মহাপ্রভুর অভিপ্রেত? তাহা হইলে শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দ মহাপ্রভুর আদেশেই শ্রীবৃন্দাবনে বাস-লীলা প্রকাশ করিলেন কেন?

শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিরাজ—সাক্ষাৎব্রজেন্দ্রনন্দন, আর শ্রীরাধাকুণ্ড—শ্রীমতী বার্ষভানবী।

রাগমার্গীয় সখী ও মঞ্জরীগণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের উপরে আরোহণ করিয়াও কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণময়ী সেবা করেন। কিন্তু মর্য্যাদাভাবমিশ্র সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে উল্লঙ্ঘন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। তাঁহার সম্ভ্রমবিচার প্রবল।

'রাধার কৃষ্ণের' উপাসনাই অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন। পাঁচমিশালী ভক্তগণের জন্য কমলনয়ন শ্রীজগন্নাথ রত্নাকরতটে বিরাজিত আছেন। তিনি গৌড়ীয়-ভক্তগণের দর্শনে সম্বন্ধাধিদেবতা শ্যামসুন্দর মদনমোহন। এখনও তিনি মদনমোহন-বিজয়-বিগ্রহরূপে চন্দনযাত্রাদিতে গমন করিয়া থাকেন। আর এদিকে শ্রীল পণ্ডিত গদাধরের সেবিত প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগোপীনাথ। চটকপর্ব্বতে শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দিরে 'রাধার হরি' শ্রীরূপের প্রাণধন অভিধেয়-দেবতা গোবিন্দ আসিবেন। শ্রীরাধার কিঙ্করীগণ রাধার কৈঙ্কর্য্যের জন্য— শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলন-সুখ-বিধানের জন্য তৎসঙ্গেই অবস্থান করেন। শ্রীকুণ্ডতটে শ্রীরাধার বিভিন্ন-সখীগণের কুঞ্জ বর্ত্তমান, এখানেও রাধাসখীগণের কুঞ্জ আছে। ভক্তাভিমান বা ভজনকারীর অভিমান আর আচার্য্যাভিমান বা আচার্য্যদাসাভিমানের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে। ভজনকারীর অভিমানে 'আমি দয়ার প্রার্থী' এইরূপ বিচার, আর আচার্য্যাভিমানে 'আমি জীবে দয়া করিয়া ভগবানের প্রীতি-বিধান করিব'— এই বিচার প্রবল। যদিও উভয়-বিচারই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্যপর, তথাপি একটী মাধুর্য্য ও অপরটি ঔদার্য্যভাব-প্রধান। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীরূপ-সনাতনাদি বিষয়বিগ্রহ ও আশ্রয়বর্গ ভক্তাভিমান করিয়া গোবর্দ্ধনে আরোহণ করেন নাই। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ আচার্য্যাভিমানে ও ভগবদাদেশে তাঁহার সেবার জন্য গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিয়াছিলেন। চটকপর্ব্বতে আচার্য্যগণের (শ্রীব্যাস-মাধবাচার্য্যের) আসন হইয়াছে। তাঁহাদের সেবকাভিমানে তথায় আচার্য্য ও আচার্য্য-সেবকগণ আরোহণ করেন।

শ্রীগদাধরাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ কতকদিবসযাবৎ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর গুণকীর্ত্তন করিতেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত শ্রীনরেন্দ্রসরোবরতীরে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইতেন। আমরা শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামি প্রভুর আশ্রিত। অতএব টোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে "ভাগবত-আসন' বা 'ভাগবত-খণ্ড' প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। তথায় অনুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলন হইবে। এজন্য ভক্তগণের আবাসভূমি বোধায়নকুটীরের সম্মুখে সাধুনিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তথায় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলন আরম্ভ হউক। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সম্মুখে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্যসেবার উপযোগী নানাপ্রকার শাকসব্জী, ফল-ফুল-তুলসীর একটি সুবৃহৎ বাগান রচিত হইয়াছে। শ্রীযদুমণিবাবু এই বাগানের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এই বাগানটির নাম আনন্দবাগ' বা 'যদুমণিবাগ' কেন না এই বাগান-দর্শনে হরিসেবকগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। ইহা যদুকুলমণি শ্রীহরির প্রীতিদায়ক।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত-অলৌকিকতা আর শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃতে মহাপ্রভুর-নিজস্ব কথা বা ব্যক্তিত্বের বর্ণন-বৈচিত্র্য দেখা যায়। আধ্যক্ষিক অলৌকিকতার শেষ-লক্ষ্য নির্ব্বিশেষ; কিন্তু অপ্রাকৃত অলৌকিকতার মধ্যে যে অতিমর্ত্ত্য-চমৎকারিতার কথা আছে, তাহা সেব্যের নিত্যসেবাতেই অভিনিবিষ্ট করাইয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে —পূর্ণতত্ত্ব মহাবিষ্ণু বা নারায়ণের ৬০ গুণ, পূর্ণতর স্বয়ং-প্রকাশের ৬২ গুণ এবং পূর্ণতম স্বয়ং-রূপের ৬৪ গুণের তাৎপর্য্য বর্ণন করেন। '৬০' সংখ্যাকে 'পূর্ণে'র উপমানের কারণের মধ্যে গণিতজ্যোতিষশাস্ত্রের বহুবিচার উল্লেখ করেন। আর একদিন শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদবর্গের অপ্রকট-লীলা-বিস্তারের পর উৎকলের চিন্তারাজ্যে দুইটি মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে। (১) বিষ্ণুভক্তির প্রচারের দ্বারা উৎকলের অসুবিধা হইয়াছে; (২) কোন ঐশ্বর্য্যবিচারপর অধ্যাপকপণ্ডিতকর্ত্তৃক শ্রীরাধারাণীর সেবামাধুর্য্যের সর্ব্বোত্তমতার সম্বন্ধে নিজ প্রবল অজ্ঞতা-প্রকাশ ও প্রচার। যেমন প্রবল ঝড়ের পর পুনরায় শান্তি হয়, তদ্রূপ উৎকলে আবার পরমা শান্তির উদয় হইবে, আবার শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রেম-প্লাবনে উৎকলদেশ প্লাবিত হইবে। "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' এই বাক্যানুসারে কেবল উৎকল প্রদেশে মাত্র নহে, সমগ্র পৃথিবীতে উৎকলের পুরুষোত্তমবাদের বিচার, লীলা-পুরুষোত্তমের সর্ব্বোত্তমা সেবা-মাধুরী যাহা শ্রীল রায় রামানন্দপ্রভু কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা প্রচারিত হইবে।

দিব্যোন্মাদ-লীলায় মহাপ্রভু পুরুষোত্তম আসিবার কালে এক একস্থান অতিক্রম করিয়া ভজন-পথে অভিসারের এক একটি সোপান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ছত্রভোগ, পিছিল্দা প্রভৃতি স্থানে কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যক্তিগণের মঙ্গলোদয় করাইয়াছেন। বৈতরণীতীরে নাভিগয়ায় কর্ম্মকাণ্ড নিরাস করিয়াছেন। কটকে সাক্ষিগোপালের সমীপে সাক্ষিস্বরূপ পরমেশ্বরের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। ভুবনেশ্বরে ভুবননাথে নির্ব্বিশেষ-ধারণা ও তৎসঙ্গে সঙ্কর্ষণ-স্বরূপ অনন্ত-বাসুদেবের সেবক বৈষ্ণবরাজ দ্বারপাল শম্ভু ও তৎসঙ্গে গোপীশ্বর গোপালিনী শক্তির মহিমা জানাইয়াছেন। জগন্নাথে কমললোচন নির্গুণ চেতন-স্বরূপ ভগবত্তত্ত্ব ও পুরুষোত্তমবাদের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। আলালনাথে ঐশ্বর্য্যপরায়ণ জনগণের জন্য চতুর্ভুজ ও রূপানুগজনগণের জন্য আলালনাথেই গৌড়ীয়ানাথ ও গোপীনাথ-দর্শন করাইয়াছেন। পুরুষোত্তমেও পাঁচমিশালী দলের সহিত যে-সকল রূপানুগগণ মিশিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা বংশীবটতটস্থিত বেণুবাদনপর গোপীচিত্তহারী গোপীনাথের সেবা-লাভের জন্য গৌরশক্তি শ্রীগদাধরের প্রাণধন টোটা-গোপীনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইজন্য টোটা গোপীনাথ ও নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সমাধিক্ষেত্রের পল্লীতেই নিজ ভজনক্ষেত্র রচনা করিয়াছিলেন।

অক্ষজদর্শনে শ্রীজগন্নাথদেবের হস্তপদ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহাদের দিব্যদর্শন লাভ হয় নাই, তাঁহাদের নিকট ভগবান্ আত্মগোপন করেন। শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহ যে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, শ্রীবিগ্রহ যে কথা বলিতে পারেন, তাহা নাস্তিক বিশ্বাস করিতে চাহে না, সাক্ষীগোপালের কথা তাহাদের নিকট অলীক বলিয়া প্রতীত হয়। শ্রীভগবান্ অভক্তের নিকট

আত্মগোপন করিলেও প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচনের নিকট অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন না। 'অপাণিপাদো' শ্রুতি ভগবানের প্রাকৃত হস্তপদাদির কথাই নিরাস করিয়াছেন, 'জবনো গ্রহীতা' প্রভৃতিপদে তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বই প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের সেই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় প্রাণিনিচয়ের প্রকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। শ্রীজগন্নাথদেব দ্বিপদ, চতুর্ভুজ 'আলোয়ারনাথ' রূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেবের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক।

শ্রীল প্রভুপাদ চটকপর্ব্বতে ব্যাসপূজা উপলক্ষে অনেক বিষয় কীর্ত্তন করেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় দিবসের কথার বৈশিষ্ট্য এই—"শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভৃত্যবর্গ অল্প কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন—মানুষ কি করিতে আসিয়াছে, কি করিবে এবং কি পাইবে। তাহাতে লক্ষ্য করি—উপাস্য বস্তু কৃষ্ণই—সর্ব্বোত্তম বস্তু। বহু উপাস্য বা উপাস্যের মূর্ত্তি বা প্রকাশ ভেদ লক্ষ্য করিবার আবশ্যক হয় না। কৃষ্ণ গান করিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা হইতে সেই কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়,—কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্য উপাস্যে যত উপাদেয়তা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা চরম উপাদেয়তা কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় বর্ত্তমান। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র সেব্য—আমরা সেবক; আমাদের অনুষ্ঠান কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য আমাদের নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্য হইতে জানা যায়, কৃষ্ণই তিনি। কৃষ্ণের পরমপরিপূর্ণতা গৌরে আছে। এই ধারণা, বিশ্বাস, আমাদের যতদিন বৃদ্ধি পাইবে, শ্রীগৌরপাদপদ্মের সেবাও সেই পরিমাণে বাড়িবে। আমাদের Cavity ক্ষুদ্র, তাই সেই ধারণা ধরিয়া রাখিতে পারি না। এ স্থানের কোন মাহাত্ম্য প্রাকৃত অনুস্বার বিসর্গ জানা পণ্ডিত যাঁহারা জড়বস্তুর অনুশীলনে ব্যস্ত, তাঁহারা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবারসে মগ্ন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজশক্তি শ্রীগদাধর প্রভুর কৃপায় সেই স্থানের association সেই স্থানের বিষয়ের অনুভূতি-লাভের সৌভাগ্য হয়। সেই স্থানের অনুভূতিতেই আমাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইয়া দিবে। অতি বিস্তৃতগ্রন্থ অতি অল্পকালের মধ্যেই বুঝাইয়া দিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাতা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর কৃপায়ই শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। "শ্রীভাগবতার্ক মরীচীমালা" গ্রন্থের মুখবন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন, —"শ্রীগৌরসুন্দর ও গদাধর যেরূপভাবে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিয়াছেন, সেই কথা আমি এখানে লিখিলাম।" শ্রীগদাধর প্রভু সম্বন্ধবিচারে মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র উপাস্য বলিয়াছেন। যদি আমাদের দেখিবার চক্ষু থাকে—বিচার থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি। শ্রীগদাধরের গোবিন্দভক্তিই অভিধেয় ও গোপিনাথ-প্রীতিই প্রয়োজন-বিচার। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রভু প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহকে এই বলিয়া প্রণাম করিতেছেন,—"শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ। কর্ষন্-বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥" প্রয়োজনতত্ত্ববিচারে গোপীনাথ আকর্ষণ করেন, আমাদের সকল মঙ্গল বিধান করেন। কামাদি রিপুসকল প্রবল হইয়া আমাদিগকে গোপীনাথের

সেবা করিতে দেয় না, আমরা মুখ্য প্রয়োজন-সেবা-বিচ্যুত হইয়া অন্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়ি। শ্রীগদাধর প্রভু ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৌরসুন্দরকে আশ্রয় করিয়া প্রয়োজনতত্ত্ব গোপীনাথের সেবা পাইয়াছিলেন। সেবা পাইবার দুইটী প্রণালী বা পদ্ধতি আছে—

(১) "পাঞ্চরাত্রিক পদ্ধতি"—শব্দসাহায্যে প্রাকৃত জগতের বস্তুদ্বারা সেই বস্তুতে নিজভোগ্য-জ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণভোগ্য-জ্ঞানে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চন। পাঞ্চরাত্রিকের শেষকথা—শ্রীমদ্ভাগবত। বহির্জ্জগতের বিষয়—ক্রিয়াকলাপ যাঁহাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিয়াছে, তাঁহারা বস্তুর সাহচর্য্যলাভোদ্দেশে যাবতীয় বিষয়ে ভগবদ্‌ভোগ্য বিচার সংশ্লিষ্ট করিয়া মন্ত্রসাহায্যে তত্তদ্‌বিষয় ভগবৎপাদপদ্মে অর্পণরূপ অর্চ্চনমার্গবরণ করেন। পাঞ্চরাত্রিক পদ্ধতির পূর্ণবিকাশ—সম্পূর্ণতা আমরা শ্রীজগন্নাথের পাদপদ্মে লক্ষ্য করি। শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথের নাভিদেশের উপরিভাগস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিদর্শনে অর্চ্চনের বিচার পরিলক্ষিত, শ্রীআলালনাথে সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট ভগবদ্বিগ্রহ-দর্শনে ঐশ্বর্য্যপ্রধান বিচারের পরিবর্ত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারানুগত্যে মাধুর্য্যপ্রধান বিচারেদ্বিভুজমুরলীধরের ভজন-বিচারই পরিস্ফুট।

(২) মর্য্যাদা-পথে—অর্চ্চন আর ভজনের পথে "ভাগবতপদ্ধতি"। ভক্তের বিচারে বুঝি, ভগবান্‌কে ডাকিতে হয়। ভগবানের নামকে ডাকিতে পারিলে ভগবানের রূপ আমাদের কাছে আসিবেন, তাঁহার গুণ বুঝিতে পারিব, পরিকরবৈশিষ্ট্য, ক্রিয়া বা লীলা আমাদের প্রাপ্য হইবেন। অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ বস্তু। ইহা কেবল কতকগুলি পুঁথিপত্র পড়িয়া বুঝিবার বিষয় নয়, Ritualistic ক্রিয়াকলাপেরও প্রাপ্য নহে ; মনুষ্যজীবনকে এমন করিয়া নষ্ট করিতে হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় বুদ্ধিমান্ জগতে আর কেহই নাই, তাঁহার কথা যাঁহাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিয়াছে, তাঁহারাই সেই কথা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব অতি অল্পকথায় বলিয়া দিয়াছেন, কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, তাঁহার সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি-লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার অধিকার প্রদান করেন। আমা হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ তিনি। "সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে"—শ্রীরূপপাদের এই বিচার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমা অপেক্ষা নিম্নবস্তু 'গুরুতত্ত্ব' নহেন, তাহা লঘুতত্ত্ব। গুরুতত্ত্বে কোন প্রকার লঘুতা আরোপিত হইতে পারে না। আমাদের সর্ব্বশেষ উৎকণ্ঠা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপটে আশ্রয়লাভ। কৈতবযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুপাদপদ্ম জ্ঞান করিয়া আশ্রয় করিলে আত্মবঞ্চনাই লভ্য হয়।

"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদিনির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥" (ভাঃ ২।৭।৪২)

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-বিচার বেদশাস্ত্র তারস্বরে বলেন। বেদের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত অতিসহজভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবা বর্ণিত হইয়াছে।

সাধারণ বিচারকশ্রেণী বা মর্য্যাদাপথের পথিক্‌দিগের পক্ষে তাহা গম্য নহে। মানুষ কেবল মর্য্যাদা-পথেই থাকিবে, এজন্য তাহার সৃষ্টি হয় নাই। 'আত্মস্বভাব' অনাত্মার—মনের function নয়। আত্মার 'সম্বন্ধ'-বিচারে কৃষ্ণই সেব্য, কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র 'অভিধেয়', কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র 'প্রয়োজন'। কৃষ্ণ যাহাতে প্রীত হন, তাহাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাধিমুক্তির প্রার্থনায় যে কাল্পনিক কৃষ্ণপ্রীতি, তাহা প্রকৃত 'প্রীতি'-পদবাচ্য নহে। কৃষ্ণভোগ ও কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্য লক্ষিতব্য ও বিচার্য্য বিষয়। কৃষ্ণ ক্ষমাবান্। কৃষ্ণের অনুশীলনই কৃষ্ণের সেবা। আমাদের কৃত্য—স্বরূপে অবস্থান। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"—এই সকল বিচার লক্ষ্য করিতে হইবে। কথাগুলি যত আলোচনা করিয়া অন্যের নিকট বলিবার যত্ন করিবেন, ততই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া যাইবে—সংশয় ছিন্ন হইবে—বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবেন।

মনে করি, জীবনের নববর্ষ প্রবেশে হরিভজন করিব। বর্ষব্যাপী ইতর কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া থাকি, কোথায় লোকে সম্মান করিবে, অর্থের স্বাচ্ছল্য হইবে, স্বাস্থ্য ভাল হইবে—এই প্রকার নানা বিচারে বহু বৎসর কাটিয়া গেল, প্রয়োজন আর সিদ্ধ হইতেছে না। সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ; কৃষ্ণই একমাত্র অনুশীলনের বিষয়, কৃষ্ণেতর পদার্থ অনুশীলনের বস্তু নহে, উহা বাধক। কৃষ্ণসেবাই নিত্যধর্ম্ম। সে বিচার না আসিলে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা জগৎ ভোগ করিবার—বিশ্ব ভোগ করিবার প্রবৃত্তি আসে। আবার ত্যাগের বঞ্চনায় ভোগপ্রবৃত্তিকে সংক্ষেপ করার চেষ্টা হয়। এই প্রকার ভোগ ও ত্যাগের oscillationএ, football এর মত পরস্পরের পদ-তাড়িত হইয়া জীবন বৃথা কাটিয়া যায়। জগৎ ভোগের ও জিনিষ নহে, ত্যাগেরও নহে। কৃষ্ণ-ভোগ্য জগদ্দর্শনেই এই ভোগ ও ত্যাগ-ধারণার চাঞ্চল্য থামিয়া যায়। কৃষ্ণানুশীলন-দ্বারাই কৃষ্ণপ্রীতি অনুসন্ধেয়। কৃষ্ণ Infinity, আমরা Infinitesimal। কৃষ্ণের সঙ্গে Dovetailed হইয়া যাওয়াই আবশ্যক। বিন্দুমাত্র স্বতন্ত্রতা থাকিলে unassorted হইয়া যাইব, Solution of life উল্টাপাল্টা হইয়া যাইবে। কৃষ্ণানুশীলনের নামই ভক্তি। কর্ম্মজ্ঞানের আবরণের দ্বারা সেই জিনিষটিকে তফাৎ করিবার যত্ন না হয়। মাপিয়া লওয়া ধর্ম্মই আবরণ। Mental speculation পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মই একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয় হউক।

"কোণার্কে শ্রীল প্রভুপাদ"—মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটি শ্লোক পাঠ করিতে করিতে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের জলকেলিরঙ্গ স্মরণ করিতে করিতে নীলসাগরে যমুনা দর্শন পূর্ব্বক ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রেমমূর্চ্ছায় ভাসিতে ভাসিতে তরঙ্গ-চালিত হইয়া কোণার্কের দিকে গিয়াছিলেন কেন? অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কোণার্কের স্থাপত্য-নৈপুণ্য ও বাহ্যরূপ লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। হয়ত' ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী সৌরগণ এইস্থানে আসিয়া ধর্ম্মের যাজক হইয়াছেন। অথবা পঞ্চোপাসকের অন্যতম সৌরতীর্থও হইতে পারে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীব্যাসপূজার প্রাক্কালে কোণার্ক দর্শন ও মাধ্যাহ্নিক লীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিবার ইঙ্গিতে শ্রীরূপানুগগণের ভজনের একটী গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তিনি শ্রীগুরুপূজার প্রাক্কালে

কোণার্কে সূর্য্যপুজার রহস্য যে "তদীশ্বরীর সূর্য্যপূজার বিষয় মাধ্যাহ্নিকলীলার এক পরম-চমৎকার বৈশিষ্ট্য" সেই কথা ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন ও তাহা আচরণ করিয়া দেখাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জলকেলি-রঙ্গ-স্মরণে যামুন-জলকেলি অপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ডে জলকেলির পরাকাষ্ঠা আস্বাদন করিতে প্রেমতরঙ্গে কোণার্কাভিমুখে গিয়াছিলেন। তাই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপানুগগণের কেবলমাত্র শ্রীরাধাকুণ্ডের ভজন ও সেবা চমৎকারিতাই জীবাতু। তাঁহারা সেই মাধ্যাহ্নিক শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলনমাধুরী ও সেবার্থে সর্ব্বসূর্য্যের মূল অংশী সেই শ্রীরাধাকুণ্ডে মাধ্যাহ্নিক লীলা-প্রকাশের অপূর্ব্ব সমাবেশ ও সমাধান কল্পে তদীশ্বরীর আনুগত্যময়ী সেই রাধাকুণ্ডে মাধ্যাহ্নিকলীলার সুষ্ঠুতা সম্পাদানার্থে সেই সূর্য্যপূজায় ঈশ্বরীর অনুগত্যময়ী-ভাবে তথায় গমন করিয়া কোণার্কের রাধাকুণ্ডের মাধ্যাহ্নিকলীলা-ক্ষেত্রের সূর্য্য পুজার কথা প্রকাশ করিয়া কোণার্কের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য—যাহা আজও পর্য্যন্ত কেহ প্রকাশ করেন নাই, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের পরম-কারুণ্যময়ী-লীলার একটী মহাবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন।

গুণ্ডিচা-মার্জ্জনে শ্রীল প্রভুপাদের রহস্য-উদ্‌ঘাটন :—পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে পূর্ব্বোত্তর একক্রোশ দূরে গুণ্ডিচা-মন্দির অবস্থিত। জনশ্রুতি—পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন-নামক জনৈক বৈষ্ণবরাজা উড়িষ্যার রাজ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারই মহিষীর নামানুসারে ঐ মন্দিরের নাম গুণ্ডিচা-মন্দির হইয়াছে। পৌরাণিক ইতিহাসাদিতেও গুণ্ডিচা-মন্দিরের উল্লেখ আছে। উহার কিয়দ্দূরেই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা বিরাজিত। রথযাত্রার দিবস শ্রীজগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী শ্রীমন্দির হইতে রথে আরোহণ করিয়া ঐ গুণ্ডিচা-মন্দিরে গমন করেন। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেব লক্ষ্মীসহ ঐশ্বর্য্য-লীলাপ্রকাশ করিয়া বিহার করেন। কুরুক্ষেত্রে গোপীগণের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আনন্দিত হইলেও মাধুর্য্য-মাধুরিমায় পরিপ্লুত শ্রীব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য তাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। রসিকভক্তগণ শ্রীক্ষেত্র হইতে বন-উপবন-সমন্বিত-মাধুর্য্যময়লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনধামস্বরূপ শ্রীগুণ্ডিচায় জগন্নাথদেবকে লইয়া যান। এই গূঢ় রহস্যই রাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর রথাগ্রে নর্ত্তন করিতে গীতাদি-দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে এই গূঢ়-রহস্য কেহ জানিতেন না। শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্থানীয় অধিবাসীগণকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শনদান ও সেবাগ্রহনার্থে শ্রীবিগ্রহকে রথে করিয়া পরিভ্রমণ করান সাত্বতস্মৃতি-শাস্ত্রাদিতে কথিত আছে। বিশেষতঃ যাহারা শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষিদ্ধ ব্যবস্থায় প্রবেশ করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে দর্শনও সেবাসুযোগ প্রদানার্থে ও তৎস্থানীয় লোকদিগের সেবা ও দর্শন সুযোগার্থে এই রথযাত্রা-লীলা বলিয়া প্রকাশিত ছিল। কিন্তু মহাপ্রভু ইহার গূঢ়-সিদ্ধান্ত প্রকাশ দ্বারা উক্ত গূঢ়-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-মন্দিরে আগমনের পূর্ব্বে শ্রীমন্দির, জগমোহন, সিংহাসন, রত্নবেদী সমস্তই মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করা হয়। শ্রীজগন্নাথদেব আসিবেন, সেইজন্য সেবকগণ প্রভুর জন্য পূর্ব্ব হইতে সব পরিষ্কার করিয়া রাখেন। ভক্তলীলাঙ্গীকারী লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর

সেবা শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিবৎসর সপার্ষদে এই গুণ্ডিবামার্জ্জন-লীলার অভিনয় করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সেবা 'শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আদেশ ও আনুগত্য ব্যতীত ভগবৎসেবার অধিকার নাই', ইহা শিক্ষা দিতে সার্ব্বভৌমাদির নিকট হইতে চাহিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সপার্ষদ নিজে উক্ত সেবা কিপ্রকারে সুষ্ঠুভাবে হয় তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন যে,—শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইতে হইলে নিজ হৃদয় নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করিতে হইবে। তথায় কণ্টক, তৃণ, কঙ্কর, ধূলি ইত্যাদি অনর্থ-সকল থাকিলে পরম সুখময় শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে আসিবেন না বা সেবা গ্রহণ করিবেন না। হৃদয়ের মল কি? তদুত্তরে—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি চেষ্টা। তন্মধ্যে 'অন্যাভিলাষ'—ভগবদ্বহির্ম্মুখ-জীবের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে যাবতীয় শাস্ত্রবিগর্হিত জড়ভোগ-চেষ্টা। ইহা কণ্টক, তৃণ, গুল্মাদির আকারে সেবার ও জীবের অঙ্গে বাহ্যতঃ বিদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা প্রদান করে। এগুলি সমূলে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিয়া একেবারে বহুদূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। কারণ ঐগুলি দ্বারা জীবের কি বদ্ধাদশায় কি সাধনাবস্থায় কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারে না, বস্তুতঃ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সমস্ত সত্তা শোষণ করিয়া পুষ্ট হইয়া অন্য আবশ্যকীয় বৃত্তিকে আবরণ করে। কি বাহ্য ব্যবহারে কি পরমার্থে, কি শরীর ধারণ-পোষণ কার্য্যে কোন কার্য্যে কোনদিনই সহায়তা না করিয়া কেবল শত্রুতা করিয়া বিঘ্ন উৎপাদন করে। তাহাদের কোন প্রক্রিয়াই জীবকে কোনপ্রকারের আবশ্যকতা সম্পাদন করিতে পারে না অথচ বহির্ম্মুখ জীবের অত্যাবশ্যকীয় মনে করাইয়া সত্তা শোষণ করিয়া নিজে পুষ্ট হয় এবং জীবের সর্ব্বনাশ-সাধন সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে করিতে থাকে। সেজন্য শ্রীরূপপাদ—'অন্যাভিলাষিতা শূন্য' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

'কর্ম্মচেষ্টা' শাস্ত্রীয় যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি স্বর্গাদি-সুখ বা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিব এই সকল বাসনাময়ী-ক্রিয়া; উহা ধূলিসদৃশ। কর্ম্মাবর্ত্তের ঘূর্ণি-বায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয় দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অসৎ কর্ম্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ-জীবের হৃদয়কে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, তাই তাহার কর্ম্মবাসনা দূর হইতেছে না। হরি-বিমুখ জীব মনে করেন, কর্ম্মের দ্বারা বোধহয় কর্ম্মশল্যের নির্হরণ হইতে পারে, কিন্তু ঐ ধারণা—ভুল; তদ্বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কেবল আত্মবঞ্চিত হইতে থাকেন মাত্র। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন আবার গায়ে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবলা-ভক্তিদ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়, তখন তাঁহার সেই নির্ম্মল-হৃদয়সিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রাম-যোগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। "ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম"। কিন্তু যাগ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা যদি ভক্তিকে আবরণ না করিয়া কৈঙ্কর্য্য করে তখন তাহা কর্ম্মচেষ্টা না হইয়া সাধন ভক্তির অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। যাগ শালগ্রাম, শ্রীমূর্ত্ত্যাদি-সেবারূপ যাগ। যজ্ঞ—সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ, দান কৃষ্ণ-জন্মোৎসবাদিতে দক্ষ। তপস্যা—উপবাসাদি এগুলি সকল নিজ সুখানুসন্ধানময়ী হইলে

'কর্ম্মচেষ্টা' উহা ভক্তিবৃত্তিকে আবৃত করে, আর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়ী হইলে সাধনভক্তির সহায়ক হয়। অতএব 'কর্ম্মচেষ্টা' পরিত্যজ্য। শ্রীরূপপাদ 'কর্ম্ম অনাবৃত' বলিয়াছেন, শূন্য বলেন নাই।

"নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা"—ঠিক কঙ্করের মত। তদ্দ্বারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবা ত' দূরের কথা, শ্রীহরির দেহে শেল বিদ্ধ করিবারই প্রয়াস করা হয়। যদিও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রথমে মুমুক্ষু-অবস্থায় শ্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু মুক্ত বা ব্রহ্ম-অভিমানকালে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না; সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ দুর্ভাগ্য বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হ'ন না। সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর ঐ-সকল তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুরাদি আবর্জ্জনারাশি ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরেও রাখিলেন না। পরন্তু অভিন্ন নিত্যানন্দ-স্বরূপ নিজ-বহির্ব্বাস-দ্বারা এ-গুলি শ্রীমন্নিত্যানন্দ-স্বরূপের দ্বারাই হয়, জানাইতে তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন পাছে বাত্যাদির সহায়তায় পুনঃপ্রবেশ করে। অনেকসময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়। (কিন্তু "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং" জ্ঞান নহে।) উহাকে 'কুটিনাটি', 'প্রতিষ্ঠাশা', 'জীবহিংসা', 'নিষিদ্ধাচার', লাভ, 'পূজা' ও 'প্রতিষ্ঠাদির' সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

কুটিনাটি—শব্দে কপটতা; 'কু-টী' ও 'না-টী', শুচীবায়ুগ্রস্ত-ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েই 'কু-টী' দৃষ্টি করেন, কোন ভাল বিষয় আলোচনা করিতে পান না। কোন ব্যক্তিকেই শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন না। শুদ্ধভক্তের স্মার্ত্তবিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে তাঁহাকে আর বৈষ্ণবজ্ঞানে সঙ্গ করেন না। এই স্থলে 'কু'-টীর উপরে 'না'-টী উপস্থিত হইল। নীচবর্ণের সাধুলোকের প্রতিষ্ঠিত ভগবন্মূর্ত্তির প্রসাদ পান না। ইহা একপ্রকার মানসিক পীড়া। ইহাদের বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্য্যাভিমান প্রবৃত্ত মহাপ্রসাদে, ভক্তপদধূলিতে ও ভক্তপদজলে দৃঢ়বিশ্বাস হয় না। তাহারা সর্ব্বদা বৈষ্ণবাপরাধে ও নামাপরাধে দোষী; অতএব তাহাদের মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কেহ বা শুদ্ধবৈষ্ণবের পীড়া দেখিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। ইহাদেরও কৃষ্ণভক্তি হওয়া সুকঠিন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন স্থলে নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ভক্তিবাধক বস্তুর মধ্যেই কুটিনাটীকে ধরিয়াছেন। পারমার্থিক প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থেই পরমার্থেরই বিচার হইয়াছে। ইহাতে ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে দোষ-সমুদায় গ্রাহ্য নয়। তাহা লইয়া সারগ্রাহীজনেরা বৃথালোচনা করেন না। যাঁহারা ঐ বাহ্য দোষসকলকে বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া পরমার্থসার-সংগ্রহরূপ প্রধান উদ্দেশ্যকে ব্যাঘাত করিবেন, তাঁহারা পরমার্থ-সার সংগ্রহ করিতে অধিকারী হইতে পারিবেন না। বাল-বিদ্যাপ্রীত তর্ক-সমুদায় গম্ভীর বিষয়ে নিতান্ত হেয়। তাহারা ভারবাহী কুটিল কুটিনাটী গ্রস্ত।

'জীবহিংসা' হিংসা তিনপ্রকার;—নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসা। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি করার নামই—রাগ এবং কোন বিষয়ে বিরক্তি করার নামই—দ্বেষ। উচিতরাগ—পুণ্য ও অনুচিতরাগ—লাম্পট্য। দ্বেষ—রাগের বিপরীত ধর্ম্ম। উচিত দ্বেষও পুণ্য-মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অনুচিত দ্বেষই হিংসা ও ঈর্ষার মূল। পাপাসক্ত ব্যক্তি

তদ্বিপরীত আচরণ করতঃ অন্যের প্রতি হিংসা ও ঈর্ষা করিয়া থাকে। হিংসা একটী বৃহৎ পাপ। হিংসা পরিত্যাগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। নরহিংসা—অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরের প্রতি হিংসা করা যায়, সেই নরের মাহাত্ম্যের তারতম্য দ্বারা হিংসার গুরুতা বা লঘুতা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-হিংসা, জ্ঞাতি-হিংসা, স্ত্রী-হিংসা, বৈষ্ণব-হিংসা, গুরু-হিংসা—এই সকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশু-হিংসাও সামান্য পাপ নয়। উদর-পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থ-বশতঃ যে পশু-হিংসার বিধান করে, তাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট পাশব-প্রবৃত্তির পরিচালন-মাত্র। পশু-হিংসা হইতে বিরত না হইলে নর-স্বভাব উজ্জ্বল হয় না। জীব-মাংস ভোজন করিতে হইলে অবশ্য পরহিংসা করিতে হয়। সুতরাং যে কার্য্যে পরহিংসা আছে, তাহা ভক্তির প্রতিকূল। পরহিংসা সর্ব্ব-পাপের মূল, সুতরাং পাপ অপেক্ষা অধিক গুরুতর। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পরহিংসা প্রবৃত্তি থাকে না। যাহাতে পরোপকার আছে, সেই কর্ম্মই ভক্তি-সম্মত এবং যে কর্ম্মে পরহিংসা আছে তাহাই ভক্তিবিরুদ্ধ। মৎস্যভোজন অত্যন্ত ঘৃণ্য। বদ্ধ-জীবাত্মা তামসভাবাপন্ন হইলে মৎস্য-যোনি লাভ করে। যাহারা তাহাকে খায়, তাহারাও তমোগুণ-বিশিষ্ট। ভার্গবীয় মনু বলেন—"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ" উহা অত্যন্ত ঘৃণ্য, অখাদ্য। যাহারা মাছ খায়, মাছগুলি আবার পরজন্মে মানুষ হইয়া তাহাদের খায়। যাহারা খাইবে, তাহারা তখন মৎস্য হইবে। এইরূপ আদান প্রদান চলিতে থাকিবে। বেদাদি-শাস্ত্রে যে পশুযাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা কেবল উক্ত পাশব-প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার নিবৃত্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফলতঃ পশুহিংসা পশুরই ধর্ম্ম ; নরধর্ম্ম নয়। নিষ্ঠুরতা দুই প্রকার—নর-প্রতি ও পশু-প্রতি। নর-নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাত হয়, দয়া জগৎ পরিত্যাগ করে এবং নির্দ্দয়তা-রূপ অধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করে। আধুনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কীর্ত্তন করিতেছে। অতএব সমস্ত পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। শুদ্ধভক্তি প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাঁহাদের 'মন' রাখিয়া কথা বলাও জীবহিংসা মধ্যে পরিগণিত।

'প্রতিষ্ঠাশা'—সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয় ও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য। যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ না হয় ততদিন বৈষ্ণব হইতে পারা যায় না। যাহারা শঠ, তাহারা নিজের স্বভাব গোপন করিয়া মহতের স্বভাব অনুকরণ করতঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা করে। কপটলোক আচার্য্যের প্রিয়তা ও সাধুমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং কালনেমির ন্যায় কার্য্যোদ্ধারের আশায় ও মহোৎসবে সম্মান পাইবার জন্য কাপট্য স্বীকারকরতঃ ভাগবতী রতির অনুকরণে নৃত্য, স্বেদ, পুলকাশ্রু, গড়াগড়ি, কম্প এবং কখনও কখনও ভাব পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রদর্শন করে। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার নাই। সে অনুকরণ স্থায়ী হয় না। কেহ কেহ ভক্ত বা অবতার সাজিবার জন্যও ঐ-সকল কপটতাময়ী প্রতিষ্ঠাশায় ব্যবহারাদি করে।

"লাভ-পূজা"-শব্দে ধর্মের নামে হরিনাম-মন্ত্র-বিগ্রহ ও ভাগবতজীবী হইয়া নির্ব্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মানপ্রাপ্তি। 'নিষিদ্ধাচার'-শব্দে স্ত্রীসঙ্গ, এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

এইরূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁকর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জ্জন ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর, যদি কোথাও আবার কোনও সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য নিজের পরিধেয় শুক্ল-বস্ত্রের দ্বারা ঘসিয়া ঘসিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎপীঠস্থানস্বরূপসিংহাসন মার্জ্জন করিলেন। এত করিয়া প্রক্ষালন-মার্জ্জন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ, এমন কি, একটী সূক্ষ্ম দাগও নাই, শ্রীমন্দিরটী স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতলও হইল, অর্থাৎ সাধকের হৃদয়টী "রবিতপ্ত-মরুভূমিসম"-তাপ-হীন অর্থাৎ বিষয়ভোগ-বাসনা-জনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ানল-জ্বালা-রহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি চেষ্টা-রূপা ভুক্তি-মুক্তি কামনা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শান্ত ও সুশীতল হয়।

অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাত কোণে এক একটী সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা নির্ব্বোধ জীব বুঝিতে পারে না; উহাই 'মুক্তিকামনা'। নির্ব্বিশেষবাদীর সাযুজ্যমুক্তি-কামনা ত' দূরের কথা, অপর চতুর্ব্বিধ-মুক্তিকামনারূপসূক্ষ্মদাগকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বস্ত্র দ্বারা ঘষিয়া উঠাইলেন। এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর, কিরূপে সাধক জীব স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিণত করিয়া স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থল করিবার জন্য, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার জন্য, মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্বহৃদয় মার্জ্জন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্থে আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্‌গুরুরূপে স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন—'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কালৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি সংযোগেনৈব'। মহাপ্রভু প্রতি ভক্তের নিকট গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জ্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহার কার্য্য ভাল হইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা, এবং যাঁহার সেবা কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীরাধার ভাবসুবলিত প্রভুর নিজ-মনোমত হইতেছে না, তাঁহাকেও পবিত্র ভর্ৎসনপূর্ব্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণসেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শুধু তাহাই নহে, চৈতন্য-শিক্ষানুগত লব্ধ-ভজনকৌশল, অদ্বয়জ্ঞানে ভক্তিযোগযুক্ত শুদ্ধহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ-জীবগণের 'আচার্য্যের' কার্য্য করিবার জন্যও আদেশপূর্ব্বক উৎসাহান্বিত করিলেন। আবার, যিনি যত বেশীপরিমাণে অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে আহরণপূর্ব্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি সামান্যই ঘটিয়াছে, তাঁহার পক্ষে শান্তিস্বরূপ হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাই বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনের যে ভজনের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া

শিক্ষা দিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে কোনদিনই কেহই এই সকল রহস্য জানিতে পারেন নাই। অথচ মহা-
প্রভুর মনোহভীষ্ট এত মঙ্গলময়ী ও গূঢ় তাহা প্রকাশ করা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একটী মহা-বৈশিষ্ট্য।

রথ-যাত্রায় শ্রীল প্রভুপাদের সেবা—শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া সুদীর্ঘ-
মাথুর-বিরহভাব গ্রহণপূর্ব্বক নিরন্তর সম্ভোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্তিমান্ প্রাকট্যই
জীবের একমাত্র সাধন জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কন্ধ ৮২ অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণদর্শনোৎসুকা
গোকুলবাসিনী ব্রজগোপী সকল কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে গ্রহণোপলক্ষে গমন করিয়া যেরূপ হৃদয়ের
ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচলপতি-দর্শনে তদ্ভাবেরই দ্বিতীয়বার অধিষ্ঠান।
গোপললনাগণ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপনোদন করিয়া কৃষ্ণকে গোকুলের মাধুর্য্য আস্বাদনে
লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরহরি কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল-মন্দির হইতে কৃষ্ণরূপ
জগন্নাথদেবকে বৃন্দাবনরূপ গুণ্ডিচামন্দিরাভিমুখী রথের সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দরস্বরূপ শ্রীমতী বার্ষভানবীর
হৃদয়ের ভাব গান করিয়া পারকীয় বিহারস্থলী গুণ্ডিচায় লইয়া যাইতেছেন। উক্ত রথযাত্রায়
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ঈশ্বরীর ও তদনুগাগণের সেবাই চরম-পরম-পরাকাষ্ঠা সেবা বলিয়া নির্দ্ধারণ
করিয়া বলিয়াছেন—"আমাদের সেব্যবিগ্রহ আশ্রয়জাতীয় ভগবৎপরিকরগণকে বহুদিনের বিরহ-
কাতরতা হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে। সুতরাং
মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। ঐশ্বর্য্যপ্রধান রসের উপাস্য-
বস্তু হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিলেও তাঁহাকে চিন্ময় রথে আরোহণ করাইয়া স্যমন্তপঞ্চকে
"সন্নিহিত-সরে" সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে আনাইতে হইবে। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ বিজয়লীলায় শ্রীবৃন্দাবনের
'তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি' লীলা দর্শন
করাইবেন। এই সকল লীলার সেবা করিতে পারিলে, তাঁহাদিগেরও বিষয় বাসনা খর্ব্ব হইয়া
মানব জীবন সফলতা লাভ করিবে। সূর্য্যগ্রহণে 'সন্নিহিত-সর' বা ব্রহ্মতীর্থ ও স্যমন্তপঞ্চকের
দ্বৈপায়ন-হ্রদে স্নানাদি সকল পাপের বিঘাতক। বিশেষতঃ সূর্য্যোপরাগে ঐসকল পুণ্যজলে স্নান
করিলে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়; আর গৌণভাবে জড়ভোগবাসনা-রূপ পাপপুণ্য বাসনাও
বিদূরিত হয়। যে সকল ব্যক্তি মাথুর-বিপ্রলম্ভের যে-কোন প্রকারে কৃষ্ণ-মিলনের সাহায্য
করিবেন, তাহা যতই স্থূল হউক না কেন, তদভ্যন্তরে বিচক্ষণ পরিদর্শকের নিকট সেবার উৎকর্ষ
পরিদৃষ্ট হইবে। যে সকল ব্যক্তি সশরীরে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শনে যাইতে পারিবেন না, তাঁহারা
দূর হইতেও তাদৃশ মিলনের সাহায্য করিয়া সেই বিপ্রলম্ভভাব দ্বারা রসপুষ্টি সম্পাদন করিতে
পারেন। কর্ম্মি-সম্প্রদায় এই সকল বড় কথা বুঝিতে না পারিলেও যে সকল পুণ্যার্থী ব্যক্তি
ভাস্করোপরাগে তথায় স্থূলভাবে ক্ষীণপাপ হইবার জন্য অগ্রসর হইবেন; তাঁহাদের পুণ্যচেষ্টার
অভ্যন্তরেও কৃষ্ণসেবা গৌণভাবে সম্পাদিত হইবে। উক্ত সেবায় জাতি-গোস্বামি-গণের অপরাধ
স্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া অজ্ঞাত-সুকৃতির পথে চলিতে পারা যাইবে।"

সূর্য্যগ্রহণের প্রসঙ্গে স্নান বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে রামের

সহিত তথায় রথে গিয়াছিলেন। গ্রহণোপলক্ষে স্নান উদ্দেশ করিয়া ব্রজবাসিগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনপ্রয়াসী গৌড়ীয় ভক্তগণ এ-বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাদের উপাসনার সুষ্ঠুতা-সম্পাদনে যত্ন করিবেন। কুরুক্ষেত্রের আদর্শেই তাহার দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীগৌরসুন্দর জগন্নাথের অগ্রে গীতি গাহিয়া গোপীগণের বিপ্রলম্ভভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ম্মিগণের পাপক্ষালনের জন্য ও পুণ্য মুহূর্ত্তে ভগবন্নামোচ্চারণের সুযোগের জন্যই সূর্য্যোপরাগে তথায় স্নানাদির ব্যবস্থা।

জ্ঞানিগণের আলম্বন-বিভাবের বিষয়-বিচার লইয়া তাহাতে লীন হইবার অভিপ্রায় থাকে। কিন্তু গোপীগণের তন্ময়তা বিষয়জাতীয় কৃষ্ণাভিমানের ন্যায় উদিত হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণতন্ময়তা লাভ করিয়াও পৃথক্ থাকেন। এই বিশিষ্ট-লীলার দ্বারা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রহিত করিবার বিচার তাঁহারা পাইয়া স্ব-স্ব-বাউলিয়া ভাব ছাড়িয়া দিতে পারেন। সুতরাং তিন-শ্রেণীর লোকেরই উহাতে মঙ্গল হইবে।" (প্রঃ পঃ ১৪৮-৫০)।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই সকল কথা শুনিয়া স্পষ্টই তাঁহার অন্তরের গূঢ় রহস্য বুঝা যায় যে, তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকর এবং শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠ মঞ্জরী। একদিকে তাঁহার ঈশ্বরীর কৃষ্ণসহ মিলনের জন্য সুতীব্র লালসা ও সুকৌশল যেমন, তেমন সমস্ত জীবগণকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলন- সেবায় নিযুক্ত করিয়া জগন্মঙ্গলময় মহামহাবদান্য-লীলার অভিব্যক্তি অন্যদিকে। এই মহতী সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম সেবার জন্যই তাঁহার এই লীলার বৈশিষ্ট্য প্রকটন। এত গূঢ় পরমোপাদেয় মহাসুধা-সমুদ্রে অবগাহণান্তর মহারত্নরাজির পরিচয়, তাঁহার সমস্ত আচার্য্যগণের লীলার মধ্যে একটি বিশেষ-বৈশিষ্ট্য প্রকট করিয়াছে। তাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পুরুষোত্তমে শ্রীল কমল মঞ্জরীর সেবা পারিপাট্যে উক্ত সেবাভার স্বীকার করিয়া নিত্য লীলানুচরত্ব প্রকট করিতে আবির্ভাব। সেই সেবা-সুষ্ঠুতা সম্পাদনার্থে প্রকট মাসষট্ক্ কালে সেই নিত্যসেবা স্বীকারের প্রতিজ্ঞা পূরণের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা-মূলে শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রালীলার উদ্দীপনায় সেই সেবার পরিপূরণার্থে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের ক্রোড়ীভূত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট হস্ত-প্রসারণ-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবেরও আজ্ঞা-মালা-সমর্পণে সেই সেবায় নিয়োগ ও স্বীকারোক্তি এবং শক্তি-সঞ্চার-লীলার অভিব্যক্তি। সেই আজ্ঞা ও সেবায় নিয়োগ-লাভ করিয়া তবে প্রসাদগ্রহণে প্রতিজ্ঞাকরণই ব্যক্ত করিতেছে। যদিও শ্রীবৃহৎভাগবতামৃতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র অভিন্ন দ্বারকা লীলার প্রকাশ ও তথায় বিভিন্ন উৎসবাদির সম্ভোগ-পোষক ব্যবস্থা থাকাতে বিপ্রলম্ভের বাধক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ও বিপ্রলম্ভরস-পোষণ লীলায় বিশেষতঃ রথযাত্রায় মহাপ্রভুর ভাব প্রকটনে বিপ্রলম্ভ-ভাবের মহাপুষ্টিকারক হইয়াছিল। শ্রীগৌরহরির অতিপ্রিয় পার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ তাই শ্রীক্ষেত্রে গুণ্ডিচা যাত্রাভিমুখী স্থানে নিজ-প্রকটস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-সেবার সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যদি কৃপা করিয়া না আসিতেন এবং এই সকল ভজনের ও সেবার গূঢ়তম রহস্য—যাহা সকল

আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক অতি মহানর্ঘ-সম্পত্তি সুদৃঢ় আবরণে অতি-সন্তর্পণে গূঢ়স্থানে সংরক্ষিত অনর্পিত মহারত্নের সন্ধান জগতের মহা-মহা-সুচতুর রসিক-ভক্তগণের পক্ষেও সুদুর্ল্লভ হইত। তাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লীলার মহাবৈশিষ্ট্য শ্রী-পরমোপাদের ও সুদুর্ল্লভ মহারত্ন-বিশেষ।

দ্বিতীয় সম্পদ

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস পূজা :—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগুরুতত্ত্বের প্রকাশে ও অভিনবভাবে শ্রীব্যাস পূজা প্রকটন একঅপূর্ব্ব ও অভিনব-ভাবে প্রোদ্ভাবিত হইয়াছে। যথা—"শ্রীগুরুপাদপদ্ম, যা' এক্‌জগদ্‌গুরু-মতবাদ পরিহার ক'রে আম্নায়-পারম্পর্য্যাগত মহান্ত-জগদ্‌গুরুবাদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন—যাবতীয় কুরূপ অপসারিত করিয়া রূপের রাজ্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বাক্যে, চিন্তায় ও আচরণে সেই রাজ্যের সেবায় মহাসুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা আমাদের নিয়ামক। শ্রীগুরুদেব ক্ষণবিধ্বংসী রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছাবশতঃ মহান্তগুরুরূপে কৃপা পূর্ব্বক আমাদের নয়নপথের পথিক হন, আবার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন। প্রকট-অপ্রকট-ভেদে উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান করিয়া আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন। যিনি মূককে কবিত্ব শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন—তিনি আমার ন্যায় পতিতকে উদ্ধার করিতে পারেন, সেই শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রিয়তম। তিনি নিজেকে গৌড়ীয়ের দাসানুদাস বলে দৈন্য-ভরে পরিচয় দেন। গৌড়ীয় বলিতে গৌড়দেশের অধিবাসী নহেন। শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দদেব ও শ্রীরাধাগোপীনাথ—এই তিন ঠাকুর যে গৌড়ীয়াকে আত্মসাৎ ক'রেছেন, তিনি সেই গৌড়ীয়ের নামে পরিচিত। তাঁহার অলৌকিক চরিত্র মনুষ্যে সম্ভব হয় না। তিনি—আত্মবিৎ—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ। মহান্ত জগদ্‌গুরুবাদের বিচারে তিনি শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত নিজ-জন, আমাদের ন্যায় পতিতকে উদ্ধার করিতে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মবাদী নহেন, তিনি লীলাময়ের লীলার পার্ষদ বা সঙ্গী। কর্ম্ম ও লীলার মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ। কর্ম্মের ভূমিকা—জগৎ, কর্ম্মের আধার—সূক্ষ্ম বা স্থূল উপাধি। কর্ম্ম—অনিত্য। লীলা—নিত্য। কর্ম্ম—অস্বতন্ত্র জীবের ত্রিতাপ ভোগ বা দণ্ড, আর লীলা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাপ্রসূত আনন্দময় ক্রীড়া। লীলার ভূমিকা—চতুর্দ্দশব্রহ্মাণ্ডাতীত বিরজা-ব্রহ্মলোকেরও অতীত বৈকুণ্ঠ ও গোলোক। লীলা—লীলাময়ের লীলাশক্তির ইচ্ছায় জগতে প্রকাশিত হইয়াও অতীন্দ্রিয় অবিচিন্ত্য স্বভাব-বশতঃ প্রাকৃতের সহিত লিপ্ত বা প্রাকৃতের অধীন নয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী বা কোন প্রকার অন্যাভিলাষী কিম্বা মিছভক্ত-শ্রেণীর কেহ নহেন। তিনি—লীলাপুরুষোত্তমের লীলার সঙ্গী। আমাদের পরিচয়—আমরা শ্রৌত-গুরুপাদপদ্মের কিঙ্কর। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় 'শ্রুতি' বা 'শ্রৌত'-শব্দের যে রূঢ়িবৃত্তি গ্রহণ করেন, অধোক্ষজের সেবক বিদ্বৎ-সম্প্রদায় সেইরূপ সাধারণ রূঢ়িমাত্র গ্রহণ করেন না। শ্রৌত-শ্রীগুরু-

মুখ হইতে অবিমিশ্র ভাবে সেবা-স্নিগ্ধ-শিষ্যের বিশুদ্ধ-হৃদয়-খাতে যে বাস্তব-সত্য-সুধা-সঞ্জীবনীধারা কর্ণাঞ্জলিদ্বারে সঞ্চারিত হয়, তাহাই 'শ্রুতি'। যে গুরুপাদপদ্ম হ'তে সেবোন্মুখ স্নিগ্ধ শিষ্য সত্য লাভ করেন, সেই গুরুপাদপদ্ম যদি নিত্য ও শ্রৌত না হন, অর্থাৎ আমার গুরুদেব যদি তাঁ'র শ্রৌত গুরুদেবের নিকট নিত্যসত্য শ্রবণ না ক'রে থাকেন এবং সেই গুরুদেব যদি তদ্রূপ শ্রৌত ও নিত্য না হন, তা' হ'লে সেইরূপ সাময়িক গুরু-শিষ্য-পরম্পরার অভিনয়ের মধ্যে কখনই শ্রুতি আপনাকে প্রকাশিত করেন না,—'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

'পরাভক্তি'-শব্দে অন্যাভিলাষরহিতা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির আবরণনির্ম্মুক্তা আনুকূল্যে-কৃষ্ণানুশীলনময়ী অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা শুদ্ধা ভক্তি। মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পূর্ব্বপুরুষ, ইঁহারা লৌকিক 'গুরু' হ'লেও কালক্ষোভ্য হওয়ায় ইঁহাদের নিত্যত্ব নাই। পাঠশালার গুরু, বাদ্য-শিক্ষার গুরু ইঁহারা 'গুরু' নামে পরিচিত হ'লেও ইঁহাদের 'গুরুত্ব' সার্ব্বকালিক বা নিত্য নয় আবার উপায় ও উপেয়-ভেদবাদী জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি যে সকল গুরু স্বীকার ক'রে থাকেন, তাঁদেরও নিত্যত্ব নেই। ত্রিপুটী-বিনাশে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকে না, যোগসিদ্ধিতে কৈবল্যলাভের পর গুরু-সেবার প্রয়োজন বোধ হয় না; সুতরাং সেইরূপ তাৎকালিক বা ক্ষণিক গুরু-স্বীকারবাদে পরভক্তি নেই। দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। 'দেবতা'-শব্দে—অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হ'তে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ। "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ নিখিল শাস্ত্রে যাঁ'কে সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণস্বরূপ' ব'লে কীর্ত্তন ক'রেছেন এবং সাধুগণও যাঁ'কে সেইরূপেই চিন্তা ক'রে থাকেন, তথাপি যিনি মহাপ্রভুর একান্ত প্রেষ্ঠ, আমি ভগবানের সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি। সুতরাং গৌড়ীয়গণ গুরুদেব ও কৃষ্ণে নিত্য-অভিন্ন-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে পরভক্তিযুক্ত। এই পরভক্তি-বৃত্তি যা'তে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, তাঁ'রই কর্ণে শ্রীগুরুমুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণী পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হয়। হরিসেবারহিত চেষ্টা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদির আবরণ-আবর্জ্জনার কর্ণ-মলে কর্ণপুট অবরুদ্ধ থাক্‌লে তা'তে শ্রুতি সঞ্চারিত হ'তে পারে না। সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবিষ্টমান পরব্যোমাবতীর্ণ নিত্য-শব্দ-পরম্পরাকে 'শ্রুতি' বলা যায়। ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত জীবকে বিষয়-দর্শন-দোষে দুষ্ট জ্ঞানের পরিবর্ত্তে দোষাতীত আম্নায়কেই বোধের আকর জানিতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম অধোক্ষ পরতত্ত্বের অমন্দোদয়কারিণী করুণার প্রকাশ মূর্ত্তি। শ্রীগৌরসুন্দর—অদ্বয়জ্ঞান, গৌরশক্তি-সমূহ—অভিন্ন। যাহারা মুখে সবিশেষবাদ স্বীকার করিয়াও কেবল এক-গুরুবাদের পক্ষাবলম্বী, তাহারা কার্য্যতঃ অদ্বয়জ্ঞানবিলাস বা বিচিত্রতার বিরোধী। এক-জগদ্‌গুরুবাদে যে অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম প্রবেশ করিয়াছিল, জগদ্‌গুরু-লীলাভিনয়কারী পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সেই অ ন-তিমির তাঁহার শিক্ষ-ঞ্জন-শলাকাদ্বারা বিদূরিত করিয়াছেন। তিনি

তাঁহার অসংখ্য নিজজনকে মহান্তগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং যুগে যুগে যুগ-প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদিগকে অবতীর্ণ করাইয়া কেবল এক-জগৎগুরুবাদিগণের ভগবৎকরুণা-ধারা ধারণে অসমর্থতা জানাইয়াছেন। একজগৎগুরুলীলাভিনয়কারী অদ্বয়জ্ঞান গৌরসুন্দরেরই প্রকাশবিশেষ করুণাবতার মহান্তগুরুরূপে জগতের মঙ্গল বিধান করেন। মহান্তগুরুও—জগদ্‌গুরু; তাঁহারা—"ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।" সকল মহান্তগুরুরই চিত্তবৃত্তি ঐক্যতানময় বলিয়া সকলেই অভিন্ন। যেস্থানে মহান্তগুরুর পূজার অবকাশ নাই, সেরূপ অনেক স্থলেই চৈত্ত্যগুরুও জগদীশ-জগদ্‌গুরু বা গুরুতত্ত্বের সন্ধান-প্রদানে পূর্ণ কারুণ্য প্রকাশ করেন না। অধোক্ষজ ভগবদ্‌-বিষয়বস্তুর আশ্রয়াধারে যে জগদ্‌গুরুত্ব নিহিত, তাঁহারই করুণা গোলোক হইতে ভূলোকরূপ স্থানে, কালের অভ্যন্তরে পাত্ররাজরূপে, আনন্দময় মূর্ত্তিতে অবতরণ করেন। সেই কারুণ্য-মূর্ত্তি বহির্জগতে তাঁহার সেবা অর্চ্চাবতার প্রদর্শন করিয়া তাঁহাতেই অন্তর্যামী, তাঁহাতেই বৈভব, তাঁহাতেই ব্যূহ এবং তাঁহাতেই পরতত্ত্বের অবস্থিতি প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবগণের কালগত বৈষম্য, অদ্বয়জ্ঞানাভাব ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের বিঘ্ন বিদূরিত করেন। আবার তিনিই অধিকতর দয়াপরবশ হইয়া শব্দ-ব্রহ্মের দ্বারা জীবের বদ্ধভাবে পরিদৃষ্ট যে স্থূল-সূক্ষ্মাদি পরিচয়, তাহা সম্মার্জ্জিত করাইয়া শুদ্ধ চেতন-বৃত্তি উন্মেষণ করান এবং পরতত্ত্ব-নির্ণয়কালে সেব্যবুদ্ধির স্থূলজাড্য ও সূক্ষ্মনৈপুণ্য অপসারণ করিয়া সুষ্ঠুভাবে স্বরূপধর্ম্ম দেখাইয়া দেন; স্থূলরতি প্রভাবে সেব্যের ভজন অথবা সূক্ষ্মরতিবশে উপাস্য-সেবার মর্য্যাদানিগড় অতিক্রম করাইয়া কেবলা সেবার উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন।

শ্রীশ ও গোপীনাথ-তত্ত্বে রসোৎকর্ষের তারতম্য বর্ত্তমান। শুদ্ধ সেবকের উপাসনার মধ্যেও তাদৃশ রস-তারতম্য অবস্থিত। মধুররসবিরহে বাৎসল্য-রসাধিষ্ঠান, বাৎসল্যরসবিরহে সখ্যরসাধিষ্ঠান, সখ্যরসবিরহে দাস্যরসাধিষ্ঠান, দাস্যরসবিরহে শান্তরসাধিষ্ঠান এবং শান্তরসবিরহে 'অশান্তি'-নামক বিকৃত রস বা বিরসভাব প্রকাশিত। চিৎসম্ভোগ ও চিদ্‌বিরহ একপক্ষে অবস্থিত হইলে পক্ষান্তরে অচিৎ সম্ভোগ ও অচিদ্‌বিয়োগের প্রবল প্রতীতি তত্তৎস্থান অধিকার করে। আশ্রয়ের পূজার অভাবে, গুরুপূজাবিরহে জীবের যে সম্ভোগের ক্রীড়া-পুত্তলিরূপে আত্মপরিণতি, তাহা কোনদিনই সুফল প্রসব করে না। ভগবানের করুণাশক্তি অমন্দোদয়দয়ারূপে প্রপন্ন জনগণে প্রকাশিত। তাদৃশ প্রপন্নগণের সর্ব্বোত্তম অহৈতুকী করুণার প্রকাশকারী মহান্তই গুরুদেবের কার্য্য করিয়া স্বীয় দয়ার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার বন্ধু, বান্ধব ও লীলার সহচরগণ 'বিষ্ণুভক্ত' বা 'প্রপন্ন' নামে প্রসিদ্ধ।

ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য আশ্রয়গণের অবতারণ করাইয়া কোন কোন সময় বিষয়রূপে অবতীর্ণ হন। যে কালে আশ্রয়-ভেদাংশ ভগবৎসেবাকল্পে নাম-মন্ত্রের পৌরোহিত্য করিবার জন্য এ প্রপঞ্চে আগমন করেন, সেই কালেই বৈষ্ণবসমাজ সমূহ গঠিত হয়। বিভিন্ন বৈষ্ণব-সমাজে বিভিন্ন আশ্রয়বিগ্রহ প্রকাশ-সমূহ অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানকর্ম্মপর জনগণের সমাজকে উন্নতির পথে চালিত করেন। মহান্তগুরু লীলা-প্রবেশদ্বারে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মপর জনগণকে

দিব্য জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া জীবগণের হরিসেবায় রুচি-প্রদান করেন। বিষ্ণুভক্তির সর্ব্বোত্তমা লীলাগ্রহণে উপযোগিতার কাল উপস্থিত হইলে জীব শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-দর্শনে সমর্থ হন এবং বিষ্ণুভক্তিপর জনগণের সমাজে আশ্রিত হইয়া থাকেন। সামাজিকপর শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বৈষ্ণব-সমাজে তুলিয়া লইয়া বিষ্ণুভক্তির আনুষ্ঠানিক সমাজে নিয়োগ করেন। তখন জীব নিজের অভীষ্ট সমাজ লাভ করিয়া ক্রমশঃ অনর্থ বিদূরিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। তখন আর অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের সমাজের সামাজিক হওয়া প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন না। একস্থান হইতে অন্যস্থানে অভিযানের মধ্যবর্ত্তী স্থানকেই 'পথ' বলে। 'ত্যাগ' বা 'ভোগ'-রাজ্য হইতে নিত্যসেব্য-বস্তুর সেবা লাভের জন্য মায়িক রাজ্য হইতে বৈকুণ্ঠ রাজ্যে গমনের যে মধ্যবর্ত্তী স্থান, তাহাই 'সাধন-ভক্তি-পথ'। বিবাদময় কলিযুগের বিষম-কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া দ্বাপরের অর্চ্চন-পথ, ত্রেতার যজ্ঞ-বিধি ও সত্যের ধ্যানে অবস্থিত হইবার একমাত্র পাথেয়—কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি। সেই সকল পথের সুষ্ঠু বিবরণ পরিজ্ঞাত করাইয়া যিনি সার্ব্বজনীন সহজ রাজকীয় পথ– বিশুদ্ধ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিপথে আমাদিগকে পরিচালনা করিতেছেন, সেই গৌরজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণা-কল্যাণ-কল্প-তরুর প্রপক্ক ফল আমাদিগের উপর বর্ষিত হউক। "ভগবদাশ্রয়-বিগ্রহ মহান্তগুরুরূপে উদিত হইয়া যিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষায় আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই গৌরজনের কোনদিনই প্রাকট্যের অবসান নাই। কিন্তু অমারা ভাগ্যহীন প্রপঞ্চে-অবস্থিত জন, প্রকটাপ্রকট-ভেদ-বিচার বর্ত্তমানকালে আমাদের হৃদয়ে প্রবল। "অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ ও প্রাকট্যের অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বর্ত্তমান বলিয়া মহান্ত-গুরুর অপ্রকট লীলা-স্মৃতি দিবস তাঁহারই প্রকট-লীলার ঔজ্জ্বল্য বিধান করে।" জড়বিষয়-মরু-তপ্ত জীবনে অভিধাবৃত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবস্তুর সম্বন্ধে প্রয়োজনলাভ করিবার ইহা একটী সর্ব্বোত্তম সুযোগ অর্থাৎ ইহাই ভক্তিযোগ-পর্য্যায়ের যাত্রা। আমরা এইরূপ যাত্রার অনুগমন করিয়া প্রপঞ্চ হইতে ব্রজের পথে চলিতে থাকিব। মহাজনের অনুসরণ-কার্য্যই আমাদের একমাত্র বৃত্তি। আমরা স্বরূপথ অতিক্রম করিয়া স্বরূপাবস্থানে ভগবৎসেবায়ই নিযুক্ত থাকিব। ভগবৎ-সেবাময়ী কৃপা লাভ করিতে পারিলে পাঞ্চভৌতিক রাজ্যের চিরবিস্মৃতির দিনে আমাদের বাস্তব সিদ্ধি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সেবায় পরিণত করিবে। মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই ভক্তির পথ। সেই পথে মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণই—ভক্তি; আর উহার অবৈধ অনুকরণ—অভক্তি। মহাজন প্রাপঞ্চিক বিষয়লুব্ধ, জড়ভোগতৃপ্ত, কর্ম্মফলাধীন ব্যক্তিবিশেষ নহেন বলিয়াই তিনি 'মহাজন'। যিনি অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি প্রস্তাবিত সাধনার অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণিত করিতে না পারেন, তিনি দুর্জ্জন, অসজ্জন, মহাজনবিরোধী ভোগী বা ত্যাগী। এই সকল জনের সঙ্গ ও সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া ভগবদ্ধর্ম্মনিরত জনগণের সঙ্গই জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে। এই সকল কথার উপদেশক একদিন অজ্ঞজীবের অজ্ঞতা বিদূরিত করিবার জন্য 'ব্রহ্ম' হইবার দুরাশার বিরুদ্ধে অকিঞ্চন বা তৃণাদপি সুনীচ-স্বভাব'-সম্পন্ন হইবার শিক্ষা দিয়াছেন। জীবের পরমকল্যাণপর তদীয়-বুদ্ধি-রহিত 'সোঽহং'-জ্ঞান মূর্ত্তিমান অনর্থের প্রকাশক এবং জড়ের আত্মম্ভরিতায়

'তৃণাদপি সুনীচ'-জ্ঞানই পরম মুক্তপুরুষের লক্ষণ বলিয়া যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের পরমপ্রেষ্ঠজন তৃণাদপি সুনীচতা, সহিষ্ণুতার সীমা, অমানী ও মানদ-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নিত্য হরিকীর্ত্তনের প্রণালী-চিন্তার মণি বিতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি জয়যুক্ত হউন। সেই চিন্তামণির কিরণে নিষ্ণাত হইলেই জীবমাত্রেই মানব জীবনের চরম তাৎপর্য্য লাভ করিবেন। চিন্তামণিদাতা জগতে যে হরিনাম বিতরণ করিয়াছেন, তাহা দশাপরাধযুক্ত জনগণের অধিগম্য বস্তু নহে, নামাভাসপর মুমুক্ষুগণের স্পর্শযোগ্য নহে, কিন্তু নামাভাসোৎকণ্ঠ নামাভাসপর জনগণের নামগ্রহণলালসার সিদ্ধি। সুতরাং সেই চিন্তামণিই স্মৃতিরূপে শ্রীহরিনাম-স্বরূপ আশ্রয় করাইয়া শ্রীনামদাতা গুরুতত্ত্বের প্রকৃষ্ট পূজা বিধান করে। আমরা সেই নামাভাস ও নামাপরাধাতীত শুদ্ধ নামপ্রচারের বর্ত্তমান যুগীয় মূলপুরুষ গৌরকারুণ্য-শক্তির অনুসরণে শ্রবণ জন্য কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণীয় বিষয়াশ্রয়ের বিবেকবিশিষ্ট হইয়া উদ্বুদ্ধরূপে শুদ্ধ নামাশ্রয় করিতেছি। আজ শুদ্ধ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে বিশ্ববৈষ্ণব-সুমেধা, ভক্তিবিনোদানুগ সুমেধা, শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বিভিন্ন মঠের সেবক-সুমেধা-সম্প্রদায় সকলেই আচার-প্রচার-আদর্শ ভক্তিবিনোদ-প্রভুর স্মৃতি তিথির আরাধনা করুন।

মহান্ত গুরুতত্ত্ব: শ্রীচৈতন্যদেবের অবিসংবাদিত শিক্ষায় যাঁহারা পারঙ্গত হইয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষকতার পরিভাষায় আমরা 'চৈত্ত্যগুরু' ও 'মহান্তগুরু' শব্দদ্বয় দেখিতে পাই। ভগবান্ প্রত্যেক জীবহৃদয়ে চৈত্ত্যগুরুরূপে অবস্থান পূর্ব্বক জীবের সদসৎ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করেন, তাদৃশ প্রয়োজক কর্ত্তৃত্বে চৈত্ত্যগুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। চৈত্ত্যগুরু মহান্তগুরু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মহান্তগুরুর সেবকসম্প্রদায় বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুর কার্য্য করেন। শাস্ত্র-কীর্ত্তনকারী, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকারী, শাস্ত্রীয় শাসনানুমোদিত অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি অনর্থযুক্ত, অশ্রুত, অনভিজ্ঞ বালিশের চঞ্চল চিত্তের সুষ্ঠুগতিবিধান করিয়া থাকেন। তাদৃশ শিক্ষা-গুরু দিব্য-জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু-প্রাপ্তির পূর্ব্বে সাহায্য করেন বলিয়া তাঁহাকে 'বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু' নামে অভিহিত করা হয়।

শাস্ত্র শ্রবণ, সাধুমুখে ভগবৎ কথা কীর্ত্তনে অনুগমন প্রভৃতিতে রুচি-উৎপত্তি হইলে জীব আপনাকে দিব্যজ্ঞানের সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এখানেও চৈত্ত্যগুরু জীবকে তারতম্য নির্দ্দেশে শ্রৌতপথের উপকারিতা প্রদর্শন করেন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত বর্ত্মপ্রদর্শক, মহান্ত দীক্ষাগুরু এবং মহান্তশিক্ষাগুরুগণের পাদপদ্মসেবা লাভ করিবার কোন প্রকারই যোগ্যতা হয় না। কৃষ্ণপ্রসাদজ সুকৃতি উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবগণ চৈত্ত্যগুরুর নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে পারেন না। যে-কালে জীবের হৃদয়ে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ কৈতব চতুষ্টয় প্রবল থাকে, তৎকালে চৈত্ত্য গুরু জীবকে কুযোগীবৈভবানন্দ বিবেকানন্দ করায়। কিন্তু ভক্তিবেকের মহিমা লাভের যোগ্যতা হইলে চৈত্ত্যগুরু কৃপা করিয়া অমায়ায় বৈষ্ণব-মহান্ত দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুগণের প্রতি বিশ্বাস লাভ করিবার প্রসাদ প্রদান করেন। মহান্ত গুরু আদি-শিক্ষাগুরুরূপে জীবের ত্রিগুণ তাড়িত অহঙ্কার

শোধনকল্পে যত্ন করিয়া থাকেন এবং সেই যত্নের ফলে জীব মহান্ত দীক্ষাগুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ লীলাময় হইয়াও ইহজগতে অবতরণ করেন। তাদৃশ অবতরণের অবলম্বনরজ্জু—ভগবদ্ভক্তি। তিনি নিমজ্জমান প্রাণিগণকে উদ্ধার করিতে গিয়া কোনদিনই ভগবানের সেবা পরিহার পূর্ব্বক আত্মবলিদানে প্রস্তুত হন না। কিন্তু তাদৃশ অভিনয় দেখাইতে গিয়া আপনাকে যে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে বিপন্ন করিবার লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে ভগবৎ-কৃপাবতার না জানিয়া নিজ দুর্দ্দমনীয় অপরাধক্রমে আমাদেরই ন্যায় জীববিশেষ কল্পনা পূর্ব্বক অসূয়ার অনুষ্ঠানে গুরু-পাদপদ্ম সেবা-বিমুখ হইয়া পড়ি।

শ্রৌতপথেই গুরুগ্রহণ-প্রথা বর্ত্তমান। অশ্রৌত বা তর্কপথে গুরুগ্রহণানুষ্ঠান আদৃত হয় না। যাঁহারা সেরূপ আদর করিবার বুদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহারা চৈত্ত্যগুরুর দ্বারা বিমূঢ় হইয়া তর্কপন্থা অবলম্বন করেন। অশ্রৌত তর্কপথাবলম্বী অহঙ্কারবশে স্বয়ংগুরু হইবার চেষ্টা প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হন না। তার্কিক কখনই গুরু হইতে পারেন না, শ্রৌতপন্থীই গুরু হইতে পারেন। তর্কের আম্নায়-পারম্পর্য্যের মূলে কাপট্য-জনকের পুত্ররূপে তর্কপন্থার উদ্ভব হয়। আম্নায় গুরুপারম্পর্য্য সেরূপ নহে, তাহার মূল আছে। তর্কপন্থা অপ্রোথিত-মূল ভাসমান শৈবালের ন্যায় সম্বর্দ্ধিত হইয়া সাময়িকভাবে চেতনস্রোত রুদ্ধ করিতে পারে।

চৈত্ত্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরু নির্দ্দিষ্ট হন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা—দ্বিবিধা। সেই দুই প্রকার কৃপাফলে কেহ বা আধ্যক্ষিক, কেহ বা অধোক্ষজসেবক। যাঁহারা জড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণই জীবের একমাত্র আরাধ্য চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের নামই 'অন্যাভিলাষী'। ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রযোজক কর্ত্তার নিয়মনপ্রভাবে সৎকর্ম্মপ্রবৃত্তির আদর দেখা যায়। সেইকালে তিনি কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন। "আমি কর্ত্তা" এই অভিমানে প্রকৃতির ত্রিবিধগুণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকে স্বায়ত্ত করিবার বাসনায় অহঙ্কার-বিমূঢ়তাকেই শ্রেয়ো বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক প্রেয়ঃপথের পথিক হন। আবার শ্রেয়ঃপন্থায় বিভিন্ন তারতম্য বিচারে কতকগুলি প্রেয়োবিচারকেই শ্রেয়োরূপে পরিদর্শন করে। উহাই চৈত্ত্যগুরুর মায়াবিস্তাররূপা কপট কৃপা। মুণ্ডক শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, 'প্রযোজক কর্ত্তার প্রযোজক কর্ত্তৃত্বাধীনে অবস্থান করিলে তাঁহার শ্রেয়োলাভ ঘটে, আর প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি সেবাবিমুখ হইলেই জীব প্রযোজ্যকর্ত্তৃত্বে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি উদাসীন হন এবং তাদৃশ ঔদাসীন্য তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করে।

দিব্যজ্ঞানদাতা মহান্তগুরু অনেক নহেন। যেহেতু তিনি অদ্বয়জ্ঞানের প্রিয়তম সেবক। অদ্বয়-জ্ঞানের সেবক সূত্রে তাঁহার বেদিতব্য বিষয়ে বহুত্ব না থাকায় তিনিও অসমোর্দ্ধ, তিনি বিষয়জাতীয় অসমোর্দ্ধ না হইলেও আশ্রয়জাতীয় অসমোর্দ্ধের লীলা প্রদর্শনকারী। শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর বাস্তব জ্ঞানলব্ধ শরণাগত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার অনুকূল শিক্ষা দিব্যজ্ঞানের প্রয়োগ-বিচারকে নিয়মিত করে। এইজন্য শিক্ষাগুরুর বহুত্ব থাকিলেও অদ্বয়জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর সহিত তাঁহাদের

মতভেদ নাই, পরন্তু তাঁহারা দীক্ষাদাতার-অকৃত্রিম বন্ধু। দিব্যজ্ঞান লাভে জীবের স্বরূপ উদ্বোধন হয়। উন্মেষিত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহজগতে ও পরজগতে যে প্রকার হরিসেবা করিতে হইবে, তাহার উপদেশকগণের নামই শিক্ষাগুরুবর্গ। এই সেনাবাহিনীর অগ্রগামী (Precursor) বর্ত্ম প্রদর্শক গুরু শিক্ষাগুরুরই প্রাগ্ ভাব। মধ্যে দীক্ষাদাতা মহান্তগুরু অবস্থান করেন।

ভগবানের জীবে-দয়া-ধারার প্রসাদ-বিতরণকারিরূপে শ্রীগুরুতত্ত্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন। যাঁহারা জ্ঞানের বিকারে বিকৃত, কর্ম্মালানে আবদ্ধ, যথেচ্ছাচারিতার স্রোতে প্রবহমান, সেইসকল ব্যক্তির সদ্বুদ্ধি প্রদান ও জীবমাত্রকেই কৃষ্ণ-সেবা-তৎপর করিবার উদ্দেশে শ্রীগুরুদেবের ইহজগতে আগমন। তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্তভাবে সংসারের বিষয়সকল গ্রহণ করিয়াও সকল বিষয়ের বাহ্য-ভোগধারণা অপসারণপুর্ব্বক জীবকুলকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন, তাহাতে তাঁহাকে বিষয়াসক্ত জড়াভিনিবিষ্ট প্রবৃত্ত জনগণ বিষয়বিরক্ত বলিয়া ঘৃণা করেন। আবার তদপেক্ষা মূঢ় মৎসর জনগণ হিংসা-প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া ভগবদ্ভক্তের নির্ব্বিষয়িণী চেষ্টাকে তাহাদেরই ন্যায় বিষয়চেষ্টার অন্যতমজ্ঞানে তাঁহার সেবাবিমুখ হন। এখানে চৈত্যগুরু তাঁহাদিগকে তাঁহাদের শ্রেয়ঃপন্থার অনুমোদন করিয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ বিষয়চতুষ্টয়ে 'প্রয়োজন' বোধ করান। সেকালে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং নিত্যবৃত্তি ভজন ও ভজনীয় বস্তু সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভগবান্ চৈত্যগুরুরূপে যাঁহার অকপট মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তকে মহান্তগুরুরূপে নির্দ্দেশ করিবার সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভক্তের ন্যায় বিজ্ঞ পরবিদ্যাপারঙ্গত, মহত্তম, সজ্জন-কুলসার অন্য কেহই নাই। ভগবদনুগ্রহক্রমে জীব মহান্ত মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-নখ-শোভা সন্দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হন।

একগুরুবাদিগণ একমাত্র মেরিতনয়কেই জগদ্গুরুর প্রতিষ্ঠা প্রদানপুর্ব্বক তাঁহার আশ্রিত অকৃত্রিম সুহৃদ্বর্গকে 'মহান্তগুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না। তাঁহারা বলেন,— "মহান্তগুরু-মাত্রেরই দোষযুক্ত হইবার নিশ্চয়তা থাকায় খৃষ্ট ব্যতীত কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। খৃষ্টের প্রকৃত অনুগামী দ্বাদশজন শিষ্য অথবা কালে কালে উদিত তাঁহাদেরই বিশুদ্ধ অনুগত জনগণ 'জগদ্গুরু' হইতে পারেন না"—তাঁহাদের এইরূপ গুরুবাদের বিচার অথবা এক জন্মবাদের বিচার পাপে সংশ্লিষ্ট হইবার আশঙ্কায় কল্পিত হইয়াছে মাত্র। ন্যূনাধিক পাপপরবশ জনগণ মুক্তের পরিচয় বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন একগুরু-মতের উদ্দেশ্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ন্যূনাধিক পাপে লালিত-পলিত এবং তাঁহাদিগের অধস্তন গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা মহান্ত গুরুর পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাবতরণ বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন। এই অপরাধফলে তাঁহাদের বিচারে "জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি" প্রভৃতি পারমার্থিক অন্ধতা উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা মহান্ত গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা জানেন, চৈত্যগুরু কোন কোন স্থলে সয়তানী করিয়া থাকেন। এস্থলে ভগবান্ অপেক্ষা সয়তানের অধিক সামর্থ্য কল্পনারূপ অপরাধ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। এক-জগদ্গুরুবাদে কখনই এরূপ সঙ্কীর্ণ।

শিক্ষাপ্রদত্ত হয় না। সিনাইটগণের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই আশঙ্কা-মূলে একগুরুবাদ, একজন্মবাদ প্রভৃতি মতবাদের যে সকল প্রস্তাব পরমার্থের বাধা দিয়াছে, তাহা অপসারিত হওয়া আবশ্যক। সিনাইটগণের বিচার বলিতে অসুরবর্গ, ইথিওপিয়নস্, ব্যাবিলিনিয়নস্, হিক্র, ফিনিসিয়মস্, ইরাণী প্রভৃতি জাতি সমূহের পূর্ব্বাশ্রিত বিচার। সেমেটিক চিন্তাস্রোত জড়সাকারবাদ নিরাসপূর্ব্বক চিৎসাকারবাদ সংস্থাপন না করায় জড়নিরাকারবাদ তাঁহাদের শেমুষী (বুদ্ধি) বৃত্তিকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। জড়নিরাকারবাদী জড়সাকারবাদীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যে তুমুল সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্ত মহান্ত গুরুবর্গ দ্বারা সেই বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। পৌত্তলিক-বাদ ও জন্মান্তরবাদের অকর্ম্মণ্যতার বিচার তাহাদিগের আনুষ্ঠানিক সেবাপদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও শিক্ষাগুরুর অভাবে অনেকস্থলে মহান্তগুরুপ্রদত্ত অদ্বয়জ্ঞানও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। (গৌ ৭।৬৬১)।

শ্রীগুরুদেবের দয়ার্দ্রচিত্ত বলেন—হিংসা পরিত্যাগ ক'রে সকলে মিলে ভগবানের পূজা করি। এটা সকলের চেয়েও বড় জিনিষ। এটা অপরকে দিব না সেরূপ হিংসা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নেই। সকলে মিলে যে কীর্ত্তন করা যায়, তা, সঙ্কীর্ত্তন। সঙ্কীর্ত্তনের অন্তর্গত বন্দনা—স্তুতি। বাহিরের দিকে দেখ্‌তে গেলে স্তাবকের স্থান—নিম্নে, স্তবনীয়ের স্থান—উচ্চে। কথাটী তৃতীয়পক্ষ শ্রবণ ক'রে বেশ বুঝ্‌তে পারেন, স্তাবকের মহিমা স্তবনীয় বস্তু অপেক্ষা স্তবকার্য্যে কতদূর অধিক অগ্রসর হয়েছে ও অধিক আছে। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী এই যে, ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হ'লে 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'তে হ'বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না করলে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি—আমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহন করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচজন মিলে যে কার্য্যটী করতে হ'বে তা' কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন, একথা গুরুপাদপদ্মের নিকট হ'তে পাই। ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ করতে বলেছেন; কিন্তু যখন ভগবান্‌কে ডাকি, তখন যদি তাঁ'কে ভৃত্যত্বে (?) পরিণত বা নিজের কোন কার্য্য উদ্ধার করিয়ে নেবার জন্য তাঁ'র সাহায্য গ্রহন ক'র্‌তে চাই, তা'হলে 'তৃণাদপি সুনীচতা' থাকে না। বাহ্যদৈন্য 'তৃণাদপি সুনীচতা' নয়, সেটা কপটতা। যেভাবে ডাক্‌লে তাঁবেদার সকল উত্তর দেয়, সেভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পৌঁছে না। কারণ তিনি পরমস্বতন্ত্র পূর্ণ চেতন বস্তু, কাহারও বশ্য ন'ন। নিজের অস্মিতাকে নিষ্কপট দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত না করলে পূর্ণ-স্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পৌঁছে না।

আর একটী কথা হচ্ছে, 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'য়ে ডাকার সঙ্গে যদি সহ্যগুণসম্পন্ন না হই, তা' হ'লেও ডাকা হয় না। আমরা যদি কোন বস্তুর প্রতি লোভী হ'য়ে অসহিষ্ণুতা দেখাই, তবে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবের বিরুদ্ধ ভাবাবলম্বন করতে হয়। আমরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হই, ভগবান্ পূর্ণ বস্তু, তাঁ'কে ডাক্‌লে কিছু অভাব হ'বে না, তা' হ'লে সে সময় সহনশীলতার অভাব

হয় না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে—অসহিষ্ণু হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি—আমরা নিজের কিছু কৃতিত্ব-সামর্থ অবলম্বন ক'রে কার্য্যোদ্ধার কর্‌ব, এরূপ মতলব এঁটে রাখি, তা'হ'লে ভগবান্‌কে ডাকা হয় না। আত্মম্ভরিতা অধিক থাক্‌লেও ভগবান্‌কে ডাকা হয় না—আত্মম্ভরিতা বিনাশ কর্‌বার চেষ্টায় নিযুক্ত থাক্‌লেও ডাকা হয় না। যদি মনে করি, আমরা অনুগ্রহ ক'রে স্তবাদি করি—ভগবান্‌কে না ডেকেও অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পারি, এরূপ বুদ্ধিও সহনশীলতার অভাবের পরিচায়ক। এই সকল মনোভাব হ'তে আমাদিগকে রক্ষা কর্‌বার জন্য—আমরা নিষ্কপট 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হ'য়ে থাকি, তা' হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য রক্ষকের আবশ্যক—সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—"আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁ'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ লাভ কর্‌তে হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেরূপ ক্ষুদ্র ফল-প্রদাতা ন'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব মঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়-জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হ'য়ে যা'বে, সেই মুহূর্ত্তে জগতের নানা অভিলাষ উপস্থিত হ'বে। বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুদেব যদি উপদেশ না দেন,—কি ভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে হ'বে—কি ভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার কর্‌তে হ'বে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে প্রাপ্তরত্নও হারিয়ে ফেল্‌তে হয়।

নামভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী। শ্রীগুরুদেব এই ভজন-প্রণালী প্রদান করেন; সুতরাং আমাদের বর্ষারম্ভে গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য। শ্রীরূপপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব'লেছেন,—"আদৌ গুরুপদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥" নিজের শত শত পারদর্শিতার দ্বারা অজ্ঞেয় রাজ্যে, দুর্জ্ঞেয় রাজ্যে, অগ্রসর হওয়া যায় না। অতি-লোক-বিচার যেখানে, সেখানে ইহলোকের বিচার আমাদিগকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। যে-সকল ভবিষ্যৎ জগৎ দেখ্‌তে দেওয়া হচ্ছে না—ভবিষ্যৎকাল ব'লে যে জিনিষটা, তা'তে নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায় না। যে-সকল কাল গত হ'য়েছে, তা'তে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান লাভ ক'রেছি; কিন্তু আগামী কাল—যা' জানি না। যে চক্ষু দুই এক মাইল মাত্র দেখ্‌তে পারে—যে কর্ণ কিছু দূরের শব্দ মাত্র শুন্‌তে পারে, সে প্রকার ইন্দ্রিয়ের গম্য জ্ঞানে অতিন্দ্রিয় রাজ্যের কথা—পূর্ণ রাজ্যের কথা জান্‌তে পারি না। সেইরূপ রাজ্যে কেবল নিজের পারদর্শিতার দ্বারা অগ্রসর হ'তে চেষ্টা কর্‌লে কখনই আমরা শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারি না; রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধ্‌বার চেষ্টার ন্যায় সিঁড়ি কিছুদূর উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই আশ্রয়ের অভাবে—নিরালম্ব-ভাবে শূন্যে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারে না, চুরমার হ'য়ে নীচে পড়ে যায়। কেবল নিজের পারদর্শিতার পুঁজি নিয়ে অজ্ঞেয় রাজ্যে উঠ্‌তে চাইলেও আমরা অধঃপতিত হ'য়ে পড়ি, আর লঘুকে 'গুরু' কর্‌লেও অধঃপতিত হই।

কে গুরু, কে লঘু, বিচার করিতে হইবে। যিনি সকল গুরুর একমাত্র অরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণ বস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনিই গুরু। সেতার শেখানর গুরু বা কসরৎ শেখানর গুরুর কথা বল্‌ছি না, তা'রা মৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারে না। যথা ভাগবতে—সে গুরু, গুরু নয়; সে পিতা, পিতা নয়, সে মাতা, মাতা নয়; সে দেবতা, দেবতা নয়, সে স্বজন, স্বজন নয়; —যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন—আমাদিগের নিত্যজীবন দিতে না পারেন—এই জড়জগতের অভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন। অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যু মুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জন করি, পাগল হ'য়ে গেলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লে, বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য থাকে না। বাস্তবসত্যের যদি অনুসন্ধান না করি, তা' হ'লে আমরা অচেতন হ'য়ে যাই। যিনি মৃত্যুর মুখ হ'তে উদ্ধার কর্‌তে না পারেন, তিনি কতকদিনের জন্য ভোগা দেওয়ার লোক। তিনি বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে লুব্ধ ক'রে থাকেন, তিনি বঞ্চক কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এসকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ, মাস, দিন, মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান, তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা কর্‌বেন? আমার গুরুদেব যাঁ'দিগকে নিজের ক'রে নিয়েছেন, তাঁ'রা আমার উদ্ধারকারী; কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে। যিনি প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই সে' গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সেই মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান কর্‌তে দৌড়াই, শীত নিবারণের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষ-প্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, দিন-প্রবৃত্তি, মুহূর্ত্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত হ'ব। আমি তখন নিজে গুরু সাজ্‌তে চা'ব—আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক্, আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে—ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আজ যে একদিনের জন্য 'গুরুপূজা' কর্‌তে এসেছি, তা' নয়, নিত্য প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের গুরুপূজা।

গুরুদর্শন—গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু, তিনি জগদ্‌গুরুরূপে এখানে এসেছেন। তিনি যে 'শিক্ষাষ্টক' ব'লেছেন, সেই শিক্ষায় মহান্তগুরু এবং মহান্তগুরুপাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল সর্ব্বতোভাবে আমাকে শিক্ষিত করেন। মহান্তগুরুর পাদপদ্মে প্রণত বৈষ্ণবসকল আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন। আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে—বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাকে দয়া

কর্‌বার জন্য উপস্থিত। ইঁহারা দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশ-বিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্‌গুরুর বিম্ব প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়-জাতীয় অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি কৃষ্ণ, আর আশ্রয় জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকা-সমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব পড়েছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা কর্‌তে হ'বে—সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছেন,—আশ্রয়-জাতীয়রূপে প্রতি বস্তুতে তাঁ'র অবস্থান। তিনি প্রতি বস্তুতেই বিরাজমান। "চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ। যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসন্তু কৃষ্ণ পদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ অর্থাৎ "হে চূত, হে পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং অন্যান্য পরহিতকর যামুনতটবাসী তরুগণ, তোমরা আমাদের নিকট "শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া দাও, কৃষ্ণবিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য-বোধ হইতেছে।" রাসস্থলী হ'তে কৃষ্ণ যখন চ'লে গেছেন, মুক্তপুরুষ গোপীগণ সকল বস্তুর কাছে গিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণ কর্‌ছেন, গোপীগণের আধ্যক্ষিকতা কি তখন প্রবল! ইন্দ্রিয়জজ্ঞান কি তখন প্রবল? এই সকল কথা আমাদের গুরুপাদপদ্ম হ'তে শুন্‌বার অবসর হয়। নন্দ-গোবিন্দ, যশোদা-গোবিন্দ, শ্রীদাম-সুদাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, গো-গোবিন্দ, কদম্ব-গোবিন্দ প্রভৃতি চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য রসময় শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিলাস-ব্যাপার। যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ—পর্য্যটন দেখ্‌তে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই এই সকল কথা স্ফূর্ত্তিলাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎসেবা কর্‌বার জন্য প্রবুদ্ধ করেন, তাঁ'র পূজা ব্যতীত পূর্ণ বস্তুর সেবালাভ কর্‌বার উপায় নেই। আমরা অনেক নিষ্ঠার কথা শুনিলাম। আমরা যেন গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর্‌তে পারি। বিভিন্ন আধারে প্রতিফলিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিম্ব আমাদের শিক্ষার জন্য নিয়তই অনেক নূতন নূতন কথা প্রকাশ ক'রে থাকেন। দাম্ভিকতাপূর্ণ ক্ষুদ্র জীবের এই সকল শুন্‌বার অধিকার কেন হয়? শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য শুন্‌বার অবসর দিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে জানাচ্ছেন, ওহে ক্ষুদ্র জীব, তুমি গুরুপাদপদ্মে এইরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর। বিভিন্ন আধারে আমার গুরুপাদপদ্মের প্রকটিত মূর্ত্তির ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি দেখ্‌লে মনে হয়, আমার ইঁহাদের সঙ্গে হরিসেবা কর্‌বার জন্য কোটি কোটি জন্ম লাভ হউক্—ইঁহাদের সঙ্গে আমার কোটি কোটি জন্মের ভগবৎসেবাবিমুখতা নষ্ট হ'য়ে যাক্। কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন ক'রেছিলেন—'আমরা যখন প্রথম মুখে মঠে এসেছিলাম, তখন বন্ধু-বান্ধবের চরিত্র ও ভগবৎ-সেবানুরাগ দর্শন ক'রে আমাদের কত উৎসাহ ও আশা বৃদ্ধি হচ্ছিল, আজকাল আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ খর্ব্ব হ'য়ে যাচ্ছে, আমরা রকম রকম বিচার কর্‌তে বসেছি। কতিপয় ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন ক'রে গৃহে প্রবেশ

ক'রেছেন।' আমি তদুত্তরে বল্লাম, গৃহে প্রবেশ কর্‌লেই যে হরিভজন ছেড়ে দিতে হয়, একথা আমি বল্‌তে পারি না। আমি ত' দেখ্‌ছি আশ্চর্য্য বৈষ্ণব সকল! আমি দেখ্‌ছি তাঁদের বৈষ্ণবতা—হরিভক্তি আরও কত বেড়েছে! আমি দেখ্‌ছি আমি বিমুখ হলেও সকলেই হরিভজন কর্‌ছেন। এঁদের সঙ্গ প্রভাবে পাষণ্ডতা কমে যায়। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর পাদপদ্মের কৃপায় জান্‌তে পেরেছি "বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম না পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ ভজে তিঁহ এ ইমাত্র জানে।"

আমি ত' দেখ্‌ছি সকলে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে হরিভজন কর্‌ছেন—ভগবানের সংসার সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ হ'য়েছে—কেবল আমার মঙ্গল হলো না—সকলেরই মঙ্গল হ'লো। আপনারা অল্পাভাবে চঞ্চল হ'য়ে প'ড়ছেন, আপনাদের ভগবৎসেবায় উৎকণ্ঠা অধিক; তাই বল্‌ছেন, তাঁরা আরও অধিকতরভাবে হরিভজন করুন, তাঁদিগের হরিভজন কর্‌তে দেখেও আপনাদের তৃপ্তি হচ্ছে না, আপনারা চা'ন যে, আপনাদের প্রাণপ্রভুর সেবা তাঁ'রা আরও কোটিগুণ অধিকতরভাবে করেন; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয়—ক্ষুদ্র আধার, তাই তাঁদের বিপুল হরিভজন আমার ক্ষুদ্র ভাজনে আমি ধর্‌তে পার্‌ছি না, আমার ক্ষুদ্র পাত্র থেকে তাঁদের হরিভজনের চেষ্টা উপ্‌ছে পড়ছে. ইঁহাদের হরিভজনের কথা আমি আমার ক্ষুদ্র আধারে রাখলে পার্‌ছি না। ইঁহারা কেমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আদর্শ জীবন দেখিয়ে চ'লে যাচ্ছেন। আমিই কেবল হরিভজন কর্‌তে পার্‌লাম না; কেবল পরছিদ্র দর্শনে ব্যস্ত, হরিভজনের পথে অগ্রসর হ'তে পার্‌লাম না।

বৈষ্ণবের ছিদ্র কারা অন্বেষণ করে?—আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়—যা'দের বাহ্যবিষয়-প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল—যাঁ'রা হরিভজনবিমুখ। আমাকে যখন কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি হরিনাম ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তাঁ'র হরিভজনটা খুব বেশী হ'য়েছে, তাঁ'র হৃদয় খুব উন্নত হ'য়েছে, তাই একমাত্র মঙ্গলের পথ যে হরিভজন তা' ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হ'য়েছেন। যিনি ধনী হ'য়েছেন, তিনি তৃপ্তি লাভ ক'রেছেন বলেই আর ধনার্জ্জনের ক্লেশ কর্‌তে চা'ন না। গীতায় ভগবান্ ব'লেছেন, ভগবানের ভক্তসকলের কখনও অমঙ্গল হয় না—তাঁ'দের কখনও বিনাশ নেই—"নঃ মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ (গীঃ ৯।৩০-৩১)

যাঁ'রা অনন্যভজন করেছিলেন, তাঁ'রা কখনও কি অধঃপতিত হ'তে পারেন? নিশ্চয়ই তাঁরা মঙ্গল লাভ ক'রেছেন। আমার দৃষ্টিটা খারাপ; তাই নিজের মঙ্গল নিজে লাভ কর্‌তে পার্‌ছি না। "পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ (ভাঃ ১১।২৮।১) অর্থাৎ "আশ্রয় প্রকৃতি ও বিষয় পুরুষের মিলনে বিশ্বকে এক স্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করবে না।"

আমি আধ্যক্ষিক হ'য়ে পড়্‌লে অধোক্ষজ-সেবা বঞ্চিত হ'ব—গুরুপাদপদ্ম-সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যা'ব। আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে।

আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই। আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পার্‌লে আর অপরের অমঙ্গল—অপরের ছিদ্র দেখ্‌বার সময় হয় না। "কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্। শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥ অর্থাৎ "যদি কেহ সদ্‌গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণনাম গান করেন, তাঁহাকে হৃদয়ে আদর এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়া নাম ভজন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণামাদির দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিতে হইবে। আর একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য প্রতীতিরহিত হওয়ার নিন্দা-বন্দনাদি-ভেদভাব শূন্য হৃদয় ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া মধ্যম অধিকারী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা আদর করিবেন।"

জীবন অল্পকাল স্থায়ী। আমরা যাঁহারা পূর্ব্ববৎসর এখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা কর্‌তে মিলিত হ'য়েছিলাম, ভগবান্ যাঁহাদের কৃপা কর্‌লেন, তাঁ'রা চ'লে গেলেন, আর আমরা পরছিদ্রানুসন্ধান কর্‌বার জন্য—"তৃণাদপি সুনীচতা'র অভাবের আদর্শ দেখা'বার জন্য এই দেবীধামে বিষয়ভোগে ব্যস্ত আছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরের ছিদ্র দর্শন হ'তে নিবৃত্ত থাকেন, অথচ আমার অমঙ্গল, আমার শত সহস্র ছিদ্র সর্ব্বদা দে'খিয়ে দেওয়া ছাড়া গুরুপাদপদ্মের কৃত্য নেই। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আদর্শ হ'তে আমরা যেন বঞ্চিত না হই। আজ থেকে আবার যদি একবৎসর জীবিত থাকি, তবে প্রতি মুহূর্ত্তে গুরুসেবা কর্‌ব—পরচর্চ্চাটা ছেড়ে দিব। 'আমি বড় বাহাদুর, খুব পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, বক্তা, আর একজন মূর্খ, নির্ব্বোধ, কিছু বল্‌তে পারে না'—এরূপ পরচর্চ্চা কমিয়ে দিয়ে যদি হরিচর্চ্চা করি, তা'হ'লে মনে হয় আমাদের মঙ্গল হ'বে। তা'বলে ভগবদ্‌বৈমুখ্যকে কখনই আদর কর্‌বো না।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়াংশই শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেই বিষয়-বিগ্রহ দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং, গুরুপাদপদ্মাশ্রিত আমিও তদন্তর্গত আশ্রিত। "আশাভরৈ" শ্লোক আলোচ্য। আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা সকলকে সিদ্ধপ্রণালী দিয়ে ফেলি না কেন? আমি কিন্তু সাধক ও সিদ্ধের অবস্থা কিরূপে এক হয়, বুঝ্‌তে পারি না। অনর্থময় সাধনকালে অনর্থমুক্ত সাধন ও সিদ্ধির কথা কি ক'রে অনুশীলন করা যায়, ইহা আমাদের বিচারে আসে না। কেহ যদি সিদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তা'হলে তিনি দয়া ক'রে আমাকে ব'লে দিলেই ত' জান্‌তে পারি, তাঁ'র কোন্‌টী সিদ্ধস্বরূপ। শ্রীগুরুদেব মধুর রসে বার্ষভানবী। নিজের উদ্‌বুদ্ধ চেতন-ভাবের বিচারানুসারে যিনি যে-ভাবে তাঁ'কে দর্শন করেন, গুরুদেব সেই বাস্তব বস্তু। বৎসলরসে তিনি—নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে—শ্রীদাম-সুদাম, দাস্যরসে—চিত্রক-পত্রক। এই সকল বিষয়াশ্রয়ের আলোচনা গুরুসেবা কর্‌তে কর্‌তে হৃদয়ে উপস্থিত হ'বে। এ-সকল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদিত হয় না, সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হ'লে আপনা থেকে ভাগ্যবান্ জনে উদিত হ'য়ে থাকেন। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্যই নেই। জড়জগতের মিশ্রভাব নিয়ে শেষ-শিব-ব্রহ্মাদির অগম্য নিত্যলীলার

কথা আলোচনা হয় না। আমার গুরুবর্গকে দণ্ডবৎ কর্‌ছি। (গৌ ৯।৪৭৫ পৃঃ)

গুরুপাদপদ্ম আমাদের অজ্ঞান-বিধ্বংসী, আলোক-প্রদানকারী ও সর্ব্বতোভাবে আমাদের আত্মমঙ্গলের সাহায্যকারী। সেই গুরুপাদপদ্মের সাহায্য ল'য়ে যদি আমরা আত্মভোগ চরিতার্থ কর্‌বার ইচ্ছা পোষণ করি, তা' হ'লে গুরুপাদপদ্মকে ভৃত্যত্বে পরিণত কর্‌বারই চেষ্টা হয়। সেই জন্য আপস্বার্থপর অন্যাভিলাষ, কর্ম্মবাদ, নির্ভেদজ্ঞানবাদ প্রভৃতির মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম থাকতে পারেন না। একমাত্র ভক্তিরাজ্যেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবিত হ'তে পারেন। অন্যাভিলাষীর, কর্ম্মীর, নির্ভেদজ্ঞানীর গুরু-অনিত্য গুরু মাত্র—তাঁদের গুরুত্ব নাই; তাঁ'রা শিষ্যের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানেরই কিঙ্কর। তাঁ'রা কখনও গুরু হ'তে পারেন না—"সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃস্যাদবৈষ্ণবঃ।" যিনি পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ বস্তুকে সর্ব্বতোভাবে সংগ্রহ কর্‌তে না পেরেছেন, তিনি কিরূপে অপরকে সাহায্য কর্‌বেন? তাঁ'র সামান্য পুঁজিপাটা হ'তে একটুকু দিতে গেলেই স্বার্থহানি হয় এবং সঞ্চিত দ্রব্যের ক্ষয় হইয়া যায়! মহান্ত গুরু-নির্ব্বাচনের একটা প্রধান বিষয়—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান হ'তে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। তদন্তর্ভুক্ত থাক্‌লে ধর্ম্মার্থকাম—এই ত্রিবর্গের তাড়নায় আধ্যাত্মিক হ'য়ে পড়্‌ব। আপবর্গিক ধর্ম্মের অপব্যবহারে যে মুক্তিপথে চালিত হ'বার কথা উপস্থিত হয়, তা'তে আমাদিগকে আচ্ছন্ন না করুক। বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলময় কৃত্য হচ্ছে, এই যে সংসার—এই যে বোকামির হাতে প'ড়েছি, তা' হ'তে উদ্ধারলাভ ক'রে নিত্য কৃষ্ণ-সংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লেই সেই বোকামীর হাত হ'তে উদ্ধার-লাভ হয়—অন্য উপায়ে হয় না। সেই গুরু কি অন্যাভিলাষী হ'তে পারেন?—সেই গুরুপাদপদ্ম কি অনিত্য কর্ম্মফলবাধ্য কর্ম্মী জীব হ'তে পারেন?—সেই গুরুদেব কি ছলনাময় প্রচ্ছন্ন নাস্তিক নির্ভেদজ্ঞানী হ'তে পারেন?—সেই গুরু কি অভক্ত, অনিত্য যোগী হ'তে পারেন?—সমগ্র ভগবানে সর্ব্বতোভাবে ভক্তিবিশিষ্ট না হ'লে কি কেহ 'গুরু' হ'তে পারেন?

জড়জগতের অন্যান্য কথায় প্রবিষ্ট হ'লে আমরা তা'তেই ভোগবুদ্ধি করার ভোগিরূপে ভোগেই আচ্ছন্ন হ'য়ে যাই। জড়জগতে আচ্ছন্ন হওয়ার কার্য্য বা জড়জগৎকে ক্রোধভরে তিরস্কার মাত্র ক'রে অন্যপ্রকার কৃষ্ণবিমুখতা-অর্জ্জনকার্য্যকেও 'গুরুকার্য্য' বলা যেতে পারে। ঐ সকল অভক্তির পথ। ভক্তি-বাণী কালে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। বহির্জ্জগতের নানা-প্রকার ইন্দ্রিয়-তাড়নায় জীবজগৎ কৃষ্ণ-বিস্মৃত হ'য়েছেন। নানাপ্রকার বিরূপে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপস্বার্থে আচ্ছন্ন হ'য়ে যন্ত্রনার পথে ধাবিত হ'চ্ছে, তা'কেই কর্ম্মের সিদ্ধি, জ্ঞানের সিদ্ধি, কেহ কেহ আবার কপটতা ক'রে তাকেই 'ভক্তি' বল্‌ছেন। অক্ষজ পদার্থের প্রতি প্রভুত্ব ভক্তি নয়, জুয়াচুরি বা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। এই অভক্তির পথ হ'তে জীবকুলকে রক্ষা কর্‌বার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছিল। শুদ্ধ আচার্য্যগণ সেই শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্মের বীজরোপণ কর্‌তে যত্ন ক'রেছিলেন। কিন্তু আমাদের উষর ক্ষেত্রে আমরা তা' রক্ষা কর্‌তে পারি নাই। কিভাবে সুষ্ঠুরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে হয়, তা' ভাগবত-ধর্ম্মেই অকৃত্রিমরূপে প্রদর্শিত হ'য়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তা' স্বয়ং

আচরণ ক'রে জানিয়ে দি'য়েছেন। তিনিই পরমোপাস্য বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্য বস্তু—জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্য বস্তুরও পরমোপাস্য বস্তু। তিনিই—জগদ্‌গুরু। অবশ্য আমাদের অনর্থযুক্তাবস্থায় জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ—যাঁ' হ'তে বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, কারণ বারিতে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী, গর্ভবারিতে ব্রহ্মার পিতা গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরবারিতে ব্যষ্টি বিষ্ণু ক্ষীরোদ শায়ী ও পাতালে অনন্তদেব শেষ বিষ্ণু প্রকাশিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথার আলোচনায় আর একটী পুরুষের কথা বলা হয়। তিনি পুরুষমাত্র নহেন তিনি শ্রীল পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য—মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ব'লে শ্রীল স্বরূপদামোদর—যাঁ'হ'তে জগতে গৌড়ীয়গণ প্রকাশিত হ'য়েছেন। সেই দামোদরস্বরূপের পরমপ্রিয় শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু—যাঁ' হ'তে শ্রীরূপানুগগৌড়ীয়-সম্প্রদায়। সেই শ্রীরূপ-প্রভুর অনুগত শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী প্রভু। তাঁ'র অনুগত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, তদনুগ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, তাঁ'র অনুগবর্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, তদনুগ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, তদনুগ শ্রীল জগন্নাথ, তদনুগ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার অভিন্ন সুহৃদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর। আমরা আমাদের বর্ত্তমানকালেই সেই স্বরূপ-রূপানুগবরগণের দর্শন ও কথা শুন্‌বার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। এই ধারায় যে জিনিষ এসেছে, তা'তে মহাপ্রভুর কথা অবিমিশ্রভাবে শু'নেছি। অন্যে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে যে সম্মান করে থাকেন, তা' মৌখিক। স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থ কর্‌বার বৃত্তি পরিচালিত হ'য়ে যে আচার্য্য সম্মান-প্রদর্শনের অভিনয়, তা' কপটতা মাত্র। কিন্তু আমরা যে অকৃত্রিম অবিমিশ্রধারার কথা বল্‌লাম, তাঁ'তে সকল কপটতার আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন—সকল সত্য কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এই সকল কথার বিরোধ করেন যাঁ'রা, তাঁ'দিগকে দূর হ'তে দণ্ডবৎ করি। কিন্তু জগৎ এই সকল কথায় প্রতারিত হচ্ছে—তা' হ'তে উদ্ধার কর্‌বার জন্য যাঁ'দের হৃদয় অকৃত্রিমভাবে ক্রন্দন করেছিল, তাঁ'রাই জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের অভাব বোধ ক'রেছেন। সেই অভাব পূরণ কর্‌বার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর যাঁ'দিগকে মহান্তরূপে প্রেরণ ক'রেছেন, তাঁ'রাই আমাদের নিত্য আদরের বস্তু। মিছাভক্ত সম্প্রদায় সুষ্ঠুভাবে গুরুপাদপদ্মের সেবা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে অন্য ব্যাপারকে গুরুসেবা মনে ক'রেছিল—শুদ্ধভক্তগণকে আক্রমণ কর্‌ছিল, তদ্দ্বারা জগজ্জীবের মহা অমঙ্গল প্রসব কর্‌ছিল। শুদ্ধভক্তির কথাটী আমরা পাই নাই—শুদ্ধভক্তির কথা লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। বহির্জ্জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের বিচারে যে মায়াবাদি-সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'ভক্ত' অভিমান ক'রে অভক্তির প্রশ্রয় দিয়েছেন, তা' যে 'ভক্তি' নহে, তা' যতদিন মানব জাতিকে বুঝান না যায়, ততদিন মানব জাতির মঙ্গল হ'বে না। জগৎকে এই বিরাট বিব্ধ ধারণা হ'তে মুক্ত কর্‌বার জন্য আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীল জগন্নাথ হ'তে শুদ্ধভক্তির কথা বর্ত্তমানযুগে অবতরণ ক'রেছেন—যিনি বর্ত্তমান জগৎকে সেই শুদ্ধভক্তির কথা এবং শ্রীগুরুধারা প্রচুররূপে জান্‌বার সুযোগ দি'য়েছেন, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদই আমাদের আশ্রয়স্থল।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিতেই 'প্রেয়ো-বুদ্ধি'। ভক্তিটা 'শ্রেয়ঃ'—এই কথাটা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ব'লেছেন, ভক্তিটাই 'প্রেয়ঃ'—এই কথা শ্রীরূপানুগবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগৎকে বিশেষরূপে জানিয়েছেন। যা'দের প্রেয়ো-বিচারে ভক্তি নাই, তা'রাই শ্রেয়োহীন হরিবিমুখ অবৈষ্ণব। মানবজাতির অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানে প্রেয়োবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়তর্পণে বিনোদন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে যাঁ'র প্রেয়োবুদ্ধি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে যাঁ'র একমাত্র বিনোদন, তিনি শ্রীজগন্নাথ বস্তুর সেবকোত্তম, সমগ্র জগতের প্রভু, বিষয়াশ্রয়-বিগ্রহ জগন্নাথের অভিন্ন-বিগ্রহ। ভগবদ্ভক্তিই পরমধর্ম্ম, সেই ভক্তিটা কি জিনিষ,—প্রাকৃত প্রেয়পান্থাবলম্বী তা' বুঝ্তে পারে না। যাঁ'দের স্বরূপে অবস্থিতি নাই, যাঁ'রা পারমহংস্যধর্ম্মে অবস্থিত হন নাই অর্থাৎ যাঁ'রা বর্ণাশ্রম বিচারে, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি পুরুষার্থ বিচারে অবস্থিত আছেন, তাঁ'রা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-বঞ্চিত হইয়া পরম-মুক্ত বিচারে অবস্থিত নহেন। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" অন্যথারূপে অবস্থিত কালেই মনুষ্যের কৃষ্ণেতর রূপ-দর্শন-স্পৃহা উদিত হয়, প্রেয়ঃ পথে চালিত হ'য়ে যে শ্রেয়োজ্ঞান ব'লে উদিত হয়, তা' 'শ্রেয়ঃ' নহে, উহা মোক্ষাদি নিজ-লাভেচ্ছার প্রকারভেদ প্রাকৃত প্রেয়েরই প্রকার বিশেষ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অহৈতুকী ভক্তিকেই নিজ-প্রেয়ঃ জানিয়া একমাত্র শ্রেয়ঃপথ-জ্ঞানে বিচরণ কর্‌বার উপদেশ জগৎকে দিয়েছেন।

বেদে অর্থাৎ পাণ্ডিত্যে বা ব্রহ্মে যিনি বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যদি পাণ্ডিত্যের উপদিষ্ট বস্তু ভগবদ্ভক্তি না হয়, তা'হলে অন্ধ হ'য়ে তাদৃশ বিচরণের পথ স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য নহে, সে-রূপ ব্রহ্মচর্য্য হ'তে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। স্বরূপে ব্যবস্থিতি হচ্ছে—অন্যথা-রূপের পরিত্যাগ। বর্ত্তমানে "আমি সৃষ্ট প্রাকৃত পুরুষ, আমি প্রাকৃত স্ত্রী"—মানব জাতিকে এই দুর্ব্বুদ্ধি আক্রমণ ক'রেছে; এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত 'অহংমম'-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হন না. ইহা বুঝিয়ে না দিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হবে না- জীবকুল বঞ্চিত হ'বে—অভক্তি প্রেয়ঃপথকেই 'শ্রেয়ঃপথ' মনে ক'রে অসুবিধায় পতিত হ'য়ে থাকবে। "তোমার প্রেয়ঃপথ একটা, আমার প্রেয়ঃপথ আর একটা"—এরূপ অভক্তিবিনোদন-চেষ্টা হ'তে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর জীবকুলকে রক্ষা ক'রেছেন। তিনি আংশিক বস্তুর বিনোদ অভক্তির বিনোদের কথা জগতে প্রচার করেন নাই। "তোমার বিনোদন-যোগ্য-ব্যাপার 'ভক্তি' থাকে থাকুক, আমার বিনোদন-কার্য্যের বস্তু—অভক্তি"—এরূপ বিচারে যা'রা ধাবিত হয়, সেই সকল চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর বিচারও ভক্তিবিনোদের বিচার নহে। অভক্তি ও ভক্তি কখনই এক নহে। কৃষ্ণ ও মায়ার বিনোদ—এক বস্তু নহে। ভক্তির পূর্ণ-বিনোদন ব্যতীত ভক্তিবিনোদের অন্য কোন বৃত্তিতে প্রীতি নাই।

আমরা নানাবিধ ভাবে জগতের বস্তু-সমূহের দ্বারা বঞ্চিত হ'লে, যখন দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত হই, তখন শ্রীগুরু-পূজা কৃপা-পূর্ব্বক প্রকটিত হন। আমার ন্যায় নগণ্য লঘুবস্তু যে মহদ্বস্তু—গুরুবস্তু হ'তে কৃপা লাভ করে; সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই আমাদের নিত্য কৃত্য। ব্যাসের-গণ যে গুরু-পূজা করেন, সেই গুরু-পূজার মন্ত্র "সত্যং পরং ধীমহি"। যত রথো লোক রথ দেখ্তে আসে।

কেউ কলা বেচ্‌তে এসে রথও দেখ্‌ছে, মনে করে। এরূপ রথোলোক প্রকৃতপ্রস্তাবে রথ দেখ্‌তে আসে না।—কলা খেয়ে যায় বঞ্চিত হ'য়ে যায়—স্ব-স্ব প্রেয়ঃ সাধনাকেই 'রথ-দেখা' মনে করে। কিন্তু "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" রথে বামন-দর্শন করা চাই—বলির ন্যায় আত্ম-বলি অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা চাই। শুক্রাচার্য্যের শিষ্যগণ এসে' বাধা দিবে; কিন্তু গুরু-কৃপা-বলে—বলদেবের বলে বলী হ'য়ে আত্মবলি দিতে হ'বে—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে হবে, তবে বামনের কৃপালাভ হ'বে—বামন-দর্শন হ'বে। হরির কীর্ত্তন হ'লে সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বর্ণিত আছে। বর্ত্তমানে কলিকালে বিক্ষিপ্ত মনে ধ্যানের কথা পালিত হ'তে পারে না, এজন্য মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হয়েছে। হরিকীর্ত্তন-মহাধ্যান। কৃতযুগে স্বল্প ধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা'তে ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন হ'ত না; এজন্য কলিকালে মহাধ্যান। ধ্যানে দোষ প্রবেশ ক'রেছিল ব'লে ত্রেতায় যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এজন্য কলিতে মহাযজ্ঞ সঙ্কীর্ত্তনের বিধি। যজ্ঞে দোষ আরোপিত হওয়ায় দ্বাপরে অর্চ্চন-বিধি প্রবর্ত্তিত হ'ল। কলিতে মহা-অর্চ্চন বিধি মহা-অর্চ্চন শ্রীনাম-কীর্ত্তন। সমস্ত চিকিৎসায় নিরাশ হ'য়ে অন্তিমকালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ষু রোগীকে বিষবড়ি খাইতে দেয়—তা'তে খুব শক্তি (Potency) আছে ব'লে, সেরূপ কলিকালে জীবের দুর্দ্দশার চরম দেখে শ্রীনামকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। শ্রীনামকীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি সমর্পিত হয়েছে—সকল শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। কীর্ত্তনই—মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চ্চনে তত্তদ্‌বিষয়ের পরিপূর্ণতা। যখনই মানুষের বিচার এসে' উপস্থিত হয় যে, সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি, তখনই যজ্ঞ কর্‌বার অবকাশ হয়। শ্রীনামভজনেই মহার্চ্চন, মহাযজ্ঞ, মহাধ্যান। মহাধ্যানে অন্যমনস্ক হওয়া উচিত নয়। যখনই অন্যমনস্ক হ'ব, তখন বল্‌ব,—সত্য যুগে ফিরে যাই, কিন্তু এখন যে কলিযুগ। সুমেধাগণ এই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন করেন, আর কুমেধাগণ অন্যান্য পথ স্বীকার করেন, তা'তে তাঁ'দের মঙ্গল লাভ হয় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের উপাসকগণ যজ্ঞবিধিদ্বারা উপাসনা কর্‌তেন। তাঁ'রা বল্‌ছেন—শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাদেবী যে-ভাবে উপাসনা ক'রেছিলেন, সেই ভাবে তত্ত্ব সেবা কর্‌তে পারি না।" কিন্তু এখানে একটুকু কথা হ'য়েছে; ভাগবত বলেছেন—'সুমেধসঃ' 'সুমেধস্'-শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হ'য়েছে। এক সীতাদেবী যদি বহু সীতাদেবী হ'য়ে সেবা করেন, তবে সীতা ও রাম—উভয়েই অসন্তুষ্ট হ'বেন, কারণ, শ্রীরামচন্দ্র—একপত্নীব্রতধর, আর সীতাদেবী—একপতিব্রতধরা। কিন্তু "কৃষ্ণবর্ণং..."

নাম-মহাযজ্ঞের দ্বারা যে পূর্ণবস্তুর উপাসনা, তা'তে অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং পার্ষদের নিত্য অবস্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য। তাঁ'দের অনুগত হ'য়ে সুমেধাগণ নামসঙ্কীর্ত্তন ক'রে থাকেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত হ'য়ে তাঁ'রই পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান ক'রে নামযজ্ঞ ক'রেকরে থাকেন।

সুতরাং জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্যে যে-সকল বিচার উপস্থিত হ'য়েছে, তা অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। গুরুসেবা প্রধান কর্ত্তব্য, আম্নায়-বেদ্য জিনিষটী বিমুখ কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করা যায় না। গুরুদেবের শব্দ সেবোন্মুখ কর্ণে পৌঁছিলে—কর্ণবেধ হ'লে চক্ষুর অজ্ঞান তিমির বিদূরিত হয়, তখন চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং সেই নির্ম্মল চক্ষুতে কৃষ্ণ দর্শন হ'য়ে থাকে।

জগজ্জঞ্জাল-দ্বারা শুদ্ধভক্তির স্রোত জগতে রুদ্ধ হ'য়ে গি'য়েছিল, ভক্তিতেই একমাত্র প্রেয়োবুদ্ধি যাঁ'র, সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুদ্ধভক্তি প্রবাহ পুনরায় প্রবাহিত ক'রেছেন। সেই ভক্তিবিনোদ প্রভুর কথায় যিনি একমাত্র আদর করেন, তিনি আমার শ্রীগুরুদেব, আর যাঁ'রা আদর করেন, তাঁ'রাও আমার গুরুবর্গ। যাঁ'রা দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম বা কর্ম্মরাজ্যের-বিচারযুক্ত বিধর্ম্মের বশীভূত হ'য়ে, না বুঝ্তে পেরে, জড়জগতের পদার্থজ্ঞানে তাঁ'কে ভোগ্য ব'লে বিচার করেন, তাঁ'দের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, ভক্তিবিনোদ-বিরোধী জড়েন্দ্রিয়-ভোগীর দুর্মুখ যেন কোনদিন আমাদের দর্শন কর্‌তে না হয়। আপনারা আমাকে যে-সকল অর্ঘ্য প্রদান ক'রছেন, তাহা আমার শ্রীগুরুদেবতত্ত্বেরই প্রাপ্য বস্তু। আমি ঐগুলি হরণ না ক'রে, তাঁ'র প্রাপ্য বস্তু তাঁ'র নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম। আমার কিছু নাই; কিছু রাখিলে গুরুসেবক বা কৃষ্ণ দাস্য হ'তে বঞ্চিত হ'ব, জেনেছি।

আমার গুরু পূজা

আমার:—'আমি' বা 'আমার' পদ উত্তম পুরুষের কথা। উত্তম পুরুষের সহিতই পুরুষোত্তম অদ্বয়জ্ঞানের সম্বন্ধ। অদ্বয় জ্ঞানের মধ্যে আপনাকে সংশ্লিষ্ট করিতে না পারলে 'প্রীতি' বলিয়া কোন ব্যাপার প্রকাশিত হইতে পারে না। 'তুমি' বা 'তিনি' দূরের কথা—অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ নহে। যে ভৃত্য, বন্ধু, মাতাপিতা কিম্বা কান্তা আপনাকে তাঁহার মনিব, বন্ধু, পুত্র বা পতির সহিত গাঢ় প্রীতিতে সংশ্লিষ্ট করিতে পারিয়াছেন, তিনি বা তাঁহারই 'প্রভু', 'সখা', 'পুত্র' বা 'পতি'র সম্বন্ধযুক্ত পদার্থকে 'আমার' বা 'আমাদের' বলিতে পারেন। কিন্তু বাহিরের খুব বড় লোকও তাহা পারেন না। আবার আমার সহিত সাপত্ন্যধর্ম্মে অবস্থিত হইলেও আমার প্রভুর যদি কাহারও সেবায় সন্তোষ হয়, তাহা হইলে আমি আমার সহিত সেই সাপত্ন্যসম্বন্ধাশ্রিতগণেরও সেবা করিব, ইহাই প্রভুর প্রতি প্রগাঢ় 'আমার' বুদ্ধির পরিচায়ক। এই উত্তম পুরুষের বিচারে প্রীতির প্রগাঢ়তার মধ্যেই পরম চমৎকারিতার সহিত ফুটিয়া রহিয়াছে। শ্রুতির "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রটিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

গুরু:—গুরুর কথা বর্ণনে শ্রীব্যাসপূজার অভিভাষণে আচার্য্য অস্বচ্ছ (opaque) এবং স্বচ্ছ (Trausparent) গুরুর কথা বলিয়াছেন। অস্বচ্ছ গুরু অখিলরসামৃতমূর্ত্তি পরমপ্রেমময়বিগ্রহ লীলাপুরুষোত্তমকে দেখিবার পক্ষে মানবজাতির ক্ষুদ্র চক্ষের সম্মুখে আগত একটী Stumbling Block, আর স্বচ্ছগুরুর মধ্য দিয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তির শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ, শ্রীপরিকর ও শ্রীলীলা সম্পূর্ণভাবে দৃষ্ট হ'ন। স্বচ্ছগুরু পুরুষোত্তমেরই দ্বিতীয় বি-হ

পুরুষোত্তমই তাঁহাকে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার সহিত জীবজগতের নিকট দেখাইবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় স্বচ্ছমূর্ত্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই গুরুর কার্য্য—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের মধ্য দিয়া কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দর্শন করান'। স্বরূপশক্তির মধ্য দিয়া কৃষ্ণকে দেখা যায়; আর স্বরূপ-শক্তির ছায়া-স্বরূপা তমোময়ী মূর্ত্তি অস্বচ্ছ বলিয়া জীবচক্ষুর নিকট কৃষ্ণকে আবরণ করে। গুরুর কার্য্য—অসংখ্য আশ্রয়-বিগ্রহকে প্রকট করান'। গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" শ্লোকের প্রতিপাদ্য 'কর্ত্তাহং' বিচারে শিষ্যদিগকে ভোগ্যসম্পত্তিজ্ঞান করা গুরুর কার্য্য নহে। গুরুর 'শিষ্য করা' অর্থই একমাত্র বিষয় কৃষ্ণের কামবর্দ্ধনের জন্য তাঁহার ইন্ধনস্বরূপ অসংখ্য আশ্রয়মূর্ত্তি প্রকাশ করা। এই আশ্রয়মূর্ত্তি সমূহ মূলাশ্রয় গুরুপাদপদ্ম এবং লীলা-পুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ বিষয়ের সহিত একসূত্রে গ্রথিত বলিয়া তাঁহারা সকলেই 'আমি বা আমার' অভিমান করিতে পারেন। ইঁহারাই শ্রুতির "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রটি প্রকৃতভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন—ইঁহারাই প্রকৃত "তৃণাদপি সুনীচ"। শ্রীনাম তাঁহাদেরই নিকট প্রেমের রসময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ করেন।

পূজা:—'পূজা' শব্দে অর্চ্চন ও ভজনকে বুঝায়। সম্ভ্রমের বুদ্ধিতে উপকরণ ও অনুষ্ঠানের দ্বারা যে আরাধনা, তাহাই সাধারণ পূজা বা অর্চ্চনা, আর অনুরাগের সহিত মূল আশ্রয়ের অনুগত হইয়া অদ্বয়জ্ঞানের চরণে সাক্ষাদ্ভাবে যে আত্মাঞ্জলি, তাহাই 'ভজন'। এই ভজনই ব্রহ্মসূত্রের চরমসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে—"অনাবৃত্তি শব্দাৎ অনাবৃত্তি শব্দাৎ"—শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি—শ্রীনাম-ভজন হইতেই জীবের পরমা মুক্তি। সেই নাম-ভজনের দ্বিরাবৃত্ত জয়কার শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু "জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিত-নিজধর্ম্মধ্যানপূজাদি যত্নম্। কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥" শ্লোকে গান করিয়াছেন। শ্রীরূপ প্রভুও সেই স্বরাট শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রভুর শ্রীচরণ-নখপ্রান্ত নিখিল শ্রুতির শিরোভাগের আলোক-মালার দ্বারা অনুক্ষণ নীরাজিত হইতেছেন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। (গৌঃ ১১।৪৬১)

বর্ত্মপ্রদর্শক, দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুগণকে বন্দনা করি। "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" যিনি কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করেন। "আমি কোথায় যাইব? কেন যাইব? পথে কিছু ব্যাঘাত আছে কিনা?"—ইত্যাদি যিনি দেখাইয়াছেন এবং যিনি মহান্তগুরুর সন্ধান বলিয়া দেন, তিনি বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু। যেমন শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু চিন্তামনি বলিয়াছিলেন—"আপনি একটি ঘৃণ্যজীবের ভালবাসা পাইবার জন্য যখন এত আসক্ত, সামান্য ক্ষণিক সুখের জন্য এত প্রবল উদ্যমবিশিষ্ট এবং নিজের জীবনের প্রতিও লক্ষ্য করিতেছেন না, তখন ঐরূপ উদ্যম ও আসক্তিকে একমাত্র আশ্রয়দাতা ও নিত্যসুখবোধতনু পরমবস্তু শ্রীহরির পাদপদ্মের জন্য যদি আংশিক চেষ্টাও করিতেন, তাহা হইলে এমন তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি আপনার আর দৃক্‌পাত হইত না। আপনি ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট না হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করুন। শক্তি ও উদ্যমকে বাস্তব পরমার্থতত্ত্বের সন্ধানলাভের জন্যই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধি ভাল হইলে অনিত্য-সুখকর ক্ষুদ্র বস্তু লাভের জন্য বৃথা সময়

নষ্ট না করিয়া পরমবস্তু লাভের জন্য যত্ন করিতে হয়। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণদ্বারা সকল প্রকারেই মঙ্গল লাভ হইবে। তখন ইহজগতের কথার মূল্য কত অল্প ও তুচ্ছ তাহা বেশ বুঝা যাইবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজেদের পরমমঙ্গলের কথা ও পরমমোক্ষের কথা শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত সুবিধা হইল না। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের অসৎসঙ্গে মোহের বশবর্ত্তী হইয়া কি অদ্ভুত তন্ময়তা আসিয়াছিল।

বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুর নিকট চরম গন্তব্য পথের সন্ধান লইতে হইবে। শিষ্যের পক্ষে যোগ্যতানুসারে সেবা করা ও সেবা বিষয়ে শ্রবণ করা দরকার। অত্যন্ত আগ্রহকারীর উপার্জ্জন অধিক হওয়া দরকার। দুষ্প্রাপ্য বস্তু-লাভের জন্য অধিক মূল্য দিতে হয়। বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুর নিকট বাস্তব-মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। ইহজগতের কথা আমরা জানি, কিন্তু যে জগতের কথা আমাদের জানা নাই, সে জগতের কথা সেই জগতের লোকের নিকট হইতে জানা দরকার। সে সকল কথা যদি এ জগতের হইত, তাহা হইলে নয় আমরা উহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতাম। কিন্তু মানুষের চিন্তার সীমা আর কতটুকু? মানুষ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষ চতুষ্টয়ে দুষ্ট। আমরা শৈশবকালে প্রাপ্তবয়সের সুবিধা ও অসুবিধা বুঝি না। বদ্ধাবস্থায় আমাদের ব্যক্তিগত অধিকার অতি অল্প। মঙ্গলার্থী ব্যক্তির পক্ষে হিতকারী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করা আবশ্যক। Expert-এর অভিজ্ঞতা গ্রহণ না করিয়া নিজের বিচারে কার্য্য করিলে অসুবিধা অনিবার্য্য। আবার নিজের বিচারে অনভিজ্ঞকে অভিজ্ঞ মনে করিলে কোনই সুবিধা হইবে না। তাই বেদ শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠম্॥" গুরুর দুইটি লক্ষণ—শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। নিষ্ঠার সংজ্ঞা—'অবিক্ষেপেণ সাতত্যম্'; যিনি পরব্রহ্মে সততযুক্ত তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ। কেহ যদি আমাকে উদ্ধার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি সদ্‌গুরু হইলেন না যে ব্যক্তি শিষ্যকে উদ্ধার করিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া মধ্যপথে তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করে, সে গুরুব্রুব (আত্মানং গুরুং ব্রবীতি যঃ স গুরুব্রুব)।

আমি যদি গুরুর শাসন স্বীকার না করি, তবে আমার মঙ্গল হইবে না। যে নিজেকে গুরু বা শ্রেষ্ঠ মনে করে, সে গুরুব্রুব এবং নরকে গমন করে। "যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।" বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুও মহান্তগুরু হইতে পারেন। Semiteদের বিচার একগুরুবাদ॥' তাঁহারা মহান্তগুরুর কথা স্বীকার করেন না। বেদশাস্ত্রে গুরুর সম্বন্ধে যথেষ্ট কথা ও বিচার আছে। গুরুদেবকে উপাস্য বস্তু বলিয়া মনে না করিলে তাঁহার চরণে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।" ন অসূয়েত অর্থাৎ মাৎসর্য্য বা হিংসা করিবে না। গুরুসেবাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য। গুরুর সেবা না করিলে, তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলে, চিরতরে অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। আরোহপন্থী অতি উচ্চস্থান হইতে পতিত হন। আশ্রয়-বস্তু অর্থাৎ যাহা হইতে আমাদের উদ্ভব হইয়াছে, সে পরম-

বস্তুকে অবজ্ঞা করিলে ঘোর অপরাধ হয়। শিষ্যের পক্ষে আচার্য্যের কৃপালাভের জন্য eligible হওয়া দরকার। সমিধ সংগ্রহ করিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে তিনি উপনয়ন দিবেন। 'ত্বামহং উপনেষ্যে', 'উপ' অর্থাৎ বেদ-সমীপে। ব্রাহ্মণ বটুর intilligence ও ingredients এর অভাব হইলে উপনয়ন দেওয়া হইবে না। শিষ্যের পক্ষে সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়লাভ করিবার ঐকান্তিক চেষ্টাকে যোগ্যতা বলা যাইবে। 'তদ্বিজ্ঞানার্থং'—অর্থাৎ 'তৎ' যে পূর্ণবস্তু, তাঁহার বিশেষজ্ঞান লাভ করিবার জন্য। অভিগচ্ছেৎ—অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের নিকট সর্ব্বতো-ভাবে গমন করিবে। গুরুগৃহে গমন করিবে not to come back. শাস্ত্র ছত্রিশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিবার পর গৃহে সমাবর্ত্তনের বিধি দিয়াছেন। ঋক্‌, সাম ও যজুঃ, প্রত্যেকটি বেদ বার বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিতে হইবে বলিয়া এই ব্যবস্থা। সমাবর্ত্তনের বুদ্ধি থাকিলে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা যায় না। যাঁহারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহাদের আর ঘরে ফিরিতে হয় না। যাঁহারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত, তাঁহাদের পক্ষেই 'অভিগচ্ছেৎ' বাক্য পালিত হয়। ব্রহ্মচারী দুই প্রকার— নৈষ্টিক ও উপকুর্ব্বাণ। নৈষ্ঠিকগণ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হরিভজন করেন। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী ভবিষ্যতে গৃহস্থের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য সমাবর্ত্তন করেন। শাস্ত্রমতে প্রত্যেক ব্রহ্মচারীরই গৃহস্থ হওয়ার আবশ্যক নাই।

চৈত্ত্যগুরু :—চৈত্ত্যগুরু হইলেন Pure unalloyed conscience. আমরা বর্ত্ম প্রদর্শক-গুরু হইতে যে পরামর্শ পাই, চৈত্ত্যগুরু তাহা opprove না করিলে আমরা উহা reject করি। চৈত্ত্যগুরু কৃপা না করিলে মঙ্গল হয় না। ভগবান্‌ কৃপা করিলেই মনুষ্য গুরু নির্ণয় করিতে পারে নতুবা নিজের চেষ্টায় বঞ্চিত হয়।

মহান্তগুরু :—দুই প্রকার—শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। দিব্যজ্ঞানলাভের জন্য দীক্ষা-গুরুর প্রয়োজন। বিদ্‌ ধাতু জ্ঞান লাভ করার অর্থে ব্যবহৃত। বেদজ্ঞান লাভের দ্বারা আমাদের বাস্তববস্তু-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। দীক্ষার লক্ষণ—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্‌। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥" অর্থাৎ যে জ্ঞান বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে নাই, আমাদের সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। জগতের বিদ্যায় প্রাপ্তজ্ঞান ইহজগতের বিষয়েরই আলোচনার ফল মাত্র। 'শ্রৌতপথেই দিব্যজ্ঞান অথবা আমাদের বিচারের উন্নত জ্ঞান লাভ হইবে', এইরূপ মনে করিলে মঙ্গল হইবে। কর্ম্মীরা বলেন—বিদ্যা, ধন ও শারীরিক শক্তি লাভ করিলে আমাদের সুবিধা হইবে। চার্ব্বাক্‌ বলেন 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' কাহারও মতে, আপাততঃ তাহার নামের বিশ্লেষণে 'চারুবাক্‌' এরূপ কতকটা বুঝাইলেও তাহার মতবাদ সম্পূর্ণভাবে নাস্তিকতাপূর্ণ। Epicurus এর মতেও অনেকটা এইরূপ— Eat drink and be merry, for to-morrow you may die? আমরা যতই জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করি না কেন, আমরা ভূত ও ভবিষ্যৎ জানি না। আমাদের উন্নতির বিচারে ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। পার্থিব উন্নতির বিচারে অসদ্‌গুরুলাভ হয়। শিষ্যকে জাগতিক

উন্নতির পরামর্শ দিলে পরামর্শদাতা 'শূদ্র' হইয়া যান। পিতামাতা, পুরোহিত প্রভৃতি জাগতিক গুরুগণ আমাদের আর্থিক উন্নতি ও তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির কথা বলিয়া থাকেন। আমরা ইহজগতে কতদিন থাকিব? নিত্যকাল, নিত্যজীবনের সুবিধালাভের পরামর্শ কে দিবেন? ভাবিকালের বিষয় আলোচিত হওয়া দরকার। "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" শ্রীচৈতন্যদেব কোন জাগতিক বা ঐহিক প্রয়োজনীয় ব্যাপারের কথা বলেন নাই। তিনি Altruismকে বহুমানন করেন নাই। মনুষ্যমাত্রই Altruist হইবে, ইহা আবার নূতন করিয়া বলিতে হইবে কেন? যাঁহারা সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহারা মনুষ্যপদবাচ্য নহেন। শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম ব্যতীত বাস্তব ও উন্নত অবস্থানের কথা ইহজগতে আর কেহ বলেন নাই। তাঁহার উপদেশ—'হরিভজন কর'। তাহাতে লোক জানিতে পারিল যে, তিনিই স্বয়ং শ্রীহরি। 'জগতের সকলের নিত্যমঙ্গল হউক্'—এমন দয়ার কথা, এমন মঙ্গলের কথা অখণ্ডকাল খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। অন্য কোন লোকের কথার সঙ্গে তাঁহার কথার তুলনা হইবে না। চৈতন্যের কথা কীর্ত্তনকারী ভক্তই গুরু। যোগিগুরু, জ্ঞানিগুরু ও কর্ম্মিগুরু এ সকলের বিচার ঐহিক মাত্র। চিন্মাত্র ও অচিন্মাত্রবাদীর বিচারে যে প্রকার ভুল হইয়াছে, তাহা সাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন। তাঁহারা সকলেই Atheistic groupএর লোক। কাষ্ণরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Highest intelligentsia. নারায়ণের ভক্তগণ তাঁহাদের নীচের স্তরে অবস্থিত। মৃত্যুকালে আমাদের কি চিন্তা হইবে? 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' আমরা যেরূপ চিন্তাস্রোত লইয়া মরিয়া যাইব, জন্মগ্রহণকালে তদনুরূপ জীবন লাভ হইবে। Materialist দিগের ধারণা মৃত্যুর পর কিছুই নাই। জড়বস্তু হইতেই জীবের জন্ম। Altruism এর মূল কথা এই যে, 'অপরের যত বেশী উপকার করিব, আমি তত বেশী উপকার পাইব।" শ্রীগুরুদেব বলেন—আমরা 'designing enterprise' অর্থাৎ বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, বিদ্যৈষণা প্রভৃতি এষণা বা বাসনার বশবর্ত্তী হইলে আমাদের আত্মকল্যাণ-লাভ হইবে না। পুণ্য করিয়া মরিলে ধনী, পণ্ডিত অথবা স্বাস্থ্যবান্ লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। মানুষ হইয়া পুনরায় মানুষের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু প্রকৃত মঙ্গল-লাভ নাও হইতে পারে। জাগতিক পুরোহিত ও গুরু ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের উপদেশক মাত্র। বদ্ধজীবের বাসনা ইহজগতের উন্নতি ও মঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হয়। হরিভজনকারী ব্যতীত অন্যলোককে পরামর্শদাতা মনে করিলে খুবই অসুবিধা হইবে। যে কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিব না। পিতামাতা যদি হরিভজন করেন, তবে গুরু হইতে পারেন। যিনি আমাদের নিত্যমঙ্গল দিতে পারেন না, তিনি গুরু নহেন।

মহাপ্রভুর বিচারের নিকট অন্যান্য আচার্য্যগণের বিচারের গুরুত্ব কম। তিনি স্বয়ং ভগবান্, শ্রীগোবিন্দ—সর্ব্বাবতারী, গোবিন্দের সেবকই সর্ব্বোত্তম। মহাপ্রভু কোন ক্ষুদ্র কথা বলেন নাই যাহা অবলম্বন করিলে শোকদুঃখ প্রভৃতি জীবকে আক্রমণ করিতে পারে। তিনি সকলের নিত্য মঙ্গলদান ও নিত্যধন দান করিয়াছেন। তিনি ইহজগতের কোন কথা বলেন নাই।

অন্যান্য আচার্য্যগণ সেবকের সিদ্ধদেহে সর্ব্বাঙ্গদ্বারা ভগবানের সেবার কথা কীর্ত্তণ করেন নাই। শ্রীনারায়ণের সেবকগণ সিদ্ধদেহে নাভির ঊর্দ্ধদেশের দ্বারা তাঁহার সেবা করেন। শ্রীচৈতন্যের কথা অন্যান্য কথার সহিত তুলনামূলে আলোচিত হওয়া উচিত। যাঁহারা চৈতন্য দেবের বিচার কীর্ত্তণ করেন, তাঁহারা 'ভক্তগু'। Theistic Group এর লোকের মধ্যে কার্ষ্ণগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভু বলেন—'আগে নিজের স্বরূপ অবগত হও'। 'বন্দে গুরূন্' শ্লোকটি সর্ব্বক্ষণ বিচার্য্য হইক্। 'গুরূন্'-শব্দ হইতে আমরা বর্ত্তমান ও পূর্ব্বগুরুগণের অর্থাৎ গুরুপরম্পরার নিত্যাস্তিত্বের কথা অবগত হই। বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম শ্রৌতপারম্পর্য্যক্রমে শ্রীনারা ণ হইতে এজগতেঅবতরণ করিয়াছেন। সেই নারায়ণেরও অংশী শ্রীকৃষ্ণ হইতে সর্ব্বপ্রথমে আদিগুরু ব্রহ্মা লাভ করেন। ব্রহ্মা হইতে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ (মতান্তরে শ্রীনারদঋষি) প্রাপ্ত হন। আমরা আম্নায়পারম্পর্য্যে দিব্যজ্ঞান লাভ করি। ভগবজ্জ্ঞানময় বেদ প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ভাঃ ১।১।১ শ্লোকে—বেদমন্ত্রকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। 'ধীমহি'-পদদ্বারা ধ্যানকারীর বহুত্ব বুঝায়। "আমরা ধ্যান করি"- এ কথায় ইহাই বুঝায় যে, ভগবদ্বস্তু বেদরূপে বা শব্দরূপে ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তাহাই তিনি নিজ ছাত্রগণকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে তাঁহার শিষ্য নারদ, তাঁহা হইতে তাঁহার শিষ্য শ্রীব্যাসদেব, তাঁহা হইতে তচ্ছিষ্য শ্রীশুকদেব গোস্বামী উহা লাভ করেন। শ্রীশুকদেব হইতে শিষ্যপরম্পরায় অচ্যুতগোত্র আরম্ভ হয়। তাঁহারাও সেই দিব্যজ্ঞানলাভের অধিকারী হন। কালে প্রলয়াদির সংঘটনে বা ধর্ম্মবিপ্লবের সময় বেদজ্ঞান বা শ্রৌতপথ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে ভগবান্ পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া তাহা প্রকট করেন।

আম্নায়পারম্পর্য্যে ভাগবত-মার্গে ও পঞ্চরাত্র-মার্গে বহু গুরু দৃষ্ট হন। আচার্য্যধারা নিত্যকাল প্রকাশিত থাকে। মহান্তগুরু দ্বিবিধ—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর একত্ব ও শিক্ষাগুরুর বহুত্ব জানিতে হইবে। দীক্ষা বলিতে দিব্য, অখণ্ড ভগবজ্জ্ঞানকে বুঝায়। শাস্ত্র বলেন "দিব্যং জ্ঞানং যতো-দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥" দিব্যজ্ঞান মানবের চিন্তাধীন পার্থিব জ্ঞানমাত্র নহে। উহা Transcendental knowledge বা অপ্রাকৃত জ্ঞান। মানুষের বুঝান বা বুঝিবার জ্ঞান- প্রাকৃত জ্ঞান। আর মানবজাতির বদ্ধজ্ঞানে যাহা প্রকাশিত হয় নাই, যে দর্শ-টা স্বরূপজ্ঞানের অভাব ঘটে না, এমন যে প্রত্যক্ দর্শন, তাহাকে এবং ভোগপর আধ্যক্ষিক দর্শন অর্থাৎ দৃশ্য, দর্শক ও দর্শনের একস্বরূপ নির্ব্বিশেষ-ত্যাগপর দর্শন অন্তর্হিত হইলে যাহা হইতে সেবা, সেব্য ও সেবকের নিত্যত্বের দর্শন লাভ হয়, তাহাকে দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকৃত জ্ঞান বলে। স্বরূপ জ্ঞানের অভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না। জড় দ্রষ্টা, দৃষ্ট ও দর্শন,—সকলই অনিত্য। নির্ব্বিশেষবিচারেও কোনটারই অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। ত্যাগ ও ভোগ, উভয়ই মনোধর্ম্ম বা বহির্ম্মুখবৃত্তি। মনোধর্ম্ম ইন্দ্রিয়কে চালন করে বহির্দ্দর্শনের দিকে। মনোধর্ম্মে জীবের মঙ্গলোদয় হয় না। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥"

বহির্দ্দর্শন ও বাস্তবদর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বহির্জ্জগতের মোহে ও অভিজ্ঞতায় মত্ত জীব দিব্য-জ্ঞান ও জড়জ্ঞানের পার্থক্য বুঝিতে পারে না। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন গৃহব্রতধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ কোনও দিন বিষ্ণুকে জানে না। "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥" গৃহ—ভোগের আগার মাত্র; কিন্তু শুধু গৃহকে গৃহ বলে না। "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমাশ্নুতে।" চিদ্বিলাসী কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় না করায় যে স্থানে আমাদের ভোগপর দর্শন, তাহাই 'গৃহ'। এইরূপ গৃহে বাহ্যদৃষ্টিতে না থাকিয়াও ভোগচিন্তাযুক্ত হইলে মানবের গৃহব্রত-ধর্ম্মই লাভ হয়। তাহাকেও গৃহমেধী বলে। বিশ্বের রূপরসাদি ভোগ যেখানে আছে, সেইখানেই গৃহব্রতধর্ম্ম বর্ত্তমান। ভোগিকুল বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ হইয়া বিশ্বব্রত বা গৃহব্রত। গৃহব্রতধর্ম্মে অবস্থিত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণের ছলনা করিলে মঙ্গল লাভ হয় না। এক সময়ে হিরণ্যকশিপুও প্রহ্লাদ মহারাজের নিকট হইতে শ্রৌতবাণী-শ্রবণের আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি ছিল না। কেবলমাত্র প্রহ্লাদকে স্বীয় ভোগ্য বালক পুত্রজ্ঞানে ভোক্তৃবুদ্ধিতে ঐ সকল শ্রৌতবাণী শুনিয়া-ছিলেন। তাহাতে তাঁহার মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই ঘটিল। বৈষ্ণবাপরাধ থাকাকালে মহাভাগ-বতের মুখে উপদেশ শুনিয়াও মঙ্গল হয় না। গীতা বলিয়াছেন—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ বিশেষতঃ গৃহমেধিগণের বুদ্ধি কৃষ্ণসেবার প্রতি কোন ক্রমেই প্রধাবিত হয় না। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপর না হইলে চর্ব্বিতচর্ব্বণ কার্য্য বা বান্তাশীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। পুনঃপুনঃ চর্ব্বিতচর্ব্বণ করা গৃহব্রতের লক্ষণ। তাহাদের দুই একবার সংসারের ঘাত প্রতিঘাত খাইলে চেতন হয় না। ভগবানের বা ভাগবতের সেবাকেই একমাত্র ও সর্ব্বোত্তম কৃত্য বলিয়া যাহারা জানে না, তাহারাই গৃহব্রত। তাহারা জড় ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিশ্বের ভোগে ব্যস্ত থাকে। জীবসকল কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া ভোগী হয়। জড়ের প্রভু হওয়ার দরুন উহাদের দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না। গৃহব্রতবুদ্ধি থাকিলে জীব ভোক্তার অভিমানে আচ্ছন্ন হয়। কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, আর বাদবাকী সকলেই তাঁহার ভোগ্য। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" ভগবানকে Impersonal বোধ হইলে আমরা জড়ের ভোক্তা হইয়া পড়ি। অর্দ্ধেক বৈষ্ণব হইলে নিজ দেহের উত্তমার্দ্ধের বা নাভির ঊর্দ্ধ দেশের ইন্দ্রিয় সমূহদ্বারা বিষ্ণু সেবা এবং অবশিষ্ট নিম্নার্দ্ধের বা নাভির নিম্নদেশের ইন্দ্রিয়গুলিকে হেয় ও অবরজ্ঞানে জড় জগতে বা বিশ্বে মায়ার সেবায় নিযুক্ত করিবার প্রবৃত্তি হয়। কৃষ্ণকে অর্দ্ধসেবা প্রদানের বুদ্ধি হইলে সমাবর্ত্তনের ও প্রাকৃত গৃহস্থ থাকিবার ইচ্ছা হয়। ইহারা ভক্তি জিনিষটাকে অর্দ্ধেক করিয়া ফেলিয়াছে। ইহ-জগতে কতকগুলি পূর্ণ ও অর্দ্ধ-আকার-বিশিষ্ট দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—full bound and half bound books, full stoking and half stoking প্রভৃতি। শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যে অর্দ্ধরসের কথা এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের

গোবিন্দভার্ষ্যে পূর্ণরসের কথা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব বলেন,— ভগবানের সকলপ্রকার পরম উপাদেয় ভোগ আছে, সুতরাং যাবতীয় ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হউক। "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষ কারণম্॥ (বিঃ পুঃ ৩৮৯) ইহা শ্রীরামানুচার্য্যের বিচার এই বিচারে ইহজগতের উপাদানদ্বারা ভগবানের সেবা সাধিত হয়,—মনে করা যায়। বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিলে ভগবান্ প্রীত হন—এরূপ বিচার অসম্পূর্ণ। যদি অর্দ্ধ-বৈষ্ণব হই, তাহা হইলে সিদ্ধদেহের উর্দ্ধার্দ্ধের দ্বারা ভগবানের সেবা এবং নাভি হইতে চরণ পর্য্যন্ত নিম্নার্দ্ধকে হেয় বা অবরজ্ঞানে নিম্নার্দ্ধদ্বারা জড়বিশ্বে নিজের বা মায়ার ভোগ হইয়া থাকে। সমাবর্ত্তনের বুদ্ধিতে ভগবানের অর্দ্ধসেবা দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র। "সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের এই সকল জড় হৃষীকের দ্বারা ভগবানের সেবা হয় না। শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" বাহ্যজগতে ভগবান্ আপাততঃ দৃষ্ট হন না বলিয়া আমরা ভগবান্‌কে জানিতে পারি না। তিনি আমাদের বশ্য নহেন অর্থাৎ তিনি আমাদের অক্ষজজ্ঞানগম্য নহেন বা ইন্দ্রিয়ের অধীন বা দৃশ্য চাকর নহেন। ভগবদ্ভক্ত প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবা করেন, আর অভক্ত সেবার ভাণে ভগবানের নিকট হইতে সেবা আদায় করে। ভগবানের সেবার ছলনায় ভৃতক পাঠকের পাঠ ও গায়কের গান সাধারণের বেশ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর হয়। ভোগের বিচার প্রবল হইলে বিদ্যাসুন্দর-নাটকে আরও আনন্দ হয়। ক্লাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে যাওয়া, তাস-পাশা-দাবা-খেলা, গ্রাম্য বাজে খবরের কাগজ পড়া ও পরচর্চ্চা —এ সকলে মস্‌গুল হইয়া পড়িতে হয়। যেখানে ভগবানের কথার স্থান হয়, সেখানে বাজে কথা আলোচিত হইলে তাহাও জড়জগতের আড্ডাবিশেষ। কেহ কেহ বলেন—"আমি যেখানে যাইব, সেখানেই আমার মনের মলিনতা বহন করিয়া লইয়া যাইব।" গ্রাম্য কথা বলিতে ও দম্ভাহঙ্কার প্রকাশ করিতে মহাপ্রভু বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন। "গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥ অমানী-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥" বাস্তব সত্যের আলোচনা হওয়া দরকার। গ্রাম্য কথা হইতে অবসর পাওয়া আবশ্যক। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণীয়, —(ভাঃ ১১৷২৬৷২৬) "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

হরিকথার শ্রবণ কীর্ত্তনেই পাপসমূহের যূপকাষ্ঠে বলি হয়। পাশ্চাত্য দেশীয়দের পাপক্ষালনের প্রথা ভণ্ডামি-মাত্র। গোপনে অত্যাচারে প্রকাশ্য পাপাপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণ্য ও দণ্ডনীয়। শ্রীল জগদানন্দপ্রভু 'প্রেমবিবর্ত্তে' লিখিয়াছেন—"লোক দেখান গোরাভজা তিলকমাত্র ধরি। গোপনেতে অত্যাচারি গোরা ধরে চুরি॥" লোকে বলে—"ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাবাও

টের পায় না॥" কিন্তু কে কে গোপনে কি কি অন্যায় কার্য্য করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ তাহা সমস্তই জানেন। যেহেতু তাঁহারা অন্তর্যামী। লোক পাপকে গোপন রাখিতে পারে না। লঘুব্যক্তির নিকট বড় কথা শুনিলে পরচর্চ্চার প্রবৃত্তির উদয় হয়। প্রকৃত গুরুর নিকট শ্রবণ না করিলে পরছিদ্রানুসন্ধান প্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন—'পরচর্চ্চা হইতে দূরে থাকিবে'। "পরচর্চকের গতি নাহি কোন কালে।" (চৈঃ ভাঃ)। শ্রীগুরুদেব বলেন, "লোকের যে অজ্ঞতা আছে, সেটা দূর করা দরকার; যদি তাহা না করিয়া পরচর্চ্চা করি, তাহা হইলে গুরুর কার্য্য হইল না।" আমরা নিজে অজ্ঞ থাকাকালে বলি শ্রীগুরুদেব পরের দোষ দেখাইয়া ও অন্যকে শাসন করিয়া কেন পরচর্চ্চা করেন? কিন্তু গুরুদেব যে শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে পারেন। তিনি শিষ্যের দোষ দেখাইয়া দেন—উহার সংশোধনের জন্য। মাতাপিতা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া বালকের দোষ প্রদর্শন ও তাঁহাকে শাসন করেন, তাহাতে কি পরচর্চ্চা হয়? তবে নিজে নির্দ্দোষ না হইয়া অপরের দোষ দর্শন নিষিদ্ধ। "পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥" বিশ্বদর্শক পরের স্বভাব আলোচনা করিবেন না। কৃষ্ণভক্তই তাহার নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য তাহা করিবেন। গুরুর কার্য্য করিতে গিয়া অপরের মূর্খতা নিরসন করিতে হইলে তাহার ভ্রমজনক কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিতেই হইবে। যাঁহারা ভবিষ্যতে ভগবদ্ভক্ত হইবেন, তাঁহাদের দোষ দর্শন করিতে হইবে না। যিনি বৈষ্ণব, তিনিই গুরু—তিনি নিন্দার অতীত। "অপিচেৎ সুদুরাচার" "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ" (উপদেশামৃত) সর্ব্ব ভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ॥" ও "বৈষ্ণবের নিন্দা-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কানে। সবে কৃষ্ণ ভজন করে, এইমাত্র জানে॥" ইত্যাদি।

মহাভাগবত জগতের কোন অমঙ্গল চিন্তা করেন না। তাহা হইলেও মহাভাগবতের অবস্থায় উন্নত না হইলে মহাভাগবতের চরণে অপরাধী হইলে কিছু মহাভাগবতত্ব লাভ ঘটিবে না। মহাভাগবতের নিকট গিয়া তাঁহার সেবার ছলনা করিতে গেলে তিনি আমার অন্যায় কার্য্য সমর্থন করিবেন—এইরূপ বিচার মূর্খতা মাত্র। কনিষ্ঠাধিকারী থাকিতে মহাভাগবতাভিমান নিরয়প্রাপক দম্ভমাত্র। নিজে অপক্ক বা সাধকাবস্থায় থাকিয়া পরিপক্ক বা সিদ্ধের অভিমান করিতে হইবে না। সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না। সাধনভক্ত্যবস্থায় চিত্তদর্পণ-মার্জ্জনাদি কার্য্য করিতে হয়। কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চন পরিত্যাগ করিতে হইবে না। কনিষ্ঠাধিকারের লক্ষণ—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" যাঁহারা সেবাগত প্রাণ, তাঁহাদের বিধিভক্তি একান্ত দরকার। নবধা ভক্তি—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"।

শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রয় পূর্ব্বক বৈধভক্তির যাজন আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব জানাইয়া দেন যে, সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না এবং ভাবভক্তি না হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। "বৈধভক্ত্যধিকারিস্ত ভাবাবির্ভাবনাবধি।" বিধিভক্তি বা সেবা-প্রগতির প্রথমাঙ্কের কথা, তাহাতে অবজ্ঞা করিলে গুরুপদাশ্রয় হয় না। গুর্ব্ববজ্ঞার ফলে অনর্থের হাত হইতে কাহারও

নিস্তার নাই। ক্ষুদ্রজীব নিজের সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির বাহাদুরী দেখাইয়া যতই ঊর্দ্ধে উঠুক না কেন, গুর্ব্ববজ্ঞান করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ভাগবত বলেন "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" যাহাদের ভগবানের সেবায় স্বাভাবিক রুচি, তাহাদের বৈধীভক্তির কঠোরতার আবশ্যক হয় না। ভগবত্তত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে একমাত্র সদ্‌গুরুর পাদপদ্মই অবলম্বনীয়।

যে কাল পর্য্যন্ত না শ্রীগুরুদেবের শাসন কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করি এবং গুরুদেবের প্রদর্শিত সাধনপথ অনুসরণ করি, সেই কাল পর্য্যন্ত পরম মঙ্গল-লাভের পথে চলাই সুরু হইল না। শ্রীগুরুপূজার প্রণালী আমরা গুরুপাদপদ্ম হইতে লাভ করি। বৈধীভক্তি ও গুরুবৈষ্ণবানুগত্য পরিত্যাগ করিলে কোনও কালে বাস্তব সত্ত্বের অনুসন্ধান লাভ হয় না এবং বদ্ধভূমিকা হইতে উন্নত প্রদেশে অভিযানের আগ্রহও হয় না। ভক্তিকে অক্ষের তর্পণে নিযুক্ত করিলে বিচার হইবে যে, অক্ষজ-পদার্থ মাত্রই আমার ভোগ্য। কিন্তু বস্তুতঃ বিশ্ব ভগবানের ভোগ্য। এই বিশ্ব জীব-ভোগ্য—ইহাই জড়ভোগবাদ বা কর্ম্মকাণ্ড; জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি সকলই বিশ্বদর্শনের অন্তর্গত ও অক্ষজ বিচার। অধোক্ষজ ভগবানের সেবাই জীবের পরমার্থ। ভগবদ্-ভোগ্য বস্তুকে স্বীয় ভোগ্য জ্ঞান করিলে অনর্থ উপস্থিত হয়। জড়বস্তুই সকলের মূল—ইহা অভক্তের চিন্তাস্রোত। গুরুকৃপা না হইলে বস্তু দর্শন হয় না। জীব বদ্ধাবস্থায় কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইলেও ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কিছুই করিতে পারে না। ভগবানের জীব-নিয়ন্তৃত্বের কথা উপনিষদে রহিয়াছে। সামবেদীয় কেনোপনিষদে মনোবুদ্ধি প্রভৃতির ভগবদধীনত্ব এইরূপ কথিত আছে—"কেনেষিতং মনঃ" অর্থাৎ মনোবুদ্ধি প্রভৃতি কাঁহার দ্বারা চালিত হয়?

"অহং ব্রহ্মাস্মি", "সোঽহং", "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের জীবব্রহ্মৈক্য বিচার বিবর্ত্তবাদের বিচার। শ্রীমদ্ভাগবতে বিবর্ত্তবিচার এইরূপ—"তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ"। দেহে আত্মবুদ্ধিই বিবর্ত্তবাদের স্থান। সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সহিত সমান মনে করাই বিবর্ত্তবাদ। we are not to err God with phenomena. মৃত আত্মারাম সরকার একজন প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক ছিলেন। জড়মন্ত্রশক্তিদ্বারা তাঁহার ন্যায় ঐন্দ্রজালিকেরাও একবস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম উৎপাদন করিত। জড়-মন্ত্রশক্তির যদি এত কার্য্যকারিতা হয়, তাহা হইলে ভগবানের মন্ত্রের ফল ফলিবে না কেন? কৃষ্ণনাম মন্ত্রের উপাসনার ফল ফলিবেই।

সিদ্ধের ভূমিকায় আরোহণের ভানে সাধন পরিত্যাগ করা পাষণ্ডতা ও গুরুদ্রোহী ব্যতীত কিছুই নহে। 'সৎ-পথের বিপরীত দিকে গমন করিলে বেশী কাম বা সুখলাভ হইবে, আমি গুরু বৈষ্ণব হইতেও বেশী বুঝি, গুরু বৈষ্ণব আমার বুদ্ধি ও পরামর্শ না লইয়া একপাও চলেন না, আমি নরকে যাইয়া সুবিধা করিয়া লইব এবং আমার গোঁড়ামি বজায় রাখিব"—এই বিচারে বিধি বা সাধন পথটাকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরমহংসের অধিকার-লাভ হইয়াছে

মনে করা—পাষণ্ডতা মাত্র। শ্রৌত-বাণীর কীর্ত্তন না হইলে স্মরণ হয় না। বদ্ধজীব অস্থির, চঞ্চল জড়মনের দ্বারা কৃষ্ণের বা নারায়ণের পাদপদ্ম ধ্যান বা স্মরণ করিতে যাইয়া শুকপক্ষীর ঠোঁট চিন্তা করে। আবার পাখীর কথা মনে পড়িলে পাখীর মরণাস্ত্র বন্দুকের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণচিন্তা করিতে যাইয়া জড়ের ধ্যান করিয়া বসিলে কৃষ্ণসেবাবাধা প্রাপ্ত হইল। এদিকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধন স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায় মনে করিয়া সুসার" অর্থাৎ জড়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে অপ্রাকৃত সেব্যবস্তুর কীর্ত্তনের সঙ্গে স্মরণ কর। পূর্ণ-বৈধমার্গে থাকিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তা করা দরকার। মহাপ্রভু কোনপ্রকার অবৈধকার্য্যের প্রশ্রয় দেন না। একদা শ্রীক্ষেত্রে গুর্জ্জর রাগিনীতে শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু ভাবাবেশে বাহ্যস্মৃতিরহিত হইয়া ধাবিত হইলে গোবিন্দ—'স্ত্রী-গীত' বলিয়া বাধা প্রদান করিলে, মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—"প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন। স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥" (চৈঃ চঃ)। বিধিভক্তি উল্লঙ্ঘন করিলে অকালপক্ক সাধকের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অনুকরণে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িতে হইবে। মহাপ্রভু সেইজন্যই সন্ন্যাসলীলার বৈধভক্তির নিয়ম অটুটভাবে পালন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বহুলীলা ঐপ্রকার জানিতে হইবে।

দুর্ব্বলতাবশতঃ পাপাচরণকারীর বরং নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু যাহারা জ্ঞাতসারে পাপ করে, তাহারা অত্যন্ত পাষণ্ড। স্ত্রীলোক মাত্রেই নিন্দনীয়া নহেন। নারীদেহ বা নারীর আকার মাত্রকেই ভোগ্য যোষিৎ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না। শিখিমাহাতির ভগিনী মাধবীদেবী পরমা বৈষ্ণবী ছিলেন। তাঁহাকে প্রাকৃত স্ত্রীবুদ্ধি করিলে অপরাধ। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রাকৃত পুরুষাভিমানরহিত ছিলেন বলিয়া যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শে তাঁহার বিকার উপস্থিত হইত না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ বদ্ধজীব তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া মৃত্যুই বরণ করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তর্য্যামি-সূত্রে ছোট হরিদাসের আচার ব্যবহার জানিতে পারিলেন। যে মনে মনে বা গোপনে পাপ করে, সে মিথ্যাচারী। নিজের দুর্ব্বলতার দরুণ পাপ করিলে তাহাকে excuse করা যায়, কিন্তু জানিয়া শুনিয়া পাপ করিলে excuse করতে' উচিত নয়ই, অধিকন্তু Copital Punishment হওয়া উচিত।

বৃন্দাবনে চিড়িয়াকুঞ্জে বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে এক ব্রাহ্মণ যুবক 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'ও 'উজ্জ্বলনীল-মণি' পড়িত। একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব তাহাকে প্রত্যেক দুইদিন অন্তর একদিন উপবাসান্তে 'উজ্জ্বলনীল-মণি' পড়িতে উপদেশ দেন। সে তাহা শুনিল না; এবং প্রত্যহ সেবার ছলনায় শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে আরতি-দর্শনের ছলনায় যুবতী-স্ত্রীলোক দেখিত। গুরুদেব তাহা বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দ মন্দিরে যাইতে নিষেধ করিলেন। সে তাহা না শুনায় বৈষ্ণবদিগের ত্যাজ্য হইয়াছিল। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের কপট শিষ্যনামধারীগুলিও এরূপভাবে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অধঃপতিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে ছোট হরিদাসের অনুকরণকারীরা হয় মায়াবাদী, না হয় অধঃপতিত। অপরাধযুক্ত অবস্থায় জড়জিহ্বায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না। 'প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণং অন্তঃকরণশুদ্ধার্থ-

পেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদ্‌হৃদয়যোগ্যতা ভবতি।" (ভঃ সঃ ও ক্রম সঃ টীকা)। শ্রবণ কীর্ত্তন বাদ দিয়া নিজেই গুরু হইব, সাধন-পথটা ছাড়িয়া দিয়া সিদ্ধের ন্যায় আচরণ করিব— এ সকল পাষণ্ডতা মাত্র। অপসাম্প্রদায়িকগণ শ্রীক্ষেত্রে হরিবাসরে একাদশীর দিনে জগন্নাথদেবের প্রসাদের নামে বেশী করিয়া অন্ন গ্রহণ করে। হরিবাসর পালন, ধাম-পরিক্রমণ ও সংখ্যা-নাম কীর্ত্তন অবশ্যই করিতে হইবে। আমরা সাধনরাজ্যের যত উচ্চ স্তরেই উঠি না কেন, কোন অবস্থাতেই ঐ সকল ভক্ত্যঙ্গ ছাড়িতে হইবে না। 'মালা জপে শালা, মনমে জপে ভাই"-প্রভৃতি নরকযাত্রী কপট ভণ্ড ব্যক্তিগণেরই উক্তি।

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো বসেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি। (মনু সং ২। ২১৫)। মাতৃশব্দে বিমাতাকেও বুঝাইতে পারে। মহামহা-অধিকারী হইলেও কখনও নির্জ্জনে কোনও স্ত্রীলোকের সহিত-অষ্টাঙ্গ মৈথুনের কোন একটিও করিবেন না। ইহাতে ভাগবত-পরমহংসকুলশিরোমণি শ্রীল রায় রামানন্দেরই একমাত্র অধিকার আছে। মহাপ্রভুর পথ পরিত্যাগ করিয়া তের প্রকার ব্যভিচারী অপসম্প্রদায় হইয়াছে। শ্রীল তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজ উহাদের তালিকা দিয়াছেন। তিনি পশ্চিমদেশীয় লোক ছিলেন। বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপে (কুলিয়ায়) তাঁহার বড় আখড়া আছে। তাঁহার তীব্র শাসন ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, নবদ্বীপে বসিয়া কেহ যেন ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার না করে। তিনি বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

শ্রীধামে যেন কোন প্রকার আত্মদ্রোহিতা না ঢুকিতে পারে। পরহিংসাই আত্মদ্রোহিতা। ধামে যেন কোন ভোগিলোকের বাস না হয়। কেবল হরিভজনকারী সদ্‌গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহদের স্থান এই অন্তর্দ্বীপে হইবে, অন্য কোন বহির্ম্মুখদের স্থান হইবে না। এইটি, অন্তর্দ্বীপটি ব্রহ্মার আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র। ব্রহ্মার হৃদয়েই বেদবাণী প্রকাশিত হইয়াছিল। ছোট হরিদাসের প্রকৃতির লোক এখানে থাকিতে পারিবে না। তাহাদের স্থান ধামে নহে, গ্রামে। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চলিতে থাকিলে ভগবদবতার বা ভক্তগণ তাহা রোধ করেন ছোট হরিদাসেরও দেহত্যাগের পরে মঙ্গল হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অনুকরণকারীদের ত্রিবেণীর জলে নিমজ্জন হইতে আর কখনও উঠিতে হইবে না। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ ষড়্‌গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং তথায় থাকিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে ব্রজের দ্বাদশবনে বাস করিয়া কৃষ্ণলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিতেন। নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপের প্রতি দ্বীপে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি যাজন চলচ্চক্রের ন্যায় নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণপদারবিন্দের অবিস্মৃতির উদয় হইবে। নদীয়াপ্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দরের বার্ত্তাপ্রচারকারী 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' প্রত্যহই এই সকল কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাহাতে প্রকাশিত প্রকৃতিজন-পাঠ্য অংশ পাঠ করিলেও ব্যতিরেকভাবে জীবের কিছু সুকৃতির উদয় হয়। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-বিমুখতা-ক্রমে অপসম্প্রদায়ভুক্তগণ শ্রীধামের প্রচারে বাধা

প্রদান করিয়া বড় আস্থায় কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিতেছে। উহাদের একমাত্র কার্য্যই - বৈষ্ণবের সঙ্গে অবৈষ্ণবের তুলনা করা এবং উহাদের মধ্যে প্রভেদ না দেখা। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কোন ভাল লোককে তাহাদের দলে না পাইয়া বিষয়ী ধনীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের আশ্রয়দাতা ধনীসম্প্রদায়ও একে একে কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। অপসম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিরা নবদ্বীপ-মায়াপুর ও বৃন্দাবনের প্রচারে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য উপস্থিত করিয়াছে ও করিতেছে।

'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' - বাণী অনুসারে পুরুষোত্তমধাম হইতে পুরুষোত্তমের কথা বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। এই শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ সকলের আত্ম-নিবেদন ক্ষেত্র। এস্থানটি মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও অভিন্ন-মথুরাপুরী। আমাদের মহাপ্রভু কাঙ্গালের ঠাকুর। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরম নিরপেক্ষ ও পরমনিষ্কিঞ্চনের সর্ব্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। তিনি কোনও ধনী ব্যক্তির তোষামোদকারী ছিলেন না। তাঁহার সেবকসূত্রে আমিও বিশেষ কাঙ্গাল। ভগবদ্ভক্তগণ কখনও ধনীর দ্বারে বিষয় সংগ্রহের জন্য কাঙ্গাল হন না। নামাপরাধীর শিষ্যেরা ব্যভিচারী অপরাধী হইয়া যাইবে। তাহারা বৈষ্ণবের সহিত বিদ্বেষ করিয়া সর্প, শৃগাল ও শূকর যোনি লাভ করিবে। কলিকাতায় ও সহর নবদ্বীপে অনেক মিছাভক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত—ইহারা দুঃসঙ্গ। ইহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলিলে আদৌ পরচর্চ্চা হয় না। যাঁহারা পরমার্থী, তাঁহারা 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রত্যহ পড়িবেন ও আলোচনা করিবেন। প্রাকৃত সহজিয়াদের সহিত বিষয়গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদির আদান প্রদান করিলে হরিভজন খর্ব্ব হইবে। তোতাপাখীর বুলির মত হরিনামাক্ষর উচ্চারণ করিলে বহুজন্মেও কোন সুবিধা হইবে না। যাহারা আচার্য্যকে বরণ করিবে না, তাহারা চিরতরে অমঙ্গলের গর্ত্তে পড়িয়া যাইবে। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণীয়। যোষিৎসঙ্গীর কোন কথা শুনিতে হইবে না। যোষিৎসঙ্গী ও অভক্তের কোনও সদ্গুণ থাকিতে পারে না। যাবতীয় সদ্গুণ হরিভক্তকেই আশ্রয় করে।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

যাঁহারা সচ্চিদানন্দ ভগবান্ অধোক্ষজের কথা স্বীকার বা শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন না, তাহাদের মঙ্গল হইবে না। মৎসরতার দ্বারা হরিসেবা হয় না। জগতে তথাকথিত পরোপকারী ব্যক্তির কার্য্য ও প্রশংসনীয় নহে। তাহাদের দয়া—'গরু মেরে জুতা দান'। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কোন-প্রকার সিদ্ধান্ত বিরোধ ও অমঙ্গল হয় না। অভক্ত অসৎ বলিয়া হরিভক্তির ও হরিভক্তের বিদ্বেষী। অভক্ত পরমার্থী নহে, সে প্রাকৃত অর্থী। অভক্ত স্মার্ত্ত নানা দেবদেবীর পূজা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ফল আদায় করে। পঞ্চোপাসক পাষণ্ডী হিন্দু কাজীর নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত। মহাত্মা চাঁদকাজী তাঁহার বংশধরগণকে হরিসঙ্কীর্ত্তনে বাধা-প্রদানে নিষেধাজ্ঞা দান করিয়া

গিয়াছেন। অনর্থ থাকিতে—নাম ও নামীতে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ এক কথায় নামাপরাধ থাকিতে হরিভজন হইবে না। বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী। শ্রীমদ্ভাগবতবাণী নির্ভীক-ভাবে কীর্ত্তন করিলে ভারতের বহুলোক বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। হরিভক্তির কথাই আমাদের আলোচ্য ও প্রচার্য্য। হরিভক্তি ব্যতীত পঞ্চোপাসনার কথায় লোক 'পাষণ্ডী হিন্দু' হইয়া পড়িতেছে। হরিভক্তির কথা প্রবল হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইবে। নবদ্বীপবাসী বা ধামবাসী সকলেই হরিকথা আলোচনা ও প্রচার করুন। বহির্ম্মুখ দেবতা, মানুষ, পশু ও পক্ষী, কেহই হরিভজন করে না। নাস্তিক ভোগীদিগের বিচার—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" অর্থীরা কৃষ্ণ ভজন করে না। পরমার্থীরাই হরিভজন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যেক ভক্তকে প্রচারক-রূপে turn করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ও সকলে মিলিয়া হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু বহির্ম্মুখবংশবৃদ্ধি করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশে আসেন নাই। মহাপ্রভু কিরূপ সুন্দর প্রচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন! পশ্চিমদেশে শ্রীরূপ-সনাতনকে, বঙ্গদেশে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পাঠাইয়াছিলেন শ্রীহরিনাম-প্রেম প্রদান করিবার জন্য। তিনি নিজে দক্ষিণদেশের গৃহে গৃহে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বর্গকামী নিশ্চয়ই অভক্ত। যাহারা শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দরূপ চন্দ্রসূর্য্যের আলোক সহ্য করিতে পারে না, তাহারা উলূক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। যাহারা হরিভজনে বাধা দিবে, তাহারা ক্রমশঃ অধঃপতিত হইবে। অভক্তেরা পাষণ্ডিতাকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে। যাহারা গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে বাধা দিবে, তাহাদের ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। যিনি ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণব, তিনি প্রকৃত দয়ালু; বাদবাকী সকলই নির্দ্দয় বা নিষ্ঠুর। আপনারা কি ধামবাসী, কি ধামপ্রবাসী—সকলেই শ্রীমায়াপুর-শশধর, সীমন্তবিজয়, গোদ্রুমবিহারী, মধ্যমদ্বীপলীলাশ্রয়, কোলদ্বীপপতি, ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর, জহ্নুদ্বীপ-মোদদ্রুমদ্বীপ-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচুরভাবে আলোচনা করুন। নৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। নবদ্বীপে নয় প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-যাজনকারী নিত্য-সেবকগণের আনুগত্যে নববিধা ভক্তির যাজন করুন। এই অন্তর্দ্বীপ বলিমহারাজের আত্মনিবেদনক্ষেত্র এবং ব্রহ্মার দিব্যজ্ঞান-লাভের স্থান। শ্রীচৈতন্যদেব এই মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া নববিধা ভক্তির কথা বলিয়াছিলেন। কেবলমাত্র হরিকথার শ্রবণ কীর্ত্তনা-লোচনাতেই জীবমাত্রেরই নিত্যমঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডিগণ সর্ব্বক্ষণ আত্ম-নিবেদন করিয়া হরিকীর্ত্তন করেন। তাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় বা স্বজনাখ্যদস্যুর সহিত কথায় ব্যস্ত থাকেন না। নববিধা ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনের সাহায্যেই অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ-অনুষ্ঠেয়। তাঁহাদের কার্য্য সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন। অনর্থনিবৃত্তি হইলে শ্রীনামের মাধুর্য্যাস্বাদন হয়। কীর্ত্তনপ্রভাবেই স্মরণের উদয় হয়। "হে হরে মাধুর্য্যগুণে হরি'লবে নেত্রমনে, মোহন মূরতি দরশাই" ইত্যাদি বিচার স্বয়ংস্ফূর্ত্তী হয়। বদ্ধাবস্থায় সিদ্ধের অনুকরণ করিতে নাই। আগে সাধন হউক—আগে কাঁচা চাউল সিদ্ধ হউক, তত্ত্বজ্ঞানাভাব দূর হউক, ক্রিয়াদক্ষের বাহাদুরীর

পরমভাব (অহঙ্কার) চলিয়া যাউক, তারপর সিদ্ধ অন্নই (নির্ম্মল আত্মাই) কৃষ্ণসেবায় আপনা হইতেই উপায়ন হইবে।

নৈতৎ সমাচারেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥ রুদ্র না হইয়া বিষ পান করিলে যেরূপ আত্মবিনাশ হয়, তদ্রূপ বদ্ধ ও অনধিকারী অবস্থায় মুক্ত ভাগবত পরমহংসগণের আলোচ্য রাসলীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। আবার উচ্চস্তরে অর্থাৎ মুক্ত-ভূমিকায় অবস্থিত হইয়াও যদি রাসলীলা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সর্ব্বনাশ অর্থাৎ বদ্ধ বা অনর্থযুক্ত-অবস্থায় বিচ্যুতিলাভ হইবে। এখন আমি যদি দণ্ড বা বেষমাত্র গ্রহণ করিয়া নিজেকে গুরু বা নমস্য মনে করি, তাহা হইলে আমি অভক্ত মায়াবাদী হইয়া পড়িলাম। মায়াবাদীদের বিচার "দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।" অনর্থমুক্ত হইয়া রাধাকৃষ্ণেরই গীতি কীর্ত্তন করিতে হইবে। বাস্তবগুরু অন্যকে শিষ্যজ্ঞান করেন না। শিষ্যকে গুরু করিতে না পারিলে সুবিধা হয় না। নিজেই নিজের মনে 'গুরু গুরু' করিলে অর্থাৎ 'হামবড়া'ভাব পোষণ করিলে গুড়্গুড়ে-নদীতেই স্নান হইবে। কিন্তু গঙ্গাস্নান হইবে না। অর্থাৎ অন্তরের মলিনতা বা অনর্থের নিবৃত্তি হইবে না। লঘু ব্যক্তি হরিভজনরহিত হইয়া নিজেকে গুরু বলিয়া জাহির করিতে গিয়া বলে—'আমি গুরু, অতএব আমায় নমস্কুরু'। অর্দ্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নানাদি ভক্তের নিকট তুচ্ছ। রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে ব্রহ্মার অনুকরণে জীব বংশবৃদ্ধি করে; আবার জীবের বহির্ম্মুখতা বেশী পরিমানে বৃদ্ধি হইলে শিব তাহাদিগকে তমোগুণাচ্ছন্ন জানিয়া সংহার বা নির্ব্বিশেষগতি প্রদান করেন। শিবের কার্য্য মঙ্গলময় কাজেই তিনি বিনাশকার্য্য-দ্বারা ভগবদ্বিমুখতা বা গুর্ব্বজ্ঞারূপ অপরাধ অধিকপরিমাণে বাড়িবার সুযোগ প্রদান করেন না। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি থাকিলে গুরুপদাশ্রয় হয় না। কিন্তু শাস্ত্র তারস্বরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"আদৌ গুরুপদাশ্রয়স্ততঃ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষনম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥" বর্ত্তমান সময়ে আমরা গুরুর কার্য্য অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি পন্থার ও মিছাভক্তির অকর্ম্মণ্যতা শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করিতে বসিয়াছি। অতএব সর্ব্বপ্রকারে Devotional truth এর অনুসন্ধান হউক।

(গৌঃ ১৫।৫৫।৬৬৩৪।৬৭২৪)

গুরুকৃষ্ণ কৃপালাভ—ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে.....কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ"॥ কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল-নিদান। কৃষ্ণের পদ - পূর্ণ কৃষ্ণ, পরিপূর্ণ-রসপরাকাষ্ঠার কল্পবৃক্ষ বাহিরের ব্রহ্মাণ্ড—এই জগৎ ততদূর, যতদূর পর্য্যন্ত মানবের ধারণা, প্রাণীর ধারণা যায়;— যেমন ডিম্বের ভিতরের দিক্‌টা উহার বাহিরের কথা নয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টির চারিদিকে যেন একটা প্রাচীর দেওয়া আছে। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশটা স্তর আছে। যাঁ'রা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছেন তাঁ'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন— এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটী স্তর যথা—ভূ, ভুবঃ স্বঃ, মহঃ জনঃ, তপঃ ও সত্য; অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল।

নীচে সাতটা, মাঝে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং উর্দ্ধে পাঁচটা লোক। আমরা এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যাতায়াত করি। সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ও স্বর্গ—এই পাঁচটী লোকে সূক্ষ্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর-মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটী উর্দ্ধলোকে এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম ব্যাপার-সমূহ অবস্থিত। ভূলোকে স্থূল ব্যাপার। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। আমরা যখন স্থূলটাকে ছেড়ে দিই - নির্ম্মলতা লাভ করি, তখন উর্দ্ধলোকে বিচরণ করি। যখন স্থূল প্রার্থী হই, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম-জড়িত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করি। 'আমি'র উপরের আবরণ সূক্ষ্মশরীর—অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে রূপ-রস ইত্যাদি গ্রহণ করে। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ।

কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় শরীর সহ অবস্থান-কালে এইরূপ ভ্রাম্যমাণ হ'ন, উহাই 'ভবঘুরে' অবস্থা—যাতায়াত—নাগরদোলায় উঠা-নামার মত কখনও সংকর্ম্ম-বশে উর্দ্ধলোকে গমন, কখনও অসৎকর্ম্ম-ফলে নিম্নলোকে আগমন। উর্দ্ধলোকে উঠ্‌লেই নিম্নলোকে আস্‌তে হ'বে, নিম্নলোক হ'তে আবার উর্দ্ধলোকে উঠ্‌তে হ'বে পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্য। পুণ্য কর্‌লেই পাপ কর্‌বার জন্য প্রবৃত্তি হ'বে, পাপ কর্‌লেই পুনরায় পুণ্য কর্‌বার জন্য প্রবৃত্তি হ'বে—এইরূপ ঘুরপাক। যখন আমরা সন্ন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন সত্য, জন, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন। জীবাত্মা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত্ত হওয়ার পর কখনও স্থূল আবরণ-দ্বারা নিম্নলোকে আসেন। আবার তপস্যাদি প্রভাবে স্থূলদেহ ত্যাগ ক'রে সূক্ষ্মদেহে পুনরায় উর্দ্ধগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থান-কালেও চিন্তাদ্বারা উর্দ্ধলোকে গমন কর্‌তে পারি। কিন্তু গীতা তা' কর্‌তে নিষেধ ক'রেছেন,—
"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে॥"
তা'তে মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটে। বহির্জ্জগতের স্থূল ও স্থূল হ'তে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করায় অমঙ্গল ঘটে। একমাত্র ভগবদুপাসনা আবশ্যক। ভগবান্ স্থূল সূক্ষ্মের অতীত। কিছুতে তাঁ'র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁ'র সেবা-দ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়।

এই চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণের আমাদের যোগ্যতা আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যে-যে খোলসে যে-যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হয়। বাসনা-নির্ম্মুক্ত হওয়ার অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হ'য়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হ'ন। কালক্ষোভ্য অবস্থা অবলম্বনে জীবসকল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেন। দেবতাই হউন, মনুষ্যই হউন—এই যাবতীয় অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর। গুরুর অনুগ্রহবশে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হ'লে অস্মিতায় ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপা কর্‌ছেন, আর একজন বঞ্চনা ক'রে কৃপা গ্রহণ

কর্ছেন না—এরূপ নয়। প্রসাদ—যা' প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ কি পাই? ভৃত্য হ'য়ে প্রভুকে সেবা করা 'ভক্তি'। পরে সেবা-কার্য্যে মক্তি-গতি হ'বে, তা'র বীজ ভক্তি বা সেবালতার বীজ। জ্ঞান-কর্ম্মবৃক্ষের বীজও নানারকমের আছে। উহারাও বিস্তারশীল। সদ্‌গুরু বা কৃষ্ণের কৃপা-বঞ্চিত ব্যক্তির ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ বা আত্মবিনাশের জন্য ঐ সকল আপাত প্রেয়ঃ বিষ-বৃক্ষের বীজ লাভ হয়। কর্ম্মের ভোগ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগ-প্রবৃত্তিতে নিজের সুখ-তাৎপর্য্য আছে; কিন্তু সেবাবৃত্তি নাই।

"আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই "মালী হওয়া"। মালী যেমন বৃক্ষের সেবা করে—বীজ থেকে আরম্ভ ক'রে গাছ বড় হওয়া পর্য্যন্ত—তা'র পরেও ফল-বিতরণ, ফলাস্বাদন মালীর কার্য্য, তদ্রূপ যিনি সেবন-ধর্ম্মের মালী হ'ন, তিনি বৃক্ষের বীজ-লাভ করার সময় থেকে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল-সেচন কর্‌তে থাকেন, সযত্নে অঙ্কুরকে রক্ষা করেন, বৃক্ষ বড় হ'লেও সেচন-কার্য্য পরিত্যাগ করেন না—সেবন-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না—ফলাস্বাদন, ফল-বিতরণরূপে সেবন-কার্য্য কর্‌তে থাকেন—নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন। আমরা কি সেবা কর্‌ব? ভক্তিলতার বীজ—যা' গুরুর নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'লাম—যা' কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা বশতঃ নিজে সেবক-গুরুরূপে কৃষ্ণই প্রদান কর্‌লেন, সেই বীজ পেয়ে আমিও কৃষ্ণ-সেবাই কর্‌ব। ভক্তিলতার বীজ লাভ—গুরুর আদর্শ-সেবকের সেবা দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়, যদি নিষ্কপটে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তখন আমার বিশ্রম্ভ সেবাবৃত্তির উদয় হয়।

কৃষ্ণসেবাবৃত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে উদিত হয়—ভক্তপ্রসাদজ, কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনা-ভিনিবেশজ। তাঁহার ভক্তকে সেবা করা'বার জন্য ভগবান্ নিজ প্রেষ্ঠের দ্বারা সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবিশেষকে সেবার অধিকার দিবেন। যদি গুরু বলেন,—আমি সেবা গ্রহণ কর্‌ব না, তা' হ'লে শিষ্যের সেবা লাভ হ'বে না। গুরু বলেন,—"যে-জিনিষটির আমি সেবা কর্‌ছি, তুমি সেই জিনিষটির সেবা কর। ভোগী-ত্যাগী হ'য়ে তা' হ'তে তফাৎ হ'য়ো না। সেই সুযোগ আমি তোমাকে দোবো।" "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।" ভগবানের সেবার উপকরণ আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হ'লে সেই উপকরণের সেবা, উপকরণের দ্বারা সেবা সম্ভব হয়। যাঁ'র নিকট হইতে সেবা শিক্ষা করি, তিনি যে-রকম সেবা কর্‌ছেন, সেইরূপ কর্‌লে সেবা হয়। তাঁ'র ফুলগুলো যদি তুলে এনে দি', সর্ব্বতোভাবে তাঁ'কে সাহায্য করি, তা' হ'লে আমিও সেবক-শ্রেণীর মধ্যে এসে গেলাম। তখন আমার গুরুদেব ও তাঁ'র বন্ধু-সাধুগণ আমার সেব্য, এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ কর্‌লে তাঁ'র শতকরা শত পরিমাণ অপ্রতিহত সেবাধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুভাবে দেখ্‌বার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা কর্‌তে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁ'র বন্ধুবর্গ বহির্জ্জগতের বস্তু ন'ন। আমি মূর্খ যে, যে-ভাষায় বল্লে আমার

মূর্খতা যায়, তাঁ'রা সেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন—আমাদিগের অন্তরে সাধুবৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধুগণের বৃত্তি Batteryর action এর মতন। উহা অসদ্ বস্তুকে Repel ও সদ্বস্তুকে attract করে। সাধুদিগের সঙ্গ-দ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্বস্তু ত্যাগ ও সদ্বস্তু গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না। যাঁ'রা অসাধু, তাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ অন্যান্য পরামর্শ প্রদান করেন—অন্যান্য কথাবার্ত্তা বলেন। সাধুর মুখে যখন অসদ্বস্তু ত্যাগ ও সদ্বস্তু গ্রহণের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়, তখন তাঁ'র তাৎপর্য্য অনুসন্ধান কর্‌তে হয়। সাধু-গুরু পৃথিবীতে সাজান আছে। সেবাপথে কিছুদূর অগ্রসর হ'লে তা' বুঝ্‌তে পারা যায়। তৎপূর্ব্বে অসাধুসঙ্গ হ'য়ে যায়। তদ্দ্বারা আমার ভজনে ব্যাঘাত হয়,—"জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥" গাধা যেমন জিনিষ ব'য়ে ব'য়ে মরে, কুবিষয়ের পিপাসায়ও জগতের লোক তেমন গাধার মতন সংসারের বোঝা বহন করে, কখনও বৃথা ত্যাগ-তপস্যা করে। ঐরূপ কৃষ্ণভজনহীন ত্যাগ-তপস্যাও—গাধার মতন বোঝা বহন করা। এই সকল ভজনের বাধা উপস্থিত হ'লে আমরা আত্মঘাতী হই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-বলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ'লে সুবিধা হয়।

গু -মুখ হ'তে—সাধুগণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। তাঁ'দের নির্দেশ মত পাঠাদি কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। নতুবা বিপথগামী হ'য়ে কখনও সৎকর্ম্মের গাধা হ'য়ে যাই—প্রচুর পরিমাণে নীতিবাদী হ'বার যত্ন করি—আইন-কানুন বাঁচিয়ে চলি আবার কখনও নির্ব্বিশেষ ভাব গ্রহণ ক'রে অলসতা সাধন করি। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাবে এইরূপ দুর্গতি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুতি হ'লে এরূপ অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন—জল ; সেচনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য। আর পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। ভক্তিলতাকে সযত্নে পালন কর্‌তে হ'বে। সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা কর্‌ব—এই বুদ্ধি হ'তে বিচ্যুত হওয়ায় যত অমঙ্গল আস্‌ছে। সাধু-গুরুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। তাঁ'রা কৃপা ক'রে আমাদের কত সেবার সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের আদর্শ চরিত্র দেখিয়ে—আদর্শ চরিত্র বর্ণন ক'রে তাঁ'রা আমাদের কত মঙ্গল-বিধান করেন। তাঁ'দের বর্ণন-সমূহ অনুভব করবার বুদ্ধি যদি হয়, তা' হ'লে কত সুবিধা। "আমি নিজে পড়্‌ছি"—এটা দুর্ব্বুদ্ধি। "আমার পড়া অন্য লোক শুনুক্"—এটা শ্রুত বাক্যের কীর্ত্তন হ'ল না। "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" বৈষ্ণবের নিকট হ'তে ভাগবত শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। 'আমি ভাগবত পড়্‌ছি'—গৌড়ীয় মঠের অনুগত ব্যক্তি এরূপ কখনও বলেন না। তাঁহারা বলেন,—আমরা নিজের কোন কথা প্রচার করব না। পূর্ব্বগুরুগণ যা' ব'লেছেন, একমাত্র তা'ই প্রচার কর্‌ব।" "আমরা বেশী বোঝা'তে পারি, পূর্ব্বগুরুবর্গ বোঝা'তে পারেন নাই, তাঁ'দের কথা মনুষ্যজাতি বুঝ্‌তে শুন্‌তে পারে না"—ইহা দুর্ব্বুদ্ধি, নিজে না বুঝ্‌তে পারা। গৌড়ীয় মঠের

কৃত্য—শ্রবণ-কীর্ত্তন—শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ ভক্তিলতা-বীজে নিত্য জল সেচন করা। তাঁ'দের এরূপ বিচার নয় যে, তাঁ'রা বোঝেন, অন্য কেউ বোঝেন না, কিংবা তাঁ'রা সোজা ক'রে অন্যকে বোঝা'তে পারেন—এ-সব দুর্ব্বুদ্ধি তাঁ'দের নাই। জল-সেচন না করলে বীজ শুকিয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। কোন সময় অতিরিক্ত জলে পচে যায়। অনধিকারী যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ জল-সেচন করবার ছলনায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি শ্রবণ (?) বা কীর্ত্তনের (?) বাড়াবাড়ি করেন, তবে ভক্তিলতার বীজটুকু আর অঙ্কুরিত হয় না। পঞ্চম বর্ষের বালিকাকে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি শিক্ষা দিলে তা'র পক্ষে তা' "ইচড়ে-পাকামী"র কাজ হয়, আর উপযুক্ত সময়ে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতির বিষয় স্বতঃই যুবতীর হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি হয়, তখন সে প্রকৃত প্রস্তাবে তা' বুঝ্‌তে পারে। সুষ্ঠ অভিজ্ঞান লাভ আবশ্যক; বিপরীত কথা হ'তে তফাৎ হওয়ার জন্য যত্ন আবশ্যক; নতুবা সাধু-গুরুর কথা ধর্‌তে পার্‌ব না। জয়দেবের কথা বুঝ্‌তে না পেরে বৃথা সময় যা'বে—ম'রে যা'ব। সময়ে যদি কায না করি, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে না। কিন্তু যক্ষ্মারোগীর বনিতাভিলাষের উদাহরণের তাৎপর্য্যে কায কর্‌তে হ'বে না। পরীক্ষিৎ মহারাজের বিচার যেরূপ, সেরূপ বিচার আবশ্যক। (গৌঃ ৯।৭৩৯-৪২)।

শ্রীব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্য :—সম্বিচ্ছক্ত্যধিষ্ঠিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিজ্ঞান-বিগ্রহ 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তির অন্তর্গত জীব-শক্তিতে চেতন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-বিলাসেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন অবস্থিত। মূর্ত্তবেদ ভগবান শব্দাদর্শরূপে অক্ষরাত্মক হইয়া অভিধেয় বেদশাস্ত্ররূপে প্রকটিত। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক বেদশাস্ত্র যে কালে নির্ব্বিশেষ বিচারে স্তব্ধ হইয়া পড়ে, সেইকালে অদ্বয়জ্ঞান সবিশেষ ধর্ম্ম পরিহার করেন। জড়বিশেষকেই যাঁহারা প্রাধান্যে স্থাপিত করেন, তাঁহাদের জড়তা-সিদ্ধিরূপ নির্ব্বিশিষ্ট বিচার তাঁহাদের অস্তিত্ব বিনাশ করে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আধ্যক্ষিকগণের জন্য ঋক্, সাম ও যজুঃ জীবকে কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য-লাভ-বিষয়ে বিবর্ত্ত আনয়ন করে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে গুরু, লঘু প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব না থাকায় তাঁহারা শ্রীবেদব্যাসকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অজ্ঞান-ধর্ম্মের মূল প্রচারক বলিয়া মনে করান। শ্রীমদ্ব্যাসের তাৎপর্য্যজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া সে-সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রকৃতিবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমেশ্বরের সেবারহিত হ'ন এবং আপনাদিগকে 'স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত ব্রহ্ম' বলিয়া মনন করেন, তাঁহাদের সহিত মতবৈষম্য সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রকৃত গুরুদাস্যে অবস্থিত শ্রীমদানন্দতীর্থ শ্রীব্যাসাধস্তনগণের সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই মধ্ব-পারম্পর্য্যে শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতি তীর্থের কথা অথবা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের কথা আমরা সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। যদিও পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদি-দিগের মধ্যে গুরুপূজা বা ব্যাস-পূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ ব্যাস-পূজনে অহমিকার বিচারই প্রবল। শুদ্ধভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাঁহাদিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে

পারে না। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে জ্যৈষ্ঠ-পুর্ণিমা-দিবসে ব্যাসপূজাভিনয়ের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন,—যে মুহূর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জড়ভোগে বিরাম লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্তি হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যসপূজা' কহে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব্বগুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা-তিথিই—যতিধর্ম্ম গ্রহণের প্রশস্তকাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-বাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতেই গুর্ব্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাস-পূজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরু-পূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর 'শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ' বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের শুভানুধ্যায়ী নিয়ামক, পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগরূপে আদিগুরুকে অর্ঘ্যপ্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন—'শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥" পরম কৃপা-পরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা, যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য—নিত্যসেবা-বৈমুখ্যরূপ ব্যাধিমোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্য রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাসপূজার উপায়নাদর্শ।

অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া জীব কৃষ্ণবিমুখ হন। অবতার-বাদ-আশ্রয়েই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। কৃষ্ণোন্মুখ জীবগণই বৈষ্ণব। মন্দভাগ্য বদ্ধজীব অধিরোহ-বাদীকে গুরু বলিয়া স্থাপন করেন। তাহাতে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, কণ্টকাকীর্ণ পথেই চলিতে হয়। তদ্দ্বারা বিষ্ণুভক্তি হইতে অচিরেই বিচ্যুত হইতে হয়। অধিরোহবাদের রুচিক্রমে প্রথম মুখেই শ্রীগুরুদেব ভ্রান্ত; 'আমাকেই গুরুদেবকে দুরস্ত করিতে হইবে'—এই বিচার প্রবল হয়। গুরু তখন বিষম সঙ্কটে পড়েন। ভগবদ্ভক্তিতে অধিরোহবাদের কোন আশঙ্কাই নাই। সেখানে বিষ্ণু বা অবতার-বাদ প্রবল। অধিরোহবাদে গুরু করিবার প্রথা থাকিলেও তাহা অবিদ্যা-জনিত অর্থাৎ সত্য নহে—পরিবর্ত্তনযোগ্য। অধিরোহবাদ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনময়। অধিরোহ-প্রথায় যিনি গুরু হন, তিনি পূর্ব্বগুরুদিগের কথিত সত্যবস্তুকে বিকৃত করেন। গুরু শিষ্য উভয়েই অনিত্য এবং তাঁহাদের উপদেশও অনিত্য। তাঁহাদের সম্বন্ধও অনিত্য। নিত্য সত্য ঐরূপ নহেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে অবিদ্যামুক্ত নিরস্তকুহক সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়াছেন, যাহা ব্রহ্মা দেবর্ষিকে অবিমিশ্রভাবে নিত্যকাল প্রদান করিতেছেন, যাহা নারদ শ্রীব্যাসদেবকে দিয়াছেন, এই ভাবে শ্রীব্যাস যাহা নিত্যকাল শ্রীমধ্বমুনিকে, তিনি শ্রীঈশ্বরপুরী এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রমুখ ঈশ্বর বস্তুতে প্রদান-লীলার অভিনয় করিতেছেন—শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রকৃত গুরুদেব যে নিত্য-সত্যে সর্ব্বদা অবস্থিত, তাঁহার মধ্যে কোন বিবর্ত্ত বা ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা নাই— ইহাই অবরোহ বিচার, ইহা অধিরোহবাদের প্রতিকূল। প্রচারোদ্দেশে অবতারবাদের প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা কিছু প্রচারিত হয়, তাহা কলিজনোচিত। তাহা কখনই শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান নহে। তাহা বিষয়-কথা বা গ্রাম্য-কথা ইহা দৃঢ়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যই আমাদের অবলম্বন। আধ্যক্ষিকবাদীর ব্যাসপূজা অনিত্য প্রাকৃত ও বঞ্চনাময়ী।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার হরিকথা ও আচরণে পূর্ব্বগুরুবর্গের উপদেশাবলী ও আচরণের সামঞ্জস্য রাখিয়া-সকল বিদ্ধ ও দুষ্ট-বিচার সংশোধনপুর্ব্বক এক-জগদ্‌গুরুবাদের গুরুপূজার অসম্পূর্ণতা সুকৌশলে পরিপূর্ণ ও সংস্কৃত করিয়া মহান্ত-জগদ্‌গুরুবাদের অপ্রাকৃত একমাত্র মঙ্গল পন্থা প্রকাশার্থে অভিনবভাবে এই ব্যাসপূজার প্রবর্ত্তন করেন। ইহা ভজনকারীর প্রতি মহামঙ্গল ও অপূর্ব্ব কৃপা-প্রকাশে মহাবৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় সম্পদ

সারগ্রাহী-বৈষ্ণবধর্ম্মই আত্মার নিত্যধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। কালক্রমে এই নিত্যধর্ম্মের নির্ম্মলতা বোধ হইতেছে, তাহা বিষয়নিষ্ঠ নহে, কিন্তু বিচার-নিষ্ঠ। বাস্তবিক নিত্যধর্ম্ম সর্ব্বকালেই সমান অবস্থায় থাকে। যেমন সূর্য্য সর্ব্বকাল সমভাব থাকিলেও দার্শনিকের অবস্থাক্রমে মধ্যাহ্নকালে অধিক উত্তাপদায়ক বলিয়া বোধ হয়। স্বীয় আত্মাকে আদৌ লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব হইতে বিষয় ও বস্ত্বন্তরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি আমি নাই, তবে আর কিছুই নাই; যে-হেতু আমার অভাবে অন্যের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইবে? আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তি দ্বারা স্বীয় অস্তিত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় আত্মার ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতা লক্ষ্য করিতে হয়। স্বীয় আত্মার প্রতি প্রথম দৃষ্টি পাত মাত্রেই কোন বৃহদাত্মার অবস্থান বোধটী আত্মপ্রত্যয় বৃত্তির প্রথম কার্য্য। অনতিবিলম্বেই জড়জগতের উপর দৃষ্টি পাত হইলে অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বস্তু বাস্তবিক তিনটী অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা ও জড়জগৎ। যাঁহারা আত্মার উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা আপনাকে জড়াত্মক বলিয়া সন্দেহ করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় 'জড়ই—নিত্য; জড়গত ধর্ম্মসকল অনুলোম-বিলোম-ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি করে এবং তত্তদবস্থায় ব্যতিক্রমযোগে উৎপন্ন চৈতন্যের অচৈতন্যস্বরূপ জড়ধর্ম্মে পরিণাম হয়';—কারণ তাঁহারা চিৎপ্রবৃত্তি অপেক্ষা জড়প্রবৃত্তির অধিকতর বশীভূত এবং জড়ের প্রতি যত আস্থা, জ্ঞানের প্রতি তাঁহাদের তত আস্থা নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের আশা, ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সকলই

জড়াশ্রিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমাধিস্থ পুরুষদিগের ব্যবহার-সমুদয় তাঁহাদের বিচারে চিত্তবৃত্তির পীড়াস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। কারণ তাঁহারা যুক্তি-বৃত্তির অধীন। কিন্তু যুক্তি কখনই আত্মনিষ্ঠ-বিচারে সমর্থ নয়। তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইলে কোন ক্রমেই কার্য্যে সমর্থ হয় না। জড়জগতের বিষয়-সকল যুক্তিবৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্ম স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত কোন বৃত্তিদ্বারা লক্ষিত হন না। যুক্তি সৎপথ অবলম্বন করিলে আত্মবিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা শীঘ্রই বুঝিতে পারে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ; অতএব স্বপ্রকাশ ও জড়ের প্রকাশক ; কিন্তু জড়জাত যুক্তিবৃত্তি কখনই আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব যুক্তিবাদীদিগের জড়সিদ্ধান্তে বাধ্য না হইয়া আত্মদর্শন-বৃত্তি দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার দর্শন ও বিচার করিতে হইবে এবং আত্মার ও জড়ের মধ্যগত ক্ষণিক যুক্তিযন্ত্রযোগে জড়জগতে তত্ত্ব সংখ্যা করিতে হইবে। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিন নামে উক্ত ত্রিতত্ত্বের বিশেষ বিচার করিয়াছেন। সম্বন্ধ-বিচারে ত্রিতত্ত্বের বিচার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করাই প্রয়োজন। সাংখ্য-লেখক কপিল প্রকৃতির চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন। জড় বা অচিৎ-তত্ত্বের বিচারে কপিলের তত্ত্বসংখ্যা বিচার্য্য। আধুনিক জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক যত্ন সহকারে নবাবিষ্কৃত যন্ত্র-সকল দ্বারা মূল ভূত-সকলের নাম, ধর্ম্ম ও রাসায়নিক প্রবৃত্তি-সকল বিশেষরূপে আবিষ্কার পূর্ব্বক জনগণের প্রাকৃত জ্ঞান সমৃদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। উহারা অর্থরূপে আবিষ্কৃত হইয়া জীবের চরম-গতিরূপ পরমার্থের অনুকূল হইলে বিশেষ আদরনীয়। ফলতঃ সমুদয় আবিষ্কৃত বিষয়ের আদর করিয়াও সাংখ্যের তত্ত্ব-সংখ্যার অনাদর করিতে হয় না। মূল ভূত ৬০ ৬৫ বা ৭০ হউক, সাংখ্য-নির্ণীত ক্ষিতি, জল, তেজ প্রভৃতি স্থূল ভূতের সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব সাংখ্যাচার্য্য যে ভূত, তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এইরূপ প্রাকৃত জগতের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অকর্ম্মণ্য নহে ; বরং সাংখ্যের তত্ত্ব-বিভাগটী বিশেষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্থির করা যায়। বেদান্ত-সংগ্রহরূপ ভগবদ্গীতা-গ্রন্থেও তদ্রূপ তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষিত হয়, যথা,—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ স্থূলভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট প্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতিতে আছে। এই সংখ্যায় তন্মাত্রগুলিকে ভূতসাৎ করা হইয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়-সকলকে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম মায়িক তত্ত্বের সহিত মিলিত করা হইয়াছে। অতএব তত্ত্ব-সংখ্যা-সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্ত প্রকৃতি-বিচারে একমত আছেন।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—ইহারা আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতির তত্ত্ব। এতদ্বিষয়ে ইউরোপের অল্প সংখ্যক পণ্ডিতেরা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে প্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া আত্মাকে তদতীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রায়ই মনকে আত্মার সহিত এক বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বহু বিজ্ঞলোক আত্মাকে মন হইতে ভিন্ন বলিয়া স্থির করেন ; কিন্তু ভাষার দোষে অনেক স্থলে 'আত্মা'-শব্দের পরিবর্ত্তে 'মন'-শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। গীতায়—পূর্ব্বোক্ত অষ্ট বা প্রকৃতির অতিরিক্ত আর একটী পারমেশ্বরী প্রকৃতি বর্ত্তমানা আছে। সে প্রকৃতি - জীব-স্বরূপা, যাহার সহিত এই জড়জগৎ অবস্থিতি করিতেছে।

ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্ত ভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জীব-প্রকৃতি স্বতন্ত্রা।

পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগতে দুইটী বস্তু লক্ষিত হয়,—চিৎ ও অচিৎ, অথবা জীব ও জড়। ইহারা পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির পরিণাম বলিয়া বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এখন জড়সত্তা ও জীবসত্তার মান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। জীব-সত্তা—চৈতন্যময় ও স্বাধীন-ক্রিয়া-বিশিষ্ট। জড়সত্তা—জড়ময় ও চৈতন্যাধীন। বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় নর-সত্তার বিচার করিলে চৈতন্য ও জড়ের বিচার হইবে সন্দেহ নাই; যেহেতু বদ্ধজীব ভগবৎ-স্বেচ্ছাক্রমে জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া লক্ষিত হইতেছেন। সপ্তধাতু-নির্ম্মিত শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, বিষয়-জ্ঞানাধিষ্ঠানরূপ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, অবস্থান-ভাবাত্মক দেশ ও কাল-তত্ত্ব এবং চৈতন্য—এই কয়েকটি ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে নর-সত্তায় লক্ষিত হয়। ভূত ও ভূত-ধর্ম্ম অর্থাৎ তন্মাত্র নির্ম্মিত শরীরটী সম্পূর্ণ ভৌতিক। জড়-ভূত জড়ান্তরের অনুভব করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু নর-সত্তায় শরীরগত স্নায়বীয় প্রণালী ও দেহস্থিত চক্ষু-কর্ণাদি বিচিত্র যন্ত্রে কোন প্রকার চিদধিষ্ঠানরূপ অবস্থা লক্ষিত হয়, তাহার নাম ইন্দ্রিয়—যদ্দ্বারা ভৌতিক-বিষয়-জ্ঞান ভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত-প্রকাশক কোন আন্তরিক যন্ত্রের সহিত যুক্ত হয়। ঐ বস্তুকে আমরা 'মন' বলি। ঐ মনের চিত্তবৃত্তিক্রমে **বিষয়-জ্ঞান অনুভূত হইয়া স্মৃতি-বৃত্তিক্রমে** সংরক্ষিত হয়। কল্পনা-বৃত্তিদ্বারা বিষয়-জ্ঞানের আকার পরিবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক্রমে লাঘবকরণ ও গৌরবকরণ রূপ প্রবৃত্তিদ্বয়ের সহযোগে বিষয় বিচার হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নর-সত্তায় বুদ্ধি ও চিত্তাত্মক মন হইতে জড়-শরীর পর্য্যন্ত অহংভাবাত্মক একটী চিদাভাস-সত্তার লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব হইতে 'অহং' ও 'মম' অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার'—এই প্রকার নিগূঢ় ভাব নর-সত্তার অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইহার নাম অহঙ্কার। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, অহঙ্কার পর্য্যন্ত বিষয়জ্ঞান প্রাকৃত। অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-শক্তি—ইহারা জড়াত্মক নহে, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভূতগঠিত নহে। কিন্তু ইহাদের সত্তা ভূত-মূল অর্থাৎ ভূতসম্বন্ধ না থাকিলে ইহাদের সত্তা সিদ্ধ হয় না। ইহারা কিয়ৎপরিমাণে চৈতন্যাশ্রিত, যেহেতু প্রকাশকত্বভাবই ইহাদের জীবনী-ভূত তত্ত্ব; কেন না বিষয়-জ্ঞানই—ক্রিয়া-পরিচয়। এই চৈতন্য-ভাব কোথা হইতে সিদ্ধ হয়? আত্মা—শুদ্ধচৈতন্যসত্তা। আত্মার জড়ানুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণবশতঃ পারমেশ্বরী ইচ্ছাক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়-সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। যদিও বদ্ধাবস্থায় সে কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াছে, তথাপি বদ্ধাবস্থায় আনন্দাভাব বিচার করিলে এ অবস্থাকে চৈতন্য-সত্তার পক্ষে দণ্ডাবস্থা বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় জীব সৃষ্টি হইয়াছে ও কর্ম্মদ্বারা জীবের ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়, এইরূপ বিচারটী আধুনিক পণ্ডিতদিগের মত হইলেও আত্ম-প্রত্যয়-বৃত্তিদ্বারা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এ বিষয়ে অধিক যুক্তি নাই। যেহেতু শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে ও পরমেশ্বরের লীলাবিচারে ভূত-মূলক যুক্তির গতি-শক্তি নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত স্থির করা কর্ত্তব্য যে, শুদ্ধ আত্মার জড়সন্নিকর্ষে, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ একটী

চিদাভাসের উদয় হইয়াছে; আত্মার মুক্তি হইলে, ঐ চিদাভাস আর থাকিবে না। অতএব নর-সত্তায় তিনটি তত্ত্ব লক্ষিত হইল অর্থাৎ আত্মা, আত্মা ও জড়ের সংযোজক চিদাভাস-যন্ত্র ও শরীর। বেদান্ত-বিচারে আত্মাকে—'জীব', চিদাভাস যন্ত্রকে—'লিঙ্গ-শরীর' ও ভৌতিক-শরীরকে—'স্থূলশরীর' বলিয়াছেন। মরণান্তে স্থূল-শরীরের পতন হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গ-শরীর কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চিদাভাস-যন্ত্রটী বদ্ধাবস্থার সহিত সমকালব্যাপী। কিন্তু তাহা শুদ্ধ-জীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধজীব—চিদানন্দস্বরূপ। অহঙ্কার হইতে শরীর পর্য্যন্ত প্রাকৃত সত্তা হইতে শুদ্ধ-জীবের সত্তা ভিন্ন। শুদ্ধ-জীব-সত্তা অনুভব করিতে হইলে প্রাকৃত চিন্তাকে দূর করিতে হয়, কিন্তু অহঙ্কার-তত্ত্ব থাকা সত্ত্বে সমস্ত চিন্তাই প্রকৃতির অধীন আছে। চিদাভাস হইতে চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া চিন্তা ভূতাশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে না, অতএব **মনোবৃত্তিকে** স্থগিত করিয়া আত্মসমাধি অর্থাৎ স্বদর্শন-বৃত্তির দ্বারা আত্মা যখন আলোচনা করেন, তখন নিঃসন্দেহ আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা অহঙ্কার-তত্ত্বের নিকট আত্মার স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যুক্তির সীমা অতিক্রম করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ-আত্মার সত্তা কিছুমাত্র অনুভব করিতে সক্ষম হন না। বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবাদিগণ—শুদ্ধ-জীবের সত্তা কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন না, অতএব মনকেও তাঁহারা কাজে-কাজেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

শুদ্ধজীবাত্মার দ্বাদশটী লক্ষণ ভাগবতে কথিত হইয়াছে,—ভাঃ ৭।৭।১৯-২০ শ্লোক—

"আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ। অবিক্রিয়ঃস্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ। অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥"

আত্মা **নিত্য** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ শরীর নাশ হইলে তাহার নাশ হয় না; **শুদ্ধ** অর্থাৎ প্রাকৃত-ভাব-রহিত; **এক** অর্থাৎ গুণ-গুণী, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী, অঙ্গ-অঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈতভাব-রহিত; **ক্ষেত্রজ্ঞ** অর্থাৎ দ্রষ্টা **আশ্রয়** স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নহে; কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্তা বিস্তার করে; **অবিক্রিয়** অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক-বিকার-রহিত; বিকার ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। **স্বদৃক** অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে, প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির বিষয় নহে; **হেতু** অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক-সত্তা, ভাব ও কার্য্যের মূল, স্বয়ং প্রকৃতিমূলক নহে; **ব্যাপক** অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপী নহে, তাহার প্রাকৃত-স্থানীয় সত্তা নাই; **অসঙ্গী** অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নহে; **অনাবৃত** অর্থাৎ ভৌতিক-আবরণে আবদ্ধ হন না,—এই দ্বাদশটী অপ্রাকৃত-লক্ষণ দ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান লোক দেহাদিতে মোহজনিত 'অহং-মম' ইত্যাদি অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

শুদ্ধ জীবের স্থানীয় ও কালিক সত্তা আছে কি না, এ বিষয়ে অনেক তর্ক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ-বিচারে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। বরং বিশেষ নিন্দা আছে। তর্ক সর্ব্বদাই চিদাভাসনিষ্ঠ,—চিন্নিষ্ঠ হইতে পারে না। আত্মা—অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বের

অতীত। এস্থলে 'প্রকৃতি'-শব্দে কেবল ভূত সকলকে বুঝায় না, কিন্তু ভূত তন্মাত্র ও চিদাভাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও অহঙ্কার—সকলই বুঝায়। চিদাভাস প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায় প্রকৃতিস্থ অনেক অবস্থাকে চিৎকার্য্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যে লক্ষিত হইলেও উহারা শুদ্ধসত্তাক্রমে চিত্তত্ত্বে আছে। চিত্তত্ত্বে যে সকল সত্তা আছে, তাহা শুদ্ধ ও দোষবর্জ্জিত। ঐ সমস্ত সত্তাই জড়তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মায়িক জগতে ঐ সকল সত্তা দোষপূর্ণ। অতএব শুদ্ধ দেশকাল শুদ্ধ আত্মায় লক্ষিত হইবে এবং কুণ্ঠিত দেশকাল মায়া-কুণ্ঠিত জগতে পরিজ্ঞাত হইবে,—ইহাই দেশকাল-তত্ত্বের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিচার। শুদ্ধাবস্থায় জীবের কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নরসত্তার ত্রিবিধ অস্তিত্ব যথা—শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্মঅস্তিত্ব, **চিদাভাসিক অস্তিত্ব** অর্থাৎ লৈঙ্গিক অস্তিত্ব এবং ভৌতিক অর্থাৎ স্থূল অস্তিত্ব। স্থূলবস্তু সূক্ষ্মবস্তুকে আবরণ করে, ইহা নৈসর্গিক বিধি। অতএব লৈঙ্গিক অস্তিত্ব কিছু বেশী স্থূল হওয়ায় শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। পুনশ্চ, ভৌতিক অস্তিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায় শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব উভয়কেই আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেন না, আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ হয় না। শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বটী শুদ্ধদেশকালনিষ্ঠ। অতএব আত্মার স্থানীয় অস্তিত্ব ও কালিক সত্তা আছে, এরূপ বুঝিতে হইবে। স্থানীয় অস্তিত্ব-সত্ত্বে আত্মার কোন নিশ্চিত অবস্থান স্বীকার করা যায়। নিশ্চিত অবস্থান-সত্ত্বে কোন শুদ্ধাত্মক কলেবর ও স্বরূপ স্বীকার করা যায়। সেই স্বরূপের সৌন্দর্য্য, ইচ্ছা-শক্তি, বোধ-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি ইত্যাদি শুদ্ধাত্মিক গুণগণও স্বীকার্য্য হইয়াছে। ঐ স্বরূপটী চিদাভাস কর্ত্তৃক লক্ষিত হইতে পারে না ; কেন না, উহা প্রকৃতির অতিরিক্ত তত্ত্ব। যেমন, স্থূলদেহে করণ-সমস্ত নিজ-নিজ স্থানে ন্যস্ত থাকিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে ; তদ্রূপ এই স্থূল-দেহের চমৎকার আদর্শ-স্বরূপ সূক্ষ্মদেহটীতে প্রয়োজনীয় করণ-সমস্ত ন্যস্ত আছে। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের প্রভেদ এই যে, স্থূলদেহের দেহী—শুদ্ধজীব এবং দেহটী—স্থূলদেহ, অতএব দেহদেহী—ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব, কিন্তু সূক্ষ্মদেহে যিনি দেহী, তিনিই দেহ, তন্মধ্যে পার্থক্য নাই।

বস্তু মাত্রেরই দুইটী পরিচয় আছে, অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয়। মুক্ত জীবের স্বরূপ-পরিচয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান। জীব—জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পদার্থ দ্বারা তাহার কলেবর গঠিত হইয়াছে। আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। অতএব মুক্তজীবের সত্তা কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধাহঙ্কার, শুদ্ধচিত্ত, শুদ্ধমন এবং শুদ্ধ ইন্দ্রিয় সকল সেই চৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধসত্তায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখদুঃখরূপ আনন্দ বিকারই তাহার ক্রিয়া পরিচয় হইয়াছে।

পরমাত্মা—সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার নাম 'ভগবান্'। মায়া-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি তাঁহার পরাশক্তির প্রভাব-বিশেষ। যেমন জীব-সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র চিৎ-

স্বরূপ লক্ষিত হয়, ভগবৎ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ এক অসামান্য চিৎস্বরূপ অনুভূত হয়। ঐ স্বরূপটী শুদ্ধাত্মার পরিদৃশ্য, সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন, অত্যন্ত সুন্দর ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। সেই সুন্দর স্বরূপের কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য-ব্যাপ্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে নিত্যানন্দপ্রকাশ বৈকুণ্ঠের পরমশোভা নিত্যকাল বিস্তার করিতেছে। শুদ্ধ চিৎগণ ঐ শোভায় নিত্যমুগ্ধ আছেন, এবং বদ্ধজীবগণ ব্রজবিলাস-ব্যাপারে তাহাই অন্বেষণ লাভ করিয়া থাকেন।

ইহার পরের বিষয়গুলি ভজনসন্দর্ভে দ্বিতীয় বেষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে এবং স্ফোটবাদ-বিচার, ভৌমলীলামৃত, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতসুধা, তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থাকারের প্রকাশিত গ্রন্থে পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিরুক্তি ও গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে এস্থানে আর উদ্ধৃত হইল না; তথাপি প্রসঙ্গক্রমে অনেক স্থলেই পুনঃ উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহের ভুজষট্‌ক গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌররাম, গৌর-কৃষ্ণ, ও গৌরনৃসিংহ হইয়াছিলেন। অন্য প্রকার বিচারে কৃষ্ণ, বলদেব ও নিজের ভুজষট্‌ক-প্রকার বারদ্বয় দেখাইয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব আছে। এজন্য মুখ্যরস।

শ্রীনৃসিংহদেব—যেমন বিষ্ণুর বিকারী কল্পনায় রুদ্ররূপের প্রকাশ, তদ্রূপ নৃসিংহের বিকার-কল্পনায় প্রাকৃতজনপূজিত সিদ্ধিদাতা গণেশের আবির্ভাব। নরসিংহ মূর্ত্তিটী বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব ও অচিন্ত্যশক্তির দ্যোতকমূর্ত্তি। প্রাণীজগতে নরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা, পশুজগতে সিংহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। মানবে পশুত্ব এবং নরত্ব দৃষ্ট হয়। নরত্বের মধ্যে পশুত্বের প্রাবল্যই অসুরত্ব বা দৈত্যত্ব। নৃসিংহদেব সর্ব্বোত্তম পশু ও নরোত্তমরূপে প্রকটিত হইয়া জীবের পশুত্ব ও নরত্বের বা অসুরত্বের ধ্বংসসাধন করেন অর্থাৎ পুরুষোত্তম-সেবার পথের বিঘ্ন বা পাষণ্ডতা বিনাশ করেন। নর ও সিংহ—দুইটী প্রাণী জগতে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধে অবস্থিত। জগতে উভয়ে একত্রে আলি-ঙ্গিতভাবে থাকিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বস্তুর একত্র সমাবেশ নরসিংহরূপে প্রকটিত। ইহা দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর অচিন্ত্যত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এই নৃসিংহের বিকার-ভাব লইয়া প্রাকৃত জন-প্রপূজিত গণেশ—যিনি শুণ্ডদ্বারা বাহ্য অভিজ্ঞান সঞ্চয় ও পরমুহূর্ত্তে তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন। ইহাই গণেশের শুণ্ডের কার্য্য। জগতের লোক বৈশ্যবৃত্তি সম্পন্ন-গণেশের পূজক। তাই তাহারা নিরন্তর বাহ্য অভিজ্ঞান সংগ্রহ করিতেছেন ও তাহা পরমুহূর্ত্তে ছাড়িয়া দিয়া অপর নূতন বাহ্য অভিজ্ঞান গ্রহণ করিতেছেন, আবার তাহা ছাড়িতেছেন। তাই তাহাদের আদর্শ গণেশের পূজক। গণেশ জগতের কামনা শীঘ্র পূরণ করিতে পারেন। সমগ্র জগৎ নৃসিংহবিকারী গণেশের উপাসক—অর্থের উপাসক—বৈশ্য। (গৌঃ ৭।৪০৮)

শ্রীবলদেবের রহস্যোদ্ঘাটনঃ— শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীযোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবকীর 'সপ্তম গর্ভ' মূলসঙ্কর্ষণ; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকের রতি উৎপাদন করেন বলিয়া 'রাম'; আর বলের আধিক্য-

হেতু 'বলভদ্র' নামে কথিত হইয়া থাকেন। শ্রীবলদেব প্রভুই মূল-সংকর্ষণ। তাঁহারই অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ এবং পাতালে সঙ্কর্ষণাবেশাবতার—যিনি সাধারণতঃ 'সঙ্কর্ষণ' নামে খ্যাত। এই শেষাখ্য সঙ্কর্ষণ বা শ্রীশেষই তাঁহার সহস্রফণ মস্তকের একটী ভাগে একটী সর্ষপের ন্যায় পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। এই সঙ্কর্ষণাবতার শেষ মহাবাগ্মী। সনকাদি মুনিগণ তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে ভাগবত শ্রবণ করেন। হরিকীর্ত্তনকারিগণের বাগ্মিতার মূল-কারণ এই মহাবাগ্মী শেষ প্রভু। আর জগতে যে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বাগ্মিতা বর্ত্তমান, তাহাও শ্রীশেষ প্রভুর বাগ্মিতা-শক্তির হেয় প্রতিফলন। লোকের হৃদ্দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থের বিনাশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতি উৎপাদন করেন বলিয়া মূলসঙ্কর্ষণ প্রভু 'বলরাম' নামে খ্যাত। মর্য্যাদামার্গের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ সন্ধিনী শক্তির প্রভু শ্রীবলরামের কৃপা ব্যতীত কাহারও শ্রীরাধাগোবিন্দে রতি উৎপাদিত হইতে পারে না। শ্রীরাম সন্ধিনী শক্তির ঈশ্বরসূত্রে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিয়া দেন। জীব নিজের বলে কখনও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইতে পারে না; নিজের বলপ্রয়োগ-দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির যে অবৈধ চেষ্টা তাহারই নাম আরোহবাদ। ঐরূপ আরোহ-বাদ-মূলে ব্রহ্মানুসন্ধান জীবকে অন্ধকার রাজ্যে বা নির্ব্বিশেষ রাজ্যে পাতিত করে। কিন্তু মর্য্যাদা-মার্গের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ বলদেব প্রভুর অনুগত্যে যে আশ্রয়ালম্বন শুদ্ধ-জীবাত্মার মূল-বিষয়-বিগ্রহের অনুশীলন, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষের সন্ধান প্রদান করিতে পারে।

শ্রীবলদেবের মত মহাবলী আর কোথাও নাই। তিনি অখিল চিদ্বলের মূল কারণ। (ভাঃ) 'বলোচ্ছ্রয়াৎ বলভদ্রঃ'। তাঁহার অংশাংশ, কলা, বিকলা জগতে যে বলের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কোন মর্ত্ত্যজীব এমন কি অতিমর্ত্ত্য পুরুষগণও ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহার অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ হইতে কারণার্ণবশায়ী, কারণার্ণবশায়ী হইতে সমষ্টি বিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী, সেই গর্ভোদশায়ী হইতে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহ, হয়শীর্ষ, পরশুরাম, প্রলম্বারি বলরাম, কল্কি প্রভৃতি যে সকল লীলাবতার বা কল্পাবতার আবি-র্ভূত হন, তাঁহাদের বলের ইয়ত্তা করিতে পারেন, ত্রিলোকে এমন কোন পুরুষ আছেন? শ্রীমৎস্যদেব স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে হয়গ্রীব নামক মহাবলশালী দৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদ আহরণ করেন। শ্রীকূর্ম্মদেব অনায়াসে মন্দরাচল পৃষ্ঠদেশে ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় মহাবলের পরিচয় প্রদর্শন করেন। শ্রীবরাহদেব প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রসাতলগামিনী পৃথিবীকে উদ্ধার এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রলয়ার্ণবমধ্যে আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দন্তদ্বারা বিদারিত করেন। রামা-বতারে বলশালি-দেবতাবৃন্দের জয়ী দশাননকে বধ করেন। নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপুকে বধ এবং পঞ্চম বর্ষীয় বালক প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর বহুবিধ অত্যাচার-নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া হিরণ্যকশিপুর হেয় পাশবিক বল হইতে বলদেব-অংশাংশের কৃপাপাত্র শিশুরূপী প্রহ্লাদের উপাদেয় চিদ্বলের অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন। হয়শীর্ষা-

বতারে মধু-কৈটভ নামক প্রচুর বলশালী দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া বেদ উদ্ধার করেন। পরশুরামাবতারে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী অশেষ বলশালী ক্ষত্রিয়বর্গকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে এক-বিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্যা করেন। প্রলম্বারি বলরাম-রূপে তিনি আনুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়ার আদর্শ প্রলম্বাসুরকে বধ করেন এবং কল্কি অবতারে দস্যুপ্রকৃতি পাশবিকবলদৃপ্ত নৃপতিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং যে বলদেবের কলা-বিকলা দ্বারা এইরূপ মহাবলের আদর্শ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মহামহাবলী বলদেব যে নিখিল বলের মূলপুরুষ, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অধিক কি বলদেবের বিকলা-স্বরূপ যে গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার, তাঁহার অংশ যে তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধ বিষ্ণু—যিনি ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী, সেই পরমাত্ম-রূপী মহাবিষ্ণু যদি জগতের বলদৃপ্ত ব্যক্তিগণের দেহে অবস্থান না করেন, তাহা হইলে তাহা-দের সেই বলটুকুই বা কোথায় থাকে? হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ বা দশানন প্রভৃতি অসুরগণ যে বলের অহঙ্কার করিয়াছিল, শ্রীবলদেবের বিকলার অংশস্বরূপ উক্ত অসুর-গনেরও অন্তর্যামী অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর অপগমে তাহারা সেই সমস্ত বল হইতেই বিচ্যুত হইয়াছিল। সুতরাং অসুরের বলেরও কারণরূপে শ্রীবলদেবই। তবে সেই বলটী বলদেবের স্বরূপ বল বা স্বরূপশক্তির প্রভাব নহে, তাহা তাঁহার বহিরঙ্গা বিরূপশক্তির প্রভাব মাত্র। আরোহ-বাদি জ্ঞানিগণ যে আত্মবলে বলীয়ান্ হইবার জন্য রুদ্রের উপাসনা করেন, সেই প্রলয়কর্ত্তা রুদ্রের তামসিক কার্য্যেরও কারণরূপে শ্রীবলদেবের অংশ রূপ চতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত সঙ্কর্ষণ। এই জন্য ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিকে 'তামসী মূর্ত্তি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তি কারণ, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ এই উপাধিত্রয়ের অতীতা শুদ্ধা চিন্ময়ী তুরীয়া মূর্ত্তি হইলেও প্রলয় প্রভৃতি তামসিক কার্য্যের কারণ বলিয়া ব্যবহারতঃ উহাকে 'তামসী' বলা যায়। ভগবান্ ভব ভগবতী ভবানীর সহস্র অর্ব্বুদ পরিচারিকার সহিত সেই সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিকে আপনার মূলকারণ জানিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার উপাসনা করেন। অতএব যাঁহার কলা-বিকলার বলের কিয়দংশের পরিচয়ও ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাগণও ধারণা করিতে পারেন না, সেই মূল পুরুষ 'ক্রিয়াশক্তি-প্রধান,' মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব প্রভুর বলের আধিক্য আর কাহাকেও অধিক বুঝাইতে হইবে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' শ্রুতিকথিত এই 'বল' শব্দ বিরোচন ও ইন্দ্রের ন্যায় বিভিন্ন অধিকারী তাঁহাদের স্বস্ব অধি-কারানুযায়ী বিভিন্ন তাৎপর্য্যে বুঝিয়া কেহ বা শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তি দ্বারা বঞ্চিত হন, কেহ বা বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি দ্বারা শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। (অপভ্রষ্ট দেবতাপর্য্যায়ে 'বল' নামক এক অসুরের কথাও শ্রুত হয়। এই অসুরইন্দ্রহস্তে নিহত হইয়াছিল। ইহার মৃতদেহের বসা, রক্ত, অস্থি, মাংস প্রভৃতিতে মুক্তা, মণি প্রভৃতি উৎপন্ন হইবার প্রবাদ আছে।) এই জন্যই শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রুতিকথিত এই মন্ত্রের অর্থ উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—'চারিবেদে গুপ্ত বলরামের চরিত। আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত'॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৩১)

আবেশাবতার শ্রীশেষই বলদেবরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, কেহ কেহ এরূপ মনে করিয়া থাকেন। 'বাসুদেবকলাঽনন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া' ॥ (ভাঃ ১০।১।২৪)—এই ভাগবতীয় বাক্যের যথাশ্রুত অর্থে শ্রীবলদেব আবেশাবতার শ্রীশেষ বলিয়া প্রতীত হন; পরন্তু শ্রীবলরাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ বিগ্রহ বা দ্বিতীয় দেহ। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের সমভাবে যুগলরূপ বর্ণনা ও একসঙ্গে সমভাবে বিহার, বলদেবে শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশ ভগবল্লক্ষণ-সমূহের স্থিতি এবং দেবকীর হর্ষশোক-বিবর্দ্ধন 'সপ্তমগর্ভ' প্রভৃতি বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বলদেব আবেশাবতার নহেন, পরন্তু স্বয়ং অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ। উপরিউক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে, 'স্বরাট্' শব্দের দ্বারা শ্রীবলদেব যে অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু, তাহাই সূচিত হইয়াছে। 'রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈ-কাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে ॥'—হে রাম! হে মহাবাহো জগৎপতে! যাঁহার একাংশ ('শেষ' নামক অংশ—শ্রীস্বামি-টীকা) দ্বারা জগৎ বিশেষরূপে ধৃত হইয়াছে, আমি সেইরূপ তোমার বিক্রম অবগত নহি—এই বাক্যে জানা যায় যে, শ্রীবলদেব জগদ্ধারণ-কর্ত্তা আবেশা-বতার শেষ নহেন; পরন্তু ধরণীধর শেষ বলরামেরই অংশ বা বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণের আবেশা-বতার। বলদেবের অংশ যে লক্ষ্মণ, তিনিও শেষ হইতে পরম স্বরূপ বলিয়া নারায়ণবর্ম্মে শ্রীবলদেবের শেষ হইতে অন্যত্ব ও শক্তির অতিশয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, বলদেব সর্ব্ববিধ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু শেষ কেবল সর্প হইতে রক্ষা করিতে পারেন। অতএব শ্রীবলদেব আবেশাবতার নহেন; তমালশ্যামলকান্তি-যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ শব্দের মুখ্যবৃত্তির ন্যায় দেবকীর সপ্তমগর্ভে বলদেবের মুখ্যবৃত্তিত্ব-হেতু তাঁহার সাক্ষাৎ অবতারত্ব। 'শেষ' নামক বলদেবাবিষ্ট পার্ষদবিশেষ অংশি-বলদেবের আবির্ভাব সময়ে বলদেবে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—ইহাই সিদ্ধান্ত।

শ্রীবলদেব প্রভু তাঁহার বাল্য-লীলায় গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুরের বিনাশ ও প্রলম্ব নামক অপর অসুরের শিরো-বিদারণ-পূর্ব্বক সংহার সাধন করিয়াছিলেন। অবশ্য এই অসুর-মারণাদি-কার্য্য অংশি বলদেবে প্রবিষ্ট অংশের দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। এই অসুর-বধ দ্বারা শ্রীবল-দেব প্রভু 'একলীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত'—এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিদ্বদ্গণ ঐ দুইটী কার্য্যে ব্রজভজনের প্রতিকূল অনর্থ বিনাশরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করেন অর্থাৎ জীবের স্থূল বুদ্ধি, সজ্জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা, স্বরূপজ্ঞান-বিরোধ বা দেহাত্মবুদ্ধিরূপ গোখর ধর্ম্ম—যাহা গর্দ্দভরূপী ধেনুকের আদর্শ এবং আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ঢঙ্গবাদ—যাহা প্রলম্বাসুরের আদর্শ, সেই দুইটী ব্রজভজনের প্রতিকূল অনর্থের বিনাশ শ্রীবল-দেব প্রভুর কৃপায় সাধিত হয়। শ্রীবলদেব প্রভু কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালের বন্ধু রুক্মীকে দ্যূতক্রী-ড়ায় পাশাঘাতে বিনাশ করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী ও তাহাদের সহচরগণ বলদেব প্রভুর কৃপায় কিরূপ বঞ্চিত হন, তাহার আদর্শলীলা প্রকট করেন। শ্রীবলদেব প্রভু সন্ধিনী শক্তি-প্রভাবে

নিত্য চিদ্ধামের নিত্য প্রাকট্য বিধান, মহা-সঙ্কর্ষণ হইতে মহতের স্রষ্টা প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষের আবিষ্কার এবং গর্ভোদশায়ী পুরুষ হইতে নানাবিধ লীলাবতার তথা ব্রহ্মা, অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রকাশ করিয়া অদ্বয় জ্ঞানোপলব্ধির সন্ধান প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং, 'জ্যেষ্ঠ হইল সেবার কারণ' (চৈঃ চঃ আ ৫।১৫২) এই বাক্যের আদর্শ ও 'কৃষ্ণের সমতা হৈতে ভক্ত পদ বড়'—এই বাক্যের সার্থকতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীবলদেব প্রভু তাঁহার তীর্থ-পর্য্যটন-লীলায় নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে রোমহর্ষণ-সূতকে বধ করিয়া অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়াবলম্বী গুরু-বৈষ্ণব-পূজাবিমুখ ধর্ম্মধ্বজী দাম্ভিক বিষ্ণু-পূজক অনুচানমানিগণের আদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছেন। অতএব সেই বলদেব প্রভুই কৃষ্ণের সন্ধান-প্রদাতা, দশদেহে অর্থাৎ মর্য্যাদামার্গে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবক গুরুদেব। তিনি—'আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে। যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে॥' (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৪৫)।

সেই বলদেব প্রভু হইতেই সকল সত্তার প্রকাশ, তাঁহার নামাভাস শ্রবণ-কীর্ত্তনেই সর্ব্বানর্থ নাশ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুণ কীর্ত্তন করিবার জন্য 'অনন্ত বদন', অতএব যিনি চিদচিজ্জগতের সত্তাবিধায়িনী শক্তির শক্তিধর, সেই বলদেবের পূজা নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক জীব-মাত্রেরই যে একান্ত ধর্ম্ম—এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। অতএব যাঁহারা অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি চালিত হইয়া জগতে বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃত বল-সঞ্চয়-পিপাসু হইয়াছেন, তাঁহারা যদি বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির অনুসরণ করিয়া শ্রীবলদেব প্রভুর পূজা শিক্ষা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের প্রকৃত বলপ্রাপ্তি ঘটিবে। অবলা স্ত্রীগণ যদি মনসাদি গ্রাম্য দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী মহাবীর্য্য-প্রভাবশালী ধরণীধর শ্রীশেষসর্পের আরাধনা শিক্ষা করেন, আত্মরক্ষায় অসমর্থ শিশুগণ যদি প্রহ্লাদের ন্যায় বলদেব প্রভুর কলাবিকলা স্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা শিক্ষা করিয়া চিদ্‌বল সংগ্রহ করেন, পুরুষগণ যদি প্রাকৃত বাহুবলের হেয়তা, নশ্বরতা ও ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অনন্তমুখ, মহাবাগ্মী শ্রীসঙ্কর্ষণের নিকট হইতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-বল-প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ—বিশ্ববাসী সকলেই প্রকৃত নিত্য বলে বলীয়ান্ হইয়া পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। তাই অশোক-অভয়ামৃত-সেবনেচ্ছু নিঃশ্রেয়সার্থীর শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-রাম-পদাশ্রয়-কর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন করিয়া আদি কবি গাহিয়াছেন,—'সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥ (চৈঃ ভাঃ আ ১।৭৭); (গৌঃ ৬।২৫-২৮)॥

পরতত্ত্ব ঃ—শ্রৌত পথ আশ্রয় ক'রে পরবস্তুর অনুসন্ধান কর্ত্তে প্রবৃত্ত হ'য়ে কেহ সেই বস্তুর নাম—'ব্রহ্ম', কেহ বা 'পরমাত্মা', কেহ বা 'ভগবান্'-শব্দে নির্দ্দেশ করে থাকেন। মালিক ত্‌'দশজন নহে। যাবতীয় চেতন ও অচেতন পদার্থের মালিক—একজনই। সেই বস্তুটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব'লে তাঁর নাম 'ব্রহ্ম'। যাঁহা হ'তে চেতন-অচেতন বস্তু সমূহ তা'দের অধিষ্ঠান রক্ষা কর্ত্তে পারে, যাঁহা হ'তে সমস্ত বস্তু নিঃসৃত, যাঁ'তে সমস্ত বস্তু আশ্রিত এবং

যাঁতে সমস্ত বস্তু প্রবিষ্ট হয়, সেই বস্তুই—'পরমাত্মা'। আর যদি সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, যাঁর ক্রোড়ে বৃহত্ত্বরূপ ধর্ম্ম, যাঁর অংশ-বৈভবে পালকত্বরূপ ধর্ম্ম বিরাজিত, সেই পরিপূর্ণ পরম বস্তুর নামই 'ভগবান্'। তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তিনি পর হ'তেও পর। তাঁ'রই শক্তি লাভ ক'রে জগতে বিভিন্ন ঈশ্বর প্রকাশিত হ'য়েছেন—সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশমান হ'য়েছে। সেই বস্তুকে আমরা 'তুরীয়' বা 'বৈকুণ্ঠ' শব্দে অভিহিত করি। সেই বস্তুটী অধোক্ষজ—'অধঃকৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ।' তিনিই ভগবান্—যিনি নিজ অমিত শক্তির প্রভাবে জীবের ইন্দ্রিয়ের অধীনরূপে পরিণত না হ'য়ে নিজের পূর্ণ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে থাকেন। আমরা রেখা, দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চ ভাব বুঝিতে পারি। কিন্তু বিষ্ণুবস্তু ত্রিগুণের অন্তর্গত তৃতীয় মানের বস্তুবিশেষ ন'ন। বিষ্ণুবস্তুর বাইরের দিকে একটা চেহারা আছে, সেটা জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানের ক্রীড়া-পুত্তলিমাত্র। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—ত্রিগুণের অন্তর্গত বস্তুকে যাঁ'রা 'বিষ্ণু' ব'লে ভ্রান্তি করেন, তাঁ'দিগকে 'মায়াবাদী' বলা হয়। বিষ্ণুবস্তু Natural Products ন'ন। চা'রের নম্বর dimension (মান) হ'তে infinite dimension (অসংখ্য মান) পর্য্যন্ত যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, সেইরূপ বস্তুকে 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত করা যায়। তাঁহার হ্লাদিনী, সন্ধিনীও সম্বিৎ—এই ত্রিবিধ শক্তি আছে। চতুর্থমান হ'তে ঊর্দ্ধ বৈচিত্র্য বিষ্ণুতে অবস্থিত বলে ত্রিগুণ বিচারে আবদ্ধ ভাব মাত্র বিষ্ণু, এরূপ নয় বুঝ্‌তে হ'বে।

রেখা, বর্গ ও ঘনতে মানবের ইন্দ্রিয়জ্ঞান বাধ্য। Empiricist রেখা, বর্গ, ঘন পর্য্যন্ত মাত্র বুঝ্‌তে পারেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ ও যাবতীয় শ্রীশক্তি যাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান, তিনিই—ভগবান্, তিনি অখণ্ড পরিপূর্ণ জ্ঞানময় বস্তু মানবলক্ষিত-ক্ষিতি-বৃত্তে (Horizon) যে কোনও বস্তু দেখেন, বিষ্ণুকে তাহার অন্যতম জান্‌তে হ'বে না। তিনি অখণ্ড, বাস্তব, পূর্ণ-জ্ঞান। অখণ্ডজ্ঞান ও খণ্ড জ্ঞানকে এক কর্‌তে হ'বে না। তিনি সমগ্র বৈরাগ্যের আধার। তাঁ'র বৈরাগ্য কতদূর? ইহ জগতে তাঁ'কে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিরাগ—বিলাসের অভাব-বোধক। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা যাঁ'কে স্পর্শাদি করা যায়, তা' বিলাসাধীন, কিন্তু সেই পুরুষোত্তমকে ইহ জগতে স্পর্শ করা যায় না—খুঁজে পাওয়া যায় না। ইহ জগতে ব্রহ্মা ও রুদ্রের ভেদ প্রকাশে বিষ্ণুর অখণ্ড প্রকাশ খণ্ডিত রয়েছে। এই স্থানে ব্রহ্মা ও রুদ্রের প্রকাশ বুঝা যায়। কিন্তু ঐ দেবদ্বয়ের প্রকাশ পরিহার ক'রে বিষ্ণুর প্রকাশ স্পর্শ করা যায় না। **যে জিনিষটাকে ইহ জগতে পাওয়া যায়, তাহা বৈরাগ্যবিশিষ্ট নয়। যদি বিষ্ণুকে ইহ জগতে পাওয়া যেত তা'হ'লে তাঁ'কে সমগ্র বৈরাগ্যের আধার বলা যেত না।'** তা'হ'লে তিনি 'অষ্টপাশবদ্ধ' আমাদেরই ন্যায় দেবমাত্র হ'তেন—কিন্তু তিনি মায়াধীশ। সমগ্র বৈরাগ্য তাঁ'র আশ্রিত। তাই তাঁ'র নাম—অধোক্ষজ। বিষ্ণুর বাহ্য অঙ্গের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট। যে জিনিসটা অবকাশের ভিতর অবস্থান লাভ করেছে, সে জিনিসটা বিষ্ণু ন'ন। বিষ্ণুর খণ্ডাংশ হওয়া বিষ্ণু মায়া মাত্র। ভগবানকে ভক্তি দ্বারা সেবা করা

যায়। কেবলজ্ঞান বিষয়ে তাঁ'কে দেখতে গেলে,—'ব্রহ্ম' বলা যায়। পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানে তাঁ'র সান্নিধ্য লাভ করা যায়। সান্নিধ্য লাভ ক'রে যদি তাঁ'র সেবা করা যায়, তা' হ'লে সেই নিত্যসেব্য বস্তুকে 'ভগবান্' বলা যায়। বিষ্ণু বিকারী বস্তু ন'ন। কোন বস্তুন্তর হ'তে বিষ্ণুর উৎপত্তি হয় নাই। যে জিনিষটা জ্ঞানের বিকার, যোগের বিকার, তাহা ইন্দ্রিয়াধীন হ'য়ে গেল। জ্ঞানের দ্বারা—'ব্রহ্ম' লভ্য, যোগের দ্বারা 'পরমাত্মা' লভ্য, আর কেবল জ্ঞান-যোগময়ী সেবাবৃত্তির দ্বারা 'ভগবান্' লভ্য। (গৌঃ ৭।৫৭৬)

কৃষ্ণতত্ত্ব :—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান দিয়েছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব হইতেই সমগ্র ব্যক্ত ও অব্যক্তভাব এবং স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধি প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণ—পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, গোবিন্দ ও সর্ব্বকারণকারণ। কৃষ্ণ কাহারও অন্তর্গত, বশীভূত বস্তু নহেন। তাঁহারই বশীভূত—প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম ও ব্যোম। তিনি নিত্য অজ্ঞানাস্পৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। তিনি ক্ষণভঙ্গুর নহেন। কোন অজ্ঞানই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি পূর্ণজ্ঞানময় ও নিরানন্দের সহিত অসংপৃক্ত। দুঃখাদি তাঁহার নিকট হইতে পারে না। কৃষ্ণ—পুরুষোত্তম। তিনি প্রাপঞ্চিক ধারণায় গুণসাম্যাবস্থ অব্যক্ত-প্রকৃতি মাত্র নহেন। তিনি নির্ব্বিশিষ্ট না হইয়া বিগ্রহ-বিশিষ্ট; জড়ের ত্রিগুণ বা জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানোত্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ-চালিত স্থূল-সূক্ষ্মপরিচ্ছিন্ন বস্তুবিশেষ নহেন। অখণ্ডকাল তাঁহা হইতে সৃষ্ট, তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহাতেই অখণ্ডত্বের প্রতিকূল খণ্ডত্ব-ভাব প্রদর্শন করিয়া খণ্ডকালাতীত বস্তু। তিনি ভূতাকাশ ও পরব্যোমের সৃষ্টির ও প্রাকট্যের পূর্ব্বে আদি জনক-পুরুষ। দৃশ্যকার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে যে কারণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অন্তর্গত হয়, সেই কারণরূপ কার্য্যের প্রাগ্‌ধারায় যে কারণ নির্ণীত হয়, তাহা কার্য্য-জ্ঞানে পুনরায় কারণের অনুসন্ধান হইতে পারে। এই ধারা পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান করিয়া যেস্থলে কার্য্যকারণবাদ সমাপ্তি লাভ করিবে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ। ইতিহাসজ্ঞ তাঁহাকে দেশকালপাত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তিনি অজিত। তিনি প্রপঞ্চের অন্তর্গত বস্তুবিশেষ হইলে এবং তুরীয়বস্তু না হইলে তাঁহাকে 'পরতত্ত্ব' বলিবার পরিবর্ত্তে ইতরতত্ত্ব বলা যাইত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত কৃষ্ণমাত্র নহেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের 'নাম-নামী অভিন্ন'-বিচারের উদ্দিষ্ট বস্তু। কৃষ্ণ—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্তধর্ম্ম বিশিষ্ট বস্তু। কৃষ্ণ—চিন্তামণি, তাঁহার নামও সর্ব্বকাম-দুঘ। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাময় ভাবসমূহ হইতে যাঁহার ভাব, সেই বস্তুসমূহ পৃথক্ নহেন; এজন্যই তিনি অদ্বয়জ্ঞান।

তিনি—অজ ও শাশ্বত। দ্বাপরান্তে যে তাঁহার আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে, তাহা তাঁহার প্রপঞ্চে প্রাকট্য মাত্র। তৎকালে পৃথিবীতে অপ্রাকৃততত্ত্বের প্রকাশযোগ্য অনুভূতি অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া নিত্যকাল অজের কালাধীনত্বে জন্ম স্বীকার করিতে হইবে না। তাঁহার জন্ম ও বিক্রমসমূহ নিত্যকাল পরব্যোমভূমিকায় অবস্থিত। সেই চিন্ময়-আধার বা

পরব্যোম অচিৎপ্রপঞ্চের স্থূলসূক্ষ্মাধারের অন্তর্ভুত ও বহির্ভূত—বহিরন্তের মধ্যে অনুস্যূত ও পরিস্ফুট। পরিস্ফুটাবস্থায় তাঁহার অনন্ত বৈচিত্র্য অব্যক্তাবস্থায় তাঁহার অত্যধিক সূক্ষ্মতা। তিনি অতি দূরে ও নিতান্ত অন্তিকে এবং সর্ব্বদা ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত। তিনি প্রকাশিত হইবার কেবলযোগ্যতা লইয়া সুপ্ত, নিদ্রিত ও অপরিচিত থাকেন না। তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি প্রকাশিত হন, যাঁহার প্রতি তাঁহার দয়া হয়, তাঁহাতে। কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি বর্ত্তমান। এই সকল শক্তির পূর্ণতা তাঁহাতেই আছে এবং অন্যত্র পূর্ণতা থাকিলেও তাদৃশ ধারণাকারীর পূর্ণতা-ধারণা অপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার সহিত তদিতর বস্তুর বিজ্ঞতা সমান নহে বলিয়া তিনি অসমোর্দ্ধ। তিনি পুরুষোত্তম হইয়া অবস্থিত বলিয়া অখণ্ড ও খণ্ড-ভাবদ্বয় তাঁহার দুইপার্শ্বে অবস্থিত। খণ্ডিতজ্ঞানে যে পঞ্চাঙ্গন্যায় মানবের নৈতিকধর্ম্ম পুষ্টি করে, তিনি তন্মাত্রে অবস্থিত নহেন। তাঁহার অধিষ্ঠান দ্বারাই তন্মাত্রতাভাব ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া ভাবের উদয় করাইয়াছে। মানবের ধারণায় যে দিব্যজ্ঞান-লাভ ঘটে, তাহার সর্ব্বোচ্চ আরাধ্য-বিচারে তিনিই অবস্থিত। আরাধ্যবস্তু বিভিন্ন প্রকাশ-সমূহের মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্বকে কেহই প্রকাশমাত্র জ্ঞান করেন না, যেহেতু তাঁহা হইতে সকল প্রকাশ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' কৃষ্ণ—স্বয়ং কান্ত ও ঐকান্তিক একান্তিগণের কান্ত। কৃষ্ণ—বাল, বালগোপাল এবং যাবতীয় পিতৃ-মাতৃকুলের একমাত্র উপাস্য বালক। কৃষ্ণ—জগদ্বন্ধু, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব না করিলে জীব শত্রুপুরীতে অরিগণকে 'মিত্র' বলিয়া গ্রহণ করায় বিপৎসঙ্কুল হয়। কৃষ্ণেতর বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করিতে গেলে কিছুদিন পরে সেবক স্বীয় ক্ষণভঙ্গুর সেবা-ধর্ম্ম পরিহার করিয়া সেব্য হইয়া পড়ে। তখন তাহার ভূতশুদ্ধির পরিবর্ত্তে দুর্ব্বিপাক-বশতঃ সেব্যাভিমান হওয়ায় জাড্য আসিয়া তাহাকে পশু, উদ্ভিদ্ ও প্রস্তরধর্ম্মের আসামী করিয়া তোলে। কৃষ্ণের লীলায়, নীতিকথায়, বিচারকথায় বাধা দিতে গেলে তাঁহার পরিমিতিকার্য্যে দশ অঙ্গুলি কম পড়িয়া যায়।

কৃষ্ণ—সদানন্দময়। মায়িকবিচারে ময়ট্-প্রত্যয়-দ্বারা জীবজ্ঞানে প্রচুর বলিয়া গৃহীত হন, আবার বৈকুণ্ঠজ্ঞানে সর্ব্বব্যাপকতাও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ মানবনীতির দ্বারা মাপিতে গিয়া পাশবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহারা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি সীমা-দ্বারা মাপিতে গিয়া পাত্রান্তরিত করিয়া বসে। তাহাদের জড়ীয় ভোগময়ী অভি-জ্ঞতার ভোগ্যবস্তুরূপে কৃষ্ণকে কল্পনা পূর্ব্বক মায়িক বস্তুবিশেষরূপ অবজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করায় তাহাদের সেবা-প্রবৃত্তি ভোগে পরিণত হয়। কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা বিচার করিয়া, যাহার যেরূপ বিমুখকল্পনা, তদ্রূপ তাঁহাকে মনগড়া পুতুল করিতে চায়। কোন সময় বা তাঁহার নির্ব্বিশিষ্ট নামক মানবধারণার কারখানায় গড়া 'পুতুল' করিতে চায়। এই প্রকার কল্পনা সেবা-বিমুখতা হইতে দাম্ভিকতায় পরিণত করে বলিয়া দণ্ডস্বরূপে জীবধারণায় ব্রহ্ম ও

পরমাত্মা-শব্দ দ্বারা কৃষ্ণজ্ঞান হইতে পার্থক্য কল্পনা করায়। কার্ষ্ণ বা ভাগবতের সেবা না করিলে কৃষ্ণানুশীলনে কাহারও অধিকার হয় না। সুতরাং অধিকার না পাইলে কৃষ্ণজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের সম্ভাবনা নাই অথবা কৃষ্ণশক্তির বিক্রমসমূহ শ্রবণ করিবার অধিকার নাই। সুতরাং অনধিকারিগণ কর্ম্মফল-বাধ্য হইয়া বিভিন্ন প্রতীতিযুক্ত জড়াবৃত স্থূলসূক্ষ্ম পরিচয়ে খণ্ডকালের আলিঙ্গন করেন। বদ্ধজীবের নিত্যসত্য, নিত্য-স্থিতি প্রভৃতি আধার-লাভের সম্ভাবনা নাই। তিনি সর্ব্বদা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দশ-ভুবন ভ্রমণ করিবার জন্য প্রাণিবিশেষ হইয়া পড়েন। ভোগ আসিয়া তাঁহাকে 'ভোগী' বা ভোগ ছাড়াইয়া 'ত্যাগী' করায়। ভালমন্দের বিচারে একদিক হইতে অপরদিকে তাড়িত হ'ন, পুনঃ পুনঃ তাড়নায় তাঁহার মঙ্গলের উদয় হয়। এই সত্যানুভূতি তাঁহাকে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করায়। তজ্জন্য গীতা বলেন,—'চতুর্ব্বিধা' ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভারতর্ষভ ॥' (গীঃ ৭।৪৩৭-৩৮)

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু?—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা, অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে গিয়া মোটামুটি দুই শ্রেণীর ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের **আধ্যক্ষিক** বিচারের অন্তর্গত করিয়া মাপিয়া লইতে চাহেন, আর এক-শ্রেণীর ব্যক্তি অধোক্ষজ, পরিপূর্ণ, বাস্তববস্তু শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষযুক্ত অসম্পূর্ণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের আধারে মাপিতে পারা যায় না বিচার করিয়া স্বপ্রকাশ অধোক্ষজ যখন আপনাকে বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপাধারে প্রকাশিত করেন, তখন তাঁহার স্বরূপবিজ্ঞান তাঁহারই অনুকম্পা ও শক্তিতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির চেষ্টাকে একটি উপমা দ্বারা উপমিত করা যাইতে পারে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অন্ধকারে বা রাত্রিকালে বহু বৈদ্যুতিক আলোক, নানাপ্রকার কল-কৌশল, অহমিকাময় গবেষণা ও নানাবিধ আরোহ চেষ্টা দ্বারা সূর্য্যের স্বরূপ দর্শন বা অধ্যয়ন করিতে চাহেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি অরুণোদয়ে বা যথাসময়ে সূর্য্য যখন স্বয়ং প্রকাশিত হন, তখন সূর্য্যেরই স্বাভাবিক আলোকে বাস্তবসূর্য্যকে দর্শন এবং সূর্য্য-সম্বন্ধে যাবতীয় অভিজ্ঞান লাভ করেন। প্রথমোক্ত আধ্যক্ষিক বিচারকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণী প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই মূল প্রমাণ জ্ঞান করেন। (১) প্রত্যক্ষ ও অনুমানের একান্ত বিশ্বাসী প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রতি এতদূর বিশ্বাসযুক্ত যে, উহাদের দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতারিত হইবার সাক্ষ্যও পূর্ব্বাভিজ্ঞতার আদর্শসমূহ থাকিলেও তাহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই তাহাদের বিশ্বস্ত অবঞ্চক বন্ধু মনে করিয়া শব্দ-প্রমাণকে বঞ্চক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। (২) মুখে শ্রুতি স্বীকার-ছলনা, কার্য্যতঃ শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করীতে স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহারা সেই শ্রুতিকেই বিশ্বাস করেন—যে শ্রুতি তাহাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের চাকরী করিতে পারে! আর যে শ্রুতি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মূর্ত্তিরূপে ছলনাময় প্রত্যক্ষ ও অনুমানের চাকরী করিতে পারিল না,

সেই শ্রুতির সঙ্গতিতে তাহারা গোঁজামিল দিয়া থাকেন।

প্রথম শ্রেণীর আধ্যক্ষিকগণ যাঁহারা কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রামাণিক জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা যখন অতীন্দ্রিয় পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে মাপিতে যান, তখন তাঁহাদের ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় অসমোর্দ্ধ ও সম্পূর্ণ কৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে না পারায় শ্রীকৃষ্ণের যে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব তাঁহাদের দৃষ্টির ক্ষুদ্র সীমানায় উপস্থিত হয়, তাঁহারা সেইটুকু দেখিয়া কৃষ্ণকে জন্মমরণশীল **ঐতিহাসিক** নায়করূপে দর্শন করেন। যেমন কোন অজ্ঞ বালক অরুণোদয়-কালে সূর্য্যের আবির্ভাব এবং অস্তকালে সূর্য্যের তিরোভাব লক্ষ্য করিয়া অরুণাচলে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে সূর্য্যের জন্ম এবং অস্তাচলে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে সূর্য্যের মৃত্যুর **ইতিহাস** করিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা যেরূপ উহাদের কল্পিত বিশ্বস্ত বন্ধু ইন্দ্রিয় এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কেবল বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা, তদ্রূপ প্রথম শ্রেণীর আধ্যক্ষিক—যাঁহারা কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক নায়ক বিচার করেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাক্ষ্য ও প্রতারণা-ময়। কিন্তু Historyর হাত হ'তে, allegoryর হাত হ'তে পরিত্রান পাওয়াটাই হরিভজন। কৃষ্ণের প্রতি সাক্ষাৎ অনুশীলনের চেষ্টা না হওয়া পর্যান্ত প্রকৃত মঙ্গলের চেষ্টা উদিত হয় না খুব সাবধানের সহিত অনুকূল অনুশীলন না হ'লে মাঝপথে বাঘে খেয়ে ফেলবে। **রূপক কৃষ্ণ-কল্পনা**—প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় প্রকার আধ্যক্ষিকগণের মধ্যে একশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত রূপক মনে করেন। এই শ্রেণীর আধ্যক্ষিক কখনও কখনও স্থূলভাবে ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে স্বীকার করেন, আবার তাহাও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একটী রূপকের প্রতীক মাত্র বিচার করেন। ইহারা শ্রুতিকে শুধু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করী করিবার প্রয়াসমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন না, পরন্তু রাবণের ন্যায় মায়াসীতা-হরণের বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত শ্রুতিসতীর প্রতি যথেচ্ছাচারিতা করিবার চেষ্টা দেখাইয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত 'মিত্রতা' পাতাইয়া শ্রুতির সহিত ছিনিমিনি খেলিবার ঐরূপ প্রয়াস হইতেই রূপকবাদ উত্থিত হইয়াছে। উহাতে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সবিশেষত্ব নাই, শ্রীকৃষ্ণ যথেচ্ছাচারী প্রাকৃত কাল্পনিকের কারখানার ছাঁচে রূপ দেওয়া ভাববিশেষ। এই রূপকবাদ অনেক প্রকার যৌগিক বিভূতি ও পরিভাষা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। যেমন শাস্ত্র-বর্ণিত যমুনা তাহাদের মতে কোন প্রকার অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তু নহে, উহা মানবের দেহান্তর্গত সুষুম্না নাড়ী মাত্র, কালীয়দমন-লীলা দেহের রিপুগুলির দমন মাত্র ইত্যাদি। এই রূপকবাদ যৌগিক বিভূতি ও প্রাকৃত বাউলগণের দেহতত্ত্বের নানাপ্রকার জড় কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইয়া ফলে-পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আধ্যক্ষিক—অর্থাৎ যাহারা মৌখিকতায় বা সামাজিকতায় শ্রুতির সহিত অতিমাতৃভক্ত সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু কার্য্যকালে যাহারা মাতার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ও সতীত্বকে তাহাদের আপাত প্রতীয়মান মিত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানের নিকট বলি-

দান করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাহারাই **আধ্যাত্মিক (নির্বিশেষ)-বাদী।** ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক বা মায়া-মিশ্রিত সগুণব্রহ্ম বিচার করেন। ইহাদের আধ্যক্ষিক অধ্যাত্ম বিচারে শ্রীকৃষ্ণের দেহ শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার মাত্র! অর্থাৎ একান্ত নিত্য নহে! দেহ-দেহী, গুণ-গুণী, নাম-নামী, রূপ-রূপীতে জড়ভেদের ন্যায় ভেদ আছে! অল্প কথায় ভগবদ্বস্তু অনিত্য ও প্রপঞ্চের ন্যায় মিথ্যা! ইহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান আধ্যক্ষিক জ্ঞানেরই পরিণতি। যথা— 'পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।' 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ। মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥' 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥' 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য॥' 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥' এই সকল শ্রুতি ও শ্রুত্যানুগত শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন না। তাহাদের মুখে শ্রুতি স্বীকাররূপ কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। অবিচিন্ত্যশক্তিমান্ পরমেশ্বরের স্বাভাবিক স্বতন্ত্র শক্তিকে ইহারা অস্বীকার এবং ভগবানের নিত্য তনুতে 'অনিত্য' প্রভৃতির আরোপ করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা শ্রুতির সতীত্ব-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করান। যেহেতু এই হেয় প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব-স্বরূপ জগতের যাবতীয় বস্তুর সত্তায় নশ্বরতা আছে, সেই হেতুকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কুমন্ত্রণায় বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে তাহা ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা এবং শ্রুতির সুমন্ত্রণার মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিকে অস্বীকার করেন। পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি বাস্তব বস্তু সমূহ চরমে অসম্যক্ নির্ব্বিশেষভাব মাত্রে বিলুপ্ত হইবে—এইরূপ আধ্যক্ষিকতা অবলম্বন করিয়া কল্যাণতম রূপের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপের চেষ্টা প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাকে খণ্ড-বিখণ্ডিত এবং সত্যের মুখকে 'অপিহিত' (আবৃত) করিবার প্রয়াস করে, কিন্তু ইহা শ্রুতির বিরুদ্ধে কাপুরুষোচিত কপট বা প্রচ্ছন্ন অভিযান মাত্র। কল্যাণতম রূপ-দর্শনের প্রার্থনায় সত্যানুসন্ধিৎসুগণ শ্রুতির এই মন্ত্রটী আবৃত্তি-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত সবিশেষ পুরুষোত্তমকে তাঁহার নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃসমূহ নীরজীকৃত করিয়া দর্শন করিতে চাহেন,—**অপিহিত সত্য—নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-ধারণা কল্যাণতমরূপই—'জ্যোতির-ভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্'** 'হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্ন পাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ। তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি'। (ঈশোপনিষৎ)

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ—অধোক্ষজ ঃ—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুশীলনকারী মূল **দ্বিতীয় শ্রেণীর** ব্যক্তিগণ **অধোক্ষজ** বিচার আশ্রয় করেন যাহা যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অধঃকৃত করিয়া তাহার উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহাই কৃষ্ণস্বরূপের প্রথম প্রতিজ্ঞা। যাহা জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দাসত্ব করিয়া জীবকে প্রতারণা করে, তাহাই অকৃষ্ণ বা কৃষ্ণের বিমুখমোহিনী বহিরঙ্গাশক্তি মায়া। অধোক্ষজ বিচারকগণ এরূপ অক্ষজ-কারাগারে কৃষ্ণকে নিক্ষেপ

করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়া আত্মপাত বরণ করেন না। কারণ কৃষ্ণকে বা অক্ষজ-জ্ঞানের অতীত অধোক্ষজ ভূমিকারূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবতীর্ণ বাসুদেবকে কেহ কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারে না—তাঁহারই যোগমায়া-প্রভাবে কারাগারের সমস্ত শৃঙ্খল স্বতঃই উন্মুক্ত হইয়া পড়ে এবং জড়মায়ার দ্বারা ঐরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের "বজ্র আটন ফস্কা বাঁধন" বিনষ্ট হইয়া যায়।

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কপট উপাসক:—যাঁহারা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার কয়েকটী শ্রেণী-বিভাগ লক্ষিত হয়। এক শ্রেণী অধোক্ষজের প্রতি-জ্ঞায়—কতকটা মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও আধ্যক্ষিক নায়কগণের শ্রাদ্ধভোজে আকণ্ঠ নিমন্ত্রণ ভোজন করায় তাঁহাদের আধ্যক্ষিকতার উদ্গার অধোক্ষজের প্রসাদ-গ্রহণ সময়েও উপস্থিত হয়। এইরূপ মৌখিকতায় অধোক্ষজ ও কার্য্যতঃ আকণ্ঠ আধ্যক্ষিক আহার্য্যে পরিতৃপ্ত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'গীতার কৃষ্ণ', 'বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণ', এমন কি, 'শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ' মনে করেন, তাঁহাদের সেই মনঃকল্পনা হইতে প্রকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়া অধোক্ষজত্বের মুক্তপ্রগ্রহ প্রকাশ করেন। আর একপ্রকার অধোক্ষজ বিচারপরায়ণ ব্যক্তি সেইরূপ আধ্যক্ষিকতায় আত্মবিক্রয় না করিলেও তাঁহাদের বিচারও শ্রীকৃষ্ণের অধোক্ষজত্বের মুক্ত প্রগ্রহ-বৃত্তিতে প্রকাশিত হয় নাই। আচার্য্য শ্রীরামানুজ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের ধারণা করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণতা অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দের যাহা মুক্ত প্রগ্রহ বৃত্তি বা একান্ত বিদ্বদ্রূঢ়ি, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। 'শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস নহেন।'—এই শ্রুতিপর সিদ্ধান্ত আচার্য্য শ্রীরামানুজ ঐশ্বর্য্য-আবরণ উন্মোচন করিয়া জগতে প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁহার মূর্ত্ত বিগ্রহের লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব তাহা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন,—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।১৪—'নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী। নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥' অর্থাৎ—হে অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নরজাত জল শব্দে 'নার', তাহাতে যাঁহার 'অয়ন', তিনিই 'নারায়ণ'। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশ-স্বরূপ কারণোদকশায়ী গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী কেহই মায়ার অধীন নহেন, তাঁহারা মায়াধীশ মায়াতীত পরম সত্য।

শ্রীব্রহ্মসংহিতার সিদ্ধান্ত:—যে পরম-পুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। **দেবর্ষি নারদের আচার**—ভাঃ ১০।৮৭ অধ্যায়ে শ্রীনারদ নারায়ণাদিকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—'নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে। যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ॥' ইহার চক্রবর্ত্তী টীকাঃ—

সংসার নিবৃত্তির জন্য কমনীয় অংশ-কলা অর্থাৎ নারায়ণাদির ন্যায় অবতার-সমূহকে যিনি ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার করিতেছি। তদ্দ্বারা আপনি যে তাঁহার স্বাংশ নারায়ণ, আপনাকে ও সমস্ত স্বাংশগণকেও নমস্কার হইতেছে। ইহা অশেষ বেদ, পুরাণ, উপনিষৎ-সমুদ্রের মন্থনোত্থ বেদস্তবামৃত হইতেও সারভূত সিদ্ধান্ত শ্রীনারদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিও বলিয়াছেন, সেইহেতু কৃষ্ণই পরদেবতা, তাঁহাকেই ধ্যান করিতে হইবে, তিনিই সমস্ত রসের আশ্রয়, তাঁহাকেই ভজ করিবে, তাঁহারই যজ্ঞ করিবে ; অতএব নিখিল শ্রুতি-পুরাণাদির সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণ—অংশী ও নারায়ণ—অংশ।

রামানুজীয়গণ বলেন যে, মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ অনাদিসিদ্ধ, আর শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে আবির্ভূত, সুতরাং 'নারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণের বিলাস'—ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—'শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অনাদি, তাঁহার জন্ম-লীলাও সেইরূপ অনাদি, তিনি কেবল স্বেচ্ছাবশতঃই পুনঃ পুনঃ তাঁহার জন্ম-লীলা প্রকট করিয়া থাকেন। (ভাঃ ৩।২।১৫)—যেরূপ অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ হইতে অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ নিত্য পূর্ব্বসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলাও প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বীয় শান্তরূপ বসুদেবাদি ভক্ত যখন বিকট ভয়ঙ্কারাকার কংসাদি দৈত্যের দ্বারা নিপীড়িত হন, তখন দয়ার্দ্রান্তঃকরণ ভগবান্ প্রাকৃত-জন্ম-রহিত হইয়াও বৈকুণ্ঠ-নাথাদি, তদ্‌ব্যূহ, তদংশ পুরুষ, তদংশ লীলাবতারগণের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। সার্ব্ব-ভৌম সম্রাট্ যেরূপ দিগ্বিজয়ে যাইবার সময় মণ্ডলাধিপতিগণের সহিত বহির্গত হন, তদ্রূপ জগতে অবতরণেচ্ছু স্বয়ং প্রভু অবতারী শ্রীকৃষ্ণও তদ্‌বিলাসাদি স্বাংশগণের সহিত অবতীর্ণ হন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলার অনাদিত্ব প্রদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপতা প্রতিপাদনের দ্বারা নারায়ণ-ব্যূহ যে শ্রীকৃষ্ণব্যূহের বিলাস,—ইহা প্রমাণিত হইল।

নারায়ণ-বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষঃ-স্পৃহা :—রামানুজীয়গণের উপাস্য নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মীর সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠপতির বক্ষঃস্থিতা হইয়া শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের স্পৃহামাত্রই আছে, লক্ষ্মীস্বরূপে তাঁহার পাইবার যোগ্যতা নাই। ইহা দ্বারা লক্ষ্মী স্ব-পতি নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন,—(ভাঃ ১০।১৫।৮)।

'শ্রীকৃষ্ণ' নামের মহিমাধিক্য—বিভিন্ন শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, 'নারায়ণ' নাম অপেক্ষা 'শ্রীকৃষ্ণ' নামের মহিমা অধিক। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিতেছেন,—'সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি।' অর্থাৎ মহাভারতোক্ত পরম পবিত্র বিষ্ণুসহস্রনামের তিনবার আবৃত্তিতে যে ফল হয়, কৃষ্ণের নাম একবার কীর্ত্তিত হইলে সেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। আচার্য্য শ্রীমধ্ব মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বা রুক্মিণীশ দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় অধিকতরভাবে কীর্ত্তন করিলেও দ্বাদশস্তোত্রে 'গোপিকাপ্রণয়িনঃ,' 'মন্দহাস-মৃদুসুন্দরাননং নন্দনন্দনমতীন্দ্রিয়াকৃতিং,' 'নন্দকুমারবৃন্দাবনাঞ্চলগোকুলচন্দ্র' প্রভৃতি-উক্তিমুখে এবং শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে গোপীজনবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিষয় ইঙ্গিত দিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্যের সেই অপরিস্ফুট ইঙ্গিতকে পূর্ণভাবে পরিস্ফুট এবং পরিশিষ্টযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসীমা প্রকাশ করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক আলোচনা শ্রীকৃষ্ণের বৈধ আকৃতি মাত্র ঃ— সাম্প্রদায়িক কৃষ্ণতত্ত্বালোচনা শ্রীকৃষ্ণের সহজ ও স্বাভাবিক স্বরূপ নহে। তাহা একটা বৈধ আকৃতি মাত্র। সাম্প্রদায়িক বিচারে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপিত হয় না। উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারগণের পূজা হইতে পারে; তবে যে সম্প্রদায়িক বিচার-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচিত হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের একটা দিগ্দর্শন মাত্র। বহু লোক সেই বিশিষ্ট দিগ্দর্শনের অনুমোদনকারী—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক আলোচনা-প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু যাঁহারা সেইরূপ সম্প্রদায়ের বহিরঙ্গ বিচারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের বিশিষ্ট কৃপাবলে ভজন-রাজ্যে আত্মবৃত্তিকে পরিস্ফুট করিতে পারেন, তাঁহারাই সম্প্রদায়াতীত অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা অবগত হইতে পারেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—যিনি শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব ধন্য করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক না বলিয়া গোস্বামিপাদগণ,—'**সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক** শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।'—প্রভৃতি বাক্যে আরতি করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব আত্মস্বরূপে উপলব্ধ হয়। সুবুদ্ধিগণ ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভাষা বা সাহিত্যের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যগ্রূপে প্রকাশিত হয় না। ভাষা ও সাহিত্য 'শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু' বলিতে গিয়া নিরস্ত হইয়া পড়ে। তবে ভাষা নিরস্ত হয় বলিয়া মনোধর্ম্মের কল্পনা বা যথেচ্ছাচারিতা সেখানে স্থান পায় না। শতকরা শত পরিমাণ সেবোন্মুখতা-পরিভাবিত আত্মস্বরূপে তাহা প্রকাশিত হয়।

'স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের কথিক সিদ্ধান্ত হইতে যে মতবাদ যতটা পৃথক্, তাহা ততটা অসম্পুর্ণ ও দোষযুক্ত।' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেষ্টা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুপুরাণের কথিত শ্রীকৃষ্ণ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর শ্রীকৃষ্ণ, আধুনিক আনুকরণিক নিম্বার্কানুগব্রুব সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবল্লভানুগগণের পুষ্টিমার্গের শ্রীকৃষ্ণ যে পরিমাণে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নতনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সহিত পার্থক্য লাভ করিয়াছেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-ধারণায় অসম্পূর্ণতা আছে। সেই অসম্পূর্ণ ধারণা কখনই পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি নহে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিচরণ নৃপঞ্চাস্যের উপাসক এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাতৃ-সূত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই পরম ধাম এবং দশম স্কন্ধের আশ্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, —**শ্রীধরস্বামিপাদের সিদ্ধান্ত**—দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্। শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥ (১০।১—ভাবার্থদীপিকা)

বিশ্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নহে, উহা প্রাকৃত—কেহ কেহ গীতার বিশ্বরূপকেই পরম

স্বরূপ মনে করেন। বিশ্বরূপ যে পরম স্বরূপ নহে, ইহা শ্রীগীতায়ই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা বিশেষরূপে জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের অধীন; অধীন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গীতার বিশ্বরূপ-অধ্যায়ে যখন অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্য অনুভব করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ,—'স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।' (গী ১১।৫০) অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার স্বীয় রূপ দর্শন করাইলেন। এই 'স্বকং রূপং' শব্দে বিশ্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে, ইহাই সূচিত হইতেছে। আর অর্জ্জুনও সেই দ্বিভুজ মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া নিজ স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন,—'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন। ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ অর্থাৎ—"হে জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মনুষ্য মূর্ত্তি-দর্শন করিয়া এখন আমার চিত্ত স্থির হইল এবং আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম।' বিশ্বরূপ দর্শন করিবার জন্য অর্জ্জুনকে ভগবান্ দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন, সুতরাং বিশ্বরূপ—শ্রেষ্ঠরূপ, এরূপ অসঙ্গতিপূর্ণ বিচার শ্রীগীতায় খণ্ডিত হইয়াছে। অর্জ্জুন শ্রীভগবানের নিত্য সখা ও পার্ষদ, তিনি যে চক্ষু দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যকাল দর্শন করেন, সেই চক্ষু যে নিত্য অপ্রাকৃত, এবিষয়ে কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না, তবে বিশ্বরূপ-দর্শন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনকে যে দিব্য চক্ষু-প্রদানের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা অর্জ্জুনের স্বাভাবিকী অপ্রাকৃত দৃষ্টি আবরণের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে দেব-সম্বন্ধী অস্বাভাবিক দৃষ্টি দান মাত্র, উহা অর্জ্জুনের আকাঙ্ক্ষিত নহে। অধোক্ষজ-সেবা-বিমুখ দেবতাগণ বা জীবগণের যখন অপ্রাকৃত সহজ স্বভাব—অপ্রাকৃত আত্মচক্ষু আবৃত হয়, তখনই তাঁহাদের বিশ্বরূপ দর্শনের যোগ্যতা বা আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শনের জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনের স্বাভাবিক অপ্রাকৃত দৃষ্টি আবরণের অভিনয় দেখাইয়া দিব্যদৃষ্টি দানের অবতারণা করিলেন। বিশ্বরূপ-প্রদর্শন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার পরিচায়ক নহে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্য্যামীর যে কেহ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিতে পারেন। নবীন উপাসকগণের জন্য পাতালাদিকে পাদাদিরূপে বিশ্বকে পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া বিরাট্‌রূপ উক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপদিষ্ট উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ—অপ্রাকৃত লীলাবৈচিত্র্যময়। তিনি শ্রীরাধানাথ গোপীকুমুদবন্ধু রসিকশেখর। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছাময় পূর্ণতম যথেচ্ছ-বিহারী।

অভিজ্ঞতাবাদ ও অপরোক্ষবাদের ক্রমবিকাশে আটটী মতবাদ ও বিচার ঃ

বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত অধোক্ষজ বৈজ্ঞানিকগণ অভিজ্ঞতাবাদ ও অপরোক্ষবাদের চারিটী ক্রমে আটটী ক্রমবিকাশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতাবাদের ক্রম-বিকাশে চারিটী সন্ততি জন্ম লাভ করিয়াছে। প্রথম—**বিশুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ,** দ্বিতীয়—**সন্দেহবাদ,** তৃতীয়—**অজ্ঞেয়তাবাদ** এবং চতুর্থ—**নির্ব্বিশেষবাদ** বা **মায়াবাদ।** **অভিজ্ঞতাবাদী** প্রত্যক্ষ জড়কেই যথাসর্ব্বস্ব বিচার করিয়া—

খাওয়া-দাওয়া থাকাকেই জগতের সারাৎসার বিচার-পূর্ব্বক কখনও ভারতীয় চার্ব্বাক, কখনও পাশ্চত্যদেশীয় এপিকিউরাস, কখনও চীনদেশীয় ইয়াংচু প্রভৃতির আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। **সন্দেহবাদে** পরম তত্ত্ব আছে কি নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; **অজ্ঞেয়তাবাদে** ভগবান্ আছেন ধরিয়া নিলেও সেই বস্তু অজ্ঞেয়, লোকে উহা জানিতে পারে না—এইরূপ একটী বিমুখতার ভাববিশেষ মানব-চিত্ত অধিকার করিয়াছে। এই ভগবদ্‌বিমুখতা যখন অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ও কপটতায় আবরণে আবৃত হইয়া রূপ ধারণ করে, তখন উহা পরম তত্ত্বকে নপুংসকলিঙ্গ বা **জড়নির্ব্বিশেষরূপে** বিচার করিয়া থাকে অর্থাৎ পরম তত্ত্ব বলিয়া কোন বস্তু থাকিলেও তাঁহার কোন পুরুষত্ব, কোন নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য কিছুই থাকিবে না। যেহেতু জড়ের নাম-রূপ-গুণ-ক্রিয়াযুক্ত বস্তুমাত্রেই অনিত্য, সুতরাং এই অভিজ্ঞতাকে অনুমাণ-প্রমাণ-বলে অপ্রাকৃত রাজ্যে ব্যাপ্ত করিবার অসীম সাহসিকতা হইতে ভগবান্‌কে নপুংসকলিঙ্গ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই শ্রেণীর লোককে সাধারণ নাস্তিক হইতেও অধিকতর ভগবদ্বিমুখ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। যখন আত্মার ভগবদুন্মুখতা বিকাশ হইতে থাকে, তখন বস্তুর ক্লীবত্ব-বিচার ক্রমে নিরস্ত হইয়া পুং ও পুংমিশ্র বিচারের দিকে ধাবিত হয়।

(১) **একল বাসুদেব**:—ভগবদুন্মুখতার প্রথম বিকাশে একল পুরুষোত্তম বাসুদেবের উপাসনা ক্রম-বিকাশমুখে তদন্তর্গত মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামনাদির পঞ্চক্রম বিস্তৃতি। সাধারণ বিচারে তাহা স্ত্রীভাব-বর্জ্জিত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদেরও নিজ নিজ লক্ষ্মী আছেন। (২) ক্রম-বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে পুং-স্ত্রী-মিশ্রভাবের উপাসনায় বৈকুণ্ঠস্থ **শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ** ও তদন্তর্গত জামদগ্ন্যাদি ক্রমাবতার।

(৩) তৃতীয়স্তরে **সীতা-রামের** উপাসনা এবং (৪) চতুর্থস্তরে **শ্রীরাধাগোবিন্দের** উপাসনার ক্রমতারতম্যের উপলব্ধি।

অপরোক্ষ বাদের আলোচনা করিতে গিয়াও যাঁহারা ন্যুনাধিক পরিমুক্ত বিচারে সন্মুখীন হইতে পারেন নাই, কিম্বা যাঁহারা অভিজ্ঞতাবাদের গুণটানা-কার্য্যটী কল্পনা-প্রভাবে মুক্তাবস্থার পরও ব্যাপ্ত করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা শ্রীরাধানাথ কৃষ্ণের উপাসনা হইতে সীতা-রামের উপাসনা অধিকতর নীতিমূলা বলিয়া বিচার করেন। ডাঃ রামগোপাল ভাণ্ডারকার, ডাঃ ম্যাক্‌নিকল, মিঃ কেনেডি প্রভৃতি এইরূপ ভ্রমে পতিত। কেন না, রাধা-নাথ—গোপবধূবিট্; আর শ্রীরামচন্দ্র একপত্নী-ব্রতধর, আদর্শনীতিপরায়ণ, প্রজারঞ্জক রাজার আদর্শ। ইঁহাদের প্রাকৃত বিচারের অতিসাহসিকতা মক্ষিকার কাচভাণ্ডের বহির্দ্দেশে থাকিয়া কাচ-ভাণ্ডান্তর্গত বস্তুর সমালোচনা ও স্পর্শাভিমানের ন্যায়। আবার কেহ কেহ সীতারামের উপাসনা হইতেও লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করেন। কারণ, শ্রীরামচন্দ্র দশরথ ও কৌশল্যার ঔরস ও গর্ভজাত পুত্র; কিন্তু শ্রীনারায়ণ—অজবস্তু। আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসনা হইতেও

কেহ কেহ স্ত্রী-ভাব-বৰ্জ্জিত একল বাসুদেবের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বিচার করেন। আধ্যক্ষিক বিচারে একল বাসুদেবের উপাসনায় ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যাদির নিত্য অবস্থান থাকায় অভিজ্ঞতাবাদী নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বৰ্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ভাববিশেষ ব্রহ্মবিচারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং সকল উপাসনা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া অন্তিমে নির্ব্বিশেষবাদে উহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার চেষ্টা করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তদ্দাসানুদাসগণ শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তিনিই **পরাৎপরবস্তু — যিনি নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় বা পরিপূর্ণ মুক্তপ্রগ্রহ যথেচ্ছবিহারী।** নির্ব্বিশেষ বিচারে শ্রুতির একদেশের বিকৃত অর্থ দ্বারা পরাৎপর-বস্তুকে বিপর্য্যস্ত (?) এবং শ্রুতির অপর দেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষুদ্র মানব-অভিজ্ঞানে অপরিসীম অধোক্ষজ বস্তুকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার চেষ্টা হইয়াছে। পরাৎপর পূর্ণতম স্বাধীন তত্ত্বকে এরূপ-ভাবে হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া (?) কারাগারে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বিনাশ করিবার কংস-মনোভাবজ্ঞ চেষ্টায় পরাৎপরতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

একল বাসুদেবে আস্তিক্য-বিচার আরব্ধ হইলেও সেখানে শক্তিমত্তত্ত্বকে শক্তি বা লক্ষ্মীহীন করিয়া দেখিবার চেষ্টায় পরাৎপরতত্ত্বের স্বাধীনতা অত্যন্ত খর্ব্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মী-নারায়ণে বাসুদেবের সহিত লক্ষ্মীর দর্শন করিবার স্পৃহা থাকিলেও সেখানে সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যেই পরাৎপরতত্ত্বের স্বরূপ হইতেও অধিকতর মর্য্যাদা বা গৌরবের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজায় **ঐশ্বর্য্য,** সম্ভ্রম বা গৌরবের পূজাই **প্রবল,** পরাৎপরতত্ত্বের স্বরূপের পূজা **ম্লান**। ঐশ্বর্য্য পালকহীন করিলে নারায়ণসেবকের আর প্রীতি নাই। ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়াই পূজকের আকর্ষণ আছে; সুতরাং সে আকর্ষণ স্বরূপ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যে অধিকতর কেন্দ্রীভূত। কিন্তু গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা তাহা নহে, সেখানে ঐশ্বর্য্যের সাজ-সজ্জা পূজকগণকে আকর্ষণ করে নাই। শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক স্বরূপ, তাঁহার সেই কুসুম-কিসলয়, সেই কালিন্দী-কূলে স্বচ্ছন্দ-বিহার, সেই গোধন-সম্পৎ, সেই গ্রাম্য বেণুবাদন গোপীগণকে আকর্ষণ করিয়াছে।

সীতার রামচন্দ্রোপাসনায় লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বরূপপ্রীতির পরিচয় প্রকাশিত হইলেও একপত্নীব্রতধর রামচন্দ্রকে আর কেহ সীতাদেবীর আদর্শে আরা-ধনা করিতে পারেন না, আরাধনা করিলে শ্রীরামচন্দ্রের একপত্নীব্রতধরত্ব ভঙ্গ হয়, সুতরাং সীতা-রামের উপাসনা ঐশ্বর্য্যযুক্ত দাস্যরসের ভূমিকায়ই প্রতিষ্ঠিত। অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান্‌কে কেবলমাত্র একপত্নীব্রতধরত্বে আবদ্ধ করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার পূর্ণ স্বতন্ত্রতারও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। সীতারামের উপাসনা হইতে দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা অধোক্ষজ-সেবা-প্রগতির বিচারে শ্রেষ্ঠ হইলেও অর্থাৎ একপত্নীমাত্রব্রতধরত্ব হইতে আরাধ্য বস্তুর বহুবল্লভত্ব

দর্শনে পরাৎপর বস্তুর অধিকতর স্বতন্ত্রতা পরিস্ফুট হইলেও সেখানে পূর্ণতমা স্বাধীনতা বিকশিত হয় নাই। গান্ধর্ব্ব-রীতিতে বিবাহিত শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণ্যাদি ষোড়শ সহস্র মহিষীগণের পতি-পত্নীভাব দাস্যরসেরই প্রকারভেদমাত্র। সেখানে মাধুর্য্যের নিরঙ্কুশ সৌন্দর্য্য-বিচার প্রস্ফুটিত হয় নাই। কিন্তু পরাৎপরতত্ত্ব পূর্ণতম স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ যথেচ্ছবিহারী স্বরাট্ নন্দনন্দনত্বে তাহা পরিস্ফুট। শ্রীরামচন্দ্র রাবণের দ্বারা নিজ-পত্নী সীতাকে (অসুরমোহনার্থ মায়া-সীতাকে) হরণ করাইবার অভিনয়াদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; আর শ্রীকৃষ্ণ নরোচিত নৈতিক চরিত্র উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক কেবল চিদ্‌বৈচিত্র্য-বিলাসে স্বয়ং পরনারী হরণ ও পরদারাভিমর্ষণ করিয়া স্বীয় নিরঙ্কুশ যথেচ্ছাচার, বিহার ও অবিচিন্ত্য-শক্তিমত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

মায়াবশ্য জীব ও মায়াধীশগণেরও অধীশ শ্রীকৃষ্ণ সমভূমিকায় অবস্থিত নহেন :—

যাহা জড়বিচারপর অভিজ্ঞতাবাদের চক্ষে এবং বিকৃত প্রতিফলিত বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণের গুণমায়াবশ্য জীব-মায়াশক্তির যোগ্যতায় অত্যন্ত হেয়, তাহাই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষশেখর, সকল আশ্রয় বিচারের একমাত্র বিষয় মায়াধীশগণের সর্ব্বোত্তম আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই অতীব শোভনীয় ও সুসমন্বিত। একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃত অন্যতমতার আরোপ সিদ্ধ হয়। অখণ্ড পরমার্থ-নীতির নিকট খণ্ডিত জাগতিক নীতি পরাভূত, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের নিকট অস্বতন্ত্রের সকল বিচার তিরস্কৃত। যথা,—"গোলার্দ্ধ ১৮০ অংশকে অংশবিশেষ বা গোলক ৩৬০ অংশকে অংশাত্মক বলা গেলেও সেখানে যেরূপ কোনরূপ অঋজু জন্য কোন অভাব বা সঙ্কীর্ণতা নাই, স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণেও সেইরূপ কোন প্রকার হেয়তা নাই। নিরঙ্কুশ ইচ্ছার পূর্ণতম পর্য্যাপ্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ সেই পূর্ণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।" ঐশ্বর্য্য প্রধান মাধুর্য্যাংশমিশ্র দ্বারকেশ কৃষ্ণ—পূর্ণ, মাধুর্য্য-প্রধান ঐশ্বর্য্যমিশ্র মথুরেশ-কৃষ্ণ—পূর্ণতর, আর কেবল মাধুর্য্যময় ব্রজেশ-তনয়শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণতম। যথা—"হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা। শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ। অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোহল্পদর্শকঃ। কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে। পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু। (ভঃরঃসিঃদঃবিঃ বিভাবলহরীতে ১১০-১১১)। শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি-শব্দ দ্বারা নাট্যশাস্ত্রে যাঁহার কীর্ত্তন আছে, সেই ভগবান্ হরি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম—এই তিন প্রকার। প্রকৃতির অতীত কেবল চিন্ময়রাজ্যে স্বল্পগুণের স্বল্প প্রকাশক হরি—পূর্ণ; সর্ব্বগুণের স্বল্প প্রকাশক হরি—পূর্ণতর; আর যাঁহাতে অখিল গুণ প্রকাশিত, সেই হরি—পূর্ণতম; পণ্ডিতগণ ইহা কীর্ত্তন করেন। গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ অজ বস্তু হইয়াও জন্মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একই পুরুষের অজত্ব ও জনিত্ব—এই বিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তৎসম্বন্ধে শ্রীল রূপপাদ লঘুভাগবতামৃতে মীমাংসা করিয়াছেন যথা—"অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানে সমস্তই সম্ভব। তাহাতে মানব-চিন্তায় 'বিরুদ্ধ' বলিয়া প্রতিভাত ব্যাপার-সমূহের যদি অবিরোধ সমন্বয় না হইত, তাহা হইলে

ভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তা বা পরাৎপরত্বের খর্ব্বত্ব সাধিত হয়। মানব-মনীষা যাহাকে মাপিয়া লইতে পারে, ভগবানের 'এই টুকু' সামর্থ্য, তদ্ব্যতীত তাঁহার কোন সামর্থ্য নাই—এইরূপ জাগতিক বিচারের সম্ভব অসম্ভবের গণ্ডী যাঁহার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ মানব-চিন্তা যাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, তিনি কিরূপে পরম প্রভু ও পরাৎপরতত্ত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবেন? অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য-বৈভব শ্রীকৃষ্ণে ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ অর্থাৎ অজত্ব ও জন্মিত্ব যুগপৎ সমন্বিত হইয়াছে। অগ্নি যেমন তত্তৎ স্থানে তেজোরূপে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়াও কোন হেতু বশতঃ পাষাণবিশেষ বা কাষ্ঠাদি হইতে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কখনও কোন কারণ বশতঃ অদ্ভুত ও অনাদি জন্ম-লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলা-কীর্ত্তি-বিস্তার-জন্য, সাধক-মণ্ডলীকে কৃপা করিবার অভিলাষই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা প্রকাশের মুখ্য হেতু, আর ভয়ঙ্কর দাবানল কর্ত্তৃক পীড্যমান বসুদেবাদি প্রিয়তমগণের প্রতি কৃপাও তাঁহার আবির্ভাবের হেতু। পৃথিবীর ভার-হরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রার্থনা—প্রাদুর্ভাবের আনুষঙ্গিক গৌণ কারণ মাত্র। কারণ সাধু-পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ প্রভৃতি কার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নহে।' অবতারী কৃষ্ণের অবতরণ-কালে কৃষ্ণের সহিত অবতার বিষ্ণুর আবির্ভাব হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহস্থিত অংশ বিষ্ণুর দ্বারা জগতের ভার-হরণ ও পালন-লীলা হইয়া থাকে, ইহাই ভগবতের সিদ্ধান্ত॥

পারকীয় নন্দ-যশোদানন্দনত্ব ঠিক স্বকীয় বসুদেব-তনুজত্ব নহে। যে-কালে দেবকী স্বীয় তনুজের চতুর্ভুজ রূপ সংবরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেইকালে ভগবান্ চতুর্ভুজ রূপ আচ্ছাদন করিয়া যশোদার হৃদয়স্থ দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত হন। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে দ্বার করিয়া দেবকীর হৃদয়স্থিত চতুর্ভুজরূপে এবং যশোমতীকে দ্বার করিয়া যশোদার হৃদয়স্থ দ্বিভুজ-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এই জন্য বসুদেব যশোমতীর হৃদয়ধন নরাকৃতি দ্বিভুজ-মূর্ত্তি পরব্রহ্মকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করিয়া তদীয়া গর্ভাবির্ভূতা যোগমায়াকে কংস-বঞ্চনার্থ আনয়ন করিয়াছিলেন। যশোমতীর গর্ভ-প্রবেশাদি ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাৎসল্যপ্রেমবিশেষের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোমতীর নিত্য পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সধারণ ভক্তিবিশেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য আবির্ভাব প্রকটিত হইলেও তদ্দ্বারা বাৎসল্যপ্রেমের লাল্য-পাল্য নন্দনন্দন-কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না। কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন না। যদি দেহ হইতে নির্গত হইলেই ভগবানের পুত্রত্ব-বিচার প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত নৃসিংহদেবের উক্ত স্তম্ভে এবং ব্রহ্মার নাসাদেশ হইতে প্রকটিত বরাহদেবের ব্রহ্মাতে-পিতৃত্বের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ থাকিত। অধিক কি, কাহারও গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেও শ্রীকৃষ্ণে পুত্রত্বের আরোপ নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরাতে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃত্ব প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং একমাত্র বাৎসল্যপ্রেমই শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে আবির্ভাবের হেতু, গর্ভ-প্রবেশাদি হেতু নহে। সেই বাৎসল্যপ্রেম একান্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদি-বিহীন পূর্ণ শুদ্ধরূপে ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীতে নিত্যকাল

উদিত। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নন্দ-যশোদা দুলাল।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তি যেরূপ চরম ধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপভাবে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃত চিত্তে আবিষ্ট হইয়াই জন্ম-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাঃ ১০।২।১৮ শ্লোক আলোচ্য। পরাৎপরতত্ত্বের ঐশ্বর্য্যগন্ধলেশহীন পুত্রত্বের বিচার একমাত্র নন্দনন্দনেই সমন্বিত। দশরথাত্মজ রামে, এমন কি, বসুদেব-তনুজেও তাহা নাই। পরমেশ্বর-তত্ত্বের পুত্রত্ব-বিচার কিরূপে সমন্বিত হয়, তদ্বিষয়ে খৃষ্টীয় সম্প্রদায় স্বল্পবিচারপরায়ণ। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বেদ্য বাস্তব বস্তু এবং অদ্বয়জ্ঞান। সেই অদ্বয়বস্তু ত্রিবিধ অভিধেয়ে ত্রিবিধ প্রতীতিতে প্রতীত হন; বস্তুতঃ কৃষ্ণ প্রতীতিই—অদ্বয় বাস্তব পূর্ণ প্রতীতি। নির্ব্বিশেষজ্ঞানে ব্রহ্মপ্রতীতি—কৃষ্ণের অসম্যক্ প্রতীতি, আর যোগমার্গে পরমাত্ম-প্রতীতি—কৃষ্ণের আংশিক প্রতীতি মাত্র। যথা—একই হিমালয় পর্ব্বতকে দূর হইতে দর্শনকারী বিচিত্রতা বা বিশেষহীনরূপে, সমীপস্থ হইয়া দর্শনকারী আকারিত বস্তুমাত্ররূপে এবং অত্যন্ত সম্মুখী দ্রষ্টা তত্রত্য বনস্পতি-সমূহ, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের বিচিত্রতা, বিভিন্ন শৃঙ্গ, গহ্বর, প্রপাতাদি দর্শন করিতে পারেন। তদ্রূপ অদ্বয়বস্তুকে অত্যন্ত দূর হইতে দর্শন—ব্রহ্মদর্শন বা কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দর্শনাভাস মাত্র। আর একটুকু অগ্রসর হইয়া দর্শনকারী—অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ বা পরমাত্মা দর্শন করেন। কিন্তু যাহারা অত্যন্ত সন্নিকটস্থ হইয়া দর্শন করেন, তাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যাদিযুক্ত বিচিত্র বিলাসময় অদ্বয়বস্তু-রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। এইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় হেয়তাযুক্ত জড়-বিশেষ-তিরস্কৃত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে—**গুহ্য**, পরমাত্মজ্ঞানকে—**গুহ্যতর**, এবং নারায়ণ বা চতুর্ব্ব্যূহাত্মক **গুহ্যতম** ভগবজ্-জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক চরম জ্ঞানকে—সর্ব্বগুহ্যতমজ্ঞান বলিয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন তোমার সম্মুখস্থ আনন্দপূর্ণ বিদ্ঘন-বিগ্রহ আমি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরমাশ্রয়। ঘনীভূত তেজবিগ্রহ সূর্য্য যেরূপ প্রভারাশির আশ্রয়, তদ্রূপ চিদ্ঘন-বিগ্রহ, আমিও চিন্মাত্রস্বরূপ প্রভামাত্র ব্রহ্মের পরমাশ্রয়। নিত্য মুক্তি, ভাগবতধর্ম্ম, মোক্ষসুখ-তিরস্কারী প্রেমভক্তি রসোৎসব আমার এই কৃষ্ণস্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া নিত্য অবস্থিত। (গীতা ১৪।২৭)॥

ব্রহ্ম সংহিতাও এই সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতের—"বদন্তি···শব্দ্যতে।" শ্লোকের সুষ্ঠু অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্‌কে একই তাৎপর্য্যপর প্রতিশব্দ মাত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। 'ব্রহ্ম'—'পরমাত্মাদি'—গৌণ নাম। উহাতে স্বরূপের পরিচয় নাই। 'ব্রহ্ম' শব্দ—জড়তিরস্কৃত নির্ব্বিশেষভাববিশেষ। 'পরমাত্মা' শব্দ—জগতের সম্বন্ধগত জড়াত্মপ্রবিষ্ট একদেশ-স্থিত চিদ্বিভূতি-বিশেষ। "একাংশেন স্থিতো জগৎ" প্রভৃতি গীতোক্ত বাক্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সূর্য্যের উপমা দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন। যথা—চর্ম্ম চক্ষে সূর্য্য যেরূপ নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়, জ্ঞানমার্গেও তদ্রূপ অদ্বয়তত্ত্বরূপ ভগবানের নির্ব্বিশেষ অসম্যক্ ভাব-মাত্র

প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি, সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি মাত্র। অনন্ত-স্ফটিক-খণ্ডে যেরূপ একমাত্র সূর্য্যই প্রতিফলিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অংশই অনন্ত সংখ্যক ব্যষ্টি জীবে ও ব্যষ্টি জড় পরমাণুতে প্রতিফলিত হইয়া তদন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন। আর দেবতাগণ যেরূপ সূর্য্যকে সবিগ্রহরূপে দর্শন করেন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তগণও শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিশিষ্ট ভগবান্‌রূপে দর্শন করেন।

ভক্তিযোগে ভগবানের ধারণাই সমগ্র ও সম্পূর্ণ ধারণা। শ্রীরূপপাদ মহাপ্রভুর কথিত ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন,—ভাঃ ৩।৩২।৩৩ শ্লোক। বহুগুণাশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য যেরূপ চক্ষু প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্নরূপে গৃহীত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান্ বিভিন্ন শাস্ত্রপথ-সমূহ দ্বারা নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রপথই সমান বা এক তাৎপর্য্যপর নহে। ভগবানের সেবানুকূল ও ভগবৎসেবা-প্রতিকূল—উভয় পথ এক নহে এবং ইহাদের প্রাপ্তব্য বস্তুও এক নয়। যেরূপ রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা শুক্ল, হস্তের দ্বারা তরল, নাসিকা দ্বারা কোন বিশিষ্ট ঘ্রাণযুক্ত, জিহ্বা দ্বারা মধুর ইত্যাদি রূপে প্রতীত হয়, আবার যেমন দুগ্ধাদির মাধুর্য্য একমাত্র জিহ্বাই গ্রহণ করিতে সমর্থ,—কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি অন্য ইন্দ্রিয় সমর্থ নহে, আর যেরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ রূপ-রসাদির মধ্যে স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণে যোগ্য, তদ্রূপ বাহ্য ইন্দ্রিয়-স্থানীয় অন্যান্য উপাসনা-সমূহ বা পথ কেবল স্বস্বোপযোগী তত্তৎ স্বরূপে বিষয় গ্রহণ করিতেই সমর্থ; চিত্ত-স্থানীয় ভক্তি কিন্তু তত্তদুপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ। অগৃহীত গুণক কৃষ্ণই—ব্রহ্ম, এখানে কোন বস্তুভেদ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্তা দুইটিই পৃথক্ স্বরূপ নহে; কৃষ্ণই একমাত্র স্বরূপ, ব্রহ্ম একটী প্রতিহতদৃষ্টিযুক্ত অসম্যক্ প্রতীতি মাত্র। এজন্য প্রধান প্রধান শাস্ত্রে মাধুর্য্যাদি গুণের আধিক্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। "'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'। চিদৈশ্বর্য্য, পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ্ব-সমান॥ তাঁ'রে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি'। অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥" শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষসত্তাক স্বয়ংরূপ ভগবান্ অর্থাৎ তিনি মূল প্রদীপ; তাঁহা হইতেই অন্যান্য যাবতীয় প্রাভবপ্রকাশ, বৈভবপ্রকাশ, তদেকাত্মরূপ এবং তদন্তর্গত বিলাস, স্বাংশ, তাঁহাদের প্রাভব-বিলাস, বৈভব-বিলাসরূপে আদি চতুর্ব্ব্যূহ ও আদিচতুর্ব্ব্যূহ হইতে প্রকাশিত সমগ্র চতুর্ব্ব্যূহরূপী বৈভববিলাসগণ, স্বাংশ ও শক্ত্যাবেশরূপ বিবিধ অবতার, কারণ-গর্ভ-ক্ষিরোদকশায়ী পুরুষাবতারত্রয় প্রকাশিত। আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা বা প্রকৃতির মূল নিমিত্ত কারণ কারণব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুই আবার সমষ্টি জগতে প্রবিষ্টরূপে গর্ভোদক-শায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদকশায়ী, সেই ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষ প্রতিব্রহ্মাণ্ডে এক একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণু, পরমাত্মা, ঈশ্বরাদিরূপে বিরাজমান এবং

ব্রহ্মাণ্ডের জলাংশে শেষশায়ী। এই শেষশায়ী—ব্রহ্মার পিতা। তাঁহারই এক অংশ বিরাট্-রূপে কল্পিত। সর্ব্বকারণ-কারণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব। কৃষ্ণলোকে—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল, তথায় আদি চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, মূল সঙ্কর্ষণ—বলদেব, প্রদ্যুম্ন—কামদেব এবং অনিরুদ্ধ। কৃষ্ণলোকের অধোভাগে পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠ, তথায় কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজমান। কৃষ্ণলোকে যিনি বলদেব, তিনি—মূল সঙ্কর্ষণ, তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি—পরব্যোম বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ; সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ধামরূপ ব্রহ্মলোক। তাহার বাহিরে চিন্ময় জলবিশিষ্ট কারণ-সমুদ্র—যে কারণ-সমুদ্রের এক কণ হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা প্রকাশিতা হইয়াছেন। কারণ-সমুদ্রের অপর পারে এই দেবীধাম।

কারণ-সমুদ্রে মূল সঙ্কর্ষণের কলা এবং মহাসঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদিপুরুষাবতার মহাবিষ্ণু বা কারণার্ণবশায়ী। ইনি সমগ্র জীবশক্তি এবং প্রকৃতির কারণরূপে অনন্তকোটি ধামের মূল কর্ত্তা। কারণার্ণবশায়ী ব্রহ্মাণ্ডসংস্থিত হইয়া গর্ভোদকশায়ী; ইনি চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী এবং পিতা। তাঁহার নাভিপদ্মেই ব্রহ্মার জন্ম এবং সেই পদ্মনালে চৌদ্দ ভুবন। গর্ভোদকশায়ী হইতে জগৎপালক অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর প্রাকট্য। এই অনিরুদ্ধ বিষ্ণুই তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বা গুণাবতার বিষ্ণু। তিনি সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃদেব হইয়াও স্বয়ং গুণ-মায়াতীত। গর্ভোদকশায়ী হইতে জগৎ-সংহারক রুদ্রেরও উৎপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন গুণাবতার। তবে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় জগৎপালক গুণাবতার বিষ্ণুকে বিষ্ণুমায়া আবরণ করিতে পারে না। গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিব—মায়ার অধীন; কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ নহেন। যাঁহাকে 'অন্তর্য্যামী,' 'পরমাত্মা' কিম্বা 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' প্রভৃতি বলা হয়, তিনি তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী। আর ঋক্‌সূক্ত যাঁহাকে সহস্রশীর্ষাদি বাক্যে স্তব করেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অসংখ্য লীলাবতার জগতে প্রকাশিত।

তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধ হইতে গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার শক্ত্যাবেশাবতার। যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির অবতার, তিনি মুখ্য শক্ত্যাবেশাবতার, আর যে যে স্থলে শক্তির আভাস-মাত্র বিভূতি দেখা যায়, সে-স্থলে গৌণ শক্ত্যাবেশাবতার। যেমন সনকাদিতে—জ্ঞানশক্তি, নারদে—ভক্তিপ্রচারশক্তি, ব্রহ্মায়—সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে—ভূধারণশক্তি, শেষরূপী ভগবদবতারে—স্বীয় সেবারূপা শক্তি, পৃথুতে—পালনীশক্তি, পরশুরামে—দুষ্টনাশ ও বীর্য্যসঞ্চারিণীশক্তি অর্পিত হইয়াছে। আর যে-সকল জীব বিভূতিমান্ বা শ্রীমান, সেই সকল জীব গৌণ শক্ত্যাবেশাবতার-রূপে কল্পিত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিখিল কারণ-তত্ত্বগণেরও কারণস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মার কারণের কারণের কারণ, রুদ্রের কারণের কারণের কারণ, ব্রহ্মের কারণের কারণ, নারায়ণের কারণের কারণ, সকলের আদি কারণ। তিনিই সকলের কারণ, তাঁহার আর কারণ নাই বলিয়া তিনি অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে,—"কৃষ্ণস্তু

ভগবান্ স্বয়ম্।' তিনি সিদ্ধান্তগ্রন্থরাজ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়,—ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসামৃতসিন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসের আশ্রয় বলিয়াই যখন বলদেবের সহিত কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন যাঁহার যেই রস তিনি সেই রসে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। **বীর-রস-প্রিয়** মল্লগণ দেখিলেন,—যেন কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্ররূপে উদিত হইয়াছে, **মধুর-রস-প্রিয়** স্ত্রীগণ তাঁহাকে—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান মন্মথরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন, নর-সমূহ—জগতের একমাত্র নরপতিরূপে এবং **সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয়** গোপ-সকল শ্রীকৃষ্ণকে স্বজনরূপে, **ভয়ার্ত্ত** অসদ্-রাজগণশ্রী কৃষ্ণকে—দণ্ডবিধাতৃরূপে, **মাতা-পিতা** শ্রীকৃষ্ণকে—সুন্দর শিশুরূপে, ভোজপতি কংস—সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ—বিরাট্‌রূপে, পরম যোগীসকল—**শান্তরসের** আশ্রয় পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ—পরদেবতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলেন [ভাঃ ১০।৪৩।১৭]।

নিখিল শ্রীভগবদ্রূপের অখিল মাহাত্ম্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজিত আছে। কেহ বলেন,—বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, কেহ বলেন,—সহস্রশীর্ষ পুরুষ, কেহ বলেন,—নর-সখ নারায়ণ, কেহ বলেন,—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুই মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এইরূপে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ভাবে উক্তি করিয়া থাকেন। এইরূপ পরস্পর মতভেদ হইবার কারণ—যাঁহারা যে-যে লোকের বৃত্তান্ত-গ্রহণে তৎপর, তাঁহারা সেই সেই লোকে লোকনাথকে দর্শন করিতে না পারিয়া নিজ-নিজ মতি অনুসারেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মথুরায় অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণেই ঈশ্বরোপযুক্ত মাহাত্ম্য, মাধুর্য্য, বিতর্কতা, দুর্ব্বিতর্ক্যভাব, বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয় লক্ষ্য করিয়া সকলেই স্ব-স্ব মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলেন যে, আমাদেরই উপাস্য ভগবান্ মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সদ্বেশমাত্র অর্থাৎ ভক্তবেশ দেখিয়াই বালঘাতিনী পূতনাকে ধাত্র্যুচিতা গতি প্রদান করিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি সেই বালঘাতিনীর বান্ধব বক এবং কংসাদিকেও পরম মধুর গোপবালকোচিত মধুর ক্রীড়া দ্বারা মুক্তিপদ প্রদান করিয়াছিলেন। হতারিগতিদায়কত্ব গুণ অন্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদি 'লোক-প্রাপ্তি-রূপ সদ্গতি পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নিজ অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে নিহত শত্রুমাত্রকেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। জয়-বিজয় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি-রূপে বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়াও মুক্তিপ্রাপ্ত হন নাই, কেবল ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইয়া তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অসুরগণেরও মুক্তি হয় না। তবে যে কোথায় কোথাও অন্য ভগবৎস্বরূপ কর্ত্তৃক ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তিদান-প্রসঙ্গ শ্রবণ করা যায়, তাহার কারণ কেবল—ভগবদ্দ্বেষী কর্ত্তৃক বিদ্বেষ-সহকারে নিরন্তর ভগবচ্চিন্তন। কিন্তু নিখিল ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তিদানের কথা কোন

অবতার বা অবতারীতে শুনা যায় না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আপনার অচিন্ত্যস্বভাব বশতঃ ভগবদ্‌দ্বেষী অসুরগণকেও মুক্তি দান করেন, অসুরগণের মুক্তি দানের অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। পূতনাদির ধাত্র্যুচিতা গতি লাভই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই,—তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও আপনার নিরতিশয় প্রভাব-দ্বারা স্মরণকারীর চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এই জন্যই তিনি সকলের মুক্তিদাতা। কিন্তু অন্য ভগবৎ-স্বরূপে কিঞ্চিৎ স্মরণমাত্রে স্মরণকারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার স্বভাব নাই বলিয়া মুক্তিদাতৃত্বও নাই। বেণরাজা বিষ্ণু-বিদ্বেষী ছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণের মত বিষ্ণুর সর্ব্বাকর্ষকত্ব ধর্ম্ম না থাকায় শ্রীকৃষ্ণদ্বেষিগণের আবেশের ন্যায় বেণরাজার শ্রীভগবানে আবেশের অভাব-হেতু মুক্তি-লাভ হয় নাই। এই জন্য যেন কেন উপায়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই মনোনিবেশের কথা শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেই আশ্চর্য্যতমা শক্তি আছে। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা সন্দর্ভকারের সিদ্ধান্ত।

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের মুখ্য কারণঃ—"বৈকুণ্ঠাদিতে যে যে লীলার প্রচার নাই, তত্তৎ লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার করিব, অধিক কি, এই লীলাতে আমিও স্বয়ং চমৎকৃত হইব। আমার যোগমায়া স্বরূপশক্তি অবিচিন্ত্য প্রভাবক্রমে আমার ইচ্ছায় সচ্চিদানন্দতনু, আমার নিত্যপ্রিয়া, সচ্চিদানন্দস্বরূপা গোপীদিগের হৃদয়ে উপপতির ভাব সঞ্চার করিবেন। আমিও তখন রসপুষ্টির জন্য তাহা জানিতে পারিব না অর্থাৎ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি আমার সর্ব্বজ্ঞতাকে গোপন করিয়া তাহাতে এক প্রকার **অদ্ভুত রস** উৎপন্ন করিবে এবং সেই স্বরূপশক্তি-স্বরূপ হইয়াও গোপীগণ তাহা জানিতে পারিবেন না। আমি ও আমার গোপীগণের অদ্ভুত রূপে-গুণে পরস্পরের মন হরণ করিলে সামান্য ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ রাগমার্গে আমাদের পরস্পরের মিলন-সুখ উদিত হইবে; কখনও মিলন, কখনও বিচ্ছেদ দৈব ঘটনার ন্যায় উদিত হইবে। আমি এই সমস্ত রসের নির্যাস আস্বাদন করিব এবং ভক্তগণকে প্রসন্ন হইয়া দান করিব। সর্ব্ব ভক্তকে এই রস-দান করিবার প্রক্রিয়া এই যে, আমি ব্রজে যে নির্ম্মল রাগ প্রকট করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ যাবতীয় আর্য্য-অনার্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবেন।"—এইরূপ ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপ প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছিলেন। এই নিরুপাধিক প্রেম আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ।

বিষয়াশ্রয়-বিচার ও আশ্রয়-আলম্বন-বর্ণন ঃ—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সমস্তই তাঁহার আশ্রিত তত্ত্ব। অলঙ্কার শাস্ত্রে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী—এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর বিষয় উল্লিখিত আছে। ভরত মুনি কাব্যপ্রকাশকার বা সাহিত্যদর্পণকার প্রভৃতি যে-সকল ব্যক্তি বিষয়াশ্রয়-বিবেকের কথা জানেন না। তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন। আলম্বন দুই প্রকার—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন।

বিষয়ালম্বন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়ালম্বন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসভেদে প্রধানতঃ পঞ্চ প্রকার। ব্রজলীলারূপ চিদ্রসবর্ণনে অনেক সময় শান্তরস পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপে যে মমতা—যাহা শুদ্ধারতিকে প্রেমরূপে পুষ্ট করাইয়া থাকে, সেই মমতা-গন্ধহীনতা বা নিরপেক্ষতা শান্তভাবে অবস্থিত থাকায় শান্তভাবকে অনেকে রসের অন্তর্গত করিতে চাহেন না। তথাপি ব্রজের গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-শৃঙ্গ-যামুনতট-কদম্ববৃক্ষ—ইঁহারা শান্তরসের আশ্রয়ালম্বনরূপে বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। দাস্যরসের আশ্রয়ালম্বন ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি দাসগণ কৃষ্ণ-কৃপায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া 'অধিকৃত দাস।' শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ তিন প্রকার আশ্রিত দাসরূপ আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে কালিয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ নৃপসকল 'শরণ্য আশ্রিত দাস।' শৌনকাদি ঋষি মুক্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া 'জ্ঞানিচর আশ্রিত দাস' হইয়াছিলেন। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতি প্রথমাবধিই ভজনাসক্ত থাকায় 'সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাস।' উদ্ধব, দারুক, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি 'পার্ষদ দাস।' সুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্ভ, সুতম্ব প্রভৃতি পুরস্থ 'অনুগত দাস।' রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মকরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল প্রভৃতি ব্রজস্থ 'অনুগ দাস।' সখ্যরসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে পুরবাসী ও ব্রজবাসী দুই প্রকার কৃষ্ণ-সখা। অর্জ্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী, শ্রীদামব্রাহ্মণ প্রভৃতি 'পুরসম্বন্ধি সখা'। ইঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ। ব্রজবাসী সখাগণ কৃষ্ণের সকল বয়স্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেন না, তাঁহারা ক্ষণকাল কৃষ্ণের সেবা-বিরহ সহ্য করিতে পারেন না। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, গোভট, ইন্দ্রভট, বিজয় ও বলভদ্রাদি কৃষ্ণের 'সুহৃদ্ সখা।' দেবপ্রস্থ, কুসুমাপীড়, মনিবদ্ধ, করন্ধম প্রভৃতি কৃষ্ণের 'কেবল-সখা'। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের 'প্রিয়সখা'। সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত প্রভৃতি 'প্রিয়নর্ম্ম সখা'। বৎসল রসের আশ্রয়ালম্বনে কৃষ্ণের গুরুবর্গ প্রসিদ্ধ। ব্রজরাজেশ্বরী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, ব্রহ্মা যে পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জননীগণ; দেবকী ও দেবকীর সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি মুনি প্রভৃতি বৎসল রসের আশ্রয়ালম্বন। ইঁহাদের মধ্যে ব্রজেশ্বরী ও নন্দমহারাজ সর্ব্বপ্রধান। মধুর রসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে স্বকীয় ও পরকীয় বিচার লক্ষিত হয়। কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ—স্বকীয়া এবং ব্রজবনিতাগণ প্রায়ই সোঢ়া অনূঢ়াভেদেও পারকীয়া। এই জগৎ অপ্রাকৃত পরমোপাদেয় চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলন। অনর্থময় ইহ জগতে যে রস যৎপরোনাস্তি হেয়, অর্থময় অবিকৃত বিম্বস্বরূপ চিদ্ধামে অর্থাৎ যথায় অনুপাদেয়তার অবকাশ দৃষ্ট হয় না, তথায় সেই রসের অবিকৃত আদর্শ যৎপরোনাস্তি উপাদেয়। ইহ জগতে যে রস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচারিত, অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতে সেই রসের আদর্শ সর্ব্ব নিম্নে অবস্থিত। এই প্রতিফলিত জগৎ—জড়বিশেষবহুল; সুতরাং এখানে যাবতীয় জড়বিশেষভাব হইতে নিরপেক্ষতা-বিরতি-স্বরূপ শান্তভাবই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে

স্বভাবতঃই নিত্য জড়বিশেষত্তার হেয়তা না থাকায় সবিশেষভাবের পূর্ণতার অবধি-স্বরূপ পারকীয় মধুর রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শান্তরসে নিরপেক্ষতা আছে, মমতা উৎপত্তি হয় নাই। মমতাই কৃষ্ণপ্রীতির প্রথম অঙ্কুর; মমতাহীন শান্তরস এইজন্য সর্ব্ব নিম্নে। মমতাযুক্ত দাস্যরস তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাতে শান্তরসের সমস্ত সম্পদই আছে, অথচ তাহা মমতা-সংযুক্ত। এখান হইতেই সম্বন্ধ জ্ঞানের ভূমিকা আরম্ভ হইয়াছে, কৃষ্ণের সহিত প্রভু ও দাস-সম্বন্ধ। মমতা-সম্বন্ধ না থাকিলে কোন বস্তুর জন্য বিশেষ ব্যস্ততা থাকে না। আবার দাস্যরসের মমতা ও সকল সম্পদের সহিত যখন বিশ্রম্ভভাবরূপ প্রধান অলঙ্কারটী সংযুক্ত হইয়াছে, তখন সখ্যরস দাস্যরস হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুভূত হয়। সখ্যরসে দাস্যরসের সম্ভ্রমকণ্টক নাই। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির মাত্রাও অত্যন্ত বিশ্রম্ভভাব প্রকাশিত হওয়ায় সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে আরোহণ ও শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছিষ্টাদি দ্রব্য প্রদানাদির দ্বারা প্রীতিসেবা করিতে পারেন। সখ্যরসের সকল সম্পদের সহিত যখন লাল্য-লালক-ভাবটী সংযুক্ত হইয়াছে, তখন রস আরও অধিকতর সম্পৎশালী হইয়া বাৎসল্যরসরূপে প্রকাশিত। নিখিল জগতের পালনকর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির পালনকারী শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজরাজ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোমতী নিজ আলিন্দে বন্ধন করিয়া স্ব-স্ব লাল্য-পাল্যবোধ করিতেছেন। প্রীতির কিরূপ প্রগাঢ় পরিচয়!

অপ্রাকৃত মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা—আবার শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসের সকল সম্পদের সহিত যখন সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা সেবাসক্তি সম্মিলিত হইয়াছে, তখন সেখানে মধুর রস প্রকাশিত। পিতা-পুত্রে অনেক বিষয়ে গোপন থাকে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে তাহা থাকে না, প্রীতিবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের নিকট আপনাদিগকে পরিমুক্তস্বরূপে ও স্বভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এইজন্য মধুর রস সকল রসের শিরোমণি। প্রকৃত বিচারে একমাত্র পারকীয় রসই মধুর রস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। স্বকীয় মধুর রস দাস্য-রসেরই উন্নত প্রকার-ভেদ-মাত্র। পুরমহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী; তাঁহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুত্র-পৌত্র-গৃহাদিতে ব্যগ্রচিত্তা হইয়াই গৌরবের সহিত পতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। আর গোপীগণ ইহলোক ও পরলোকে সকল প্রকার সাধ্য ও সাধনে অপেক্ষা-রহিত হইয়া এবং অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত পতি-পুত্রাদি পতিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক বৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদি অনির্ব্বচনীয় বিলাস-সমূহের দ্বারা সুগোপ্য রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যে-ভাবে ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই ভজনা অর্থাৎ তাঁহাদের ভজনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—'আমি ব্রজবাসিগণের প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তির নিকট আমার সমগ্র স্বরূপকে বিক্রয় করিয়াও আমি তাঁহাদের নিকট চিরঋণী।' শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—রুক্মিনীকে দর্শন করিয়া তাঁহার রুক্মিণীর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি হইবার পরিবর্ত্তে গোপীগণেরই

স্মৃতি আরও উদ্দীপ্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।' শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন,—'মৎপ্রাপ্তি-কামনাময়ী কাত্যায়নীব্রতপরা অষ্টোত্তরশতাধিক ষোড়শসহস্র গোপললনার সহিত পুরবনিতাগণের সংখ্যার সাদৃশ্য দেখিয়াই তদ্দ্বারা স্বীয় চিত্তকে কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ করিবার জন্য আমি পুরবনিতাগণকে বিবাহ করিয়াছি।'

আত্মারামতা ও লীলারামতাঃ—আত্ম ও পর দুইটী তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে আত্মারামতা, তাহাতে রসের পৃথক্ সহায় না থাকায় রস নাই। শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা-ধর্ম্ম যেরূপ নিত্য, লীলারামতাধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধধর্ম্ম-সামঞ্জস্যময় পরমপুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কৃষ্ণতত্ত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা, আর তদ্বিপরীত কেন্দ্রে লীলারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা। আত্মারামতার দিকে যতটা আকর্ষণ করা যায়, ক্রমশঃই রসের তত শুষ্কতা আসিয়া পড়ে। আর রসকে যত লীলারামতার দিকে আকর্ষণ করা যায়, রস ততই প্রফুল্ল হয়। সর্ব্বকারণ-কারণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অদ্বিতীয় পুরুষ, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যেখানে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হইতে পারে না। কোন জীব বা প্রতিফলিত জগতের কোন পুরুষাভিমানী যেখানে নায়ক পদবী গ্রহণ করেন, সেখানেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে, সুতরাং পারকীয় ভাব সেখানে নিতান্ত হেয়।

শ্রীমতী রাধারাণী—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; তিনি আশ্রয়কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বয়ংরূপাঃ—মধুর রসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে আশ্রয়শিরোমণি শ্রীরাধাই রূপে-গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তিনি যূথেশ্বরীর প্রধানা। তিনি আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বয়ংরূপা। শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপে অষ্টসখীর বিপ্রলব্ধাদি অষ্ট ভাব পৃথক্ পৃথক্ লক্ষিত হয়; কিন্তু শ্রীরাধায় যুগপৎ অষ্টভাব-সমষ্টি দেদীপ্যমান। শ্রীমতী রাধারাণী যাবতীয় কৃষ্ণকান্তার অংশিনী এবং কৃষ্ণেচ্ছা পরিপূর্ত্তিময়ী। কৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সমগ্র ভক্ত ও ভক্তির পোষিকা ও মূল আকর। বিষয়-কৃষ্ণবিগ্রহ স্বয়ংরূপ অবতারী হইতে যেরূপ নিখিল ভগবদবতার বিস্তৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ স্বয়ং-রূপা অংশিনী হইতে ব্রজাঙ্গনাগণ, দ্বারকার মহিষীগণ ও নারায়ণ-বাসুদেবাদির লক্ষ্মীগণ বিস্তৃত হইয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস, অন্য যাবতীয় বস্তু সেই মূল বিলাসের উপকরণ। সেই শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কিরূপ সুখের উদয় হয়—এই তিনটী বিষয় আস্বাদনে লোভপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভ-সমুদ্রে আবির্ভূত হন।

গৌরব-পথে বা প্রাকৃত-সাহজিক-পথে কৃষ্ণপ্রেম অসম্ভব ও স্পর্শাতীতঃ—জগৎ বৈধী ভক্তি দ্বারা চালিত, কাজেই কৃষ্ণপ্রেমে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। গৌরবভাবে শুদ্ধরাগ-লভ্য কৃষ্ণপ্রেম, কিম্বা প্রাকৃত সাহজিক অনুকরণিক পথে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম একান্ত সুদুর্লভ ও

স্পর্শাতীত। গৌরবভাবময়ী বৈধী ভক্তির ফলে জীবের চতুর্ব্বিধা মুক্তি এবং বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত শেষ সীমা। নিজ-ভজনমুদ্রা প্রদানার্থ স্বয়ং কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন। যুগধর্ম্ম প্রচারাদি বিষ্ণুর কার্য্য; কিন্তু কৃষ্ণ ব্যতীত অপর অংশ-বিষ্ণুতত্ত্বের কৃষ্ণপ্রেম-দান অসম্ভব। বিধিভক্তি প্রচারের জন্য বিষ্ণুর অবতার, আর রাগভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার। শ্রীরাধার ভব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-বাঞ্ছাত্রয় পরিপূরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিত ব্যক্তিগণই শ্রীকৃষ্ণসেবামাধুরী-পরাকাষ্ঠা আস্বাদন করিতে সমর্থ। মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য-বিগ্রহাবতারেই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে—মাধুর্য্যক্রোড়ীভূত ঔদার্য্য, আর শ্রীকৃষ্ণে—ঔদার্য্যক্রোড়ীভূত মাধুর্য্য। অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা নাই, তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অভিনয় বা চেষ্টা—শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার বা বিষ্ণুর অর্চ্চন-মাত্র; তাহাদের যোগ্যতায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উদিত হইয়া জীবকে অনর্থনির্ম্মুক্ত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় ভজন-সম্পদ্ অর্থাৎ নিজ ভজনমুদ্রা প্রদান করেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় 'মহাবদান্য' ও 'কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা' বলিয়া বন্দিত হইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত বা নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-দ্বয়েরও কারণ শ্রীগৌরকৃষ্ণ সমস্ত উপাদেয়তাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সর্ব্ববিষ্ণু, সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বভোক্তৃস্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য ঃ—পঞ্চতত্ত্বরূপী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিগ্রহগণের বিচিত্রবিলাস-প্রদর্শনই ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য এবং সেই পঞ্চতত্ত্বরূপী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিগ্রহ-গণের বিচিত্র বিলাস-সেবাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদাশ্রয়লাভ ও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-সীমার উপলব্ধি হয়। যিনি কৃষ্ণ জানাইয়া অচৈতন্য জগতের চৈতন্য-সম্পাদন ও জগৎকে ধন্যাতিধন্য করিয়া-ছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপঙ্কজভৃঙ্গগণের পাদাশ্রয় ব্যতীত 'শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু', তাহা কাহারও গোচরীভূত হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসানুদাসগণের সেবা ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেমলাভ অসম্ভব। 'আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্। বিনা ন গৌরপ্রিয়-পাদসেবাং বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥' (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত) ॥ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র-বিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্মসেবা-ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্লভ পদ জানিতে পারে না।

নৈয়ায়িক হেতুবাদিগণ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ, বৈদান্তিকব্রুব প্রচ্ছন্ন হেতুবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা কখনও উপলব্ধি করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পদাশ্রিত নহেন। নৈয়ায়িক হেতুবাদিগণের সচ্চিদানন্দত্ত্বের বিরোধ-বিচার নির্ম্মূলিত করিয়া অকৃত্রিম বৈদান্তিক নৈয়ায়িকগণ অর্থাৎ ভাগবত-সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই নিখিলবেদের একমাত্র বিষয়-তত্ত্ব। যথা গীতা ১৫।১৫—'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।' অর্থাৎ 'আমিই সর্ব্ববেদ-বেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা

এবং বেদান্তবিৎ।' ঋঙ্‌মন্ত্রে (১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্ ও ১ম মণ্ডল ২২ অনুবাক ১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্) শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ইঙ্গিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্ব্বকালে নিত্যচরিত্র ও অষ্টাকালীয় লীলা বর্ত্তমান। ভৌমরূপে সেই অষ্টকালীয় লীলায় নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে গতায়াত ও অসুর-মারণাদি—নৈমিত্তিক লীলা। নৈমিত্তিক লীলা ব্যতিরেকভাবরূপে গোলোকে আছে; কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বস্তুতঃ প্রকাশিত। সাধকগণের পক্ষে নিত্য-লীলার প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলা প্রতিভাত হইতেছে। অঘ-কবাদির প্রতিকূলানু-শীলন—কৃষ্ণ প্রেমের পরিপন্থী; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একমাত্র অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলিয়াছেন,—**উত্তমা ভক্তি**-অন্যাভিলাষিতাশূণ্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)॥

জীবস্বরূপ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ দেখাইতে গিয়াও কখনই আপনাকে মূল আশ্রয় অর্থাৎ শ্রীমতী, নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, রক্তক-পত্রকাদিরূপে বিচার করিবেন না। তাহা হইলে অহংগ্রহোপাসনার আবাহনরূপ অনর্থ বা প্রচ্ছন্ন প্রতিকূলানুশীলন জীবস্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণভজন হইতে চিরতরে পাতিত করিবে। জীবস্বরূপের আশ্রয়-ভেদাংশ-বিচার অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণোপাসকগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের পাদাশ্রয় অর্থাৎ একমাত্র রূপানুগগণের পাদ-পদ্মাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে। অনর্থনির্ম্মুক্তাবস্থায় জীবের উদ্বুদ্ধ নির্ম্মল সহজ স্বরূপে স্ব-স্ব সহজ সেবা-ভাব শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের কৃপায় উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহীতে, নাম-নামীতে, গুণ-গুণীতে, রূপ-রূপীতে, লীলা ও লীলাপুরুষোত্তমে কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের যে-কোন একটী অঙ্গ—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদনখাঞ্চল—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার পাদপদ্ম কর্ণের ন্যায়ই শ্রবণ করিতে পারেন, কর্ণও পাদের ন্যায়ই গমন করিতে পারেন, হস্ত দর্শন করিতে পারেন, চক্ষু স্পর্শ করিতে পারেন, কোন ইন্দ্রিয়ে কোন প্রকার অভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণের গুণ abstract মাত্র নহে, উহা পূর্ণ Concrete Absolute. শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুরী, লীলা-মাধুরী, অতুল্য সেবকমণ্ডল-মাধুরী—অসমোর্দ্ধ, নিত্যপ্রগতিশীল, নবনবায়মান সৌন্দর্য্যময়। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী তাঁহার নিজেরও চমৎকারিতা আনয়ন করে এবং নিজেকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাঁহার সেই শ্রীবিগ্রহমাধুর্য্য অবলোকন করিয়া গো, পক্ষী, দ্রুম, লতা ও তরুসকল পুলকাশ্রু এবং অষ্টসাত্ত্বিকভাবে পরিপ্লুত হয়। কোন পুরুষই পরম কুলস্ত্রীস্বরূপ গোপীবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহেন; এমন কি, তাঁহারা সৌন্দর্য্য, স্বভাব, ধৈর্য্য, লজ্জাদিরূপ গুণ, বিচার-ব্যবসায়, বৈদগ্ধাদি কর্ম্ম—এই সকল দ্বারা মহালক্ষ্মীকেও অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া তাঁহারা সেই রূপ-দর্শনের প্রতি-বন্ধক পক্ষসকলের রচনাকারী বিধাতার নিন্দা করিয়াছিলেন এবং বিবিধ অপরাধকারী ইন্দ্রকে

পর্য্যন্ত 'সহস্রাক্ষ' বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহারা খেদ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়গুলি কেন কেবল নয়নরূপে পরিণত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোপললনাগণের রূপ দর্শন করিয়া প্রীত হন, সেই রূপ-প্রদর্শনের পরস্পর প্রতি-যোগিতায় অপ্রাকৃত রূপ-প্রদর্শনীর নবনবায়মান রূপ-মাধুর্য্য-ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি হয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী গোপিকাগণের আকর্ষণের বিষয়। গোপীকা-শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনীর সৎপ্রেমদর্পণে নিরন্তর প্রবৃদ্ধমান রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিজ মাধুর্য্যের আস্বাদনের নিমিত্ত তদাস্বাদনকারিণী বৃষভানুনন্দিনীর রূপ-গ্রহণে অত্যন্ত লোভ, তাহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানু-দাসগণের বা শ্রীরূপানুগ-গণের শ্রীচরণাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণবস্তু-তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়—শ্রীকৃষ্ণে সুদুর্ল্লভ প্রেম সঞ্জাত হয়।

শ্রীরূপানুগ-গণের চরণাশ্রয় না করায় জগতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অসংখ্য আধ্যক্ষিক মনঃকল্পনা-সমূহ উদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণালোচনার নামে অত্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন,—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।" শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল স্বরূপদামোদর, শ্রীল রূপ-সনাতন, রঘুনাথ, শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিলে আধ্যক্ষিক মতবাদিগণের মনঃকল্পনার কারখানায় প্রস্তুত শ্রীকৃষ্ণের নামে শ্রীকৃষ্ণ-গুণমায়ার পুত্তলিকা-সমূহের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-মনোহারী চাকচিক্যের মূল্য অন্ধকপর্দ্দক হইতেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হয়।

কোন কোন গ্রাম্য ঔপন্যাসিক, কোন কোন গ্রাম্য যদ্বা-তদ্বা কবি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রভৃতি লিখিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে কোটি যোজন দূরে শ্রীকৃষ্ণ-মহামায়ার রচিত অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, যেমন রাবণ চিচ্ছক্তি সীতাকে হরণ করিতে পারে না, মায়াসীতাকে হরণ করিয়াই সীতা হরণ করিয়াছি মনে করে, মক্ষিকা যেরূপ স্বচ্ছ কাচভাণ্ডস্থিত মধু স্পর্শ করিতে না পারিয়া কাচভাণ্ডের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়াই মধু পাইয়াছি মনে করে, তদ্রূপ যাঁহারা শ্রীরূপানুগ-গণের চরণা-শ্রয় করেন নাই, একান্তভাবে সর্ব্বস্ব সমর্পন করিয়া সর্ব্বাত্মায় শ্রীরূপানুগগণের পাদপঙ্কজ-পরাগ ভজন করেন নাই, সেইসকল গ্রাম্য কবি, গ্রাম্য সাহিত্যিক; গ্রাম্য ঔপন্যাসিক, দেশ-নেতা, সমাজ-নেতা, অনুচানমানী, জাগতিক রূপ-গুণ-কুলে-শীলে-পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠাভিমানী ব্যক্তি দুনিয়ার সকল লোকের নিকটও যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তথাপি তাঁহারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহাদের কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা—আংশিক বা অসম্যক্ মাত্র নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপরীত। এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও রাজনৈতিক নায়ক, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ, কখনও জাগতিক লম্পটগণের আদর্শ, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য-কালিমার (?) অপনোদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে রূপক তত্ত্ববিশেষ,

কখনও শ্রীকৃষ্ণকে জাগতিক অভ্যুদয় ও উপদেশক প্রভৃতিরূপে কত কি বিচার করেন! অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ এইসমস্ত প্রাকৃত বিচারের সম্পূর্ণ অতীত। শ্রীকৃষ্ণ কেন, শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে প্রকাশিত অসংখ্য অবতার এবং তাঁহাদের সেবকানুসেবকমণ্ডলীতেও ঐ সকল লৌকিকতা আরোপিত হইতে পারে না।

আধুনিক কেহ কেহ কোন কোন লৌকিক দেশনেতা প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইবার চেষ্টা-মূলে জীবে পরমেশ্বর-বুদ্ধি করার দরুণ ভীষণ মায়াবাদহলাহল জগতে বিস্তার করিতেছে। এইরূপ অপরাধের দ্বারা জগজ্জঞ্জাল প্রবৃদ্ধ ও দেশ উচ্ছন্নের পথে উপনীত হইয়াছে। জীবে কৃষ্ণবুদ্ধির ন্যায় অপরাধ আর নাই। জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান আছে, কিন্তু জীব কৃষ্ণ নহে। যাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদকে চরমে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পূজার সাময়িক ছলনা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা ত' শ্রীকৃষ্ণ-পূজক নহেনই, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ বিমুখ ও অপরাধী। অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পদরেণুগণের পাদপদ্মাশ্রয় করিলে এই সকল কথার উপলব্ধি হয়।

'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, চিন্তামণিস্বরূপ। 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বয়ং পূর্ণ বলিয়া তাঁহাকে পরিপূরণ করিতে অন্য কোন শব্দ বা নামান্তরের প্রয়োজন হয় না। 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা', 'অন্তর্যামী', 'জগৎস্রষ্টা', 'বিশ্ববিধাতা' প্রভৃতি শব্দকে পূর্ণ করিতে হইলে 'কৃষ্ণ' শব্দের প্রয়োজন হয়, কারণ, তত্তৎ শব্দে পূর্ণ পরাৎপর বস্তুর সকল ভাব প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু 'কৃষ্ণ' শব্দ কৃষ্ণেরই ন্যায় অখণ্ড স্থান, অখণ্ড কাল, অখণ্ড পাত্র এবং যাবতীয় অখণ্ড ভাবরাশির সমগ্রতা সাধন করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তরাজ শম্ভু বলিয়াছেন,—'তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাদিতি। পূর্ব্বমত্র মোচকত্বপ্রেমদত্বাভ্যাং তারকপারকসংজ্ঞে*** ইত্যাদি' (শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ)

মুক্তিদাতৃত্ব-হেতু রাম-নামের 'তারক' সংজ্ঞা এবং প্রেমদাতৃত্ব-হেতু কৃষ্ণ-নামের 'পারক' সংজ্ঞা। 'তারক' হইতে মুক্তি এবং 'পারক' হইতে প্রেমভক্তি-লাভ হয়। রাম-নামে মোচকতা-শক্তি অধিক, আর কৃষ্ণ-নামে মোক্ষসুখতিরস্কারি-প্রেমানন্দ-দাতৃত্ব-শক্তি সমধিক। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—'হে পুরুষব্যাঘ্র, কেহ শান্ত হউন, আর খলই হউন, শ্রীভবানের নামের শক্তি নিজ-শক্ত্যনুরূপ ফল দান করিয়া থাকেন।' যে নামে প্রেমদানশক্তি প্রচুর, সেই নাম আশ্রিত ব্যক্তির অপরাধ বিদূরিত করিয়া প্রেম দান করিয়া থাকেন, আর যে নামে মোচকতাশক্তি প্রচুর, সেই নাম মুক্তিমাত্র প্রদান করেন। কিন্তু মোক্ষ প্রেমের ন্যায় সাধ্য ফল নহে, আরোগ্য বা রোগরূপ দুঃখের অভাব-মাত্রই সুখ নহে। রোগ-নির্ম্মুক্তির পর স্বাস্থ্যবানের ন্যায় আহার-বিহারাদি ক্রিয়াই সুখ-সাধক। আর শ্রীকৃষ্ণের নামাভাসেই অনায়াসে মুক্তি হয়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিক্যের কথা সুস্পষ্ট উক্তিতে শুনা যায়। প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদ-কুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবানের উক্তি,—'হে পরন্তপ, নাম সকলের মধ্যে 'কৃষ্ণ' নামটী আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম।' অতএব শ্রীকৃষ্ণনামের মাহাত্ম্যাধিক্য হইতে গতি-

সামান্যে অর্থাৎ নামের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপত্তির ন্যায় স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপত্তি—এই সমানগতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা সাধিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুপদাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত ভজন-পথ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন গ্রহণ করাই জীবমাত্রের কর্ত্তব্য। যথা—'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং***শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥ (শিক্ষাষ্টক)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকাশ বৈশিষ্ট্য ঃ—

শ্রীহরির নিবাসভূমি শ্রীনন্দগোকুলে শ্রীনন্দনন্দন যাবৎ নিগূঢ়ভাবে বিহার করেন, তাবৎ শ্রীরাধা-প্রমুখ ব্রজরামাগণও নিগূঢ়ভাবে বিহার করিয়া থাকেন। আর শ্রীনন্দকুমার যখন প্রকটরূপে বিহার করেন, তখন ব্রজরাম-শিরোমণি শ্রীরাধা তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ গোপীগণের সহিত প্রকটরূপে বিহার করিয়া থাকেন এই প্রকট বিহারকালীন প্রাকট্যই তাঁহাদের জন্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীরাধা—যাঁহাতে প্রেম-বৈশিষ্ট্য আছে, ঐশ্বর্য্যাদিরূপা অন্য নিখিল শক্তি—অতিশয় আদৃতা না হইলেও তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে, এই জন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধিকাতেই স্বয়ংলক্ষ্মীত্ব। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমোৎকর্ষ-পরাকাষ্ঠারূপিণী বলিয়া অন্য নিখিল শক্তি তাঁহার অনুগামিনী; তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী—নিখিলশক্তিবর্গের অংশিনী। অতএব অন্যান্য প্রেয়সী বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীমতী রাধিকার পরম-মুখ্যত্বাভিপ্রায়ে বৃন্দাবনাধিকারিণীরূপে তাঁহার নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। পাদ্মে—'বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্মৈ প্রতুষ্যতা। কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥' শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে বৃন্দাবনাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃত বা সাধারণ দেশে দেবী তাঁহার অধিকারিণী, কিন্তু দেবীধামের পরপারে বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোপরি যে বৃন্দাবন নামক অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিহার-স্থল বিরাজিত, সেই বৃন্দাবন নামক বনে শ্রীরাধিকাই একমাত্র অধীশ্বরী।

স্কন্দপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণেও দৃষ্ট হয়—'বারাণসীতে বিশালাক্ষী, পুরুষোত্তমে বিমলা, দ্বারাবতীতে রুক্মিণী এবং বৃন্দাবন-বনে রাধিকা।' উক্ত শ্লোকে দেবীধামেশ্বরী শ্রীদুর্গাদেবী বা মায়াশক্তির সহিত যে শ্রীলক্ষ্মী, সীতা, রুক্মিণী ও শ্রীরাধার একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা দ্বারা সকলের সমত্ব মনে করা উচিত নহে। দেবীধামেশ্বরী মহামায়া দুর্গাদেবী কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বহিরঙ্গপ্রকাশ-স্বরূপিণী বিরূপশক্তি; শক্তিত্বমাত্র-সাধারণহেতু অর্থাৎ কি অন্তরঙ্গা, কি বহিরঙ্গা, কি স্বরূপাশ্রিতা, কি অপাশ্রিতা—সকলেই শক্তিতত্ত্ব বলিয়া সকলকেই একত্র গণনা করা হইয়াছে। দেবী হইতে লক্ষ্মীর বৈশিষ্ট্যের ন্যায় শ্রীসীতা প্রভৃতিরও বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে। এই জন্যই দেবীর সহিত লক্ষ্মী প্রভৃতির ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে না; যেহেতু শ্রীরামতাপনীতে শ্রীসীতাদেবীর এবং শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতিতে শ্রীরুক্মিণী ও শ্রীরাধার স্বরূপভূতত্ব উক্ত হইয়াছে। শ্রীযামলে উক্ত হইয়াছে যে, 'শ্রীকৃষ্ণভুজদ্বয় বিশিষ্ট,

তিনি কখনও চতুর্ভুজ নহেন ; তিনি একটী গোপীর সহিতই সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন'— এই বাক্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পরস্পরের অব্যভিচার-হেতু স্বরূপ-শক্তিত্ব নিশ্চিত হইয়াছে। অন্য বহু গোপী বিদ্যমান থাকিলেও একটী গোপীর সহিত ক্রীড়া করেন—এইরূপ বিশেষ উল্লেখ থাকায় শ্রীরাধার পরমমুখ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব শ্রীরাধার স্বরূপশক্তিত্ব-নিবন্ধন বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রের প্রসিদ্ধ বাক্য—'শ্রীরাধা' 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্ব্বকান্তি', 'ভুবনমোহন মনমোহিনী', 'পরা'শক্তি'—সর্ব্বতোভাবে সার্থকতা লাভ করিতেছে। এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, মূলাশ্রয় শ্রীরাধিকা হইতেই আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনাসমূহ, রেবতী-প্রমুখা প্রকাশাশ্রয়বৃন্দ, দ্বারকাদিতে মহিষীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক অবতারাদিতে সীতা প্রভৃতি তত্তদ্-বিষ্ণ্বতারের স্বরূপ-শক্তিগণ এবং নিত্যবদ্ধজীবগণের কারা বা দুর্গরক্ষয়িত্রী কায়াস্বরূপা অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির ছায়াস্বরূপা বহিরঙ্গা বিরূপশক্তিরূপে দেবীধামে নিত্যকাল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-প্রাকৃতজন-পূজিতা হইয়া প্রকাশিতা আছেন।

ঋক্-পরিশিষ্টশ্রুতিতেও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপে শ্রীরাধার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা' নিজ-জন-সমূহে শ্রীরাধার দ্বারা শ্রীমাধব বিহারশীল বা দ্যুতিমান ; মাধবদ্বারা রাধিকা সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্দ্ধণ্য শ্লোকে অর্থাৎ 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম-মাধুরী পরমমুখ্যা বৃত্তির দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনু + অয় = অন্বয়ঃ, অনু—পশ্চাৎ, অয়—'ই' (ইন্—গত্যর্থে) ধাতু নিষ্পন্ন ; নিজ-পরমানন্দ-শক্তিরূপা শ্রীরাধিকা সর্ব্বদা অনুগতি করেন বা আসক্ত থাকেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'অন্বয়' ; ন্যায়-পরিভাষানুসারে 'তাহা থাকিলে তাহা থাকা'র নাম—'অন্বয়' অর্থাৎ স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা-ব্যতীত কৃষ্ণের অবস্থান নাই। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ 'অন্বয়'। শ্রীকৃষ্ণের ইতরা অর্থাৎ সর্ব্বদা দ্বিতীয়া বলিয়া ইতরা বা সর্ব্বদা দ্বিতীয়াই 'শ্রীরাধা'। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ একস্বরূপ হইয়াও আস্বাদক ও আস্বাদিতরূপে দুই দেহ ; যথা—"মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪)। যে অন্বয় (শ্রীকৃষ্ণ) ও ইতর (শ্রীরাধা) হইতে 'আদ্য' অর্থাৎ আদিরসের জন্ম তদুভয়কে ধ্যান করি। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণই আদিরসবিদ্যার পরম নিদান। যিনি 'অর্থ'-সমূহে অর্থাৎ তত্তদ্বিলাস-কলাপে 'অভিজ্ঞ'—বিদগ্ধ, আর যে স্বরূপশক্তি তথাবিধ বিলাসবিদগ্ধস্বরূপে বিরাজ করেন—বিলাস করেন বলিয়া 'স্বরাট' ; যাঁহারা 'আদি কবি' অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের লীলাবর্ণন আরম্ভকারী শ্রীবেদব্যাসকে অন্তঃকরণ দ্বারাই 'ব্রহ্ম'—নিজ-লীলা-প্রতিপাদক শব্দব্রহ্ম বিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ যাঁহারা আরম্ভসমকালেই সমগ্র ভাগবত আমার (শ্রীবেদব্যাসের) হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদুভয়কে আমি ধ্যান করি। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১।৭।৪)—'ভক্তিযোগেন মনসি' শ্লোকটী আলোচ্য। যে শ্রীরাধার বিষয়ে 'সূরয়ঃ'—শেষাদি পর্য্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ

স্বরূপ-সৌন্দর্য্য-গুণ প্রভৃতি দ্বারা অত্যদ্ভুতা শ্রীরাধাকে নিশ্চয়রূপে বলিতে আরম্ভ করিয়া নিশ্চয় করিতে সমর্থ হন না। তেজঃ, বারি, মৃত্তিকা—ইহাদের যে প্রকার বিনিময় অর্থাৎ পরস্পর স্বভাব-বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়, তদ্রূপ যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তেজঃ পদার্থ চন্দ্রাদি জ্যোতির্ম্ময় বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণের পদনখ কান্তি-দ্বারা বারি-মৃত্তিকার নিস্তেজত্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, বারি—নদ্যাদি যাঁহার বংশী বাদ্যাদি দ্বারা বহ্ন্যাদি তেজঃপদার্থের মত উর্দ্ধগমনশীলতা এবং পাষাণাদি মৃৎপদার্থের মত স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হয়; মৃৎপদার্থ পাষাণাদি যাঁহার বিচ্ছুরিত-কান্তি-কলা দ্বারা তেজোবৎ ঔজ্জ্বল্য এবং বেণুবাদনাদি দ্বারা বারিবৎ দ্রবতা প্রাপ্ত হয়। 'যাঁহাতে'—শ্রীরাধা বিদ্যমানে, ত্রিসর্গ—শ্রী-ভূ-লীলা—এই শক্তিত্রয়ের প্রাদুর্ভাব অথবা দ্বারকা-মথুরা বৃন্দাবন—এই স্থানত্রয়গত শক্তিবর্গত্রয়ের প্রাদুর্ভাব কিম্বা শ্রীবৃন্দাবনেই রস-ব্যবহারে সুহৃদ্, উদাসীন ও প্রতিপক্ষ নায়িকারূপ ত্রিবিধ ব্রজদেবীর প্রাদুর্ভাব 'মৃষা'—মিথ্যা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি গুণ-সম্পদ-দ্বারা তাঁহারা শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রয়োজন-কারণ হন না। যথা—"রাধা-সহ ক্রীড়া-রস-বৃদ্ধির কারণ। আর সব গোপীগণ রসোপকরণ" কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥"***'শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ। তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥"(চৈঃ চঃ মঃ ৮)।—সেই দুইজন অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের নিজ-প্রভাবে লীলা প্রতিবন্ধক জরতী প্রভৃতি এবং প্রতিপক্ষ-নায়িকাগণের 'কুহক'—মায়া সর্ব্বদা নিরস্ত হইয়াছে। তাদৃশরূপে 'সত্য'—নিত্যসিদ্ধ অথবা পরস্পর-বিলাসাদি দ্বারা আনন্দসন্দোহ-দানে কৃতসত্য অর্থাৎ নিশ্চল; অতএব 'পর'—এরূপ আর অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। গুণ-লীলাদি দ্বারা বিশ্ব বিস্মাপক হেতু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইরূপ যুগলিত-শ্রীরাধামাধবকে শ্রীমদ্-বেদব্যাস আপন-অন্তরঙ্গ-জন-শ্রীশুকদেবাদির সহিত ধ্যান করিতেছেন।

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে,—যদি স্বরূপ শক্তি শ্রীমতী রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম সত্য ও পরম সত্যাশ্রয়ী অপ্রাকৃত রসিকভক্তগণের নিত্য ধ্যেয় বস্তু হইবেন, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধিকার নাম উল্লেখ করেন নাই কেন? তদুত্তরে—প্রকৃত-ভজন-পরায়ণ অপ্রাকৃত-সাহজিক প্রেমিক পুরুষগণ স্বীয় নিগূঢ় ভজনীয় বস্তুর কথা কখনও যথা তথা প্রকাশ করেন না; তবে অপর যোগ্যজনকে তাঁহাতে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহার মহিমামাত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুও শ্রীমদ্ভাগবতে পরমরসচমৎকার-মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা মূলাশ্রয়া গোবিন্দানন্দিনী শ্রীমতী বার্ষভানবীর মহিমার কথা 'অনয়ারাধিতো নূনং' (ভাঃ ১০।৩০।২৮), ও 'বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্' (ভাঃ ১০.৩০.৩৬), (১০। ৩০। ২৬) প্রভৃতি বহু বহু শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু সাধারণ্যে একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনীয় বস্তুর নামটী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই। কোন কোন ভাগবতগণ বলেন যে, পরমহংসকুলশিখামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু যদিও কৃষ্ণরসা-বিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রিয়া রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের নামাবলী সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিতেন,

তথাপি শ্রীরাধা প্রভৃতি সমর্থারতি-বিগ্রহ ব্রজ গোপীগণের নাম কখনও মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তিনি যে গৌরব-নিবন্ধন করিতেন না, তাহা নহে ; কারণ তিনি কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়াই নাম-কীর্ত্তন করিতেন। তাহাতে গৌরব বা মর্য্যাদার অবকাশ নাই। তবে অতি বিস্তৃত, সর্ব্ব-বিলক্ষণ, পরম-প্রকটিত প্রেমানল-শিখার তাপে দগ্ধ গোপীগণের নামকীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের স্মরণে তৎসম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ প্রেমানল হইতে সমুত্থিত উচ্চ শিখাগ্রকণিকার স্পর্শমাত্র বৈকল্যের উদয় হয় বলিয়া তিনি ব্রজবধূগণের নাম মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে গোপীগণের কথা সামান্যভাবে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহাদের আচরিত ব্যাপার সমূহ বর্ণিত হইলেও নাম গ্রহণাদি দ্বারা বিশেষভাবে বর্ণিত হয় নাই। তদ্দারা যুগপৎ দুইটী পরমোপকার সাধিত হইয়াছে। পরম গুপ্ত ভজনীয় নিধি গোপীশিরোমণি শ্রীবার্ষভানবীর কথা অজ্ঞরূঢ়ি ও সাধারণরূঢ়িবৃত্তি-চালিত জগতের যোগ্যতার নিকট অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভজনের সন্ধান না পাইয়া কেহ বা 'বিষ্ণুমায়া' কেহবা 'বিষ্ণুর ভজনে যোগ্যতা' মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। জীবের স্বরূপ 'কৃষ্ণের নিত্যদাস' হইলেও পরমসত্যস্বরূপ পরিপূর্ণ বস্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ব্যতীত অপর কাহারও নিকট সুপ্রকাশিত হন না। একমাত্র আত্মার লৌল্যই তাঁহার মূল্য স্বরূপ, ইহা ঐশ্বর্য্য-শিথিলভজনে কিম্বা প্রাকৃত অস্মিতায় বিচরণশীল ব্যক্তিতে অসম্ভব। ঐশ্বর্য্য-কামগন্ধহীন প্রেমিক পুরুষে সেই অপ্রাকৃত লৌল্য প্রচুর বলিয়া আজিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নিকট জিত হন অর্থাৎ পরম-নিজ-অন্তরঙ্গাশক্তি পরম-মুখ্যাশ্রয় শ্রীবার্ষভানবী ব্যতীত যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার চেষ্টা, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিষ্ণুরই উপাসনা। উহাকে যথার্থ কৃষ্ণোপাসনা বলা যাইতে পারে না। ব্রজের শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরস-রসিকগণ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারসের সহায়ক বলিয়া তাঁহাদের উপাসনাও শ্রীকৃষ্ণোপাসনা। অতএব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রুতিগুহ্য শ্রীবার্ষভানবীর নাম সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না করিয়া একাধারে প্রেমিক ভক্তগণের তোষণ ও ঐশ্বর্য্য-শিথিল ভক্ত ও অভক্তগণের মোহন করিয়াছেন। যথা—"অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়॥ অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ। তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥ যে লাগি' কহিতে ভয়, সে যদি না জানে। ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ)

শ্রীরাধাভজন ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণভজন হইতে পারে না, রাধা-বিরহিত মাধব বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না ; স্বরূপশক্তি ব্যতীত শক্তিমান্ অদ্বয়তত্ত্বের অবস্থান নাই। শ্রীমতী রাধিকাকে বাদ দিয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। তাই শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে—'আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥" অর্থাৎ—হে বরোরু! এখন আমি অমৃতসাগররূপ আশাতিশয়কদম্বে অতি কষ্টেসৃষ্টে কালাতি-পাত করিলাম ; তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস অধিক কি

শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই।

অণু সচ্চিদানন্দ জীব বিভু সচ্চিদানন্দ অদ্বয়জ্ঞানের সন্ধিনী-শক্ত্যধিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীবলদেব, সম্বিৎ-শক্ত্যধিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং হলাদিনীশক্ত্যধিষ্ঠিত-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ-নন্দিনী ও ভক্তানন্দদায়িনীর সেবা ব্যতীত কখনও তাঁহার স্বরূপত্ব রক্ষা করিতে পারেন না। এই জন্য মায়াবিলাসী ভোগীর বা মায়াবাদী নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু ত্যাগীর নিকট কার্য্যতঃ সচ্চিদানন্দোপলব্ধি খ-পুষ্পের ন্যায় নিরর্থক। তাহারা উভয়েই আত্মঘাতী। মধুররসে বলদেবই শ্রীবার্ষভানবীর কনিষ্ঠাভগিনী অনঙ্গ-মঞ্জরীরূপে অবস্থিত হইয়া শ্রীরাধামাধবের সেবার সন্ধান প্রদাতা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ বলিয়াছেন,—'প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবনগোচর হইয়াছিল? কে-ই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কে-ই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ়মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে উপাস্যবস্তুরূপে জানিত? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।' —'পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষ শ্রীগৌর পদকমলে যাদৃশী ভক্তিলাভ করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধা-পাদ-পদ্মের প্রেমসুধা সমুদ্রও তাদৃশ ভাবেই উদ্গত হইয়া থাকে।' অতএব গৌর-পদাব্জভৃঙ্গ বিপ্রলম্ভরস-পোষ্টা শ্রীগুরু ও গৌরভক্তগণের আনুগত্যে বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের পরিপূর্ণ সেবাফলেই পরিপূর্ণ শ্রীরাধাদাস্য লাভ হইতে পারে। আত্মবৃত্তিতে রাধাদাস্যাভিলাষের সহিত নিরন্তর গৌর-বিহিত কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তই গৌরারাধনা। (গৌঃ ৬।৭৪—৭৭)

কেহ কেহ বলেন,—'ভাগবতের' কোনস্থানে 'রাধ' ধাতুর উল্লেখ মাত্র পাওয়া গিয়াছে, অমনি উহা হইতে টানিয়া টুনিয়া 'রাধা' শব্দ বাহির করিবার অভিসন্ধি সমর্থন-যোগ্য নহে।' তদুত্তরে—সেই শ্লোকের পূর্ব্ব-পশ্চাৎ অনুধাবন করিতে হইবে। যথা—'বরিষ্ঠাং সর্ব্বযোষিতাং' অর্থাৎ সকল কৃষ্ণযোষিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এই উক্তির দ্বারাও ভাগবতে যে গোপিশিরোমণি রাধিকাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। 'রাধিকা'-শব্দের অর্থ পুরাণকারগণ ব্যখ্যা করিয়াছেন—'কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা'-নাম পুরাণে বাখানে॥' (চৈঃ চঃ ৪)। ভজনরহস্য যেখানে-সেখানে হাটে-বাজারে খুলিয়া দেখান ভজন-বিজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে। যাহা ভজন-রহস্যের পরাকাষ্ঠা, সেই আশ্রয়বিগ্রহ রাধার নাম শ্রীমদ্ভাগবত রহস্যের সম্পুটে সংরক্ষন করিয়াছেন বলিয়া স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ভাগবতে রাধার নাম নাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জাগতিক সাধারণ ব্যক্তি দূরের কথা, যাঁহাদের চিত্ত ভগবানের ঐশ্বর্য্যরসে আবদ্ধ, তাঁহারাও পরমরস-চমৎকার মাধুর্য্যসীমা শ্রীরাধার নাম শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাইবেন না। শ্রীরাধার নাম ও তাঁহার অনুগত্যময় ভজনরহস্য পরম গুহ্যতম বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভজন কথা নিজ অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের সহিতই আস্বাদন করিতেন। 'আপন ভজন-কথা না কহিবে যথা-তথা'—ইহাই ভজন বিজ্ঞগণের মূল মন্ত্র। বস্তুতঃ শ্রীরাধার সেবা-মাধুর্য্য পরাকাষ্ঠার অনুশীলন করাই শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের একমাত্র উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে বহুকথা,

বহু অবতারেরতত্ত্বের আলোচনা ও শিক্ষা-প্রকাশের পর দশম স্কন্ধের গুহ্যতম গহ্বর-সদৃশ রাস-পঞ্চাধ্যায়ে রাধার ইঙ্গিতমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের বহু উপদেশ শুনিবার পর—বিভিন্ন অবতারাবলীর শিক্ষায় বুদ্ধি শুদ্ধ হইবার পর শ্রীরাধার নাম ও ভজনের ইঙ্গিত শ্রবণের অধিকার হয়। তাহা হইলে অন্যান্য পুরাণাদিতে এত প্রকাশিত কেন? তদুত্তরে—যে যে গ্রন্থে এইরূপ ভজনের রহস্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেখানেও গ্রন্থকর্ত্তৃগণ পরম গোপনীয় বলিয়া জানাইয়া গিয়াছেন। এমন কি, কোন কোন স্থানে যাহাতে সকলে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ না করেন ও যেখানে-সেখানে প্রকাশ না করেন, তজ্জন্য শপথ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন চিরদিনই বিরলচর ভজনবিজ্ঞগণেরই আলোচ্য বিষয়। পূজা বা অর্চন বিষ্ণুতত্ত্বের সম্বন্ধেই প্রচারিত; তাই লক্ষ্মীনারায়ণ বা লক্ষ্মীসহ বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রচারের ন্যায় শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চন ততটা প্রাচীন সেবায় প্রকাশিত হয় নাই। 'অর্চ্চন' বা 'পূজা'-শব্দ ঐশ্বর্য্যরসের উপাস্য-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইয়া থাকে। শ্রীরাধাগোবিন্দে 'ভজন'-শব্দই প্রযোজ্য। তবে আজকাল বহুস্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐশ্বর্য্যমার্গে সেবার কথা শুনা গেলেও শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্ত্রে ও শ্রীমূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যভাবে অর্চ্চন হইলে তাহা রুক্মিণীরমণের অর্চ্চনই হইয়া থাকে। ইহা শ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভেও জানাইয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে যে-সকল আচার্য্য বা মহাজন প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহারা ন্যূনাধিক ঐশ্বর্য্য-বিচারকেই অবলম্বন করিয়া অনর্থযুক্ত সাধারণ মানবের জন্য বিষ্ণূপাসনা প্রচার করিয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, শেষশায়ী, লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীসীতারাম প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তির সেবা-প্রচারই সাধারণ জীবের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু আত্মার সেবাধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গীন অবস্থায় চেতনের পূর্ণতম প্রকাশে যে পরম গুহ্য ভজনের কথা আছে, তাহা একমাত্র স্বয়ংরূপ বস্তু না হইলে অপরে দান করিতে পারেন না। আবার স্বয়ংরূপ বস্তুও যখন মূল আশ্রয়ের ভাব-কান্তি বিভাবিত হইয়া অবতীর্ণ হন, তখনই নির্ম্মল আত্মা সেবার পূর্ণাঙ্গীন বিকাশের কথা জানিতে পারেন। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইলেই শ্রীরাধাভজনের কথা জগতে বিশেষ-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে রাধা ভজনের কথা শ্রুতি- ও ভগবত-পঞ্চরাত্রে গুহ্যতম সম্পুটে আবদ্ধ ছিল, অথবা কোন বিশেষ বিশেষ ভজনবিজ্ঞ মহাজনের হৃদয়ে ভাবরূপে তথা গুরু-পরম্পরার চেতন শুদ্ধ খাতে নিহিত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে মঙ্গলাচরণ-শ্লোকেও জয়শ্রীরাধার জয়গান শিখিপিচ্ছমৌলি শ্যামসুন্দরের সহিত শ্রবণ করিতে পাই। এখানে জয়শ্রী শব্দে জয়াচাসৌ শ্রিয়শ্চেতি মহালক্ষ্মী বৃন্দাবনেশ্বরী। গীতগোবিন্দের 'ভীরুরয়ং' এবং কর্ণামৃতের 'লীলাস্বয়ম্বররসং' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীরাধা-ও গোবিন্দের পারকীয় রসমাধুর্য্যের ইঙ্গিত আছে। যাঁহারা মনে করেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের পনর অধ্যায়ের কতিপয় অংশ অবলম্বনে জয়দেব 'মেঘৈর্মেদুরম্বরং' শ্লোকে লিখিয়াছেন।

তাঁহারা 'ভীরু, প্রত্যাধ্বকুঞ্জক্রমম্, রহঃকলয়ঃ' প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীরাধার পারকীয় বিচার-প্রসঙ্গ নাই ও ব্রহ্মাকর্ত্তৃক রাধা ও কৃষ্ণের যথাশাস্ত্র বিবাহ সঙ্ঘটন করাইবার পরেই রাধাকৃষ্ণের বিবাহলীলা বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তের রাধিকা বয়সে কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড়। রাধিকা যখন যুবতী, কৃষ্ণ তখন শিশু। কিন্তু গীতগোবিন্দ বা কর্ণামৃতের শ্রীরাধিকা সেরূপ নহেন। ভাগবতীয় 'অনয়ারাধিতো নূনং' শ্লোকের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহই পারকীয় মধুর-রসাশ্রিত কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণরূপা, কৃষ্ণবিরহিণী, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি, কৃষ্ণপ্রিয়তমা রাধিকারূপে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়রামানন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীস্বরূপ রূপ প্রভৃতি মহাজনগণের বাণী ও ভজনীয় তত্ত্বে প্রকাশিত।

বেণুং করান্নিপতিতং স্খলিতং শিখণ্ডং ভ্রষ্টঞ্চ পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ।
যস্যাঃ কটাক্ষশরঘাতবিমূর্চ্ছিতস্য তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন॥

—যাঁহার কটাক্ষবাণে ব্রজরাজনন্দন মূর্চ্ছিত হন, হস্ত হইতে তাঁহার বংশী ভ্রষ্ট হইয়া যায়, শিখণ্ড স্খলিত হয়, পীতবস্ত্র শ্লথ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যিনি ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহিনী, মন্মথমন্মথেরও মনোমোহনকারিণী, সেই শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ কবে আমি ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়ে যে অপ্রাকৃত চমৎকার-প্রাচুর্য্যের ভূমিকাস্বরূপ রসের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তদ্দ্বারা সেবা করিতে পারিব।

শ্রীমতীর মাধ্যাহ্নিক-লীলায় সূর্য্যপূজার বৈশিষ্ট্য :—"প্রণম্য তাং ভক্তিভরেণ তন্বী বদ্ধাঞ্জলির্বল্লু বরং যযাচে। নির্বিঘ্নগোবিন্দপদারবিন্দসঙ্গোঽস্তু মে দেব! ভবৎপ্রসঙ্গাৎ॥" (গোঃ লীঃ ৮।৬৮)—"অনন্তর কৃষাঙ্গী-শ্রীরাধা ভক্তিভরে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই বর প্রার্থনা করিলেন,—"নির্ব্বিঘ্নে যেন আমার গোবিন্দপদারবিন্দের সঙ্গলাভ হয়, আপনি এই কৃপা করুন।" ধর্ম্মকামিগণ সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। যিনি বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, কর্ম্ম, আর্য্যপথ প্রভৃতি স্বধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া ব্রজরাজ-নন্দনের অপ্রাকৃত কাম-সাগরে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই বৃষভানুনন্দিনী জটিলা, অভিমন্যু প্রভৃতি আর্য্যজনকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য সূর্য্যপূজার ছল প্রদর্শন করিলেন। যেন তিনি লোকধর্ম্মে কতদূর নিষ্ঠাবতী! বস্তুতঃ সূর্য্যও যাঁহার আজ্ঞায় জগচ্চক্র বিধান করিয়া থাকেন, লোকধর্ম্মিকগণকে বঞ্চনা করিয়া সেই গোবিন্দদেবের পদারবিন্দের সঙ্গমই তাঁহার কামনার বিষয়। পঞ্চোপাসকগণ গণেশ, সূর্য্য ও কর্ম্মফলবাধ্য (!) বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া অর্থ-সিদ্ধি, ধর্ম্ম-সিদ্ধি, কামনা-সিদ্ধি, মোক্ষ-সিদ্ধি প্রভৃতি লাভের চেষ্টা করেন। কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলন করাইবার জন্য সেই পঞ্চোপাসনারই পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কামপরিতৃপ্তিই এই শ্রীপঞ্চোপসনার উদ্দেশ্য ; কারণ পঞ্চোপাসক যে যে উদ্দেশ্য পঞ্চ-দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা বাহিরে উপাসনার ছলনা থাকিলেও বস্তুতঃ পঞ্চদেবতাকে আজ্ঞাবাহক (Order Supplier) সেবকেই পরিণত করা হয়। বিষ্ণুতত্ত্ব কখনও বশ্যতত্ত্বে

পরিণত হন না, তাই পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুপূজা বস্তুতঃ গণেশ, শিব-শিবার পূজারই অন্যতম হইয়া পড়ে। জীব গণেশাদি কৃষ্ণশক্তিদ্বারা নিজের কাম পরিতৃপ্তি করিয়া লইতে চাহিলে বস্তুতঃ ঐ সকল দেবতারই কপট কৃপা বা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না তত্ত্বতঃ ঐ সকল দেবতা কৃষ্ণেরই সেবক ও আজ্ঞাবাহক—কৃষ্ণেরই কাম-সরবরাহকারী। তাই কৃষ্ণ কুন্দলতার পরামর্শে পঞ্চদেবতার উপাসনার ছলে তাঁহাদের দ্বারা নিজ কামাগ্নির ইন্ধন সংগ্রহার্থ প্রস্তুত হইলেন। স্বাংশ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং প্রকাশ-বিগ্রহগণও স্বয়ংরূপের বিবিধ সেবা বা কাম পরিতৃপ্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু জীব বিষ্ণুতত্ত্বের দ্বারা সেবা করাইয়া লইতে পারে না। (গোঃ লীঃ ৯।৬৮-৭৬)—কুন্দলতার শ্রীকৃষ্ণকে রাধার নব অঙ্গে নবগ্রহের পূজার পরামর্শ বা শ্রীরাধাকর্তৃক কৃষ্ণকে অষ্টদিক্‌পালের পূজার পরামর্শ প্রদান করিয়া নিজস্ব অষ্টসখীকে কৃষ্ণের দ্বারা সম্ভোগ করাইবার চেষ্টা (গোবিন্দ লীলামৃত ৯ সর্গ ৯১—৯৮) প্রভৃতি সকলই কৃষ্ণ-কন্দর্প-মহাযজ্ঞোৎসব-বিধানের প্রয়াস, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত মদনমোহন কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছারূপ প্রেমাই ইঁহাদের কাম্য। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা***অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৫-১৮৩)

মধুররতিতে আশ্রয় বিগ্রহগণের মধ্যে 'সখী' ও 'মঞ্জরী' দুইটি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মঞ্জরীগণ সখীর দাসী বা অনুগতা অভিমান করেন। কেহ কেহ সখীত্ব অপেক্ষা শ্রীরাধিকার দাস্যই অধিকতর শ্লাঘ্য বিচার করিয়া থাকেন। যথা,—শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"তে—

"পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব, নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥"

"—হে দেবি! রাধিকে তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত আমি কখনও অন্য সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না। তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক। আর তোমার দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক॥" সখীগণ কখনও বলেন না যে, 'আমি সখী,' সখী কখনও নিজে কৃষ্ণসেবা করিতে ধাবিত হন না। সখীর আনুগত্যে বার্ষভানবীর সেবাই কৃষ্ণ-সেবার প্রকৃষ্ট প্রকার।

'স্বরূপসিদ্ধি' ও 'বস্তুসিদ্ধি' নামে দুইটি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম শরীর বা জড়ীয় বাসনাকোষ হইতে মুক্ত না হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই সূক্ষ্ম শরীরের পতন বা জড়ীয়-বাসনা-নির্ম্মুক্তির নামই **স্বরূপসিদ্ধি**। এই স্বরূপসিদ্ধি লাভের পর যখন ভজন করিতে করিতে এই জগৎ হইতে উৎক্রান্ত দশা লাভ হয়, অর্থাৎ যখন এই শরীরের পতন হয়, তখনই তাহা **বস্তুসিদ্ধি**। দশার পর আর জন্মগ্রহণ করিব না, যদি কাহারও এইরূপ অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তিনি মহাপ্রভুর এই শ্লোক অনুশীলন করেন,—"নিষ্কিঞ্চ-

নস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

সংসার হইতে অবসর পাইয়া কি করিতে হইবে? তদুত্তরে—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্ রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণ-মমলং প্রেমা পুমার্থো মহান্। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥" এখানে 'আরাধ্য' শব্দের দ্বারা 'অনয়ারাধিতো নূনং' শ্লোকের প্রতিপাদ্য শ্রীরাধার সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনাই ব্রজবধূবর্গের আনুগত্যে সংসারমুক্ত পুরুষগণের ভজন, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত। বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণভাবে সকল কথার সমাধান করিতে পারেন তিনি, যিনি সকল বস্তুর মালিক—স্বয়ংরূপ। তাই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন ঔদার্য্যময়ী লীলা প্রকাশ করিয়া রাধা-ব্রজেশতনয়-মিলিততনুরূপে জগতে আবির্ভূত হন, তখনই পরমমুক্ত পুরুষগণের ভজন-রহস্য জগতে প্রকাশিত হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত বেদের পরিপক্ক ফল, খোসা প্রভৃতি Archæology, Zoology, Botany, Chemistry প্রভৃতি রূপে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারিগণের বিষয় হইয়াছে। যাহারা বেদের ঐ সকল খোসার আবরণে পরিপক্ক ফলকে আবৃত বা আচ্ছন্ন করিতে চাহে, তাহাদের পরিপক্কফলের স্পর্শলাভই হয় না—আস্বাদন ত' দূরের কথা।

বৈকুণ্ঠে শক্তিমান্ শক্তিমত্তত্ত্বের উপর প্রভুত্ব করেন, আর মথুরায় শক্তিতত্ত্ব শক্তিমত্তত্ত্বের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। সান্ত-পদার্থ দিয়া অপ্রাকৃতকে মাপিতে গেলে মাঝে একটা অনন্তের ব্যবধান থাকিয়া যায়। দেহ ও মনকে যে আমরা 'আমি ও আমার' মধ্যে Incorporate করি, তাহা অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতা। যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, তাঁহার মুখে যদি হরিকথা-কীর্ত্তন শুনি, তাহা হইলে নিদ্রিত অবস্থায়ও হরিকীর্ত্তন করিতে পারিব—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরি-কীর্ত্তন হইবে। অপরলোক শুনিতে পারিলেই আমার কীর্ত্তন হইতে থাকিবে। পরমাত্মাই একমাত্র ভোগী। পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব ধর্ম্ম জীবে অণুপরিমাণে আছে বলিয়া জীব পরমাত্মাকে ভোগ করিতে পারে না—অণুর মধ্যে বিভুকে পুরিতে পারা যায় না। ওথেলো ডেস্‌ডিমোনা, লয়লা-মজনু, সেক-সাদি প্রভৃতির রস, বিকৃতরস রস এখানে তাড়ি হইয়া গিয়াছে। চেতনে যদি শতকরা শতপরিমাণ প্রীতিময়ী সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেই আত্মা কৃষ্ণভজন ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না। (গৌঃ ১৩।১৪১—১৪৪)

পরামৌলি বা পরা-রাসস্থলীতে বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ মহারাস করিয়াছিলেন। এই রাসে শ্রীরাধা ও তদনুগত সখীবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। এই রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনের কোন গুহামধ্যে কৃষ্ণকে দেখিতে পান। কৃষ্ণ তখন একান্তে একমাত্র শ্রীরাধাকে পাইবার জন্য ঐ গুহার মধ্যে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। গোপীগণ কৃষ্ণকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখিয়া 'ইনি আমাদের কৃষ্ণ নহেন, ইনি ঐশ্বর্য্যময় ভগবান্ নারায়ণ'—এই বিচার করিয়া দূর হইতে

নমস্কারপূর্ব্বক বিদায় হইলেন ; কিন্তু যখন শ্রীরাধারাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁহার চতুর্ভুজত্ব সংরক্ষণ করিতে পারিলেন না। শ্রীরাধার প্রণয় মহিমার নিকট হরির ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শন-চেষ্টা পারাভূত হইল। তখন তিনি মাধুর্য্যময় অপ্রাকৃত নবীন মদন-রূপে নিজস্ব স্বরূপ শ্রীরাধার নিকট প্রকাশ করিত বাধ্য হইলেন। এমনই শ্রীরাধার প্রেম-মাধুর্য্য মহিমা। এই সকল কথা, শ্রীরাধার এই সকল তত্ত্ব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদই এ জগতে প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট প্রচার সেবা করিয়া শ্রীরূপানুগতত্ত্বের মহা-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন। 'শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য' ভজনসন্দর্ভের তৃতীয় বেদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দের গার্হস্থ্য-লীলা—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং প্রকাশ বস্তু। শ্রীকৃষ্ণই আর এক মূর্ত্তিতে বলদেব ; সেই বলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি জীবের নিকট আচার্য্যলীলা অর্থাৎ বৈষ্ণবলীলা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ভোক্তা হইয়াও দশরূপে স্বয়ংরূপের সেবা করেন। এই যুগপৎ প্রভুত্ব ও সেবকত্ব তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির কার্য্য, উহা ক্ষুদ্র জীবের অতীত ব্যাপার। কোনও আচার্য্য মধ্যম ভাগবতের ন্যায় অভিনয় করিয়া আচার্য্যের স্বরূপ জগতের নিকট প্রকাশিত করিলেও তিনি যে সর্ব্বদাই মধ্যমাধিকারের লীলা প্রদর্শন করিতে বাধ্য বা তিনি যে একজন মধ্যমাধিকারী সাধক, ইহা কখনই হইতে পারে না। স্বতন্ত্র-পুরুষ জীবের কারণ্য প্রকাশ করিবার জন্য মধ্যমাধিকারের আচরণ দেখাইলেও, তিনি আবার মহাভাগবতের আচরণ দেখাইতে পারেন। তিনি যোষিৎকুলের ভোক্তা, তিনি শক্তিমৎতত্ত্ব, সমগ্র বস্তুই তাঁহার শক্তি বা যোষিৎ। তিনি বলদেবতত্ত্ব, স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-প্রকাশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আর একটী ভিন্ন আকৃতিতে অবস্থিত। তাই শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহারও রাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা করিবার জন্য নীলাচল হইতে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন, এরূপ কথা কোনও প্রামানিক গ্রন্থে নাই। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্যই আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রকট লীলাতে নিত্যানন্দের বিবাহকার্য্যে মহাপ্রভু নিষেধ করিলেন না কেন? তদুত্তরে—যদি মহাপ্রভুর অনুমোদনে বিবাহ করিয়া থাকেন তবে ত' বিবাহকার্য্য বা গার্হস্থ্যলীলা ঠিকই হইয়াছে। যেহেতু তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের স্বীকৃতির জন্যই বিবাহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌরসুন্দর, 'অবধূত বা স্বতন্ত্র বৈষ্ণব ; বদ্ধজীবের ন্যায় কোনও বিধির বাধ্য নহেন, ইহাই নিত্যানন্দের দ্বারা প্রচার করাইলেন। বিষ্ণুর গৃহিণী, গুরুপত্নী কখনও অবিষ্ণুবস্তুর কল্পিত ভোগ্যা, বদ্ধজীবের ভোগ্যা ও গুরুব্রুবের কল্পিত ভোগ্যের সহিত এক নহে। ঈশ্বর বা প্রভুবস্তু সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ। তাই মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥" "ধর্ম্মব্যতিক্রমে দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥"—ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থপুরুষগণের ধর্ম্ম ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর

শব্দের দ্বারা এইস্থানে বৈষ্ণবও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিষ্ণুর ন্যায় পরমহংস বৈষ্ণবও সমর্থ বা ঈশ্বর। তাঁহারা তেজীয়ান্। যেমন অগ্নির সর্ব্বভক্ষকতা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ সমর্থবস্তু পুরুষগণের কার্য্যও দোষাবহ নহে। সুতরাং জীবের প্রতীতির দিক্ হইতেও সাক্ষাৎ বলদেবতত্ব নিত্যানন্দ প্রভু যদি পরমহংস অবধুত বৈষ্ণবশিরোমণি' বলিয়াই বিবেচিত হন, তবে তাহাতেও ঐ ঈশ্বরবস্তুতে কোনও দোষস্পর্শ করে না। ঈশ্বর বা সমর্থশালী বৈষ্ণবই প্রকৃত গার্হস্থ্যলীলা করিবার যোগ্য। অনীশ্বর অর্থাৎ অসমর্থ অবৈষ্ণব অপরমহংস কখনও গৃহস্থ হইতে পারেন না। তাঁহার গৃহস্থালী কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ বা গৃহব্রতধর্ম্ম হইয়া পড়ে। পরন্তু, বৈষ্ণবগৃহস্থের গার্হস্থ্যলীলা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ। সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণবের দিক হইতে বিচার করিলেও তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব দেখা যায় না। সমর্থবান্ পুরুষ যেরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াও আবার সময়ে সময়ে মহাভাগবত-চেষ্টা দেখাইতে পারেন, তদ্রূপ বিষ্ণুতত্ত্বও আচার্য্যলীলাভিনয় করিয়া আবার তাঁহার পরমেশ্বর-স্বরূপ-লীলা করিয়া থাকেন। কিন্তু জীব যদি স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ঐ লীলা অনুকরণ করিতে যান তাহা হইলে তাঁর সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। যথা ভাঃ ১০।৩৩।৩৪-৩৫—তত্ত্ববিদ্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বতন্ত্র ঈশ্বরগণের উপদিষ্ট বাক্য এবং আচারণের মধ্যে বাক্যকেই জীবের পক্ষে আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এবং ইশ্বর-বাক্যের অবিরুদ্ধ আচরণগুলিকেই তাঁহাদের পালনীয় বলিয়া, বিচার করিবেন অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ক্রমে তাঁহাদের সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। ভগবান্ মায়াধীশ ঈশ্বরবস্তু, কিন্তুজীবগণ মায়াবশযোগ্য ঈশিতব্য বস্তু। যিনি অখিল সত্ত্বায়, তির্য্যক্, মানব, দেবতা তথা সকল ঈশিতব্যের অর্থাৎ নিখিল নিয়মাধীন বস্তুর ঈশ্বর, তাঁহার কুশল বা অকুশল সম্বন্ধ নাই। জীবের পক্ষেই কুশল অকুশল বিচার। যে পরমেশ্বরের পাদপদ্ম-পরাগ-সেবন-পরিতৃপ্ত মুণিগণ ভক্তিযোগ প্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন মোচন করিরা স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন অর্থাৎ পরমেশ্বর বস্তুর সেবা-প্রভাবে ঈশ্বরতা বা সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, এবং কোন প্রকারে আর বন্ধনপ্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের আর কি প্রকারে বন্ধন হইবে? যাঁহার সেবকগণেরই বন্ধন নাই, সেই সাক্ষাৎ সেব্য-বস্তুর বন্ধন কোথায়? পরমেশ্বরতত্ত্বের প্রপঞ্চে আগমন তাঁহারই নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র ইচ্ছাজাত। সুতরাং তিনি প্রাকৃত কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় কোনও মানবজ্ঞানগম্য-বিধির বশীভূত নহেন। যিনি গোপীদিগের, তাঁহাদিগের পতি সকলের, নিখিল দেহীর অন্তঃকরণচারী, যিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী অর্থাৎ অংশ-স্বরূপে পরমাত্মা, যিনি কেবল লীলার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, যিনি জীবের ন্যায় শরীরী নহেন, তাঁহাতে কিরূপে দোষ সম্ভব হইতে পারে?

যাহারা নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার সহিত তাহাদের গৃহব্রতধর্ম্মকে সমান জ্ঞান করে, তাহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরী বুদ্ধি করিয়া থাকে। বদ্ধজীব-গণ ব্যবহারিক জগতে বর-কণ্যার সম্মিলন নামক বিবাহে সংসার বন্ধনে ক্লেশ পাইয়া থাকে।

কিন্তু মায়াধীশ ভগবানের উদ্বাহাভিযানের কথা সেরূপ নহে। জড়সম্ভোগবাদী জীব প্রাকৃত-বর-কণ্যার মিলনকে যেরূপ স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণের আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করে, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বিবাহোৎসব-রূপ চিল্লীলা-বিলাসকেও তাদৃশ আপাতমধুর অথচ পরিণামে বিষময় জীবভোগ্য-কর্ম্মের সহিত সম বা সদৃশ মনে করিলে নিশ্চয়ই ঘোর সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। অনীশ্বর ব্যক্তি অধীশ্বর পরমেশ্বর-স্বরূপের আচরণ-কার্য্য দূরে থাকুক কখনও মনের দ্বারাও তাদৃশ আচরণ করিবেন না। রুদ্র-ব্যতীত অন্যব্যক্তি কাল-কূট ভক্ষণে যত্ন দেখাইলে যেমন অচিরেই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মূঢ়তা-প্রযুক্ত দেহাদি-পরতন্ত্র পুরুষ পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সকল সম্ভোগের বিষয় শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার আশ্রয় যাবতীয় সেবক-সেবিকা ও সেবোপকরণ-নিচয়রূপ বিচিত্র অধিষ্ঠান সমূহ তাদৃশ অমঙ্গল প্রসব করিতে পারে না। যেস্থানে ভগবৎ সুখপ্রাপ্তি বর্ত্তমান, তথায় জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই। জীবের বিবাহের কথায় সংসার বন্ধন ও মহাদুঃখের কারণ, আর শ্রীভগবানের বিবাহ-কথা শ্রবণে সংসার বন্ধন হইতে চিরতরে ছুটী লাভ হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আত্মজ বীরভদ্র গোস্বামী প্রভু পয়োব্ধিশায়ী বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া কখনও মস্তকে চূড়া, হস্তে বংশী প্রভৃতি ধারণ করিতেন। কতিপয় ব্যক্তি উহা অনুকরণ করিলে শ্রীবীরভদ্র প্রভু ঐসকল দুর্ব্বুদ্ধি ও পাষণ্ড-আচরণ করিতে নিষেধ করিলেন। উহারা অমান্য করায় বিষ্ণুদ্বেষী 'চূড়াধারী' নামক অপসম্প্রদায়সৃষ্টি হইল। উহারা বীরভদ্র প্রভুর পরিত্যক্ত অপসম্প্রদায়।

যাঁহারা ভগবদ্‌বাক্যের অবিরোধযুক্ত আচরণ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইবার জন্য পরমেশ্বরের আচরণ অনুকরণ করিতে যান তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হন। স্বতন্ত্র পুরুষ অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্, বা অদ্বিতীয় ভোক্তা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ করিতে যাইয়া কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি ভোগী, কৃষ্ণবিদ্বেষি সম্প্রদায়রূপে জগতে দৃষ্ট হইতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্য লীলাভিনয় ও গৃহব্রত-ধর্ম্ম সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া প্রাকৃত সাহজিয়া গৃহব্রত-সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত মতের বিরোধ করিয়া গুরুদ্বেষী 'আতিবাড়ী' সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া ত্যক্তগুরুপদাশ্রয় 'হরিবংশ' দলে সহজিয়াবাদের সৃষ্টি হইয়াছে; বীরভদ্র-প্রভুকে অমান্য করিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিতে গিয়া বঞ্চিত ও মোহিত ব্যক্তিগণ 'চূড়াধারী' ও 'নেড়ানেড়ী' ভোগি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছে। গৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধি-করিয়া গৌরনাগরীবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান্ পুরুষের অপ্রাকৃত সেবাপর চেষ্টার বিকৃতভাবে অনুকরণ করিতে গিয়া সহজিয়াবাদ জগতে প্রচলিত হইয়াছে—এইরূপ কত যে অনর্থ জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও—গুরুর কার্য্য করেন; যদি "তিনি বিষ্ণু নহেন, তিনি উপাদান মাত্র, অথবা তিনি মানুষ মাত্র"—এইরূপ মনে করি, তাহা হইলে অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইলাম। তিনি বিশ্বের উপাদান-কারণ বিষ্ণু। "তিনি—জীব মাত্র, ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী"—এইরূপ সাব্যস্ত করিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার দরুণ অপরাধ হইবে। তিনি ভক্তির প্রবর্ত্তক ও নিজে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইয়াও ভক্তিশিক্ষক উপদেষ্টা আচার্য্য। তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার। জগৎসৃষ্টি Higher office নহে। তিনি Predominating entity, তিনি Predominated নহেন। তিনি জীবের ভক্তিলাভেরও উপাদান-কারণ। তাঁহার বন্দনা এইরূপ—"অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ। ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥" চেতনরাজ্যে অগ্রসর হইবার জন্য ভক্তিই উপাদান। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে মায়ার উপাদান মনে করা অপরাধ। ঘট নির্ম্মাণে কুম্ভকার ও মৃত্তিকা-কুলাল-চক্র প্রভৃতি যেমন নিমিত্ত ও উপাদান, সেই প্রকার অখিল কার্য্যের কর্ত্তা শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য হইলেন উপাদান। তিনি বিষ্ণুসেবার উপাদান গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র এবং কৃষ্ণনাম-হুঙ্কারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে এই জগতে অবতরণ করাইয়াছিলেন। গূঢ়-স্বরূপ পরিচয়ে তাঁহার মূলস্বরূপ—তিনি 'শ্রীনন্দীশ্বর শিবতত্ত্ব।' শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় তিনি নিত্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকরগণের উপাদানকারণরূপে নিত্য কৃষ্ণসেবা ব্রতধর। শ্রীগৌরলীলায়ও তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরি-করোপাদানস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণের দ্বারা জগদুদ্ধারার্থ মহাবদান্য অবতার। ইহার ইঙ্গিত শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধবেন্দ্র তিথি-পালনের সময় প্রকাশ করিয়াছেন। উপাদান কারণে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা অন্যায়। তিনি object এর object তিনি ভক্তিশিক্ষক আচার্য্য। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের রচিতসুধা ও শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুতচমৎকারী ভৌমলীলামৃতে জ্ঞাতব্য। ছয়গোস্বামী, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, জড়জগৎ, ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি ভজন সন্দর্ভতৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব কে

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব ?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে, তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥ ১ ॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা, জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী, ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব ॥ ২ ॥
তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব ॥ ৩ ॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়ামরু, না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥ ৪ ॥
হরিজনদ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশাক্লেশ, কর কেন তবে তাহার গৌরব।

বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে, তাত, কভু নহে অনিত্য বৈভব ॥ ৫ ॥
সে হরিসম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ, তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব।
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালি, নির্জ্জনতা-জালি, উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ॥ ৬ ॥
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব, কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব ঘরে চুরি, না করিল কভু সদাই জানব ॥ ৭ ॥
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা, তার সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতাবশে, তুমি জড়রসে, মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তনসৌষ্ঠব ॥ ৮ ॥
তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন, প্রচারিছ ছলে কুযোগি-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে, শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত' সেই সব ॥ ৯ ॥
সেই দুটী কথা, ভুল' না সর্ব্বথা, উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব।
ফল্গু, আর যুক্ত; বদ্ধ, আর মুক্ত, কভু না ভাবিহ 'একাকার' সব ॥ ১০ ॥
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত, সংসার তথায় পায় পরাভব ॥ ১১ ॥
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ, অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব ॥ ১২ ॥
সে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহা ত সৌভাগ্য, তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠাসম্ভার, তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব ॥ ১৩
বিষয়-মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু, দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ, কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব ॥ ১৪ ॥
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন, মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ, কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন আহব ॥ ১৫ ॥
যে ফল্গু-বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী, সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব
হরিপদ ছাড়ি, নির্জ্জনতা বাড়ী, লভিয়া কি ফল ফল্গু সে বৈভব ॥ ১৬ ॥
রাধাদাস্যে রহি' ছাড়ি' ভোগ-অহি, প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তনগৌরব।
রাধা নিত্যজন, তাহা ছাড়ি মন, কেন বা নির্জ্জন-ভজনকৈতব ॥ ১৭ ॥
ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন, প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব ॥ ১৮ ॥
শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ, কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে, সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ॥ ১৯ ॥

এই গীতিদ্বারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি-বিরোধি-বিচার অতি সুন্দরভাবে সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসার সন্নিবেশিত করিয়া ভজনের প্রকৃষ্ট ভাবে ভজনোন্নতির সহায়করূপ অতি অপূর্ব্ব-কৃপা-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক সাধক মাত্রেরই ইহা অমূল্য সম্পদ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ

চতুর্থ-সম্পদ

উপপত্তি

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার। দুইভাগবতসঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥
এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র ॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম অতি নিগূঢ়তত্ত্ব, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত সেই মহাভাগবতের স্বরূপ অবিজ্ঞাত। তাই তাঁহাদের কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলে জীবের হৃদয়ে তাঁহার বৈশিষ্ট্য সম্পদ প্রকাশিত হইতে পারে। সেই সুবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ আলোচ্য। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য সম্পদের দিগ্দর্শন :—

১। অর্চ্চন-প্রধান পঞ্চরাত্র ও কীর্ত্তন-প্রধান ভাগবতের সমন্বয়-গুরু। (২) অবিদ্বদ্রূঢ়ি-প্লাবিত বিশ্বে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ় প্রচারকবর। (৩) "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ। (৪) শ্রুত্যেক্ষিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন-প্রচারক বর। (৫) শ্রীগৌরকিশোর-বিনোদ-মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক। (৬) সার্ব্বজনীন, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বকালীক পরধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য। (৭) গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক ও পরিপূরক। (৮) পারমহংস্য দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা-সংস্থাপক। (৯) কার্ষ্ণভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার। (১০) শ্রীস্বরূপ-রূপ-সিদ্ধান্ত সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। (১১) মাধুর্য্যৌদার্য্য প্রেমময়তনু। (১২) বৈধমার্গের আদরকারী ও রাগমার্গের অনুশীলনকারী শিক্ষক। (১৩) রাগমার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-বিরোধীর ফল্গুত্ব প্রচারক। (১৪) শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবার পারতম্য-ধারণা-বিহীনের সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শক। (১৫) শ্রীজীবপ্রভুর সেবার আদর্শে জীবের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনকারী। (১৬) শ্রীল রঘুনাথের সেবায় অধিকতর আদরযুক্ত অনুশীলনকারী। (১৭) শুদ্ধসঙ্কীর্ত্তনময় হরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্মৃত্যুৎসবের প্রচারকারী। (১৮) শ্রীমদ্ভাগবত-বেদান্ত-শ্রৌতভাষ্য-বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমকোষ নির্ম্মাণকারী। (১৯) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান ও সার্ব্বকালিক হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাচৈতন্যময় সেবকমণ্ডলীর প্রকটকারী। (২০) সরস্বতীপতি-তীর্থে পর-সরস্বতী-পীঠে পরসাহিত্য-ঐতিহ্য-সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্র-বেদান্ত-একায়নাসনের প্রতিষ্ঠাতা। (২১) শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী-প্রকটকারী। (২২) শ্রীগৌড়মণ্ডল-নবদ্বীপমণ্ডল-নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার প্রবর্ত্তনকারী। (২৩) শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলাদর্শ-প্রকটকারী। (২৪) নামাপরাধ, ধামাপরাধ,

সেবাপরাধ, গুর্ব্বপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধের স্বরূপ-বিশ্লেষণ ও পরিবর্জ্জনের আদর্শ শিক্ষক। (২৫) শ্রীরূপ-রঘুনাথ-দাস্যের সর্ব্বোত্তমতার শিক্ষাগুরুবর্য্য। (২৬) চিদ্‌বিলাসবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তধ্বান্তের মার্ত্তণ্ডস্বরূপ। (২৭) ভূত-ভবিষ্যদ্‌-রহিত নিত্য অখণ্ডকালে কৃষ্ণসেবা শিক্ষাদাতা। (২৮) অসদ্‌বার্ত্তা, অসচ্চেষ্টা, অসৎসঙ্গ, অসৎপ্রতিষ্ঠা, অসৎসিদ্ধান্ত, অসৎশিষ্যানুবন্ধ, কপট-কুটিনাটি-ভুক্তি-মুক্তি-কামনা পরিবর্জ্জনের অদ্বিতীয় আদর্শ। (২৯) শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়োগ-দ্বারা ঐক্যতান, সমন্বয় ও মিলন-বিজ্ঞানের একমাত্র মহাবৈজ্ঞানিক। (৩০) 'সজ্জনতোষণী' 'গৌড়ীয়'-'নদীয়াপ্রকাশ' বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের অবতারণকারী। (৩১) জীবের শ্রীরূপ-সনাতনানুগত্য-মর্য্যাদা ও শ্রীরঘুনাথের শ্রীরূপ-সনাতনানুগত্য-সৌন্দর্য্যের প্রকাশক। (৩২) গৌড়পুরের পূর্ব্বগৌরব উদ্ধারকারী। (৩৩) গৌড়ের আদি নাট্যমঞ্চের পুনঃ-প্রকটকারী। (৩৪) গৌড়ীয় সহস্রারে ফল্গুবৈরাগ্য-অন্ধ-পথ ও যুক্তবৈরাগ্য-রাজপথের পার্থক্য-প্রদর্শক। (৩৫) গৌরধাম-কৃষ্ণধাম-রাধাকুণ্ড-গৌরবিপ্রলম্ভভজনক্ষেত্রের সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শক। (৩৬) শ্রীরাধিকা-মুখ্যা-গোপীগণের কৃষ্ণমাধুর্য্য ও প্রেমসেবার সর্ব্বোত্তমতা প্রচারকবর। (৩৭) শ্রীনামকীর্ত্তন-প্রীতির তারতম্যানুসারে বৈষ্ণবতার তারতম্য-নির্দ্দেশকারী। (৩৮) শ্রীনাম-ভজন-জীবাতু অকৃত্রিম-ভজন-রসিকশ্রেষ্ঠ। (৩৯) বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভের অদ্বিতীয় পরিপোষ্টা। (৪০) শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-ভাজন শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীগৌর-বিনোদ-প্রীতিবিশেষ পাত্ররাজ। (৪১) কৃষ্ণভোগ্যকনক-কামিনী প্রতিষ্ঠায় আদর ও জীব-ভোগবুদ্ধি-পরিচালিত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় অনাদর-প্রদর্শক শিক্ষা-গুরু। (৪২) অকৃত্রিম পরদুঃখদুঃখী, অনভীপ্সু, বহির্ম্মুখজনে অমন্দোদয়দয়ামৃত-বিতরণকারী। (৪৩) মহা-প্রসাদ গুরুগৌরাঙ্গ-গোবিন্দ-নামব্রহ্ম-বৈষ্ণবচরণে বাস্তব বিশ্বাস-বিস্তারকারী। (৪৪) শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি; আচার্য্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে দেবতান্তর-সামান্য-বুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতার শিরশ্ছেদনে সুদর্শন। (৪৫) বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তমতা-নির্দ্দেষত্ব প্রকাশক। (৪৬) শুদ্ধবৈষ্ণবে, বৈষ্ণবধর্ম্মে যাবতীয় দোষারোপ ও আক্রমণ-নিরাসের অগ্রাস্ত্র। (৪৭) কীর্ত্তন-মাত্রৈকাস্ত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম যুগাচার্য্য জগদ্‌গুরু। (৪৮) শ্রীগুরুদেবের মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্ব, শ্রীরাধাভিন্নবিগ্রহ-জ্ঞানে তদানুগত্যে সেবা-সৌন্দর্য্যের প্রচারকারী। (৪৯) শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" শ্রৌতবাণীর অদ্বিতীয় প্রচারক। (৫০) বিষয়-বিগ্রহের সেবা অপেক্ষা আশ্রয়-বিগ্রহের সেবার সৌন্দর্য্যাধিক্য প্রকাশক। (৫১) শক্তির ভেদাভেদাভিমানের আদর্শ অভিমানী। (৫২) আশ্রয়-ভেদাভিমানে জীবের মঙ্গল, পুনঃ আশ্রয়-বিগ্রহাভিমানে পাষণ্ডতা প্রতিপাদনপর সিদ্ধান্তের আদর্শ শিক্ষকবর। (৫৩) সম্পদে-বিপদে কৃষ্ণাধীনতা, কৃষ্ণানুকম্পা, সর্ব্বাবস্থায় নিয়ামক কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-দর্শন-বিচারের অদ্বিতীয় আচারবান্ শিক্ষক। (৫৩) শ্রীরূপো-পদেশামৃত-মূর্ত্তি ষড়্‌বেগবিজয়ী রূপানুগবর জগদ্‌গুরু গোস্বামিবর্য্য। (৫৪) ব্যবহারে যুক্তবৈরাগ্য, উপায়-উপেয়-বিচারে শ্রীনামৈক-সেবাপরতার অদ্বিতীয় রূপানুগবর আচার্য্য। (৫৫) আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য—বাস্তব-সিদ্ধান্তের একমাত্র বৈদ্যরাজ। (৫৬) প্রাকৃতভাবনা-বাক্য-চিন্তা-মুদ্রার ফল্গুত্ব-প্রচারক। (৫৭) ভক্তি-বিনোদ ভাগবত-পররাষ্ট্র সাহিত্যের প্রচারক। (৫৮) আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ গৌরানুগক্রব

অপসম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত, প্রাকৃতসহজিয়াবাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদাদি যাবতীয় কল্মিমতনিরাসকারী পাষণ্ডদলনবানা প্রেমপ্রচারকবর নিত্যানন্দ পাদপদ্ম। (৫৯) শ্রীনামকীর্ত্তনাধীন ভজন-প্রণালী, কৃষ্ণানুরাগীর আনুগত্যে ব্রজ-বাস ও রূপানুগ-শিক্ষার অদ্বিতীয় শিক্ষক। (৫৯) ত্রিবিধ বৈষ্ণবসেবা, বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত দৃষ্টি, কৃষ্ণনামানুশীলনে সহিষ্ণুতা প্রচারের অদ্বিতীয় লোকগুরু। (৬০) গৌরকৃষ্ণনাম প্রচারকবর শ্রীগৌরকরুণাশক্তি। (৬১) কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাময় নৈষ্কর্ম্ম্যের আবিষ্কারকারী। (৬২) বৈকুণ্ঠ-মথুরা-বৃন্দাবন-গোবর্দ্ধন রাধাকুণ্ডের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-প্রদর্শক। (৬৩) সংশয়-সগুণ-নির্গুণ-ক্লীব-পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ-প্রদর্শক। (৬৪) সংকর্ম্মী-ত্রিগুণবর্জ্জিতজ্ঞানী-শুদ্ধভক্ত-প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত-গোপীকুল-গোপীশ্রেষ্ঠা বার্ষভানবীর উত্তরোত্তর কৃষ্ণপ্রিয়ত্ব প্রদর্শক। (৬৫) নিখিল স্থান-কাল-পাত্রের কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবায় নিয়োগ-নিবন্ধন অতমর্ত্ত্য অর্থ-নীতিজ্ঞ। (৬৬) শ্রীবার্ষভাবীর প্রিয়তমা নয়নমণিমঞ্জরী। (৬৭) নিত্য শ্রীরাধাকুণ্ডতট কুঞ্জকুটীর নিবাসী। (৬৮) নিত্য শ্রীরাধাকুণ্ডের গোষ্ঠবাটীর সুবিজ্ঞ সেবাপরিপাটী শিক্ষক॥ (৬৯) শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী। (৭০) সখীত্ব অপেক্ষা মঞ্জরীত্বের অধিকতর সেবামাধুর্য্য আস্বাদনকারী। (৭১) বিপ্রলম্ভ সেবার অধিকসুকৌশলী। (৭২) শ্রীবার্ষভানবীর অন্তরঙ্গ সেবায় অতি সুচতুর ইত্যাদি অপ্রাকৃত অনন্ত-কল্যাণ-গুণৈকবারিধি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-বৈশিষ্ট্য—জীবের প্রকৃত স্থায়ী উপকারের জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত। দ্বীপান্তরের আব্‌হাওয়ায়—পারিপার্শ্বিকতায় অনাদিকাল ধরিয়া আপনাকে বিলাইয়া দেওয়ায় পূর্ণ চেতনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেও যে মানবজাতির বিচার-আচার, ভাবনা-ধারণা, ভাষা-পরিভাষা, সমস্তই বিদেশীয় ভাবের নিকট পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়াছে—যে মানবজাতি কাল্পনিক ভাল-মন্দ-ধারণায় মস্‌গুল হইয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিচার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের জন্য শত শত প্যালন ভজনের চিন্ময় রক্ত জল করিতে বসিয়াছেন, তাহাদের বাস্তব উপকারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, সমস্ত কার্য্য ছাড়িয়া দিবারাত্র তাহাদের মঙ্গলের জন্য নানা কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন এই মহাপুরুষই শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ। তিনি গ্রাম্যকথা-সাহিত্যের যুগে অবিমিশ্র বৈকুণ্ঠ-কথা-সাহিত্য বিতরণকারী ও বৈকুণ্ঠ-গীতিতে উদ্ভাসিত করিবার জন্য হরিকথার সহস্রমুখী প্রস্রবণ উন্মোচনকারী—অবঞ্চক স্বচ্ছ গুরুর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া গণ-গড্ডালিকার রুচির বাতাস যে-দিকে, সে-দিকেই একটু নূতন রকমারি পাল উঠাইয়া—নিশান উড়াইয়া ক-একশত বৎসরের খোরাক দেওয়া'র 'ছেলে-ভুলান মোওয়া' বা 'ক-এক হাজার বছর এগিয়ে দেওয়া'র মাকাল ফলের লোভ দেখাইয়া ভোগা দেওয়ার কথা নহে। সমগ্র চেতন জগতের যাহা চিরন্তনী আকাঙ্ক্ষা—চরম সাধ্য, তাহার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য যত রকমের প্রাচীর, পরিখা বা পর্দ্দা সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা খুলিয়া দিবার জন্য—চেতনময় বাস্তব রাজ্যের অফুরান্ত শোভা দেখাইবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে যিনি ব্যগ্র, তিনিই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। কল্যাণের খনির দ্বারের পথ রুদ্ধ করিয়া মোহন মূর্ত্তিতে যতপ্রকারের অস্বচ্ছ (opaque) বাধকগুলি আসিতে পারে, সেইগুলিকে সরাইয়া স্বচ্ছ (Transparent) গুরুর মূর্ত্তি—যাঁহার মধ্য দিয়া সরাসর কল্যাণের খনির অমূল্য

রত্নভাণ্ডার অবিকৃতভাবে দেখা যায়, সেইরূপ গুরুর মূর্ত্তি প্রকট করিয়া বিরাজমান তিনিই।

তিনি আত্মমঙ্গলবরণেঅনিচ্ছু জগতের প্রতি অযাচিত অহৈতুক কৃপাময়। পশুচিকিৎসক যেমন সজোরে পশুর মুখ ফাঁক করিয়া পশুকে ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়, তেমনি বিমুখ মানবজাতিকে নানা কৌশলে হরিকথা-মহৌষধি পান করাইবার জন্য—শ্রুতির কথা শুনিবার উপযোগী কর্ণবেধ করাইবার জন্য দিবারাত্র চিন্তিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। তিনি বিবিধ কপটতা-রোগের নিদাননির্ণয়কারী সদ্‌বৈদ্য। যে মানবজাতি ভাবিয়া রাখিয়াছে, পরম প্রয়োজনের কথায় তাহাদের মুখ্যভাবে কোন প্রয়োজন নাই, আপাত প্রয়োজন-সিদ্ধির টোপ-গিলাই তাহাদের প্রয়োজন, গণ্ডারের চামড়ার মত মানব জাতির যে বিমুখতার নিকট সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে; সেই মানবজাতির স্থূল-সূক্ষ্ম চামড়ার অভিমান একমাত্র হরিকথা-কীর্ত্তনাস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে চেতনের বাণী সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহিতেছেন—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। যে মানবজাতির অন্তরের অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যার মত কপটতা-কামিনী সদলে সম্রাজ্ঞী হইয়া বিহার করিতেছে—দুরন্ত অনর্থরোগের বিষাক্ত বীজাণুগুলি চিত্তরাজ্যকে জয় করিয়া সাম্রাজ্য-সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে, সেখানে বৈকুণ্ঠের রঞ্জন-রশ্মি (x-ray) দ্বারা কপটতার বিবিধ জ্বলন্ত শ্রমূর্ত্তিগুলিকে প্রকাশ করিয়া দিতেছেন শ্রশ্রীল প্রভুপাদ। তিনি মানবজাতির কপটতার ক্ষয়রোগের চিকিৎসায় অভিজ্ঞ অব্যর্থ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রবণ-বিমুখ মানবজাতির সাধারণ ভ্রমরাশির অদ্বিতীয় চিকিৎসক। বিমুখতার ঝাপ্‌টা বাতাস লাগিয়া মানবজাতির কান কালা হইয়া গিয়াছে। কালার নিকট যেমন শ্রবণীয় বিষয় ও শ্রবণকার্য্যের আদর নাই, কালার কাছে যেমন সৎকথা ও অসৎকথা—উভয়ই সমান, সুমধুর সঙ্গীত ও গর্দ্দভের গীত—উভয়ই এক, তেমনই শ্রুতির উপদেশ-শ্রবণের পথ পরিত্যাগ করিয়া অথবা চোখের ভাল-মন্দ-দেখা বা মনের ভাল-মন্দ-লাগার অভিজ্ঞতাকেই শ্রুতির কথা ভাবিয়া মনের ভাল-মন্দ-রুচির রঙ্গের চশমায় শ্রুতিকে মাপিয়া লইয়া আপনাদিগকে সবজান্তা মনে করিয়াছে,—কালার ন্যায় সকলই সমান—সব কথাই এক, এইরূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদের বিরাট বৌদ্ধস্তূপ গণ-গড্ডালিকার চোখের ক্ষুদ্র গোলককে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য সূর্য্যকে দেখিতে দিতেছে না। সত্যের পথ যে এক অদ্বিতীয়, এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে 'সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা,' 'গোঁড়ামি' প্রভৃতি বলিয়া যে মানবজাতির শতকরা শতজন ব্যক্তিকেই গ্রাস করিয়াছে অর্থাৎ ভক্তি-পথই একমাত্র পরমপ্রয়োজনের পথ, কীর্ত্তন-পথই একমাত্র পরম প্রয়োজন-পথের সাধন ও সিদ্ধি, ইহা যে গণগড্ডালিকতার রুচিতে 'সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা' বলিয়া বিবেচিত হইতেছে—'বিভিন্ন দোকানী তাহাদের নিজের নিজের জিনিষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' বলিয়া প্রচার করায় যে অন্যায় গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণ অপসাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হইয়াছে, সেই দূষিত ব্যাধিটী প্রকৃত সত্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া ঐ ব্যাধিগুলিরই অন্যতমরূপে একমাত্র সত্যপথকে খাড়া করিবার যে চেষ্টা—সংখ্যাধিক্যের গলাবাজির চোখে অদ্বিতীয় পরম সত্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়া পরম মঙ্গলের পথ হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য যে মানবজাতির লক্ষ-অশ্ব-গতিতে দৌড়—সংখ্যাধিক্যের অনুপাতে সত্যকে পরিমাপ

করিবার যে কম্পাসের কাঁটা মানবজাতি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য—গণবাদের ঐরূপ অসংখ্য সাধারণ ভ্রমগুলিকে (Common errors) বিদূরিত করিয়া ঐকান্তিক সত্যে মানবজাতির নির্ম্মল চেতনকে চির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা অকৃত্রিম-ভাবে ব্যাকুল, অহৈতুকভাবে উৎকণ্ঠিত।

তিনি অবৈধ আনুকরণিক বৃত্তির কুঠার-স্বরূপ। পরমসত্যের প্রতি মুখভেঙ্গ্ চানই যে যুগের যুগধর্ম্ম, বাস্তব পরমেশ্বরকে পরমেশ্বররূপের প্রচারিত দেখিয়া অনীশ্বরকেও পরমেশ্বররূপে সাজাইবার জন্য যে যুগ প্রতিযোগী, একমাত্র স্বপ্রকাশ পরমপুরুষ কৃষ্ণের জন্মতিথি 'জয়ন্তী'-নামে খ্যাত বলিয়া মাংসপিণ্ডের—রামা-শ্যামা বা জগতের জন্ম-মরণশীল হোমরা-চোমরাব্যক্তিগুলির কর্ম্মফলভোগের জন্মদিনকে 'জয়ন্তী' প্রভৃতি বলিয়া বানরের ন্যায় ভগবানের প্রতি মুখ-ভেঙ্গচাইবার যে প্রবৃত্তি, তাহা ছেদন করিতে তাঁহারই জীহ্বা তীক্ষ্ণ তরবারির ন্যায় সর্ব্বদা উন্মুক্ত। একমাত্র তিনিই অকৈতব সত্যকথা প্রচারে নিরপেক্ষ ও নির্ভীক। মহামনীষী শঙ্কর অদৈবমোহন করিবার জন্য পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণুর মুখারবিন্দকে বানরের পশ্চাৎদেশের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন দেখিয়া তাঁহার মন্ত্রে যাহারা নানাভাবে বিপথগামী হইয়াছে, তাহারাই নানাভাবে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে মুখভঙ্গি করিতেছে, বিষ্ণুর সহিত আপনাদিগকে সমান মনে করিতেছে, আপনাদিগকে বিষ্ণুর প্রতিযোগী কল্পনা করিতেছে, ইহা হিমালয়ের সহিত লোষ্ট্রখণ্ডের পাল্লা দিবার চেষ্টা বা ততোধিক বাতুলতা নহে কি? এই কথা কোটিজিহ্বায় বজ্রনির্ঘোষ কে জানাইয়াছেন? এতবড় নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা যাঁহার বাণীতে প্রকাশিত তিনিই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।

সত্যকথা মনোধর্ম্মের প্রচলিত কথার সম্পূর্ণ বিপ্লবী—জগতের মনোধর্ম্মী অসংখ্য লোক যাহাকে ভাল বা মন্দ বলিয়া ঠিক দিয়া রাখিয়াছে; তাহা হইলে সম্পূর্ণ পৃথক্ বাস্তব সত্য— তাহার সম্পূর্ণ বিপ্লবী পরম সত্য,—ইহা নির্ভীক কণ্ঠে সিংহরবে অনুক্ষণ প্রচার করিতেছেন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।

অকৃত্রিম হরিকথা-বিস্তারের প্রতি মানবজাতির স্বাভাবিক বিরোধ-চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান—বৈষ্ণবধর্ম্ম দেশ ও জাতিকে নিবীর্য্য ও নিষ্কর্ম্মা করিয়া দেয়, হরিকথা-প্রচার নিরর্থক; কাহাকেও কখনও জোর করিয়া ধর্ম্মপথে আনা যায় না ও আনাও উচিত নহে; অথবা হরিকথা-প্রচার-বিষয় চেষ্টারই অন্যতম; তাহা লাভ—পূজা-প্রতিষ্ঠা-কামনারই কারখানা—বিমুখ মানবজাতির হরিকথাকে পৃথিবী হইতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাইবার এইরূপ সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান আনয়ন করিয়াছেন, এই যুগে একমাত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। হরিকথা কোনভাবে জগৎ হইতে দূরে থাকিলে অথবা হরিকথার মুখোসপরা ছলনাময় গ্রাম্যকথাগুলি জগতে প্রচারিত থাকিলে পরম মঙ্গলকে নির্ব্বাসিত করা যায়—মানবজাতির এই গুপ্ত আত্মহত্যার চেষ্টাকে বৈকুণ্ঠরাজ্যের অদ্বিতীয় গোয়েন্দার ন্যায় ধরিয়া ফেলিয়া উহাদের গুপ্ত প্রবৃত্তি—উহাদের আপনাদিগকে লুকাইয়া রাখিবার কলকৌশল বাহির করিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করিয়া তাহাদের কপটতার মূলোচ্ছেদকারী এক মাত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদই।

তিনি আজ সহস্র জিহ্বায় উচ্চকণ্ঠে 'নির্বীর্য্য বা নপুংসক কাহারা' তাহা জানাইয়াছেন। যাহারা বিষ্ণুর বীর্য্যের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, যাঁহারা সমস্ত বীর্য্যবান ও বলবানগণের মূল পুরুষ বলদেবের উপাসনা করেন, তাঁহারা নির্বীর্য্য,—না, যাঁহারা ক্লীবব্রহ্মে আপনাদের অস্তিত্ব ধ্বংস করিতে চাহেন—যাঁহারা কল্পিত জড়শক্তির উপাসনা করিয়া সেই শক্তির সাময়িক শক্তিমত্তাটুকুকেও পরে ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তাঁহারা নির্বীর্য্য? যাঁহারা সর্ব্বচেতনের আধার বলদেবের নিত্যরমণক্রিয়া স্বীকার করে না, তাহারা নপুংসক, প্রকৃতির নফর,—না, যাহাদের সেবা-বলে ত্রিবিক্রম চিরবাঁধা হইয়া থাকেন, যাঁহাদের নিকট অজিত চিরজিত হন, সেই বলী বা বলির আদর্শে অনুপ্রাণিত আত্মা নির্বীর্য্য? পুরুষোত্তমের এই সকল সেবক ক্লীব, নপুংসক,—না, যাহারা রক্ত-মাংসের তেজে স্ফীত, উত্তেজিত এবং শুক্রাচার্য্যের নীতির আদর্শে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া ত্রিবিক্রমকে তাঁহাদের প্রতিযোগী অংশীদার, ত্রিবিক্রমকে নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ ও নপুংসক করিবার পক্ষপাতী, আপনাদিগকে নপুংসকত্বে বা প্রকৃতিতে লয় করিবার সাধনায় ব্যস্ত, তাহারা নির্বীর্য্য? "সমনীলা ভজন্তিবৈ,—ন্যায়ানুসারে যিনি যেমন, তিনি তেমন বস্তুরই উপাসনা করেন। যাহারা নপুংসক ব্রহ্মে বা নির্ব্বিশেষে আত্ম-লয় বা প্রকৃতির যূপকাষ্ঠে আত্মহত্যা করিবার জন্য সতত ব্যস্ত, তাহারা কি নির্বীর্য্য নহে? নপুংসক বা প্রকৃতিলয়ের বধ্যভূমিকা হইতে মানবজাতিকে—সমগ্র চেতন জগৎকে টানিয়া আনিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে কাঁহার বীর্য্যবতী বাণী অবিরাম অনর্গল নিযুক্ত? কাঁহার বাণী ত্রিবিক্রমের চেতন-শক্তির কথা অনুক্ষণ বহন করিয়া নপুংসক ব্রহ্ম বা প্রকৃতিলয়ের যূপকাষ্ঠ হইতে তথাকথিত মনীষার অভিমানে দৃপ্ত অসংখ্য মস্তিষ্ককে রক্ষা করিতেছেন? বলদেবের দ্বিতীয়তনু পরদুঃখদুঃখী সেই মহাপুরুষই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।

স্থূল ও সূক্ষ্ম হিংসা—পাশব বলই কি বল? হাতী, বাঘ হওয়াই কি মানবের চরম কাম্য? আর ঐ সকল হিংস্র জন্তুর স্থূল হিংসাবৃত্তি হইতে অধিকতর সূক্ষ্ম হিংসার প্রতীক নপুংসকতা লাভ করাই কি চেতনের শেষ সিদ্ধি? সমগ্র ষড়ৈশ্বর্য্যের মূল মালিকেই একমাত্র বৈরাগ্যের সমন্বয়—"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" এই শাস্ত্র-বাণীতে ভগবানের 'ভগ' বা ষড়ৈশ্বর্য্যের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহার সকলের শেষে 'বৈরাগ্য' ও মধ্যে 'শ্রী'র কথা। বৈরাগ্য জিনিষটী নিষেধ-সূচক (Negative), তাহা পরমৈশ্বর্য্যবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানেই যুগপৎ সমন্বিত হইতে পারে। কিন্তু 'শ্রী' সকলেরই মধ্যে থাকিয়া সকল ঐশ্বর্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। যাহারা ভগবানের সেই পাঁচটী ঐশ্বর্য্যকে একেবারে রদ করিয়া দিয়া অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞানকে বাদ দিয়া কেবল বৈরাগ্যের আধারে ভগবানকে কয়েদী করিতে চাহেন—নপুংসক করিতে চাহেন, নপুংসকের উপাসকসূত্রে তাহারাই নপুংসক, নির্বীর্য্য,—না, সমগ্র ষড়ৈশ্বর্য্যের মালিক পুরুষোত্তমের উপাসক ভগবদ্ভক্তগণ নির্বীর্য্য? নপুংসকত্ব যাহাদের শেষ কাম্য, তাহাদের আর এক ভাই শূন্যবাদী বা প্রকৃতিলয়বাদী। এক ভাই প্রকাশ্য শ্রুতি-বিরোধী—বেদবিরোধী বৌদ্ধ। আর এক ভাই মুখে "বেদ মানি" বা "আমিই প্রকৃত বৈদান্তিক"

এইরূপ গলাবাজী করিয়া প্রচ্ছন্ন বেদ-বিরোধী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের কেবল বৈরাগ্যকে গ্রহণই একদেশী নির্ব্বিশেষ মতবাদ। ভগবানের সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি, শোভা ও জ্ঞানের চমৎকারিতা বাড়াইবার জন্য বিরহ যেমন সম্ভোগের পুষ্টি করে, তেমনই পাঁচপ্রকার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তাহাদের অভাব বা নিষেধ-সূচক 'বৈরাগ্য' আলিঙ্গিত আছে। কিন্তু যাহাদের চমৎকারিতা বৃদ্ধির জন্য 'বৈরাগ্য', তাহাদিগকেই বাদ দিয়া কেবল বৈরাগ্য বা নিষেধ-সূচক বিশেষণটীকে প্রবল করিবার যে চেষ্টা —ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-শ্রী-শোভা-জ্ঞান— সকলকে আটক করিয়া কেবল বৈরাগ্যের মধ্যে ভগবান্‌কে টানিয়া আনিয়া ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য চোখ, মুখ, নাক, কান— সকলকে কাটিয়া ফেলিয়া নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক, নপুংসক করিবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা মানবজাতির মেধাকে চীনদেশীয় প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, মায়াদেবীর সেই দুর্গকে যাঁহার হরিকথার কীর্ত্তন-কামান ভাঙ্গিয়া দিতেছে ও 'রসো বৈ সঃ' শ্রুতির প্রতিপাদ্য আনন্দলীলাময়-রসবিগ্রহ লীলাপুরুষোত্তমের শ্রীপাদপদ্মের শোভার মধুরিমা জানাইয়া দিতেছে, তিনিই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।

কৃষ্ণই মূল বিশেষ্য শব্দ— পরমেশ্বর বাচক ; অন্যান্য শব্দ ন্যূনাধিক বিশেষণ-বাচক— জগতে বিশেষ্য বস্তুর হেয়তা দেখিয়া মানবজাতির মনীষা যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাতে মানবজাতি বিশেষ্যবস্তুকে ব্যক্তিগত সম্বন্ধযুক্ত ও সঙ্কীর্ণ মনে না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। আর বিশেষণ বস্তুকে ব্যক্তিগত গন্ধহীন মনে করিয়া উহাকে সাধারণ বা সার্ব্বজনীন মনে করিতেছে। 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা,' 'পরমেশ্বর' 'God,' 'আল্লা' এই সকল বিশেষণ-জাতীয় শব্দ। কিন্তু কৃষ্ণ বিশেষ্য শব্দ, 'কৃষ্ণ' শব্দে ব্যক্তিগত বিচার পূর্ণভাবে আলিঙ্গিত রহিয়াছে। জগতের ব্যক্তি বহু ও অপূর্ণ। জগতের একব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্ বা গণ্ডীদেওয়া। To carry (ashes) or (burnt) coal to New castle (কয়লার রাজ্য নিউকাসেলে অন্যস্থান হইতে পোড়া কয়লা বা ছাই লইয়া যাওয়া) এর ন্যায় মানবজাতি যখন জগতের ব্যক্তিত্বের ধারণাকে বহন করিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইবার চেষ্টা দেখায়, তখনই মনে করে,— কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিলে গণ্ডী আসিয়া পড়িল —ব্যক্তিগত কথায় পরিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে হইল, তাহাতে অপরের ব্যক্তিত্ব বাদ পড়িয়া গেল। কিন্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' 'পরমেশ্বর'— এই বিশেষণ বাচক শব্দগুলিতে সেইরূপ বাদ পড়ে না। একমাত্র পরম বিশেষ্য কৃষ্ণ-শব্দ-সম্বন্ধে মানব জাতির এই সর্ব্বগ্রাসী ভ্রান্ত ধারণার মূলে যিনি আগুন লাগাইয়াছেন তিনি কে? পূর্ণতম পুরুষ কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে অপর সকল ব্যক্তিত্ব, সকল অপেক্ষিক বিশেষ্যের যাবতীয় অসম্যক্ ও আংশিক বিশেষণ পূর্ণমাত্রায় ক্রোড়ীভূত ও সার্থকতা-মণ্ডিত, ইহা জ্বলন্ত ভাষায় তিনিই জানাইয়াছেন।

পরমেশ্বরের বাস্তব স্বরূপ ও ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীবের কল্পিত ঈশ্বর— 'তিনি যেমনটী তেমনি তিনি' ('as He is'), আর আপাত যেরূপ প্রতিভাত হন বা একজন মানুষ বা বহু মানুষ বা জীব ভগবান্‌কে যেরূপভাবে দেখে, কল্পনা বা অনুমান করে— এই দুইয়ের মধ্যে "তিনি যেমনটী তেমনই তিনি"— এই স্বপ্রকাশ স্বরূপের কথা মানবজাতি পরিহার করিয়াছেন, এবং ইহাকে সাম্প্রদায়িকতা মনে করিয়া

আপাত দর্শন বা এক ও বহু মানবের কল্পনা ও অনুমানের আঁকা রূপকেই 'যত মত তত পথ' বলিবার উদারতা ও তথা কিথিত সমন্বয়বাদের এক ধূয়া গান ধরিয়াছে, এই সর্ব্বগ্রাসী ভ্রান্ত মত হইতে মানব-মেধাকে—গণমেধাকে বিমুক্ত করিবার জন্য "তিনি যেমনটী তেমনই তিনি," তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব আছে, তিনি নব নব পূর্ণচেতন বিলাসময়, তিনি মানবের কল্পনার কারাগারের আসামী নহেন, আপাত প্রতীতি দেখিয়া মানব তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ঠিক করিবে, বহুলোক একমত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ভাবিবে, বহুলোক যেরূপ ভোট দিবে, ভগবান্‌কে সেইরূপ ভোটের অধীন হইতে হইবে,—এই যে এক সাধারণ ভ্রম মহামারীর ন্যায় মানবমেধাকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে, বাণীতে, লেখনীতে, আদর্শে তিনিই অনুক্ষণ সহস্রমুখী চেষ্টা করিতেছেন। "As He is"-কেই অপর ভাষায় 'তত্ত্ব' ('তৎ' + 'ত্ব') বলে। 'অতৎ' হইতে যাহারা 'তৎ'-এ যাইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা'র অসম্যক্ ও আংশিক বিচার গ্রহণ করেন, আর 'তৎ'এ থাকিয়া—ভগবদ্ধামে থাকিয়া 'তত্ত্ব' বস্তুকে যে সেবা-দ্বারা বরণ, তাহাতে পূর্ণভগবৎপ্রতীতি লাভ হয়। এই সুদার্শনিক সত্যকে আলোকস্তম্ভের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গায়িত মনোধর্ম্মের অকূল সাগরে নিমগ্ন জীবগণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদই ধারণ করিয়াছেন। তিনি আপাত প্রতীতিতে যাহা অথবা বহুদ্বারা কল্পিত বহুরূপে যাহা, তাহার মধ্যে যে একটা সাময়িক বোঝাপড়া করিয়া গোঁজামিল, তাহাতে সায় দিলে যে লোকপ্রিয়তার ভোট পাওয়া যায় বহুলোকের প্রশংসা পাওয়া যায়, আর "যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণ-কর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" এই ভাগবতীয় বাণীর প্রকাশে জনপ্রিয়তার গণমতের গোলামীর যে রুচিতে লগুড়াঘাত পড়ে,—এই দুই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া একমাত্র সত্যানুসন্ধানের মন্ত্রেই দীক্ষিত হইবার জন্য তাঁহার বাণী নিশিদিন মানবজাতিকে প্ররোচিত করিতেছেন।

সদ্‌বৈদ্য—রোগীর নির্দ্দেশ-অনুসারে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা না করিয়া রোগীর গগনভেদী প্রলাপ-সত্ত্বেও—একান্ত মঙ্গলাকামী বৈদ্যকে শত্রুজ্ঞান সত্ত্বেও রোগীর রোগ দূর করিবার জন্য তিনি সদ্‌বৈদ্যরূপে অনুক্ষণ হরিকথামৃত-ঔষধ পান করাইতেছেন। লোকপ্রিয়তার অন্তরালে যে লোকবঞ্চনারূপী তক্ষক লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার তপ্ত ও মারাত্মক দংশন হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বৈদ্যের কীর্ত্তনমন্ত্রমহৌষধির অনুক্ষণ গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অকাতরে তিনিই বিতরণ করিয়াছেন। যাঁহারা আপনাদিগকে খুব বুদ্ধিমান্, প্রতিভাশালী, মহামনীষী প্রভৃতি মনে করিয়া জগতের সকল বস্তুকে তাহাদের বুদ্ধিমত্তা বা মনীষার তৌলদণ্ডে আটক করিতে পারেন জানিয়া জগতের অতীত পরমেশ্বর বস্তুকেও তাহাদের মনীষার কারাগারে দণ্ডিত করিতে ধাবিত হন, শতকরা শতসংখ্যক মানবের এই প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য প্রবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্য তাঁহারই বাণীরূপা অসি সতত উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

পরতত্ত্ব ঐতিহাসিক, রূপক বা সূক্ষ্মভাব-মাত্র নহেন অথচ ঐসকল বিচার হেয়তা-বর্জ্জিত হইয়া মানব-ধারণার অতীতরাজ্যে তাঁহাতেই সুসমন্বিত। যাহারা সূর্য্যকে প্রাতঃকালেউদিত সায়ংকালে অস্তমিত দেখিয়া সূর্য্যের দ্বারাই সাধিত ঐতিহাসিক কালের মধ্যে সূর্য্যের জন্ম-মৃত্যুর বিচার করিয়াছেন, সেই প্রত্যক্ষ-প্রতারিত বিচারক-সম্প্রদায় কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ বা জন্ম-মৃত্যুর অধীন বস্তুরূপে যে ধারণা

করিয়াছেন এবং সেই ধারণা হইতে অনুমানকে ব্যাপ্ত করিয়া চরমে পরতত্ত্বকে যে নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নপুংসক বলিয়া বিচার করিতেছেন, কিম্বা এইরূপ কল্পিত ঐতিহাসিক বস্তুকে রূপক কল্পনা করিয়া Concreteকে abstract করিতে চাহিতেছেন, মানব-মনীষা ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের এই গোলামী হইতে তাঁহারই বিচার, সিদ্ধান্ত, ভাষা, পরিভাষা প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগে মহা বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। এবং তারস্বরে জানাইয়াছেন,—কৃষ্ণসূর্য্য নিত্য, তাহার প্রকট-অপ্রকট লীলা নিত্য। ভ্রম প্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয়ে কবলিত জীব আরোহবাদের চেষ্টায় সূর্য্য দেখিতে গেলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। রাত্রিকালে সূর্য্য ধ্বংস হইয়াছে,—এরূপ কল্পনা না করিয়া—চক্ষুর অন্তরালে সূর্য্য অস্তগত দেখিয়া সূর্য্যের অস্তিত্বে অস্বীকাররূপ মূর্খতা না করিয়া, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণসূর্য্য কোন বিশেষ কালে সৃষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া ঐতিহাসিক কালের হেয়তার আড়াল কৃষ্ণসূর্য্যের উপর চাপাইয়া ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয়কে ঢাকিয়া ফেলিও না। আবার ইতিহাস পরমেশ্বরের চাকুরী করিতে পারে না, ইতিহাস তাহাতে সমন্বিত হইতে পারে না,—এরূপ ক্ষুদ্র অনুমানও পোষণ করিতে যাইও না। কৃষ্ণসূর্য্যের বস্তুত্ব অস্বীকার, তাঁহার পরিভ্রমণ লীলা অস্বীকার করিয়া বস্তু বা লীলাকে কেবল রূপক করিতে চাহিলেও মনীষা প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রচারিত হইল। ইহা ধরিবার মত মনীষাটুকু যদি তোমার না থাকে, তবে তাহা কিসের মনীষা? তাহা ভারবাহী মহিষের বুদ্ধির সহিত মানব মনীষা সমান হইয়া গেল। সার গ্রহণ করিতে হইবে। ইতিহাস ও রূপক—কৃষ্ণের চাকুরী করিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" শ্লোকটী চেতনের বৃত্তিতে উহার মর্ম্ম উপলব্ধি হওয়াই প্রয়োজন। এই বাণী উজ্জ্বলভাবে আমাদের হৃদয়ে সত্যের আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য সহস্রভাবে আয়োজন করিয়াছেন।

শ্রুতির মন্ত্র—"জ্যোতিঃ অপসারিত করিয়া মূলবিগ্রহ দর্শন করাও"—প্রত্যক্ষ দৃষ্টি সূর্য্যের কিরণ-মালা ভেদ করিয়া সূর্য্যের বিগ্রহকে দর্শন করিতে পারে না, সূর্য্যকে নির্ব্বিশেষ—নিরাকার ভাবিয়া বসে। শ্রুতির বাণী "হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥" প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে নিরাশ করিয়া আবরণ ভেদ-পূর্ব্বক বিগ্রহবান্ বস্তুকে দেখিবার জন্য যে স্তব করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করাইবার জন্য যাঁহার চেতন বাণী সর্বদা নিযুক্ত—তিনিই শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ।

প্রত্যক্ষের হাটে সমস্তই বিপরীত—প্রত্যক্ষের বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বোকামী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনীষা ও ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধীনতাই পরম স্বাধীনতা, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গোড়ামী ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদারতা বলিয়া সর্ব্বজন-প্রিয় পণ্যদ্রব্যরূপে সজ্জিত রহিয়াছে, আর ইন্দ্রিয়-লোলুপ ক্রেতা গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসাইয়া ঐ সকল বস্তু লুফিয়া লইতেছে, সেই স্রোত হইতে মানব-জাতিকে ফিরাইবার জন্য একমাত্র কাহার চেষ্টা এই যুগে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছে?—তিনিই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।

পরমার্থের সহিত জগতের পন্থা-নীতি—জগতের মানবজাতি পরমার্থের সহিত পন্থা-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। কংসের মা মুখরা বুড়ী পন্থার মাথার প্যাঁচ এমনি ছিল যে, সে মনে করিত,

"ফেল কড়ি মাখ তেল" নীতি যখন জগতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত, তখন কৃষ্ণকেও এইরূপ জমা-খরচের জাঁতাকলে ফেলিয়া কৃষ্ণ হইতে যদি কিছু রস দোহন করা যায়, অর্থাৎ ব্রজবাসীরা বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণের প্রতিপালন ও খোরাক বাবদ যতটা খরচ হইয়াছে, আর কৃষ্ণ তাহাদের জন্য যতটা কাজ করিয়া দিয়াছে, তাহার একটা খতিয়ান প্রস্তুত হউক এবং ব্রজবাসিগণের যদি কিছু প্রাপ্য থাকে, তাহা মিটাইয়া দেওয়া যাউক,—ইহাই পদ্মা-নীতি। এই নীতি জগতের প্রায় শতকরা শতজন লোকের মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে। মানবজাতি পরমার্থ বা সাধুর সহিত এইরূপ সম্বন্ধই রক্ষা করিতে চাহিতেছে। এই পদ্মা-নীতির কারাদণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়া স্বরাট্ কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ভোগের জন্যই সমগ্র মানবজাতির —মানবজাতির কেন, সমগ্র জৈব-জগতের—সমস্ত অর্থ-দেহ-বিত্ত-চিত্ত-শক্তি অনুরক্তি তাঁহারই ইহা বাণী বজ্রনির্ঘোষে জানাইয়াছে।

মুক্তি-সম্বন্ধে জগতের বিকৃত ধারণা—মানুষকে সাময়িক দেশ, কাল, পাত্রের পেষণ হইতে মুক্তি-প্রদানের আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত করাইয়া বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের সহস্র কামনার দাস করিয়া রাখাই যে জগতে স্বাধীনতার আদর্শ, আর যে আদর্শের প্রতি জগতের যাবতীয় মনীষী ও বুদ্ধিমান্ নামে পরিচিত ব্যক্তি সম্মিলিত রাগিণীতে দোহার দিতে প্রস্তুত, সেই সম্মিলিত রাগিণীর মধ্যে তাঁহারই উদাত্তগম্ভীর দীপক রাগ বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে।

প্রচলিত পরিভাষার জগতে বিপ্লব ও ঐ সকলের প্রকৃত রূঢ়ি—জগতের সমগ্র মনুষ্যজাতি "পরোপকার" 'পরার্থিতা', 'নীতি', 'ধর্ম্ম', 'সেবা', 'মুক্তি', 'সাধনা', 'যোগ', 'ভক্তি', 'প্রেম', 'বিদ্যা', 'সত্য', 'সমন্বয়', 'উদারতা', 'বৈষ্ণবতা', 'দৈন্য', 'সুখ', 'দুঃখ', 'উন্নতি', 'অবনতি', 'স্বদেশপ্রিয়তা', 'স্পৃশ্যতা', 'অস্পৃশ্যতা', 'প্রকৃতিজন', 'হরিজন', প্রভৃতি বিষয়-সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়া রাখিয়াছেন, অথবা এই সকল পরিভাষা সাধারণের নিকট বহির্ম্মুখতার যে-সকল বৃত্তি লইয়া প্রচারিত এবং তাহা দ্বারা মানবজাতির বুদ্ধি যতটুকু আটক হইয়াছে, তাহাতে আগুন ধরাইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিপ্লব বাণী কৃষ্ণকীর্ত্তনের সপ্তজিহ্বাবান্ অগ্নিতে পরিশুদ্ধ করিয়া ঐ সকল শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়সমূহ একমাত্র কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিবার আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছে।

মাধুকর-ভৈক্ষ্য-সংগ্রহ—বিষয়ীর অর্থকে কাণাকড়ি জানিবার আদর্শ দেখাইয়া অথচ বিষয়ীর নিকট গচ্ছিত কৃষ্ণেরই সম্পত্তি মধুকরের পুষ্পসার-সংগ্রহের ন্যায় অসংস্পৃষ্টরূপে কৃষ্ণসেবার জন্য গ্রহণ করিয়া—সমগ্র জগতের সমগ্র বিষয়-চেষ্টা, মনীষা, বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য বা কৃষ্টির সারভাগ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার আদর্শ অদ্বিতীয়রূপে এই যুগে শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদই দেখাইয়াছেন।

প্রত্যেক স্থান-কাল-পাত্রকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ-করণ—চক্ষুর কামুকতায় মত্ত অর্থাৎ একমাত্র জড়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই সত্য বলিয়া ধারণাকারী ব্যক্তিগণ বা ভোগের টোপগেলা-সম্প্রদায় তাহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হইতে "প্রতিষ্ঠা—কাকবিষ্ঠা", "কামিনী-বাঘিনী", "অর্থ—অনর্থের মূল" প্রভৃতি যে-সকল নীতির সৃষ্টি করিয়া জগতে বহুল প্রচার করিয়াছে, সেই গণপ্রিয় নীতি সমূহকে বিপর্য্যস্ত করিয়া কৃষ্ণনাম-প্রচারের অর্থ কিরূপে পরমার্থ প্রসব করে, কৃষ্ণ-সেবার প্রতিষ্ঠা কিরূপে সত্য-নিষ্ঠারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি, কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত কামিনীগণ কিরূপে ভোগবুদ্ধির পরিবর্ত্তে অপকট

গুরুবুদ্ধির পাত্র তাহা ভোগসর্ব্বস্ব, আর তাহার প্রতিযোগী ত্যাগসর্ব্বস্ব—দুই চরমপন্থী সমাজকে এ যুগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদই জানাইয়াছেন।

ফল্গুত্যাগীর জড়ত্যাগ ও ভগবদ্ভক্তের যুক্তবৈরাগ্য—যাঁহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের জড়ত্যাগ, আর ভগবানের সেবকগণের যুক্ত-বৈরাগ্যের মধ্যে কত তফাৎ,—একটা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা" কর্ত্তাহং হইয়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা, আর একটা "আমি ভোগী বা ত্যাগী নহি," "আমি বদ্ধ বা মুক্তিকামী নহি"—এই বিচারে ভগবানের কেবল সেবায়, চেতনধর্ম্মে অভিনিবেশ; একটা—তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হইতে জাত ক্রোধ, আর একটা—মূলবস্তুর প্রতি চেতন হইতে প্রকাশিত অনুরাগ; একটা—কেবল নিষেধ-সূচক, আর একটা—বাস্তবতার বিচিত্রতা-মূলক,—এই সকল কথা তথাকথিত ত্যাগের ভেল্‌কীবাজীতে যে জগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইহা জগৎকে শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদই জানাইয়াছেন। তাঁহারই বিপ্লবী বাণী ত্যাগের আসুরী মূর্ত্তির আপাত চোখ-ঝলসাইবার শক্তি ও বুদ্ধি মোহিত করিবার ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় গুপ্ত রহস্যকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তাঁহারই আচার-প্রচারে অনুক্ষণ অনন্ত বিচিত্রতার সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। একঘেয়ে স্তব্ধভাব বা আপাত গতিশীলতার আসুরিকতাকে বিনাশ করিয়া প্রকৃত প্রগতিময়ী বিচিত্রতাকে অনন্ত প্রকারে রূপ দিয়াছে;—অসংখ্যভাবে, অসংখ্য স্থানে, অসংখ্য পাত্রে, অফুরন্তকালে হরিসেবার নব নবায়মান প্রকার-কৌশল ও নৈপুণ্য জগৎকে জানাইয়াছেন। শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞানের দান-স্বরূপ নানাপ্রকার যান, বাহন, বিদ্যুৎ, বেতার, বাষ্প—সকল জিনিষই অখিলরসামৃতমূর্ত্তির—পূর্ণতম পুরুষেরসেবায় আনুকূল্য করিয়া কিরূপে চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে,—অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সকল স্থান, কাল, পাত্র যদি পূর্ণের সেবা না করে, তাহা হইলে ঐ সকলই যে একান্ত ব্যর্থ হইয়া যায়, অর্থের পরিবর্ত্তে অনর্থই প্রসব করে,—ইহা সমগ্র আচরণে ও অনুশীলনে এযুগে জগৎকে তিনিই জানাইয়াছেন।

সমন্বয়বাদ—১৮০ "ডিগ্রিতে যেমন কোনজ হেয়তা নাই, তাহার পরিধি হইতে কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন অসংখ্য ব্যাসার্দ্ধ অঙ্কিত হইতে পারে, তেম্‌নি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তিতে অনন্তপ্রকারের সেবা—সকল জিনিষ, সকল স্থান, সকল কালের দ্বারা সমন্বিত হইতে পারে। এই কথা জগৎকে জানাইয়া আত্মভোগপর তথাকথিত সমন্বয়বাদের মস্তকে প্রলম্বাসুরের প্রতি বলদেবের ন্যায় লগুড়াঘাত তিনিই করিয়াছেন। দরিদ্রতাকে দরিদ্রতার সম্পূর্ণ অভাব-জ্ঞাপক 'নারায়ণতা' বলিবার যে কুমেধা,—বদ্ধজীবকে 'শিব' বলিয়া জগদ্‌গুরু শিবের অবমাননা করিবার যে প্রবৃত্তি,—ফলভোগ পর কর্ম্মকে অহৈতুকী আত্মবৃত্তির নিজস্ব সেবা-নামের সহিত একাকার বা তদপেক্ষ লঘু করিবার চেষ্টা, হরিসেবাকে বিষয় চেষ্টা বৃথা সময় নষ্ট করিবার সঙ্গে সমান বলিবার যে দুষ্প্রবৃত্তি গণমেধাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাঁহারই নির্ভীক হুঙ্কার সেই সকল চিন্তা স্রোতের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়াছে।

চিন্মাত্রজ্ঞান—অনর্থ-উপশমের পরে—স্বাস্থ্য-লাভের পরের অবস্থাটা কি, তাহার ক্রিয়াকলাপ কি, স্বাস্থ্যলাভের পরে আহার-বিহারাদির পালন না করিলে তাহা অসুখের সহিত ভেদ কি? কেবল চিন্মাত্রজ্ঞান বা জড়জগতের হেয়তা হইতে মুক্তিলাভই কি শেষ কথা? তাহার পরে অনেক অফুরন্ত বৈচিত্র্য

আছে—চেতনের রাজ্যে স্বরাটের বিচিত্রবিলাসের অনেক অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই ভাণ্ডারের মহারত্নরাজি প্রদানে মহাবদান্য-লীলা করিয়াছেন। সেই মহাদান গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার দাতৃ-শক্তির অভাবজ্ঞানে নিজের গ্রহণের অযোগ্যতাকে দৃঢ়ভাবে বজায় রাখিলে আত্মবঞ্চনাই লভ্য হয়। ইহা তথাকথিত সমন্বয়বাদীর দৃপ্ত অহমিকায় মত্ত হইয়া শ্রুতির প্রতি বধিরতা। প্রণিপাত না করিয়া—সেবা না করিয়া—পরিপ্রশ্ন না করিয়াই তাঁহার দাতৃত্বের অভাবই কল্পনা করিলে অপরাধ ও বঞ্চনা গ্রহণই সার হইবে। যাঁহারা চরমে সকলই নির্ব্বিশেষ ঠিক করিয়া, রাখিয়াছেন, তাঁহার মাঝপথে কোন ভোগের পদার্থকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া কল্পনা বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চশমায় ভূতপ্রেত দেখাইবার ইন্দ্রজালকেই তাঁহারা ভগবান্ দেখাইবার শক্তি বলিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ সমাজের নিকট প্রচার করিয়াছেন,—এইরূপ শ্রেণীর বঞ্চিত ও বঞ্চক ব্যক্তি কখনও বা ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিবার সময় হাত বাঁকাইয়া ফেলিবার মুদ্রা, না হয়, দু'চারটী ভাব দেখাইয়া বা নানা প্রকার বুলির দ্বারা লোকরঞ্জন করিয়া বহির্ম্মুখ গণগড্ডলিকার সংখ্যাধিক্যে প্রশংসা পাইয়াছেন এবং ঐ নজিরে ধর্ম্মাচার্য্য হইবার 'চাপরাস' পাইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিতে বসিয়াছেন। জগৎভরা বহির্ম্মুখলোকের শতকরা শতজন ব্যক্তি গড্ডলিকাপ্রবাহে তাহা মানিয়া লইতেছে। তাহারা শ্রুতির বিচারকে তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বলদৃপ্ত গলাবাজির দ্বারা ছাপাইয়া উঠিয়া অজ্ঞলোকদিগকে নিজদলে টানিয়া লইয়া কসাইখানার খোয়াড় ভর্ত্তি করিতেছে। সেই সকল নিরীহ অজ্ঞ লোকের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে ও তাহাদের উদ্ধারার্থে নানা প্রকার প্রচেষ্টা করিতেছেন সেই পরম কারুণিক পরমজ্ঞী ববান্ধব ও দরদী শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদই।

মুক্তির স্বরূপ-জ্ঞান—এই জগতের সাহিত্যিক, কবি, সমাজনেতা, কর্ম্মবীর, তপোবীর, যোগবীর, জ্ঞানবীরগণের জগতে অবস্থান—হয় তাহাদের নিজের ভোগ, না হয়, তাহাদেরই সমজাতীয় ব্যক্তিগণের ভোগের প্রগতির জন্য, অথবা অতৃপ্ত ক্লেশদায়ক ভোগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শুষ্কত্যাগের পথ প্রদর্শনের জন্য। ইহাই জগতের গতানুগতিক ধারা। যিনি আমাদের আপাত ভোগের পথকে যতটা প্রশস্ত করিয়া দিতে পারেন, আমাদের নিকট টোপটা যত অধিক লোভনীয় করিয়া অগ্রসর করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা ততটা সমাজ-বন্ধু, লোক-বন্ধুস্বদেশহিতৈষী বলিয়া বরণ করি। আর, ঐরূপ টোপ গিলিয়া আমাদের মধ্যে কোন কোন লোক তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহাদের নিকট হইতে যখন আমরা ত্যাগের কথা শুনি, তখন তাহাও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু সমগ্র মানবজাতির উভয়প্রকার চেষ্টা, ঐ উভয়প্রকার উন্মাদনা বা উত্তেজনা হইতে মুক্তি-প্রদানকেই যিনি মুক্তিরস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই ভাগবত ধর্ম্ম বা শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্ত জীবন যাঁহার চরিত্রের প্রত্যেক আদর্শে প্রকাশিত; শ্রীচৈতন্যের সেই প্রকাশ-বিগ্রহ মানবজাতিকে ভোগ ও ত্যাগের কবল হইতে মুক্ত করিয়া হরিসেবার অসংখ্য বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারই ভুবন-মঙ্গল কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের বাৎসরিক পঞ্জী লইয়া প্রতিবৎসর শ্রীব্যাসপূজার পূজকগণ যে মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা সমগ্র চেতনজগতের মনোধর্ম্মের তারক ও প্রকৃত-প্রগতির পথের পারক। তাঁহার আচরণ ও বাণীতে তাঁহার মনোঽভীষ্টের কথা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচর মহাদান—চেতনের অফুরন্ত ভজনের কথাটী বৈজয়ন্তীর ন্যায় ফুটিয়া

রহিয়াছে। বহির্ম্মুখ মানবজাতি বহির্জ্জগৎ-সর্ব্বস্ব হইয়া তাহাতে মজিয়া রহিয়াছে তাঁহারা আচার্য্যের সেই পরমভজন—চেতনার সেই চরম প্রয়োজনের কথা বুঝিবার মত উপায়ন বা সমিধ্ সংগ্রহে যত্নবিশিষ্ট হইবে না?

শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন-বিতরণ—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মানবজাতিকে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন দান করিতে আসিয়াছেন; লোক দেখান, কৃত্রিম গোরা ভজন বা অতিবাড়ী গৌরবাদীর গৌরভজনের কথা নহে। গৌরভজন সকলেরই দরকার,—প্রত্যক চেতনের প্রয়োজন। আব্রহ্মস্তম্ব আপামর সকলেরই একমাত্র প্রয়োজন। তাহা ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গলময় নিত্য প্রয়োজন নাই। এই বাস্তবসত্য কথা মূঢ়, মুগ্ধ, বাহিরের বিষয়ে অভিনিবিষ্ট উচ্ছৃঙ্খল সমাজের নিকট গোড়ামী বা অতিরঞ্জিত কথা বলিয়া মনে হইতে পারে। "সত্য পথ ছাড়া আরও বহু পথ আছে",—বহির্ম্মুখতা-রোগের এই সংক্রামক চিন্তাধারা মানবজাতিকে সত্যপথের অদ্বয়ত্ব অস্বীকার করিবার কুপরামর্শ দেয়। এরূপ ঘনীভূত নাস্তিকতার রাজ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র চরম প্রয়োজনের পরিপূর্ণ পসরা—গৌরভজনের বার্ত্তা সকলের নিকট পৌঁছিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীগৌরভজন কি—'গৌরভজন' সম্ভোগের বিপণি নহে, কল্পনা নহে—লোক দেখান' বাহাদুরী নহে—নিজেকে প্রচার করিবার ঢাক ঢোল নহে—বা নিজেকে লুকাইয়া রাখিবার ছলনায় আপনাকে অধিকতর প্রচারের গুপ্ত ষড়যন্ত্রও নহে। জীবের ভোগের বা ভোগের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ত্যাগের যত প্রকার বিচিত্রতা, কলকৌশল, মানবজাতি সৃষ্টি বা কল্পনা করিতে পারে, তাহার কোন প্রকার বিন্দুবিসর্গও গৌরভজনে নাই। আর ঐশ্বর্য্যগন্ধের দ্বারা চেতনের উন্মুক্ত সর্ব্বাঙ্গীন বৃত্তিকে অপরিস্ফুট বা আবৃত রাখিবার যত কিছু কণ্টক আছে, তাহাও গৌরভজনে নাই। ঐশ্বর্য্য গন্ধলেশযুক্ত দ্বারকা হইতে লীলা-পুরুষোত্তম অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি রাধানাথ কৃষ্ণকে তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় বিহার-ক্ষেত্র ব্রজে লইয়া গিয়া কৃষ্ণের পূর্ণতম সুখ-বিধানের চেষ্টাই গৌরভজন। প্রত্যেক স্থানে কুরুক্ষেত্রের উদ্দীপন, প্রত্যেক পাত্রে অনাবৃত দর্শনে গোপীর পরিচারিকার জ্ঞান, প্রত্যেক কালে গোপীর কিঙ্করী-অভিমানে "কোথা কৃষ্ণ মুরলীবদন", "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—কৃষ্ণ-মনোহারিণী 'হরা' বা রাধিকার নাথ রাধিকারমণের রামনাম, কৃষ্ণনামের উচ্চারণ—আত্মার লালসাময়-সম্বোধনপর বিপ্রলম্ভই গৌরভজন। শ্রীমতীর উদ্ধারদর্শনে যে বিপ্রলম্ভ, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সেই চিত্তবৃত্তিই গৌরভজন। বৃন্দাবন হইতে ব্রজের নিগূঢ় স্থান রাধাকুণ্ডের তটে কৃষ্ণকে লইয়া গিয়া শ্রীমতীর সহিত গোপীনাথের মাধ্যাহ্নিক মিলন করাইবার জন্য চেতন-বৃত্তিতে যে সর্ব্বতোমুখীচেষ্টা, তাহাই গৌরভজন। ঔদার্য্যসারের মধ্যে মাধুর্য্যসার; আবার মাধুর্য্যসারের মধ্যে ঔদার্য্যসারের বার্ত্তা জগতে প্রকট করাই গৌরভজন-প্রচার। এই প্রচার বর্ত্তমানযুগে—একমাত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরই আদর্শে সহস্র মুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার আবির্ভাব সার্ব্বজনীন আরাধনার বিষয়। সেই আরাধনায় যাহারা পশ্চাৎপদ তাহারা জাগতিক কোন না কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ। বহির্ম্মুখবদ্ধ মানবগণ তাহাদের অতি সঙ্কীর্ণ ধারণা লইয়া উদারতার শেষসীমা মাধুরিমা ও মাধুরিমার শেষসীমা উদারতার পরাকাষ্ঠাকে

সঙ্কীর্ণতা মনে করিতেছে, ইহা মায়ার মহান ইন্দ্রজাল বিস্তার। তথাপি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য কত না কত প্রকার ফাঁদ পাতিতেন।

দানের প্রকারদ্বয়—তাঁহার দান জগতে দুই প্রকার মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। একটী তাঁহার নিজ-অন্তরঙ্গ ভজন,—যাঁহাদের অনর্থ সঙ্কুচিত হইয়াছে; তাঁহারাই তাহা ধরিতে পারেন—'তাহা প্রত্যেক স্থানেই কুরুক্ষেত্র-প্রকট করান'। ইহা যুদ্ধের কুরুক্ষেত্র নহে—কুরুপক্ষ বা কর্ম্মবাদের পক্ষ যে-স্থানে ধ্বংস হইয়াছে, নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের যে ভূমিকায় ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশিত, সেই কুরুক্ষেত্র হইতে ছুটী করিয়া অখিল রসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণকে তাঁহার নিজস্ব স্থান রাধাকুণ্ডে আনিয়া শ্রীরাধার সহিত মাধ্যাহ্নিক লীলাময় মিলন। এই অন্তরঙ্গ ভজনে সূর্য্য পূজার ছলনা থাকায় বাহিরের লোক সূর্য্য পূজার অভ্যন্তরের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছে না। তাঁহার দ্বিতীয় দান—বাহিরের সাধারণের জন্য। তাহা বলদেবের কার্য্য—কর্ষন, পারমার্থিক কৃষ্টি Theistic culture—পরমাকর্ষক কৃষ্ণ হইতে মানবজাতিকে যে-সকল মাটিয়া বুদ্ধির বাধা পৃথক্ রাখিতেছে, তাহা কর্ষণ-দ্বারা দূরীকরণ, ইহাই বহিরঙ্গ প্রচার।

উপরাগকালে কৃত্য—গ্রহণের সময় কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের মতে অশুদ্ধকাল। যে-কাল পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সর্ব্বাত্মস্নপনকারী শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের কথা জগতে প্রচার করেন নাই, সে-কাল পর্য্যন্তই লোকের গ্রহণের সময় স্নান-দানাদি কর্ম্মে আগ্রহ ছিল। উত্তম বস্তু না পাওয়া পর্য্যন্ত লোকের যেমন সামান্য বস্তুতেই রুচি থাকে, ইহাও তদ্রূপ। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনের কথা প্রচার করিবার পর সকল সময়েই সেই হরিসঙ্কীর্ত্তনই বিহিত হইয়াছে। হরি-সঙ্কীর্ত্তনকারী ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বতীর্থে স্নান করিতেছেন। কেবল বাহ্যস্নান নহে, অন্তর-স্নানও হরিসঙ্কীর্ত্তন-কারীর সেবা করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌরজন্মতিথিতে পূর্ণিমার উপারগকালে হরি-কথা কীর্ত্তন করিয়া ইহা সকলকে জানাইয়াছিলেন।

তিনি ভারতের বিভিন্ন মহানগরীসমূহে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের কথা প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উৎকল ভাষায় "পরমার্থী" নামক পাক্ষিক সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়া উৎকলবাসীগণের প্রতি তাঁহার মহাকৃপা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাবলী ও বক্তৃতাবলী প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার প্রচুর হরিকথা প্রকাশিত হইয়া জগতের মহান্ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠে আরম্ভিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্য উটকামণ্ডশৈলে সম্পূর্ণ করেন। একদিকে অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট কৃষ্ণভক্তির বাধক অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি মতবাদ-সমূহকে নিরাস, অপরদিকে নিজ-অন্তরঙ্গ-ভক্তজনের গূঢ়কথা-সমূহ শ্রীরায়রামানন্দের জীবনী-আলোচনা ও ইংরাজী ভাষায় শ্রীরামানন্দের চরিত্র-নির্ম্মাণকালে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিলেন। উটকা-মণ্ডশৈল—ভোগবিলাসী যাহাকে ভোগের ক্ষেত্র, দৈহিক স্বাস্থ্য-বিনোদের স্থান মনে করিয়া থাকে এবং আত্মার অধিকতর অস্বাস্থ্য-আবরণ সংগ্রহ করিয়া লয়, সেখানেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভজনের চরম কথা শ্রীশ্রীগৌররামানন্দের সংবাদ আলোচনা করিতে করিতে শ্রীরধাকুণ্ডের মাধ্যাহ্নিক লীলা-অনুসন্ধানের আদর্শ প্রকট করিয়াছেন।

মহীশূর-রাজ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রচারের বৈশিষ্ট্য—মহীশূর জেলার পশ্চিম সীমানায় কেবলাদ্বৈতবাদের গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থান—শৃঙ্গেরী মঠ। আর তাহারই ঠিক বিপরীত দিকে পূর্ব্ব সীমানায় মূল্‌বগল্‌ বা শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের আচার্য্য দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য শ্রীবাদিরাজ স্বামীর স্থান। এই উভয় চরম-সীমানার মধ্যেবর্ত্তী দক্ষিণভাগে মহীশূর নগরী। কেবলাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈত—এই চরমপন্থাদ্বয়কে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত কিরূপে সমন্বিত করিয়াছিলেন, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে মহীশূর-মহারাজের প্রার্থনার ব্যপদেশে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মহীশূর রাজ্যে অভিযান করেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর ঐসকল স্থান দিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং শৃঙ্গেরী-মঠে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদ সেই স্থানে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন প্রকটিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহীশূর জেলার মধ্য দিয়া মহাপুণ্যা কাবেরী নদী প্রবাহিতা। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—কাবেরীনদীর জলপানে অমল-বিষ্ণুভক্তি-লাভ হয়। কাবেরী-মেখলা মহীশূর নগরীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মহাবদান্য শ্রগৌরসুন্দরের বাণী গঙ্গার প্লাবন আনয়ন করিলেন। তথাকার অভিজাত-সম্প্রদায় তাঁহার বাণী শ্রবণ ও অভিনন্দনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হন। যাঁহারা শ্রীরূপের "অনাসক্তস্য বিষয়ান্‌" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ" শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য" শ্লোকের তাৎপর্য্য-গ্রহণে যে ভুল করিতে পারেন, তাহা হইতে মানবজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য—অকৃত্রিম মহামুক্ত নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত সমস্ত বিষয়, সমস্ত প্রতিষ্ঠা, কিরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহার আদর্শ স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মহীশূর-রাজ্যে স্বয়ং হরিকথা প্রচার করিলেন।

কব্ব্‌রে—তৎপরে আন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরীতটে শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-মিলন-স্থান কব্ব্‌রে—যেখানে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণচিহ্ন স্থাপন করিয়াছিলেন—তৎসংলগ্নস্থানে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়-মঠ এবং তথায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর প্রকাশ করিলেন। গোদাবরী-পুষ্করে সমাগত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি শ্রীগৌর-বিগ্রহ দর্শন এবং গৌররজনের মুখে শ্রীচৈতন্য-রামানন্দের অভূতপূর্ব্ব-লীলা-বৈচিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রবণ সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীশ্রী লপ্রভুপাদ একদিকে যেমন সাধারণের জন্য শ্রীচৈতন্যশিক্ষা প্রচার, অপরদিকে তেমন নিজ-অন্তরঙ্গ-ভজনের চেষ্টা প্রকট করিলেন। "রসরাজ মহাভাব—দুই একরূপ"—চিল্লীলা-মিথুনের ঐক্য, ঐক্য হইতে মিথুনত্ব—একটী দান, আর একটি আস্বাদন—একটী শ্রীরাধামাধব-মিলিত তনু, আর একটী শ্রীরাধামাধবের যুগলতনু— ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যের যে-সকল গূঢ়কথা অনাবৃতচেতন মুক্ত অবস্থায় অনুভব করেন, তাহা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ মিলন স্থলে জীবজগতের জন্য যে ক্রমবিকাশময়ী চৈতন্যশিক্ষা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই শ্রীল প্রভুপাদ গৌর-রামরায়ের মিলনস্থান হইতে অভিযান করিয়া ভুবননাথ, জগন্নাথ, আলোয়ার নাথ, গৌড়ীয়ানাথ, বা গোপীনাথের সেবার আদর্শের মধ্যে প্রকট করিলেন।

ভুবননাথ বা ভুবনেশ্বরই ক্ষেত্রপাল মহাদেব। একদণ্ডী লিঙ্গায়েতগণ জগতের বিচিত্রতার প্রলয়-কারী ভুবননাথকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বিচারে সাযুজ্যিক উপাসনার ছলনায় চরমে নিজেরাই 'ভবানীভর্ত্তা'

হইয়া যাইতে চাহেন, তাহা অর্জ্জুন-গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 'অবৈধ পূজা' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌর-সুন্দর সেই ভুবননাথকে শক্তিমত্তত্ত্ব বিচার না করিয়া 'গোপালিনীশক্তি'রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ এবং তাঁহারই অধস্তন শ্রীধরস্বামিপাদ ভুবননাথকে বিষ্ণুশক্তি জগদ্‌গুরু বিচার করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীরুদ্রসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাই ত্রিদণ্ড-গ্রহণ। এজন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডিমঠের পুনরুদ্ধার করিলেন।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র—ভুবননাথের আনুগত্যে ভুবননাথ-নাথ শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথের উপাসনা না হইলে উহা নির্ব্বিশেষভাব-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। চিন্নির্ব্বিশেষ বা আলোকময় ব্রহ্ম, অচিন্নির্ব্বিশেষ বা তমোময় শূন্য—উভয়েই বিকারী রুদ্রের বিকৃতভাব। চিন্নির্ব্বিশেষের বিচার রুদ্রদেব ভুবননাথের সাযুজ্যই শেষ সীমা, আর অচিন্নির্ব্বিশেষের বিচারে বিরজা বা বৈতরণীতে আবদ্ধ হইবার বুদ্ধি। বৈতরণী বা ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিলে পুরুষোত্তমের সেবা আরম্ভ হয় না, এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বৈতরণী ও ভুবননাথ অতিক্রম করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করিয়াছিলেন। আর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তমবাদ হইতেই ভক্তিলতার উদ্‌গম হয়—জানাইবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমে নিজ-আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম হইতেই সাত্বতসিদ্ধান্ত প্রকটিত হইয়াছে। জগন্নাথের পরা আলোয়ার নাথ। 'আলোয়ার' অর্থে—দিব্যসূরি অর্থাৎ নিত্যভগবৎপার্ষদ। কেবল পুরুষোত্তমের সেবার সেবার পূর্ণতা সাধিত হয় না। পার্ষদগণের সহিত সেবায়ই সেবার পূর্ণতা। পুরুষোত্তমের সেবা হইতেও পুরুষোত্তম-পার্ষদগণের সেবা বড়। শ্রীগৌরসুন্দর পুরুষোত্তমে কুরুক্ষেত্র দর্শন করিয় শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্যধাম হইতে মাধুর্য্যধাম সুন্দরাচল বা বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ বিরহের উদ্দীপনার স্থান, সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোয়ারনাথ দ্বিগুণিত কৃষ্ণবিরহের উদ্দীপক। চতুর্ভুজ দেখিয়া গোপীর 'কোথা সেই দ্বিভুজ মুরলীবদন'—এই যে দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভ উপস্থিত হয়—মহাপ্রভুর নিজ-জন শ্রীরূপানুগ আচার্য্য সেই বিরহময় শ্রীকৃষ্ণভজনের কথাই আলালনাথে প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ আলালনাথের উত্তরভাগে গৌড়ীয়ানাথকে প্রকাশ করিলেন। উত্তর অর্থে 'তদুপরি'—'আগে কহ আর'। গৌড়ীয়া-নাথই মাধুর্য্য-মূর্ত্তিতে—গোপীনাথ। গোপীনাথই ঔদার্য্যমূর্ত্তিতে—গৌড়ীয়ানাথ। ভুবনেশ্বর, পুরী, আলালনাথ ও কটকে হরিকথা-প্রচার করিয়া ও নিজ-ভজন প্রকট করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অখিললোক-মঙ্গল ভাগবত-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এবার ইহার বৈশিষ্ট্য—দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-মুখে সমাহৃত বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থের টীকা ও ইংরাজী ভাষায় সানুবাদ-তাৎপর্য্যের প্রচার-মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। এল্‌বার্ট হলে মহাবদান্য 'শ্রীচৈতন্যের দান,' কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা শ্রীচৈতন্যেরপ্রেম সম্বন্ধে এল্‌বার্ট হলে বক্তৃতা মন্দিরে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; এবং "Relative world's (পরতন্ত্র জগদ্দ্বয়)," "পুরুষার্থ-বিনির্ণয়" "Vedenta" (বেদান্ত পরিচয়) প্রভৃতি অভিভাষণ প্রদান করিয়া পাশ্চাত্যদেশবাসী মনীষী ও অধ্যাপকবৃন্দ দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্তবাসী বহু-শিক্ষিত পণ্ডিতব্যক্তি এবং স্থানীয় অসংখ্য অধিবাসীগণকে মহাদানের লীলা প্রকট করেন।

গুরুসেবা—কুলিয়া বা সহর নবদ্বীপে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের

সমাধি কুলিয়ার কুবিষয়ী এবং কপট ব্যবসায়ী প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় তাহাদের ভোগ্য সম্পত্তি-জ্ঞানে তরচ্চরণে নানা-প্রকার অপরাধ করিতে আরম্ভ করিলে গঙ্গাদেবী সেই সমাধিরাজকে নিজগর্ভে স্থান-প্রদানের ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিজ গুরুদেবের অপ্রাকৃত সমাধি ঐ সকল অদৈব-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ যাহাতে কোন-প্রকারে স্পর্শ করিতেও না পারে, তজ্জন্য শ্রীমায়াপুরে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীগুণমঞ্জরীর স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামীর সমাধিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করেন। মাথুর-মণ্ডলেও শ্রীল গৌরকিশোর সমাধিকুঞ্জ সংস্থাপিত হইয়াছে—শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠে

সাধ্যের কীর্ত্তনে - জীবের অত্যন্ত ঘনীভূত বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তি দেখিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এযাবৎকাল সাধারণের নিকট দুঃসঙ্গ-পরিবর্জ্জনের উপদেশ, অকৃত্রিম সৎসঙ্গের স্বরূপ-নির্ণয়-ব্যতীত পরম মুক্তজীবের সাধ্যসারের কথা অধিক প্রচার করেন নাই। "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ"—অথবা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা"—শ্রীমদ্ভাগবতের নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাঽপি হ্যনীশ্বরঃ" প্রভৃতি প্রভুপদেশ লঙ্ঘন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে যে দুর্গতি হইয়াছে এবং সেই দুর্গতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া জগতের সামাজিকগণ জীবের সাধ্যসারকে পশু-পক্ষীর কামুকতা হইতেও অধিকতর ঘৃণিত মনে করিতেছে, লোকের সেই ধারণা এবং প্রাকৃত সহজিয়াগণের কুবলে কবলিত সরল প্রকৃতি ব্যক্তিগণের ভ্রান্তমত পরিবর্ত্তনের জন্য এযাবৎকাল লোক হিতৈষী আচার্য্য দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের-উপদেশই অধিকভাবে প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু সাধ্যের কথা বিকৃতভাবে প্রচারিত বা সাধ্যসারের কথা একেবারেই অপ্রচারিত থাকিলে জীব উপনিষদের কেবলমাত্র জড়নিরাস দেখিয়া যেরূপ উপনিষদকে নির্ব্বিশেষ মতের প্রতিপাদক শাস্ত্র বুঝিয়া ভুল করিয়া বসিয়াছে, তদ্রূপ আচার্য্যকেও ভুল বুঝিয়া না বসে এবং তাঁহার অহৈতুক দান হইতে বঞ্চিত না হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন পরিক্রমার অনুশীলন করাইলেন। এবং "শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা। পুরতো মথুরা পুরতো মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা মধুরা॥" এই বিশুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞানময় ভূমিকা মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা করিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার অনুশীলন তাঁহার একটী অভূতপূর্ব্ব মহাদান। সাধকের অনুশীলনীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা সাধনভক্তির কথা গৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত নবদ্বীপ-পরিক্রমায় প্রকাশ করিয়া,—প্রবর্ত্তকের অনুশীলনীয় ভাবভক্তির কথা ক্ষেত্রমণ্ডলে প্রচার করিয়া,—সিদ্ধগণের অনুশীলনীয় প্রেমভক্তির কথা ব্রজমণ্ডলে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনের মধ্যে প্রকট করিলেন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন দ্বাদশ রসেরই এক একটী পীঠস্থান। পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্ত গৌণরস অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবারই চমৎকারিতা ও সমন্বয়-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারে। অবতারী শ্রীকৃষ্ণের যে দশ অবতার, তাহাতে ঐশ্বর্য্য-প্রধান দাস্যরসের অনুগত হইয়া এক একটী গৌণরস পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন গোলোকবৃন্দাবনে যে প্রকোষ্ঠে শান্তরসের অবস্থান, সেই প্রকোষ্ঠেই মুখ্য শান্তরসের অনুগত হইয়া সাতটী গৌণরস, প্রকোষ্ঠান্তরে মুখ্য বিস্রম্ভপ্রীতি (দাস্য) রসের অনুগত হইয়া সাতটী গৌণরস, অন্য প্রকোষ্ঠে সখ্য বিস্রম্ভপ্রেয় (মুখ্য)

রসের পুষ্টিবিধানের জন্য সাতটী গৌণরস, অপর প্রকোষ্ঠে মুখ্য বিশ্রম্ভ বাৎসল্যরসের পুষ্টিবিধানের জন্য সাতটি গৌণরস, এবং প্রকোষ্ঠান্তরে মুখ্য কান্তরসের পুষ্টিসাধনের জন্য সাতটী গৌণরস নিযুক্ত হইয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে। ইহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবায়ই সম্ভব। মধুর রসে অখিলরসামৃতমূর্ত্তির পূর্ণতম চমৎকারিতা প্রকাশিত হয়। বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত রসাভাস লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু শ্রীমতীর নিকট সমস্ত রসই সর্ব্বক্ষণ সুন্দরভাবে সুসমন্বিত হইয়া থাকে। ১৮০° ডিগ্রীতে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা না থাকিলেও তাহা অর্দ্ধ-গোলকমাত্র, পূর্ণগোলক নহে, তাহা নারায়ণের ঐশ্বর্য্য-ধারণাময় তুরীয় বৈকুণ্ঠলোক। কিন্তু ৩৬০° ডিগ্রীতে পূর্ণ গোলোক। তাহাই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কেন্দ্রীভূত দ্বাদশ রসের যুগপৎ অবস্থান-ক্ষেত্র। রসের বিকৃতি, বিরোধ, রসাভাস এবং কৃষ্ণভজনের প্রতি নানাপ্রকার উৎপাত অঘ-বকপূতনার প্রতীক হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলকে লোকলোচনের নিকট আচ্ছন্ন করিতেছে দেখিয়া শ্রীরূপানুগবর্য্য দ্বাদশবনের চমৎকারিতা পুনঃ প্রচারের জন্য—সুকৃতিমন্ত ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তিসদাচার পুনঃ সংস্থাপনের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর যে সময়ে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন, সেই দামোদর (কার্ত্তিক) মাসে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা প্রকাশ করেন। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা কালে শ্রীরাধাকুণ্ড-তটের উত্তরভাগে শ্রীললিতাকুণ্ডের তীরে ত্রিরাত্রবাসের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া অনুক্ষণ শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহিমা কীর্ত্তন, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর সমাধির সম্মুখে শ্রীরাধা-কুণ্ডাষ্টক ও শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি সংকীর্ত্তন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সন্ধিস্থলে শ্রীব্রজবাসি প্রভৃতি গণের নিকট শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁহার শ্রীমুখে উক্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ব্রজবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রকাশ—ব্রজমণ্ডলপরিক্রমাকালে সূর্য্যকুণ্ডের তীরে শ্রীভাগবতদাস গোস্বামী ও তদীয় গুরুদেব শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধির আবিষ্কার এবং কাম্যবনে শ্রীকুণ্ডের তটে শ্রীরাধারসসুধানিধির রচয়িতা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের (প্রকাশানন্দ নহে) ভজনস্থলীর অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করেন। ব্রজের সর্ব্বত্র গৌড়ীয়গণের অবৈধ অনুকরণ করিয়া তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য যেরূপ কএকটী আনুকরণিক-সম্প্রদায় অনর্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—"আমার প্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা প্রকাশিত ব্রজের শোভা ও নির্ম্মল ভজন কপটতা-দ্বারা আবৃত করিবার জন্য যে সকল আনুকরণিক সম্প্রদায় লোকের উপর অবৈধভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাদিগের কপটতার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার কি একটীও লোক নাই? ইহা কি দুঃখের কথা! ইহার কারণ—গৌড়ীয়-নামধারিগণের নির্জ্জন ভজনের ছলনায় হরিকথা-শ্রবণে উদাসীনতা; গৌর-নিত্যানন্দের সেবাকে বিষয়-কার্য্যের অন্যতমরূপে ধারণা; দুঃসঙ্গবর্জ্জনের উপদেশকে 'পরচর্চ্চা'; 'পরনিন্দা' বলিয়া ভ্রান্তি; সৎসঙ্গের আদর্শ বা কৃষ্ণের পক্ষসমর্থনকে 'সাম্প্রদায়িকতা,' সঙ্কীর্ণতা' বলিয়া কল্পনা এবং বহির্ম্মুখ বন্ধুর পক্ষ সমর্থনকে 'উদারতা' বলিয়া ভাবনা; কীর্ত্তন প্রচারকে বিষয় ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ বলিয়া দোষারোপ করিয়া অধিকতর প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠার ও গোপনে কুবিষয়ের সংগ্রহ কীর্ত্তন ছাড়িয়া—নাম-কীর্ত্তন

বাদ দিয়া স্মরণের অভিনয় অর্থাৎ কৃষ্ণকে ছাড়িয়া, কৃষ্ণ-স্মরণের কৃত্রিম চেষ্টা ; কল্পনা করিয়া মঞ্জরী, সখী প্রভৃতি ভাবনা,—ইহা পঞ্চোপাসক বা নির্ব্বিশেষবাদিগণেরই ন্যূনাধিক বিকৃত সংস্করণ। একদিকে অর্চ্চন-অপরাধের অভিনয়, আর অপরদিকে মহামুক্তগণের লীলা-স্মরণের বিকৃত অনুকরণ,—ইহাতেই ফল-সব উল্টা হইয়াছে। শ্রীরূপ সনাতন যে ভক্তিসদাচার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সকল কথা যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া কৃত্রিমতার ব্যবসায়িগণ একেবারে দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল কল্পনা-প্রসূত কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানে, দৈহিক ক্রিয়াকলাপ এবং প্রচ্ছন্নভাবে বিষয়ভোগের ও ত্যাগের প্রবৃত্তি অঘ-বক-পূতনার অধস্তনরূপে ঐ সকল হরিকথা-বর্জ্জনকারীর ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, তাহাদের পাল্লায় পড়িয়া উহারা প্রকৃত রূপানুগজনগণের সৎপরামর্শকে 'নিন্দা' ও মঙ্গলাভিলাষীকে 'শত্রু' ভাবিতেছে এই সকল কথা শ্রীমথুরায়, শ্রীরাধাকুণ্ডে, শ্রীবর্ষানায়, শ্রীগোবর্দ্ধনে, শ্রীকাম্যবনে, শ্রীবৃন্দাবনে উচ্চরবে বিভিন্ন ভাষায় নিজে ও অনুগত জনের দ্বারা বহুলোকের সমক্ষে অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যাহাদের ঐকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহাদের নিকট যেন ঢেঁড়া পিটাইয়া এই সকল কথা জানাইয়া দিয়াছেন, "মহাপ্রভুর কথা গ্রহণ কর, শ্রীরূপের উপদেশামৃত পান কর, শ্রবণের পথ বরণ কর, অকৃত্রিম রূপানুগের পাদপদ্ম আশ্রয় কর, কাল্পনিক ভজন করিও না, এঁচড়ে-পাকামি করিও না, অনাধিকার চর্চ্চা করিও না, কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করিও না, শ্রীনাম ছাড়িয়া লীলা-স্মরণের কপটতা দেখাইও না,—বঞ্চিত হইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমথুরায়, শ্রীরাধাকুণ্ডতটে, শ্রীযাবটে, শ্রীকাম্যবনে, শ্রীবর্ষাণে ও শ্রীব্রজের বনে বনে মুক্তপুরুষগণের সিদ্ধি ও সাধ্য সারের চরম কথাসমূহ কৃপাপূর্ব্বক নিজ-জনগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পূর্ণাহুতি শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ উৎসবের সঙ্কীর্ত্তন মহাযজ্ঞে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীহরিদ্বারে সারস্বত গৌড়ীয়মঠ— শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার শেষভাগে শ্রীলপ্রভু পাদ হিমালয়-দুহিতার তটস্থিত শ্রীহরিদ্বার শ্রীমায়াপুরে শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীগৌরাবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম-মায়াপুরের অপর একটী সংস্থানই হরিদ্বার-মায়াপুর। ইহা সপ্ত মোক্ষদা পুরীর অন্যতম বলিয়া সাধারণ কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত। কিন্তু কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের বন্ধ ও মোক্ষের ধারণা হইতে মুক্তিই শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মুক্তি— ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মুক্তি—বেদান্তের প্রতিপাদ্য মুক্তি। নিত্যসিদ্ধ আত্মার হরিসেবাই পরমা-মুক্তি। ইহাই শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বাণী।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার লেখনীনিঃসৃত কয়েকটী ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম.এ. মহাদয়ের অবিশ্রান্ত গুরুসেবার ফলস্বরূপ ইংরেজী ভাষায় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক শ্রীচৈতন্য দেবের চরিত গাথাপূর্ণ এবং নানা শ্রৌতসিদ্ধান্ত-শোভিত একটী বিরাট গ্রন্থের প্রথমভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। আসামী ভাষাভিজ্ঞ-গণকে কৃপা করিতে অসামীভাষার 'কীর্ত্তন' নামক পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনু-কম্পিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ মহোদয়ের সম্পাদকত্বায় প্রকাশিত হইতেছে। গত ১৯৩৩ জানুয়ারীতে ঢাকা সহরে এক অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব বিরাট্ পরমার্থ-শিক্ষার প্রদর্শনী

উন্মোচন এবং তথায় সপার্ষদ মাসাধিক-কাল অবস্থান-পূর্ব্বক অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনের বন্যাপ্রবাহিত করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহার প্রদত্ত "প্রদর্শকের অভিভাষণ" পূর্ণদর্শনের প্রণালী নিরূপণ করিয়াছে। শ্রীভাগবত-শিক্ষার প্রদর্শনীর দ্বারা অবঞ্চনাময়ী গণশিক্ষার ঐরূপ প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক, অভিনব ও সাধারণ ভ্রমচালিত প্রচলিত গণমতে যুগান্তর আনয়নকারী। একদিকে যেমন বহুল-প্রচারিত প্রাকৃত সহজিয়ামত, তথাকথিত সমন্বয়বাদ, স্ব স্ব রুচির অনুরূপ ধর্ম্মস্বীকাররূপ সুবিধাবাদ; সংখ্যাধিক্যের অনুপাতে সত্যনিরূপণ, মনুষ্যে পরমেশ্বর-কল্পনা, পরমেশ্বরে মনুষ্য ও প্রাণীধর্ম্ম আরোপ প্রভৃতি দুষ্ট-মতবাদের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি নিষ্কপট সুধী শিক্ষিত-সমাজে শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যের কথা প্রকাশ করিয়াছে।

বিজ্ঞানের দানে হরিসেবা—বিজ্ঞানের দান-সমূহ মানবজাতিকে আপাতভোগের সহায়তা করিয়া বিনাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার যে ইন্দ্রজাল বুনিয়াছে, সেই বিনাশের জাল হইতে সেবার মুক্ত পথে—হরিকীর্ত্তন-প্রচারের সহায়তায় সমস্ত বিজ্ঞান নিযুক্ত হইলেই বৈজ্ঞানিক জগতের সার্থকতা ও চরম লাভ—ইহা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে প্রকাশ করিতে স্থলপথে বাষ্পীয়যান, বৈদ্যুতিক যানসমূহ ও বেগবান্ জলযান হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহাতে জগতের বহির্ম্মুখ প্রগতি হরিসেবার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া দ্রুতবেগে মানবজগৎকে লইয়া পলায়ন না করে—এজন্য ঐ গুলি হরি কীর্ত্তন-প্রচারে নিযুক্ত ও সমন্বিত করিয়া বহির্ম্মুখতা ব্যাধির চিকিৎসার নানাপ্রকার আয়োজন। সকলের নিকট একমাত্র প্রয়োজন ভগবদ্ভক্তির কথা, যে প্রয়োজনের বা ফলের কথা ব্রহ্মসূত্রের ফলপাদের উপসংহারে গীত হইয়াছে—শব্দব্রহ্মের বা অপ্রাকৃত শ্রীনামের আবৃত্তি হইতেই অনাবৃত্তি বা প্রকৃত মুক্তি সিদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধির অন্যকোন পথ নাই,—ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীরূপ-সনাতন প্রমুখ গোস্বামিবর্গের এবং আচার্য্যের এক মাত্রকথা।

পঞ্চম সম্পদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আরও কয়েকটী-বৈশিষ্ট্য সম্পদ

"কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নামসঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণশক্তি বিনা তা'র নহে প্রবর্ত্তন।।" এই ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় বাণী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরও বহুপূর্ব্বে চতুর্ম্মুখের হৃদয়ে মূর্চ্ছনা দিয়াছিল। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গীতি সঙ্গীতসুরসুন্দরী মৃদঙ্গ-করতালের সহিত নাচিতে নাচিতে গগন প্রান্তর ভেদ করিয়া কত বড় একটা লুণ্ঠন-শক্তি জগতের জীবের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার জন্য লুটাইয়া পড়িয়াছিল। সেই প্রকার এই-যুগে এক বৈকুণ্ঠের দূত সময়োচিত বেশে জগতে অবতীর্ণ হইয়া যুক্তির যুগে তিনি বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণ-

পরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।" "চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" 'চৈতন্যচন্দ্রের দয়া'র কথা যে ব্যক্তি বিচার করে না, তাহার কাছে চৈতন্য ছাড়া আর কিছু দ্বিতীয় বস্তু মোহিনী-মূর্ত্তিতে আসিয়া বঞ্চনা করে। এই "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া"—দ্বিতীয়-রহিত বস্তু। যেখানে দ্বিতীয়ের অভাব, সেখানে যে দ্বিতীয়ের প্রতীতি, তাহাই 'কুহক'। চৈতন্যচন্দ্রের দয়ায় কোন কুহক নাই—কোন ছলনা নাই। ইহা অমন্দো দয়াভক্তিবিনোদা দয়া অর্থাৎ অন্য-দয়া আপাতদৃষ্টিতে দয়ার মত লোকের মনে হইলেও তাহা পরিণামে মন্দ উদয় করায়, আর তাহাতে নির্ম্মল ভক্তির উদয় হয় না, তাহা জীবের 'স্বাস্থ্য' প্রদান করে না। সেই ভক্তিবিনোদা দয়া —"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই শ্রুতিমন্ত্রময়ী। চৈতন্যচন্দ্রের 'ভক্তিবিনোদা' 'অমন্দোদয়া' দয়া কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিদা। সদা হরিকীর্ত্তনই এই দয়ার জীবন্ত আদর্শ। সর্ব্বত্রই শব্দ-ব্রহ্মের অবতারণ বা শ্রৌতপথে পরমাঙ্করা-কৃতি গোকুল-মহোৎসব চিল্লীলা-মিথুনের প্রকাশ-বিধানই এই দয়ার কার্য্য। কুসিদ্ধান্তময় ইতর কোলাহলকে স্তব্ধ করিয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কোলাহলে মুখরিত করা—আমাদের ভোগায়তন ইতর-ব্যোমের অনুভূতি দূর করিয়া সর্ব্বত্র পরব্যোম বা চিদাকাশের আবহাওয়ায় ভরপুর করিয়া দেওয়াই এক-মাত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাথমিক কার্য্য।

এই দয়ার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহা—গোবর্দ্ধনগিরিধারীর অহৈতুক-সেবাময়ী। 'গো' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়। এই দয়ার তাৎপর্য্য—একমাত্র কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বর্দ্ধন, অথবা একমাত্র কৃষ্ণের সেবার উদ্দেশে সর্ব্বজীবেরই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্বচেষ্টা-বর্দ্ধন। 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং' শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু গোবর্দ্ধনের এই শব্দব্রহ্মময়ী সেবাটী পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শব্দব্রহ্মের বাচ্যতত্ত্ব গোবর্দ্ধন গিরিতে বিরাজ করেন। 'গিরি'-শব্দে বাণী। যে বাণীতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বর্দ্ধিত হয়, তাহাই 'গোবর্দ্ধন'—উহাই গির্, তাহাতে (গির্ ৭মী=গিরি) যিনি আপনাকে ধারণ (accomodate) করেন, তিনিই 'গোবর্দ্ধন-গিরিধর'। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়,—কৃষ্ণ পরি-পূর্ণভাবে অবস্থান করেন একমাত্র 'গিরি' বা বাণীতে। এই বাণী অর্থাৎ শুদ্ধা সরস্বতী ভক্তিসিদ্ধান্তময়ী; যেহেতু, সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাণীতে প্রভুর গো-বর্দ্ধন বা আনন্দ বিলাস হয় না,—"সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস।" বর্ত্তমান যুগে এমন একটা অমানুষী শক্তির আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে—যে-শক্তি আমাদের সাদরে বৃত, সযত্নে প্রতিপালিত ও সাগ্রহে পরিবির্দ্ধিত দুই-দুইটী বদ্ধ-ধারণার দুর্ভেদ্য-দুর্গকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিতে বসিয়াছে। আমাদের এই দুইটী ধারণা অল্প কথায় বলিলে—(১) প্রথমতঃ আমরা অপ্রাকৃত শব্দ-শক্তির অপ্রতিযোগী—মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি; (২) দ্বিতীয়তঃ আমরা একটা ধারণ করিয়া রাখিয়াছি,—যাহাতে নিরঙ্কুশ শক্তি, যথেচ্ছাচার শাসন-প্রণালী কিম্বা সার্ব্বভৌম-ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহাই সমন্বয়ের বিরোধী।

জগৎ জুড়িয়া এই দুইটী বদ্ধ ধারণা মানব-সমাজের প্রতি-স্তরে-স্তরে বহুরূপিণী নর্ত্তকীর ন্যায় আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। সেই অমানুষী শক্তি এই দুইটী ধারণার বিরুদ্ধে বিরাট্ অভিযান ঘোষণা করিয়াছে। বিশ্ব জোড়া যে ধারণার আস্ফালন সকলের চমৎকার লাগাইয়াছে,—সকলকে

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়াছে,—সকলকে চিত্রার্পিত পুত্তলিকার মত করিয়া তুলিয়াছে,—সকলের উপর সর্ব্বতোভাবে জয় লাভ করিয়াছে,—সকলের নিকট তৎপক্ষ সমর্থনের ভোট অনায়াসে আদায় করিয়া লইতেছে,—সেই ধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস ইহজগতের কোন মানবীয়-শক্তি, কিম্বা দৈব-শক্তি বা অপদেবশক্তিই করিতে পারে না। কিন্তু যেশক্তি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া-শক্তি, সেই শক্তি যখন অবতীর্ণ হন, তখনই তিনি জগতের ধারণায় যাহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-জগতের ধারণায় যাহা অতীব আশ্চর্য্য—জগতের ধারণায় যাহা সম্পূর্ণ নূতন, সেইরূপ একটী যুগান্তর-সাধনী শক্তির বিকাশ দেখাইতে পারেন। যে—দুইটী চিন্তাস্রোতের-বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের অমানুষী দয়া-শক্তির অভিযান হইয়াছে, শাস্ত্রীয় পরিভাষায়, তাহাকে এই দুইটী শব্দে ব্যক্ত করা যাইতে পারে—'স্মার্ত্তবাদ ও 'মায়াবাদ'। আপাত দৃষ্টিতে কোন-কোন-সময় পরস্পর প্রতিযোগী বলিয়া উভয়ের মধ্যে মনে হইলেও তাহারা মিত্র-প্রতিযোগী বল-প্রদর্শনকারী চাহুর-মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়ের ন্যায় মায়ার ব্যায়ামশালায় নানাবিধ ক্রীড়া-কৌশল দেখাইয়া নির্ব্বোধ লোকগুলিকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে।

মায়াবাদ—অপ্রাকৃত শব্দের নিত্যতা উপলব্ধি করিতে না পারায় শব্দের সর্ব্বশক্তিমত্তা বুঝিতে অসমর্থ; আবার স্মার্ত্তবাদও নিজ-বন্ধু মায়াবাদের ন্যায় অপ্রাকৃত-শব্দ-শক্তিকে অতিস্তুতিমাত্র জ্ঞান করিয়া তাহার শারীরক্রীড়া কৌশল-শক্তিকেই বড় মনে করিয়া থাকে। স্মার্ত্তবাদ বা "মাপিয়া লইবার বুদ্ধি" ভগবানের শক্তির যথেচ্ছাচারিতা ও সার্ব্বভৌম-ক্ষমতার কথা শুনিলে তাহা ধারণা করিতে পারে না। 'কংসের ন্যায়তঃ প্রাপ্য মাল্য-বস্ত্রাদি কৃষ্ণ কেন ভোগ করিবেন—কৃষ্ণের কেন যথেচ্ছাচারিতা থাকিবে?'—ইহাই স্মার্ত্তবাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ধারণার বিষয় হয় না। তাই স্মার্ত্তবাদ কৃষ্ণের যথেচ্ছাচারিতাকে 'সাম্য' 'স্বাধীনতা' ও 'সমন্বয়ের' বিরুদ্ধ মনে করে। তাহার বন্ধু মায়াবাদও কৃষ্ণের যথেচ্ছাচারিতা বা সার্ব্বভৌমশক্তি অর্থাৎ VoxDie ধ্বংস করিয়া দিবার আশা লইয়া সেখানে জড়জীব তন্ত্র বা Voxpopuli স্থাপন করিবার জন্য জন সাধারণের (Mass এর) নিকট সমন্বয়-নামের যাদুবিদ্যা দেখাইয়া মূঢ় লোকদিগকে মোহিত করিয়া থাকে। আজ যে অতিমর্ত্ত্য-শক্তির প্রভাব লক্ষিত হইতেছে, সেই বৈকুণ্ঠশক্তিই জগৎ-জোড়া এই দুইটী ধারণা-দুর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছেন। বোধ হয় জগতের প্রায় শতকরা শতজন লোকই—যাহারা জগচ্চক্রে পড়িয়া ন্যূনাধিক এই ধারণায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদের সকলেরই নিকট অতিমর্ত্ত্যশক্তির আচার-প্রচার-সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে। এই মায়ার মেলায় কর্ম্মের নাগর-দোলার ঘুর্ণিনেশা যাহাদিগকে একবার পাইয়া বসিয়াছে, তাহারা স্বরূপস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অমানুষী শক্তির 'আচার-প্রচার' সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিবেন,—ইহাতে সন্দেহের বা বিস্ময়ের কিছু নাই।

অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের আচার-প্রচারের কোন্ কোন্ আপাত-অংশ আমাদের নিকট বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহার যদি একটী অসম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই,—স্বরূপ-বিষয়ে, কর্ত্তব্য-বিষয়ে, রুচি-বিষয়ে, সাধন-বিষয়ে, সাধ্য বা ফল-বিষয়ে, পরোপকার বিষয়ে, বৈরাগ্য-বিষয়ে, পূজ্য ও পূজা-বিষয়ে, ভাব, ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে, অধিকার:-বিষয়ে,

জ্ঞান-বিষয়ে, উদারতা বা সার্ব্বজনীনতা-বিষয়ে, যুগধর্ম্ম-বিষয়ে, সেবা-বিষয়ে, রীতি-নীতি-বিষয়ে, আচার ও প্রচার-বিষয়ে, বিচার-প্রণালী-বিষয়ে, আমাদের ধারণাকে এই অতিমর্ত্ত্য আচার-প্রচার সর্ব্বতোভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া থাকে। প্রথমেই যে-ভিত্তিতে আমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি—যাহাকে আকড়াইয়া ধরিয়া আমাদের আমিত্বের ও তুমিত্বের প্রসার করিতেছি—যে-স্থানকে মূল কেন্দ্র করিয়া আমরা আমাদের সমস্ত অভিমান চালাইতেছি, সেই অতিমর্ত্ত্য চিন্তাধারা সর্ব্বপ্রথমেই উহার বিরুদ্ধে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, আমাদের ভূমিকাটাই সম্পূর্ণ উল্টা।

উল্টা-ভূমিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া—সরোবরের তীরে প্রতিবিম্বিত রাজপুরীর বিলাস-ভবনে প্রবেশ করিয়া সেস্থান হইতে আদর্শপুরীর যে কিছু দৃশ্য, সকলই 'উল্টা' বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু আবার যাঁহারা বাস্তবসত্য মূল-আদর্শের অপরিবর্ত্তনীয় ভূমিকায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহারা ঐ প্রতিবিম্বিত ছবির,—অথবা প্রতিবিম্বিত মাংস-খণ্ডের ছায়ার লোভে লুব্ধ-কুক্কুরের ন্যায় ধ্রুবআদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুবের জন্য—ছায়ার জন্য—উল্টা প্রতিবিম্বের জন্য আমাদের প্রয়াস দেখিয়া আমাদের বিপরীত ও নিরর্থক চেষ্টার জন্য দুঃখ করিয়া থাকেন। আমরা উল্টা-জিনিষটাকেই সোজা মনে করিতেছি—বিবর্ত্তটাকেই 'বস্তু' মনে করিতেছি, কাজেই দেখা যায়,—এই চামড়ার খোলসটাকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের—সব সাধনা সব চেষ্টা। মুখে গল্পের কথার মত আমরা এ সব কথা বলিলেও বা বুঝিলেও কাজের বেলায় আমরা ঠিক উল্টা-পথেরই যাত্রী হই; কারণ, উল্টা স্বভাবটাই আমাদের বর্ত্তমান নৈসর্গিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মূল গোড়ার কথাটার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এই অতিমর্ত্ত্য লোকোত্তর মহাপুরুষ, মানুষের মনে এরূপ প্রবলভাবে দাগ বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এত উন্মুক্তভাবে—এত বিশ্লেষণের সহিত—এত জোরের সহিত, এরূপ বিপুল চেষ্টা পূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই। তিনি আমাদের বিবর্ত্ত ঘুচাইবার জন্য আমাদিগকে 'উল্টা' পিশাচীর কবল হইতে 'সোজায়' আনিবার জন্য কত-ভাবে, কত-কৌশলে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। এজন্য তাহাদের ব্রাহ্মণ বৃত্তির-বৈষ্ণব-দাস্য বৃত্তির কথা—স্বভাবের স্মরণ করাইতেছে। 'এতদক্ষরং বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স এব ব্রাহ্মণঃ", সর্ব্বে-ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাঃ", "তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্"—সর্ব্বজীবের চির-হিত-কারিণী শ্রুতি-স্মৃতির এইসকল বাণী আজ হাতে কলমে জানাইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর বাণী আজ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে—"সেই শক্ত্যাবেশ-অবতারের" কথা। এই বিকৃত বিপরীত উল্টা অবস্থাকে বড় আদরের বলিয়া বরণ করিয়া মায়ার রঙ্গ-মহল হইতে যাহাতে কোন দিন উঠিয়া যাইতে না হয়, তৎপতিষেধক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যোগাড় করিয়া আমিত্বের প্রসার-ক্রমে মায়ার রাজ্যে বংশ-পরম্পরায় ক্রীতদাস পদের সুবিস্তৃত অভিনিবেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলাম, তখনই এই মহাপুরুষই বজ্রগম্ভীর নিনাদে—মেঘমন্দ্রস্বরে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন—"তুমি শোক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর; শূদ্রত্ব তোমার ধর্ম্ম নহে, বৈষ্ণবের আনুগত্যই তোমার ধর্ম্ম, তাহাই ব্রহ্মবৃত্তি; তুমি এই

দিব্য-জ্ঞান লাভ কর ;—উল্টা-জ্ঞান ছাড়িয়া সোজা-পথে চল ; বৈষ্ণবের দাস্য-সূচক নাম, রূপ, গুণ ও চরিত্রে বিভূষিত হও, আর উল্টার উপাসকেরা তোমার যে নাম, ধাম ও স্বরূপের নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা তোমাকে অনন্তকাল উল্টার চাক্‌চিক্যের মোহে চোখ-ঢাকা বলদের মত ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে।' এই মূলস্বরূপের কথায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া সমস্ত জগতের বদ্ধ পরাক্ ধারণার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-বাদী হইলেন। ভূমিকার ভেদ হওয়ায় বাদবাকী সকল-বিষয়েই—সকল ক্রিয়ায়, সকল চিন্তায় ভেদ হইয়া পড়িল। সুতরাং ইতি-কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যাহা একজনের কাছে সোজা, তাহাই অন্যের কাছে উল্টা হইল। স্বরূপের বিচারে ভেদ হওয়ায় কর্ত্তব্য-বিচারেও ভেদ হইল ; তাহার তখন নানা প্রস্তাব উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু অচল, অটল হিমাচলের ন্যায় দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"হরিকীর্ত্তন ব্যতীত কাহারও আর কোন দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নাই।" "শ্রুতেক্ষিত পথ" বা শ্রবণের পন্থাই একমাত্র পন্থা, এতদ্ব্যতীত অপর সমস্ত দ্বিতীয় পন্থা—মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র। বিপরীত পথগামীর আদর্শে মুগ্ধগণের নিকট একথা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। শ্রবণ-কীর্ত্তনের পন্থাই যে একমাত্র পন্থা—একথায় সকলে চমৎকৃত হন।

'সাধন'-শব্দে—সর্ব্বযুগীয়, সর্ব্বজনীন, সর্ব্বকালিকী সাধনা—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—ইহা ছাড়া অন্যবিধ সমস্ত সাধনই কুহকময়। উহা বিপরীত পন্থীর নিকট বড়ই বিপরীত। নিত্য সত্য যদি নির্ম্মম হয়—নিরপেক্ষ হয়—'বিপরীত' বলিয়া প্রতীত হইলেও সত্য চিরদিনই সত্য,—বাস্তব নিত্য। সাধ্য-বিষয়ে—বিপরীত পন্থীগণ সমস্বরে বলেন—'সাধন' ও 'সাধ্য' অর্থাৎ 'ফলপ্রাপ্তির পূর্ব্বের 'চেষ্টা' ও 'চেষ্টা-দ্বারা প্রাপ্তফল' কখনও এক-জাতীয় হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জানাইলেন—সাধন ও সাধ্য উভয়ই এক,—পক্ক ও অপক্কাবস্থা-ভেদমাত্র। যেখানে সাধন ও সাধ্য-বিচারে ভেদ, সেখানে মায়ার যবনিকা পড়িয়াছে। হরিসেবাই সাধন—হরিকীর্ত্তনই সাধন, আবার হরিসেবা ও হরিকীর্ত্তনই 'সাধ্য'। জগতের সকল প্রচারকই,—কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি ধার্ম্মিক, প্রত্যেকেই আপনাকেই সত্যের একমাত্র প্রচারক বলিয়া দাবী করেন। যিনি স্বপ্রকাশ, পরম-সত্য কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে যতটুকু অযুক্ত, তিনি সত্য হইতে ততদূর ভ্রষ্ট—ততদূর বিক্ষিপ্ত, বিচ্যুত।

বর্ত্তমান জগতের চিন্তাস্রোত একটা মনগড়া সীমাবদ্ধ জ্ঞান-গম্য নৈতিক বা সামাজিক কল্পিত ভাল বা মন্দকেই 'সত্য' বা 'অসত্য' বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাকে সত্য না বলিয়া 'সত্য-বিপর্য্যয়' বা 'সত্য-বাধ' বলিলেই সঙ্গত হয়। এই কল্পিত আকাশকুসুম-সত্যের নেশায় মাতিয়া লোকে আপনাদিগকে 'সত্যবীর' বলিয়া ডঙ্কা বাজাইতেছে। এইরূপ নেশায় মত্ত হইয়া বর্ত্তমান যুগের অনেকেই মনে করিতেছেন—'সকলেই এক সত্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন, সুতরাং বাস্তব-সত্য ও মানুষের সৃষ্ট-সত্য উভয়কেই সম-শ্রেণীর বলিয়া মানিয়া লইয়া, যিনি যে-কোন ধর্ম্মেরপ্রচারক বলিয়া দাবী করুন না কেন, সকলেই এক সত্যেরই প্রচারক—এরূপ একটা আপোষ করিয়া অবধারিত বাস্তব-সত্যের বিচারে গোঁজামিল দেওয়া যাউক। কিন্তু সেই অমানুষী শক্তিশালী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে একটী প্রবল ধাক্কা দিয়াছেন। যে শক্তি—'শ্রীচৈতন্যদেবের দয়াশক্তি।' তিনি বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতেই একমাত্র কপটতা-হীন পরম-সত্যের কথা আছে, এই পরম-সত্যের সহিত যাহার যতটুকু

মতভেদ আছে, তিনি ততটুকু অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। নিরপেক্ষ সত্য কাহারও খাতির করেন না,—কাহারও ধার ধারেন না,—ব্যক্তিবিশেষের, অথবা সামাজিক বা নৈতিক উচ্চ আদনের সম্মান রাখিয়া নিজের অপলাপ করেন না। এই সত্য—বজ্রাদপি কঠোর, আবার কুসুমের ন্যায় কোমল। প্রকৃত সত্যের প্রতি রুচির অভাব থাকিলে, ইহা বুঝা যাইবে না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"সত্যের ধারণা নিজেরা কল্পনা করিতে যাইও না,—সত্যকে নিজ রুচির অনুগত করিয়া গ্রহণ বা গঠন করিতে যাইও না,—যাহাতে অধিক লোকের বা 'মানুষের-গড়া' বড়লোকের সমর্থন আছে বা নাই, তাহাকে সত্য বা অসত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিও না;—সত্যের উপাসক "কোটিষপি মহামুনে", অর্থাৎ ত্রিশকোটি লোকের ভিতরে তিনটী খাঁটি সত্যের উপাসক পাইবে কিনা, সন্দেহ। কাজেই মানুষের ভোট লইয়া সত্যের নির্ব্বাচন হয় না, বরং যাহাকে জগতের সকল লোক একবাক্যে সমস্বরে 'সত্য' বলিয়া ভোট দিয়াছেন বা দিতেছেন, তাহাও অসত্য হইতে পারে। অতএব সত্যকে প্রতিদ্বন্দিতার জন্য আহ্বান করিও না, সত্যকে 'গড়িয়া তোলা' যায় না, সত্যের কাছে বিনীতভাবে যাইলে, সত্যের কথা শ্রবণ করিলে, সত্য আপনাকে আপনিই প্রকাশ করেন,—তখনই সত্যের সত্য-স্বরূপ জানা যায়। সত্য কাহারও অপেক্ষা করে না—ইহা তাঁহার আচরণে জলন্ত আদর্শ। তিনি কোনদিনই কাহারও মন রাখিয়া সত্যের অপলাপ বা হ্রাসবৃদ্ধি করেন নাই। তিনি জড়-লোকের—মায়া-বশীভূতগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে গিয়া পরমসত্যস্বরূপ ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত ও বিচ্যুত হন নাই—ইহা তাঁহার একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যিনি যত বড়ই হউন না কেন,—জগতের প্রত্যেক সামাজিকের হৃদয়ে যিনি যত-বড়ই উন্নত আসন অধিকার করিয়া বসুন না কেন, জগতের শ্রেষ্ঠ-মনীষীর নিকট তিনি পরমধর্ম্মবীর বলিয়া এক-বাক্যে নির্ব্বাচিত হউন না কেন, এই একনিষ্ঠ পরমসত্যের উপাসক যদি সেই প্রকার ব্যক্তিকেও ভাগবত-কথিত নিরস্তকুহক সত্য হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত দেখিয়াছেন, তাহা হইলেও তিনি সমস্ত লোকের অভিমতের বিরুদ্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী কথাকেই অনন্ত-পরার্দ্ধগুণে 'গুরু' বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। জগতের বিচারের বিরুদ্ধ কথায়ও তিনি সুদৃঢ়। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' এই লৌকিকী নীতি তাঁহার পরম-সত্যনিষ্ঠারূপা অলৌকিকী নীতির নিকট তিরস্কৃত হইয়াছে।

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে প্রচার—অন্বয়ভাবে—(১) নিত্য গুর্ব্বানুগত্য, (২) পরমহংস বা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন-মূলে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন, (৩) বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব বা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব, (৪) হরিনামের অপ্রাকৃতত্ব, (৫) ভগবদ্ধাম-সেবা-নিষ্ঠা, (৬) ভক্তির একমাত্র সাধন ও সাধ্যত্ব, (৭) শ্রীমদ্ভাগবতের স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্য, (৮) অপ্রাকৃত শব্দশক্তির সর্ব্বশক্তি-মত্তা, (৯) শ্রৌতপন্থা বা অবরোহবাদের পরমোপাদেয়ত্ব, প্রভৃতি।

ব্যতিরেক ভাবে—(১) তিনি বৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধিকারীর দমনে প্রলয়ঙ্কর ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, (২) অকৈতব-সত্য-বিরোধীর আক্রমণ হইতে শ্রৌতপথ, সপরিকর-বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, কার্ষ্ণ, কৃষ্ণবৈভব (ধাম)

সংরক্ষণই তাঁহার একমাত্র আচার, (৩) অসৎ সঙ্গের সহিত সর্ব্বতোভাবে অসহযোগিতা, (৪) দৈব বর্ণাশ্রম-বিরোধী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদের মূলোৎপাটন, (৫) লোকহিত-সাধনকল্পে বিদ্ধমত-সমূহকে উহাদের 'ধার করা' বেশ বিমুক্ত করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক নগ্নচিত্র সেবোন্মুখ জনগণের সমীপে উদ্ঘাটন, (৬) সর্ব্ব-সমক্ষে চিজ্জড়-সমন্বয়ের কপটতা-বিজ্ঞাপন, (৭) ধামবিরোধ ও ধামাপরাধ-বিশ্লেষণ, (৮) সেবার নামে অন্যাভিলাষ বা বনিগ্‌বৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযান প্রভৃতি। তিনি বলেন—"অভক্তমানব সঙ্ঘেরবাণী ঈশ্বরের বাণীএক নহে, ঈশ্বরের বাণীই শ্রুতি ; তাহাই সত্য। তিনি শ্রৌতপন্থী গুরুপাদপদ্ম ও সেই গুরুপাদপদ্মে সতত সংযুক্ত পুরুষকেই সত্যের উপাসক বলিয়া জানেন। "কেহ তাহাকে সমর্থন করুন আর নাই করুন, তিনি অপরের দ্বারা সমর্থিত হইয়া 'বড় হইতে কাহারও রুচির অনুকূলে সত্যকে গড়িতে যান না। মানুষ যাহাকে সমর্থন করে, তাহাই সত্য—একথা কখনই স্বীকার্য্য নহে।

নীতি—ভগবদ্ভক্তের নীতির নিকট অভক্তের সমস্ত নীতিই পরাজিত ভক্তের ; নীতি—'ভক্তি'। কর্ম্মী-জ্ঞানীর নীতি—মানুষের নির্ম্মিত, আর ভক্তের নীতি অনাদিকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধভাবে ভগবানের পাদ-পদ্ম হইতে নিঃসৃত। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান যতদূর উঠিতে পারে, ততদূর উঠিয়া যাহাকে দূর হইতে 'ভাল' বা 'মন্দ' বিচার করে, তাহাই লৌকিক সমাজে 'নীতি' বলিয়া প্রচারিত। মানুষের দৃষ্টির কম বা বেশী পরিমাণানুসারে নীতিরও কম্‌তি ও বাড়তি হইয়া থাকে। মোটের উপর ; জগতের নীতিটা একটা সাধারণ জ্ঞানসীমার মধ্যে আবদ্ধ এবং সেই জ্ঞান-সীমার তারতম্য-অনুসারে উহা উঠা-নামা করিয়া থাকে। অনেক সময় এই নীতিকেই আমরা ধর্ম্মের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলি ; কিন্তু 'ধর্ম্ম'-জিনিষটা একটা সাধারণ জ্ঞান বা নীতিমাত্র নহে। এই নীতিকেই 'ধর্ম্ম' মনে করিয়া যোগ, ব্রত, তপস্যা, কর্ম্ম, জ্ঞান, দরিদ্র-সেবা, সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা, পশু-সেবা, শরীর-সেবা, পিতা-মাতার সেবা প্রভৃতিকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। কিন্তু এইগুলি সমস্তই মানুষের কল্পিত নীতি। এই কল্পিত নীতি-ধর্ম্মই 'স্মার্ত্তবাদ , কিন্তু ভক্তের নীতির এমন একটা অত্যদ্ভুত প্রভাব—,যেখানে এই সকল আপেক্ষিক নীতি সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া যায়। ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া জানেন। ভক্তের নীতি-গঙ্গোত্রীর এত বড় একটা প্রবলতম বেগ যে, তাহার কাছে প্রাপঞ্চিক বড় বড় নীতিগুলিও ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া সেই স্রোতের ক্রোড়ে এক-কোণে নগণ্যভাবে স্থানলাভ করে ; সেগুলি আর তত বড় হইয়া নিজ নিজ আধিপত্য দেখাইতে পারে না।

জগতের সাময়িক ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই ভক্তি-নীতিকে বিবিধ নীতির অন্যতম বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন, কেহ বা ভক্তি-নীতিকে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন তাঁহারা বলেন,—মাতা-পিতার প্রতিভক্তি, দেশের প্রতি ভক্তি—ভক্তি-নীতিরই অন্যতম বা একটা অংশবিশেষ। কোন কোন ধর্ম্ম-প্রচারক আবার বলিয়াছেন, মাতাপিতার সেবার জন্য ভক্তি-নীতিকে খর্ব্ব করা যাইতে পারে, মাতা পিতা বা ভার্য্যার প্রাণে কষ্ট দিয়া কিছুমাত্র ভক্তি হইতে পারে না। মাতা-পিতার সেবা বা ভার্য্যার ভরণ-পোষণের ব্যাঘাত হইলে কৃষ্ণ-সেবা হয় না, কিন্তু বদ্ধমানব-রাজ্যের বড় বড় মহাজনগণের এই বিচার অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অমানুষী অমন্দোদয়াদয়ারূপা গঙ্গোত্রীধারার এত প্রবল বেগ যে, তিনি সজোরে

সর্ব্ব হৃদয়ে এমন একটা মেরু-মন্দারের সুদৃঢ় ভূমিকা সংস্থাপন করিয়া দিতে পারেন,—যেখানে পাঞ্চজন্য মঙ্গল-শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর-নির্ঘোষে এই মহাসত্য-বাণীটি বলিয়া দিতেছেন,—'জীবের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কোন নীতি নাই বা থাকিতে পারে না'। "মামেকং শরণং ব্রজ, সত্যং পরং ধীমহি," "ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ" ইত্যাদি কথা উল্টা-জগতের উল্টা-ধারণায় না বিকাইলেও ইহাই একমাত্র কঠোর সত্য।

বৈরাগ্য—বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষা-প্রদানের লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু-দ্বারা 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে যে যুক্ত-বৈরাগ্য-লক্ষ্মী আবিষ্কার করাইয়াছেন, তাঁহাকে কিরূপ বিচিত্র ভূষণে সাজাইলে, তাহা ভগবানের নয়নোৎসব বিধান করে, তাহার সর্ব্বপ্রকার কৌশল-নৈপুণ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে, কল্পিত বৈরাগ্যকে 'অলক্ষ্মী' বলিয়াই মনে হয়। ঈশ্বর-বিমুখ মানুষ এই অলক্ষ্মী-মোহিনীর পূজা করিয়া বঞ্চিত হয়। তিন দিন না খাইলেই তাহাকে 'বৈরাগ্যবান্' বলিয়া মনে হয়। ভোগীব্যক্তি কুযোগীত্যাগীকে, কুকর্ম্মী সংকর্ম্মীকে, অজ্ঞানী জ্ঞানীকে বৈরাগী বলিয়া মনে করেন, কিন্তু এই খণ্ডবিচারটা পূর্ণরাজ্যের শুদ্ধ বিচার নহে।

এইরূপ বৈরাগ্য উপরে দেখিতে বেশ, কিন্তু একটু অন্তরে দৃষ্টি করিলেই ভোগের বা স্ববাসনা-পূরণের পচা-দুর্গন্ধ-স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এরূপ ফল্গুবৈরাগ্যকে কখনও উত্তম স্থান প্রদান করেন নাই। তিনি বলেন,—নিজের সহিত জগতের সমস্ত বস্তুকে ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণে ষোলআনা সতত যুক্ত করিবার নামই—প্রকৃত 'বৈরাগ্য'।

সমন্বয়-ধারণা—বর্ত্তমানে সমন্বয়-ধারণার সহিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া-শক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়-বিচার যেন ন্যায়শাস্ত্রের বিপরীত-রূঢ়ি ও বিদ্বদ্রূঢ়ি-শীর্ষক দুইটী ভিন্ন পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছে। কাহারও শান্তি ভঙ্গ না করা, কাহাকেও কোন বিষয়ে বিরক্ত না করা, কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টির দুর্ব্বলতার মধ্যে পরস্পর একটা আপোষ বা মিট্‌মাট্ করিয়া নেওয়ার নামই বর্ত্তমানযুগে সমন্বয়ের ধারণা। 'অপরের দুর্ব্বলতা দেখাইলে নিজেরও অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় রহিয়াছে' মনে করিয়া 'তুম্‌ভি চুপ্, হাম্‌ভি চুপ্' নীতিই বরণীয় হয়। যথারুচি মনোধর্ম্মের স্রোতে নিজে ভাসিয়া যাওয়া এবং অপরের সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে বাধা না দেওয়ার নামই বর্ত্তমান যুগের সমন্বয়। কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ বিপ্রলিপ্সার প্রশ্রয় প্রদান করেন না। তাঁহার প্রচারিত মহাচিৎসমন্বয়—কৃষ্ণকর্ণোৎসব-বিধায়ক একটী অপূর্ব্ব ঐকতান-বাদিত্র-যন্ত্র। সেই বাদ্যে তথা কথিত সমন্বয়ের মত চরমে সর্ব্ববিচিত্রতা-বিনাশের চেষ্টা নাই। সেই ঐক্যতানে নিত্য বিচিত্রতা আছে, কিন্তু পরস্পর সজ্বর্ষ নাই—বিচিত্র রাগ-রাগিনী আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অমিল নাই। সেই ঐক্যতানের লক্ষ্য নির্ব্বিশেষতা নহে; তাহার লক্ষ্য—অদ্বয়-জ্ঞান,—সেই ঐক্যতান-বাদ্যযন্ত্র জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণকারক না হইলেও তাহা অদ্বয়জ্ঞানের সর্ব্বেন্দ্রিয়-তর্পনকারী—সেই 'সমন্বয়' আকাশ-কুসুমের কাল্পনিক মনোহর উদ্যান রচনা না করিলেও তাহা পরমবেদ্য বাস্তব-সত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয়। এই সমন্বয়—মনোধর্ম্মের কল্পিত সাময়িক অবিরোধ নহে, তাহা নিত্য চিৎসঙ্গতি। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ হরেঃ কীর্ত্তনং, তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্"—এই বাণীই অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করে। বিবাদ-তর্কযুগে ইহাই মহা-চিৎসমন্বয়ের একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। সমস্ত-বেদান্তের 'সঙ্গতি' ও 'অবিরোধ'

একমাত্র এই মহা-চিৎসমন্বয়েই পাওয়া যায়। 'সর্ব্বজ্ঞ-সূক্ত,' 'পারিজাতসৌরভ,' 'শ্রীভাষ্য' ও 'পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শনের' চিদ্‌বৈজ্ঞানিক-সঙ্গতি-সাধিকা 'সর্ব্বসম্বাদিনী' অদ্বয়-জ্ঞানের পাদপদ্মই নীরাজন করিয়া অনন্ত-বিশ্বে এই মহা-চিৎসমন্বয়-সৌরভ বিস্তার করে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'Harmonist'-এর মধ্যে এই মহা-চিৎ-সমন্বয়ের সজ্জনতোষণী বার্ত্তাই সভ্য-জগতের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছেন। তাঁহারই সংস্থাপিত 'গৌড়ীয়' অচিৎসমন্বয়-চেষ্টার নিরাস করিয়া এই মহা-চিৎসমন্বয়ের সন্ধান বলিয়া দিতেছেন।

পরোপকার বা দয়া—এই যুগে প্রকাশিত হইয়া তিনি সকলের নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর অভ্যন্তরস্থিত দয়ার বিপণি-গুলির সম্মুখে একটি বিশাল নিত্য উদার সদাব্রতের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তাহা সাময়িক দয়ার নামে জীবের হিংসা না করিয়া তাহাকে নিত্য কল্যাণ-কল্পতরুর সুশীতল ছায়াও প্রপক্ব-ফল-প্রদানে অধিকার প্রদান করিতেছেন। এই দয়া কেবল স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহনিষ্ঠ নহে; এই দয়া—আত্মনিষ্ঠ,—প্রত্যেক জীবের ভব-রোগ অবিদ্যার মূল বিনাশ করিয়া নিত্য-স্বরূপে উদ্বোধন করিয়া দেওয়াই এই অমন্দোদয় দয়ারকার্য্য—"ত্রিজগন্মানসাকর্ষী," 'লীলাকল্লোলবারিধি' 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি', কৃষ্ণের কীর্ত্তনই এই অন্নসত্রের একমাত্র আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধক বিতরণীয় অন্ন, আর স-বৈভব-শক্তি কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-পদজলই একমাত্র দুর্নিবার ভবতৃষ্ণা-নিবারক ও সাধনবল-সঞ্চারক পানীয়। "প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব। অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব॥ দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥" চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮৪-৮৫॥

"প্রকট প্রভাব,' 'অলৌকিক কর্ম্ম' বা 'অলৌকিক অনুভাব' বলিতে এই কাল্পনিক 'আধ্যাত্মিক'-ব্যাখ্যার যুগে কেহ যেন কুহকের বুজরুগী বা ভেল্কিবাজি, অথবা কুযোগীর বিভূতি প্রভৃতি মনে না করেন। এই অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের জগন্মঙ্গলকর আচার ও প্রচারই তাঁহার 'প্রকট প্রভাব' এবং 'অলৌকিক অনুভাব'; সেই 'আচার' ও 'প্রচার' জিনিষটাও বাজিকরের বাজির মত খুব একটা লোক-ভুলানো, লোক ঠকানো আশ্চর্য্যকর জিনিষ নহে। সেটা একমাত্র শুদ্ধ-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন এই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই ভগবৎ প্রেরিত আচার্য্যগণের একমাত্র অব্যর্থ অস্ত্র। যাঁহারা এই কথা বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই 'সুমেধা' আর সকলেই 'কুবুদ্ধি'।

শ্রীগৌরসুন্দর ও তদাশ্রিত জগদ্‌গুরু যুগাচার্য্যগণ যে-সকল 'প্রকট প্রভাব', 'অলৌকিক কর্ম্ম' ও 'অলৌকিক অনুভাবাদি প্রদর্শন করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা যে আচার ও প্রচারের আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা কোন কৃত্রিম অদ্ভুত বস্তু নহে—কষ্ট-কল্পিত ব্যাপার নহে—শারীরিক বা পাশবিক বলপ্রয়োগ নহে—কর্ম্মবীরের চেষ্টা নহে—অসির আস্ফালন নহে কুযোগীর বিভূতি-প্রদর্শন নহে—বাজিকরের ভেল্কি নহে; তাহা নিখিল বস্তুগণের অতিসহজ, সরল, স্বাভাবিক নিত্য সনাতন ধর্ম্মের আচার ও প্রচার,—তাহা একমাত্র শুদ্ধ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। শ্রীহরিনাম বা শব্দব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তন—শ্রৌতপথে পরম-অক্ষরাকৃতি শ্রীরাধা গোবিন্দকে অবতারণই তাঁহাদের সকলের মধ্যেই ভুবন-মঙ্গল-বিধানের একমাত্র সাধারণ-প্রণালীরূপে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা অন্য কোন জীবের কল্পিত; সৃষ্ট বা নব-আবিষ্কৃত উপায়কেই প্রভাবশালী বলিয়া বিচার করেন নাই। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই একমাত্র পরম শক্তিশালিনী।

এই অলৌকিক অস্ত্রের দ্বারা নিখিল বিশ্ব জয় করা যায়। এ জয় 'সাধারণ জয়' নহে, 'দুই দশ পাঁচ দিনের জয় নহে, 'মানুষের দেহ মনের জয়' নহে; এ জয় 'পরম বিজয়'—ইহাতে শুধু মানুষ নহে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবকুলের আত্মা জয় করা যাইতে পারে। অলৌকিক-অমায়িক কৃষ্ণকীর্তন ব্যতীত অন্য কোন লৌকিক অস্ত্রে জীবের আত্মা জয় করা যাইতে পারে না। আত্মার জয় না হইলে দুই দিনের জন্য দেহ-মনের সাময়িক-জয়ের কোন মূল্য নাই। কর্ম্মের পথ, যোগের পথ, নির্ভেদজ্ঞানের পথসমূহ, দেহ ও মন জয় করিতে পারে, কিন্তু আত্মা জয় করিতে পারে—একমাত্র সেই পরমাস্ত্র, আত্মার আত্মা শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তন। এই শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তনকেই যিনি একমাত্র অস্ত্ররূপে বরণ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চৈতন্যের দয়া-দুন্দুভিনিনাদে ঘোষণা করিতে পারেন,—যুগাচার্য্য জগদ্‌গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারেন। এই শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তন বা পরম-অক্ষরাকৃতি শ্রীরাধাগোবিন্দের সর্ব্বত্র অবতারণের জন্যই সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণি পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর আচার ও প্রচার লীলা প্রকট করিয়াছেন। তাঁহাদের আচার-প্রচার লীলায় বর্ণাশ্রম-বয়োলিঙ্গ-জাতি-নির্ব্বিশেষে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের মধ্যে প্রধানতঃ দ্বিবিধ প্রচারের আদর্শ দেখাইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে তাঁহাদের ই অনুসরণময়ী চেষ্টার অভিনব ব্যাপকত্ব প্রদর্শিত। হইয়াছে। আজকাল কেহ কেহ মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া মানুষকে—মায়াকে ভগবান্ হইতে 'বড়' সাজাইতে চান !!! আবার কোন কোন উন্মত্ত ধাম্মিক মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণ হইতে তাঁহাদের গুরুকে 'বড়' সাজাইতে চাহেন! ইহাদের ধৃষ্টতাকে শ্রীল প্রভুপাদ বিষদণ্ড উৎপাটিত সর্পের ন্যায় করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুগতগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও তদভীষ্ট প্রপূরকরূপে নিজকে প্রকাশ করিয়া ভক্তির প্রকৃত মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়াছেন।

যে যুগে কলির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,—মায়া-রঙ্গিনীর অবাধ কুনাট্য ;—প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা, কর্ম্মজড়তা ও মৎসরতার উদ্দণ্ড নৃত্য ও আস্ফালন,—অদৈব-সমাজরূপ কালাপাহাড় সজ্জনগণের হৃদয়ে আতঙ্ক তুলিয়া বিকট-হাস্যে নৃত্য করিতেছে,—কর্ম্মজড়বাদরূপ তৃণাবর্ত্ত সকলকেই গ্রাস করিতে বসিয়াছে,—চিজ্জড়-সমন্বয়রূপ পূতনা ধর্ম্মরাজ্যের কোমল-মতি শিশুগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে,—কপটতাই আদর্শ-সরলতাও সভ্যতারূপে আর উদ্দাম অসংযত ভাবই উদারতার নামে বাজারে বিকাইতেছে, সেই যুগে জগতের সকলের ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া—উল্‌টা-জগতের সকলপ্রকার ধর্ম্মের ধারণাও বিচারের নিরর্থকতা দেখাইয়া—অন্যাভিলাষ-পীড়িত জগতের সমস্ত বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবত-ধর্ম্মের দুন্দুভি বাজাইতেছেন—আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।

এই সার্ব্বভৌমিকধর্ম্ম-সুর-তরুর প্রপক্ক ফল সকলেই পাইবেন—"বিনা বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার।" মরীচিমালী তাঁহার কিরণ সমভাবে সর্ব্বত্র বিলাইতে চাহিলেও তাহা যেমন কোন আধারে অধিক উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হন, আবার গৃহদ্বাররুদ্ধের নিকট অপ্রবিষ্ট হইলেও অতিথির ন্যায় উন্মুক্ত স্থানানুসন্ধানার্থদাড়াইয়া থাকিয়া একটু উন্মুক্ত স্থানকেই মণ্ডিত করে। তদ্রূপ ঈশপ্রেমহীন কৃপণ, দীন, কর্ম্মজড় জগতের কাছে আমন্দোদয়া দয়ার পসরা লইয়া উপস্থিত ;—অযাচকে বিনা-মূল্যে তাহা প্রদান

করিতে প্রস্তুত। "বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভিপ্সুমন্ধম্,—বাক্যের যথার্থ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রেই দেখা যায়। মানুষ হরিকথা শুনিতে চাহে না, তথাপি তিনি জোর করিয়া শুনাইবেন। মানুষ গৃহমেধের চতুর্দ্দিকে দিবানিশি পরিভ্রমণ ছাড়া আর কিছু চাহে না, কিন্তু ইনি জোর করিয়া ভগবানের ধাম-মন্দিরাদি পরিক্রমা করাইবেন;—"দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়ায় হরিনাম"—এই আদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁহার মধ্যে দেখা যায়। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়-লোভে আকৃষ্ট হইয়া মানুষ সাধুসঙ্গ করুক, হরিকথা শুনুক, ধামপরিক্রমা করুক,—তৎফলে তাহার কোন অজ্ঞাত সুকৃতি উৎপন্ন হউক—তাহার দুর্ব্বুদ্ধি দূরীভূত হইয়া সুবুদ্ধির উদয় হউক। বৈষ্ণবাপরাধিগণই কেবলমাত্র তাঁহার প্রচারের ফলে বঞ্চিত হইবে। কনিষ্ঠাধিকারী—শব্দ-ব্রহ্মের উপাসনা বা অপ্রাকৃত শব্দের শক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ বা অজ্ঞ, তজ্জন্য তাঁহাদের অধিকারানুযায়ী স্থূল-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়-দ্বারা ভগবৎসেবনাধিকার-প্রদানের ব্যবস্থা—যেমন শ্রীবিগ্রহার্চ্চনা, শ্রীধাম-পরিক্রমা, হরিসেবানুকূল বিভিন্ন শারীরিক অনুষ্ঠান ও অধ্যয়নাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য,—ক্রমে তাহাদিগকে শব্দব্রহ্মের উপাসনায় আকৃষ্ট করা। মধ্যমাধিকারি-গণকে তিনি হরিকথা-কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেক ভক্তকে ভগবন্মন্দির-রূপে উপলব্ধি এবং বিশুদ্ধসত্ত্বে পরম-অক্ষরাকৃতি বাসুদেবের অবতারণ করিবার শিক্ষা দিতেছেন এবং স্বয়ং ভাগবতোত্তমরূপে—গোষ্ঠানন্দী গুরুবররূপে, সর্ব্বত্র গোষ্ঠ অর্থাৎ পরবিদ্যা ভক্তিপীঠ বা কৃষ্ণের পাদচারণস্থলী ও লীলা-বিহারভূমিকার উদয় করাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার আচার ও প্রচারের ফল নিখিলচেতনবর্গের আনন্দ বিধায়ক।

তিনি জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্য—জগতে অকৈতবসত্য সংস্থাপনের জন্য নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় আত্মশক্তি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা, প্রেমিকতা-রসিকতা-ভাবুকতা-ফল্গুবৈরাগ্যের ছলনায় জগতের প্রদত্ত ভক্ত প্রতিষ্ঠা মলবৎ বিসর্জ্জন করিয়াছেন ; কারণ, তিনি আত্মগৌরব-বুদ্ধির বিনিময়ে জগৎকে হিংসা করিতে আসেন নাই। তাঁহার বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা—কোটি-ইন্দ্রিয়ে, কোটি-জিহ্বায় কৃষ্ণসেবার লালসা—অতৃপ্তা। পরিপূর্ণরূপে বৈষ্ণবতার আদর্শে—হরিভজনের শতকরা শতমাত্রায় সর্ব্বক্ষণ অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহার সেই লালসার তৃপ্তি নাই। তাঁহার এই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার মুক্তপ্রগহ-বৃত্তি অজ্ঞরূঢ়িজাত ধারণার কাছে অন্য প্রকার প্রতিভাত হইয়া ঈশবিমুখকে বঞ্চনা, আর ঈশ-সেবোন্মুখকে অধিকতরভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের দাস্যে নিযুক্ত করিতেছে।

এই আচার্য্যবর কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অন্যাভিলাষী গুরুব্রুবগণের ন্যায় নিজ শিষ্যে কোন-দিনই ভোগবুদ্ধি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি প্রত্যেক প্রপন্ন হৃদয়কে 'গোষ্ঠ' করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়া থাকেন,—বৈষ্ণবাচার্য্য কখনও শিষ্য করেন না—তিনি সর্ব্বত্র গুরুর-প্রকাশ-বৈভব দর্শন করেন ; তবে বৈষ্ণবাচার্য্যের শিষ্য-করণ-লীলা কিরূপ ? তাহার উদাহরণে তিনি মহর্ষি ভৃগুর দৃষ্টান্ত বলিয়া থাকেন,—"মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে। করাইল ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে।। জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়। কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয়॥" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯ম ৩৮৩-৮৪)॥ এরূপ ভাবে শিষ্যগণকে শিষ্য না ভাবিয়া তাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা মিলিয়া মিশিয়া—বিচরণ

করিয়া—সর্ব্বদা সঙ্গপ্রাপ্তির সুযোগ প্রদান করিয়া—অবিরাম হরিসেবার আদর্শ দেখাইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিয়া আর কেহ শিষ্যগণের কল্যাণের জন্য এরূপ অক্লান্ত যত্ন করিয়াছেন কিনা শুনা যায় না।

আমাদের প্রভুপাদের জ্বলন্ত আচার ও প্রচার সেবোন্মুখ-জনগণকে অপ্রাকৃত সহজ-পরমহংস শ্রীল-রায়রামানন্দের দেব-দাসীর গুহ্যাঙ্গ-স্পর্শনাদিতেই তাঁহার সর্ব্বোত্তম হরিভজন, আর স্বয়ং প্রভুর সেবনোদ্দেশ্যচ্ছলে পরম-বৈষ্ণবী বৃদ্ধা মাধবী-দেবীর নিকট বৈরাগ্যাভিনয়কারী ছোট-হরিদাসের ভিক্ষা বা তণ্ডুলানয়নচ্ছলে অপকৃষ্ট অপরাধের অনুষ্ঠানে প্রভৃতি তত্ত্বোপলব্ধি যেন হাতে কলমে দেখাইয়া দিতেছেন। "কর্ম্মীর-কাণাকড়ি" কোন দিনই তাঁহার নিকট আস্ফালন দেখাইতে পারে নাই। একবার তিনি বিশেষভাবে আহূত হইয়া হরিকীর্ত্তনের জন্য বৈষ্ণব-নামে প্রচারিত কোন রাজার প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। রাজার আদেশে ব্রাহ্মণ-পূজারী প্রতিদিন নানাবিধ চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় প্রসাদ তাঁহার জন্য রাখিয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি হরিকীর্ত্তনের জন্য তথায় যে দিবসত্রয় অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই তিন দিবসই সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিয়া নিরন্তর একমাত্র হরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তথায় বিভিন্নস্থান হইতে বহু বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই রাজার অনুগ্রহে পুষ্ট ও তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি ব্যক্তিগত সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকিলেও—প্রসাদাদি প্রাপ্তির জন্য অধিক সুবন্দোবস্ত থাকিলেও তিনি ঐ তিন দিনের মধ্যে একদিন মাত্র একটী তুলসী গ্রহণ ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন নাই। মায়ার খেলার বিচিত্রতা—কপটতার বিলাস-বৈচিত্র্য, ইনি যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়া শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহা অন্যত্র কোথাও শুনা যায় না। তাঁহার হরিকীর্ত্তন ও বিশ্লেষণ-প্রণালী যেন একটা পরার্দ্ধ-কোটিশক্তির অন্তর্ভেদী তড়িতালোক—যাহা এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে কপটতা-বিষসর্পের যত গর্ত্ত রহিয়াছে, সেইগুলির সুগভীর দুর্ভেদ্য অন্তঃস্থলে তাঁহার সেই অদ্ভুত শক্তিধর আলোক প্রবেশ করাইয়া পাতালস্থিত-গর্ত্তের এক-কোণে গোপনে লুকায়িত, সুপ্তপ্রায় বিষধরকে অতি পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিয়াছে।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' পরিত্যাগ করিয়া কেহই মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। বর্ত্তমানকালে অনেকেই তাহার ধার না ধারিয়াও গৌরভক্ত বলিয়া ডঙ্কা বাজাইতে দ্বিধা বোধ করেন না। "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যম্," "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা," "ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈঃ" "ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম" প্রভৃতি শ্লোক উল্লঙ্ঘন করিয়াও অনেকেই 'ভক্ত' ও 'রসিক'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। অনেকে সাধুত্ব সম্বন্ধে—ফল্গু-বৈরাগ্যকে সাধুত্ব, জীবন্মুক্ত বলিতে অস্বাভাবিক মূর্ত্তি-কল্পনা, বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্টতা, ঊর্দ্ধনেত্রে যোগাসনারূঢ়, রুদ্ধবাক্, বায়ুভোজী, মনস্তত্ত্ববিদ্, শারীর ও মানসিক-ব্যাধি-নিরাময়কারী বিভিন্ন বিভূতি প্রদর্শনকারী ইত্যাদি কত কি কল্পিত লক্ষণ চিন্তা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল ; কিন্তু ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর জীবন্মুক্ত-পুরুষের লক্ষণ শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের মূর্ত্ত আচরণসমূহে সমভিব্যক্ত হইয়া তাহাদের মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালা কল্পিত সেই পুতুলগুলিকে চূরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া তথায় জীবন্মুক্ত-পুরুষের এই জ্বলন্ত আলেখ্য স্থাপন করিয়াছেন,—"ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"—কায়মনো-

বাক্যেনিখিল অবস্থায় প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে হরিদাস্যের অনুসন্ধান কতদূর পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে, সেই আদর্শ জলন্ত মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদে দেখা যায়। 'যুক্ত বৈরাগ্য' কাহাকে বলে,-- তাঁহার নিত্য আচরণই উহার বিবৃতি রচনা করিয়াছে।

তাঁহার নিকট 'অসম্ভব' বলিয়া কোন শব্দ কেহ উপস্থাপিত করিতে পারিত না। তিনি-- সত্যসঙ্কল্প। তিনি একবার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, যতই বাধা-বিঘ্ন আসুক না কেন, তিনি তাঁহার সঙ্কল্প সাধন করিবেনই করিবেন। যেটা অতত্ত্বজ্ঞ সাধারণের বিচারে খুবই অসম্ভব, সেটা তিনি অবশ্যম্ভাবিরূপে দর্শন করতেন। যেখানে সকলে সম্পূর্ণ অসম্ভাবনা দেখিয়া নিরাশ অবশাঙ্গ, তাহার ভিতরে আরও অসম্ভবতার মেরু-মন্দারগুলি আনিয়া সেই অসম্ভবতা-শৈল-শ্রেণীকে যেন পরম সম্ভবতা-হেমাদ্রিরূপে মণ্ডিত করিয়া তুলিতেন,--ইহাও তাঁহার একটী বৈশিষ্ট্য। তিনি যতবার যত সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা কখনও অসম্পন্ন থাকিতে দেখা যায় নাই। প্রাকৃত কোন বস্তু অপ্রাকৃতের সহায়তা করিতে পারে,--অর্থের দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচার হয়--কর্ম্ম, ভক্তির সহায়তা করিতে পারে,--ইহা তিনি কখনও বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেন,--একমাত্র সেবাবৃত্তির দ্বারাই সর্ব্বসাধ্য সাধিত হইতে পারে। যেখানে সেবাবৃত্তির অভাব, সেখানে অর্থের মূল্য কানা-কড়ি-মাত্র, যেখানে অধোক্ষজ-সেবোৎসাহের অভাব, সেখানে কর্ম্মবীর--মৃতকের তুল্য। যতদিন যাঁহার সেবাবৃত্তি উদিত থাকিবে, ততদিন তাঁহার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার সম্ভব, কিন্তু ভগবৎসেবাবৃত্তির অভাবে বিপুল সৌধরাজী আর মঠ-মন্দিরাদিরূপে না থাকিয়া গঞ্জিকা-সেবী-লম্পটের আড্ডায় পরিণত হইবে। শ্রীমঠ একমাত্র শুদ্ধসঙ্কীর্ত্তনস্থলী। যেখানে শুদ্ধকীর্ত্তনরূপা নির্গুণা-সেবার অভাব, সেখানে হয় মিশ্র-সত্ত্বগুণ নির্গুন মঠের পরিবর্ত্তে তাহাকে প্রচ্ছন্ন-ভোগপর সেবাহীন ইন্দ্রিয়-প্রসাদক তপোবন বা কাননরূপে পরিণত করিবে, নয় রজোগুণের প্রাবল্য 'গ্রাম' বা মিথুন-ধর্ম্মের যজ্ঞস্থলীতে পর্য্যবসিত করিবে, নয় তমোগুণের প্রাবল্যে উহা দ্যূতক্রীড়া বা গঞ্জিকা-সেবন-ব্যসনাদির গুহারূপে পরিণত হইয়া পড়িবে। এই জন্য তিনি কোন মঠে অর্থ-সঞ্চয়াদি করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। অযুক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে সঞ্চিত অর্থ থাকিলে পরবর্ত্তিকালে মঠ নির্গুণ-কীর্ত্তনস্থলী না থাকিয়া অচিদ্বিলাস মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের কোনও না কোন একটী স্থানে নিশ্চয়ই পর্য্যবসিত হইয়া পড়িবে। ইহাই নিশ্চিত বাণী প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য আর একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'ভাব' হইতে 'ভাষার' উৎপত্তি। ভাবই ভাষারূপে পরিণত। যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া সত্ত্বোজ্জ্বল-সেবা-ভাবে বিভাবিত--কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যই যাহার ভাবভরকে নিত্য বিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার ভাষাও তদনুরূপই হইবে। বর্ত্তমান জগতের ভাষার সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাষার যে পার্থক্য, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন'। বর্ত্তমান জগতের চিন্তা-স্রোত, ভাবনার গতি--ভোগের দিকে। সেই ভোগটা--প্রকৃতিকে--সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুকে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভোগ করিবার স্পৃহা--এই দ্বিবিধ ভাবের ভোগপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান-জগতের সাহিত্যে আকারিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান কালের ভাষার স্রোত যদি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া

যায় যে,—সেই ভাষার সাহায্যে ভাষাবিদ্‌গণ যেন প্রকৃতিকে নানাভাবে ভোগ করিবার জন্য উদ্দাম হইয়া ছুটিতেছেন। বিরাট্ প্রকৃতিরই একটা ক্ষুদ্রতম অংশরূপা যোষিৎ ভোগ করিয়া যে অতৃপ্ত ভোগ-কামনা রহিয়া যায়, সেই অতৃপ্ত ভোগ-তৃষ্ণানলের লেলিহান কোটী জিহ্বাকে মহা-মোহিনী প্রকৃতির উপর প্রয়োগ করিয়া পিপাসা-শান্তির জন্য যে প্রয়াস, তাহাই বর্ত্তমান জগতের ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। শুধু প্রকৃতিকে ভোগ করিবার বাসনাটুকু নহে,—সেই বাসনা অতিব্যাপ্ত হইয়া রাবণের সীতা-হরণ-চেষ্টার ন্যায় ভগবদ্ভক্তি-ভোগের দুর্ব্বুদ্ধিও পোষণ করিতে বসিয়াছে। এখন আর শুধু জড়-জগতের ভাব-ভাবনা লইয়া সাহিত্য-রচনা আবদ্ধ থাকিতেছে না, এখন বৃন্দাবন-লীলা, রাই-কানুর পিরীতি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতিকেও প্রাকৃত-ভাষার মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে। বজ্রাঙ্গজী-মহারাজ যেরূপ বীর-দর্পে রাবণের দুর্ব্বুদ্ধির বাধা দিয়াছিলেন—রাবণের সীতা-হরণকে 'মায়া-সীতা-হরণ' বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদও বর্ত্তমানকালের প্রকৃতি-ভোগ-প্রবণ সাহিত্য-জগতে স্বীয় গুরু-গম্ভীর ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া দুর্ব্বুদ্ধি-গ্রন্থিসমূহকে ছেদন করিয়া দিতেছেন। তাঁহার ভাষার আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা কোন প্রকার প্রকৃতি-ভোগ-কামীর ইন্দ্রিয়-তর্পণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে না; সুতরাং সে এই ভাষাকে 'দুর্ব্বোধ্য' ও 'শুষ্ক' বলিয়া দূরে থাকে। কিন্তু এই ভাষার এমন একটা সৌন্দর্য্য যে, তাহার এক একটী শব্দ যেন এক-একটী অফুরন্ত সুসিদ্ধান্ত-সম্পৎ খনি আবিষ্কার করিয়া দেয়,—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের চরমকাষ্ঠার দিক্ নির্ণয় করিয়া দেয়। এই ভাষার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তাহা কোনও কদর্থকারীর দুরভিসন্ধি-দ্বারা দ্বিতীয়-ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হইতে পারে না,—তাহার গতি সহজ ও সরল। দুইদিকে এমন ভাবে সুরক্ষিত যে, কোন দিক্ হইতেই কোন খল আসিয়া সেই কৃষ্ণের পদচারণ-ভূমিকাকে কোন ভাবেই বিন্দুমাত্রও দূষিত করিতে পারে না।

তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা-স্বর্ণদী তখনই জগতে প্রবাহিত হয়—তখনই বজ্রনির্ঘোষী শব্দরাজির সহিত সুসিদ্ধান্ত-সৌদামিনী-মালা অবিশ্রান্ত প্রকটিত হইতে থাকে, যখনই কোন প্রতীপজন বিষ্ণু-বৈষ্ণব বা শ্রৌতপন্থাকে আক্রমণ করিবার ধৃষ্টতা দেখায়। আরও একবার তাঁহার অপ্রাকৃত সহজ সাহিত্য-নৈপুণ্যের সহিত কোটি-সিদ্ধান্ত-প্রস্রবণ-মুখ উন্মুক্ত হইতে দেখা যায়, যখন সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট পরিপূরণকার্য্যে নিষ্কপটে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দেয়। তাঁহার অকৃত্রিম শব্দবিন্যাস যেন বৈকুণ্ঠের রত্নালঙ্কার-সজ্জাপরিপাটি—সেই এক একটী শব্দরত্ন যেন এক একটী অখণ্ড অলঙ্কার-কৌস্তভ।

তাঁহার সমগ্র চরিত্রটী অক্ষজ-জ্ঞানের নিকট ভীম-হস্তস্থিত ভীষণ গদা-সদৃশ। দুর্য্যোধনরূপী অক্ষজ-জ্ঞান তাঁহার চরিত্রের সম্মুখে বিন্দুমাত্রও আস্ফালন দেখাইতে চাহিলে গদার সাঙ্ঘাতিক আঘাতে উহার উরুভঙ্গ হইয়া যায়। অক্ষজ-জ্ঞানের আস্ফালন করিয়া যখনই কেহ এই অধোক্ষজ-সেবকপ্রবরের চরিত্র বিচার করিতে গিয়াছেন, তখনই তাহার সমস্ত চেষ্টা প্রতিহত ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। অক্ষজ-জ্ঞান তাঁহার সহস্রমুখী কৃষ্ণানুসন্ধান-লালসাকে—তাঁহার অতৃপ্ত সেবা-বাসনকে—তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারে কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শকে ধারণা করিতে না পারিয়া বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

সর্ব্ব-প্রকার দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনও তাঁহার সমগ্র-চরিত্রের একটী বৈশিষ্ট্য। আজীবন দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন করিয়া বাস্তবসত্য কৃষ্ণের অনুসন্ধানই তাঁহার ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা। অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন শিক্ষা দিবার জন্যই যেন তাঁহার প্রকাশ। অসৎসঙ্গ বিচারে প্রকৃতি চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসরব্যক্তি চৈতন্য-বিমুখ। আর চৈতন্যভক্তের মনোঽভীষ্ট পূরণে আনুকূল্যকারী ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় উন্মুখ। চৈতন্য বিমুখগণ যত Dear near ones হউক না কেন সকলেরই সঙ্গ ছেড়ে দিতে হবে। তারা সব কৃমি-জাতীয়; আত্মার পুষ্টিকর খাদ্য রূপে যা' কিছু গ্রহণ করা যা'বে তা'তে আত্মশরীর পুষ্ট না হয়ে কৃমির শরীর পুষ্ট হ'বে। জীবাত্মার উপর যে দেহ ও মনরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম দুইটি আবরণ আছে, মানবজাতি সেই দু'টি খোসায় ক্ষণস্থায়ী ও বিশ্বাসঘাতক উপকারকেই উপকার মনে ক'রে থাকে। মানুষের আত্মবৃত্তি অধঃপতিত হয় হোক, মানুষের,দেহ ও মনের ভোগের যোগানদারী করে যা, তা'কে বাঁচানই জগতের তথাকথিত পরার্থি-সম্প্রদায় মানুষের উপকার ব'লে মনে করে। তা'দের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে। "প্রতীপজনেরে আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে।"—এই মহাজন-বাক্য তাঁহার সমগ্র চরিত্রে মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশিত তাঁহার নিকট সৎ ও অসতের সমন্বয় বা গোঁজামিল দিবার উপায় নাই,—তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত-কথিত 'খড়' ও 'জাঠিয়া বেটার' আদর্শ—যাহা বর্ত্তমান কপট-সমাজের একটা নিত্য-ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি সৎ ও অসতের মধ্যে, সজ্জনের ও দুর্জ্জনের মধ্যে, অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবের মধ্যে, এমন একটা পরিখা কাটিয়া দিয়াছেন,—এমন একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার অনুগ বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহারও তাহা লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। এইরূপ সতের নিকট হইতে অসৎকে অনন্তকোটি যোজন দূরে রাখাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি অসৎকে সৎ হইবার সুযোগ দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি প্রলম্বাসুরকে বা ময়ূরপুচ্ছধারী বায়সকে কখনও তাঁহার নাট্য-মন্দিরে নৃত্য করিতে দেন নাই। তাঁহার এমনই প্রভাব যে, ঐরূপ অন্যাভিলাষিগণ—কপটগণ—প্রলম্বাসুরগণ তাঁহার চিদ্‌বলের প্রভায় অচিরেই স্ব-স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজ-নিজ-বিবরে লুকাইয়া পড়ে।

তাঁহার চরিত্রের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, যত বড়ই দাম্ভিক—যত বড়ই অক্ষজ-জ্ঞান-প্রমত্ত—যত বড়ই তার্কিক হউক তাহাদের সমস্ত দাম্ভিকতা, অহমিকা, দুর্ব্বুদ্ধি, ঔদ্ধত্য ও বিরোধের দোকান লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হউক না কেন, সকলেই তাহার অমানুষি তেজের নিকট তাহাদের ভগ্ন-প্রবণ-কাচ-দ্রব্যগুলির মূল্য যে অতীব অল্প, অন্তরে তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের উন্নত-শির নত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যাহারা কপট, তাহারা অন্তরে-অন্তরে বুঝিয়া মুখে প্রকাশ করিয়া স্বীয় লঘুতা প্রচার করিতে অনিচ্ছুক হইলেও তাহাদের পরিম্লানবদনমণ্ডল নিজ-নিজ-অন্তরের সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া থাকে।

তাঁহার চরিত্রের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সকলকে পূর্ণ বস্তু দান করিতে চান। "অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্"—এই উক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপে তিনি যেখানে অপূর্ণতা—যেখানে আংশিক-ভাব, সেইখানেই কোন না কোন-ভাবে মায়ার অবকাশ লক্ষ্য করেন; তাই তিনি পরিপূর্ণ-বস্তু প্রদান করিতে কৃত-সংকল্প হইয়া সর্ব্বদা সকলের নিকট পূর্ণ হরিভজনের কথাই কীর্ত্তন করেন,—আংশিক হরিভজনের কথায় তাঁহার মন উঠে না—সকলকেই সার্ব্বকালিক হরিভজনের কথা বলিয়া থাকেন,—

পূর্ণবস্তু-প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক মানবকে, স্ব-স্ব-পূর্ণ আধার উন্মুক্ত করিয়া দিতে বলেন—সকলকেই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে বলেন। সার্ব্বকালিক হরিভজনের কথা এত দাগ বসাইয়া, এত জোর দিয়া, অনুক্ষণ আর কেহ কখনও প্রচার করেন নাই। সাধারণের ধারণায় সারাদিন সংসারের নানা-কাজের পর একটী নির্জ্জন-স্থানে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করা বা খানিকটা গান করা, কিংবা কিছুক্ষণ নাসা বন্ধ করিয়া ধ্যান করা, দিনের মধ্যে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট-সময়ে কয়েকবার ঘণ্টা নাড়া, অথবা কিছু-সময়ের জন্য কোন একটী সভায় বা বিশ্রামাগারে বসিয়া কীর্ত্তনাদি করা, সদালাপ বা গ্রন্থাদি পাঠ করা প্রভৃতি 'হরিভজন'। কিন্তু চব্বিশ-ঘণ্টাই-সকল-কার্য্যে প্রতি-পদবিক্ষেপে—প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে—এমন কি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার বৃথা সময় না দিয়া—জগতের অন্য কোন কথা ভাবিবার সময় না দিয়া এত অধিকসংখ্যক লোককে সর্ব্বস্ব সমর্পণ দ্বারা একসঙ্গে হরিভজন কে করাইয়াছেন? বিশেষতঃ জড়ভোগোন্মত্ত কর্ম্ম-কোলাহল-কলি-পরায়ণ যুগে ইহা কতদূর আশ্চর্য্যজনক, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

তাঁহার চরিত্রের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার হৃদয় 'বজ্রাদপি কঠোর' আবার 'কুসুম হইতেও সুকোমল'—তিনি রত্নাকরের ন্যায় গুরু গম্ভীর, আবার সুরধুনীর ন্যায় সর্ব্বশোধক। সাগরের কাছে যেমন কেহ যাইতে সাহস করে না,—দূরে—অতি-দূরে—সভয়ে—সচকিতে অবস্থান করে, তদ্রূপ কপট-ব্যক্তিও তাঁহার গুরু-গাম্ভীর্য্যের নিকট আসিতে পারে না,—ভীত ও লজ্জিত হইয়া দূরে অবস্থান করে; আবার অত্যন্ত পাপী-তাপীও যেমন অবাধে পতিত-পাবনী গঙ্গার ধারা স্পর্শ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া গঙ্গার নিকট যায়, সেইরূপ পাপ-তাপ-সন্তপ্ত-ব্যক্তি নিষ্কপটতা সম্বল লইয়া তাঁহার পাদপদ্মের নিকট উপস্থিত হইতে পারিত! কঠোরতার অন্তরালে তাঁহাতে যে কত কোমলতা রহিয়াছে—কচি নারিকেল-শস্য যেরূপ কঠোর আবরণ-দ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ তাঁহার পরদুঃখকোমল এবং সত্ত্বোজ্জ্বল-কোমল-হৃদয় বহির্ম্মুখের নিকট আবৃত রাখিবার জন্য বাহ্য কঠিন আবরণে আবৃত!

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা, সর্ব্বপ্রাধান্য ও উজ্জ্বলতম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করাই তাঁহার একটী সর্ব্ব-প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পারমার্থিকতা ও নিত্য-সেব্যতা শাস্ত্রে ও গোস্বামিগণের শিক্ষায় থাকিলেও বর্ত্তমানকালে সদ্-গুর্ব্বানুগত্য-বিমুখ যুগে এরূপ পরিস্ফুট ও বিস্তারিত-ভাবে হাতে-কলমে ধরিয়া গুরুর নিত্য-সেব্যতা ও পারমার্থিকতা আর কেহ শিক্ষা দিয়াছেন কি না জানা যায় নাই। বর্ত্তমান যুগে গুরুবরণাদি ব্যাপার একটা সামাজিক ও নৈতিক প্রথারূপেই প্রচলিত; কোথাও বা গুরুকে একটী খণ্ড মর্ত্ত্যজীববিশেষ, কোথাও বা তাঁহাকে উন্মত্ত ধার্ম্মিকতার উর্ব্বর-কল্পনা-ভূমিকায় বিষয়-তত্ত্বের একটি বিকৃত আদর্শরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। অনেক স্থলে "তোমার গুরু", "আমার গুরু", "তাহার গুরু",—এইরূপ গুরুতে খণ্ডবিচার-বুদ্ধির প্রদর্শনী সাজাইয়া গুরুর শিক্ষা-দীক্ষার সহিত স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করা হয়। অনেক স্থলে আবার গুরুকে আত্মসম্মান-প্রতিষ্ঠা-সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের একটী পশ্চাদ্‌ভূমিকা বা স্বীয় চরিত্র-চিত্রের একটী অপাশ্রিত অংশে কোনওরূপে স্থান প্রদান করিয়া আপনাকেই 'প্রধান নায়ক' বলিয়া স্থাপন করা হয়, কোথাও বা কেহ কেহ আপনাকে নিজগুরু হইতেও

কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করেন, কেহ বা স্বীয় কপটাচার সমর্থন করিয়া লোকসমীপে "ধার্ম্মিক" বলিয়া খ্যাতি পাইবার জন্য মূর্খতার আদর্শকেই গুরু-প্রতিমারূপে গঠন করিয়া উহাকে ত্রিরাত্র ঢাক-ঢোল বাজাইয়া পূজা-উৎসব এবং অন্তিমে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এইরূপ গুরুক্রুব ও শিষ্যক্রুবগণের বিবিধ মনোহারী দোকান এই মায়ার রঙ্গ-মঞ্চের দ্বারে সজ্জিত রাখিয়া লোকের চিত্ত-বিত্ত নানাভাবে হরণ করিতেছিল। এই আচার্য্য-কেশরী এই যুগে অবতীর্ণ হইয়া গভীর মেঘমন্দ্রে জানাইয়া দিলেন, —গুরুপাদপদ্ম পারমার্থিক ও নিত্যবস্তু, তাহা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে। 'তোমার গুরু' 'আমার গুরু'—এই খণ্ডবিচার লৌকিক-গুরুনামধারিগণের প্রতিপ্রযুক্ত হইলেও পারমার্থিক গুরুদেব সেরূপ খণ্ডিত বস্তু নহেন; তিনি অদ্বয়-জ্ঞানেরই প্রকাশতত্ত্ব। বস্তুতঃ জগদ্‌গুরুই—গুরু; অপরে 'গুরু'-নামের অযোগ্য। সেই গুরুদেবের নিত্য-আনুগত্যই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম। যেখানে 'গুরু' গৌণভাবে অঙ্গীকৃত হন বা গুরু হইতে বাড়িয়া 'অতিবাড়ী' হইয়া যাইবার অভিলাষ, সেখানে গুরুপাদপদ্ম নাই, কেবলমাত্র 'লঘু'র তাণ্ডব নৃত্য।

বর্ত্তমান-যুগের পণ্ডিত-সমাজে 'বেদান্ত' বলিতে নির্ভেদ-জ্ঞান-প্রতিপাদক বিচার-গ্রন্থই নির্দিষ্ট হইত; কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অসামান্য, অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানাইলেন যে, ভক্তিই একমাত্র বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতামৃতই সহজ ও অকৃত্রিম বেদান্ত-নির্য্যাস। শ্রীচৈতন্যদেব, তাঁহার পার্ষদভক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাম্নায়ে যাবতীয় ভক্তগণের চরিত্র যেন একটী স-ভাষ্য ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত। এইরূপ কথা এই যুগাচার্য্য ব্যতীত এরূপ পরিষ্কারভাবে সকলের চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়া আর কেহ বলিয়াছেন কি না—জানা যায় নাই।

বর্ত্তমান পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে অনেকেরই ধারণা এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থ বেদের পরবর্ত্তিকালে প্রকাশিত বলিয়া তৎপ্রতিপাদ্য বিষয় এবং তৎপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম আধুনিক—কিন্তু এই যুগাচার্য্যই এই যুগে সমগ্র পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত-পুরাণ-প্রতিপাদ্য 'বিষয়' ও 'ধর্ম্ম' সংহিতাদি অতিপ্রাচীন গ্রন্থেরও পূর্ব্ব হইতে অনাদি-সত্যরূপে প্রচারিত রহিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋক্‌-সংহিতার প্রকাশ কালেরও বহুপূর্ব্বের কথা। পুরাণের আকর-গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বৈদিক-গ্রন্থ কালক্রমে অনেকগুলিই তিরোহিত হইয়াছেন। সেইগুলি পুরাণ-রচনা-কালের পরবর্ত্তিকালে অনাদৃত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের আকর-গ্রন্থগুলি সম্প্রতি নিতান্ত দুর্ল্লভ হইয়াছে। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ আসন সংরক্ষণের জন্য ভাগবতাপরাধী ব্যবসায়িগণের দুর্ব্বুদ্ধিতে গদাঘাত করিয়াছেন; এবং তিনিই জানাইয়াছেন, 'ভাড়াটিয়া কখনও ভক্ত নহে'। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিতে হইবে—শ্রীমদ্ভাগবতকে দিয়া নিজের সেবা করাইতে হইবে না। শ্রীশালগ্রামপ্রভুর সেবার জন্য বাদাম ভঙ্গিতে হইবে, কিন্তু নিজে বাদাম খাইবার জন্য শালগ্রাম প্রভুকে বাদাম ভাঙ্গিবার যন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নিকট 'মূর্ত্তিমান যমরাজ', কপটিগণের নিকট 'অব্যর্থ

গাণ্ডীব' অন্যাভিলাষীর নিকট 'ভীষণ দণ্ডধৃক্', কুদার্শনিকের নিকট 'মূর্ত্তিমান সুদর্শনচক্র', অসচ্চরিত্রের নিকট 'অরসিক'; রসাভাসকারী ও সিদ্ধান্তবিরোধীর নিকট 'নিরস জ্ঞানী', 'বৈষ্ণবব্রুবের নিকট 'নাস্তিক' আর নিষ্কপট সজ্জনগণের নিকট একমাত্র নির্হেতুক-পরদুঃখ দুঃখী, মহাবদান্য-শ্রীচৈতন্যদেবের; অমন্দোদয়া দয়া-শক্তির প্রকাশ ও দুঃখী দুর্ব্বল জীবের একমাত্র আশ্রয়। তিনি বর্ত্তমান অভিজ্ঞতাবাদের যুগে এমন একটা নূতন কথা বলিয়াছেন যে, তাহাতে সমস্ত পরাক্প্রবণ পণ্ডিতসজ্ঞ যেন নির্ব্বাকের ন্যায় তাকাইয়া সেই গঙ্গোত্রীধারার কূলকিনারা পাইতেছেন না। সেই গঙ্গোত্রী কৃষ্ণপাদপদ্ম হিমালয়হইতে উদ্ভূত হইয়া জীবোদ্ধারের জন্য বিভিন্ন স্থল ভূমিকায় অবতরণ করিয়াছেন। এই জলে অবগাহন করিলে ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল এবং শ্রবণাঞ্জলি দ্বারা পান করিলে কৃষ্ণপ্রসাদ-সুধাসারের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাকেই এই আচার্য্য প্রবর 'শ্রৌতপন্থা' বা 'অবরোহবাদ' বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন।

তাহার নিকট যত বড়ই তার্কিক, সার্ব্বভৌম পণ্ডিত নামধারী ব্যক্তি উপস্থিত হউন না কেন, কেহই তাঁহার সদ্যুক্তি সিদ্ধান্তের সহিত যুক্তিসঙ্গত বিচার করিলে তাঁহার সিদ্ধান্ত অতিক্রম করিয়া অন্য কোন বিপথে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার শাস্ত্রানুমোদিতা সদ্যুক্তির নিকট অনিবার্য্য পরাজয়ের ভয়ে যুক্তিসঙ্গত সুসিদ্ধান্ত বিচার পথ ছাড়িয়া অন্য কোন দুরভিসন্ধিকে আশ্রয় করিয়া যান, তাঁহারা উন্মার্গগামী হইয়া নিশ্চয়ই কুসিদ্ধান্ত-গর্ত্তে পতিত হন। অনেক সার্ব্বভৌম পণ্ডিত নামধারী ব্যক্তিগণও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই আচার্য্যের যুক্তির সহিত কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ক্ষমতা নাই। এই আচার্য্যের শ্রীমুখপদ্মবিনির্গত যুক্তি-যূথিকা সৌরভ সর্ব্বসজ্জনানন্দবর্দ্ধক।

বর্ত্তমান আনখ-কেশাগ্র-বিষ্ণুবিরোধ যুগে অপভ্রষ্ট দেবতাগণের ন্যায়, বাস্তবসত্য বিষ্ণুর অনুকরণে যখন সর্ব্বত্রই পাষণ্ডতার অবতারসমূহ নূতন নূতন আকারে সৃষ্টি হইতে থাকিল, তখন এই আচার্য্য-কেশরীই উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন সেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের বাণী,—

> কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। আপনারে গাওয়ায় বলি নারায়ণ॥
> দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার। কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
> শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর। যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর॥

যখন গৌর-বিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনুরাগের পরিবর্ত্তে নূতন নূতন তত্ত্ববিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট ছড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে থাকিল, যখন শ্রীল জগন্নাথ ও ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভৃতি মহাজনগণ ঐ সকল নব-প্রবর্ত্তিত কুবিষয়-কীর্ত্তনের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত এবং ঐরূপ অপরাধিগণকে ভীষণ নামাপরাধি-জ্ঞানে উপেক্ষা করিলেন, তখন অহৈতুক জীবদয়াময় এই আচার্য্যবর শুদ্ধগৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন-পরিত্যাগী অর্থাৎ গুরুত্যাগিগণের তত্ত্ববিরুদ্ধ-রসাভাসাদি দোষসমূহ উদ্ঘাটন করিয়া জগতে শুদ্ধ-কৃষ্ণকীর্ত্তনের মন্দাকিনীধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কৃষ্ণবিমুখ যুগে সকলেইকৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের বস্তুকে—কৃষ্ণসেবোপকরণকে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণে নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত। এই সংক্রামক রোগ সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়া দুর্ব্বল জীবগণকে অনর্থ-সাগরে পাতিত করিতেছিল। এই আচার্য্যপ্রবর এই যুগে উদিত হইয়া জানাইলেন, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু

তোমার ভোগের বস্তু নহে। অপ্রাকৃত সাহজিকগণ—অনর্থযুক্ত পুরুষগণ চিল্লীলা-মিথুনের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কৃষ্ণকর্ণোৎসব-স্বরূপ যে সকল গীতি কীর্ত্তন বা অপ্রাকৃত সহজ-সেবা-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অনর্থযুক্ত অনধিকারী 'গাছে না উঠিতে এক কাঁদি'—এই ন্যায়ানুসরণে কৃত্রিমভাবে নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অনুকরণ করিতে গেলে অনর্থ হইতে মহা অনর্থ-সাগরের গভীর অতলজলে ডুবিয়া মরিবে। বর্ত্তমান বৈষ্ণবব্রুব-সমাজে, ভাড়াটিয়াগণের মধ্যে, আত্মহিতবিমুখ-জন-সঙ্ঘে, হাটে-বাজারে, সাহিত্য-সভায়, আনন্দোৎসবে, রঙ্গমঞ্চে, যাত্রালয়ে "রাইকানুর গান" না হইলে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞটী পরিপূর্ণ হয় না। কিন্তু এই আচার্য্যকেশরী সিংহের হুঙ্কারে সেই শ্রীশুকদেবের বাণী বিবৃত করিয়া বলিলেন,—"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতুমনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম ॥"

তিনি প্রতি জীবকেই কীর্ত্তনের অধিকার প্রদান করিয়া কাককে গরুড় করেন—মুককে বাচাল করেন—পঙ্গুদ্বারা গিরি লঙ্ঘন করান। ইহা শুধু গল্পের কথা মাত্র নহে। জগতের উচ্চপাদপীঠে আরূঢ় অনেকে নীচকে কিঞ্চিৎ উচ্চ অধিকার প্রদানের লোভ দেখাইয়া আপনাদিগের উচ্চপীঠ নীচের আক্রমণ হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিষেধক উপায় উদ্ভাবন করেন বটে; কেহ বা গীতোক্ত "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" বাক্যের আদর্শ কিঞ্চিৎ অনুকরণ করিতে পারিলে 'মহা উদার' বলিয়া জগতে খ্যাত হন বটে, কিন্তু কাককে 'গরুড়' করিতে পারেন, সর্ব্বজীবকে গুরুর বৈভব-প্রকাশরূপে দর্শন করিতে পারেন—একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়াশক্তি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদে এই বৈশিষ্ট্যটীর পূর্ণঅভিব্যক্তি ছিল।

তিনি অবঞ্চক হইয়াও বঞ্চনা—কামীর নিকট পরমবঞ্চক;—তিনি অমায়ায় করুণার ধারা অজস্ররূপে বর্ষণ করিলেও বঞ্চনাকামিগণের নিকট মায়ী। নিষ্কিঞ্চন ভাগবতবর মহাত্মা বংশীদাস-বাবাজী মহারাজ এ-কথার আভাস কাহাকেও ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন। তাই বিদ্বৎপরমহংস হইয়াও তিনি কৃষ্ণ-চৈতন্য-বিরোধিগণের মোহনার্থ দণ্ড ও বিলাস-বৈভবাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক নানাপ্রকার ছলনা বা বঞ্চনাময়ী ক্রিয়া-মুদ্রার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিদণ্ড-কাষায়বস্ত্রাদি তুর্য্যাশ্রমলিঙ্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনাকে বৈষ্ণবদাসরূপে পরিচিত করিয়া আত্মদণ্ড-বিধান-প্রদর্শনদ্বারা কৃষ্ণচৈতন্য-বিরোধী প্রাকৃত-সাহজিকগণকে বঞ্চনা করিয়াছেন। অক্ষজ-নীতিবাদীর নিকট উর্দ্ধরেতা এবং বিমল নৈতিক-চরিত্রবান্ প্রভৃতিরূপে আপনাকে প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকেও নিজ গৌর-মুকুন্দ প্রেষ্ঠস্বরূপ বুঝিতে দিতেছেন না। যাঁহারা তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে চাহেন, তাহাদিগকে তিনি সেইরূপ ভাবেই ভজন করেন। যাঁহারা তাঁহার শাসন-দণ্ডকে 'দয়া' না বুঝিয়া 'হিংসা' বলিয়া জ্ঞান বা যাঁহারা তাঁহার আদর-প্রদর্শনকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই সুযোগে তাঁহাকে আরও বঞ্চনা করিতে চাহিবেন, তাঁহারা উভয়েই বঞ্চিত হইবেন। যাঁহারা তাঁহার মনোঽভীষ্টক-পূরণ ব্যতীত নিজের তহবিলে পৃথগ্‌ভাবে কোন অন্যাভিলাষ লুকাইয়া রাখিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন। তাঁহার পরবিদ্যাপীঠসংস্থাপন প্রভৃতি দেখিয়া যাঁহারা পরবিদ্যা বা ভক্তি-বিনোদ সাধন করিবার পরিবর্ত্তে আত্মবিনোদ সাধনের অভিলাষ পোষণ করিবেন—স্বতন্ত্র হইয়া নিজের তহবিলে কিছু 'জমা' করিতে যাইবেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। যাঁহারা স্বরূপ-

বৃত্তিতে—শোকরহিত বৈষ্ণবদাস্যরূপ ব্রাহ্মণ-বৃত্তিতে উদ্‌বুদ্ধ না হইয়া—অধোক্ষজ কৃষ্ণপাদপদ্মে কায়-মনোবাক্য নিরন্তর দণ্ডিত করিবার নিষ্কপট অভিলাষ না লইয়া জাগতিক কোন অভ্যুদয়ের কামনায়—কোন প্রতিষ্ঠার কামনায় সূত্র-দণ্ডাদি-গ্রহণের অভিনয়মাত্র দেখাইবেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। যাঁহারা গোস্বামিষট্‌ক, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর এবং এই আচার্য্যবরকে অভিন্ন-বিগ্রহরূপে না জানিয়া অদ্বয়-জ্ঞানের বিরোধী হইবেন তাঁহারা মায়ার ছলনায় পড়িয়া নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন।

মক্ষিকার মেরুদণ্ড ধারণের ন্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনন্ত গুণবৈভবের মহামহিমা-রাশির কিয়দংশও এই মুখে ধারণ করা যায় না। তথাপি তাঁহার অফুরন্ত কীর্ত্তিকীর্ত্তনে জিহ্বার কীর্ত্তন-কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইলে, মহাপুরুষ-কীর্ত্তি-কীর্ত্তন-রসিকা জিহ্বা সেই মাহাত্ম্য-সঙ্কীর্ত্তনে অতীব চঞ্চলা হইয়া আপনার হৃদয়-মঞ্জুষা উদ্ঘাটিত হইলে, উন্মুক্ত অফুরন্ত ভাণ্ডারের রত্ন-আহরণে দিশাহারা হইয়া অন্ত না পাইয়া অধীর হইতে হয়।

ষষ্ঠ সম্পদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচার সূচী

১৯২১ সালের মার্চ্চমাসের শেষভাগে পুনরায় পুরীতে গমন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা প্রচার করেন। সেই সময় "আচার ও আচার্য্য" নামক পুস্তকটি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থস্বামীর মীমাংসার সহিত প্রকাশিত হওয়ায় ধর্ম্মব্যবসায়ী ও লৌকিক গুরু-গোস্বামী উপাধিধারী সম্প্রদায়ের চিন্তস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করে। তৎপরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ধানবাদ, কাট্‌রাসগড়, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন। ঢাকায় একমাসকাল "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ত্রিশপ্রকার ব্যাখ্যা এবং ১৩ অক্টোবর শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা ও ৩১শে অক্টোবর তথায় শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ ও মহোৎসব সম্পাদন করেন। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে হরিকথা প্রচার করিয়া নবদ্বীপ-মণ্ডলে চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের লুপ্তসেবা উদ্ধার, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাব-ভূমি 'মোদদ্রুমদ্বীপে' ছত্র-প্রতিষ্ঠা এবং কলিকাতা ও তাহার পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে প্রচার করেন।

১৯২২ সালের ৯ জুন পুরীতে ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীগৌর-বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভুর অনুগমনে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা, পুরুষোত্তম-পরিক্রমা ও অনবসরকালে আলালনাথ গমন করেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-তিথি-উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। পুরী হইতে নিজ অনুগত প্রচারকগণকে প্রেরণ করিয়া কটক, বারিপদা, কুয়ামায়া, উদালা, কপ্তিপদা ও নীলগিরি প্রভৃতি স্থানে চৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

১৯২২ সালের ১৯ আগষ্ট ভাগবত-প্রেস হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের মুখপত্র সাপ্তাহিক

"গৌড়ীয়" প্রথম প্রকাশ করেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর ব্রজমণ্ডলে শুদ্ধভক্তি-কথার প্রচারকেন্দ্র স্থাপনোদ্দেশ্যে মথুরা, বৃন্দাবন ও শ্রীরাধাকুণ্ডাদিস্থানে ভক্তগণসহ গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীলালাবাবুর মন্দিরে বিদ্বন্মণ্ডলি-মণ্ডিত সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরে উর্জ্জব্রতকালে ঢাকায় শুভবিজয় করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ-বিচার করেন। ইহার পরেই কুলিয়ার অপরাধ-ভঞ্জন-পাট প্রকাশ ও সাওতাল পরগণায় হরিকথা প্রচার করেন।

১৯২৩ সালের ২রা মার্চ্চ শ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। সরস্বতী ঠাকুরের পরিকল্পনানুসারে এই মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী মূল প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ এবং চতুঃকোণে শ্রী, ব্রহ্ম রুদ্র, ও চতুঃসনের সহিত যথাক্রমে শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্কের আসন রচিত হইতে থাকে। পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারের পর পুনরায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের উৎসবোপলক্ষে পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-লীলার অনুগমনে রথাগ্রে নৃত্য এবং উপস্থিত বহু শ্রোতার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সে বৎসর মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, ভদ্রকের শশীমোহন গোস্বামী প্রভৃতি অনেকে হরিকথা শ্রবণ করেন। ময়ূরভঞ্জ ও মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে প্রচারকবৃন্দের দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন এবং বর্দ্ধমানের আমলাযোড়া গ্রামেও বরিশালের বানরিপাড়ায় স্বয়ং সপার্ষদে গমন করিয়া হরিকথা প্রচার করেন। ১৯২৩ সালে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক উৎসবের পূর্ব্বে কলিকাতার গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্ স্থাপন করিয়া তথা হইতে 'গৌরকিশোরান্বয়'; 'স্বানন্দ-কুঞ্জানুবাদ'; 'অনন্তগোপাল তথ্য' ও 'সিন্ধুবৈভব' বিবৃতির সহিত খণ্ডে খণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন।

১৯২৪ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারী শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের পঞ্চাশত্তম বর্ষপূর্ত্তি তিথি সমাগত হইলে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়; তদুপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে অভিভাষণ প্রদান কারেন তাহা বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটী অতিমর্ত্ত্য অমূল্য রত্নরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ১৯২৪ সালে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের সময় ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ হইতে সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবর প্রথম সংস্করণ সম্পাদন করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ১৯২৪ সালে ৭ই জুলাই ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডি-মঠ-প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে প্রচার ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে সারস্বত-আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তগণের অধ্যাপনা ও ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীর বিপুল প্রচার করেন। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে শ্রীগৌড়ীয়মঠে কলিকাতায় ময়ূরভঞ্জের রাউৎরায়সাহেব, জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, নেপালের হিজ্ এক্সিলেন্সী জেনারেল পুণ্যসমসের রাণা জংবাহাদুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার বাণী শ্রবণ করেন। অক্টোবর মাসে পঞ্চমবার ঢাকায় পদার্পণ করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মাধ্বম-সম্প্রদায়, মধ্ব ও পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন, মধ্ব ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং মাধ্ব-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৬ডিসেম্বর কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বন্মণ্ডলি-মণ্ডিত সভায় "ধর্ম্মজগতে বৈষ্ণব-দর্শনের স্থান" সম্বন্ধে

বক্তৃতা করিয়া তথাকার প্রাচ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী এম, এ, প্রমুখ শ্রোতৃমণ্ডলী দ্বারা অভিনন্দিত হন। অতঃপর কাশীতে শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত স্থানের অনুসন্ধান ও প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে রূপ-শিক্ষার স্থান নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কপূত আড়াইল গ্রামে গমন ও হরিকথা প্রচার করেন।

১৯২৫ সালের ৫ই জানুয়ারী শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ শ্রীনাথ ভট্টদেশিক প্রভুদ্বয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৯২৫ সালের ২৯ জানুয়ারী গৌণমণ্ডলে মহাপ্রভুর পার্ষদগণের বিভিন্ন লীলা স্থান বহু ভক্ত-সঙ্গে পরিক্রমা করিতে করিতে গৌরপার্ষদগণের সেবাময় ভাবে বিভাবিত হইয়া তত্তৎস্থানে পুনঃ শুদ্ধ-ভক্তির কথা প্রচার করেন। সেই বৎসর নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় কোলদ্বীপ-পরিক্রমাকালে হস্তীপৃষ্ঠো-পরিস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ এবং তদনুগমনকারী সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের প্রতি মাৎসর্য্য-দগ্ধ ধর্ম্মব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিভূস্বরূপে দুর্ব্বৃত্তগণ কোলদ্বীপের পোড়ামা-তলায় শত শত ইষ্টক বৃষ্টি করিতে থাকে। ১৭ই এপ্রিল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে কলিকাতায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট ভাগবত-বাণী ও "আগমপ্রামাণ্য" হইতে দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিচার শ্রবণ করেন। তৎপরে প্রচারকবর্গকে শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে প্রচারে প্রেরণ করেন।

১৯২৬ সালে শ্রীমায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব ও তিনদিবসকাল নামযজ্ঞের প্রবর্ত্তন করেন। এপ্রিল মাসে চিরুলিয়ায় ভাগবতজনানন্দ মঠ প্রতিষ্ঠা, মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার, নিজ অনুগত ত্রিদণ্ডিপাত্রগণকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম-ভারতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারার্থ প্রেরণ, ভারতের সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তি-সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা এবং প্রবলভাবে হরিকথা প্রচার আরম্ভ করেন। উক্ত নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়া তথায় শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত আলোচনা, বিচার ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই সময়ে বিভিন্ন-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্য-মুকুটমণি বলিয়া অভিনন্দিত করেন। শ্রীনাথদ্বারের মহান্ত মহারাজ, বোম্বাইর গোকুলনাথ গোস্বামী মহারাজ, উড়ুপীর মাধবাচার্যমঠের মঠাধীশ, সালিমা-ন বাদের গাদির মঠাধীশ প্রমুখ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত অভিনন্দনী প্রদান করেন। এই সময় নৈমিষারণ্যে পরমহংস মঠ, শ্রীমায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠ স্থাপন এবং শ্রীচৈতন্য-মঠে নবনির্ম্মিত উনত্রিংশ চূড়ার মন্দিরে আচার্য্যগণের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২৭ সালের ১৫ই জুন হইতে ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী—এই তিন ভাষায় "সজ্জন তোষণী" পত্রিকার পুনঃ প্রকাশ করেন। ইহার ইংরাজী নাম হয়—The Harmonist" ১৯২৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মানভূম ডুমুরকোন্দায় শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে কাশী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর, গলতাপর্ব্বত, সালিমাবাদ, পুষ্কর, আজমীড়, দ্বারকা, সুদামাপুরী,

গিরি পর্ব্বত, প্রভাস, অবন্তী, মথুরামণ্ডল, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র এবং নৈমিষারণ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

১৯২৮ সাল হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় কলিকাতা-এলবার্ট-হলে ও কলিকাতার বিভিন্ন সাধারণ স্থানে বক্তৃতার মধ্য দিয়া সর্ব্বসাধারণে হরিকথা প্রচার করাইতে থাকেন এবং চৈতন্য-চরিতামৃতের ৪র্থ সংস্করণ সম্পাদন করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর বাগবাজারে গৌড়ীয়মঠেরমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। ৭ই অক্টোবর আসাম-প্রদেশে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্তসহ প্রচার করিয়া শিলংএ শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রমুখ সজ্জনগণের নিকট ও শিলংএর কয়েকটী সাধারণ সভায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৪ঠা নভেম্বর কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে মাথুর-বিরহ-কাতর গোপীগণের ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের বিপ্রলম্ভভাবের সেবা অনুসরণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়া অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন ও লক্ষ লক্ষ লোককে গৌরনাম শ্রবণ করান সেই সময় কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরবিগ্রহ-প্রকাশ ও ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন করেন। ৩০শে ডিসেম্বর মহামহো-পাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণকে শ্রীগৌড়ীয়মঠে কলিকাতায় বিস্তৃতভাবে দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন।

১৯২৯ সালে ১লা জানুয়ারী কৃষ্ণনগরে একায়ন মঠ স্থাপন করিয়া শ্রুতির একায়ন স্কন্ধ ও বহ্বয়ন শাখা সম্বন্ধে মৌলিক বিচার জগতে প্রবর্ত্তন করেন। ১৪ই জানুয়ারী আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ এলবার্ট্-ই-সাদার্সএর নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে বৃহত্তর ও পূর্ণতম খৃষ্টধর্ম্ম (Extended and Perfect Christianity), তৎসম্বন্ধে বলেন। ১৬ জানুয়ারী নূতন দিল্লীতে দিল্লী গৌড়ীয়মঠ স্থাপন করেন। ৩০শে মার্চ্চ কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউন-হলে "শ্রীনাম"-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। মে মাসে নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের চন্দনযাত্রা প্রবর্ত্তন এবং আলালনাথ-মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করেন। ১১ আগষ্ট কলিকাতা এল্‌বার্ট্-হলে "গৌড়ীয়-দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৩ অক্টোবর কানাইর নাটশালা ও ১৫ অক্টোবর মন্দারে শ্রীচৈতন্য-পাদ-পীঠ স্থাপন-পূর্ব্বক রাজমহল, ভাগলপুর, নালন্দা, রাজগিরি প্রভৃতি স্থানে ভক্তগণসহ প্রচার করিতে করিতে কাশীতে যাইয়া শ্রীসনাতন-শিক্ষা ব্যাখ্যা করেন। ১লা জুন শ্রীমায়াপুর পোষ্ট অফিস উন্মুক্ত হয়। ১লা নভেম্বর হইতে তাহা স্থায়ীরূপে পরিণত হয়। শ্রীমায়াপুরে ঈশোদ্যান ও শ্রীচৈতন্য মঠের মন্দিরে তড়িদালোক প্রকাশ করেন।

১৯৩০ সালে ৮ই জানুয়ারী মঃমঃ ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, বিভিন্ন আচার্য্যের অভ্যুদয়কাল, পঞ্চরাত্র, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও বিচার শ্রবণ করেন। জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ-উপলক্ষে তথায় শ্রীরূপ-শিক্ষার্থ প্রচারকগণকে নিযুক্ত ও শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ প্রকাশ করেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত "শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী" নামক ভাগবত-প্রদর্শনী উদ্বোধন শ্রীমায়াপুরে করেন। বিজ্ঞানাচার্য্য ডক্টর স্যর পি, সি, রায় এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত ও আচার্য্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হন। ৪ঠা মে মিঃ ই, এইচ, নেপার শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ভারতীয় পারমার্থিক-দর্শনের কথা শ্রবণ করেন। ২৫ মে ছত্রভোগে বহু

সত্যানুসন্ধিৎসুকে কৃপা করেন। জুলাই মাসে কটক সচ্চিদানন্দমঠে শুভবিজয় করিয়া তথায় বহুলোকের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৮।৩।১৯৩০ শ্রীপাদ গোরগোবিন্দ-বিদ্যাভূষণকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও শ্রীপাদ নৃসিংহদাস ব্রজবাসীকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহা-রাজ সন্ন্যাস নাম প্রদান করেন। ২২শে আগষ্ট এলাহাবাদে অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ মনোমোহন সান্ন্যাল মহাশয়ের ভবনে ডক্টর পি, কে, আচার্য্য-প্রমুখ স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেক পরিপ্রশ্নের মীমাংসা করেন। ৫ই অক্টোবর কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোড্ হইতে বাগবাজারের নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়-মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও ভক্তগণসহ প্রবেশ করিয়া তথায় শ্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ-উৎসব সম্পাদন, পারমার্থিক-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন ও একটি পারমার্থিক সম্মিলনী আহ্বান করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দির-নির্ম্মাণকারী শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ১৯শে নভেম্বর নিত্যধামে গমন করেন। ২৫শে ডিসেম্বর যাজপুর, ২৬শে কূর্ম্মক্ষেত্র, ২৭শে সিংহাচল, ২৯শে কভুরও ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলগিরিতে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন ও তত্তৎ প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। স্যর পি, এস, শিবস্বামী আয়ার কে, সি, এস্, আই; ডক্টর ইউ, রামরাও; পি, এন্, সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যবাণীতে আকৃষ্ট হন।

১৯৩১ সালের ৩রা এপ্রিল শ্রীধাম-মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট্ উদ্ঘাটন ও তদুপলক্ষে আহূত বিরাট সভায় "অপরা পরাও বিদ্যা" সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রদান করেন। ৩রা মে দার্জ্জিলিং এ শুভবিজয় করিয়া তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। ২৮শে জুন শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর পার্ষদ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাটের (চাকদহ) সেবাভার গ্রহণ ও তথায় এক বিরাট্ সভায় অভিভাষণ প্রদান করেন। ১২ জুলাই আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয়ানাথ প্রকাশ ও ১৭ই জুলাই ময়ূরভঞ্জের মহারাজের আনুকূল্যে সংগ্রহীত ভূমিতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন, তৎপরে কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। কতিপয় প্রচারককে শিমলা-শৈলে প্রেরণ করিয়া তথায় হরিকথা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ৩০শে জুলাই ডক্টর কালিদাস নাগ প্রমুখ ব্যক্তিগণের নিকট কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে বিরাট্ 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী' প্রকাশ করেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ১৬ই রায়বাহাদুর ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীবিরাজ মোহন মজুমদার, ১৮ই পৃথিবী-পর্য্যটক জার্ম্মান-মনীষী Dr. Magnus Hirschfeld, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর স্টেলা ক্রেম্‌রিস্ প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠে আসিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। গৌড়ীয়মঠের বিশেষ উৎসবেও অভিভাষণ প্রদান করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর কর্নেল দ্বারকা প্রসাদ গোয়েল এবং ৯ই অক্টোবর আমেরিকান পৃথিবী-পর্য্যটক এ, জারষ্ট্রড জেকব সাহেবের নিকট অপ্রাকৃত শব্দ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধেব্যাখ্যা করেন। ১১ অক্টোবর প্রয়াগে এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার মঃমঃ ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা, এলাহাবাদ-ডিভিসন্যাল কমিশনার মিঃ বিনায়ক নন্দশঙ্কর মেটা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের নিকট পরিপ্রশ্ন করিয়া উত্তর শ্রবণ করেন। ১৬ই অক্টোবর কাশী নরেশের মিণ্ট্ প্যালেসে অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৯শে ও ২০শে ডিপুটী একাউন্টেন্ট্ জেনারেল অব্ বেঙ্গল সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণব-দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও লীলা-সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে শিমলা-শৈলে ভক্তিরাজ্যে প্রচারক প্রেরণ করেন। ৩১শে অক্টোবর লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিয়া, তথা হইতে ৯ই নভেম্বর অমাবস্যা-তিথিতে নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠের মুখপত্ররূপে 'ভাগবত' নামক হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকার প্রচার প্রবর্ত্তন করেণ। ১৪ই নভেম্বর ভারতের বড়লাট লর্ড্ উইলিংডন্এর নিকট নিউ দিল্লীতে প্রচারকের-দ্বারা গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা প্রেরণ করেন। ১৭ই নভেম্বর দিল্লী-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব প্রবর্ত্তন করিয়া তথায় অভিজাত-সম্প্রদায় ও সর্ব্বসাধারণের নিকট হরিকথা প্রচার ও নয়াদিল্লীর "গুরুদ্বার বাঙ্গালা সাহেব হলে" 'ভক্তি' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ২৯শে নভেম্বর মজঃফর নগরে অনারেবল কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের সদস্য রায় বাহাদুর লালা জগদীশ প্রসাদের উদ্যান-ভবনে একটি বিরাট্ সভায় অভিভাষণ প্রদান করিয়া ৩০শে শ্রীশুকদেবের ভাগবত-কীর্ত্তনস্থলী শুক্করতলে সপার্ষদে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন। ৬ই ডিসেম্বর দিল্লী-গৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের প্রথম বার্ষিক মহোৎসবে 'ভক্তপূজা' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। জষ্টিস্ স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৩ই ডিসেম্বর তিনি শ্রীমায়াপুরে গমন করিয়া শ্রীধামদর্শন ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্ পরিদর্শন করেন।

১৯৩২ সালের ১০ই জানুয়ারী ২০ জন ভক্তসহ শ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজ পৌঁছিলে মাদ্রাজ-কর্পোরেসনের প্রেসিডেন্ট্ মিঃ টি, এস্, রামস্বামী আয়ার, অনারেবল মিঃ টি রঙ্গন ; রামস্বামী, মুদালিয়ার; অনারেবল দেওয়ানবাহাদুর জি, নারায়ণস্বামী চেট্টিয়ার সি-আই-ই ; মিঃ টি, পুন্নুরুল্লা পিল্লাই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বেসিন ব্রিজ-ষ্টেসন হইতে বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া নর্থ গোপালপুরম পল্লীস্থ গৌড়ীয়মঠে লইয়া অভিনন্দন প্রদান করেন। এই সময় অনারেবল মিঃ দেওয়ান বাহাদুর কুমারস্বামী রেড্ডিয়ার আচার্য্য-চরণে বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপক একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৪ই জানুয়ারী মাদ্রাজ-হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর সুন্দরম্ চেট্টিয়ার পরিপ্রশ্ন-সহকারে অনেক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। ২৩শে জানুয়ারী মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাও রায়পেট্টা-পল্লীতে নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৪শে জানুয়ারী একটি বিরাট্ সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া স্যর পি, এস্, শিবস্বামী আয়ার প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় আকৃষ্ট করেন। ২৭শে জানুয়ারী মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর স্যর জর্জ ফ্রিডারিক ষ্টেন্লি মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-হলে'র ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৯শে জানুয়ারী মাদ্রাজ সিটি-কর্পোরেশন শ্রীল প্রভুপাদকে একটি পৌর-অভিনন্দন প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে কর্পোরেশনের রিপন বিল্ডিং এ শ্রীল প্রভুপাদ একটি প্রত্যভিভাষণ প্রদন করেন। ৩০শে পশ্চিম গোদাবরী জেলার ইলোর-নগরে বিপুল-সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনীর মধ্যে তদ্দেশবাসী সজ্জনগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হন এবং "জনার্দ্দন-প্রার্থনা-সমাজে"র অভিনন্দন-পত্রের প্রত্যভিভাষণ প্রদান ও তদ্দেশবাসী বহু সজ্জনকে শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করেন। ৫৮ তম আবির্ভাব-বাসরে মাদ্রাজ হইতে একটি অভিভাষণ রচনা করিয়া কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে প্রেরণ করেন। শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বে

শ্রবাস-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসবের দিবস অদ্বৈত-ভবনের নূতন মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন, ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা ও সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য পরীক্ষা গ্রহণ এবং শ্রীধামপ্রচারিণীসভার বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করেন। ৩রা এপ্রিল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় "Altruism ও Extended Altruism" সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ২৩ মে পুনরায় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়া শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য পণ্ডিতগণের নিকট গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন। ২৫শে মে পুডুকোট কলেজের অধ্যাপক মিঃ কে পঞ্চপাগেসন প্রমুখ ব্যক্তিগণের পরিপ্রশ্নের মীমাংসা করেন। ২৯শে মে কোয়িম্‌বেটোরের অধিবাসী ও প্রবাসিগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া তথায়ও মেট্টুপেলেইয়াম্ নগরে ভবানী নদীর তীরে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ঐ দিবসই উতকামণ্ডশৈলে 'রঙ্গবিলাস' ভবনে উপস্থিত হইয়া তথায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সন্ন্যাল-সঙ্কলিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ইংরাজী গ্রন্থের সংশোধন, 'ব্রহ্মসংহিতা'র ইংরাজী অনুবাদপরিদর্শন, 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে'র গৌড়ীয়ভাষ্য' ও 'রায়রামানন্দ নামক ইংরাজী চরিত-গ্রন্থ সমাপন করেন। উতকামণ্ডে ও হায়দ্রাবাদের মহামান্য নিজামের প্রধান মন্ত্রী স্যর কিষণপ্রসাদ জি-সি-আই-ই ; হায়দ্রাবাদের রাজা ধনরাজ গির্‌জী ; স্যর পি, এস্, শিবস্বামী আয়ার এবং অনারেবল দেওয়ান-বাহাদুর পি, মুনিস্বামী নাইডু প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও তদনুগত প্রচারকগণের মুখে বাণী শ্রবণের সুযোগ পান। ১৭ই মহামান্য মহীশূরাধিপতি স্যর শ্রীকৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার বাহাদুরের আহ্বানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে মহীশূরে গমন করিয়া রাজ-অতিথি-রূপে 'রমাপ্রাসাদে' অবস্থান-পূর্ব্বক মহীশূর-রাজ্যে অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৯শে জুন কৃষ্ণরাজ-সাগর ও শ্রীরঙ্গপত্তন দর্শন করেন। ২০জুন প্রাতঃকালে মহারাজার সংস্কৃত-কলেজ পরিদর্শন-কালে অধ্যাপকগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন প্রদান করেন এবং অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ মহীশূর মহারাজের নিকট তাঁহার প্রাসাদে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কীর্ত্তন করেন ও মহারাজের পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। উতকামণ্ড হইতে মহীশূরে আগমনের পথে নঞ্জনগড়ে লিঙ্গাইৎগণের শ্রীকণ্ঠেশ্বরের শ্রীমন্দির ও মাধ্বমঠ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া বেঙ্গালোরে হরিকথা প্রচারান্তর অন্ধ্রপ্রদেশে গোদাবরী তীরস্থ গৌর-রামানন্দ-মিলনক্ষেত্র কভুরে রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে ৫ই জুলাই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করের স্নানযোগে সমুপস্থিত লক্ষ লক্ষ যাত্রিগণের নিকট গৌরনাম-শ্রবণের সুযোগ-প্রদান এবং তথায় সমবেত শিক্ষিত-মণ্ডলীর নিকট আস্তিকতার ক্রম-সোপান ও সাধ্য-পরাকাষ্ঠা-সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৬ই আগষ্ট স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠে 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম'সম্বন্ধে অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। গৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে ২৮শে আগষ্ট "Relative worlds" বা "পরতন্ত্রজগদ্দ্বয়," সম্বন্ধে সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অভিভাষণ প্রদান করেন। ২১ আগষ্ট শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামীবাবাজী মহারাজের সমাধি শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সংস্থাপিত হন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে আসাম ধুবড়ী হইতে আসামী ভাষায় 'কীর্ত্তন,' নামক পারমার্থিক মাসিক পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে 'পুরুষার্থ-বিনির্ণয়' সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতা-

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট টি, সি, রায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে বাণী শ্রবণ করেন। ১১ সেপ্টেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মঠে 'বেদান্ত' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর সমাধিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করেন। ৯ই অক্টোবর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে অগণিত ভক্ত-সঙ্গে চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ করেন এবং প্রত্যেক লীলা-স্থানে গমন করিয়া স্বয়ং হরিকথা কীর্ত্তন ও বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতাদি করেন। ২১শে নভেম্বর ১৯৩২ যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যর উইলিয়ম ম্যাল্‌কম্ হেইলি এলাহাবাদে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৪শে নভেম্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কাশীর শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। ২৭শে নভেম্বর স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী রাজাবাহাদুরের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের দ্বিতীয় বার্ষিক ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর-কলেজের অধ্যাপক ডক্টর সুধীন্দ্রকুমার দাস, পুরী রাধাকান্ত মঠের শ্রীবিশ্বম্ভর ব্যাকরণতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী প্রভৃতি শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের তথ্য শ্রবণ করেন। ২১শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঢাকায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-উন্মোচন করিবার জন্য তথায় শুভবিজয় করিয়া প্রায় মাসাধিক-কাল (৩০শে জানুয়ারী ১৯৩৩ পর্য্যন্ত) বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১৯৩৩ সালের ৬ই জানুয়ারী ঢাকা পুরাণা-পল্টনের মাঠে একটী অদ্ভুত ও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সংশিক্ষা প্রদর্শনী উন্মোচন এবং তদুপলক্ষে বিদ্বন্মণ্ডলি-মণ্ডিত সভায় "প্রদর্শকের অভিভাষণ" প্রদান করিয়া শিক্ষিত ও সাধারণ ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোতে ও তথাকথিত ধর্ম্মের ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে আগত হাওড়ার নরসিংহ-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রণদাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর-প্রদান-প্রসঙ্গে একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-সম্বন্ধে অনেক তথ্য কীর্ত্তন করেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমায়াপুরে শুভবিজয় করিয়া তথায় শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব, ব্যাসপূজা প্রভৃতি সম্পাদন এবং শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পর য়ুরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের সঙ্কল্প করেন। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের দিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় সঙ্কলিত 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এল্-সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে য়ুরোপ-যাত্রী প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রীকে বিদায়-অভিনন্দন-প্রদানার্থ আহূত-সভায় শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদ প্রচারকত্রয়কে "আমার কথা" শীর্ষক উপদেশ প্রদান করেন। এই সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনহল" উদ্‌ঘাটন করেন। তথা হইতে বোম্বাই পৌঁছিয়া নেপাল-প্রবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সঞ্জীবকুমার চৌধুরী এম্-এ মহাশয়ের তিনটি পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। লণ্ডনের প্রচারের ফলে মে মাসের প্রথমভাগে লণ্ডনে ৩৯নং গ্রেটনগার্ডেন্স্ কেনসিংটন্; এস্ ডবলিউ, ১০'—এই ঠিকানায় গৌড়ীয়মঠের একটি প্রচার-কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বোম্বাই বাবুলনাথ-রোডে জম্বুভিলাতে গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বোম্বাইতে অবস্থান করিয়া বিপুলভাবে

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করেন। ২০শে মে দাদাভাই নারজীর কোন বিশিষ্ট আত্মীয়ের প্রশ্নে 'অস্পৃশ্যতা ও মন্দির-প্রবেশ' আন্দোলনের সমস্যা ভঞ্জন করেন। ৩১শে মে লণ্ডনে মার্কুইস্ অব্ লুদিয়ান্ ও লর্ড জেট্ল্যাণ্ডের প্রশ্নের উত্তর লণ্ডনে প্রেরিত প্রতিনিধির দ্বারা প্রদান করেন। ১৫ই জুন মাননীয় লর্ড জেট্ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে ব্রেড্‌ফোর্ড স্কোয়ারে "Society for Study of Religion" কর্ত্তৃক আহূত সভায় প্রেরিত প্রচারকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করান। ১৬ই জুন কৃষ্ণনগর টাউন-হলে "শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। উক্ত টাউনহলে শ্রীযুক্ত ক্ষীতিপতিনাথ মিত্র ও রায়বাহাদুর দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়দ্বয়ের সভাপতিত্বে ভক্তিবিনোদ-স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। ২৩শে জুন লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসবেদি অনারেবল্ জষ্টিস্ বিট্রে প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভক্তিবিনোদ-বাণী শ্রবণ করেন। ৩রা জুলাই লর্ড আরউইনের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ও মিঃ আর, এ, বাট্লার; ৪ঠা জুলাই মার্কুইস্ অব্ লুদিয়ান; ১২ই জুলাই 'টাইমস্' এর সম্পাদক মিঃ ব্রাউন ও ১লা আগষ্ট স্যার ষ্টান্‌লি জেক্‌শন্ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট বিভিন্ন পত্রে গৌড়ীয়মিশনের উৎকৃষ্ট কার্য্যের কথা ব্যক্ত করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ৩রা জুলাই শ্রীল প্রভুপাদ ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রকাশ এবং হরিকথা-কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন করেন। ৫জুলাই লণ্ডনে লর্ড্ ও লেডি আরউইন এবং পার্লামেন্ট মহাসভা-সম্পর্কীয় জয়েণ্টসিলেক্ট কমিটির প্রতিনিধিবর্গের নিকট য়ুরোপ গৌড়ীয়মিশনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে লণ্ডনের প্রচারকের দ্বারা প্রচার করান। ২০শে জুলাই ভারত-সচিব স্যার সামুয়েল হোড় অপরাহ্ণ ৪ঘটিকায় গৌড়ীয়মঠের প্রতিনিধি প্রচারককে লণ্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে মহামান্য ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর সহিত পরিচয়, সম্মান-প্রদর্শন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের অবসর দিয়াছিলেন। ১৪ই জুলাই বৃটিশ-প্রটেষ্টাণ্ট্ খৃষ্টানগণের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম-যাজক আর্কবিশপ অব্ কেন্টারবারির নিকট প্রচারকের দ্বারা গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করান। আগষ্ট মাসে কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগোপলক্ষে দ্বিতীয়বার কুরুক্ষেত্রে গৌড়ীয় প্রদর্শনী উন্মুক্ত হয়। গৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় নগরসঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী লইয়া কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে নাম প্রচার করেন। ১২ই আগষ্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠে "মানবের পরম ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতায় সভাপতিরূপে অভিভাষণ প্রদান করেন। ২০শে আগষ্ট সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য; ২৭ আগষ্ট "The Vedanta its Morphology and Ontology" সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে 'লীলা' ও 'সুরধুনী' মোটর-লঞ্চ সহযোগে নবদ্বীপের বিভিন্নস্থানে সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলি-সহ সপার্ষদে গমন করিয়া শ্রীনাম-বিতরণ ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৭ই ও ৮ই অক্টোবর অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীর নিকট দুইটি বিরাট সভায় 'নামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ২৭শে অক্টোবর পাটনায় শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করেন। ২৯ অক্টোবর রায়বাহাদুর অমরেন্দ্র নাথ দাস; ৩রা নভেম্বর বিহার, উড়িয়া ও ছোটনাগপুর-ডিভিসনের গভর্ণমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সুপারিন্টেডেন্ট শ্রীযুক্ত গনেশচন্দ্র চন্দ; ব্যারিষ্টার পি, আর, দাস, য়্যাডভোকেট্ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র ঘোষ; ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

প্রভৃতি বহু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। ১৪ই নভেম্বর পাটনা-সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ অনারেবল স্যর কামেশ্বর সিংহ কে, সি, এস্, আই বাহাদুর উদ্ঘাটন করেন। ১৯শে নভেম্বর কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহরায়ের সভাপতিত্বে শ্রেষ্ঠ্যার্য্য জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের তৃতীয় বার্ষিকী স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। নভেম্বর মাসের শেষভাগে ভক্তিসন্দর্ভ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। ২৪ নভেম্বর নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত তেতিয়াপল্লী পরিদর্শন, ২৬ ও ২৭ শে একায়নমঠের মহোৎসব ও মেদিনীপুর জেলার অমর্ষি গ্রামেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচারিত হয়। ২৯ ও ২৫শে নভেম্বর "East Bourn Theasophical Socity" তে, ১০ই ডিসেম্বর জার্ম্মেণীর মিউনিচে ডিউট্সি একাডেমিতে, ১২ই বার্লিন-সহরে হার্ম্বলড্ হাউসে, ১৪ই ক্যানিংসবার্গে, ১৬ই হইতে ১৮ই ডিসেম্বর ফ্রান্সের ইনষ্টিটিউট্ ডি সিভিলিরেসন্ ইণ্ডিয়ানিতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের আয়োজন হয়। ২০শে ডিসেম্বর লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠ "৩ গ্লষ্টার হাউস্ কর্ণওয়াল গার্ডেন্স্ এস্, ডব্লিউ ৭—" ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় করাচীতে শ্রীচৈতন্য-কথা প্রচারিত হয়। ২৪শে কাশীধামে মিছির পোক্‌রা পল্লীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগত ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর মিঃ পান্নালাল আই, সি, এস্ মহোদয় পারমার্থিক-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ পঞ্চশ্রীক মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর নিজ-পাত্রমিত্রবর্গসহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া আচার্য্য-সমীপে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন ও একটি বিরাট্ সভায় গৌড়ীয়মঠের প্রশংসনীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী হেতমপুরের কুমারবাহাদুর প্রযুক্ত রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী বি-এ ও তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রভৃতি শ্রীল প্রভুবাদের নিকট আসিয়া উপদেশ লাভ করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি-তিথি-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজা ও 'স্বরস্বতী জয়শ্রী' গ্রন্থের বৈভব-পর্ব্ব প্রকাশের উদ্যোগ এবং লর্ড্ জেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে লণ্ডনের পার্কলেনস্থ গ্রস্‌ভেনর হাউসে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে আচার্য্যাবিভাব-তিথি-উপলক্ষে একটি অধিবেশন হয়। ২৫শে মোদদ্রুম-দ্বীপে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে নূতন শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরে গমন করিয়া পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-সম্পাদন, শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা, নবনির্ম্মিত শ্রীগৌরকিশোর-সমাধি-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, ভক্তি-বিজয়-ভবনে হরিকথা-কীর্ত্তন, তিনজন ভক্তকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-প্রদান করেন শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সম্বলভাগবত মহারাজ। শ্রীযুত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সম্বন্ধতুর্য্যস্বামী মহারাজ। শ্রীযুক্তউজ্জ্বল রসানন্দদাসাধিকারী ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি গৌরববৈখানস মহারাজ। নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারী রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, রাজর্ষি কুমার শরবিন্দু নারায়ণ রায় প্রভৃতি শ্রীধাম-মায়াপুরের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট বহু তথ্য শ্রবণ করেন। ৫ মার্চ্চ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্তসহ গৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জন্মভূমি যশোহর চাচুরি পুরুলিয়া

গ্রামে শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তথায় ৫দিন অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৮মার্চ্চ যোগপীঠের প্রস্তাবিত শ্রীমন্দির ও শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমুরারিগুপ্ত-ভবনের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২রা এপ্রিল শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত ছত্রভোগে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ছত্রভোগ গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিনন্দন প্রদত্ত ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। ৮ই এপ্রিল শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদান করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ নাম প্রদান করেন। ২০শে এপ্রিল শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাত্রা করেন। ২৪শে এপ্রিল লণ্ডনে ওয়েষ্ট্ মিনিষ্টার ক্যাক্স্‌টন্ হলে একটি সাধারণ সভায় লর্ড্ জেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটির উদ্বোধন হয়। ৬ই মে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি বিরাট্ সভায় প্রত্নতাত্ত্বিক রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ন্যায়নিধি এম, এল, সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৪ই মে পুরী সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্ব্বেদ-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনন্দ মহাপাত্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, ১৮ই মে প্রবীণও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শচীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২০শে মে এমার মঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস ও শ্রীযুক্ত হনুমান খুটিয়া, ২১শে মে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি ও শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম মহান্তি, ২৩শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুনাকর, ২৪ শে মে শ্রীযুক্ত রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বাহাদুর, ২রা জুন বোধনা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৭ই জুন রায়বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ-মন্দিরের ভিত্তি খননকালে ১৩ জুন বেলা ১০ টায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পূজিত গৃহদেবতা অধোক্ষজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশিত হন। ২৭শে জুন আলালনাথ-ব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগোপীনাথজিউ প্রকাশ ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এই সময়ে 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। ১২ই জুলাই শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরকিশোর সমাধি-মন্দিরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর আর্চ্চা-বিগ্রহ সঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রকাশ করেন। ১৩ আগষ্ট ও,এন, মুখার্জ্জির পুত্র শ্রীযামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় হরিকথা শ্রবণ করেন। ১৪ই আগষ্ট পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা-গৌড়ীয়-মঠের উৎসবকালে প্রতিবৎসর নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী দিবস "সরস্বতী জয়শ্রী" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাসিক "হরিমনিষ্ঠ" পত্রিকা নব-পর্য্যায়ে পাক্ষিক পত্রিকারূপে পরিণত করিয়া প্রচার আরম্ভ করেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র এম্-এ, ডি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'রাধাষ্টমী' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। উৎসবকালে বহু শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৭ই অক্টোবর হইতে মাসাধিক কাল মথুরায় বহু ভক্তের সহিত কার্ত্তিকব্রত পালন এবং অষ্টকালীয় লীলার গূঢ় ও সুগোপ্য কথা অনুগ অধিকারী ভক্তের নিকট কীর্ত্তন করেন। ২৯শে অক্টোবর মথুরায় সাতঘরা পল্লীতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর গোপাল দর্শন-স্থান আবিষ্কার করেন। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে জার্ম্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রতিনিধি-প্রচারক প্রেরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কীর্ত্তন করেন। ১লা নভেম্বর ব্রজমণ্ডলে চন্দ্র-সরোবর, পরাসোলি, গৌরীতীর্থ ও পৈঠগ্রাম প্রভৃতি দর্শন ও তত্তৎ স্থানের লীলার উদ্দীপনে উদ্দীপ্ত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৭ নভেম্বর শ্রীপাদ পতিত পাবন ব্রহ্মচারিকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি কেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ নাম প্রদান করেন। ২৯শে নভেম্বর নিউদিল্লীস্থ রাজেন্দ্র-ভবনে 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য', 'শ্রীচৈতন্যের দয়া ও উপদেশ' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত টি, এন, চ্যাটার্জ্জি ডাঃ জে, কে, সেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৬ ডিসেম্বর রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিং বাহাদুরের সভাপতিত্বে ৪র্থ বার্ষিক ভক্তিরঞ্জন-স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। এই সময় তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত আন্ধ্রদেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ওয়াই জগন্নাথম বি, এ, ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে তেলেগু ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' প্রকাশ করেন এবং ইংরাজী ভাষায় 'জৈবধর্ম্ম' প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৯৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর স্যর জন এণ্ডারসন্ গৌর-জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীধাম-মায়াপুরের তথ্য শ্রবণ ও একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার একষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি-পূজা শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে চটক-পর্ব্বতে অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে পুরী-রাজ গজপতি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। তৎপরদিন পুরুষোত্তম পরিক্রমাও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা হয়। গৌরাবির্ভাব উৎসবের পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের শ্রীমন্দির বৈদ্যুতিক আলোকে বিভূষিত করেন। ৪ঠা মার্চ্চ শ্রীধাম-মায়াপুরে স্যর বি, এল, মিত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করেন। ২০শে মার্চ্চ শ্রীগৌরজন্মযাত্রার দিন স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি ধর্ম্মধুরন্ধর স্যর বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া গৌরজন্মভিটায় নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ২৪শে মার্চ্চ বহুভক্ত সঙ্গে খুলনার দেড়ুলি-গ্রামে শুভবিজয় করিয়া মহতী সভায় হরিকীর্ত্তন করেন। তথা হইতে কুলাযরাও শুভবিজয় করেন। ৩১শে মার্চ্চ কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব্ আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। ৮ই এপ্রিল ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নারিন্দা-পল্লীস্থ প্রস্তাবিত নূতন মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জনবৃন্দ আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান করেন। ১২ই এপ্রিল ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ এবং তথায় ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত মহারাজ শশীকান্ত আচার্য্যের প্রদত্ত 'শশীলজে' অবস্থান করিয়া বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হরিকীর্ত্তন করেন। ১৯শে এপ্রিল গয়ায় শুভবিজয় করিয়া তথায় ২২শে এপ্রিল গয়া-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ৩০শে এপ্রিল ব্রহ্মদেশে কতিপয় প্রচারককে প্রেরণ করেন। ৩১শে মে বহু ভক্তের সহিত দার্জ্জিলিং শৈলে হরিকীর্ত্তন করেন। ৯ই ও ১০ই জুন স্যার যদুনাথ সরকার ও কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীচৈতন্যেরবাণী কীর্ত্তন করান। ৯ই জুন ইণ্ডিয়ান্ ব্রড্কাষ্টিং সার্ভিস্ কেন্দ্র হইতে রেডিও যোগে শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার করেন। ২৮শে জুন কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে কুচবিহারের মহারাণী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, মহারাজ-কুমারী ইলাদেবী, গায়ত্রীদেবী, মহারাজ-

কুমার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিতেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর, ফরাসী বিদুষী ম্যাক্সিমিয়ানি পোটার্স (পি-এইচ্-ডি) আচার্য্য-সমীপে বৈষ্ণবদর্শনের কথা শ্রবণ করেন। ৮ই জুলাই প্রোক্টার রোডস্থ বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং "Peoples Jinnah Hall" এ একটি বিরাট্ সভায় 'পঞ্চরাত্র' ও 'ভাগবত' সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। এই সময় শ্রীসম্বিদানন্দ দাস বৈষ্ণব-ইতিহাস ও সাহিত্য-গবেষণায় লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট্' উপাধি প্রাপ্ত হন। জুলাই মাসের শেষভাগ হইতে আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত নবদ্বীপ-মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে হরিকীর্ত্তন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবে প্রতি রবিবারে নগর-সঙ্কীর্ত্তন এবং জন্মাষ্টমী, 'নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী ও ভক্তিবিনোদাবির্ভাবোৎসব-সম্বন্ধে রেডিও-যোগে বক্তৃতা হয়। বলদেবাবির্ভাব হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠে ষোলদিন ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। উৎসবকালে কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে "সংসার ও ভক্তি" সম্বন্ধে এবং কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে "বিরাগ ও ভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। ১৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার পৌরবাসিগণ লণ্ডন প্রত্যাবৃত্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও তৎসহ ভারতে আগত জার্ম্মাণ ভক্তদ্বয়কে অভ্যর্থনা ও মানপত্র প্রদান করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর ভাদ্র-পূর্ণিমা-দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি সমন্বিত ১২শ স্কন্ধ ভাগবত সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশিত হয় এবং একটী অভিভাষণও এতৎসম্বন্ধে গৌড়ীয়মঠে প্রদত্ত হয়। ১—৭ অক্টোবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নয়াদিল্লীতে গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হরিকথা শ্রবণ করান। ৮ই অক্টোবর হইতে মাসাধিক-কাল শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপনছলে প্রত্যহ উপনিষৎ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা ও অষ্টকাল-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। এবং ব্রজমণ্ডলের উন্নতির জন্য শ্রীব্রজধামপ্রচারণী-সভার উদ্বোধন হয়। ৪ঠা নভেম্বর শ্রীকুঞ্জবিহারীমঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, ৬ই নভেম্বর ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাবসেবা ও পুষ্পসমাধি স্থাপন, ৭ই শেষশায়ী হইয়া দিল্লীতে গমন পূর্ব্বক ১০ই হরিকীর্ত্তন মুখে সাধারণ উৎসব সম্পাদন, ১১ই গয়ায় উপস্থিত হইয়া ১৫ই পর্য্যন্ত গয়াবাসি ও প্রবাসিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার কথা কীর্ত্তন এবং ১৩ই গয়া-মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় ব্রহ্মদেশে বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য-দেবের কথা প্রচারিত হয়। ২৩শে ডিসেম্বর ত্রিপুরাধীশ পঞ্চশ্রীক স্যর বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর ধর্ম্মধুরন্ধর মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রেষ্ঠাচার্য্য জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের পঞ্চমবার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। সভাভঙ্গের পর আচার্য্য কালিফোর্ণিয়ার ডক্টর হেন্‌রি হাণ্ড, ও মিঃ এস্, ভি, রোসেটো, ব্যারিষ্টার মিঃ এস. এন্., রুদ্র, অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট অধোক্ষজ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। ২৭শে ডিসেম্বর হইতে পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা কীর্ত্তন এবং ৩০শে এলাহাবাদে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যর শ্রীরূপশিক্ষার বাণী কীর্ত্তন করেন।

১৯৩৬ সালের ৭ই জানুয়ারী প্রয়াগে পারমার্থিক-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন ও বিদ্বন্মণ্ডলি-মণ্ডিত বিরাট্ সভায় সভাপতিসূত্রে ইংরেজী ভাষায় অভিভাষণ প্রদান করেন। ১১ই হইতে পূর্ণ দুইমাসকাল শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে ও শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকীর্ত্তন করেন। তাঁহার

দ্বিষষ্টিতমা আবির্ভাব-তিথি-দিবস ১২ ফেব্রুয়ারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রিসার্চ-ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ বা অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার ও দৈব-বর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে ব্যাস-পূজার অনুষ্ঠান হয়। লণ্ডনেও লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটির চেয়ারম্যান দি রাইট্‌ অনারেবল্‌ স্যর সাদিলালের সভাপতিত্বে আচার্য্য-তিথি সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। নবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বে ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে নবদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপে তত্তৎ দ্বীপের বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহগণের মূর্ত্তি প্রকাশ ও ১লা মার্চ্চ সুবর্ণবিহারে সুবর্ণবিহারীমঠ ও তথায় শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, ৫ই মার্চ্চ বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌমগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং ৭ই মার্চ্চ রুদ্রদ্বীপে শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ ও তথায় শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। ৮ই মার্চ্চ শ্রীগৌরজন্ম-তিথিতে ব্রহ্ম-দেশের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর বামো প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহায়তায় ২৯নং রুকিং ষ্ট্রীটে রেঙ্গুন-গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় প্রকাশিত হয়। ঐ দিন লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে ডক্টর পাঢ়ি মহাশয়ের সভাপতিত্বে মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের বিষয় বক্তৃতা হয়। ১৫ই মার্চ্চ আসামে সরভোগ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। সরভোগবাসী সজ্জনবৃন্দ আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান ও বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করেন। ২৭শে মার্চ্চ কটকের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে হরিকথা শ্রবণ করান। ২৯শে মার্চ্চ হইতে পুরীতে চটক-পর্বতে অবস্থান করিয়া তথায় সাধু-নিবাস ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীমন্দির প্রকাশ প্রস্তাবনা ও বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হরিকীর্ত্তন মুখে শতাহব্যাপী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ৪ মে আলালনাথ-ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া তথায় নৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতিথি পালন ও হরিকীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন করেন। ৩০শে মে পুরীতে প্রচারক শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারীকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ নামপ্রদান, করেন। ৭ই জুন ঢাকায় শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া হরিকীর্ত্তন ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণকে শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে দীক্ষিত করেন। ৯ই জুন বালিয়াটি গ্রামে শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের অভিনন্দন-গ্রহণ ও সভায় প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। ১০ই জুন বালিয়াটি শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩ই ও ১৪ই জুন ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ঢাকা-বারলাইব্রেরীতে অনুকম্পি জার্ম্মাণ ভক্ত ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী প্রচারকের দ্বারা হরিকথা প্রচার করান। ১৯শে জুন গোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বাবিংশতিতম বিরহ-তিথিতে 'দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান ও সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পাদন করেন। ঐ দিবস সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোককে শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণের সুযোগ দিবার জন্য তথায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রকাশ করেন। ২৭শে জুন দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠালয়ে শুভবিজয় করিয়া হরিকীর্ত্তন করেন। ১৯শে জুলাই দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রকাশ হরিকীর্ত্তন মুখে করেন। ২৪শে জুলাই বগুড়ায় গমন করিয়া বিপুল সম্বর্দ্ধনা ও অভিনন্দন লাভান্তে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা-বর্ষিত উত্তরবঙ্গে শ্রীচৈতন্যবাণী পুনঃ প্রচারের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবলদেবাবির্ভাব ও জন্মাষ্টমীতে হরিকীর্ত্তন করিয়া পুরুষোত্তম মাসে মথুরামণ্ডলে পুরুষোত্তম ব্রজোৎসব পালনের আদর্শ প্রদর্শনার্থ ১২ই আগষ্ট (১৯৩৬) কলিকাতা হইতে মথুরা যাত্রা করেন। মথুরা-কেণ্টনমেণ্টে 'শিবালয়' নামক ভবনে অবস্থান করিয়া বৃন্দাবনে "মধুমঙ্গলকুঞ্জে"

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। এই সময় গোবর্দ্ধনে একটি ভজনস্থান প্রকাশ করিয়া তথায় কুটীর নির্ম্মাণের ও শ্রীরাধাকুণ্ডের শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠের শ্রীমন্দিরের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য আমাকে উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বার্ষিক উৎসবে নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৬ই অক্টোবর ডাঃ শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্য্যকে হরিকথা শুনান।

২৩শে অক্টোবর শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে বিলাতে ও মার্কিনদেশে প্রচারের ভার প্রদান করিয়া লণ্ডনে প্রেরণের প্রাক্কালে গোমতি, গণ্ডকী ও গোবর্দ্ধনশিলার্চ্চার অর্চ্চনোপদেশ এবং সারস্বত শ্রবণসদনে অভিভাষণ দেন। ২৪শে অক্টোবর পুরী যাত্রা করেন। ১লা নভেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীবাসঅঙ্গনে নির্য্যাণ লাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ পুরীতে গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে শ্রীমধ্ব-জন্মোৎসব ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথিত মন্ত্রের দ্বারা গোবর্দ্ধন-পূজোৎসব ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব সম্পাদন করেন। সর্ব্বদাই সকলকে সাবধান করিয়া বলিতেন,—"আপনারা নিষ্কপটে হরিভজন করিয়া নি'ন, আর অধিক দিন নাই।" এবং অনুক্ষণ 'প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্"; "নিজ নিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্"।—"হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। আমাকে তোমার নিজের নিকটে (কুণ্ডতটে) বাসস্থান দান কর।" ৭ই ডিসেম্বর প্রাতে পুরুষোত্তম-মঠ হইতে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার-দিবসে প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজকে "শ্রীরূপমঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ"—সঙ্গীতটী ও শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভুকে "শিক্ষাষ্টক" কীর্ত্তন করিতে বলেন। ঐ দিনই (বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০, ১৬ পৌষ) কতিপয় ভক্ত সমীপে নিম্নলিখিত কথা-গুলি বলেন,—বৈষ্ণব-মঞ্জুসার সঙ্কলন-সেবা অপ্রাকৃত শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ সিদ্ধান্তবিদ্গণের আনুগত্যে সম্পাদনের জন্য শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে আদেশ প্রদান করেন। শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু যাবজ্জীবন মঠের কার্য্য-নির্ব্বাহ (Manage) করিবেন। ১০।১২ জন মিলিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহ-সমিতি গঠন পূর্ব্বক সকলে হরিসেবাপর হইয়া থাকিবেন। শ্রীগোদ্রুম স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের নাট্যমন্দিরের আরব্ধ-কার্য্য সম্পাদন; মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব প্রভুকে আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীরূপ রঘুনাথের দাস্যে নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হরিবিমুখ জগতে নিরপেক্ষভাবে হরিভজন করিবার কৃপাশীর্ব্বাদ করেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুকে হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রচার এবং শ্রীসুন্দরানন্দ প্রভু ও শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুকে আচার্য্যের সাহায্য করিবার কথা বলেন। ভক্তি-সুধাকর প্রভুর সেবায় সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাটনার শ্রীব্রজেশ্বরী প্রসাদকে উৎসাহ প্রদান করেন। অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকায় শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুকে শ্রীমায়াপুরের সেবার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে বলেন, "আপনি কাজের লোক, 'মিশন' দেখিবেন। Love (প্রেম) ও Rupture (বিরোধ) একতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হওয়া ভাল। রূপ-রঘুনাথের উপদেশ ও ভজন-প্রণালী ঠাকুর নরোত্তম নিয়াছিলেন, সেই বিচারানুসারে চলা ভাল।" সকলকে বলেন,—"উপস্থিত বা অনুপস্থিত সকলেই আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। স্মরণ রাখিবেন,—ভাগবত ও ভগবানের সেবা-

প্রচারই একমাত্র কৃত্য ও ধর্ম্ম। ১৬ই পৌষ (১৩৪৩)—ইং ১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা চতুর্থী তিথির শেষভাগে নিশান্তে প্রায় ৫-৩০মি রাধা-গোবিন্দের প্রথম যাম-সেবায় অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করেন। যে নিশান্ত-লীলায় রাধা-মাধবের গাঢ়-সমাশ্লেষ অর্থাৎ মিলনান্তে-বিপ্রলম্ভের মহা মাধুর্য্যাস্বাদন—যে-কালে যে-স্থানে রাধাগোবিন্দ-মিলিততনু গৌর সুন্দরের অপ্রাকৃত নিত্য লীলার প্রাকট্য, তাথায়ই বার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুবর প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কতিপয় উপদেশ

১। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত "পরং বিজয়তে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্"ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য। ২। বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত সব তাঁর ভোগ্য। (৩) হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী। (৪) সহ্য করিতে শেখা সকলেরই একটি প্রধান কার্য্য। (৫) রূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। (৬) হরিনাম-গ্রহণ ও ভগবানে সাক্ষাৎকার—দুই একই। (৭) যাহারা পাঁচমিশাল ধর্ম্ম যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না। (৮) মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচারের দ্বারাই মায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। (৯) সকলে মিলিয়া মিশিয়া ও একতাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করুন। (১০) যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ। (১১) আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী-অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত। (১২) পর-স্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্ম-সংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ। (১৩) মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্রও যবন-নীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারি, তিনি ঋষি-নীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিব। (১৪) মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। (১৫) মহাভাগবত জানেন, সকলেই তাঁহার গুরু, তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্‌গুরু। (১৬) যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণীই শ্রবণ করিব। (১৭) শ্রেয়ো বস্তুই শ্রেয়ো হওয়া উচিত। (১৮) রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই। (১৯) বৈষ্ণব-গুরুর আজ্ঞা পালন করতে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, 'পশু' হ'তে হয়, অনন্ত কাল 'নরকে' যে'তে হয়—আমি অনন্ত-কালের তরে Contract করে' সেরূপ নরকে যে'তে চাই। জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরু পাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত করব—আমি এতদূর দাম্ভিক! (২০) নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই—একমাত্র কান ছাড়া। (২১) যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ করবে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। (২২) তোষামোদ-কারী গুরু বা প্রচারক নহে। (২৩) পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। (২৪) সরলতার অপর

নামই বৈষ্ণবতা, পরমহংস বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল, তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। (২৫) জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচা'তে পার, তা'হ'লে অনন্তকোটি হাঁসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে। (২৬) গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎশরীর-পুষ্টির জন্য দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাকুক্। (২৭) গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ-সংগ্রহীত হয়, তাহার শেষ পাই পর্য্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিরজন্য ক্লেশপর) ইন্দ্রিয়-তর্পণ বন্ধ ক'রে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয়। (২৮) যাহাদের আত্মবিৎএর নিকট নিজেদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। (২৯) কেবল আচার-রহিত প্রচার কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত। (৩০) ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের মঠ স্থাপিত হয় নাই। কেবল দুই একটি টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে। (৩১) শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত-লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ-মার্জ্জন-সেবার উপকরণরূপ শতমুখীসূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জন-কার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে। (৩২) ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই গৃহব্রতধর্ম্ম কম পড়ে। (৩৩) কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি। (৩৪) আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র। (৩৫) আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না, হরি-কীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহধারণের সার্থকতা। (৩৬) শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্মধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। (৩৭) "ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনার গভীরমর্ম্ম ঠাকুরভক্তিবিনোদের প্রচারিত গীতিগুলি ও পরমার্থসাহিত্য বঙ্গদেশে উৎকলে ও অসমীয় ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত হউক্। তামিল ভাষায় শরণাগতি, আন্ধ্রভাষায় শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত প্রচার ফলে তত্তদ্দেশবাসী নিশ্চয়ই পরমার্থপথের সন্ধান পাইতে পারিবেন। (৩৮) গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডিমহোদয়গণ গৌড়ীয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করুন্। সকল আশ্রমের গৌড়ীয়গণ শ্রীচৈতন্য-সেবায় দৃঢ়তা লাভ করুন্। "পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥" এই কথা সমগ্র মানবজাতির নিরপেক্ষ ধর্ম্মের নিদর্শন হউন্। জৈবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত বিশ্বের সকল সুধীগণের আরাধ্য বস্তু হউক্। তাঁহারা নিরপেক্ষধর্ম্মের বিজয়পতাকা বহন করিয়া কৃষ্ণচৈতন্য, হরিনাম, ভাগবতগ্রন্থ একই বস্তু জানুন্। সেবন, কীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন ও বিচারণ পর স্মৃতি গৌড়ীয়গণের ও বিশ্ববাসীর অনুশীলনীয় হউক্। শ্রীরূপানুগগণের পারমার্থিক প্রতিষ্ঠান শ্রীচৈতন্য সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত হউক্। কুজ্ঝটিকার ন্যায় ছলবিচারসমূহ আপনাহইতেই ভাগবতার্ককিরণলাভে মানবহৃদয় হইতে বিদূরিত হইবে।" (আশীর্ব্বাদ)॥ মনোহভীষ্ট—"গৌড়ীয় পত্র আজ পঞ্চদশবর্ষে পদার্পন

করিল। গোলোকের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কীর্ত্তন আজ চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া রামসেবার লক্ষ্মণের ব্রতপালন উদ্‌যাপন করিয়াছেন। পঞ্চদশবর্ষীয় গৌড়ীয়তরুর শুভফলাস্বাদনে পাঠকগণ শ্রোতৃবর্গ সমূহ নিত্যানন্দ লাভ করুন্। মার্কিণ দেশেও যাহাতে গৌড়ীয়ের বিচার বিস্তৃতি লাভ করে তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাপ্রার্থী হওয়াই প্রার্থনা। তাঁহার কৃপায় ইউরোপে বিশেষতঃ লণ্ডনে গৌড়ীয়কথা আলোচিত হইতেছে। মার্কিণ দেশে কেন বাকি থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী—(২৩।১২।১৯৩৬)—"আমি বহু লোককে উদ্বেগ দিয়েছি, অকৈতব সত্যকথা বল্‌তে বাধ্য হ'য়েছি ব'লে, নিষ্কপটে হরিভজন কর্‌তে ব'লেছি ব'লে অনেক লোক হয়ত' আমাকে শত্রুও মনে ক'রেছেন। অন্যাভিলাষ ও কপটতা ছেড়ে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হ'বার জন্যই আমি অনেক লোককে নানাপ্রকার উদ্বেগ দিয়েছি। এ কথা তাঁ'রা কোনও না কোনও দিন বুঝতে পারবেন। সকলেরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাক্‌বেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন-নির্ব্বাহ ক'রে চল্‌বেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ কর্‌ছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব, কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়্‌বেন না। তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর্‌বেন। আমাদের এই জরদ্গব-তুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর্‌ছি। আমরা কোনপ্রকার কর্ম্ম-বীরত্ব বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে-জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি র'য়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥" সংসারে থাকা-কালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহ্যমান হওয়া বা অসুবিধা দূর কর্‌বার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা বিদূরিত হ'বার পর আমরা কি বস্তু লাভ কর্‌ব, আমাদের নিত্যজীবন কি হ'বে, এখানে থাকা-কালেই তা'র পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এখানে যত রকম ধরণের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে—যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারেরই মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট কর্‌বে। এই জগতে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝ্‌তে পারা যায়। কৃষ্ণের কথা আপাত বড়ই Start ling ও Perplexing. যে আগন্তুক ব্যাপার-সমূহ আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান কর্‌ছে, তাহা eliminate কর্‌বার জন্য মনুষ্যনাম-ধারী সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ন্যূনাধিক Struggle কর্‌ছে। দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে সেই নিত্য-

প্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। এ জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। এ জগতের সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐক্যতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন্। জগতে শ্রীরূপানুগ-চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাক্‌লেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগ-গণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করুন। (গৌ ১৫।২৩-২৪।২-৩)

শ্রীগৌরবাণীর অপূর্ব্ব ও অতিমর্ত্ত্য ভূরিদান-বৈশিষ্ট্য-তিনটি বিভাগে প্রকাশিত। (১) তাঁহার সম্বন্ধ বিষয়ক দানের বৈশিষ্ট্য, (২) অভিধেয়-দানের বৈশিষ্ট্য ও (৩) প্রয়োজন-দানের বৈশিষ্ট্য। যুগে যুগে ভগবান্ ও তাঁহার নিজজনগণ ভুবনমঙ্গলের জন্য যেসকল দানের পসরা লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, উহার প্রত্যেকেরই এক একটি মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য থাকে। বিশ্বপাবন ভগবান্ ও তাঁহার জনগণ নশ্বর দ্রবিণ বা নশ্বর কোন বস্তু দান করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন না। তাঁহারা প্রত্যেকেই আত্মার নিত্য শ্রেয়ঃসাধক বস্তু দান করিয়া যান। তাই তাঁহাদের দান ভোগ্যবস্তুর মত ভোগ্যাস্থূলাকারে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সকল অতিমর্ত্ত্য দানকে ভোগ্যরূপে দর্শন বা ভোগ্যাকারে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলেই সেই দানের উরুকৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ একটি অভিভাষণে বলিয়াছিলেন,—"দরিদ্র ব্যক্তি যদি দাতার বেষ গ্রহণ করে, তা' হলে সম্পত্তি তা'র যতটুকু, ততটুকু হ'তেই সে অপরকে দান ক'রতে পা'রবে। কিন্তু বৈষ্ণবের নিত্য সম্পত্তি—'সাক্ষাৎ নারায়ণ'। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজকে নিজে দিয়ে দেন, তা' হ'লেও তা'র কিছু দেওয়া বাকী থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবান্‌কে দিয়ে দিতে পারেন। অখণ্ডবস্তু বাস্তবজ্ঞান যাঁ'র সম্পত্তি—তিনি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবাতৎপর, তাঁ'র অতুলনীয় পাদপীঠের সহিত অন্যবস্তুর তুলনা হয় না।"

ভগবানের নিজজনগণের প্রত্যেকেরই দানের একটি মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য থাকিলেও শ্রীল প্রভুপাদ সমস্ত পূর্ব্বাচার্য্যের অতিমর্ত্ত্য দানের বিভিন্ন মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অধিকারীর নিকট মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর দানের পসরা উন্মুক্ত করিয়াছেন।

সম্বন্ধ-বিষয়-দান—শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্বন্ধ-বিষয়ক দানের মধ্যে "অধোক্ষজে"র কথা বলিয়াছেন। এবং তদুন্নত অধিকারে "কেবল বা অপ্রাকৃতের" কথা জানাইয়াছেন। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দর্শনের আচার্য্যগণ জগতে সম্বন্ধ-বিষয়ে যে দান করিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর লোকের চক্ষু ঝল্‌সিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই দানের গতি এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত, আর তাহা অশ্রৌত। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধাচার্য্য শ্রীশঙ্কর যে অপরোক্ষ দানের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অশ্রৌত দানের বিরুদ্ধে অভিযান আনয়ন করিয়াছেন ও আপনাকে 'শ্রৌত' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং যাহাতে পৃথিবীর বহু লোকের চিত্ত বিমোহিত হইয়াছে, সেই অপরোক্ষানু-

ভূতির দানের সীমা—নির্গুণ বিরজা অথবা তদূর্দ্ধ ক্লীব-ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত। বস্তুতঃ তাহা শ্রৌতক্রুব অশ্রৌত দান। ভগবন্নিহত অদৈব ব্যক্তিগণের প্রাপ্য নির্ব্বিশেষ লোক পর্য্যন্ত সেই দানের গতি। নির্ব্বিশেষ লোকের তট হইতে জীবের কখনও পতন, কখনও বা তাহাতে আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দান—এই তিনটিই স্বরূপসম্বন্ধ-রহিত মনোধর্ম্ম-বিষয়ক।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জগতের বস্তু দান করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন নাই। তাঁহার দানের প্রথম প্রভাত হইয়াছে অধোক্ষজের শ্রীচরণতলে। অধোক্ষজ-দানের গতি পরব্যোমে, এখানে শ্রুতির গান আরম্ভ। তাই অধোক্ষজ-দান—শ্রৌত দান। পুরুষোত্তম-সিদ্ধান্তে এই দানের আবির্ভাব। "ত্বৎকল্পে পুরুষোত্তমাৎ"—ব্যাসমুখপদ্ম হইতে নিঃসৃত এই গান পদ্মপুরাণে স্থান পাইয়াছে। তাই পুরুষোত্তমে শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে এই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরুষোত্তমে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধাচার্য্যের ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠের ব্যাসপূজার অভিনয় শ্রীব্যাসগুরু ও নিজশিষ্য-স্বরূপের নিত্যত্বের—সনাতনত্বের বিরোধী। তাহা হইতে শ্রেয়ঃপ্রার্থী জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই উজ্জ্বলরসের আচার্য্য শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি-অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের এক-মাত্র ভক্তিরসামৃত-দাতা শ্রীরূপপাদকে প্রয়াগে ও গুরুদেব ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীসনাতনমূর্ত্তি শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে মায়াবাদীর পীঠ বারাণসীতে শিক্ষাদান লীলা। শ্রীসনাতন ব্যাসগুরুর শুশ্রূষু হইলেই জীবের শুদ্ধহৃদয়ে আশ্রয়বিলাস-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহ-মাধব আবদ্ধ হন—ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ভাগবতের 'কালেন নষ্টা' (ভাঃ ১১।১৪।৩) শ্লোকে ও গীতার 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি' (গীঃ ৪।৭) শ্লোকে যুগে যুগে এইরূপ ভগবদ্বাণীর আবির্ভাব ও তাঁহার বক্তা ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীব্যাসগুরুর পূজা প্রচলন চলিয়া আসিতেছে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে ব্যাসপূজা-পদ্ধতি ও সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে অধোক্ষজ-সেবার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হইয়াছে। মায়াবাদীর ও অধোক্ষজ-সেবকের অন্তরনিষ্ঠায় আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ শ্রীমৎ সনাতন-সহ মায়াবাদীর বিরোধ থাকায় মায়াবাদীর অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠেয় আচার পদ্ধতির সঙ্গে ভগবদ্দাসানুদাসগণের কোন সম্বন্ধ নাই বা থাকা উচিত নহে। কাশীর মায়াবাদীর সঙ্গ ও কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অধোক্ষজ-সেবা-লাভের জন্য শ্রীসনাতন-ব্যাসপূজা হইলেই নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংস-সংহিতার প্রকৃত তাৎপর্য্যটি পরমহংস-মঠের আশ্রয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের আচারে ও প্রচারে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীসনাতন-ব্যাস-গুরুর শুশ্রূষু হওয়াই—'Ontology' আর বাহিরের আচারানুষ্ঠান-পদ্ধতি—'Morphology.'

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত মনোধর্ম্মের রাজ্য, আর অধোক্ষজসিদ্ধান্ত হইতে আত্মধর্ম্ম আরম্ভ। অধোক্ষজ-সিদ্ধান্তে ইতর ব্যোমের অবকাশ ও নির্ব্বিশেষভাব নিরস্ত হইয়া পর-ব্যোমের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এই অধোক্ষজ-বস্তু পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত হন। (১) অর্চ্চা,

(২) অন্তর্যামী, (৩) বৈভব, (৪) ব্যূহ ও (৫) পর—এই পাঁচ প্রকার ক্রমবিকসিত নিত্যস্বরূপে অধোক্ষজ-বস্তু সেবকের সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশ অনুসারে আত্মপ্রকাশ করেন।

মনোধর্ম্মের বিচার নিরাস করিবার জন্য স্থূলাধারে ও সেবাধিকারের প্রাকৃত ভূমিকায় অর্চ্চাবতার শ্রীগুরুকৃপায় সুলভতম বস্তুরূপে প্রকাশিত হন। কনিষ্ঠাধিকারী ও পঞ্চোপাসকের ভেদ এই যে—পঞ্চোপাসক বিশ্বের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরত্ব ভগবানে আরোপ করেন; বিশ্বের রং ভগবানের অঙ্গে পরাইয়া দিতে চাহেন; কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত ভগবানের সচ্চিদানন্দত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলেও শ্রীবিগ্রহকে বিশ্বের অন্তর্গত বলিয়া বিচার করেন না—কাঠ, পাথরের প্রস্তুত 'মিস্ত্রী'র গঠিত বস্তু বিশেষ বলিয়া মনে করেন না। তিনি শ্রীবিগ্রহকে অর্চ্চাবতার জানেন ও শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিবার চেষ্টা করেন—'শ্রদ্ধয়া ঈহতে'। তবে কনিষ্ঠাধিকারীর অপ্রাকৃত বিচারের কথা উপলব্ধি হয় না। পঞ্চোপাসক—অদৈব; কনিষ্ঠাধিকারী অদৈব নহেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার মঙ্গল হয়। পঞ্চোপাসক মনে করেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বহুরূপ হয়; কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পান যে, ব্রহ্মের বহুরূপ হইতে পারে না, একমাত্র অধোক্ষজ-কৃষ্ণেরই বহু অধোক্ষজ নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধরূপ বর্ত্তমান; কিন্তু অধোক্ষজ নিত্যসিদ্ধ বহুরূপ থাকা সত্ত্বেও অধোক্ষজ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব ঠিকই থাকে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বহুরূপ স্বীকৃত হইলেই পঞ্চোপাসনা ও মায়াবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। অধোক্ষজ অর্চ্চাবতার এই মায়াবাদ ও পঞ্চোপাসনা হইতে জীবকে রক্ষা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চাবতার সম্বন্ধে এই শ্রৌতসিদ্ধান্তপূর্ণ মৌলিক দান শ্রদ্ধাবান্ জনগণের নিকট বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চার পরে 'অন্তর্যামী'র কথা জানাইয়াছেন। অন্তর্যামি-তত্ত্ব মিশ্র-প্রাকৃতাপ্রাকৃতেন্দ্রিয়াধারে উপলব্ধির বিষয় হয়। যেখানে সেবকের চিত্তবৃত্তি অত্যল্প চিৎ ও প্রচুর অচিৎ মিশ্রিত-ভাবাপন্ন, সেখানে অধোক্ষজ-বস্তু অন্তর্যামী বা পরমাত্মরূপে প্রকাশিত। অর্চ্চাবতার হইতে অন্তর্যামি-তত্ত্ব দুর্ল্লভতর। অন্তর্যামীর পর 'বৈভবের' দুর্ল্লভতরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীবলদেব হইতেই বৈভবের প্রকাশ। অন্তর্যামী হইতে বৈভব দুর্ল্লভতর, তদপেক্ষা 'ব্যূহ' দুর্ল্লভতর, তদপেক্ষা 'পর' (শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ) দুর্ল্লভতম। শ্রীলক্ষ্মীপতি—অজ ও চতুর্ভুজ। 'অন্তর্যামী' পর্য্যন্ত প্রাকৃত-অপ্রাকৃত মিশ্র-ইন্দ্রিয়াধার, আর 'বৈভব' হইতে 'পর' পর্য্যন্ত অবিমিশ্র চিদিন্দ্রিয়ের সেবা-বৃত্তির তারতম্যে প্রকাশ-তারতম্য। ইহার পরেই অনর্পিতচর-দানের দাতা-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও তৎসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীরামানুজ, তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের অধোক্ষজ-দান অপেক্ষা শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারায় আগত 'কেবল' বা 'অপ্রাকৃত'-দানের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন পূর্ব্বাচার্য্যগণের দান—অধোক্ষজ বা পরব্যোমের নিম্নার্দ্ধের দান। কিন্তু পরব্যোমের উত্তরার্দ্ধের দান অর্থাৎ 'কেবল' বা 'অপ্রাকৃত' রাজ্যের দান উজ্জ্বলরসের আচার্য্য শ্রীমতী রাধিকার ভাব-অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র ভক্তিরসামৃতদাতা শ্রীরূপপাদের ও তাঁহার নিজজনগণের কৃপায়ই লভ্য হয়। এজন্য শ্রীলপ্রভুপাদ

তাঁহার প্রকট-লীলার শেষমূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেবল নিরন্তর এই গানটি গাহিতেন :—"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥" তিনি অধোক্ষ-দান হইতে অপ্রাকৃত-দানের বৈশিষ্ট্য জানাইয়াছেন। যথা—"অধোক্ষজ বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে অপ্রাকৃত-শ্রীরাধা-গোবিন্দের তত্ত্বের অধিকতর চমৎকারিতা অনর্থমুক্ত অত্যধিক সেবা-নিরত-হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়। সেই উপলব্ধি অপ্রাকৃত-বিচিত্রতাময়ী ও অপ্রাকৃত-রসময়ী ; "অপ্রাকৃত" শব্দ চেতন বা অধোক্ষজ-সেবা-বৃত্তির প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষটি কিন্তু অচিদ্‌ভোগময় প্রাকৃত নহে—ইহা জানাইবার জন্যই 'অপ্রাকৃত'-শব্দের আবিষ্কার। অধোক্ষজ-শব্দে অপরিমিত-শক্তি-বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যভাব আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত-শব্দে মাধুর্য্যভাব-প্রচুর। জড়প্রত্যক্ষের অতীত ভোগ্য জড়ময় পরোক্ষ ; পরোক্ষের অতীত জড়ভোগাতীত নির্ব্বিশেষ অপরোক্ষ, অপরোক্ষের অতীত চিদ্‌-বিলাসময় অধোক্ষজ, অধোক্ষজ হইতে অধিকতর চমৎকারিতাময় অপ্রাকৃত। জড়ভোগপর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও নির্ব্বিশেষ অপরোক্ষ চিন্ময় বিলাসযুক্ত অধোক্ষজের অন্তর্গত ও তদ্দ্বারা নিয়মিত ; কিন্তু 'অধোক্ষজ' প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের অন্তর্গত নহেন। অধোক্ষজ—অপ্রাকৃতের অন্তর্ভুক্ত। সেই অপ্রাকৃতের চিৎপ্রত্যক্ষ, চিৎপরোক্ষ, চিদপরোক্ষ ও চিন্ময়-অধোক্ষজতত্ত্ব ব্যক্ত। "আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে। এক-দুই-তিন-চারি-ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥" (চৈঃ চঃ ম ১৯।২৩২)—"বিচারের ন্যায় অপ্রাকৃতে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ নির্দ্দোষভাবে বিরাজিত এবং অধোক্ষজতত্ত্বও তদন্তর্গত।

'অপ্রাকৃত'-শব্দ প্রাকৃতের ব্যতিরেক-ভাব বা তত্ত্বমাত্র নহে, এজন্য ভাগবতগণ অপ্রাকৃতের অপর নাম 'কেবল' বলিয়াছেন। ইহাতে পরতমতত্ত্বের আবির্ভাব ; এই পরতম-বস্তুই কৃষ্ণ বা অপ্রাকৃত কামদেব। কৃষ্ণ মধুর-রসে সম্বন্ধ-বিগ্রহ—মদনমোহন, অভিধেয়-বিগ্রহ—গোবিন্দ ও প্রয়োজন-বিগ্রহ—গোপীনাথরূপে প্রকাশিত। এই অপ্রাকৃত সম্বন্ধ-বিষয়ক দানের ক্ষেত্র—মথুরা বা মধুপুরী, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-বিলাসের তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধাম—বৃন্দাবন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—গোবর্দ্ধন ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-বিলাসের শ্রেষ্ঠতম স্থান—শ্রীরাধাকুণ্ড। এই সকল ধামে অপ্রাকৃত কামদেব নর-সদৃশ রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-বিলাসী বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকারিতাপূর্ণ। অপ্রাকৃত-সম্বন্ধ-তত্ত্বে নামশ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণনাম ও তদভিন্ন নামী শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু ; তদ্রূপবৈভব—উরুপুরী মথুরা, গোষ্ঠবাটী, গিরিবর গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ডাদি ধাম এবং স্বরূপ-রূপ-সনাতনাদি তাঁহার স্বরূপ বৈভব ; রাধিকা-মাধবকেলি প্রভৃতি 'কাম' অথবা "সর্ব্বোত্তমা আশ্রয়-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ? আমার অদ্ভুত-মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ? আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধার বা কি সুখের উদয় হয়?"—এই তিনটি কৃষ্ণ-কাম—নাম-ধাম-কাম, এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে প্রকাশিত। এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন—যিনি অপ্রাকৃত পরতম, তিনি এক নামরূপেই অবতীর্ণ ও বিতরিত—ইহাই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর মুক্তাচরিতের গুরুবন্দনার অনুসরণ করিয়া রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতোৎসবকালে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র চরিত্র, আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি সম্বন্ধ-বিষয়ক দানের এই বৈশিষ্ট্যই সেবোন্মুখগণের কর্ণদ্বারে পুনঃ পুনঃ বিতরণ

করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব ও অতিমর্ত্ত্য ভূরিদানের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু "উপদেশামৃতে" মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর অপ্রাকৃত-দানের যে পারতম্য ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদনুগ শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার স্তবাবলীতে যে দানের বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়' এবং ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'গীতাবলী' ও 'গীতমালায়' যে দানের বৈশিষ্ট্য-গীতি গাহিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ, সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক তুলনা ও বিশ্লেষণের দ্বারা প্রদর্শন ও অনুক্ষণ কীর্ত্তনমুখে বিতরণ করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিচার বিকাশ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানযুগে শ্রীরূপের মনোঽভীষ্ট-পূরণ-যজ্ঞের প্রধানতম যাজ্ঞিক হইয়াছেন। বহুলোক মিলিয়া কীর্ত্তন-যজ্ঞে—সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধ-তত্ত্ববিষয়ক এই অপ্রাকৃত পরতম-তত্ত্বের দানের মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদের অভিধেয়-দানের বৈশিষ্ট্য ও শ্রৌত-মৌলিকত্ব তাঁহার আচার্য্যত্বের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতেছেন। তাঁহার আচার ও প্রচারের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ নানাভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভোগ বা কর্ম্ম—যাহা বুভুক্ষা নামে পরিচিত, ত্যাগজ্ঞান—যাহা মুমুক্ষা মায়াবাদ-নামে বিদিত, আর অষ্টাঙ্গাদি যোগ—যাহা সিদ্ধিবাঞ্ছা-নামে কথিত, ইহাদিগকে বহু ধর্ম্মনায়ক অভিধেয় বা উপায়রূপে প্রচার করিলেও উহার ফল আত্মবঞ্চনা বা কৈতব। শ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচারে বহুরূপী ভোগ বা কর্ম্ম এবং ত্যাগজ্ঞান বা মুমুক্ষা মায়াবাদ ও সিদ্ধিবাঞ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তার সহিত নিরস্ত ও গর্হিত হইয়াছে। এখানে শ্রীল প্রভুপাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাচীন সাত্বত আচার্য্যগণ সকলেই বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকে গর্হণ করিলেও, এমন কি, গৌড়ীয়াচার্য্যগণ ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামনাকে 'পিশাচী' বলিয়া জানাইলেও ভক্তি-যাজনের অভিনয়ের মধ্যে, সেবানুষ্ঠানের বিভিন্ন আকারের মধ্যে, কীর্ত্তনের যবনিকার অন্তরালে, অর্চ্চনের নেপথ্যে কোথায় কোথায় কিরূপভাবে বহুরূপিণী মায়াবী বুভুক্ষা, মুমুক্ষা ও সিদ্ধিবাঞ্ছা প্রবেশ করে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ যেরূপভাবে কোটি-জিহ্বায় কীর্ত্তন করিয়া দেখাইয়াছেন, এরূপ করুণার আদর্শ আর কোথাও পাওয়া যায় না।

প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণ-ভজনের নামে, কোথায়ও বা অর্চ্চন ও কীর্ত্তনের নামে, ভাগবত-পাঠ ও প্রচারের নামে ভোগ ও কর্ম্মের আবাহনকেই 'অভিধেয়' বলিয়া বরণ করিয়াছিল। 'আচার-রহিত প্রচার—কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত'; 'সম্বন্ধজ্ঞানহীন অভিধেয়ের অভিনয়—ভোগ বা কর্ম্মকাণ্ড ও তাহার প্রাপ্য-স্থান ব্রহ্মাণ্ডধাম,—ইহা শ্রীল প্রভুপাদ-কোটি মুখে বলিয়াছেন, কোটি-হস্তে লিখিয়াছেন, কোটি-ভাবে জানাইয়াছেন। তাহার সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীসমূহ এই ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিবাঞ্ছাকে নিরাস করিবার জন্য স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থরাজি, অবিশ্রান্ত বাণী, পূর্ণতম হরিসেবাময় আদর্শচরিত্র ও ভক্তগণের চরিত্র বহুরূপিণী বুভুক্ষা, মুমুক্ষা ও সিদ্ধিবাঞ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিবাদ করিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদই এই যুগে দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু একমাত্র ভগবৎসেবার জন্যই নিয়োগ করিতে হইবে, জীবের উহাকে ভোগ বা ত্যাগ করিবার অধিকার নাই। বিশ্বের দ্রব্য-সম্ভারকে ভোগ করিলে বন্ধন হইবে, ত্যাগ করিলেও বন্ধন হইবে। বিশ্বের একমাত্র ভোক্তা—

ব্রজেন্দ্রনন্দন; আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে আত্মনিক্ষেপ করিয়া আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়ের সেবায় সমস্ত দ্রব্যের নিয়োগই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই স্বরূপের ধর্ম্মকেই অভিধেয় বা 'ভক্তি' বলিয়া জানাইয়াছেন। ভক্তি—বৈধী ও রাগানুগাভেদে দ্বিবিধা—ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। নাম বা বাণীর-শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণাদিমুখে এই অভিধেয় ভক্তির যাজন হয়। বৈধী ভক্তিতে যথাযোগ্য গ্রহণের শিক্ষা প্রদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপের কথিত যুক্তবৈরাগ্যের লোভনীয় পদবীতে সকলকে অভিগমন করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। গৌড়ীয়ের নিত্য-স্মারক-লিপিরূপে তিনি শ্রীরূপের কথিত যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের কথা নিত্য হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্য নিয়ত প্ররোচনা প্রদান করিয়াছেন। রাগানুগা ভক্তির নিদর্শনরূপে 'পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু'—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মুখোদগীর্ণ এই বাক্য জানাইয়াছেন।

তিনি বলেছেন:—আমরা যেরূপভাবে বিশ্বদর্শন কর্‌ছি সেটাই হ'চ্ছে অসুবিধার কথা। আমরা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব ক'রবো—এই ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যে বিশ্বদর্শন, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করুক, এই বিচার হ'তেই সংসারের উৎপত্তি। মানবের বিবর্ত্ত হ'চ্ছে এই বিশ্ব দেখে। আবার যদি আমাদের স্বরূপাবস্থা লাভ হয়, তা' হলে 'বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন'। বন যখন আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের বন নহে—অধোক্ষ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বন। বননীয় বা ভজনীয় দ্বাদশবন—যাহা অপ্রাকৃত পঞ্চমুখ্যরস ও তৎপুষ্টিকারক সপ্ত গৌণরসের আদর্শ, সেই দ্বাদশ অপ্রাকৃত রসাধার কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণকারী বনের উপলব্ধি হয়। অভিধেয় বিচারে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি, তাহারই পীঠ স্বরূপ নবদ্বীপ, আর অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের ভোগ্য দ্বাদশ-রসের পীঠ বৃন্দাবন। অধোক্ষজদেব শ্রীযোগমায়াপুর পীঠে অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে তাঁহার চারিটি অস্ত্রের দ্বারা ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ চতুষ্টয় ছেদন ক'রে থাকেন।

জগতের কর্ম্মবীরদের পরিণাম নৈরাশ্য-জনক। যিনি বল্‌ছেন—তিনি আপনার শুভানুধ্যায়ী, তিনিই আপনার সমস্ত নাশ ক'রবেন। জগৎটায় কেবল দুঃখের উপর দুঃখ, তার উপর দুঃখ। কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যায় কর্ম্মকাণ্ড।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ-শিক্ষায় "পঞ্চরাত্র ও ভাগবত"—ভগবদ্ভক্তির দুইটি পথের কথা জানাইয়াছেন। পঞ্চরাত্রপথে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন ও অর্চ্চন-বিষয়ক যাবতীয় বৈভব বিস্তার। ইহা সান্তর অর্থাৎ ব্যবধান-যুক্ত। পাঞ্চরাত্রিক নিরন্তর এই সকল আনুষ্ঠানিক সেবা করিতে পারেন না—এইজন্য ইহা ব্যবধানযুক্ত, আর ভাগবত-পথে শ্রীহরিনামেই রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাদির বিপ্রলম্ভরসে নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণ। ইহাতে ব্যবধান নাই, ইহা নিরন্তর ভজন। শ্রীল প্রভুপাদ এই উভয়-পথের অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয়কারী আচার্য্য। তিনি কেবল শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনরূপ কনিষ্ঠাধিকারীর কার্য্য-সংরক্ষণের জন্য শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণাড়ম্বর করিতে বলেন নাই। "বহুভির্মিলি ত্বাবং কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্", "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্"—এই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণীকেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকটিত "চেতোদর্পণ মার্জ্জনাদি সপ্তজিহ্বাযুক্ত সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নির

আরাধনার জন্য পাঞ্চরাত্রিক ব্যাপারে উদ্‌যোগীকে তাঁহার ক্রম-মঙ্গলার্থ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-শ্রীবিগ্রহ-হীন মন্দির—শূন্য ও শ্রীহীন, ইহাই প্রভুপাদ তাঁহার আচারে ও প্রচারে জানাইয়াছেন।

তিনি যখন প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন ; তখন সর্ব্বপ্রথমেই কলিকাতায় কীর্ত্তনাঙ্গ-মৃদঙ্গরূপী ভাগবত-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তখনও তিনি কোন শ্রীমন্দির বা অর্চ্চাবিগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। যখন তিনি তাঁহার বাল্য ও যৌবন-লীলায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তখনও তিনি শ্রৌতবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রতিই একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ পাঞ্চরাত্রিকগণের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীচৈতন্যমঠে যে গৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেই শ্রীবিগ্রহ কীর্ত্তন-নর্ত্তনপর শ্রীমূর্ত্তি। এখানেই তিনি পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়া কীর্ত্তনের অনুগত অর্চ্চন এবং কীর্ত্তন বা হ্লাদিনী-আশ্রয়-বিগ্রহের সেবা বা আনুগত্যের প্রতি পাঞ্চরাত্রিকের অনুক্ষণ লক্ষ্য রাখিবার কথা জানাইয়াছেন। অতএব পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রদর্শিত বিচারকে আরও সুস্পষ্ট ও আত্মমঙ্গলের উপযোগী এবং সমস্ত আবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া বরণ করিবার অপূর্ব্ব কৃপা ও যোগ্যতা-প্রদান শ্রীল প্রভুপাদের অভিধেয়-দান-বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রয়োজন-দানের বৈশিষ্ট্যও অভূতপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয়। প্রয়োজন দুই প্রকার—সকৈতব ও অকৈতব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অভিসন্ধিযুক্ত দান—কৈতবপূর্ণ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত, এমন কি, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণও কীর্ত্তন করিয়াছেন। একমাত্র ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারক-শ্রীল শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুগত গোস্বামিবৃন্দই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধিমূলক দান—যাহা জগতের সমস্ত লোক লুফিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন ; তথাপি জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সেই সকল কৈতবযুক্ত-দানকেই বহুমানন করিতেছিল। এযাবৎ যতপ্রকার দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মপর মতবাদসমূহ জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই সকল মতবাদের প্রত্যেকটির মধ্যে কৈতবের অস্তিত্ব কোথায়, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ যেরূপ সুবৈজ্ঞানিক সদ্‌যুক্তিতে প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল মতবাদ-মকরের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, এরূপ করুণার নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যায় না। "যত মত, তত পথ" নামে একটি কৈতবগর্ভ মতবাদ যে যুগে আন্তর্জাতিক জড়প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া বহির্মুখ-মানব-মনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেই যুগেও এই আচার্য্য-কেশরী প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবত ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বক্ষঃস্থলে উড্ডীন করিয়াছেন। যে যুগে ভোগই—'ভক্তি ; ইন্দ্রিয়তর্পণই—'প্রেম', ক্ষুদ্র জীবই—'নারায়ণ', দেহই—'আত্মা' ; দেহাত্মবাদই—'সেবা', কপটতাই—'সভ্যতা', অপস্বার্থপরতাই—'উদারতা', লোকবঞ্চনাই—'ধর্ম্মের প্রতীক' হইয়া দাড়াইয়াছে। সেইরূপ কৈতব-প্লাবিত যুগেও এই আচার্য্যকেশরী পৃথিবীর সর্ব্বত্র অকৈতব-ভাগবতধর্ম্মের দুন্দুভি নিনাদিত করিয়াছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী যে অকৈতব প্রয়োজন বা স্বভজন বিতরণ করিয়াছেন, তাহা, অন্যা-

ভিলাষের বিন্দুমাত্র থাকিলেও, কাহারও ধারণা বা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হইবে না সত্য, কিন্তু সেই সর্ব্বোত্তম আদর্শকে অন্ততঃ অন্তরে অভিনন্দিত করিতেও না শিখিলে কোন দিনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠবস্তু-লাভের অধিকারী হইতে পারিব না। শ্রীলপ্রভুপাদ চিরদিনই 'বানরের গলায় মুক্তার হার' প্রদানে সর্ব্বতোভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। তবে তাঁহার প্রয়োজন-দানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনি ইহাই সেবোন্মুখ-ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহার আচার ও প্রচারের মধ্য দিয়া জানাইয়াছেন যে, বিষয় ও আশ্রয়ের পরস্পর উদ্দীপন-হেতু মিলনে যে রস, তদুপকরণ-অনুগরূপে আশ্রয়ভেদের যে তদভিন্ন সুখ, তাহাই একমাত্র আরাধ্য। এই আদর্শ তিনি নিজ-চরিত্রে সর্ব্বক্ষণ প্রতিফলিত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সেবোন্মুখগণকে তাহা বরণ করিবার জন্য নানাভাবে অপূর্ব্ব ও সুদীর্ঘ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। এরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতিমর্ত্ত্য ভূরিদানের দাতা-শিরোমণি কৃপা-পূর্ব্বক এজগতে আসিয়া তাঁহার বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। জৈব জগৎ সেবোন্মুখ হইয়া অন্যাভিলাষ-বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া সকাতরে কৃপা প্রার্থনা করিলে এই ভূরিদানের অসমোর্দ্ধত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন,—"দেহার্ব্বুদানি ভগবান্! যুগপৎ প্রযচ্ছ বক্ত্রার্ব্বুদানি চ পুনঃ প্রতিদেহমেব। জিহ্বার্ব্বুদানি কৃপয়া প্রতিবক্ত্রমেব নৃত্যন্তু তেষু তব নাথ! গুণার্ব্বুদানি॥ কর্ণাযুতস্ত্বেব ভবন্তু লক্ষ-কোট্যো রসজ্ঞা ভগবংস্তবৈব। যেনৈব লীলাঃ শৃণুবানি নিত্যং তেনৈব গায়ানি ততঃ সুখং মে॥ তৎপার্শ্বগত্যৈ পদ-কোটিরস্তু সেবাং বিধাতুং মম হস্তকোটিঃ। তাং শিক্ষিতুং স্যাদপি বুদ্ধি কোটি রেতান্ বরান্মে ভগবন্! প্রযচ্ছ॥ (অনুরাগবল্লী ১, ৫, ৮ শ্লোক)।

সাংখ্য-বাণী

॥ এক ॥ কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম দীক্ষাগুরু; পরমোদারবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর; অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন; পরাশক্তি রাধিকা; প্রিয়তম ধাম শ্রীরাধাকুণ্ড; স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি শ্রুতিশাস্ত্র; সবিলাস ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পুরাণ-সম্রাট্—শ্রীমদ্ভাগবত; পরম সম্বন্ধ—কৃষ্ণ; পরম অভিধেয় বা উপায়—কৃষ্ণনামকীর্ত্তনাশ্রিতা একা কৃষ্ণভক্তি; পরম প্রয়োজন বা পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা; নিত্য বাস্তবসত্য গৌরকৃষ্ণ; একপথ বা ধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্ম; 'মূলবেদস্কন্ধ—একায়ন। ত্যাজ্য—এক বৈষ্ণববিরোধি-সঙ্গ।

॥ দুই ॥ দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু: প্রভু ও বিভু। শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম; আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ চিল্লীলা-মিথুন শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা গদাই-গৌর; বৈকুণ্ঠ ও গোলোকধাম; ঈশ্বর ও জীব; সিদ্ধ ও সাধক ভক্ত; বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি; সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। পরস্পর বিপরীত—কাম ও প্রেম; দৈবী ও আসুরী সৃষ্টি, অনুকরণ ও অনুসরণ, শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি; যুক্ত ও ফল্গুবৈরাগ্য; বদ্ধ ও মুক্ত; ভক্তিগতি ও ভক্তিস্তম্ভ; অপ্রাকৃত সাহজিক ও প্রাকৃত সাহজিক; চিদ্রস ও জড়রস; চিদ্বিলাস ও জড়বিলাস, বিরাগ ও বিলাস; পরমার্থ ও অর্থ; বিদ্যা ও অবিদ্যা; অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা; মায়াতীত কৃষ্ণ ও মায়া; সেবা ও ভোগ, সেব্য ও ভোগ্য; নাম ও নামাপরাধ; ধাম-সেবা ও ধামাপরাধ।

ত্যাজ্য—পাপ ও পুণ্য ; কর্ম্ম ও জ্ঞান বা ভোগ ও ত্যাগ বা ভুক্তি ও মুক্তি ; স্বর্গ ও নরক ; স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত।

॥ তিন ॥ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিগ্রহ আশ্রয়ত্রয়—গৌরকিশোর-বানী-বিনোদ ; সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের অধিদেবতা বিষয়-বিগ্রহের মূর্ত্তিত্রয়—গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন—গৌড়ীয়ের তিন ঠাকুর ; নিতাই, গৌর ও অদ্বৈত ; কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—পুরুষাবতার ; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ; শ্রী, ভূ, ওনীলা ; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ; অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা বা স্বরূপশক্তি ; মায়াশক্তি ও জীবশক্তি ; হরি, গুরু ও বৈষ্ণব, বৈকুণ্ঠ, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ ; দ্বারকা ; মথুরা ও বৃন্দাবন ; ক্ষেত্র মণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল ; ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ; সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতি ; হরিভজনে কায়, মন ও বাক্যের দমনরূপ ত্রিদণ্ড ; ঋক্, সাম ও যজুঃ—ত্রয়ী ; গৌরাবতারের তিন কারণ বা বঞ্ছা ; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ; ভার্গব রাম, রাঘব রাম ও রৌহিণেয় রাম ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ; শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্ম।

ত্যাজ্য—কর্ম্ম, নির্ভেদজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ ; ভোগ্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা ; পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা—ক্লেশ ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—তাপ ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ত্রিবর্গ।

॥ চার ॥ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—চতুর্ব্ব্যূহ ; স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীবও প্রধান ; শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ—চতুর্যুগাবতার ; শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—চতুরস্ত্র ; সর্ব্বলোক-চমৎকারি-লীলাকল্লোল-বারিধি, অতুল্য প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, ত্রিজগম্মানসাকর্ষী মুরলীগীতগানকারী ও অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী কৃষ্ণ ; ঐশ্বর্য্য-মাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী ; শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক—চতুঃসৎসম্প্রদায় ; রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক—সৎসম্প্রদায়াচার্য্য-চতুষ্টয় ; সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন—চতুঃসন ; পূর্ব্বরাগ ; মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস—বিপ্রলম্ভ ; সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্—সম্ভোগ ; বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী সামগ্রী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—বর্ণ ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—আশ্রম ; ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—বেদ ; ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ ; চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়—শ্রীভগবৎ প্রসাদ।

ত্যাজ্য—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—অভক্তিমার্গ ; আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—সুকৃতি ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—কপটতা।

॥ পাঁচ ॥ নিতাই, গৌর, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্ব; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব—পঞ্চপাণ্ডব ; স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ—অর্থ পঞ্চক ; নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু—স্বস্বরূপ ; পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা—পরস্বরূপ ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব—পুরুষার্থ স্বরূপ ; কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান—উপায়-স্বরূপ ; তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—সংস্কার ; বৈষয়িকজ্ঞান, যৌগিকজ্ঞান, জন্মমৃত্যুজরাপহজ্ঞান, মুক্তিপ্রদজ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তিপ্রদজ্ঞান—পঞ্চজ্ঞান বা পঞ্চরাত্র-সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরা-বাস ও শ্রীমূর্ত্তিসেবা—শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ ; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—রতি ; শ্রবণ, বরণ, স্মরণ,

আপন ও সম্পত্তি—দশা ; রুদ্রের পঞ্চমুখ ; ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—তত্ত্ব বা পদার্থ ; সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—পুরাণ-লক্ষণ ; দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি—পঞ্চামৃত ; গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবিদ্য—উপচার।

ত্যাজ্য - স্বরূপবিরোধী, পরতত্ত্ববিরোধী, পুরুষার্থ-বিরোধী, উপায়বিরোধী ও প্রাপ্যবিরোধী—বিরোধি স্বরূপ ; সালোক্য, সমীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—মুক্তি ; স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বিচারে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র ও কর্ম্মফলবাধ্য কাল্পনিক বিষ্ণুর উপাসনা বা পঞ্চোপাসনা ; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—ক্লেশ ; মদ্য, মাংস, মৎস, মুদ্রা ও মৈথুন—পঞ্চ 'ম' কার ; বিষ্ণুবহির্ম্মুখ স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি ও অতিথিপূজা—মহাযজ্ঞ ; ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুতল্পগমন ও তত্তৎপাপাসক্ত জনসঙ্গ ; চুল্লী, পেষণী, সম্মার্জ্জনী, কণ্ডনী ও উদকুম্ভ—পঞ্চসুনা ; দ্যূত, পান, স্ত্রী, সুনা ও সুবর্ণ ; অনৃত, মদ, কাম, রজঃ ও বৈর—কলির স্থানপঞ্চক।

॥ ছয় ॥ গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—তত্ত্ব ; শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব—গোস্বামী ; শ্রীবাস, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীশ্যামদাস, শ্রীশ্রীদাস, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরামচরণ—ছয় চক্রবর্ত্তী ; পুরুষাবতার, লীলাবতার ; গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার—ষড়্‌বিধ অবতার ; দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যভাষণ, গুহ্যপৃচ্ছা, ভোজন ও প্রতিভোজন—সঙ্গ ; উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, অসৎসঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—ভক্ত্যনুকুল ক্রিয়া ; অনুকূল-বিষয়-সঙ্কল্প, প্রতিকূলবিষয়-বর্জ্জন, কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ, আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্য—শরণাগতি ; বাল্য, পৌগণ্ড, প্রাভব, বৈভব, অংশ ও শক্ত্যাবেশ—কৃষ্ণের বিলাস ; ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—ভগ ; উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্ণয়লিঙ্গ ; ষড়ক্ষর মন্ত্র ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—বেদাঙ্গ।

ত্যাজ্য—বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ ; অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—ভক্তি-প্রতিকূল ক্রিয়া ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—রিপু ; অভক্তিপর কণাদের বৈশেষিক, গৌতমের ন্যায়, নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসা ও নির্ব্বিশেষ পর উত্তর মীমাংসা—দর্শন।

॥ সাত ॥ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—সাধন-ভক্তির ক্রম ; অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুর, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা—মোক্ষদায়িকা পুরী ; সাত প্রহরিয়া ভাব ; মহাপ্রভুর সপ্তসম্প্রদায়—সংকীর্ত্তন ; পরীক্ষিৎ মহারাজের সাপ্তাহিক ভাগবত-পারায়ণ ; বাল্মিকীর সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—সপ্তর্ষি ; জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—দ্বীপ ; লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল—সমুদ্র ; ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—স্বর ; গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতি, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী—ছন্দঃ।

ত্যাজ্য—অতল, বিতল, তল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—হরিবিমুখ অবরলোক ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—হরিবিভুখ উর্দ্ধলোক।

॥ আট ॥ গুর্ব্বাষ্টক ; শিক্ষাষ্টক ; নামাষ্টক ; চৈতন্যাষ্টক ; কৃষ্ণের নেত্রদ্বয়, নাভি, বদন, কর ও চরণদ্বয়—অষ্টপদ্ম ; পদ, হস্ত, জানু, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি-দ্বারা অষ্টাঙ্গ প্রণাম ; অষ্টপদী গীতগোবিন্দ ; অষ্টভুজ নারায়ণ ; শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, দাস রঘুনাথ, গোপালভট্ট, শ্রীজীব, লোকনাথ ও ভূগর্ভ—অষ্ট গোস্বামী ; রামচন্দ্র, গোবিন্দ কর্ণপূর, নৃসিংহ, ভগবান্, বল্লভদাস, গোকুল ও গোপীরমণ—অষ্ট কবিরাজ ; ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—অষ্টসখী ; রূপমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী, মঞ্জুলালী, মঞ্জরী ও প্রেম-মঞ্জরী—অষ্ট-মঞ্জরী ; নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ, সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রিকালীয়—অষ্ট যামভজন ; শ্রদ্ধা, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেমবিপ্রলম্ভ, প্রেমভজন-সম্ভোগ ; শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী—প্রতিমা। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—সাত্ত্বিক বিকার ; অষ্টাক্ষর মন্ত্র ; উন্মীলনী, ব্যঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষ-বর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী—মহাদ্বাদশী।

ত্যাজ্য—স্ত্রীপুরুষের স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া—নিষ্পত্তি—অষ্টাঙ্গ মৈথুন ; কৃষ্ণবহির্ম্মুখ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—অষ্টাঙ্গ যোগ ; ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, নিদ্রা, জুগুপ্সা, জাতি, কুল ও শীল—অষ্টপাশ মায়া।

॥ নয় ॥ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ ; ঋতুদ্বীপ ; জহ্নুদ্বীপ মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—নবদ্বীপধাম; হেলোদ্ধূলিতখেদা, বিশদা, প্রোন্মীলদামোদা, সাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদা, রসদা, চিত্তার্পিতোন্মাদা, শশ্বদ্ভক্তিবিনোদা, সমদা ও মাধুর্য্যমর্য্যাদা—নবধা চৈতন্যদয়া ; শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—নবধা ভক্তি ; অর্চ্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নদ্বারা অর্চ্চন ও বৈষ্ণব আরাধন—নবেজ্যা ; ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, কৃষ্ণেতর বিষয়বৈরাগ্য, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলেপ্রীতি—প্রীত্যঙ্কুর ; পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ, সুখানন্দপুরী—শ্রীচৈতন্য-প্রেমামর তরুর নয়টি মূল বা নয়জন সন্ন্যাসী ; বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্মা—নবব্যূহ ; ভারত, কিন্নর (কিংপুরুষ), হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল—খণ্ড বা বর্ষ ; কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড় (দ্রুমিল), চমস ও করভাজন—নবযোগেন্দ্র ; বিষ্ণুই পরতমতত্ত্ব, বিষ্ণু অখিল বেদবেদ্য, বিশ্ব সত্য, জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, জীবসমূহ নিত্য হরিসেবক, বদ্ধ ও মুক্তভেদে জীবের তারতম্য, বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজনই মুক্তির কারণ, শব্দ বা শ্রুতি, অনুমান ও প্রত্যক্ষই প্রমাণ—মাধ্ব-গৌড়ীয় প্রমেয় ; পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব্ব—নিধি।

ত্যাজ্য—কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—নবদ্বারে—ভোগ।

॥ দশ ॥ দশমূলশিক্ষা অর্থাৎ আম্নায় বাক্যই প্রধান প্রমাণ এবং নয়টি প্রমেয় যথা,—কৃষ্ণস্বরূপ হরিই পরমতত্ত্ব, হরিই—সর্ব্বশক্তিমান্, হরি অখিল রসামৃতসিন্ধু, জীব সকল—হরির বিভিন্নাংশস্বরূপ, তটস্থ গঠনবশতঃ জীবগণ বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কবলিত, তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীব—মুক্ত দশায় প্রকৃতি-মুক্ত, জীব ও জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন, শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য; মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, রৌহিণেয় রাম, বুদ্ধ ও কল্কী—অবতার; ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—অনন্তের দশদেহ; দশাক্ষর মন্ত্র; সর্গ, বিসর্গ, স্থান, উতি, পোষণ, মন্বন্তর-কথা, ঈশ-কথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—দশবিধ পুরাণলক্ষণ; চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—দশ দশা।

ত্যাজ্য—শুদ্ধ নামতত্ত্ববিৎ সাধুর নিন্দা, দেবান্তরে স্বতন্ত্র বুদ্ধি, গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা, নামে অর্থবাদ, নাম-বলে পাপবুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ; অন্য শুভকর্ম্মসহ নামের সাম্যবুদ্ধি, অনবধান ও অহং মম ভাব—দশনামাপরাধ; ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, ধামে অনিত্য-বুদ্ধি, ধামবাসী ও পরিক্রমাকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ধামে বসিয়া বিষয় কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ধামসেবাচ্ছলে নামবিগ্রহের ব্যবসায়, জড়দেশ ও অন্য দেবতীর্থের সহিত সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ধামসেবাচ্ছলে পাপাচরণ, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ধাম-মাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্রের নিন্দা, ধাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান—ধামাপরাধ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ—দশেন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী সেবা; কায়িক পাপত্রয় (অন্যায়ভাবে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ, হিংসা ও পরদারমর্ষণ), বাচিকপাপ চতুষ্টয় (কর্কশ বাক্য, মিথ্যাকথা, খলতা ও অসম্বন্ধ প্রলাপ), মানসিক পাপত্রয় (পরদ্রব্যে লোভ—ধ্যান, অনিষ্ট চিন্তা ও মিথ্যা অভিনিবেশ)। (গৌঃ ৮।৪৬৭—৪৭১)

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরেভ্যো নমঃ॥

প্রকৃতরস-শতদূষণী

প্রাকৃত-চেষ্টাতে ভাই কভু রস হয় না। জড়ীয় প্রাকৃতরস শুদ্ধভক্ত গায় না॥ প্রাকৃতরসের শিক্ষা-ভিক্ষা শিষ্যে চায় না। রতি বিনা যেই রস, তাহা গুরু দেয় না॥ নাম, রস দুই বস্তু ভক্ত কভু জানে না। নাম, রসে ভেদ আছে, ভক্ত কভু বলে না॥ 'অহং মম' ভাবসত্ত্বে নাম কভু হয় না। ভোগবুদ্ধি না ছাড়িলে অপ্রাকৃত হয় না॥ প্রাকৃত জড়ের ভোগে কৃষ্ণ-সেবা হয় না॥ জড়বস্তু কোনও কালে অপ্রাকৃত হয় না॥ জড়সত্তা বর্ত্তমানে চিৎ কভু হয় না। জড়বস্তু চিৎ হয়, ভক্তে কভু বলে না॥ জড়ীয় বিষয়-ভোগ ভক্ত কভু করে না। জড়ভোগ, কৃষ্ণ-সেবা কভু সম হয় না। নিজ-ভোগ্য কামে ভক্ত 'প্রেম' কভু বলে না। রসে ডগমগ আছ, শিষ্যে গুরু বলে না॥ রসে ডগমগ আমি, কভু গুরু বলে না। জড়ীয় রসের কথা শিষ্যে গুরু বলে না॥ জড়রসগানে কভু শ্রেয়ঃ কেহ লভে না। কৃষ্ণকে প্রাকৃত

বলি' ভক্ত কভু গায় না॥ নামকে প্রাকৃত বলি' কৃষ্ণে জড় জানে না। কৃষ্ণনামরসে ভেদ শুদ্ধভক্ত মানে না॥ নাম, রসে ভেদ আছে, গুরু শিক্ষা দেয় না। রসলাভ করি' শেষে সাধন ত' হয় না॥ কৃত্রিম পন্থায় নামে রসোদয় হয় না। রস হৈতে কৃষ্ণ নাম বিলোমেতে হয় না॥ রস হৈতে রতি-শ্রদ্ধা কখনই হয় না। শ্রদ্ধা হইতে রতি ছাড়া ভাগবত গায় না॥ রতিযুক্ত রস ছাড়া শুদ্ধভক্ত বলে না। সাধনেতে রতি রস, গুরু কভু বলে না। ভাবকালে যে অবস্থা, সাধনাগ্রে বলে না। বৈধীশ্রদ্ধা সাধনেতে রাগানুগা হয় না॥ ভাবের অঙ্কুর হ'লে বিধি আর থাকে না। রাগানুগা শ্রদ্ধা-মাত্রে জাতরতি হয় না॥ অজাতরতিকে কভু ভাবলব্ধ বলে না। রাগানুগ সাধকেরে জাতভাব বলে না॥ রাগানুগ সাধকেরে লব্ধরস বলে না। রাগানুগ সাধ্যভাব রতি ছাড়া হয় না॥ ভাবাঙ্কুর সমাগমে বৈধীভক্তি থাকে না। রুচিকে রতির সহ কভু এক জানে না॥ রাগানুগ বলিলেই প্রাপ্তরস জানে না। বিধি-শোধ্য জনে কভু রাগানুগ বলে না। সাধনের পূর্ব্বে কেহ ভাবাঙ্কুর পায় না। জড়ে শ্রদ্ধা না ছাড়িলে রতি কভু হয় না॥ জাতভাব না হইলে রসিক ত' হয় না। জড়ভাব না ছাড়িলে রসিক ত' হয় না॥ মূলধন রসলাভ রতি বিনা হয় না। গাছে না উঠিতে কাঁদি বৃক্ষমূলে পায় না॥ সাধনে অনর্থ আছে; রসোদয় হয় না। ভাবকালে নামগানে ছলরস হয় না॥ সিদ্ধান্তবিহীন হৈলে কৃষ্ণে চিত্ত লাগে না। সম্বন্ধহীনের কভু অভিধেয় হয় না॥ সম্বন্ধবিহীন-জন প্রয়োজন পায় না। কুসিদ্ধান্তে ব্যস্ত-জন কৃষ্ণ-সেবা করে না॥ সিদ্ধান্ত-অলস-জন অনর্থতো ছাড়ে না। জড়ে 'কৃষ্ণ ভ্রম করি' কৃষ্ণ-সেবা করে না॥ কৃষ্ণ নামে ভক্ত কভু জড়বুদ্ধি করে না। অনর্থ না গেলে নামে রূপ দেখা দেয় না॥ অনর্থ না গেলে নামে গুণ বুঝা যায় না। অনর্থ না গেলে নামে কৃষ্ণ-সেবা হয় না॥ রূপ-গুণ-লীলা-স্ফূর্ত্তি নাম ছাড়া হয় না। রূপ-গুণ-লীলা হৈতে কৃষ্ণনাম হয় না॥ রূপ হৈতে নাম-স্ফূর্ত্তি, গুরু কভু বলে না। গুণ হৈতে নাম-স্ফূর্ত্তি, গুরু কভু বলে না॥ লীলা হৈতে নাম-স্ফূর্ত্তি রূপানুগ বলে না। নাম-নামী দুই বস্তু, রূপানুগ বলে না॥ রস আগে, রতি পাছে, রূপানুগ বলে না। রস আগে, শ্রদ্ধা পাছে, গুরু কভু বলে না॥ রতি আগে, শ্রদ্ধা পাছে, রূপানুগ বলে না। ক্রম-পথ ছাড়ি' সিদ্ধি, রূপানুগ বলে না॥ মহাজন-পথ ছাড়ি' নব্য পথে ধায় না। অপরাধ-সহ নাম কখনই হয় না॥ নামে প্রাকৃতার্থ-বুদ্ধি ভক্ত কভু করে না। অপরাধ-যুক্ত—নাম ভক্ত কভু লয় না॥ নামেতে প্রাকৃত বুদ্ধি রূপানুগ করে না। কৃষ্ণরূপে জড়বুদ্ধি রূপানুগ করে না॥ কৃষ্ণগুণে জড়বুদ্ধি রূপানুগ করে না। পরিকর-বৈশিষ্ট্যকে প্রাকৃত ত' জানে না॥ কৃষ্ণলীলা জড়তুল্য রূপানুগ বলে না। কৃষ্ণেতর ভোগ্যবস্তু কৃষ্ণ কভু হয় না॥ জড়কে অনর্থ ছাড়া আর কিছু মানে না। জড়াসক্তি-বশে রসে কৃষ্ণজ্ঞান করে না॥ কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ কভু জড় বলে না। কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা কভু জড় বলে না॥ জড়রূপ-অনর্থেতে কৃষ্ণ-ভ্রম করে না। কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণে জড়বুদ্ধি করে না॥ নাম-রূপ-গুণ-লীলা 'জড়' বলি' মানে না। জড়নাম-রূপ-গুণে 'কৃষ্ণ' কভু বলে না॥ জড়শূন্য অপ্রাকৃত নাম-ছাড়া বলে না। জড়শূন্য অপ্রাকৃত রূপ-ছাড়া দেখে না॥ জড়শূন্য অপ্রাকৃত গুণ-ছাড়া শুনে না। জড়শূন্য অপ্রাকৃত লীলা-ছাড়া সেবে না॥ অনর্থ-থাকার কালে জড়রূপে মজে না। অনর্থ-থাকার কালে জড়গুণে মিশে না॥ অনর্থ-

থাকার কালে জড়লীলা ভোগে না। অনর্থ-থাকার কালে শুদ্ধনাম ছাড়ে না॥ অনর্থ-থাকার কালে রস-গান করে না। অনর্থ-থাকার কালে সিদ্ধি-লব্ধ বলে না। অনর্থ-থাকার কালে লীলা-গান করে না। অনর্থ-নিবৃত্তি-কালে নামে 'জড়' বলে না॥ অনর্থ-নিবৃত্তি-কালে রূপে 'জড়' দেখে না। অনর্থ-নিবৃত্তি-কালে গুণে 'জড়' বুঝে না॥ অনর্থ-নিবৃত্তি-কালে জড়-লীলা সেবে না। রূপানুগ গুরুদেব শিষ্য-হিংসা করে না॥ গুরু-ত্যজি' জড়ে আশা কভু ভক্ত করে না। মহাজনপথে দোষ কভু গুরু দেয় না॥ গুরু-মহাজনবাক্যে ভেদ কভু হয় না। সাধনের পথে কাঁটা সদ্‌গুরু দেয় না॥ অধিকার-অবিচার রূপানুগ করে না। অনর্থ-অন্বিত-দাসে রস-শিক্ষা দেয় না॥ ভাগবত-পদ্য বলি' কুব্যাখ্যা ত' করে না। লোক-সংগ্রহের তরে ক্রমপথ ছাড়ে না॥ না উঠিয়া বৃক্ষোপরি ফল ধরি' টানে না। রূপানুগ ক্রম-পথ বিলোপ ত' করে না॥ অনর্থকে 'অর্থ' বলি' কুপথেতে লয় না। প্রাকৃত-সহজ-মত 'অপ্রাকৃত' বলে না॥ অনর্থ না গেলে শিষ্যে 'জাতরতি' বলে না। অনর্থবিশিষ্ট শিষ্যে রসতত্ত্ব বলে না॥ অশক্ত কোমল-শ্রদ্ধে রসকথা বলে না। অনধিকারীরে রসে অধিকার দেয় না॥ বৈধভক্তজনে কভু 'রাগানুগ' জানে না। কোমলশ্রদ্ধকে কভু 'রসিক' ত' জানে না॥ স্বল্প শ্রদ্ধজনে কভু 'জাতরতি' মানে না। স্বল্পশ্রদ্ধজনে রস উপদেশ করে না। জাতরতি প্রৌঢ়শ্রদ্ধ-সঙ্গ ত্যাগ করে না। কোমল শ্রদ্ধেরে কভু রস দিয়া সেবে না॥ কৃষ্ণের সেবন লাগি' জড়রসে মিশে না। রসোদয়ে কোন জীবে শিষ্যবুদ্ধি করে না॥ রসিক ভকতরাজ কভু শিষ্য করে না। রসিকজনের শিষ্য এই ভাব ছাড়ে না॥ সাধন ছাড়িলে ভাব উদয় ত' হয় না। রাগানুগ জানিলেই সাধন ত' ছাড়ে না॥ ভাব না হইলে কভু রসোদয় হয় না। আগে রসোদয়, পরে রত্যুদয় হয় না॥ আগে রত্যুদয়, পরে শ্রদ্ধোদয় হয় না। রসাভীষ্ট লভি' পরে সাধন ত' হয় না॥ সামগ্রীর অমিলনে স্থায়িভাব হয় না। স্থায়িভাব-ব্যতিরেকে রসেস্থিতি হয় না॥ ভোগে মন, জড়ে শ্রদ্ধা—চিৎপ্রকাশ করে না। নামে শ্রদ্ধা না হইলে জড়বুদ্ধি ছাড়ে না॥ জড়বুদ্ধি না ছাড়িলে নাম কৃপা করে না। নাম কৃপা না করিলে লীলা শুনা যায় না॥ নামকে জানিলে জড়, কাম দূর হয় না। রূপকে মানিলে জড়, কাম দূর হয় না॥ গুণকে বুঝিলে জড়, কাম দূর হয় না। লীলাকে পূরিলে জড়ে, কাম দূর হয় না॥ নামে জড়-ব্যবধানে রূপোদয় হয় না। নামে জড়-ব্যবধানে গুণোদয় হয় না॥ জড়ভোগ ব্যবধানে লীলোদয় হয় না। অপরাধ-ব্যবধানে রসলাভ হয় না। অপরাধ-ব্যবধানে নাম কভু হয় না। ব্যবহিত লীলাগানে কাম দূর হয় না॥ অপরাধ-ব্যবধানে সিদ্ধ-দেহ পায় না। সেবোপকরণ-কর্ণে না শুনিলে না॥ জড়োপকরণ-দেহে লীলা শোনা যায় না। সেবায় উন্মুখ হ'লে জড়কথা হয় না। নতুবা চিন্ময়কথা কভু শ্রুত হয় না॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বসিদ্ধান্তসার ও সর্ব্বশাস্ত্রের সারমর্ম্ম এই গীতিতে অপূর্ব্ব ভাবে সন্নিবিষ্ট ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। ইহা সকলের পক্ষেই পরম উপাদেয়। সরল বাংলা-পয়ারছন্দে প্রকাশিত, সর্ব্বসিদ্ধান্তসার অপূর্ব্ব উপদেশ-সমন্বিত হইয়া শ্রীরূপানুগ ভজন প্রণালী সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হওয়ায় উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনধিকার চর্চ্চাকারীর পক্ষে বিশেষত পরমাদরের ও ভজনের প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট বিধান প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা সাধক সিদ্ধ অনধিকারী, কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভক্তি,

রস, রতি, প্রেম প্রভৃতি শ্রীরূপানুগ বিচার পরিভাবিত অপূর্ব্ব মহারত্নদ্যুতিরূপে সকলেরই পথ প্রদর্শকরূপে ভজনপথে যে সকল অন্ধকার ও বাধা আসিতে পারে, তাহা বিশেষভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হওয়ায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদের একটি মহামূল্যরত্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

বোষ্টম পার্লামেণ্ট

আদিম ইস্তাহার—যেহেতু বর্ত্তমান 'বোষ্টম'-নামধারী সমাজের উন্নতিকল্পে প্রকৃত-প্রস্তাবে চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, সেই হেতু আমরা আউল বাউলাদি তের প্রকার অপসম্প্রদায় একত্র মিলিত হইয়া আমাদের একটী পার্লামেণ্ট গঠন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমাদিগের বোষ্টম সমাজের অন্তর্গত নানা শাখায় উপশাখায় অবস্থিত বোষ্টমগণের নির্ব্বাচন প্রথার সকল কথা এই পার্লামেণ্টে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এই পার্লামেণ্টের গঠন প্রণালী কিরূপভাবে হইবে, তাহা আমরা একত্র মিলিত হইয়া স্থির করিব। ভোট লইয়াই সকলকার্য্য হইবে। যেহেতু ঐ কথাগুলির সহিত আমরা সকলেই সংশ্লিষ্ট। শাস্ত্র, গুরুবাক্য প্রভৃতির একাধিপত্য আমরা চাই না। আমাদের মূল্য উদ্দেশ্য—শুদ্ধভক্তি, একান্তিকতা, প্রপত্তি প্রভৃতির বিশেষত্ব প্রচার নষ্ট করিবার যাহাদের উৎকণ্ঠা আছে, তাহাদিগকে সভ্যপদে বরণ করিয়া আমাদের পার্লামেণ্ট সংগঠন করা। যাহাতে অধোক্ষজসেবা একেবারে উঠিয়া যায় এবং যাহাতে আমরা ভাল করিয়া সংসার ভোগ করিতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। যাহাতে কেহ আমাদের কেশ স্পর্শ করিতে না পারে; তজ্জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ এবং যাহাতে আমরা সেই দুর্গে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারি, তজ্জন্য লোকরঞ্জনপর নানাপ্রকার হাবভাবরূপ আয়ুধ ও বোলচালরূপ রসদ যোগাড় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। দ্যূত, পান, স্ত্রী, পশুবধ, টাকা প্রভৃতি যাহাতে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ অধিকার করিতে পারে এবং ঐ ভক্ত্যঙ্গগুলি যাহাতে অচিরেই পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়, সে বিষয়েও আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আপাতঃ তের প্রকার দলের এক এক দলের সভ্য নির্ব্বাচন হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক দল হইতে ১০০ করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আমরা উক্ত ১৩ প্রকার দলের প্রত্যেক দল হইতে শতমুখী হইয়া মার্জ্জনা আরম্ভ করিলে ভগবৎ ক্ষেত্র-গুণ্ডিচায় রাশি রাশি কু-মল সংস্থাপিত করিতে পারিব। তাহা হইলে আর সেখানে শ্রীজগন্নাথদেবের আসন রচিত হইতে পারিবে না। তিনি গুণ্ডিচাদ্বার হইতেই ফিরিয়া যাইবেন।

যে যে উপায় অবলম্বিত হইবে, তত্তদ্বিষয়ের আলোচনার ফলে আমাদের সমবেত চেষ্টা দ্বারা অচিরেই পার্থিব ভোগ ভূমিকা হইতে বৈকুণ্ঠ-দূতগণকে অপসারিত করিবার সুযোগ হইবে। যাবতীয় কনক, দ্রবিণ ও অহঙ্কার সকলই আমাদের দিকে। আমাদের নিকট সকলেই ইন্দ্রিয়-তর্পণ-প্রয়াসী আছেন। প্রকৃত সাধু বৈষ্ণবগণ যে প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠা জ্ঞান করেন, তাহাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় তত্ত্ব; সুতরাং আমরা রাজর্ষিজনক, কনকের জনক, প্রতিষ্ঠার জনক, কামিনী-জন্য প্রভৃতি ভাব মণ্ডিত ঘরপাগলা সম্প্রদায় হইয়া আমাদের বোষ্টম পার্লামেণ্ট বেশ জাঁকাইয়া বসিতে পারিব আমরা

অতিবিদ্যায়, অতিবুদ্ধিতে, অহঙ্কারে, পৈশুন্যে, খলতায় সর্ব্বোত্তমতা লাভ করিয়াছি। আসমুদ্র-হিমাচল কেহই আমাদের তুল্য হইতে পারে না। আমরা সকলে মিলিয়া ভোট দিয়া সীতাহরণের প্রস্তাব, শুক্রাচার্য্য, দক্ষ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির পক্ষ সমর্থন করিব। অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি অষ্টাদশ অসুরের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগকেও আমাদের মহাসভায় অবতরণ করাইব। কাজেই আমাদের অনতি-বিলম্বে একটী বোষ্টম পার্লামেণ্ট হওয়া আবশ্যক। সম্মিলনী বা মিলনমন্দির প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া বোষ্টম পার্লামেণ্টের একটী পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র সংস্করণ অগ্রদূতরূপে কলির রাজত্বে কিছুদিন হইল কলির বহুলোকের ভোট সংগ্রহ করিবার canvass করিতে আরম্ভ করিলেও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রতিভায় ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সেই শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অবৈধ প্রতিযোগী একটী বোষ্টম পার্লামেণ্ট সৃষ্টি করিতে না পারিলে কলির রাজত্ব হইতে বোষ্টমের ১৩ প্রকার দল ও তাহাদের অসংখ্য শাখা উপশাখা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, আশঙ্কা হইতেছে।

দ্বিতীয় ইস্তাহার—আমাদের বোষ্টম পার্লামেণ্টের প্রথম ইস্তাহার বোষ্টম জনসাধারণ সকলেই সাবহিত চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার অনুমোদনকল্পে স্থানে স্থানে নির্ব্বাচনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এখন আমাদের পক্ষ সমর্থনে যাহারা বিশিষ্ট অধিকারী, এইরূপ ভাল ভাল লোক নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। আদিম ইস্তাহার-পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, কিঞ্চিন্ন্যূন শত বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় একটী পক্ষীর দল দিল, তাহাতে কে কত ধূম্র পান করিতে পারে, তাহার প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হইত। যিনি ১০০ ছিলিম উৎকট তাম্রকূট-সেবায় নিপুণ ছিলেন, তাঁহাকে 'গরুড়'-আখ্যায় বিভূষিত করা হইত। আর যিনি মাত্র তিন ছিলিম ইন্দ্রাসন টানিতে পারিতেন, তাহাকে 'চড়াইপাখী' নাম দেওয়া হইত। এখন বোধ হয় কলিকাতায় খুঁজিলে এই দলের অধস্তন পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এই দলের অধস্তন হইতেও আমাদের পার্লামেণ্টের সভ্য অবশ্যই সংগ্রহ করা উচিত। কানাইঘোষী বা কর্ত্তাভজা-দলের অধস্তনগণের মধ্য হইতেও আমাদের পার্লামেণ্টে সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। অন্ধকার ঘরে স্ত্রীপুরুষে একত্র চোখ বুজিয়া মিষ্টান্ন খাইবার পক্ষপাতি-সম্প্রদায় হইতেও আমাদের পার্লামেণ্টে সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। "কাঁধে বাড়ী বলরাম, তুমি রাধা আমি শ্যাম" সম্প্রদায়ের অধস্তনগণকেও আমাদের পার্লামেণ্টে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা আবশ্যক। টিকিকাটা দলের অধস্তনগণও এই পার্লামেণ্টে সভ্যপদে নিযুক্ত হইলে আমাদের আনন্দের বিষয় হয়। ভক্তিকে যাহারা কামক্রোধাদি বৃত্তির সহিত সমজাতীয় জ্ঞান করেন, সেই ধর্ম্মব্যাখ্যাতৃদলের অধস্তনগণও এই পার্লামেণ্টের সভ্য হইতে পারিবেন। কমলাকর, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণের ছায়ায় পুষ্ট ব্যভিচারের অধস্তনগণও যোগদান করিতে পারিবেন। মোটের উপর, যাহারা শুদ্ধভক্তির আদর না করিয়া বিদ্ধভক্তি, মিছাভক্তি, লোক-দেখান-ভক্তিতে উন্মত্ত হইবার অভিনয় করিতে পারিবেন-এইরূপ 'গোলে-হরিবোল দেওয়া' সকলকেই আমরা বিশেষ আদরের সহিত সভ্যপদে বরণ করিব। নূতন নূতন অবতার সৃষ্টি করিবার পক্ষপাতী, সমন্বয়বাদী, ছড়াপ্রস্তুতকারী, শুক্রশোণিতের মধ্যে ভক্তিবৃত্তি আবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী, কপটতার সহিত আঁকু-পাঁকু কসরৎভাঁজায়

প্রবীনের আবশ্যক। কুচক্রী, একগুঁয়ে শুদ্ধ ভক্তগণ যেন একটী লোক ও না পান, তজ্জন্য আমাদের পার্লামেণ্ট ভালভাবে করা আবশ্যক। প্রকৃত বৈষ্ণবগণ যাহাতে তাঁহাদের গন্তব্য স্থান বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান এবং আমাদিগকে সর্ব্বদা জ্বালাতন না করেন, সেইরূপভাবে এই দেবীধামকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্য বোষ্টম-পার্লামেণ্টে প্রস্তাব উত্থাপন করা আবশ্যক। এক সময়ে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করা সত্বেও বিষ্ণুই চন্দ্রবংশের সেব্য ছিলেন। যাদবপাণ্ডবকুল ধনঞ্জয়কে অভিভাবক জানিয়া বিদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সহিত যে সমরানল প্রজ্জলিত করেন, তাহাই মহাভারতের যুদ্ধ। ইন্দ্রপ্রস্থে বৈষ্ণবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যাঘাতকারী তক্ষশীলাশ্রিত সম্প্রদায় ভগবত্তের বিরোধ করা সত্বেও আজও ভাগবতের ক্ষীণধারা শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে প্রবাহিত রহিয়াছে। কিন্তু উহা সেই পূর্ব্বতন বিচারানুসারে বর্ত্তমান ধ্বংস করাই আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়। সেই সময়ে শমীকের গলদেশে মৃত সর্প আরোপ করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচার মাত্র সাতদিনের জন্য আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, অধিক দিন প্রচার হইতে পারে নাই। কিন্তু হে বিদ্ধভক্ত ভ্রাতৃগণ, তোমাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই, সেই ভাগবত-ব্যাখ্য আজ 'গৌড়ীয়' সাত বৎসরকাল (৭ম বর্ষ গৌড়ীয়ে এই প্রবন্ধ রচিত) চালাইতেছে এবং ইহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং সকলে দলবদ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যবিদ্বেষকারী সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি জানাও এবং তাহাদিগকে লইয়া যত প্রকারে পার শুদ্ধভক্তিকে আক্রমণ করিবার মতলব ভাঁজ। অকাট্য জাগতিক ঐতিহ্যের উপর যে শ্রীধাম মায়াপুর প্রতিষ্ঠিত, কপটতাশ্রয়পূর্ব্বক সেই শ্রীধামের বিরুদ্ধে আমাদের ভাবী পার্লামেণ্টের সভ্যগণের কয়েকজন পূর্ব্ব হইতেই সাহায্য করিতেছেন। অতএব তাঁহাদের কিছু ষ্টেট্‌মেণ্ট বৃদ্ধি করাইতে পারিলে রাইকানুর গান জোরে চালাইতে পারিব। সূত্রধরের বাঁশ, র‍্যাদা, ছুমুখো করাত প্রভৃতির সাহায্য লওয়া ও আমাদের আবশ্যক হইবে। যাহাতে ঐকান্তিক সেবার কথা জগতে কাহারও কাণে প্রবেশ না করে, তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যদি সনাতন ধর্ম্ম প্রবলতা লাভ করে, তাহা হইলে লোকে আমাদের মনগড়া বোষ্টম ধর্ম্মে খাদ আছে জানিতে পারিবে এবং আমাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লাভাশারূপ বোষ্টম ধর্ম্মের প্রসারতা মুস্‌ড়াইয়া যাইবে, লোকে আমাদের অপস্বার্থসমূহ ধরিয়া ফেলিবে। আমরা যাঁহাদের সাহায্যে বাংলা ও অন্যান্য দেশে এই সকল কার্য্য করিয়া আসিতেছি, তাঁহারা যেন আমাদের ১৩০০ সংখ্যার পূরণের জন্য পশ্চাৎপদ না হন। একদিন বীরচন্দ্র প্রভুর সময়ে ১২০০ নেড়াও ১৩০০ নেড়ী বৈষ্ণবধর্ম্মের পোষাকে সনাতন ধর্ম্ম উৎসাদিত করিয়াছিল। আমাদেরও এখন তের সম্প্রদায় হইতে ১০০ করিয়া ১৩০০ নেড়া ও ১২০০ নেড়ী পাওয়া যাইবে, আমরাও একটী শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সত্য আবরণ করিতে পারিব। সুতরাং হে ভাইভগিনি সকল, তোমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া ছুনিয়াদারীতে অগ্রসর হও, যাহাতে আমাদের এই বোষ্টম পার্লমেণ্টের অধিবেশনটা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। (গৌঃ ৭।৬৮২-৬৮৪)।

বিচার-আদালত

বিচারপতি—১। স্বয়ম্ভু, ২। নারদ, ৩। শম্ভু, ৪। কুমার, ৫। কপিল, ৬। মনু, ৭। প্রহ্লাদ, ৮। জনক, ৯। ভীষ্ম, ১০। বলি, ১১। বৈয়াসকি, ১২। যম, (দ্বাদশ মহাজন)।

মানব-সাধারণ বনাম গৌড়ীয়। নালিশের কারণ—গৌড়ীয়গণ মানব হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক **মানব সাধারণের** কায়মনোবাক্যের **ভেদ স্থাপন** করেন। তাহার ক্ষতিপূরণ বাবৎ নালিশ।

বাদীপক্ষেঃ—ব্যারিষ্টারের তালিকা—১। বশিষ্ঠ, ২। শক্তি, ৩। পরাশর, ৪। দত্তাত্রেয়, ৫। অষ্টবক্র, ৬। দুর্ব্বাসা প্রভৃতি। **উকীলের তালিকা**—১। ঈশ্বরকৃষ্ণ, ২। গৌড়পাদ, ৩। গোবিন্দ, ৪। শঙ্করাচার্য্য, ৫। বিদ্যারণ্য, ৬। সদানন্দ যোগীন্দ্র, ৭। আনন্দগিরি, ৮। মধুসূদন সরস্বতী, ৯। স্বপ্নেশ্বর, ১০। বিজ্ঞানভিক্ষু, ১১। শেষনাগ, ১২। বাচস্পতি মিশ্র ইত্যাদি। **মোক্তারের তালিকা**—১। কুল্লুক ভট্ট, ২। উদয়নাচার্য্য, ৩। শিহ্লণ মিশ্র, ৪। কুমারিল ভট্ট, ৫। রঘুনন্দন, ৬। কমলাকর, ৭। হলায়ুধ প্রভৃতি।

বিবাদীর পক্ষে :—ব্যারিষ্টারের তালিকা—১। ঋষভ, ২। নবযোগেন্দ্র, ৩। প্রাচীনবর্হির দশপুত্র প্রচেতাগণ, ৪। ধ্রুব, ৫। পৃথু, ৬। মৈত্রেয়, ৭। উদ্ধব প্রভৃতি। **উকীলের তালিকা**—১। রামানুজ, ২। মধ্বাচার্য্য, ৩। নিম্বাদিত্য, ৪। বিষ্ণুস্বামী, ৫। বেদান্তদেশিকাচার্য্য, ৬। জয়তীর্থ, ৭। শ্রীনিবাস, ৮। শ্রীধরস্বামী, ৯। বিল্বমঙ্গল, ১০। জয়দেব, ১১। বল্লভাচার্য্য, ১২। শ্রীজীব, ১৩। বলদেব প্রভৃতি। **মোক্তারের তালিকা**—১। কৃষ্ণদেব, ২। গোপাল ভট্ট, ৩। ধ্যানচন্দ্র, ৪। কৃষ্ণদাস, ৫। গোপীনাথ দাস প্রভৃতি।—বিচারকালে সাক্ষীর তালিকা উভয় পক্ষ হইতে দাখিল করা হইবে এবং বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই ইচ্ছামত নিজ নিজ ব্যারিষ্টার, উকীল, মোক্তারাদি নিয়োগ, বর্দ্ধন বা বর্জ্জন করিবার অধিকার রাখিবেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের এই দুইটি প্রবন্ধে অতি উৎকৃষ্ট ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতিসুন্দরভাবে ভক্ত ও অপসম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থনকারী টীকাকার, স্মৃতিকারগণের নির্দ্দেশ এবং বোষ্টম পার্লামেন্টে অপসম্প্রদায়ের বক্তব্য, বিচারধারা, পক্ষসমর্থক বিবিধ মতবাদের উদ্ভাবনাদি অতি-সহজে ও সুস্পষ্টভাবে বুঝিবার সুযোগ হইয়াছে। এত সহজ ও সরলভাবে এত নিগূঢ় কপটতা উন্মোচন এত সংক্ষেপে কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। (গৌঃ ৯।৭।৯)

শ্রীল প্রভুপাদের রচিত ও সম্পাদিত কতিপয় গ্রন্থ ও সাহিত্য

প্রহ্লাদচরিত্র, ভাস্করাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায় বাসনাভাষ্য, বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি-সহ ; পাশ্চত্যগণিত রবিচন্দ্রনায়নস্পষ্ট, লঘুজাতক, ভট্টোৎপল-টীকা ও বঙ্গানুবাদ ; লঘুপারাশরীয় বা উড়ুদায়-প্রদীপ, ভৈরবদত্ত টীকা, বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি-সহ ; রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-কৃত জ্যোতিষতত্ত্ব বঙ্গানুবাদ-সহ ; পাশ্চাত্যমতে কুযস্পষ্ট সাধক সমগ্র ভৌম সিদ্ধান্ত ; আর্য্যভট্টের সমগ্র আর্য্য-সিদ্ধান্ত ; পরমাদীশ্বর কৃত ভট্টদীপিকা-টীকা, দিনকৌমুদী ; চমৎকার-চিন্তামণি, জ্যোতিষতত্ত্ব-সংহিতা ('বৃহস্পতি' ও 'জ্যোতির্ব্বিদ'-মাসিক পত্রে প্রকাশিত);

সংস্কৃত ভক্তমাল, শ্রীমন্নাথমুনি, নিবেদন (সাপ্তাহিক পত্র), যামুনাচার্য্য, বঙ্গে সামাজিকতা, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্য, উপদেশামৃতের অনুবৃত্তি, গৌরকৃষ্ণোদয়—উৎকল কবিকৃত গৌরচরিত-মহাকাব্য সম্পাদন, শ্রীমদ্ভগবতগীতা—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের বঙ্গানুবাদসহ সম্পাদিত, নবদ্বীপ-পঞ্জিকা ; সঙ্গীতসাধব-মহাকাব্য ; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সজ্জন-তোষণী পত্রিকা সম্পাদন ও তাহাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ—পূর্ব্বভাষ, প্রাণীর প্রতি দয়া, মধ্বমুনি-চরিত, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভক্তিগ্রন্থ, ঠাকুরের স্মৃতি-সমিতি, দিব্যসূরি বা আল্‌বর, জয়তীর্থ, গোদাদেবী, পাঞ্চরাত্রিক অধিকার, প্রাপ্তি স্বীকার, বৈষ্ণব-স্মৃতি, শ্রীপত্রিকার কথা, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, কুলশেখর, সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গ, অভক্তিমার্গ, বিষ্ণুচিত্ত, প্রতিকূল মতবাদ, কৃষ্ণদাস বাবাজী, তোষণীর কথা, গুরুস্বরূপ, প্রবোধানন্দ, ভক্তিমার্গ, সমালোচনা, তোষণী-প্রসঙ্গ, অর্থ ও অনর্থ ; বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ; গোহিতে পূর্ব্বাদেশ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, অন্তর্দ্বীপ, প্রকট-পূর্ণিমা, চৈতন্যাব্দ' উপকুর্ব্বাণ, বর্ষশেষ।

নব-বর্ষ, আসনের কথা, সাময়িক প্রসঙ্গ, আচার্য্য-সন্তান, বিদেশে গৌরকথা, সমালোচনা, আমার প্রভুর কথা (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের চরিত), বৈষ্ণবের বিষয়, গুরুস্বরূপে পুনঃ প্রশ্ন, বৈষ্ণব-বংশ, বিরহ-মহোৎসব, শ্রীপত্রিকার উক্তি, প্রাকৃতরস-শত-দূষণী ; দুইটি উল্লেখ, গানের অধিকারী কে ? সদাচার, অমায়া, প্রার্থনারস-বিবৃতি, প্রতিবন্ধক, ভাই সহজিয়া, বর্ষশেষ। নব-বর্ষ, সমালোচনা, সাময়িক প্রসঙ্গ, সজ্জন—কৃপালু, শক্তি-পরিমত জগৎ, সজ্জন—অকৃতদ্রোহ, প্রার্থনা-রস-বিবৃতি, সজ্জন—সত্যসার, প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে, নাগরী-মঙ্গলা, সজ্জন—সম, সজ্জন—নির্দ্দোষ, সজ্জন—বদান্য, ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে, সজ্জন—মৃদু, সজ্জন—শুচি, সজ্জন—অকিঞ্চন, বৈষ্ণব-দর্শন (কৃষ্ণনগর টাউনহলের সাহিত্য সভায় বক্তৃতা), বর্ষশেষ নব-বর্ষ, সজ্জন—সর্ব্বোপকারক, সজ্জন—শান্ত, শ্রীগৌর কি বস্তু ? সজ্জন—কৃষ্ণৈকশরণ, সজ্জন—অকাম, সজ্জন—নিরীহ, সজ্জন—স্থির, সজ্জন—বিজিত ষড়্‌গুণ, শ্রীমূর্ত্তি ও মায়াবাদ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা, সজ্জন—মিতভুক্, ভক্তিসিদ্ধান্ত, সজ্জন—অপ্রমত্ত। বর্ষোদ্‌ঘাত, সজ্জন—মানদ, সজ্জন—অমানী, সজ্জন—গম্ভীর, সজ্জন—করুণ, সজ্জন—মৈত্র, কাল-সংজ্ঞায় নাম, শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণভেদ, কর্ম্মীর কাণাকড়ি, গুরুদাস, দশা, দীক্ষিত। হায়নোদ্ঘাত, ঐকান্তিক ব্যাভিচারী, নির্জ্জনে অনর্থ, ("মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব"?) সঙ্গীত; সজ্জন—কবি, চাতুর্ম্মাস্য, পঞ্চোপাসনা, বৈষ্ণব ও ইতর স্মৃতি, সংস্কার-সন্দর্ভ, সজ্জন—দক্ষ, বৈষ্ণব-মর্য্যাদা, সজ্জন—মৌনী, যোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা, অপ্রাকৃত। শিক্ষাষ্টকের লঘু বিবরণ। নব-বর্ষ, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, মেকি ও আসল, সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত, স্মার্ত্তরঘুনন্দন, হরিনাম-মহামন্ত্র, সগুণোপাসনা, নিষিদ্ধাচার।

বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত—গৌরকিশোরান্বয়, স্বানন্দকুঞ্জানুবাদ, অনন্তগোপালতথ্য ও সিন্ধুভৈরব-বিবৃতি সহ। প্রতিসম্ভাষণ, শ্রীচৈতন্যভাগবত (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ), গৌড়ীয়ভাষ্যের

সহিত। ভক্তিসন্দর্ভ—গৌড়ীয়-ভাষ্য-সহ; প্রমেয়রত্নাবলী, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক, শ্রীব্যাস-পূজার অভিভাষণ, বেদান্ততত্ত্বসার, মণিমঞ্জরী, শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত সদাচার-স্মৃতিঃ, নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা, সজ্জনতোষণী পত্রিকা বা হারমনিষ্ট—ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দিভাষায় প্রকাশ, শ্রীচৈতন্যভাগবত—(ইংরাজী অনুবাদ), প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ সম্পাদন, প্রতিনিবেদন, বিজ্ঞপ্তি, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, (শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত), ব্যাসপূজায় প্রত্যভিভাষণ, হরিভক্তিকল্পলতিকা (২য় সংস্করণ) বঙ্গানুবাদ সহ, বার্ষিক অভিভাষণ। My Guru Puja-(মাদ্রাজে লিখিত), Rai Ramananda—(ইংরাজীতে), Sree Brahma Samhita—(Fifth Chapter), Relative Worlds, পরতত্ত্বজগদ্দ্বয়, পুরুষার্থ-বিনির্ণয়, A few words on Vedanta, The Vedanta—Its Morphology and Ontology।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রে কতিপয় প্রভুপাদের প্রবন্ধ।

শ্রীকৃষ্ণজন্ম, মধুর লিপি, লোকবিচার, পরমার্থ, পুরাণ-সংবাদ, নীতিভেদ, রুচিভেদ, শ্রীজীবগোস্বামী, গৌড়ীয়ে প্রীতি, দুর্গাপূজা, শারদীয়াবাহন, যে-দিকে বাতাস, মরুতে সেচন, স্মার্ত্তের কাণ্ড, বিচার-আদালত, সেবাপর নাম, ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু-গীতি, শ্রীমধ্ব-জন্মতিথি, বর্ণাশ্রম, অপ্রকট-তিথি, ব্রজে বানর, সামাজিক ভেদ, চ্যুতগোত্র, বৃমাত্রাধিকার, ভৃতক শ্রোতা, বৈষ্ণব ও অভৃতক, দীক্ষাবিধান, আসুরিক প্রবৃত্তি, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, সদাচার-স্মৃতি, পঞ্চরাত্র, নিগম ও আগম, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বৈষ্ণব-দর্শন, বর্ণাগুরু, পরিচয়ে প্রশ্ন, অসত্যে আদর, অযোগ্য সন্তান, অশুদ্ধ দীক্ষা, পূজাধিকার, অনাত্মজ্ঞান, নিজ-পরিচয়, বংশ-প্রণালী, গৌর-ভজন, ধান্য ও শ্যামা, তৃতীয় জন্ম, অবৈধ সাধন, বৈজব্রাহ্মণ, প্রচারে ভ্রান্তি, ভগবত-শ্রবণ, মঠ কি? আছে অধিকার, শ্রীধরস্বামী, ব্যবহার, কমিনা, শক্তিসঞ্চার, বর্ষ-পরীক্ষা, একজাতি, ইহলোক, পরলোক।

বর্ষ প্রবেশ, ব্রহ্মণ্যদেব, গুরুব্রুব, কীর্ত্তনে বিজ্ঞান, আবির্ভাব-তিথি, মঠের উৎসব, দীক্ষিত, গোস্বামিপাদ, কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি, গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী, শ্রীবিগ্রহ, জাবালা-কথা, স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব, সামাজিক অহিত, প্রকৃত ভোক্তা কে? গৌড়ীয়ের বেষ, প্রতিসম্ভাষণ, সূত্রবিশেষ, সাময়িক প্রসঙ্গ।

গৌড়ীয় হাঁসপাতাল, সাময়িক প্রসঙ্গ (৭ম সংখ্যা), ভাগবত-বিবৃতি, শ্রীকুলশেখর, মেম্বেলি-হিঁদুয়ানী। মধুরলিপি, শ্রীব্যাস-পূজায় অভিভাষণ, প্রাপ্তপত্র [রহস্য], অশ্রৌত দর্শন, বেদান্ততত্ত্বসারের উপোদ্ঘাত, পত্রাবলী, দর্শনে ভ্রান্তি [৩৮ সং], বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ ব্যবস্থা [৪১ সং], আলোচকের আলোচনা, ন্যাকাবোকার স্বরূপ, মানদান ও মানহানি, প্রতি-নিবেদন, পরমার্থ, গৌড়পুর, আসল ও নকল, অহৈতুক ধামসেবক, সর্ব্বপ্রধান বিবেচনার বিষয়, ভাই কুতার্কিক, কৃষ্ণভক্ত নির্ব্বোধ নহেন, প্রাচীন কুলিয়ায় সহর নবদ্বীপ, কপটতা দরিদ্রতার মূল, একশ্চন্দ্র, পুণ্যারণ্য, গোঁড়ায় গলদ, নীলাচলে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ। ৭ম বর্ষ-সাময়িক প্রসঙ্গ [১ম সং], বিরক্ত ঔদন্য নহে, আমি এই নই আমি সেই, ব্যবসাদারের কপটতা, হংসজাতির ইতিহাস, পত্রাবলী, মন্ত্রসংস্কার, ভোগ ও ভক্তি, সুনীতি ও দুর্নীতি, কৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীধাম-বিচার, একানয়-শ্রুতি ও তদ্বিধান, প্রতীচ্য কাষ্ণ-সম্প্রদায়, বিজ্ঞপ্তি, পঞ্চরাত্র, নীলাচলে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ, তীর্থ পাণ্ডরপুর, মাণিক্যভাস্কর, বৈষ্ণবস্মৃতি, মহান্তগুরুতত্ত্ব [৪২ সং], বোষ্টমপার্লামেন্ট, অলৌকিক ভক্ত চরিত্র।

৮ম বর্ষ—শ্রীধাম-মায়াপুর কোথায়? গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ, সাত্বত ও অসাত্বত, ভারত ও পরমার্থ, পরমার্থের স্বরূপ, পত্রাবলী, ব্যাসপূজার প্রত্যভিভাষণ, প্রাচীন কুলিয়ায় দ্বারভেট, শিক্ষক ও শিক্ষিত, বিষয়ীর কৃষ্ণপ্রেম, আত্মহারা পাঠক, আশ্রমের বেষ। শ্রীভক্তিমার্গ, পরমার্থের সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ, ভবরোগীর হাঁসপাতাল, জগদ্বন্ধুর কৃষ্ণানুশীলন, পত্রাবলী, গৌড়ীয়-মহিমা, পত্রাবলী, সংশিক্ষার্থীর বিবেচ্য, নিম্বভাস্কর, অজ্ঞ ও বিজ্ঞের নর্ম্মকথা, বৈষ্ণব-বংশ, বার্ষিক অভিভাষণ, [ব্যাস-পূজায় মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত], কনফুঁচোর বিচার, পত্র।

একাদশ-প্রারম্ভিকা, পত্রাবলী [১], বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মাধুকর ভৈক্ষ্য, প্রদর্শকের অভিভাষণ, পত্রাবলী [২], দৃষ্টি-বৈক্লব্য (২৮ সংখ্যা), আমার কথা, সংশিক্ষা-প্রদর্শনী [৩৫], কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা, কৃষ্ণেমতিরস্তু। ১২শ বর্ষ—কৃপাশীর্ব্বাদ। স্ব-পর-মঙ্গল, বৈকুণ্ঠ ও গুণজাত জগৎ ভোগবাদ ও ভক্তি। নব-বর্ষ, পত্রাবলী, বড় আমি ও ভাল আমি, তত্ত্ব, বাস্তব-বস্তু। হায়নোদ্ঘাত; পত্র। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রবন্ধ; পত্র; আত্মচরিত; দিনপঞ্জী; ব্যাখ্যা; বিবৃতি; গ্রন্থ ও সাহিত্য আছে। "নদীয়া প্রকাশ" ও "হারমনিষ্টে" লিখিত বহু প্রবন্ধ আছে। ব্যাসপূজা সংখ্যায় প্রকাশিত "আলো ও কালো" প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী এই গ্রন্থেও প্রকাশিত হইল।

ইতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের

সমাধান-সম্পদ

মন্ত্রপ্রদান—মন্ত্রশব্দের অর্থ,—"মননাৎ ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"। অর্থাৎ ভোগময় জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া যদ্দ্বারা জীব, দিব্যজ্ঞান লাভ করেন তাদৃশ শব্দের কীর্ত্তনকে মন্ত্রদান বলে। মন্ত্রলাভ করিলে জীবের কর্ম্মভূমিতে ভোগময়ী প্রবৃত্তি লইয়া বিচরণ করা স্তব্ধ হয়। সুতরাং বেশ্যাকে বেশ্যা রাখিয়া মন্ত্র দেওয়া হয় না। মন্ত্রপ্রভাবে পাপের সম্যক্ ক্ষয় হইয়া যায়। যেখানে পাপের ক্ষয় হয় নাই, সে স্থলে মন্ত্রের আদান প্রদান ঘটে নাই জানিতে হইবে। তন্মধ্যে কপটতা প্রবেশ করায় মন্ত্রের আদান প্রদান অভিনয় হইয়াছে মাত্র। বেশ্যাকে মন্ত্র দিলে গুরু অধঃপতিত হইয়া বেশ্যা জাতীয় হইয়া যান্। তবে বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়া নিজসদৃশ করিতে পারিলে তাঁহার পতিতপাবন নামের সার্থকতা হয়। জলমগ্ন নরকে জল হইতে তুলিতে পারিলে উদ্ধার বলে, উদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে তাহাতে নিমগ্ন হইলে কোন সুফল হয় না। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের কোন টাকা নিজে আত্মসাৎ করিয়া শিষ্যকে বঞ্চনা করেন না। শিষ্যের অর্থ লইয়া নিজের ভোগময় কার্য্যে লাগাইলে শিষ্যের যাবতীয় অসুবিধা সেই অর্থের সংসর্গে উপস্থিত হইয়া গুরুকে পতিত করে। বেশ্যার টাকা লইয়া গুরু নিজকার্য্যে লাগাইলে হরিসেবারূপ গুরুর কার্য্য হইল না। তিনি অন্য ভাবায় বেশ্যার পালিত পশুসদৃশ হইয়া গেলেন। বেশ্যার বা যে কোন ব্যক্তির অর্থ ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইতে পারে। ভগবন্নিবেদিত বস্তু নিবেদিত হইবার পর আর দাতার থাকে না, ভগবানের নিজ বস্তু হইয়া যায়। ভগবদ্বস্তুতে কোনরূপ অনুপাদেয়তা নাই।

বারাঙ্গনাসংস্পৃষ্ট তাম্বূল, তাম্রকূটধূম্র ও খাদ্যদ্রব্য ভোগবুদ্ধিতে বৃষলগণই গ্রহণ করিয়া থাকেন সত্য। গুরুনামধারী ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করিলে তিনিও গুরুত্ব পরিহার পূর্ব্বক পাপী বৃষলীপতি হইয়া যান। বৃষলীপতির জাতিভ্রংশ-পাপ অবশ্যম্ভাবী।

মন্ত্র দিয়া অর্থাদি লইলে মন্ত্রজীবী সংজ্ঞা লাভ ঘটে। পাপী মন্ত্রজীবী, শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধোক্ত নানা কষ্টকর নরকে পতিত হন। শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম জানিয়া সমস্ত অর্পণ করিবেন। তিনি শিষ্যের সেই অর্থগুলি ভগবানের অর্থ জানিয়া শিষ্যকে সেবা কার্য্যের উপকরণের মারফতদার জানাইয়া সমস্তই তাঁহার নিকট জিম্বা রাখিবেন। তিনি শ্রীহরিসেবার উপযোগী ব্যতীত অন্য কোন অর্থই প্রতিগ্রহ করিতে পারেন না। তাঁহার প্রতিগ্রহ নিজের হরিবিমুখ শরীর পালনে ও পাল্যবর্গের বৈধাবৈধ পালন-কার্য্যে প্রযুক্ত হইলে নিজে মন্ত্রজীবী বলিয়া পাপমগ্ন হন।

পরস্ত্রীর সহিত তাম্বূলাদি গ্রহণ ও গোপনীয় কথোপকথনাদিতে দুর্ব্বল লোকের অধঃপতন

অবশ্যম্ভাবী। সবল জ্ঞানীরও তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কাহারও দুঃসঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। সৎসঙ্গই জীবের অভিবাঞ্ছিত। চাঞ্চল্যই মনের ধর্ম্ম। যাহারা অসংযত বা কুযোগী তাহাদের অনেক সময় কামক্রোধাদি ভজনপথের অন্তরায় হইয়া যায়।

দীক্ষাপ্রভাবে পাপপরায়ণা শিষ্যার পাপপ্রবৃত্তি অবশ্যই বিদূরিত হইবে। যদি না হয় তাহা হইলে তাহার দীক্ষা হয় নাই জানিতে হইবে, বৃথল সঙ্গমাত্র হইয়াছে। পাপের ক্ষয় ও সর্ব্বভোগ-নিবৃত্তিই দীক্ষার অব্যবহিত ফল। ফল না হইলে ফলের কারণের সর্ব্বাঙ্গসুষ্ঠুতা স্বীকার করা যায় না।

গুরু হইয়া শিষ্যের অর্থে লোভ করা কর্ত্তব্য নহে। লুব্ধব্যক্তি কখনই ব্রাহ্মণ বা গুরু হইতে পারেন না। লোভই তাহাকে নরকে লইয়া যায়। গুরু নিজে ভিক্ষাদি শুক্ল উপায় অবলম্বন করিয়া নিজ নির্ব্বাহ করিবেন ও স্বীয় কন্যা প্রভৃতির পাণিগ্রহণ করাইবেন। লোভের অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয়জন্য গুরুর অভিশাপ গুরুর পাতিত্যের কারণমাত্র।

শ্রীগুরুদেব কখনও অন্যায় কার্য্য করেন না। শিষ্যের দর্শনে তাঁহার কোনও অসদাচার লক্ষিত হইলে তাহা শিষ্য নিজের অনুকরণীয় মনে করিবেন না, কিন্তু প্রকৃত গুরুদেবের ঐ কার্য্য অন্যায় হইয়াছে এরূপ মনে করিবেন না। কারণ ঐরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি ভজনের অনুকূলতা স্বীকার করেন। তাই বলিয়া হরিসেবাচেষ্টা ব্যতীত অন্য ভোগময় কার্য্যে গুরু কখনই নিজের অনন্যভজন ছাড়িয়া অন্য কার্য্যে রত হইবেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোন অন্যায় কার্য্য করেন না। তিনি অন্যায় কার্য্য করেন এরূপ প্রতীতি শিষ্যের দুর্ভাগ্যজ্ঞাপক। তাহাতে কোমলশ্রদ্ধ শিষ্য বিপথগামী হইবেন। গুরুর আসন অন্যায় পূর্ব্বক দখল করিয়া যিনি ভজনোদ্দেশ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুরাচারে প্রমত্ত হন, তাঁহার কোন মঙ্গল হয় না। যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতং অন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ (গৌঃ ১।১৮।৮-৯)

জীবে দয়া—জীব ক্ষেত্রবেত্তা অর্থাৎ যিনি দেহে অহং মম এই অভিমান করেন, তিনি বদ্ধ জীব। বাক্, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদিতে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যের নাম জীব। ভগবান্ একমাত্র বাস্তব বস্তু, সেই বস্তুর পৃথক্ অংশ জীব ও সেই বস্তুর শক্তি মায়া। জীব অণুচৈতন্য জ্ঞানগুণসম্পন্ন অংশ-শব্দবাচ্য, ভোক্তা, মন্তা ও বোদ্ধা। জীবের একটি নিত্য স্বরূপ আছে, সেইটি সূক্ষ্ম স্বরূপ। যেমন এই স্থূল শরীরে চক্ষু নাসিকাদি অঙ্গসকল সুন্দররূপে ন্যস্ত হইয়া স্থূল স্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিৎকণময় শরীরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে একটি চিৎকণস্বরূপ আছে, তাহাই জীবের নিত্যস্বরূপ। জীব নিত্যবস্তু, এহেন জীবকে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষযুক্ত বদ্ধজীব দয়া করিবে, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। পরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহা বিমোচনের যে চেষ্টা তাহার নাম দয়া। জীবমাত্রেই কৃষ্ণের শক্তি বিশেষ। চিচ্ছক্তি যেরূপ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, জীবশক্তি সেইরূপ কৃষ্ণের অপূর্ণশক্তি। অপূর্ণ শক্তি হইতে অণুচৈতন্য-স্বরূপ জীবসকলের পরিণতি। জীব বদ্ধ ও মুক্ত-ভেদে দ্বিবিধ অথবা শুদ্ধ ও অশুদ্ধভেদে দ্বিবিধ। শুদ্ধ-অবস্থায় জীব কেবল চিন্ময়। তখন জড়-সম্বন্ধ থাকে না। অশুদ্ধাবস্থায় অণু-পদার্থ জীব সেই অণুত্ব-প্রযুক্ত অবস্থান্তর প্রাপ্তির যোগ্য। অশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনায় জীব যতক্ষণ শুদ্ধ ততক্ষণই তাহার স্বধর্ম্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়া-সম্বন্ধে অশুদ্ধ হন, তখনই তাহার স্বধর্ম্ম বিকারযুক্ত, অবিশুদ্ধ ও

সুখদুঃখপিষ্ট। জীব কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হইলে সংসার-গতি আসিয়া উপস্থিত হয়। এই মুক্ত জীব বা শুদ্ধ জীব বদ্ধ বা অশুদ্ধ জীবকে দয়া করিবেন ইহাই তাৎপর্য্যগত অর্থ, অর্থাৎ মায়াবশে বদ্ধ জীব বিপথে ভ্রমের পথে ভুক্তি-মুক্তি-সুখের আশায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, তদ্দর্শনে মুক্ত বা শুদ্ধ জীব তদ্দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের দুঃখ-বিমোচনের চেষ্টা করেন। নামতত্ত্ব, নামের মাহাত্ম্য, নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহাদিগকে ভক্তিপথে লইবার চেষ্টা করেন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষ পর্য্যন্ত বদ্ধজীব মধ্যে গণ্য। বৃক্ষসকল আচ্ছাদিত-চেতন। ঐ সকল বদ্ধ ও অশুদ্ধ জীবদিগকে মুক্ত বা শুদ্ধ জীবসকল উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা উদ্ধার বা ভক্তিপথের সন্ধান দিতে সমর্থ। ইহাই পরমার্থতঃ জীবে দয়া।

নামেরুচি—এ জগতে নাম বস্তুর পরিচায়ক মাত্র। যদি বস্তুর জ্ঞান না থাকে, তবে নাম জানিলেই যথেষ্ট হয় না—বাক্যদ্বারা বস্তু-নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। নাম সেই বাক্যের প্রতিনিধিস্বরূপ। নাম চৈতন্য নহেন, কেন না, নামই বলুন, আর বস্তুই বলুন, উহারা সকলেই বিকারমাত্র। কিন্তু চৈতন্য কদাপি বিকারী নহেন। হরিনাম "অপ্রাকৃত চৈতন্যরস" "রসো বৈ সঃ"—তাহাতে জড়ের গন্ধ নাই। ভক্ত জীবের সেবা-স্পৃহা হইতে ভক্তি-শোধিত জিহ্বাদিতে নাম স্বয়ং প্রকটিত হন। এইরূপে নাম সর্ব্বদা স্বয়ং ও ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিবে। এই নাম দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। জগৎসৃষ্টি হইতে মায়াগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক যে সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে সেই সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণ-(সত্ত্ব, রজঃ, তম) সম্বন্ধীয় সৃষ্টিকর্ত্তা, জগৎপাতা, বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বপালক, পরমাত্মা প্রভৃতি বহুবিধ নাম গৌণ নাম। আবার মায়াগুণের ব্যতিরেক সম্বন্ধে ব্রহ্ম প্রভৃতি কয়েকটী নামও গৌণনামমধ্যে পরিগণিত। এই সকল গৌণ নামে বহুবিধ ফল থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফলের সহসা উদয় হয় না। ভগবানের চিৎজগতে মায়িক কাল-দেশের অতীত বিষ্ণু-নাম-সকল নিত্য বর্ত্তমান। সেই সকল নামই চিন্ময়ও মুখ্য। নারায়ণ, বাসুদেব, জনার্দ্দন, হৃষীকেশ, হরি, অচ্যুত, গোবিন্দ, গোপাল, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি সমস্ত মুখ্য নাম। এ সমস্ত নাম চিদ্ধামে ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে, নিত্য বর্ত্তমান। এই নাম জড় জগতে মহা সৌভাগ্যবান পুরুষদিগের জিহ্বায় ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করেন। নামের সহিত মায়িক জগতের দয়া ব্যতীত কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। নাম স্বভাবতঃ ভগবানের সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। এই জড় জগতে বর্ত্তমান জীবের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধু নাই। নামপরায়ণ ব্যক্তির সর্ব্বদুঃখের উপশম হয়। "সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং। শান্তিদং সর্ব্বরিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনং॥" হরিনাম সকল সৎকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, সৎকর্ম্মমাত্রেই উপায়স্বরূপ হইয়া তদুদ্দিষ্ট ফল প্রদানপূর্ব্বক নিরস্ত হয়। সৎকর্ম্ম যেরূপে হউক্, জড়ময়। কিন্তু হরিনাম চিন্ময়, সুতরাং উপায়স্বরূপ হইয়াও তিনি ফলকালে স্বয়ং উপেয়-স্বরূপ। উপায় অর্থাৎ সাধনা, উপেয় অর্থাৎ সাধ্য (সাধনার প্রাপ্য বিষয় যাহা তাহা উপেয়) অর্থাৎ নামী সাধ্য, নাম সাধন, ভক্ত সাধক। সাধক সাধনা দ্বারা সাধ্য বস্তু লাভ করেন। যদি কেহ বলেন, অক্ষরস্বরূপ নাম কিরূপে চিন্ময় হইতে পারে? "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।" নাম নামী পরস্পর অভেদতত্ত্ব, এতন্নিবন্ধন নামী কৃষ্ণের সমস্ত চিন্ময়গুণ তাঁহার নামে আছে। নাম সর্ব্বদা পরিপূর্ণতত্ত্ব।

হরিনামে জড়-সংস্পর্শ নাই। তাহা নিত্যমুক্ত। যেহেতু নাম কখনই মায়াগুণে আবদ্ধ হন নাই নাম। স্বয়ং কৃষ্ণ। অতএব চৈতন্যরসের বিগ্রহস্বরূপ। নামাক্ষর কিরূপে মায়িক শব্দের অতীত হইতে পারে? তদুত্তরে—জড় জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণস্বরূপ জীব শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহার চিন্ময় শরীরে হরিনামোচ্চারণের অধিকারী। জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু হ্লাদিনী-কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময় ক্রিয়া হয়, তখনই তাঁহার নামের উদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে নাম কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তিপূত জিহবায় নৃত্য করেন। নাম জড় শুদ্ধ-অক্ষরাকৃতি নয়,—পরমাক্ষরাকৃতি, কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় প্রপঞ্চে প্রকাশিত হয়, ইহাই নাম ও নামরহস্য।

রুচি—অনুরাগ। সুখানুশয়ী রাগ সুখানুস্মরণপূর্ব্বক সুখকর বিষয়ে যে প্রবৃত্তি তাহার নাম রাগ। এই অর্থে ইহাই প্রকাশ পায় যে জীব সর্ব্বাবস্থায় নামজনিত আনন্দের অব্যক্ত আস্বাদ পায়, কেননা, নাম নিত্য, নামী নিত্য, জীব নিত্য, সুতরাং মুক্ত ও শুদ্ধ জীবের নামে রুচি বা অনুরাগ নিত্য। বদ্ধ বা অশুদ্ধ জীবের নামে রুচি বা অনুরাগ হয় না।

বৈষ্ণব সেবা—"যদ্বিষ্ণূপাসনা নিত্যং বিষ্ণুর্যস্যেশ্বরো মুনে। পুজ্যো যস্যৈক বিষ্ণুঃ স্যাদিষ্টো লোকে স বৈষ্ণবঃ॥"—হে মুনে! যাঁহার বিষ্ণূপাসনা নিত্য, যাঁহার প্রভু বিষ্ণু এবং যাঁহার একমাত্র পুজ্য ও ইষ্ট বস্তু বিষ্ণু, তিনিই পৃথিবীতে বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত। "বিষ্ণুর্দ্দেবতা অস্য ইতি বৈষ্ণবঃ।" সম্বন্ধার্থে ষ্ণ প্রত্যয়ঃ দেবেতি ষ্ণ দেবত্বে প্রয়োগঃ—অর্থাৎ বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত যিনি, বিষ্ণুর সহিত সম্বন্ধ-বদ্ধ হইয়াছেন অর্থাৎ বিষ্ণু যাঁহার উপাস্য দেবতা, তিনি বৈষ্ণব। যিনি নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণব। যিনি সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব ও প্রয়োজনতত্ত্ব অবগত হইয়া যথাবিধি আচরণ করেন তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি জাতি; কিন্তু জগতে বৈষ্ণব নামে এক-মাত্র নিত্য জাতি আছে, তাহা এই চারি জাতির অন্তর্গত নহে, স্বতন্ত্র।

এই বৈষ্ণব ত্রিবিধ; কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। যাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনা যায় এবং যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম স্বয়ং উদিত হন; তিনিই সেব্য বৈষ্ণব। শুদ্ধনামাশ্রয়ী বৈষ্ণবই কেবল সেবার যোগ্য। নামাভাসকারী বৈষ্ণব মধ্যমাধিকারীর সেবাযোগ্য বৈষ্ণব নহেন। আবার বৈষ্ণবের তারতম্য-ভেদে সেবারও তারতম্য উপদিষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র অভ্যর্থনা, আদর, তাঁহার সহিত আলাপন এবং যথাসম্ভব তাঁহার প্রয়োজন সম্পাদন করা, এই সকল সেবাই বৈষ্ণব-সেবা। ইহাই 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবনে'র তাৎপর্য্যগত অর্থ। (গৌঃ ১।৩৯।৩—৬)॥

তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তনীয় কিনা?—কলিসন্তরণোপনিষদে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' নামই কলিকল্মষনাশনের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। জপ ও কীর্ত্তন শব্দের সংজ্ঞা ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে পূঃ ২।৬৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—"নামরূপগুণলীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্। মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে॥" অর্থাৎ নামরূপগুণলীলাদির উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তির নাম কীর্ত্তন এবং মন্ত্রের অতি নিম্নস্বরে আবৃত্তির নাম জপ।" কলিসন্তরণোপনিষৎ ১ম সংখ্যায় স্পষ্টভাবে উক্ত তারকব্রহ্মনাম

উচ্চকীর্ত্তনের কথাই উপদেশ করিয়াছেন—"দ্বাপর যুগের শেষে এক সময় নারদ সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—"হে দেব, এই ভীষণ কলিযুগে কেমন করিয়া সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর ?" তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—বৎস, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, অতএব সর্ব্ববেদের অতি গুপ্ত রহস্য শ্রবণ কর—"এই কলিযুগে জীব একমাত্র আদিপুরুষ নারায়ণের নামকীর্ত্তন মাত্রেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।" সেই নামটী—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক নারায়ণের নামই কলিকল্মষনাশন। পুনঃ উক্ত উপনিষদের ৩য় সংখ্যায় নামোচ্চারণের বিধি সম্বন্ধে ব্রহ্মা বলিলেন—"উক্ত নাম গ্রহণ সম্বন্ধে কীর্ত্তন ও জপভেদের কোন বিধি নাই। সেই নাম যিনি পাঠ করেন অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করেন তিনি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ তাঁহার শূদ্রধর্ম্ম শোক থাকিতে পারে না এবং তিনি সর্ব্ববিধ মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

আজকাল অনেক মনোধর্ম্মী শাস্ত্রানভিজ্ঞ কপট ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব হরে কৃষ্ণ নাম কেবল জপ করিবারই আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য নাম বা লীলা কীর্ত্তন উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করা যায় যেহেতু শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে যে—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া 'জপ' সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥" যেহেতু "জপ" শব্দের উল্লেখ আছে ; অতএব কেবল জপ করাই তাঁহার আদেশ।

যাহারা তারকব্রহ্ম নামকে অক্ষর মাত্র মনে করিয়া আরোহপন্থায় হরিনাম গ্রহণ তৎপর, যাহারা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা ভুক্তিমুক্তিকামী তাহারা তারকব্রহ্ম নামকে ঐ রূপই দর্শন করিবেন। যাঁহারা ভগবানের ঐকান্তিক শুদ্ধভক্ত, যাঁহারা শরণাগত ভক্ত তাঁহারা জানেন নাম—"হৃদয় হৈতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দ ব্রহ্মরূপে নাচে অনুক্ষণ॥" চিদাত্মায় উদিত নামই সেবোন্মুখ জিহ্বা সাহায্যে শব্দব্রহ্ম নামরূপে অবতরণ করেন। সুতরাং হরে কৃষ্ণ নাম যে কখনও উচ্চৈঃস্বরে বা কখনও নিম্নস্বরে নানাবিধ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি ? তাই ভক্তগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, "কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্। উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং॥"—হে পুণ্ডরীকাক্ষ আমার এমন দিন কবে হইবে যে তোমার নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে যমুনাতীরে সজল নয়নে নৃত্য আরম্ভ করিব ?

অভক্ত ভুক্তিমুক্তিকামী কেহ কেহ বলিয়া থাকে—"মালাজপে শালা, কর জপে ভাই। যো মন্মন্ জপে, উন্‌কো বলিহারী যাই॥ নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুর সর্ব্বদা অপতিতভাবে তিন-লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। তন্মধ্যে একলক্ষ নাম অতি উচ্চৈঃস্বরে এবং একলক্ষ নাম যেন নিকটস্থ ব্যক্তি শুনিতে পায় এইরূপ ভাবে এবং একলক্ষ নাম মানসে জপ করিতেন। সাক্ষাৎ মায়াদেবী তাঁহার উচ্চৈঃরে নামকীর্ত্তন শ্রবণ প্রভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বেশ্যা তাঁহার নাম কীর্ত্তন শ্রবণ প্রভাবে —'প্রসিদ্ধাবৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তি। বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি।"

একদা ঠাকুর হরিদাসকে হরিনদী গ্রামের এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন—"অরে হরিদাস,

একি ব্যভার তোমার? ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার?" তদুত্তরে ঠাকুর হরিদাস বলিলেন—উচ্চ করি' লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়। দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়।" তথাহি—"উচ্চৈঃ শতগুণস্তবেৎ" ইতি—"শুন, বিপ্র! সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম। পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥ তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৪।১৭)—"যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ। সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥" পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে'॥ জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে। উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥" তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং—"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ। আত্মানঞ্চ পুণাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও যে তারকব্রহ্ম হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চৈঃস্বরে গ্রহণ করিতেন তাহার প্রমাণও আমরা স্তবমালার ১।৫—"হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ। বিশালাক্ষোদীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিত ভুজঃ স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥"—"উচ্চৈঃস্বরে 'হরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে ও উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটীসূত্রে যাঁহার বাম হস্ত শোভিত, যিনি বিশালনয়ন ও আজানুলম্বিত ভুজ, সেই চৈতন্যদেব কি আমাকে দেখা দিবেন?" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ উক্ত শ্লোকের স্তবমালাবিভূষণ নাম্নী টীকায় লিখিয়াছেন—"ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক হরে কৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে স্ফুরিত হওয়াতে যাঁহার জিহ্বা সর্ব্বদা নৃত্য করিত।" অতএব অবরোহ-পন্থায় চিদাত্মায় প্রতিভাত শ্রীহরিনাম জিহ্বাগ্রে স্ফুরিত হইয়া যে উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশিত হইবেন এ-বিষয়ে যাহারা সন্দেহ করেন বা বাধা দেন তাহারা নামের স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ তাহারা নামাপরাধী। তাহাদের নাম স্বীয় পিত্তবৃদ্ধির জন্য। (গৌঃ ২।১৯।৬—৮)।

শ্রীঝড়ু ঠাকুরের বৈষ্ণবতা ও উপনয়ন বিধান প্রথা—শ্রীঝড়ু ঠাকুর মহোদয় বৈষ্ণব ছিলেন। ভুঁইমালীকুলে উদ্ভূত হইয়াও তিনি ভজন করিবার কালে নীচ জাতি ছিলেন না। যিনি বৈষ্ণবকে তদ্বংশোদ্ভুত অবৈষ্ণবের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করেন, তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকের অধিবাসী হয়। "বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরক ধ্রুবম্" শ্লোকটীও সচরাচর বৈষ্ণবকে পূর্ব্ববর্ণে পরিচয় দিবার প্রতিবন্ধক।" অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ*** নারকী সঃ।" এই পদ্মপুরাণোক্তি—বৈষ্ণবের প্রাগ্‌বর্ণদ্বারা অবৈষ্ণব নিরূপণ করার প্রতিকূল বচন। যাহারা কেবল অক্ষজ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ দর্শনে ব্যস্ত, তাহারা নিতান্ত মূঢ় বা প্রাকৃত সহজিয়া। ঝড়ু ঠাকুর মহাশয়কেও ভুঁইমালী বা নীচ-জাতীয় মনে করেন না বলিয়াই বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে ঝড়ু ঠাকুর বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি নীচজাতি ছিলেন না—ইহা স্পষ্ট ভাবেই বলিবার জন্যই তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা হইয়াছে। বৈষ্ণবের লক্ষণে আপনাকে 'তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী' জানিবার বিচার আছে। কিন্তু তাহাতে অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবের স্বরূপ ও মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অপরাধ পঙ্কে নিমগ্ন হয়। যে সকল বৈষ্ণব অপর বৈষ্ণবকে আপনাদের উচ্ছিষ্ট দেন, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে অবৈষ্ণব বা ভুঁইমালী। ভগবদ্ভক্তগণ কখনই শূদ্র বা ভুঁইমালী নহেন—তাঁহারা ভাগবতোত্তম।

ঝড়ু ঠাকুর মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে আম্র নৈবেদ্য দিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঝড়ু ঠাকুর ভাগবতোত্তম পরমহংস বলিয়া বর্ণাশ্রমের বিধি তাঁহার উপর আরোপিত হইতে পারে না। তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব, সুতরাং আমাদিগের শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেবের পারমহংস্যবেষ কিছু আমরা—শিষ্যসম্প্রদায় দখল করিয়া লইয়া গুরুবেশে ভণ্ডামি করিতে পারি না। শ্রীগুরুদেবের দোষ হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে আমরা তৎকালে উপস্থিত না থাকায় তাঁহাকে শিষ্য করিতে পারি নাই। 'দীক্ষা' শব্দে অপ্রাকৃত জ্ঞান-লাভ। বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত জ্ঞানলাভ হয় নাই, আমরা অবৈষ্ণব হইয়া তাহার বিচার কিরূপে করিব? শাস্ত্রীয় দীক্ষা বিধান শ্রীঝড়ু ঠাকুর মহাশয় স্বীকার করেন নাই—একথাই বা আমরা কি করিয়া বলিতে পারি? পরমহংস বৈষ্ণবে বর্ণাশ্রমের কোন চিহ্ন থাকে না। উপনয়ন ব্যতীত বৈদিকী, পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী—ত্রিবিধ দীক্ষার কোন-টীই সাধিত হয় না। দীক্ষা-বিধানটী বৈধ ভক্তির ক্রিয়াবিশেষ, বিধি ভক্তি লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্রানুসারে উহা বিশৃঙ্খলতায় পর্য্যবসিত হয়। শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত বৈষ্ণব চিহ্নসমূহ এবং মন্ত্রাদিও নামাদি পরিত্যাগ করিলে তিনি শ্রীগুরুদেবের কি প্রকার শিষ্য, বুঝা যায় না। যে কালে শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীবিগ্রহের জন্য ইন্ধন ও নৈবেদ্য সংগ্রহে উদাসীন হইয়াছিলেন বা ঝড়ু ঠাকুর দীক্ষা বিধানের যজ্ঞসূত্র ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র ভজনে ব্যস্ত ছিলেন, তৎকালে তিনি কৃষ্ণকে কোন বস্তু নিবেদন করিতে পারেন না—একথা আমরা বলিতে পারি না; বলিতে গেলে, বৈষ্ণবোল্লঙ্ঘন হইয়া যাইবে। কিন্তু মাদৃশ অবৈষ্ণবগণ বিধিবিরুদ্ধ কোন নজীর হজম করিতে না পারিয়া অবৈষ্ণবের সমজ্ঞানে অপরাধ করিবেন—আমরা এরূপ প্রশ্রয় দিতে পারি না। যাহারা গুরুদেবের আজ্ঞা ও প্রদত্ত প্রসাদাদি অগ্রাহ্য করেন, তাহাদিগের কৃষ্ণসেবাধিকার হয় না। ঝড়ু ঠাকুর মহাশয় বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়া দৈন্য করিতে পারেন, তাহা মূর্খ অবৈষ্ণব স্মার্ত্ত ও প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় বুঝিতে না পারিলে আর আমাদের দোষ কি? বৈষ্ণবগণই শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দিতে পারেন। বর্ণাশ্রমস্থিত বৈষ্ণবগণ পরমহংসস্থিত শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা বহন করিতে গিয়া যে নিবেদন করেন তাহাতে দীক্ষাবিধানের ব্রাহ্মণোচিত বেষ পরিবর্ত্তিত হয় না। কালিদাস, ঠাকুর মহাশয়ের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ না করিলে তাঁহাকে পরমার্থবিরোধী পাষণ্ড বলিয়া পরমার্থিগণ জানিতে পারিতেন। কিন্তু কালিদাস গৃহস্থবেষী পরমহংসের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিমত্তা ও সারগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

"শ্রুতিবিধি, স্মৃতিবিধি, পুরাণবিধি ও পঞ্চরাত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা ঐকান্তিকী হরিভক্তি দেখাইতে যান, তাঁহারা উৎপাত করেন মাত্র" এই শাস্ত্রবাক্য পাঠ করিলে শ্রীহরিদাস ঠাকুর বা শ্রীসনাতন গোস্বামীর সদৃশ বৈষ্ণবকে আপনাদিগের ন্যায় কোন কর্ম্মফলবাধ্য জীবগণের সহ সমান মনে করিতে হয় না। তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, দীক্ষার বিধান তাঁহাদের উপর প্রয়োজ্য নয়, সুতরাং আমরাও বৈষ্ণব তাঁহাদের ন্যায় বৈষ্ণবাচার্য্য। অদীক্ষিত অবস্থায় দীক্ষাবিধান ব্যতীত কৃষ্ণসেবা করিব—এই বিচারটি উৎপাতেরই জন্য। শ্রীসনাতন গোস্বামী উৎকৃষ্ট কর্ণাট ব্রাহ্মনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য আপনাকে নীচজাতি বলিয়া

দৈন্য করিয়াছেন। তাঁহাকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে হরিভক্তিবিলাসে দীক্ষাবিধান লিখিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের স্মৃতি প্রচলন করিবার আদেশ করায় তিনিই গর্ভাধানাদি সংস্কারসমূহ দীক্ষা গ্রহণ কালে অবশ্য কর্ত্তব্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি আদীক্ষিত ছিলেন বা দীক্ষাবিধানানুসারে জীবের সংস্কৃত হওয়া উচিত নহে, লিখিবার পরিবর্ত্তে দিগ্‌দর্শিনী টীকায় অবশ্যই উপনয়ন সংস্কারের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণগণের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণই সনাতনী রীতি। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয় পারমহংস্য-বেশে চিহ্ন পরিহারের কথা বিস্মৃত না হইতে পারেন। যাঁহারা স্বয়ং পরমহংস নহেন, তাঁহারা হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণে কি করিয়া বর্ণাশ্রমাবস্থান কালে বৈষ্ণব স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে পরমহংস করিয়া তুলিবেন। সকলেই কিছু পরমহংস অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাতীত পুরুষ নহেন যে বর্ণ ও আশ্রম চিহ্ন ছাড়িয়া দিয়া মুক্তকুল সিদ্ধবৈষ্ণবের পদবী লাভ করিবেন। বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধি-বিরুদ্ধে ক্রিয়াটী কিছু পদ্ধতি হইতে পারে না।

শ্রীসনাতন ও শ্রীহরিদাস উভয়েই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণোত্তম পরমহংস বা বৈষ্ণব বা পাংক্তেয় ব্রাহ্মণ। দীক্ষিত বলিয়া তাঁহাদেরই নিত্য কৃষ্ণসেবাধিকার হইয়াছিল, স্বাভাবিক দৈন্যবলে তাঁহারা অপরকে সম্মান দিতেন, নিজেদের ব্রাহ্মণত্বের কথা বলিয়া গর্ব্ব করিতেন না। "ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ" শ্লোকের বিষয় হইয়া আপনাদিগকে কলঙ্কিত করেন নাই। পরমহংস বৈষ্ণবগণ বা তাহাদের আশ্রিত শুদ্ধ বর্ণাশ্রমস্থিত দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জাহির করেন না। যাঁহারা ব্রাহ্মণাচাররহিত হইয়া আপনাদিগকে শৌক্র-কুলোদ্ভুত ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া প্রচার করতঃ ব্রাহ্মণ বলেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-ব্রুব বলে। বৈষ্ণব-গণ সকলেই ব্রাহ্মণ, কিন্তু কেহই ব্রাহ্মণব্রুবমাত্র নহেন। ব্রাহ্মণব্রুবগণ অনেক সময়ে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, যাহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বৈষ্ণবব্রুব, সুতরাং বৈষ্ণব নহেন। যাঁহারা দীক্ষাবিধানানুসারে বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ। শাস্ত্র এবং শাস্ত্রবিৎ বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজেরা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ বলেন না। সর্ব্বদাই দৈন্যবশে নীচ ও বরাক প্রভৃতি শব্দ দ্বারা মূর্খজনের নিকটেও আত্মগোপন করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বিদ্বেষবশতঃ মূর্খগণের অপরাধ হইয়া পড়ে মাত্র। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্রাহ্মণ থাকায় তাঁহাদের হরিসেবার অধিকার কম ছিল না। কিন্তু যাহারা মহাপ্রভুর আদিষ্ট শ্রীসনাতন-লিখিত শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের অসম্মান করিয়া নাস্তিক বার্ণশ্রম প্রচারক স্মার্ত্তগণের অনুগমনে বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিবেন তাহারা কখনই শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন না। যাহারা বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিবার পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহারা পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট যথাবিধি দীক্ষিত হইবেন। দীক্ষিত হইলে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। "গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥" সুতরাং বৈষ্ণবব্রুবগণকে আমরা শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত বলিতে অসমর্থ হইলাম। প্রথমতঃ—দীক্ষাবিধান স্বীকার করিব না এবং

অদীক্ষিতকে দীক্ষিত বলিয়া চালাইবার উৎকট পিপাসা হইতেই এই সকল প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—স্মার্ত্ত অবৈষ্ণবগণের বিচার-প্রণলী বৈষ্ণগণ আদর করেন—এই ভ্রান্তি প্রশ্নকর্ত্তাকে প্রথম হইতেই বিপন্ন করিয়াছে। তৃতীয়তঃ—প্রচলিত নাস্তিক সমাজের পারিভাষিক শব্দগুলি শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব সমাজের পারিভাষিক শব্দের সহিত একার্থ প্রতিপাদক ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। চতুর্থতঃ—বৈষ্ণবগণের সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের সহিত পরিচয় না থাকায় অবৈষ্ণবতাকেই বৈষ্ণবের সদাচার বলিয়া দৃঢ় কুসংস্কার প্রবল থাকায় এরূপ বৃথা ধারণা। (গৌঃ ২।৩৩।১৩-১৪)॥

দীক্ষা বিধান—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে দীক্ষাবিধানে মন্ত্রের উপদেশ ও মন্ত্রার্থের উপদেশ দীক্ষার অন্তর্গত বিষয়। দিব্যজ্ঞানলাভ যে যে বিধান হইতে সম্পন্ন হয়, তদ্দ্বারা জীবের ভোগময় লাভের সম্যকরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ ইহাকেই দীক্ষা বলিয়া থাকেন। দিবজ্ঞানলাভের অভাব ও পাপপ্রবৃত্তির ক্ষয় না হইলে দীক্ষা হয় নাই জানিতে হইবে। মন্ত্রের অনধিকারীকে মন্ত্রের উপদেশ দেওয়া হইবে আর মন্ত্রোপদিষ্ট ব্যক্তিকে মন্ত্রের অর্থবোধের জন্য উপদেশ দেওয়া হইবে না এরূপ কথা নহে। মন্ত্রের অর্থ বোধ না হইলে জীবের দিব্যজ্ঞান হয় না এবং পাপ হইতেও নিবৃত্তি হয় না। যথা নারদ পঞ্চাত্রে—"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেবহি মন্ত্রতঃ। বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ।" ফনোগ্রাফের রেকর্ডের উচ্চারণকে বা বিহগকুলকে বুলিশিক্ষা দেওয়াকে দীক্ষা দেওয়া বলে না। সংস্কারের অভাবে মন্ত্রার্থেপ্রবিষ্ট না হইলে বদ্ধজীবের কোনই মঙ্গল হয় না। স্বয়ং আচার্য্য-প্রদত্ত মন্ত্র শিষ্যকে বিনয়সমন্বিত পুত্রজ্ঞানে মায়িক সংসারে ভোক্তৃবুদ্ধি পরিহার করাইয়া ব্রহ্ম বা বেদশাস্ত্রে বিচরণ করাইবার উদ্দেশে বৈদিক সংস্কার করাইয়া মন্ত্রার্থের উপদেশ করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য সেই ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্র প্রকরণ আলোচনা করিলে জানিতে পারিবেন যে অসংস্কৃত ব্যক্তির বেদার্থে প্রবেশাধিকার নাই। যদি কোন শূদ্র অবৈধভাবে বেদে অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার সংস্কারাভাবে ও সংস্কৃতজনের ধৃতচিহ্নের অভাবে তাহাকে যিনি বেদমন্ত্রার্থ জানাইবেন তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হওয়া দূরে যাউক, ন্যায়রহিত বাক্য-কথনও শ্রবণ প্রভাবে অক্ষয়কাল হরিবৈমুখ্যরূপ নরকলাভ হইবে। "যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।"

ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্র প্রকরণের ন্যায়-বিরুদ্ধে যে শূদ্রবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে বেদ পাঠে অধিকার দান এবং শোককারী জড়াভিনিবিষ্ট শূদ্রের-বেদমন্ত্র শ্রবণ, উভয়ই নরকগমনের হেতু হয়। পুরাণ বলিয়াছেন—"স্বাহা প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ। শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি দ্বিজশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥ আবার শূদ্র গুরুর নিকট হইতে শূদ্র বা পতিত ব্রাহ্মণ শিষ্য স্বাহা, প্রণব ব্যতীত যে মন্ত্রলাভ করেন তাহাই তিনি শূদ্র শিষ্যকে দিতে পারেন। শূদ্র বা পতিত ব্রাহ্মণ কিছু নিজে মন্ত্র সৃষ্টি করিতে পারে না বা নিজে মন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন না। উহা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্তি ঘটে। শূদ্র কখনই গুরু হইতে পারে না, সুতরাং শ্রীগুরুদেবকে এবং তাঁহার অনুগত শিষ্য সম্প্রদায়কে গুরু শিষ্য সংস্বন্ধে সংশ্লিষ্ট বলা যাইতে পারে না। উহা রঙ্গক্ষেত্রের তাৎকালিক

অভিনয় মাত্র, প্রকৃতপ্রস্তাবে দীক্ষা শব্দবাচ্য নহে। পাঞ্চরাত্রিকগণ যে দ্বাবিংশৎ বা অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার প্রদান করেন তাহার মধ্যেই বেদপাঠোপযোগী দশসংস্কার বা ষোড়শ সংস্কার অনুস্যূত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে উল্লেখ আছে—"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।" ইহাতে যে শূদ্র ও বিপ্র শব্দ প্রযুক্ত আছে তাহা মূর্খগণের ধারণোচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কখনও শোককারী হইতে পারে না। সাধারণ দৃষ্টিতে, অক্ষজজ্ঞানে শৌক্র পদ্ধতির বিচারক্রমে যে শূদ্রবংশোদ্ভুতের বিচার হয় তাহা কৃষ্ণতত্ত্ববিতের সম্বন্ধে সেরূপ বিচার হইতে পারে না বলিবার উদ্দেশেই যাহাকে তথাকথিত শূদ্র বলিয়া ধারণা করা হয়, সে কখনই শূদ্র নহে। শাস্ত্র বলেন—"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রাঃ যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।" বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিকেই বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণব বলিয়াছেন—"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ।" সম্বন্ধজ্ঞানহীন দীক্ষাভিনয়-নিপুণ গুরুশিষ্য সংস্কারের অভাবে দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট হওয়ায় বেদশাস্ত্রে অধিকার পাইলেন না সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার বদলে মায়িক ভোগের ভোক্তা হইয়া পড়িলেন। মায়ার ভোক্তা কখনই বৈকুণ্ঠের সেবক নহে, সুতরাং কৃষ্ণভক্ত হওয়ার অধিকার তাহার ভাগ্যে হয় নাই। বিধিবিরুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতাই যাহাদের লক্ষ্য, তাহারা কখনই কৃষ্ণভক্ত নহেন। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে শূদ্রতাকে তাহারা বৈষ্ণবতা জানিয়াছেন মাত্র। অসংস্কৃত শূদ্র কখনই দীক্ষালাভ করেন নাই, সেজন্য অদীক্ষিত অবস্থায় তিনি কৃষ্ণকে কোন বস্তুই প্রদান করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনের অধিকার কেবলমাত্র কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির—ইহাই সহস্রমুখে বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রগণ গান করিয়াছেন। যাহারা দীক্ষাবিধান স্বীকার করেন না, তাহারা শাক্তমতাবলম্বন করিয়া বলপূর্ব্বক অবৈধভাবে বৈষ্ণব হইতে চাহেন, কৃষ্ণ কিন্তু তাহাদের যথেচ্ছাচারিতার অনুমোদন করেন না। যাহারা প্রাকৃত বিচার হইতে মুক্ত হয় নাই তাহারা কিরূপে কৃষ্ণের সেবা করিবে? তাহারা মহাপ্রসাদকে ভাত ডাল মনে করে, বৈষ্ণবকে কর্ম্মফলাধীন জাতি-বিশেষ মনে করে, ভগবানের অর্চ্চা-বিগ্রহকে দারু ও শিলাবুদ্ধি করে সুতরাং কৃষ্ণের সেবাবঞ্চিত হইয়া তাহারা কৃষ্ণেতর বস্তুর সেবা করিয়া ফেলে। কৃষ্ণেতর বস্তুর সেবা ও কৃষ্ণের সেবা এক নহে। আপনাকে সেব্যাভিমান ও আপনাকে সেবকাভিমান এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যাহারা শাস্ত্র ও গুরুবাক্য অবহেলা করিয়া নিজের মনগড়া বস্তুকে কৃষ্ণ, ও বিশৃঙ্খলতাকে বিধিশাস্ত্রের অনুমোদিত মনে করে, তাহাদিগের সংস্কার অভাবে বেদবিরোধী নাস্তিক বলিয়া জানিতে হইবে।

যাহার দুইটী হস্ত নাই সে দুইটী পদের সাহায্যে হস্তের কার্য্য করিয়া থাকে। দন্তের সাহায্যে তাহার অনেকগুলি কার্য্য করিতে হয়। এখন সেই ব্যক্তি যদি কৃষ্ণসেবা করিতে যায় তাহার প্রদত্ত নৈবেদ্য কৃষ্ণ গ্রহণ করিবেন না এরূপ নহে, কিন্তু যাহার হস্ত থাকিতে দন্তের দ্বারা উচ্ছিষ্ট করিয়া কৃষ্ণ-সেবা প্রবৃত্তির উদয় হয় তাহাকে ভক্তগণ আদর করেন না। সকলের অধিকার সমান নহে। রাগানুগ বিচারে বিধির বিরুদ্ধ কোন কার্য্যই হয় না এবং বিধিও কেবলমাত্র পালিত হয় না। জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী, তাহা বলিয়া কি 'বিষ্ণায় নমঃ' বিধি হইবে? যাহাদের ভাবে গলদ্ আছে, তাহারা ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনকে

কপট শ্রদ্ধায় বশ করিতে পারে না। ওঁ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদ গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজ অক্ষজ জ্ঞানের হরিমন্দির ? পরিহার করিয়া মূত্রপুরীষোৎসর্গস্থানে ভজনপীঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা সকলেই বেদপথ ও ব্রহ্মসূত্র ছাড়িয়া দিয়া 'সাধারণের পায়খানায় হরিভজন হয়।'—প্রচার করিতে যাইব না, আবার শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুষ্ঠানে স্মৃত্যাচার আছে বলিবার জন্য ব্যস্ত নহি। বর্ণাশ্রমে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণভজন হয়, বর্ণাশ্রম ছাড়িয়াও কৃষ্ণভজন হয়। সুতরাং যাঁহারা বর্ণাশ্রমে থাকিয়া কৃষ্ণভজন করিবেন, তাঁহারা শাস্ত্র-বিধি ও দীক্ষাবিধান পালন করিবেন। স্বরূপ বিচারে বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীগুরুদেব কখন ভক্তিবিরোধী কোন চিহ্ন ধারণ করিতে শিষ্যকে উপদেশ করিবেন না। যেখানে ধৃতচিহ্ন বিষ্ণুভক্তির সহিত বিরোধ করে তখনই কালে প্রতিকূল জ্ঞানে পরহংস আচারে শিখাসূত্রের ত্যাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ধৃতচিহ্ন বিষ্ণুভক্তির অনুকূল সেখানে তাহার পরিহার প্রয়াস বৈষ্ণবগুরুবর্গের অবমাননা করিবার ও বিরুদ্ধভাব পোষণের জন্য হইয়াছে জানিতে হইবে। অমেধ্য অপবিত্র অশুচি হইয়া কখনই অর্চ্চন হয় না। অর্চ্চন করিবার পূর্ব্বেই অবশ্য দীক্ষার আবশ্যক। অর্চ্চন না করিয়া এই পৃথিবীতে কেবল ভোগের জন্য থাকিলে পাপিষ্ঠ হইতে হয়। শূদ্রতা পাপিষ্ঠতার নামান্তর। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে পাপিষ্ঠ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নৈবেদ্য অর্পণ করা যায় না, কিন্তু পরমহংস বৈষ্ণব হইয়া বাহ্য দর্শনে আচারবহির্ভূত হরিসেবার ক্রিয়ায় কৃষ্ণ অসন্তুষ্ট হন না, পরমাদরের সহিত তাহা গ্রহণ করেন।

পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীরামানুজের গুরুদেব শ্রীযামুনাচার্য্য "আগমপ্রামাণ্যে" লিখিয়াছেন যে, বৈষ্ণবমাত্রই যখন বিশুদ্ধব্রাহ্মণসংস্কার সম্পন্ন, তখন পঞ্চোপাসক নাস্তিক ব্রাহ্মণব্রুবগণ তাহাদিগকে কি প্রকারে ব্রাহ্মণেতর শূদ্রাদি সংজ্ঞা দিবেন ? 'বৈষ্ণব পাপিষ্ঠ' বা 'বৈষ্ণবশূদ্র' এই কথাগুলি সোনার পাথরের বাটীর ন্যায় হাস্যাস্পদ। অম্বরীষ মহারাজকে ক্ষত্রিয়বৈষ্ণব জ্ঞান করিয়া দুর্ব্বাসার যে অপরাধ হইয়াছিল, সুদর্শন চক্র তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধান করিয়াছিলেন সুতরাং বৈষ্ণবব্রুবগণ সাবধান!!! (গৌঃ ২।৩৪।১৩)॥

সংস্কার বিধান—যেখানে মন্ত্রের অর্থ প্রদত্ত হইবার যোগ্যতা হয় না সেখানে চতুর্থ সংস্কার হইল না জানিতে হইবে। চতুর্থ সংস্কারের অভাবে তৎপরবর্ত্তী পঞ্চম সংস্কার অর্থাৎ ভগবানকে নৈবেদ্য প্রদানরূপ সেবার অধিকার হওয়ায় এরূপ কথা শাস্ত্র ও বিধি সঙ্গত নহে। গর্ভাধানাদি সংস্কার সমূহে পাপিষ্ঠ শূদ্রাদিগণের অধিকার নাই—ইহাই স্মৃতিশাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ বর্ণন করিয়াছেন। বীজগর্ভ সমুদ্ভূত মানব দেহ পাপপূর্ণ, সেই পাপের প্রশমন করাই সংস্কারের উদ্দেশ্য। যাহারা সেই পাপ বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষা করে তাহারা সংস্কারের যোগ্যতা লাভ করে না। যখন মন্ত্রদীক্ষা দেওয়া হয়, সেই সময় সেই মন্ত্রাভ্যন্তরে অপ্রাকৃত নামের অবস্থানহেতু মন্ত্রশ্রবণকারী ব্যক্তির আর পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে রুচি হয় না। তিনি যাহাতে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানের সেবা তৎপর হন, তাদৃশ অনুষ্ঠান বা শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ বা প্রদত্ত সংস্কারাদি গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হন না। প্রাক্তন সুকৃতিক্রমে কোনও কোনও মহাত্মার কৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব স্বতঃই দেদীপ্যমান থাকে, অধিকাংশ স্থলে সাধনাভিনিবেশজ কৃপার প্রথাই বিধিরূপে কথিত

হয়। অশুচি অপবিত্র থাকিয়া পরম পবিত্র বস্তুকে কলুষিত করিবার প্রয়াস বিধিমার্গে শোভনীয় নহে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—"তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।" মনু বলেন—"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে"। দীক্ষা বিধানের দ্বারা মনুষ্য মাত্রেরই দ্বিজত্ব হয় অর্থাৎ মন্ত্রের উপদেশকালে মন্ত্রার্থ গ্রহণ জন্য সাবিত্র্য জন্ম সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। যেখানে সাবিত্র্য জন্ম বাদ দিয়া দীক্ষাবিধান সমাপ্ত হইয়াছে স্থির হয় সেস্থলে বিষ্ণুদীক্ষা প্রদত্ত হয় নাই জানিতে হইবে অর্থাৎ দিব্য জ্ঞান বা হরিসেবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। বিষ্ণু দীক্ষাবিধিক্রমেই সাবিত্র্য জন্ম অবশ্যই হইবে। "সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।" যেখানে সাম্প্রদায়িক দীক্ষার অভাব সেখানেই ভগবদ্ বিদ্বেষ ও ভাগবত বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তের নিকট দীক্ষিত না হইলেই ষষ্ঠী, মাকাল, ঘেঁটু প্রভৃতির পূজা, প্রেতশ্রাদ্ধাদি, প্রসাদে অবজ্ঞা প্রভৃতি নানা প্রকার নারকীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়। ঐগুলিই দিব্যজ্ঞানের অভাব অর্থাৎ নাস্তিক স্মার্ত্তের অনুগমন। নাস্তিক স্মার্ত্তগণ পরমার্থ বিদ্বেষ করিবার জন্য যে সামাজিক ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছে, সেই ফাঁদে যে মৃগ ফলভোগময়ী গীতি শ্রবণ করিয়া আবদ্ধ হইবেন তাহার মাংসের দ্বারাই স্মার্ত্তের হিংসাবৃত্তি পরিপূরিত হইবে। এতাদৃশ স্মার্ত্তসমাজে বাস করিয়া কখনই কেহই পরমার্থপথে অগ্রসর হইতে পারেন না। এজন্য শ্রৌতবিধির কল্পশাস্ত্রগুলি নাস্তিকতাপর ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত হইয়া নানাপ্রকার পরমার্থ বিরোধ ঘটাইয়াছে, সেইজন্য পঞ্চরাত্রবিধিই নাস্তিক ঋষিগণের কল্পশাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছেন। পঞ্চরাত্রের বক্তা শ্রীনারায়ণ। আর কল্পশাস্ত্রের লেখক বহুদেবযাজী কোনও কোনও ঋষি। শ্রীমহাভারত মোক্ষধর্ম্ম সনৎসুজাতীয়ে পঞ্চরাত্রের অভিন্ন বেদবিস্তৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা প্রমাণিত আছে। প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ কল্পবিধানানুসারে শৌক্র-পদ্ধতিতে চালাইবার কথা মাত্রই পঞ্চরাত্রে অনুমোদন করেন নাই। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" ইহা আস্তিক ব্রাহ্মণ পিতার পুত্রের সম্বন্ধে, কিন্তু যেক্ষেত্রে পিতার বেদাধ্যয়ন প্রবৃত্তি না থাকায় তিনি বহুদেবযাজী হইয়া বেদশাস্ত্রে অমনোযোগী হওয়ায় পুত্রকে অষ্টম বর্ষে কল্পশাস্ত্রানুসারে উপনয়ন প্রদান করেন, পঞ্চরাত্র সেরূপ প্রকার আদর করেন না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পঞ্চমবেদ শ্রীমদ্ভাগবত ও পঞ্চরাত্রের মতই বেদের প্রকৃষ্ট মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। মুখে বেদ স্বীকারকারী কর্ম্মকাণ্ডী বা জ্ঞানকাণ্ডী কখনও সত্যপথ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। পঞ্চরাত্র বিরোধী অর্থাৎ পরমার্থ বিরোধী শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য "উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে" বেদপ্রতিপাদ্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি যে কটাক্ষ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা সমূলে উৎখাত, দগ্ধীভূত, ধূমায়িত ও ভস্মীকৃত হইয়াছে। পরমার্থবিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে জ্ঞানপন্থিগণ ও জৈমিন্যাদির অনুচর কর্ম্মপন্থিগণ যেসকল মায়ার পথ গ্রহণ করিতে গিয়া আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা শ্রৌতবিধানানুসারে দ্বিজ হইয়া তৃতীয় জন্মে দীক্ষাবিধান সম্ভবপর নহে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস এই কর্ম্মকাণ্ডী বা জ্ঞানকাণ্ডী অক্ষজবাদিগণের জন্য যে শ্রৌতপদ্ধতির অসম্পূর্ণতা ও অনুপযোগিতা দেখাইয়াছেন তাহা নিম্ন শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে—"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥" কেবলাদ্বৈতবাদীপর

মায়াবাদিগণ পঞ্চোপাসকগণকে শিষ্য করিবার উদ্দেশ্যে যেরূপ শিক্ষা লাভ করেন, সেই শিক্ষা পরমার্থের নিতান্ত বিরোধী। তদ্দ্বারা কলিকালে ব্রাহ্মণতা সংরক্ষিত হইতে পারে না, এজন্য পঞ্চরাত্রোক্ত দীক্ষাবিধানের দ্বারা বৃত্ত ব্রাহ্মণতাই সুষ্ঠু বলিয়াছেন।

বেদের স্বকপোল কল্পিত শাখা সমূহে নানাপ্রকার কর্ম্মবাদান্তর্গত ঋষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহ্য ও শ্রৌতবিধান অনেকস্থলে পরমার্থবিরোধী। আবার তাহার উপর কলিকাল। নানাপ্রকার তর্কপথদ্বারা শ্রৌতপথ বা গুরুপরম্পরা বিপন্ন হইয়াছে সে জন্যই স্মৃতি বলেন—"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।" যেখানে সম্প্রদায়ের পরিচয় নাই সেখানেই অসৎ সম্প্রদায় সার্ব্বজনীন ভাবের কৈতব আশ্রয় করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানবাদীকে ঈশ্বর বিমুখ করিতেছেন। পরমার্থ প্রচারক আচার্য্যগণ স্ব স্ব শাখায় যোগ্য ব্যক্তিগণের প্রবেশাধিকার দিয়াছেন, আর পরমার্থবিরোধী সমাজ-নেতৃগণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিমূঢ় ব্যক্তিগণকে শৌক্রপদ্ধতিতে স্ব স্ব অনিত্য মাহাত্ম্যে আবদ্ধ করিবার কৌশল বিস্তার করিয়াছেন। কলিকালে শৌক্রপদ্ধতি নিতান্ত বিপদগ্রস্ত। ইহা বাক্যমাত্র সার হইয়া কেবল মাত্র অক্ষজ কুজ্ঞানদৃপ্ত। পরমার্থের কথায় সাধারণ লোকে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি স নিশা পশ্যতোমুনেঃ॥" সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বহু বিস্তৃতি লাভ করায় সমাজে বহু ব্যক্তিই এই দুই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ ও বঞ্চিত। সুতরাং পরমার্থপথে তাহারা নিতান্ত দরিদ্র। প্রাকৃত সহজিয়া গুলি স্মার্ত্তের অনুগমনে যে বর্ত্তমান সমাজের কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছেন; জাতি-গোস্বামী, মর্কটবৈরাগী এবং মায়াবাদী তত্ত্বহীন ব্যক্তিগণই আজকাল গৌড়ীয়ের মালিক হইতে চাহেন কিন্তু তাহারা সকলে পরমার্থের বিরোধী হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতের পন্থা গ্রহণ করিতে অসমর্থ কুসাম্প্রদায়িক-গুলি বৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করায় বঞ্চিতগণের অর্থে পুষ্ট হইয়া তাহারা কর্ম্ম ও জ্ঞানপথে ন্যূনাধিক অগ্রসর হইতেছে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ অর্থাৎ গৌড়ীয়গণ তাহাদিগের এই মূর্খতা বা অজ্ঞানরূপ কৈতব অধিকদিন চালাইতে দিতে চাহেন না। এই অপসম্প্রদায়ের দীক্ষাপ্রণালীতে বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের মত প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে তাঁহার আজ্ঞামত দীক্ষাবিধানের সকল বিধি পালন করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান হইতেছিল, তাহা বৈষ্ণব-বিদ্বেষফলে ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বর্ত্তমান গৌড়ীয় পরিচয়ে পরিচিতগণের অনেকেই মুখে গৌড়ীয় বলিয়া কার্য্যতঃ বিষ্ণুবৈষ্ণব বিদ্বেষ ব্যতীত আর কিছুই করেন না। এখন এমন কি কোনও প্রকারে দীক্ষা-বিধানের উপবীত গ্রহণটা বাদ দিয়া শৌক্র জাতির পরিচয় ঠিক রাখিয়া নানা প্রকারে অবস্থিত থাকিয়া দীক্ষার ভাণ অভিনয় করার দরুন বৈষ্ণব হইয়াছি মনে করেন। কিন্তু তাহাতে কি তাহারা দীক্ষিত হইয়াছেন ইহার প্রমান হয়? দীক্ষিতগণের ধারণা ঐরূপ অভিমানই নরকগমনের হেতু। যে গুরু আপনাকে শৌক্রবিচারে সগুণব্রাহ্মণমাত্র জানিয়াছেন তিনি নামাপরাধী। ঐরূপ নামাপরাধীর নিকট হইতে মন্ত্র ও নাম গ্রহণ করিলে সেইগুরু কিছু ইন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া লইবেন এবং ভোগী গুরুর তর্পণ বিষয়ে শিষ্য তাহার কিছু সাহায্য করিবেন মাত্র। কার্য্যকালে এরূপ দীক্ষাভিনয়ের পরে গুরু শিষ্যকে

পাপী ও পতিত জাতি রাখিয়াই উপবীত না দিয়া শিষ্য করিয়াছেন। শিষ্যকে মুখে কৃষ্ণ সেবার অধিকার দিয়াছেন বলেন; কিন্তু তাহার প্রদত্ত ও নিবেদিত কৃষ্ণপ্রসাদ গুরু কখনই গ্রহণ করেন না। যদি ব্রাহ্মণকে দীক্ষা প্রদান করেন তবে তাহার হস্ত পাচিত কৃষ্ণপ্রসাদ গুরুদেব গ্রহণ করেন। কিন্তু শৌক্র অব্রাহ্মণ পাচিত কৃষ্ণ প্রসাদ গুরু কিছুতেই গ্রহণ করেন না। কারণ তিনি শিষ্যকে দীক্ষা দানের অভিনয় করিয়াছেন মাত্র। যদি তিনি নিষ্কপটে প্রকৃত দীক্ষা দান করিতেন তাহা হইলে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রাণতা জানা যাইত। তাহা আচরণে প্রকাশ না পাওয়াতে তিনি কপট বণিক মাত্রই প্রকাশিত হইতেছে। তিনি কখনই বৈষ্ণব বা গুরুর আশ্রিত নহেন, তিনি রঙ্গক্ষেত্রের অভিনয়কারী মাত্র। তাঁহার এই অন্যায় অবৈধ কাপট্যের জন্য শাস্ত্রে 'ন্যায় রহিত' বাক্য প্রদান ও গ্রহণ জন্য শাস্ত্রানুসারে উভয়কেই অনন্ত অক্ষয়কালের জন্য নরকপথের যাত্রী হইতে হইয়াছে। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অগ্নি আদি অন্য দেবতার পূজা করেন না। কিন্তু ভবদেব পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকালে ষোড়শমাতৃকা পূজন ও উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ কালে পঞ্চাহুতি যজ্ঞে পঞ্চদেবতার আহুতি, প্রদান করেন, ঐ গুলি কি তাঁহার অনন্য কৃষ্ণৈকপ্রাণতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত? শিক্ষার্থীর অগ্নির উপনয়ন বিধিটী দীক্ষা-বিধানের বহির্গত করিতে পারিলেই যেন মহাবিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় জানিলে শাস্ত্রকারগণ সেরূপ বিধি দয়াপরবশ হইয়া তাহা বাদ দিতে পারিতেন, কিন্তু সত্যের অনুরোধে জগতের চরম কল্যাণের উদ্দেশ্যে সর্ব্বজীবে সমভাবের নিত্যত্ব বুঝাইবার জন্য বিধির কঠিন নিয়তি বলে উহা দীক্ষাবিধানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই নিত্য অবস্থিত। উপবীত গ্রহণ না করিয়া কৃষ্ণৈকপ্রানতা প্রকৃত আচার্য্যে নাই এবং কপট পরমার্থবিরোধী স্মার্ত্তের কাছে এরূপ ভ্রান্তিতে কতদিন পতিত থাকা উচিত তাহা বিবেচ্য। 'তোমাকে বেদ সমীপে লইয়া যাইব'—এখানে বেদ শব্দে শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং এ উপনয়ন সংস্কারই কৃষ্ণসেবোন্মুখতার দীক্ষান্তর্গত মন্ত্রার্থোপদেশের অঙ্গ বিশেষ। সেই অঙ্গ হানি করিবার প্রবল পিপাসা কৃষ্ণসেবাবিমুখতা হইতেই জন্মগ্রহণ করে ইহা জানিতে পারিলেই নিজ নিজ স্মার্ত্তপদদলিত পরমার্থবিমুখতাকে কৃষ্ণসেবা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতে হয় না। যে শিষ্য প্রকৃত সদ্‌গুরুর প্রদত্ত দীক্ষাকালীয় সংস্কার গ্রহণ না করে তাহাকে অতিবাড়ি বলা যায় অর্থাৎ গুরুদ্রোহী, আর যে গুরু শিষ্যকে নিজের আত্মীয় জ্ঞান করিতে অসমর্থ সেই বিদ্বেষী গুরুর শিষ্যের নিকট কৃষ্ণৈকপ্রাণতা দেখাইতে যাওয়া বিশুদ্ধ কপটতা মাত্র। উদর ভরণের চেষ্টা, স্ত্রী পুত্রকে অলঙ্কারে ভূষিত করিবার প্রয়াসে যদি কোনও গুরুব্রুব, অব্রাহ্মণকে, বেশ্যাকে, শূদ্রকে শিষ্য করেন, তাহা হইলে তাহার কাপট্য-পূর্ণ কৃষ্ণৈকপ্রাণতা অনন্ত নরকের পতন হইতে রক্ষণ করিতে পারিবে না, কি কারণে মূর্খ-বৈষ্ণবব্রুবগণ আপনাদিগকে নিজ নিজ প্রাকৃত বংশ গরিমায় স্ফীত হইয়া পরমার্থ বিচ্যুত হইতেছেন বুঝা যায় না। তাহাদের কি এইটুকুও বুদ্ধি নাই যে পুরুষে জড়জগতের অগ্নির দশসংস্কাররূপ অভিনিবেশ এত প্রবল সাগ্নিক ব্রাহ্মণত্ব যাহার নিকট ক্ষুদ্র, তিনি কি প্রকারে শিষ্যকে জড়াতীত সিদ্ধির পথের পথিক করিবেন? (গৌঃ ২।৩৫।১১-১৪)॥

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের সংস্কার—স্মার্ত্তগণের মত স্ত্রী ও শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের অনধিকার বৈষ্ণব-

গণ স্বীকার করেন না। কিন্তু স্ত্রী ও শূদ্রগণের স্ত্রীত্ব বা শূদ্রত্ব প্রবল রাখিয়া কোন অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা দয়াল বৈষ্ণবগণ কোথাও করেন না। স্ত্রীত্ব--প্রাকৃত পুরুষ সেবাপরত্ব, শূদ্রত্ব—ত্রৈবর্ণিক অগ্নির ভোগের ইন্ধনরূপ দাস্য পরত্ব। সুতরাং প্রাকৃত স্ত্রী অভিমান এবং প্রাকৃত শূদ্র বর্ণাভিমানে দীক্ষা লাভ ঘটে না; ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র ও সকল বৈষ্ণব মহাজনের সিদ্ধান্ত। দিব্যজ্ঞান লাভের নাম দীক্ষা। তাহাতে সকল পাপের ক্ষয় হয়। শাস্ত্র বলেন কর্ম্মফলে অত্যন্ত ভোগাশক্তি বশতঃ কামুক পুরুষগণই জীবনান্তে স্ত্রী চিন্তা করিতে করিতে পর জন্মে বাসনানুযায়ী স্ত্রী দেহ লাভ করেন। ভোগী সজ্জায় ত্রিবর্ণই শূদ্রচিন্তায় শূদ্রের প্রভু হইয়াছি চিন্তায় স্বয়ং শূদ্রযোনিতে শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ঐগুলি পাপের ফল মাত্র। স্ত্রী ও শূদ্র অভিমান পাপাসক্তচিত্ত অবৈষ্ণবের লভ্য। সেজন্য বৈষ্ণব কখনও ভোগ্যা স্ত্রী ও ভোগ্য শূদ্র অভিমানে স্ফীত হইয়া কৃষ্ণসেবাবিমুখ না হন এজন্যই বিষ্ণুদীক্ষার আবশ্যকতা। জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইলে স্ত্রী ও শূদ্রাদি উপাধিগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই প্রাকৃত অশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে বহুমানন করিয়া অবৈষ্ণব হইয়া পড়েন। ভাগ্যক্রমে গুরুকৃষ্ণকৃপায় তাহার বর্ণাভিমান ও জড়ীয় পুংস্ত্রীনপুংসকাদি অভিমান ছাড়িয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসঃ বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ'। বর্ণ বিচারে শৌক্র-পদ্ধতি প্রথমে স্বীকার করিলেও পরে বৃত্ত-পদ্ধতিরই ভাগবতগণ আদর করেন। বৃত্ত পদ্ধতি উঠাইয়া দিবার চেষ্টায় বর্ণাশ্রম বিচারে পাপ প্রবেশ করিয়াছে সেজন্য সাত্বত শাস্ত্র বলিতেছেন শৌক্র পদ্ধতিমতে কলিকালে প্রকৃত সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছে। শৌক্রপদ্ধতিজীবী মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তগণ শাস্ত্র তাৎপর্য্যকে কলঙ্কিত করিয়া যে দুরাচার আনয়ন করিয়াছেন, তাহার বিষময় ফল অবিদ্যাগ্রস্ত হরিবিমুখ জীবসমাজ অবশ্যই ভোগ করিতেছেন! আমাদের সেই সকল কথা বলিয়া তাহাদের চক্ষুতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতে হইবে না? অজ্ঞজ্ঞানদৃপ্ত পাপপুণ্যপর স্মার্ত্ত সম্প্রদায় শ্রীমহাভারতাদি পুরাণ, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র মানেন না বলিয়াই তাহারা অর্ব্বাচীন লোকের রুচির অনুকূল কতিপয় তমোধর্ম্ম বর্জ্জনকেই স্মৃতি বিধি মনে করেন। শাস্ত্রে নিপুণ হইলে তাঁহারা সূক্ষ্মভাবে বৈষ্ণব স্মৃতির উজ্জ্বল শোভাও দেখিতে পান। পরম বিদ্যোৎসাহী পরাবিদ্যাকুশল পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণ স্ত্রীশূদ্রাদি পাপীগণের পাপ মোচন করিয়া দিব্যজ্ঞানোদয় করাইয়া স্ত্রী ও শূদ্রের পাপ জনোচিত অধিকার হইতে উন্মুক্ত করেন। মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তগণ স্বীয় অনুদারতাক্রমে পরদুঃখদুঃখী না হইয়া নিজ নিজ জড়স্বার্থময় ভোগসিদ্ধি করিয়া লইতেই ব্যস্ত। শ্রীমহাভারত স্পষ্ট বলিলেন যে "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ" সঙ্কীর্ণচেতা স্মার্ত্তগণ এই মহাভারতের উক্তি অস্বীকার করিয়া স্বার্থপরতা প্রকাশ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শ্রৌতবিধানে শূদ্রের শূদ্রত্ব অপনোদন করিয়া সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃত ব্যক্তিই মন্ত্রার্থ জানিয়া সত্যকামের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইয়া কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস, বৈষ্ণবস্মৃতিপ্রবন্ধ ও সন্দর্ভাদি নিবন্ধে মানবমাত্রেরই বৈষ্ণবাধিকার লাভের যোগ্যতা সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তগণ বৈষ্ণবের উপর

গুরুগিরি করিবার জন্য কর্ম্মিগণের নিগড় সমূহ সামাজিক আচারের নামে বৈষ্ণবের স্কন্ধেও চাপাইয়া দিলেন।

অবৈষ্ণব মৈথিলাদি বিপ্রব্রুব পর্য্যন্তও মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তের নিত্য গোলাম হইয়া দীক্ষার ভান ও বাজে কথায় পাণ্ডিত্য বিকীর্ণ করিতে গিয়া স্বীয় প্রাকৃত দগ্ধোদরের পূরণ চেষ্টায় ব্যস্ত। 'বৈষ্ণবের প্রার্থ্যর্ণ দ্বারা জাতি সামান্য জ্ঞান নরকের হেতু' শাস্ত্র স্বর্ণাক্ষরে বলিতেছেন। তথাপি উদরোপস্থ চেষ্টাকে হরিভজন জানাইতে গিয়া যদি কোন ব্যক্তি শৌক্র-জাত গোসাঞী-গিরিকে বহু মানন করেন, তাহা হইলে প্রকৃত কলিই অবিদ্যাহত জীবকুলকে নিত্যকালের জন্য নরকে পাঠাইয়া দিবে। বৈদিক অধিকারে ব্রহ্মসূত্র প্রপঠন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সূত্রানুগ গ্রন্থানুশীলন ও ভাগবত জীবন লাভ করাই প্রয়োজন। যাহার যেরূপ বৈদিক অনুষ্ঠান সেইরূপ শ্রৌত বিধান দ্বারা হরি সেবাধিকার লাভ হয়। বাজসনেয়িগণ কাত্যায়ন গৃহ্যাদি কল্পশাস্ত্র মতে আশ্রমোচিত বৈদিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। একায়নগণ পরমহংসাধিকারে সাবিত্র্য সংস্কার অগ্নিশিখা এবং বেদাধ্যয়ন প্রকাশ্যে না করিয়াও হরিসেবার উচ্চস্তরে অবস্থিত। বাজসনেয়িগণ কখনই একায়নগণের অমর্য্যাদা করেন না। যেহেতু উভয়েই বৈদিক অনুষ্ঠাতৃবর্গ। কাত্যায়ন গৃহ্যকল্পে স্ত্রীদেহ বিশিষ্টের কতিপয় সংস্কারের ব্যবস্থা নাই। একায়ন শাখিগণ বাজসনেয়িগণের ন্যায় আনুষ্ঠানিক নহেন বলিয়া তাঁহারা অব্রাহ্মণ এরূপ নহে। যে শাখায় যেরূপ ব্যবস্থা তাহা অপর শাখিগণ কিরূপে তাহা বুঝিতে পারিবেন। স্ত্রী শূদ্রতুল্য পারমহংস্য একায়ন শাখা হইলেও প্রাকৃত স্ত্রীশূদ্র সেবানুষ্ঠান বিশিষ্ট নহে। কাজীর নিকট হিন্দুর পর্ব্বের সন্ধানের ন্যায় হরিবিমুখ মাৎসর্য্যপর মৈথিল বৈষ্ণবব্রত অবৈষ্ণবও শাস্ত্রের কোন সন্ধানই দিতে পারিবেন না। উদর পীড়া পীড়িত স্মার্ত্তপদাবলেহী বিপ্রব্রুবগণ বিষ্ণুভক্তির কোন সন্ধানই জানেন না। সুতরাং স্ত্রীগণের বৈদিক অনুষ্ঠান যে ভাবে বিহিত তাহার বিপর্য্যয় করিয়া কৃষ্ণের বংশীটী গোরার হাতে দিয়া পারকীয় গৌরনাগরীবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের নাগরী কল্পনার ন্যায় নিরর্থক। ব্রহ্মসূত্র গৃহীত প্রকৃত ব্রহ্মচারীই ভাগবতের অধিকারী বেদান্তাধ্যয়ন সমর্থ এবং শ্রীকৃষ্ণ সেবায় অধিকার পান। আর 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য' শ্লোকের ভাবানুগত্যে স্ত্রীদেহ ধারী ভাগবত, পুরুষদেহ ও পুরুষ বেশ রচনা না করিয়া ঐ সকল সাধুমুখে শ্রৌত পন্থায় শ্রবণ করিলেই তাঁহার কৃষ্ণ সেবাধিকার ঘটিবে। স্ত্রীকে পুরুষ হইতে হইবে না। সামাজিক ব্রাহ্মণে বা শূদ্রাভিমানে হরিসেবাধিকার পাওয়া যায় না। দীক্ষাবিধানের দ্বারাই পাওয়া যায়। দীক্ষাবিধানে স্ত্রীলোককে ব্রাহ্মণ হইতে হয় না। নিষ্ঠাবতী দীক্ষিতা ব্রহ্মচারিণী বা ব্রাহ্মণী হইতে হয়। ব্রাহ্মণীর পুরুষবেশে ব্রহ্মচারীর ন্যায় ব্রহ্মসূত্র ধারণ করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রতা অর্থাৎ আশ্রমান্তরের ব্যবহার বিহিত নহে। এস্থলে মৈত্রেয়ীও গার্গীর কথা স্মরণীয়। প্রাকৃত জগতে স্ত্রী প্রাধান্য হইলেই পুরুষ জাতি স্ত্রৈণ হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবগণ স্ত্রৈণ নহেন তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত। বৈষ্ণববিদুষী ব্রাহ্মণীর পুরুষোচিত কর্ত্তৃত্ব মূলে উপনয়ন সংস্কার লইয়া হরিসেবা করিতে হয় না। তিনি আত্মবিৎ হইলে দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ পাপী শূদ্রাদিকে প্রাকৃত সম্মান দিয়া প্রভু বলিয়া মনে করেন না।

বৈষ্ণব গুরুকে ভোক্তা বলিয়া মনে করেন না। তিনি প্রাকৃত সহজিয়া হইবার পরিবর্ত্তে আত্মসহজ-ধর্ম্মে নিত্যাবস্থান করেন। সংসারে ভোগের গৃহিণী মাত্র হন না।

একায়ন শাখায় পরমহংস শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বাজসনেয়িগণের ন্যায় অপরমহংস ছিলেন না। তথাপি বাজসনেয়িশাখিগণের চিহ্নাদি মধ্যে মধ্যে দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়াছিলেন। আবার শ্রীরসিকানন্দ দেব প্রভৃতি বাজসনেয়ি শাখাবলম্বী বিশুদ্ধ বৈদিক অনুষ্ঠানের লীলাভিনয় করিতেন। বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণব্রুব বা বৈষ্ণবব্রুব হইবার জন্য ব্যস্ত নহেন। কিন্তু মূর্খ অশাস্ত্রজ্ঞ মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তগণকে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইতে হয় দেখিয়া তাহাদের অপরাধ প্রশমনের জন্য ও সত্য অবগত করাইবার জন্য বৈষ্ণবগণ একায়ন ও বাজসনেয়ি শাখাদ্বয়ে অবস্থিত জানাইয়া থাকেন। উহাতে মাৎসর্য্যরহিত স্মার্ত্তগণ পরমানন্দ লাভ করেন। আর মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তগণ হিংসা করিয়া অধিকতর অন্ধকারে পতিত হয়। ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবগণের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হন। তাঁহাদের উভয়ের সমত্ব আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণব্রুবগণ বা বৈষ্ণবব্রুবগণ ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের সহিত কখনই তুল্য নহেন। (গৌঃ ২।৩৬।১০)॥

শ্রীকৃষ্ণ নাম, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ প্রেম—চিন্ময় ও অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণনাম অচিৎ সংজ্ঞামাত্র না হওয়ায় মায়িক বস্তুর অন্যতম নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সকল ও জড়েন্দ্রিয় বৃত্তি সকল ভোগের বিষয় ও আশ্রয় আলম্বনের বিভাগ বিশেষ। সুতরাং নামোচ্চারণকারীর চিন্ময়ী জিহ্বা, অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতা ও শব্দব্রহ্ম ভোগ্য বস্তুর অন্যতম না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণনামের স্বতন্ত্রতা স্বতঃকর্তৃত্ব এবং নাম নামীর অভেদ সত্তা নিত্যকাল, অবিমিশ্র চেতন ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়ী শক্তিত্রয় বিশিষ্ট। মন্ত্র নামাত্মক হইলেও সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্ত চতুর্থ্যন্তপদযুক্ত। সুতরাং মন্ত্র সাধনেও অচিৎ ক্রিয়া মাত্রের অধিষ্ঠান নাই। তবে মন্ত্রদাতা গুরু যদি শ্রীমদ্ভাগবত কথিত গোখর সংজ্ঞক জড়ের ভোক্তা বা বৈষ্ণববিদ্বেষী হন, তাহা হইলে শিষ্যকে মন্ত্র প্রদানরূপ অকৈতব দয়া বিতরণ কার্য্যের পরিবর্ত্তে গোখর দাস করিয়া কর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। তাহার ফল পুনরাবৃত্তি রহিত অনন্ত নরকভোগ।

ভক্তি অভিধেয় সচ্চিদানন্দবৃত্তিময়ী। প্রেমও অতি সুনির্ম্মল অপ্রাকৃত জাম্বুনদ সদৃশ উজ্জ্বল। তাঁহাদেরও স্বতঃকর্তৃত্ব আছে। কৃষ্ণনাম মন্ত্রের অনুগামিনী ভক্তি নাম সদৃশ ইতরাপেক্ষা রহিত সন্দেহ নাই। কৃত্রিম ভক্তি বা কপটতারূপ প্রেমা জড় ভোগী কর্ম্মীজ্ঞানী গুরু শব্দবাচ্য জড়দার্শনিকের প্রদত্ত নামাপরাধ ও মন্ত্রাপরাধ লাভ উহা নাম, মন্ত্র, ভক্তি বা প্রেমা শব্দবাচ্য নহে, শ্রীনামাদির নিত্যত্ব পূর্ণত্ব, শুদ্ধত্ব, মুক্তত্ব, সচ্চিদানন্দ রসবিগ্রহত্ব প্রভৃতির উপলব্ধি কুদার্শনিক, বেশজীবী, মন্ত্ররহস্যানভিজ্ঞ, আসুর বর্ণাশ্রমস্থ জীবরূপ গুরুব্রুবের দুর্ল্লভ। যাহারা উদরোপস্থ চেষ্টায় প্রপীড়িত তাহারা শ্রীগুরুদেবের নিকট নামমন্ত্রাদি প্রাপ্ত হয় না বলিয়া ভক্তি ও প্রেমহীন হইয়া শিষ্য নামে পরিচিত হইতে গিয়া আত্মগরিমায় স্ফীত। সেই দুঃসঙ্গ পরিহার করিয়া বুদ্ধিমান্ জনগণ নিষ্কিঞ্চন ভজনবিজ্ঞ ভাগবতের চরণাশ্রয় করিবেন। প্রকৃত পরমহংসের চরণাশ্রয় ব্যতীত মেকী বর্ণাশ্রমীর ও ভণ্ড বৈষ্ণবাচার্য্যব্রুবের চরণাশ্রয়ে সুফলোদয় হয় না॥ "পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান। দীনেরে অধিক দয়া করেন

ভগবান্॥” অতএব ভণ্ডসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। অসৎ কিঞ্চন স্বভাব ব্যক্তির মুখে শ্রীহরিনাম গীত হন না। জন্ম মদমত্ত অবৈষ্ণব, বৈষ্ণবাচার্য্যের বেশ ধারণ করিয়া মন্ত্র, পাঠ বা গুরুর ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিলে জানিতে হইবে যে তাহার গুরুদেব ছলনা করায় তাহাকে নাম মন্ত্রাদি কিছুই প্রদান করেন নাই। যে গুরু শিষ্যকে নাম মন্ত্রাধিকারী করেন না, তাহাদের সহিত শিষ্য সম্বন্ধ করেন নাই জানিতে হইবে। তাদৃশ শিষ্য অপরকে নাম মন্ত্রাদি দিতে পারেন না।

শ্রীনাম প্রকৃত আচারবিশিষ্ট নামোচ্চারণকারীর নিজ বস্তু। উহা কৃত্রিম আচার্য্যরূপী উদরোপস্থ-চেষ্টের বস্তু নহে। সুতরাং শ্রীনামাদি কাহারও অপেক্ষা না করিলেও কৃত্রিম অভিনয়কারীর মুখে নামাপরাধ ব্যতীত নামের প্রাদুর্ভাব অসম্ভব। সেখানে নাম অন্বেষণ করিতে যাওয়াও দুর্ভাগ্যের চেষ্টা বিশেষ। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ প্রভাবে মনের দুরভিসন্ধি ছেদন করাই সুকৃতি। তাহাতে বিমুখ হইলে দুর্গতিই চরম প্রাপ্য হইবে একথা নিতান্ত মূঢ়েরও জ্ঞাতব্য। (১) উপনয়ন-সংস্কার ব্যতীত দীক্ষাগ্রহণ ও সেবাধিকার লাভ হয় কিনা? (২) যদি না হয় তবে ঝড়ুমালী কালিদাস-প্রদত্ত আম্র শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দেওয়ায় তাহা শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন কিরূপে? (৩) হরিদাস ঠাকুর ও রূপ সনাতন দীক্ষা-গ্রহণ-কালে উপনয়ন গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ না হইয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের বাধা ঘটাইলেন কেন? (৪) উপবীত সংস্কার প্রদান ও গ্রহণ না করিলে গুরু ও শিষ্য নরকগামী হইবেন কি? (৫) উপবীত অভাবে কৃষ্ণ সেবাধিকার না হইলে স্ত্রীগণের শালগ্রাম সেবাধিকার কিরূপে হয়? (৬) কৃষ্ণনাম-মন্ত্র-ভক্তি-প্রেম অহৈতুকী কিনা? এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর দেওয়া হইল। (গৌঃ ২।৩৭।১৩-১৪)।

১। পরমার্থের অর্থ কি? - আবার অর্থই অনর্থের মূল, ধর্ম্ম, অর্থ, এই অর্থই বা কি?

উত্তরঃ—অর্থ শব্দে প্রয়োজনকে বুঝায়। পরমার্থ শব্দে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে। যাহারা প্রাকৃত বিচার অবলম্বন করিয়া স্থূল দেহ ও মনকেই আমি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহারা দেহ ও মনের উপযোগী প্রয়োজন অনুসন্ধান করিতে গিয়া লৌকিক বা ব্যবহারিক স্মৃতিকেই অর্থ বা প্রয়োজন মনে করেন। স্মৃতিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবের স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মনের প্রয়োজন সিদ্ধি লাভ করে। তজ্জন্য কতিপয় ব্যক্তি পরমার্থ পথ পরিহার করিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তপথ গ্রহণ করেন। আর যাহারা তাদৃশ প্রয়োজন বা অর্থকে অনাত্মচেষ্টার প্রয়োজন মাত্র জানেন, তাঁহারা ঐ প্রকার স্মৃতির অর্থ ছাড়িয়া পরমার্থের অনুসন্ধান করেন। পরমার্থিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের—“ধর্ম্মঃপ্রোজ্ঝিতকৈতব” এবং “স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ”—প্রভৃতি পরমধর্ম্ম বা পরমার্থের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। অর্থ শব্দে ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করা হয়। যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবত চতুঃশ্লোকীতে মায়ার সংজ্ঞা নিরূপণে—‘ঋতেঽর্থং’ শ্লোকে ‘অর্থ’ শব্দে অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। জড়ভোগময় জগতে যাহাকে আমরা ভোগের বস্তু বা প্রয়োজন বা অর্থ বলি তাহাই অনর্থ ও তাদৃশ অনর্থই আমাদিগকে দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট করাইয়া অমঙ্গলকেই মঙ্গল বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন করায়। এজন্য লৌকিক প্রয়োজন বা ঈশ্বরবৈমুখ্যে অবস্থিত জীবের কামনাই জীবকে উত্তরোত্তর ঈশ্বর সেবা হইতে বঞ্চিত করে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রয়ী বদ্ধজীবের ভোগায়তন। সেই ‘অর্থ’ ভক্তি

স্বরূপ উপলব্ধি হইলে নিতান্ত তুচ্ছ অনাত্মার ফল্গু চেষ্টা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। যাহাতে স্থূল সূক্ষ্ম শরীর-দ্বয়ের নশ্বর কামচরিতার্থ হয় তাদৃশ অর্থ নিত্যভগবদুদ্দেশক নহে।

২। বেদের যে মহাবাক্য প্রণব মন্ত্র জপ কীর্ত্তন বা সাধন দ্বারা অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে কি না? এবং ঐ উপায়ে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি হইতে পারে কি না?

উত্তর:—বেদের মহাবাক্য প্রণব। প্রণব হইতে বেদশাস্ত্র বিস্তৃত হইয়াছে। উহাই অসম্প্রসারিত ভগবন্নাম। বীজীভূত অবস্থায় উঁহার অবস্থান। প্রসারিত প্রণবই শ্রীভগবন্নাম। তাহাই কীর্ত্তনীয় ও জপ্য। প্রণবাদির জপ ও গায়ত্রীমুখে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। অধিকার-লব্ধ জন সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রণব সাধন করিতেন কিন্তু কলিতে জীবের অধিকার হ্রাস হওয়ায় শ্রীনামের সর্ব্বশক্তিমত্তার উপযোগীতা বিশেষরূপে আদরণীয়। যোগশাস্ত্রে পরঙ্গতগণ প্রণবাদির জপ ও কীর্ত্তনমুখে সেবা করিয়া থাকেন কিন্তু যোগিগণের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥" উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে যষ্টির আবশ্যকতা বুঝিয়া তাহা সংগ্রহ করিবার কালে যদি হিংস্র পশুর হিংসায় পতিত হইতে হয় তাহা হইলে তাদৃশ পন্থার ফলপ্রাপ্তি দুর্ঘট হইয়া পড়ে। সেজন্য আক্রমণযোগ্যাবস্থায় যাহাতে অভিরক্ষিত হইবার অবকাশ পাওয়া যায় তাহাকেই অপেক্ষাকৃত উত্তম পন্থা বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধ সৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনয়কানী-কপমূর্দ্ধসু প্রভো॥" যাঁহাদের প্রণবাদি জপমুখে সাক্ষাৎ মুকুন্দ সেবাবিষয়ক সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হয় তাহারা বাস্তবিকই ধন্য। কিন্তু প্রণবোচ্চারণ অধিকার অপেক্ষা করে। অধিকারী এবং অনধিকারী উভয়েই নাম-কীর্ত্তনাদিতে সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। গীতা বলেন—"তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" যেকালে বিঘ্ন কম ছিল সেকালে প্রণবাদি সাধনে জীবগণের কল্যাণ সাধিত হইত কিন্তু কলিপ্রাবল্যে অসমর্থতা, আলস্য, জাড্য প্রভৃতি নানা অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। প্রণবোত্থ বেদশাস্ত্রকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী সম্প্রদায় যেরূপ ভাবে গ্রহণ করেন তাহাতে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করা বিষম দুর্ঘট অথচ শ্রীনামভজনে কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই সেরূপ উৎসাহ বিশিষ্ট নহেন।

৩। ব্রহ্মই ত সদ্ বস্তু, সেই সদ্ বস্তুর (ব্রহ্মের) যে সাধনা করে সেই ত সাধু, যাঁহারা প্রণবের সাধনা করেন বা ব্রহ্মের ধ্যান করেন তাঁহাদের বিষয় ভোগ স্পৃহা নিবৃত্ত হইলে সেই প্রথিতনামা পরমহংসগণের পদাশ্রয়ের দীক্ষা গ্রহণ করিলে পরমার্থ পথে যাওয়া হয় কি না?

উত্তর:—ব্রহ্ম সদ্বস্তু অর্থাৎ তাঁহার অধিষ্ঠান কাল্পনিক নহে। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু হইলেও চিন্মাত্র বলিয়া যাঁহারা ধারণা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে দৃশ্য, দর্শন ও দ্রষ্টার সহিত একীভূত সদ্বস্তু বলেন। ধারণাকারী, ধারণা ও ধারণার বস্তুর বিভিন্ন অধিষ্ঠানের নিত্যাবস্থান না থাকায় উপাসনার অনিত্যতাহেতু সাধনের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞ পরমহংসের ধারণায় কোন সাধন, ধ্যান বা গুরুশিষ্য বা দীক্ষা প্রভৃতির হাঙ্গামা নাই। ব্রহ্মজ্ঞের কোন পরমার্থপথ থাকা উচিত নহে। ব্রহ্ম জ্ঞেয় বস্তু হইলেও তাঁহার নিত্যা-

ধিষ্ঠানে অস্তিত্ব ও আনন্দবৃত্তিদ্বয়ে উদ্ভাসিত সততযুক্ত ও ভজন বলিয়া ভাবসমাবেশ থাকিতে পারে না। এই কারণে ভগবানের অসম্যক আবির্ভাব ব্রহ্মকে ও তদ্বিষয়ক সন্দর্ভকে ভগবৎসন্দর্ভনামে শ্রীজীব-গোস্বামী অভিহিত করেন। যাঁহারা প্রণবের সাধনে ব্রহ্ম সাধিত হয় মনে করেন তাঁহারা অসিদ্ধ এবং সাধনফলে সিদ্ধিকালে সাধন সাধক সাধ্যের অধিষ্ঠান না থাকার সিদ্ধ ব্যক্তি গুরুর অভিমান করিতে পারেন না। শিষ্য ও গুরুর মধ্যে কোন বাস্তব ভেদ না থাকায় সাধন বা ধ্যানাদির আবশ্যকতা নাই।

৪। পঞ্চোপাসক শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব আদি সকলেই ব্রহ্মা হইতে গুরু শিষ্য পারম্পর্য্যক্রমে ত মন্ত্র চলিয়া আসিতেছে তাহা হইলে তত্তদেবতার তত্তন্মন্ত্র আম্নায় পারম্পর্য্যক্রমে আগত বলা হইবে না কেন?

উত্তর : কামনাযুক্ত উপাসকগণের বিভিন্ন দেবতা গুণান্তর্গত ও নিত্যস্থিতিবিশিষ্ট নহে। সাধকের হিতার্থ কল্পিতমূর্ত্তিগুলি বিনষ্ট হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অবস্থান। তাহাদের মন নিত্য নহে, উপাসনাও নিত্য নহে। মন্ত্র ও দেবতার মধ্যে মায়ার ব্যবধান থাকায় উহা কালাধীনে সৃষ্ট ও কালক্ষোভ্য সুতরাং অকাম ঐকান্তিকভক্তের উপাস্যবস্তুর সহিত তত্তৎ দেবতার সমত্ব নাই। আম্নায় পারম্পর্য্য প্রভৃতি বিচার সমূহ কামনাজাত দেবতা ও মন্ত্রের নিত্যত্ব স্থাপনে ব্যাঘাত করে। ঐ গুলি নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য নহে। অনিত্যোপাসনা, অনিত্যোপাস্য ও অনিত্যোপাসক মায়ার ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। তাহা নিত্য সনাতন ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্মা হইতে ঐ সত্য আগত নহে। উহা নিমিত্ত হইতে বহিঃপ্রজ্ঞাপ্রসূত চেষ্টামাত্র, সুতরাং নিত্য আত্মধর্ম্ম নহে।

৫। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ (মোক্ষকামিগণের মধ্যে) বদ্ধ জীবগণকে দয়া করিয়া মন্ত্র দিয়া সাধন পথ দেখাইয়া উদ্ধারের পথ প্রদর্শক গুরুর কার্য্য করেন ; ইহাতে গুরু পারম্পর্য্য চলিয়া আসিতেছে কি না?

উত্তর :—মোক্ষকামিগণ নিজেন্দ্রিয়-তর্পণমুখে যে নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে রত হন তাহাই তাঁহাদের জীবদ্দশায় বদ্ধতার পরিচায়ক। তাঁহারা অপরকে উদ্ধার করিতে পারেন না। নিজের উদ্ধার যিনি করিতে না পারিয়া অপরকে ভেদ দৃষ্টি করেন এবং তাঁহাকে বিপথগামী করাইবার প্রয়াস পান, তিনি আবার গুরুর কার্য্য কি প্রকারে করিবেন? তাঁহাদের গুরুপারম্পর্য্যে বাস্তব নিত্য সত্যের অভাব আছে। সাধন ও সিদ্ধি বা উপায় ও উপেয় সম্বন্ধে যখন তাঁহাদের চিত্তের স্থৈর্য্য নাই তখন সেইরূপ চাঞ্চল্য দ্বারা পরমার্থ অর্জ্জিত হইতে পারে না। অনিত্য জগতের পরিণাম-বিশেষেই উহা পর্য্যবসিত হয়।

৬। যদি কোন পঞ্চোপাসক বৈষ্ণব শিষ্য ঐকান্তিক ভাবে গৃহে শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরভাবে অর্চ্চনা করেন ও হরিনাম আশ্রয়ে কীর্ত্তনে রত থাকেন ও ভোগ ইচ্ছা পরিহার করেন, তবে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ তাঁহার সঙ্গ করিবেন কি না বা তাঁহাকে শুদ্ধ ভক্ত বলা হইবে কি না?

উত্তর :—পঞ্চোপাসক বৈষ্ণব ঐকান্তিক নহেন। অন্য দেবোপাসনা ঐকান্তিকতার হানিকারক। কামনামূলে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা বদ্ধজীব বিষ্ণুতর্পণ ছাড়িয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণ করে। যে কালে নিজেন্দ্রিয় তর্পণ ছাড়িয়া দেয় তখনই মুক্তজীবের নিত্যবৃত্তি বিষ্ণুভক্তি প্রকাশিত হয়। হরিভক্তির অভাব হইতেই অন্যোপাসনা ও তাহার ফল ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ সুখদুঃখ ভোগ। যেকালে জীবের বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর এই জ্ঞানোদয় হয়, তৎকালেই নাম ও নামী অভেদ বলিয়া উপলব্ধি করেন। ভোগ ইচ্ছা বিগত

হইলেই জীবের বিষ্ণুভক্তি দেখা যায়। ইন্দ্রিয়তর্পণকে যাহারা ভক্তি বলিয়া স্থাপন করেন তাহাদিগকে প্রাকৃত সহজিয়া বলা হয়। তাহারা বৈষ্ণব বা শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন। "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।" যাহারা অসৎসঙ্গ প্রার্থী তাহাদের সঙ্গও বৈষ্ণবগণ করেন না।

৭। অগ্নি, জল, সূর্য্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা হয়। যখন ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা নিষিদ্ধ, তখন অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ বস্তুর কৃপালাভের উদ্দেশে সূর্য্যাদি অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া স্বরূপ উপলব্ধি হইবে কি না ?

উত্তর :—জীব স্বরূপেই বৈষ্ণব। সুতরাং সূর্য্যাদি দেবতা বিষ্ণুভক্ত এরূপ বিচার উপস্থিত হইলে সূর্য্যাদি দেব দ্বারা বিষ্ণুপূজা করাইবার জন্য ভক্তের প্রবৃত্তি হয়। তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিতে গিয়া বৈষ্ণব বিষ্ণুভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া অবান্তর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য লোক দেখান বিষ্ণুভক্তি প্রদর্শন করেন না। অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা অধোক্ষজ সেবাই আত্মার প্রসন্নতা সম্পাদন করে। অন্য কোন ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা বিষ্ণুসেবা হইতে পারে না। বিষ্ণুভক্তি রহিত হওয়া বৃত্তির অপর নামই অনর্থ। অর্থ শব্দে বিষ্ণু, অনর্থ শব্দে যাহা বিষ্ণু নহে, সুতরাং বিষ্ণুসেবা বাদ দিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই কোন প্রকারেই বিষ্ণুভক্তি বলা যায় না।

৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী গোস্বামিগণ কি "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র নির্ব্বন্ধ করিয়া জপ করিতেন কিম্বা অন্য কোন প্রকার ভজন করিতেন ?

উত্তর :—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রমুখ অনেকেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকেই সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

৯। শুনা যায় রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব, যোঽসি সোঽসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোস্তু তে। তাহা হইলে সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ বলিয়া শিবা শিবকে আরাধনা করিলে প্রেমভক্তি লাভ হইবে কি না ?

উত্তরঃ—সশক্তিক শিবাদি দেবতাকে মোক্ষকামী ও ভোগকামী ব্যক্তিগণ ভজন করিয়া থাকেন। সত্ত্বরজগুণবিশিষ্ট ধর্ম্মকামীগণ - সূর্য্যকে, সত্ত্বতমোগুণযুক্ত অর্থকামী—গণেশকে, রজস্তমোগুণযুক্ত কামকামী—দেবীকে ও তমোগুণবিশিষ্ট মোক্ষকামী—আপনাকে শিবোহং বলিয়া শিবের উপাসনা করেন। বৈষ্ণব শম্ভু বা গোলোকে অবস্থিত সদাশিব বা বিষ্ণুপীঠের পরিকর বস্তুকে প্রাপঞ্চিক দেবজ্ঞান করিতে হইবে না। ভোগলাভের উদ্দেশে যে সকল দেবতাকে কল্পিত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়তর্পণের সাহায্যকারী বস্তু বিশেষ জ্ঞান করেন তাহাদের দ্বারা আত্মনিত্যধর্ম্ম প্রেমভক্তি লভ্য হয় না।

১০। যে কোন লোক ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও জল দিলে তিনি গ্রহণ করেন (গীতা) অদীক্ষিত ব্যক্তি বহুযাজী প্রভৃতি ব্যক্তি দিলেও কি তিনি গ্রহণ করেন ?

উত্তর—ভক্তি নিত্যা ও পবিত্রা তাহাতে কামনা স্পর্শ করে না। এমনকি পাশ্চাত্ত্যদেশেও

খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে দশটী আদেশের মধ্যে "ঈশ্বরের নাম বৃথা বা অযথা গ্রহণ করিবে না," বিধি দেওয়ায় সকাম বাসনা নিরস্ত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিপূর্ব্বক অর্থাৎ অন্যাভিলাষ শূন্য হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদি নিজ স্বার্থপরতা পরিহার করিয়া হরিসেবনোদ্দেশে যে যাহা শ্রদ্ধাসহকারে প্রদান করেন তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন। আদীক্ষিত ব্যক্তির ভক্তি নাই বলিয়া বা বহুদেবযাজী ব্যক্তি নিকপট ঐকান্তিক নহে বলিয়া ভগবান্ তাহার কোন বস্তু গ্রহণ করেন না। (গৌঃ ২।১৬।৮—১১)॥

গুরুকে স্বয়ং কৃষ্ণজ্ঞানে তুলসীদ্বারা অর্চ্চন এবং আমান্ন নৈবেদ্য নিবেদন করা সদাচার বিরুদ্ধ কি না ?

উত্তরঃ—শ্রীতুলসী স্বয়ং আশ্রয় জাতীয় শ্রীগোবিন্দপ্রিয়া, মাধব-তোষণী। তাঁহা দ্বারা বিষয়-বিগ্রহ শ্রীহরিরই অর্চ্চন হইবে, আশ্রয়জাতীয় তত্ত্বের সেবা বা বৈষ্ণবের অর্চ্চন হইতে পারে না। শ্রীগুরুতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব, সুতরাং তুলসীর দ্বারা তাঁহার সেবা হইতে পারে না। গুরুলঙ্ঘনকারী ব্যক্তিগণ সনাতন সদাচার অবমাননা করিয়া গুরুচরণে তুলসী দেওয়াইয়া নিজের ও শিষ্যের রৌরব-পথ সুগম করেন।

ভক্তিমার্গে শ্রীভগবান্‌কে ফলমূলভিন্ন আমান্ন দ্বারা ভোগদেওয়া বিহিত নহে। ইষ্টে স্বারসিকী সেবাই অর্চ্চনের উদ্দেশ্য। নিজের যেমন আমান্ন গ্রহণে রুচি নাই, শ্রীবিগ্রহকেও তাহা অর্পণ করিতে নাই। শ্রীগুরুদেবকে আমান্ন অর্পণ করা অর্থে তাঁহাকে দিয়া রন্ধন করান। তিনি রন্ধন করিয়া তবে হরিসেবা করিবেন। ইহা হইলে গুরুসেবা হয় না। শ্রীগুরুকে পক্কান্ন দিতে হইবে, তদ্দ্বারা তিনি হরিসেবা করিবেন। তবে শিষ্য "বিঘসাশী" হইবার যোগ্যতা লাভ করিবেন, নচেৎ প্রসাদ গ্রহণ করিলে গুরুদ্বারা নিজের সেবা হইয়া যাইবে বা অপ্রসাদী দ্রব্য গ্রহণ দোষ হইবে। সুতরাং গুরুকৃষ্ণের সেবায় আমান্ন নিবেদন কর্ত্তব্য নহে। যে লৌকিক আচার ও বচন আমান্নপ্রদান পক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কর্ম্মিগণের জন্য, ভক্তের জন্য তাহা বিহিত নহে। ভক্ত গুরুকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী, সুতরাং তাঁহাকে পক্ক আহার্য্য ভোগদিতে হইবে। (গৌঃ ২।১৮।১০, ১২)॥

একাদশী ও উপবাস দিবসে মহাপ্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা :—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী-কৃত "শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থের একাদশী-কৃত্য-বিচারে শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—"জগন্নাথ প্রসাদান্ন, ক্ষেত্রে সর্ব্বকাল মান্য, পাইলেই করিয়ে ভক্ষণ॥ এ সঙ্কটে ক্ষেত্রবাসে, মনে হয় বড় ত্রাসে, স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়ে প্রার্থনা॥ প্রভু বলে ভক্তি অঙ্গে, একাদশীমানভঙ্গে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়॥ প্রথম পূজন করি, পরদিন পাইলে তরি, তিথি পরদিনে নাহি রয়॥ অবৈষ্ণবজন যারা, প্রসাদ ছলেতে তারা, ভোগে হয় দিবানিশি রত॥" একাদশী দিনে নিরাহার বিসর্জ্জন। অন্যদিনে প্রসাদ নির্ম্মাল্য সুসেবন॥" শ্রীহরিবাসরদিবসে যাঁহারা অপারকপক্ষে অনুকল্পাদি গ্রহণ করেন তাঁহারা সেদিন শ্রীমহাপ্রসাদের বন্দনা করিয়া রাখিয়া দিবেন। একাদশীদিবসে মহাপ্রসাদান্ন সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভ ২৯৬ সংখ্যায়—"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগএব। তেষামন্যভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ।" বৈষ্ণবগণের পক্ষে শ্রীমহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য

বস্তু গ্রহণ করা সর্ব্বদাই নিষিদ্ধ। অতএব বৈষ্ণবগণের নিরাহার বলিতে মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগই জানিতে হইবে। (গৌঃ ৩।৪।১৫)॥

দেহান্তকৃত্য—যে গৃহে সকলেই বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা এই বৈষ্ণবস্মৃতি নিবন্ধদ্বয়ের ব্যবস্থা পালন করিয়া বৈষ্ণব-সদাচারযুক্ত থাকেন, সে গৃহে কেহ স্বধামপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ ভস্ম করাই সঙ্গত তদ্বিপর্য্যয়ে সমাধিস্থ হইলে দোষ। বৈষ্ণব গৃহে থাকিয়া অবৈষ্ণবসঙ্গ করেন না। তবে যদি কোনও গতিকে গৃহে থাকা কালে তাঁহার দেহ ত্যাগ ঘটে, তাহা হইলে তাঁহার দেহসম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা যেন তাঁহার শিষ্য বা সতীর্থ-ভ্রাতা (একগুরুর শিষ্য) গণদ্বারা তাঁহার অন্ত্যেকক্রিয়া বৈষ্ণব আচারানুযায়ী সম্পাদন করান। বৈষ্ণবের অশৌচ নাই। বৈষ্ণবের ভগবৎসেবামুখে নিত্য সকলেরই শ্রাদ্ধকৃত হয়। তথাপি কিঞ্চিৎ কর্ম্মভাব-প্রিয় ব্যক্তিগণের জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধের বিধি আছে। দীক্ষিত সংস্কৃত বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণা-ধিকার জন্য সাধারণতঃ একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। যে কোনও দিনে শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়। স্মার্ত্ত সমাজ সাধারণতঃ অবৈষ্ণবপর। সুতরাং তাহাদের ব্যবস্থা বৈষ্ণবতা-বিরোধিনী। পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের সম্মেলন হইতে পারে না। যাহারা অবৈষ্ণব তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিবে। যাঁহারা বৈষ্ণব সদাচার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বৈষ্ণব বিধি পালন করিয়া কখনও প্রেতশ্রাদ্ধাদি হেয়কর্ম্মে লিপ্ত হইবেন না।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ দ্বারাই শ্রীল সনাতনপ্রভু, সুতরাং শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বৈষ্ণব স্মৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীসৎক্রিয়াসার দীপিকা ও তৎপরিশিষ্ট সংস্কার দীপিকাই বৈষ্ণব দীক্ষা-গ্রহীতার একমাত্র উপজীব্য। (গৌঃ ৩।২১।১২-১৩)॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ত্যাগ - কেহ কেহ বলেন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করার তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন ; তাহার প্রতিবাদ :—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শান্তিপুরালয়ে গমন কালে আচার্য্য তাঁহাকে এক নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস দেওয়াতে সন্ন্যাস বেশ ত্যাগ হইতে পারে না। পরবর্ত্তী কালে বহু স্থানে তাঁহার বৈদিক সন্ন্যাসের সকল পরিচয় পাওয়া যায়। যথা চৈঃ চঃ মঃ ৫।১৪১—কমলপুরে আসি ভার্গী-নদী-স্নান কৈল। নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল।*** নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—দেহ মোর দণ্ড। নিত্যানন্দ বলে,—দণ্ড হইল তিন খণ্ড॥” মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন—“সবে দণ্ডধন ছিল, তাহা না রাখিলা।” দণ্ডভঙ্গ লীলা সন্ন্যাসের অনেক দিন পরে, তৃতীয় দিবসে নহে। সন্ন্যাসী দণ্ডিগণ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস চারিটী অবস্থা ক্রমশঃ লাভ করেন। দণ্ডী সন্ন্যাসীর দণ্ড না থাকিলে তাঁহার হংসতা লাভ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সন্ন্যাসী জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে নির্দণ্ডী কাষায় পরিহিত সন্ন্যাসী দেখিতে শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছা হইয়াছিল। মহাপ্রভু যদি তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস বা কাষায় বস্ত্র ত্যাগ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সন্ন্যাস লিঙ্গ দণ্ড রাখিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না! কাষায় বস্ত্র ব্যতিরিক্ত ত্যাগী পুরুষকে দণ্ডী, ত্রিদণ্ডী, যতি, সন্ন্যাসী শাস্ত্র মতে বলা যায় না। যখন বৈষ্ণব সকল আশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করেন তখন তাঁহাকে পরমহংস বলা যায়—“সলিঙ্গানা-

শ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ। (ভাঃ ১১ স্কন্ধ)। চরিতামৃতে—এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ।" যে কোন আশ্রমে অবস্থান দেখাইয়া বা আশ্রম ছাড়িয়া শ্রীরূপানুগগণ পারমহংস্য বৈষ্ণবতা সংরক্ষণ করিতে পারেন। তাঁহারা বাহ্যিক আশ্রমচিহ্ন দেখাইয়া অধোক্ষজ সেবা-বিমুখ বহিঃপ্রজ্ঞা বিশিষ্ট নরগণকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠাশার হস্ত হইতে মুক্ত হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৃহস্থলীলার অভিনয় করিয়াও "পরমহংসের পথে তুমি অধিকারী" বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিলেন। বাহিরের বেশে রূপানুগ হওয়া না হওয়া নির্ভর করে না। এজন্যই শ্রীগৌর-সুন্দর বলিয়াছেন—"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা॥" তাঁহার উক্তি "কি কায সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন। যখন সন্ন্যাস কৈনু ছন্ন হইল মন॥" প্রভৃতি বৈষ্ণবের স্বরূপ নির্ণয় জন্য। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি লৌকিক আদর্শ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের অসম্মান করিয়া শাস্ত্র-লঙ্ঘনের কোন চিত্র কখনই দেখান নাই। আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বরূপগত ভজনের প্রতিকূলে উপস্থিত হইলে তাহার মূল্য অর্দ্ধ কপর্দ্দকও নহে তাহা দেখাইতেও ত্রুটি করেন নাই। মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণকালেও সন্ন্যাস লীলার কথা (চৈঃ চঃ মঃ ৯ম ২৭২)—'সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন।' অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস বেশ ত্যাগের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না।

কাষায়বস্ত্র ধারণ বিধি :—ব্রহ্মানন্দের চর্ম্মাম্বর পরিধান আর বৈদিক সন্ন্যাসীর কাষায়বস্ত্র ধারণ এক নহে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের গুরুবর্গ কাষায় পরিহিত দণ্ডধারী সন্ন্যাসী। তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অবৈষ্ণব গৃহমেধীকে গোস্বামী নাম-প্রদান রূপানুগের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে কলহ করিবার উদ্দেশেই জানিতে হইবে। শ্রীরূপগোস্বামীর উপদেশামৃতে জানা যায় যে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবিধানে ন্যাসি-শিরোমণি না হইলে কেহই বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসী বা পরমহংস বৈষ্ণব হইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগ-বতের একাদশ স্কন্ধের ২৩ অধ্যায়োক্ত ভিক্ষু-গীতই শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাস বিধি। আজও বেষধারীগণ ভাগবতোক্ত ও বেদোক্ত ত্রিদণ্ডবিধি গ্রহণ করিয়াই শ্রীরূপানুগ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। যাহারা গৃহব্রতকে রূপানুগ মনে করে তাহারাই বৈষ্ণব গুরুকে পরিহার করিয়া সহজিয়া জাতিগোস্বামিকে রূপানুগ মনে করে। সেই গৃহব্রতগণের বিচার এই যে তাহারা বৈষ্ণবের গুরু। শ্রীরূপানুগবৈষ্ণব তাহাদের গুরু নহে। কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ—"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্-বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥" অবৈষ্ণব বাস্তাশী গৃহব্রতকে রূপানুগ জানিতে হইবে না। মর্কট বৈরাগীকে পরমহংস জানিতে হইবে না। মর্কট বৈরাগী সম্বন্ধে ভাগবত বলেন—"শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ। ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞাঃ অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥" রূপানুগ ভান করিয়া যে সকল লোক শূদ্রবেশে বা মর্কট বৈরাগীর সাদা কাপড়ে ধর্ম্ম না জানিয়া পরমহংস নামে প্রচারিত হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়া উদর ভরণ করে তাহাই কলির উপযোগী। সাদা কাপড়ের কৌপীনাদি পরিহিত বা ত্যক্তকৌপীন নগ্ন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বা সাদা কাপড়ের কাচা কোঁচা দেওয়া শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব পরমহংস নহেন এরূপ ধৃষ্টতা কেহই করিতে পারেন না। কপট চক্ষের জল ইন্দ্রিয়তর্পণে অতৃপ্ত

দুঃখের জল হইতে পারে, লোক দেখাইবার জন্য ভাবুক সজ্জায় চক্ষের জল দেখান যাইতে পারে; গৃহব্রতের মায়িক ইন্দ্রিয়তর্পণের উৎসাহ পোষণকালে আনন্দাশ্রুতে জল দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়-তর্পণলোভের প্রাবল্যে আপনাকে সাত্ত্বিক রতিবিশিষ্ট জাতরতি বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার কাপট্য ক্রমে পিচ্ছিলচক্ষু জীবের চোকে জল দেখিয়াই যেন কেহ তাহাকে রূপানুগ মনে না করেন। এই সকল কৃত্রিম বিকার কিছু রূপানুগত্ব নহে। শ্রীরূপানুগগণ সকলেই ত্রিদণ্ডী। কেহ বা বাহ্যে কায়মনো-বাগ্দণ্ডের জন্য বিষ্ণুর পুরুষাবতার ত্রয়ের দণ্ডার্চ্চা গ্রহণ করেন কেহ বা উপদেশামৃত কথিত কায়মনোবাগ্দণ্ড করিয়া বেগ প্রশমিত করেন। ত্রিদণ্ড গ্রহণ ব্যতীত কাহারও পার্থিব বিষয় লোভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। অগৃহীত-ত্রিদণ্ডের পার্থিব অভিনিবেশ ঘুঁচে না বলিয়াই শ্রীরূপানুগ হওয়া তাহার ভাগ্যে ঘটে না। শ্রীরূপানুগ কখনও বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মে আবদ্ধ নহেন। সাদা কাপড়ে, গৈরিক বসনে, কৌপীনে বা ত্রিকচ্ছে আবদ্ধ নহেন। ঐগুলি ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারের কথা। কোন ব্যক্তির যাহা অনুকূল অপরের তাহাই প্রতিকূল আবার কোন ব্যক্তির যাহা প্রতিকূল তাহাই অপরের অনুকূল। "স্বে স্বেঽ-ধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" শ্লোক আলোচনা করিলে বৈষ্ণবাচার্য্যে বা শ্রীমদ্ভাগবতের উপর কটাক্ষ বা ছিদ্রান্বেষণ করিবার দুর্ভাগ্য হয় না। বর্ণ বা আশ্রমধর্ম্ম চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ নহে। ইহা শরণাগতের আনুকূল্য সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্য বর্জ্জন নামক ষড়ঙ্গ শরণাগত জনের ধর্ম্মদ্বয়। ইহাতে যাহারা নিয়মাগ্রহ বা নিয়ম-অগ্রহ নামক ভক্তিনাশক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন তাহাদের শ্রীরূপানুগ হইবার ব্যাঘাত ঘটিবে। দুঃসঙ্গ পরিহার ও সৎসঙ্গ গ্রহণ ব্যতীত রূপানুগত্বের সম্ভাবনা নাই। আশ্রমধর্ম্ম বলপূর্ব্বক অসময়ে ছাড়িয়াছি মনে করিয়া শূদ্র ধর্ম্মে অবস্থান বা গৃহব্রতধর্ম্ম যাজনকে রূপানুগ-ধর্ম্মে অবস্থিত মনে করা এবং সাদা কাপড়ের কৌপীনাদি লইয়া গুরুর আসন ও বেশ গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা শ্রীরূপানুগের কদাপি হইতে পারে না, যেহেতু বিরক্ত কুলচূড়ামণি পরমহংস বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রবর শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিধিসঙ্গত সন্ন্যাস বা বিবিৎসা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তজ্জন্য আমাদিগের ন্যায় বিষয়লোলুপ কনিষ্ঠ বৈষ্ণবাধিকার প্রার্থী পামরদুর্জ্জনও তাঁহার অধিকারোচিত মলিন সাদা জীর্ণ বসন গ্রহণ করিব ও আপনাকে তাঁহারই ন্যায় বিদ্বৎ সন্ন্যাসী মনে করিয়া ধৃষ্টতা করিতে গিয়া উহা রূপানুগের আদর্শ জানিব এই বিচার সম্পূর্ণ অপরাধময়ী ও অসঙ্গত। "বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায়।" শ্রীরূপপ্রভু স্বয়ং দৈন্য ভূষিত হইয়া যে সকল পারমহংস্য আচরণ দেখাইলেন, তাহাই আমার হইয়াছে মনে করিয়া আমিও পরমহংস একথা রূপানুগ বৈষ্ণব কখনই বলেন না। "আমিত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে হইব নরকগামী॥" বিচারটী শ্রীরূপানুগের বিচার। যাহার যে অধিকার নাই সেই অধিকারবিশিষ্ট বলিয়া আত্মম্ভরিতা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র। সাদা কাপড়ের কৌপীন সনাতনাদি পরমহংস বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিধির শাসনযোগ্য পামর আমি সেই অধিকার পাইয়াছি মনে করা সঙ্গত নহে। আমাদের যেদিন স্বাভাবক্রমে বিদ্বৎসন্ন্যাসের যোগ্যতা হইবে সেদিন আমরা মলিনবসনের পরিহিত জীর্ণবাসের কৌপীনাদি পরিধান করিবার সৌভাগ্য পাইব কিন্তু আমাদের বিদ্বৎসন্ন্যাসের পরিবর্ত্তে

বিবিৎসা যোগ্যতা থাকাকালে "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি" বা "এঁচড়ে পাকা" হইয়া শাস্ত্রবিধি ত্যাগ কার্য্যকেই বিশৃঙ্খলতা না জানিয়া উহা রূপানুগত্ত জানিবার কুপ্রবৃত্তিকে আবাহন করিব।

প্রকৃত পরমহংস রূপানুগ বৈষ্ণব আপনাদিগের দৈন্যক্রমে শ্রীরূপের পরমহংস বেষ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার মানসে গৃহিজনোচিত মলিন সাদা কাপড় গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া ছিদ্রবিশিষ্ট হন না। লোকনিন্দা শ্রবণ জন্য তাঁহারা ভীত নহেন। ত্রিদণ্ড গ্রহণ ও অবৈষ্ণবোচিত কাষায় বেষ গ্রহণ প্রভৃতি উচ্চ পরমহংস বেষ নহে, রূপানুগগণ জানেন। উহা রূপানুগের প্রকৃত দৈন্যের পরিচয়। তাঁহাদের আশ্রমে অবস্থিতি পরিচয় দৈন্যের জ্ঞাপকমাত্র। বৈষ্ণবের দাস্য প্রার্থী কখনও বৈষ্ণবপ্রভুর গুরু বা আপনাকে বৈষ্ণব প্রভৃতি বলেন না। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত কথিত ত্রিদণ্ডী গীত গান করিতে লাগিলেন। "পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ ধারণ। মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ॥" কর্ম্মিগণের ত্রিদণ্ডবিধি বা জ্ঞানিগণের একদণ্ড বিধি কলিযুগে সম্ভবপর নহে। কিন্তু রূপানুগ বৈষ্ণবের ত্রিদণ্ডবিধি ব্যতীত কৃষ্ণে অনুরাগের সম্ভাবনা নাই। প্রকাশ্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করুন্ বা না করুন্ ত্রিদণ্ড বিধি হইতে বিপথগামী হইয়া কৃষ্ণভজন হইতে পারে না—ইহাই শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত। বেষধারণ পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র। উদ্দেশ্য কৃষ্ণ-সেবা। কৃষ্ণসেবারত ব্যক্তির সাংসারিক অসৎসঙ্গ ত্যাগ অপরিহার্য্য, তাহা না হইলে মনোব্যাসঙ্গ ধ্বংস হয় না। কৃষ্ণসেবা প্রবল না হইলে বিদ্বৎসন্ন্যাস বা পারমহংস্য ধর্ম্মে অবস্থান সম্ভবপর নহে। (গৌঃ ৩ ৩২।১০-১৪)।

গৃহি-বৈষ্ণবের অশৌচ ও শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা—পরমার্থ বঞ্চিত হইয়া অপরাবিদ্যাগ্রস্ত স্মার্ত্তাচার প্রবল রাখিয়া যাহারা গৃহিবৈষ্ণবাখ্যায় পরিচিত তাহাদিগকে শাস্ত্র ও সদাচার বৈষ্ণব বলার পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণবা-বিদ্বেষী গৃহব্রত বলিয়া জানেন। গৃহব্রতীকে কেহ কখনই গৃহিবৈষ্ণব বলিয়া জানেন না। হরিব্রত গৃহস্থই গৃহিবৈষ্ণব আর গৃহব্রত বৈষ্ণবব্রুব যোষিৎসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত হওয়ায় অদান্তেন্দ্রিয় সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডেই কৃষ্ণাভক্তের যোগ্যতা। অদীক্ষিত অবৈষ্ণবের দীক্ষাবিধানের অভাব হইতেই দিব্যজ্ঞান লাভের অভাব। তাদৃশ অভাবে অবস্থিত যোষিৎসঙ্গজ শৌক্রবিধানে বর্ণ নিরূপণের পরিবর্ত্তে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥" যাহাদের ভাগবতী দীক্ষা হয় না, তাহাদিগকেই অধোক্ষজসেবা-বিমুখগণ কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যবস্থাক্রমে দীক্ষিত বলিয়া সংজ্ঞা দেন। এরূপ সংজ্ঞা প্রদান কাষ্ঠের সিংহের পশুরাজত্ব ও পটের বিড়ালের ইঁদুর শিকারের ন্যায় হাস্যাস্পদ।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দ্বিবিধ—আসুর ও দৈব। আসুর বর্ণাশ্রমে বিষ্ণুভক্তি বজ্জিত হইলেও গৃহিবৈষ্ণবকে লব্ধপ্রেতযোনি জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করিলেও বর্ণাশ্রম রক্ষিত হয় এরূপ ধারনাপুষ্ট। দৈব বর্ণাশ্রমে অব্যভিচারিনী বিষ্ণুভক্তিই প্রবলা। সেখানে বহু দেবদেবীর উপাসনা নাই। ব্রজবিদেহিগণের প্রেত-যোগ্যতা স্বীকৃত হয় না। গৃহি বৈষ্ণব যেখানেই যে অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবন লাভ করুন বা না করুন্ তাঁহাদিগের কর্ম্মিগণের ন্যায় প্রেতযোনি লাভ করিতে হয় না অথবা প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হইবার

ব্যবস্থান্তর্গত হইতে হয় না। তাঁহারা যে কোন অবস্থায় বিষ্ণু প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন। গৃহব্রত
অবৈষ্ণব আপনাদিগকে গৃহিবৈষ্ণবব্রুব বলিয়া পরিচয় দিলেও তাহাদিগের বৈষ্ণবব্রুব স্মার্ত্তনির্দ্দেশ-
অশৌচাদিতে বাধ্য করাইবে, কিন্তু হরিব্রত-বৈষ্ণবদাসগণকে অশৌচাদিতে নিগড়িত করিতে কোন দেবতা
বা কোন শাস্ত্র সমর্থ হন না। আসুর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাপকগণ গৃহব্রতকে গৃহিবৈষ্ণব বলিয়া কপটতা বশে
সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক পরক্ষণেই তাহাদিগের অদীক্ষিত অবস্থায় জাতিবর্ণত্ব তাহাদের স্কন্ধে চাপাইয়া
দেন। সুতরাং গৃহিবৈষ্ণব প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান কার্য্য তাদৃশ বক্তার দম্ভোদরপরত্বেরই সাহায্য
করে মাত্র। যদি হরিব্রত বৈষ্ণবাচার্য্য গৃহিবৈষ্ণবকে গুরুবলিয়া বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে গুরুকে
প্রেতযোনি লাভ করাইবার জন্য তাঁহার শোক হইতে পারিত। গৃহিবৈষ্ণবের কোন শোকের উদয়
হয় না। যাহার যেরূপ শোকের পরিমাণ তাহারই তাদৃশ শূদ্রতা বর্ত্তমান। সগুণ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-
ব্রুবগণ আপনাদিগকে বৈষ্ণবব্রুব মনে করিয়া যে শোকাদির বশবর্ত্তী হন, তাহা পরাবিদ্যাশাস্ত্রে
অস্বীকৃত। আজকাল গোলে হরিবোল দিবার দিনে যাবতীয় বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী গৃহব্রত শূদ্রস্বভাব-
সম্পন্ন জনগণ আপনাদিগকে গৃহব্রত অবৈষ্ণব বলিবার পরিবর্ত্তে গৃহিবৈষ্ণবব্রুব বলিয়া প্রচার করেন।
তাহারা মেকী বস্তুকে আসল বলিবার পক্ষপাতী। দৈব বর্ণাশ্রমীকে আসুরবর্ণাশ্রমী ভ্রমে কর্ম্মকাণ্ড-
গুলিতে ফলকামিগণের অবৈধ চেষ্টা।

লব্ধপ্রেতদেহ কর্ম্মিগণের প্রেতযোগ্যতা গৃহিবৈষ্ণবের স্কন্ধে চাপান কার্য্য জীবে দয়ার অভাবেরই
পরিচায়ক। সুতরাং কর্ম্মিগণ শাস্ত্রবিরোধী বিচার অবলম্বন করিয়া গৃহিবৈষ্ণবের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা
প্রদান করেন তদনুসারে তাহারাই প্রায়শ্চিত্তার্হ। পরমার্থবিচাররহিত ব্যক্তি আত্মপ্রভব পুরুষোত্তম
ঈশ্বরকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক ভজনা না করিয়া এবং গৃহিবৈষ্ণবকে গুরুজ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মপদ্ধতি
অনুসারেই অধঃপতিত ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হন। তাহাদের বিচারানুমোদিত প্রেতশ্রাদ্ধ সম্পর্কিত বস্তুস্পর্শে
নামস্মরণাদি প্রায়শ্চিত্তই গৃহিবৈষ্ণবের বিহিত। শ্রীসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বৈষ্ণবগুরু শ্রীরামানুজাচার্য্য
বলেন—"বিষ্ণুভক্তিরহিত কর্ম্মজড় নাস্তিক ব্যবস্থাপকগণের স্পর্শে সবস্ত্রে স্নানই বিহিত। বৈষ্ণব স্মৃতি
বিধানজ্ঞগণও তদনুসারে বিষ্ণুভক্তি রহিত বৈষ্ণবাচার্য্যব্রুবগণের কুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া গঙ্গোদকে
পবিত্র হইবেন। দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিয়া যাহারা বৈষ্ণববিদ্বেষী আচারকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রশ্রয় দেন,
তাহারা কখনই গৃহিবৈষ্ণব শব্দ বাচ্য হইতে পারেন না।

জিনবাণী—অহিংসাধর্ম্ম—ষট্‌সন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"আদি জিন বা তীর্থঙ্কর
ঋষভদেব পাষণ্ডধর্ম্ম প্রচারক। ঐ ধর্ম্মে অহিংসা, বৈরাগ্য, তপস্যা, তিতিক্ষা, সংযমাদি যতই
সদ্‌গুণাবলী আচরণের কথা উল্লেখ থাকুক্ না কেন শ্রীমদ্ভাগবতের "হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"—অর্থাৎ হরিতে অভক্ত মনোধর্ম্মযুক্ত জনের মহদ্‌গুণ কোথায়?
এই বিচারে তাহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কাত্যায়নসংহিতায় আছে—
"বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ। ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসম্॥"—যদি কাহারও
পিঞ্জরাবদ্ধ হইতে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে হয় তাহাও ভাল তথাপি কৃষ্ণচিন্তাবহির্ম্মুখ জনের সঙ্গ করা

কর্ত্তব্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্র বলেন—বৈষ্ণবগণ কখনও আরোহপন্থী নহেন। তাঁহারা অবরোহপন্থী। তাঁহারা অক্ষজজ্ঞানোত্থ মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অহিংসাধর্ম্ম প্রচার করেন না। ঐরূপ অহিংসাধর্ম্ম প্রচারের মূল্য অন্ধকপর্দ্দক সদৃশও নহে। উহার দ্বারা আত্ম-হিংসা ধর্ম্মই প্রচারিত হয়। যেখানে নিত্য ভগবদ্ভক্তি ও নিত্য ভগবানের শরণাগতির কথা নাই, তাহা পাষণ্ডমত মাত্র। বৈষ্ণবশাস্ত্র বলেন—"জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'। অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥" অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত নিসর্গতঃ হিংসাশূন্য ও সংযত। তাঁহাদের ঐ সকল সদ্গুণ কৃত্রিমপথে বাহির হইতে উপার্জ্জন করিতে হয় না। আগে অহিংসা যাজন করিতে করিতে পরে ভক্ত হইব—এইরূপ চেষ্টা আরোহবাদী নাস্তিকের চেষ্টা। শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারে কুণ্ঠা যেরূপ জীবহিংসা-পদবাচ্য পাষণ্ডমত প্রচার বা উহাকে প্রশ্রয় দেওয়াও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিকতর জীবহিংসা স্থানীয়। কেবল নিরামিষ ভক্ষণ করিলেই অহিংসা ধর্ম্ম পালন করা হইল না। শাস্ত্র বলেন—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।" তৃণ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ঔষধি, বৃক্ষাদি সকলেই চেতনযুক্ত জীব। সুতরাং যিনি নিরামিষাশী বলিয়া অভিমান করেন তিনিও জীবহিংসক। বৈষ্ণবগণ নিরামিষাশী বা আমিষভোজী নহেন। নিজের প্রীত্যর্থে নিজের দেহপুষ্টির জন্য যাহা কিছু গৃহীত হইবে তাহার দ্বারাই জীবহিংসা হইবে। প্রতিমুহূর্ত্তে এইরূপ কত অসংখ্য জীব হত্যা হইতেছে। জগতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি একটী জীবও হিংসা করিব না বলিতে পারেন? প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতিপদবিক্ষেপে অসংখ্য জীবকুল নষ্ট হইতেছে। বৈষ্ণবগণ বলেন যে ঐরূপ জীবহিংসা বা অহিংসা লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া সময় নষ্ট করা বৃথা। জীব মাত্রই ভগবানের নিত্য দাস। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ নিজে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অপরকে যাহাতে সর্ব্বজীবপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত করা যায় সেইরূপ চেষ্টান্বিত হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য।

সাত্বত শাস্ত্রানুমোদিত ভগবন্নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবোদ্দেশ্যে জীবন ধারণ আবশ্যক। মৎস্য মাংসাদি অমেধ্য ভগবানের নিবেদনযোগ্য বস্তু হইতে পারে না। উহা তামসিক আসুর প্রকৃতি জনগণের খাদ্য। নিরামিষ বা শাকসব্জিও যদি ভগবৎ প্রসাদ বুদ্ধিতে গৃহীত না হয় তাহাতেও যদি প্রাকৃত ভাত ডাল বুদ্ধি থাকে তবে তাহার দ্বারাও জীবহিংসা হইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত রসিক-মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় যদি এই বৈষ্ণব, সৎসিদ্ধান্ত অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজকে একজন আরোহবাদী শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করিয়া এইরূপ আরোহপন্থায় নিরামিষ ভোজন প্রচারে ব্রতী, হইতেন না। মনোধর্ম্মজীবিগণে সকলই সম্ভব। মনোধর্ম্মী-জগৎ প্রাকৃত পাণ্ডিত্য প্রতিভা, আভিজাত্য, প্রচীনতা প্রভৃতির দ্বারা মুগ্ধ হয় এবং গতানুগতিক ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া তিলকে তাল করিয়া ফেলে, নিজেরা বঞ্চিত হয় ও অপরকে বঞ্চনা করেন। জগতের বিচারে সেকেন্দর, নেপোলিয়ান, জৈমিনী ও পরাশর খুব বড়। কিন্তু ভাগবতের বিচারে তাঁহাদের মূল্য অতি অল্প, এমন কি কিছুই নহে। শুদ্ধ বৈষ্ণব বড়ই বিরল। জগৎ বৈষ্ণবব্রুব, অন্যাভিলাষী, মনোধর্ম্মী, বৈষ্ণবনামে প্রচলিত ব্যক্তির সংখ্যায় পরিপূর্ণ। কোমলশ্রদ্ধ ও বহির্ম্মুখ জীবগণ তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া দুগ্ধ ভ্রমে চূনগোলা পান করিয়া বঞ্চিত।

গায়ত্রী। 'গায়ত্রী' বলিলে লৌকিক ছন্দোবিশেষ বুঝাইলেও "রূঢ়িযোগমপহরতি"—এই ন্যায়ানুসারে রূঢ়িবৃত্তি দ্বারা দ্বিজগণের উপাস্যা বেদমাতা-গায়ত্রীই একমাত্র লক্ষিতব্য বস্তু হন। গায়ত্রীর সবিস্তার অর্থ পুরুষসূক্তে এবং পুরুষসূক্তের অর্থ সমগ্র বেদে বিবৃত হইয়াছে। বেদ সমূহ শব্দাত্মক, সেই সকল বৈদিক শব্দ একমাত্র ভগবান্‌কেই উদ্দেশ করে। অতএব বিদ্বদ্রূঢ়িপ্রবৃত্তিতে গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা ও ঋষি একমাত্র···ভগবান্। ছন্দঃও ভগবদাত্মক ; এতদ্বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ ঋষি তন্ত্রসার সংগ্রহে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন,—বেদমাতা গায়ত্রী 'সব্যাহৃতিকা' ও 'নির্ব্যাহৃতিকা ভেদে ঋষিগণের দ্বারা পূর্ব্বাপর গীত হইয়া আসিতেছেন। 'সব্যাহৃতিক গায়ত্রী 'বিশ্বামিত্র গায়ত্রী' নামে কথিতা হন। নির্ব্যাহৃতিকগায়ত্রীর নাম প্রজাপতি বা ব্রহ্ম-গায়ত্রী। উপনয়ন-সংস্কার ও সূত্রধারণকালে নির্ব্যাহৃতি গায়ত্রী গীত হন। অতএব উভয় গায়ত্রীই জপ্যা। তদ্বিষয়ে আচারবান ব্রাহ্মণমাত্রেই অবগত আছেন। উহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ তন্ত্রসার-সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—
"বিশ্বামিত্রস্তু সন্ধ্যার্থে তদন্যত্র প্রজাপতিঃ। মুনির্দেবস্তু সবিতৃনামা স্রষ্টৃত্বতো হরিঃ॥"

"সামগান উপাসনা যুগে বৈদিক ঋষিমহোদয়েরা গায়ত্রীটী পরিত্যাগপূর্ব্বক সামের অপরাংশ গান করিতেন, ইহা মনে করা যায় কিরূপে বা কোন্ আদেশের বলে ?" পারমার্থিকগণের বিচারে সামগান-উপাসনাযুগ বলিয়া কোন যুগ নাই ; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগই প্রসিদ্ধ, আবার এই চারিযুগেই ব্রাহ্মণগণ বেদের বিভিন্ন শাখা অবলম্বন করিয়া বেদ-চতুষ্টয় কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। ঋষিগণ শ্রৌত-পন্থায় বেদকীর্ত্তন করিলে অবরোহমার্গে তাহা সৎ-সম্প্রদায়ের হস্তগত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বকালে ঋষিগণ প্রণব-ব্যাহৃতি-সংযুক্তা গায়ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্যাহৃতি গায়ত্রী জপ করিতেন, তদ্বিষয়ে কোন শাস্ত্রপ্রমাণ নাই। এতদ্বিষয়ে বিশেষ বিচার—সৃষ্টির আদিকৃত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকটেও প্রণব, ব্যাহৃতি গায়ত্রী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লাভ করিয়াছিলেন। বেদে প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী ভিন্ন মন্ত্ররূপে দৃষ্ট না হইলেও মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী ভিন্ন ; যেহেতু কর্ম্মভাগে মন্ত্রসমূহের বিভিন্ন প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বেদ অধ্যয়নের উপক্রমে একমাত্র প্রণবই উচ্চারিত হন। যজ্ঞাদি কার্য্যে হোমে—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা—এইরূপ ব্যাহৃতি মন্ত্রমাত্র পঠিত হয়। আবার প্রেতোদ্ধার হোমে নির্ব্যাহৃতিক-গায়ত্রী মাত্র পঠিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মন্ত্রদ্রষ্টা—বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার ন্যায় প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পৃথক্ পৃথগ্-ভাবে দৃষ্টি করিবার পরিবর্ত্তে সপ্রণব ব্যাহৃতিক-গায়ত্রীর দর্শন লাভ করেন। অতএব বেদে সপ্রণব ব্যাহৃতিক গায়ত্রীর উপদেশ লক্ষিত হয়। সুতরাং সপ্রণব ব্যাহৃতিক-গায়ত্রী ও নির্ব্যাহৃতিক গায়ত্রী—উভয়ই বেদ-প্রসিদ্ধ। ঋগ্‌বেদ অষ্টকাণ্ডাত্মক, যজুর্ব্বেদ সপ্তকাণ্ডাত্মক ও সামবেদ ষট্‌কাণ্ডাত্মক। এই বেদত্রয়ে গায়ত্রী উপক্রমে ও উপসংহারে গীত না হইয়া কেবলমাত্র মধ্যে গীত হইয়াছেন্। বেদ ব্যতীত গায়ত্রীর স্বতন্ত্র অবস্থিতিও নাই। প্রণব ও ব্যাহৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র গায়ত্রী গান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?—এইরূপ প্রশ্ন হইলে, মুনিগণ বেদের পূর্ব্বোত্তরভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল বেদ-

মধ্যস্থিত গায়ত্রী মাত্র গান করিতেন, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়—এইরূপ প্রশ্ন বা তর্কের উদয় হইয়া থাকে। অতএব জপকর্ত্তা স্বেচ্ছানুসারে উভয় প্রকার গায়ত্রীই জপ করিতে পারেন, ইহাই সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে বিশ্বামিত্র ও ব্রহ্মার পূর্ব্বে কেহ গায়ত্রী বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন কি না? তদুত্তরে—বদ্ধজীবে দেহ, মন ও আত্মা—এই তিনটীর অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। উক্ত ত্রিবিধ অস্মিতায় জীবের প্রতীতিও ত্রিবিধ, যথা—অজ্ঞপ্রতীতি, অবিদ্বৎ প্রতীতি ও বিদ্বৎপ্রতীতি। অজ্ঞপ্রতীতি দ্বারা বেদের অর্থ উপলব্ধি করা যায় না, অবিদ্বৎ-প্রতীতি দ্বারা বেদের অর্থ বিপর্য্যস্ত হয়, সুতরাং বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে বিদ্বৎ-প্রতীতিই একমাত্র অবলম্বনীয়। তজ্জন্যই বেদ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" বিদ্বদ্‌গণ বলেন, বেদ—স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ; শাস্ত্র সমূহ ঐ সূর্য্যের কিরণ। নিত্যমুক্ত জীবগণ ঐ সূর্য্যের আলোকে সর্ব্বদা আলোকান্বিত। ঐ সূর্য্যালোক কখনও তাঁহাদের হৃদয় হইতে অস্তমিত হন না; জড়জগতে ভগবানের যেরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষিত হয়, ভগবানের শাব্দিক অবতার বেদেরও সেইরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র লক্ষিত হয়। যুগ-প্রারম্ভে ভগবানের শাব্দিক অবতার বেদ বা বেদমাতা-গায়ত্রী পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় অথবা বসুদেব-দেবকীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ন্যায় কোন ঋষি-হৃদয়ে স্বয়ং প্রকটিত হইলে ঐ ঋষিই তাঁহার জনক—এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ তৎপূর্ব্বে কেহই ভগবান্‌কে জানিতেন না, কিংবা তাঁহার উপাসনা মাত্র দ্বাপরযুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে—এইরূপ একটী অপ-সিদ্ধান্ত কল্পনা করিতে হয়। বস্তুতঃ নিত্য সত্য ভগবানে ঐ প্রকার ব্যবধান থাকিতে পারে না; ভগবানের শাব্দিক-অবতার বেদের সম্বন্ধেও বিচার ঐ প্রকার। যদি বেদমাতা গায়ত্রী বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণেরও উপাস্যারূপে পরিচিতা ছিলেন, তাহা হইলে বিশ্বামিত্রকে গায়ত্রীর ঋষি বলিবার কারণ কি? তদুত্তরে—ভগবান্ বসুদেব-দেবকীর চিত্তে আবির্ভূতের পূর্ব্বে নারদাদির চিত্তে আবির্ভূত হইলেও লোক-লোচনের গোচরীভূত না হওয়ায় দেবকী-বসুদেবই ভগবানের জনক-জননীত্ব-প্রসিদ্ধির ন্যায় গায়ত্রীর মাহাত্ম্যও সেইরূপ প্রলয়ান্তে যুগারম্ভে বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রপঞ্চে বিস্তার লাভ করায় তাঁহাকেই ঐ মন্ত্রের ঋষি বলা হয়। তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী-তত্ত্ববিৎ ছিলেন না—এরূপ বিচার সুষ্ঠু নহে। সায়নভাষ্যের উদ্ধৃত শ্লোকার্থ এই প্রকার—"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবেতি॥" অর্থাৎ যুগান্তে ইতিহাসের সহিত বেদসমূহ অন্তর্হিত বা অপ্রকটিত হইলে ঋষিগণ অগ্রে অর্থাৎ প্রলয়ান্তে যুগারম্ভে তপস্যা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সমাধিযোগে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানরূপ বেদ পুনঃ প্রাপ্ত হন, তদনন্তর অন্যে তাহা জানিতে পারেন; এই বাক্যে বেদমাতা গায়ত্রী বা বেদের নিত্যতা সূচিত হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের জপসিদ্ধির পর সামগান হইত কি না বা হইতেছে কি না? তাহার উত্তর—'হইত বা হইত না'—উভয়ই বলা যাইতে পারে, কেন না পরিবর্ত্তনশীল কালের গতিতে বৈদিক আচারও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলা যাইতে পারে না। 'মন্ত্র' বলিতে—ওঁকার-রহিত-সহিত উভয়ই

বুঝায়। কিন্তু উচ্চারণকালে আদ্যন্তে ওঁকার সমাযুক্ত মন্ত্রজপই কর্ত্তব্য, নতুবা মন্ত্রজপ বিফল হয়। যথা শাস্ত্রবাক্যে—"স্রবত্যনোঙ্কৃতং ব্রহ্ম পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে"—আদিতে ওঁঙ্কারোচ্চারণ-রহিত বেদ-কীর্ত্তন ফলজনকই হয় না, আর অন্তে ওঁঙ্কারোচ্চারণ-রহিত বেদ-কীর্ত্তনে প্রাপ্তফলও বিনষ্ট হয়। এই সকল বিষয় সর্ব্বস্মৃতিসংগ্রহরূপা "স্মৃতি-মুক্তাবলী" গ্রন্থে সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। গায়ত্রী একমাত্র উপনীত ব্রাহ্মণগণেরই আলোচ্য; তাহা গুরুপরম্পরায় শ্রবণ করিবার বিধি আছে। অধিক প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। (গৌঃ ৬।৭।১০-১২)।

বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষার তাৎপর্য্য:—কৃষ্ণভক্তমাত্রের কেন, বিষ্ণুভক্ত মাত্রেরও 'বিপ্র-সাম্যতা' বাক্যের দ্বারা বিষ্ণুভক্তকে বিপ্র হইতে ন্যূন বা ব্যবহারিক বিপ্রের সমান বলিয়া স্থাপন করা হয় নাই। তবে 'বিপ্রসাম্য' শব্দটী এই স্থানে অরুন্ধতী-দর্শনন্যায়াবলম্বনে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিপ্র ও বৈষ্ণবের মধ্যে 'বিপ্রত্বটী' সাধারণ। বৈষ্ণবে নিত্য বিপ্রত্ব বর্ত্তমান। আর যদি 'অবৈষ্ণব-বিপ্র' (?) আর যে কোন কুলে অবতীর্ণ দীক্ষিত বৈষ্ণব সমানই হন, তাহা হইলেও—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ। হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥" তবে 'বিপ্র' বা 'ব্রাহ্মণ' শব্দে অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মপরত্বের আধিক্য ও 'বৈষ্ণব' শব্দে প্রয়োজনীয় ভক্তিমত্তার আধিক্য থাকায় অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মপরতার স্বল্পতা বৃহদ্‌ব্রতী-গৃহব্রত-পুরুষন্যায়াবলম্বনে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। বৈষ্ণব শ্বপচকুলে প্রকটিত হইলেও শ্বপচকুল বৈষ্ণবের কারণ বা জনক নহে। বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতা কৈমুতিক-ন্যায়ানুসারে নিত্যসিদ্ধ বা পূর্ব্বসিদ্ধ যথা ভাঃ ৩।৩৩।৭—"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥" 'ব্রহ্মানূচুঃ' অর্থাৎ নামকীর্ত্তকারী বৈষ্ণব বহু বহু জন্ম পূর্ব্বেই নিখিল বেদ উচ্চারণ করিয়াছেন; এখানে প্রত্যেকটী বিভিন্ন ধাতুর উত্তর লিটের প্রয়োগও ব্যর্থ হয়। কারণ পাণিনি,—(৩।২।১১৫) "পরোক্ষে লিট্"। যদি অবরকুলোদ্ভূত নামোচ্চারণ-কারী অব্রাহ্মণই হইলেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপেই বা বহু বহু জন্ম পূর্ব্বেই নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিলেন? আর যদি যে ভগবন্নামের আভাসমাত্রে মুক্তি হয়, সেই নামের উচ্চারণকারীর কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া পরবর্ত্তী জন্মে শৌক্র ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সাবিত্র্য জন্মের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে ভাগবতীয় (৩।৩৩।৬-৭) – শ্লোকদ্বয়ের সঙ্গতি কিরূপেই বা হয়? যে নামোচ্চারণকারী বহু বহু জন্ম পূর্ব্বেই সমস্ত ব্রাহ্মণাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নামোচ্চারণকারীর পুনরায় ব্রাহ্মণাধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য শৌক্র-ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত পিষ্ট-পেষণ-ন্যায় অযৌক্তিক এবং শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা-জ্ঞাপক। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, দীক্ষালাভের পূর্ব্বে নামশ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণকারীর শিষ্টাচারাভাব-হেতু সাবিত্র্যজন্ম নাই; এইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্যজন্মান্তরাপেক্ষা আছে অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত পারমার্থিক বিপ্রের বিপ্রত্বের বিনির্দ্দেশ বা লিঙ্গ, উপনয়ন-সংস্কারাদি শিষ্টাচার-সম্মত; ইহাই শ্রীগোস্বামিগণ অতি স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধান্তের সঙ্গতি, শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব সর্ব্ব বিষয়েই সঙ্গতি সাধিত হয়। অতএব 'বিপ্রসাম্য' শব্দের দ্বারা 'ব্যবহারিক বিপ্রত্ব' ও বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষের 'পারমার্থিক বিপ্রত্বে' সমন্বয়-বুদ্ধিরূপা অপরাধময়ী সামান্য-

বুদ্ধি হইতেই দিগ্‌দর্শনীকার গোস্বামিবর্য্য প্রভুপাদ সকলকে রক্ষা করিয়াছেন। কারণ তিনি 'যে কোন কুলোদ্ভূত' নৃমাত্রেরই বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রভাবে বিপ্রত্ব সাধিত হয়'—ইহা 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি' শ্লোকের 'দ্বিজত্ব' শব্দের টীকায় স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা টীকা—নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা'। তবে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈধ-সন্ন্যাসীর আচরণলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দুইটী উদ্দেশ্য আছে। একটী বিমুখমোহন অন্যটী উন্মুখতোষণ। উন্মুখগণ জানেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যবহারিক বিপ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তির হস্তপাচিত দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—"নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।" মহাপ্রভু শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে তিনি অবৈষ্ণব মাত্রেরই হস্তপাচিত অন্নকে 'কুক্কুর-মাংস-তুল্য' পরিত্যাজ্য জানিতে বলিয়াছেন, যথা—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯।১০৯)—"অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ। অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংসসদৃশং ভবেৎ॥" অন্যত্র "বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা। অবৈষ্ণবানামন্নন্তু পরিবর্জ্জ্যমমেধ্যবৎ॥" কিন্তু শ্বপচকুলে আবির্ভূত বৈষ্ণবের প্রদত্ত যাবতীয় বস্তু গ্রহণ এবং তাঁহার সহিতই ষড়্‌বিধ-সঙ্গ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যখন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত দৈন্যবশতঃ নিজকে মহাপ্রভুর সমীপে 'নীচ জাতি' 'নীচ সঙ্গী' সুতরাং 'অস্পৃশ্য' প্রভৃতি জানাইয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু স্বমুখে এই শাস্ত্রীয় বাক্যটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন,—"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥" চতুর্ব্বেদপাঠী ব্রাহ্মণ যদি অভক্ত হয়, তবে আমার প্রিয় নহে, আর শ্বপচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও আমার ভক্ত হইলে আমার প্রিয়, সেইরূপ ব্যক্তিকেই যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতে হইবে, তাঁহা হইতেই যাবতীয় বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ আমি যেরূপ পূজ্য, তিনিও সেইরূপ পূজ্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতে দেখিতে পাই—"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥" বৈষ্ণবের সহিতই দান-প্রতিগ্রহ, গুহ্যকথা বলা ও শ্রবণ করা, বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তু ভোজন ও তাঁহাকে ভোজনকরান প্রভৃতি প্রীতিলক্ষণ সাধন করিতে হইবে। উক্ত বাক্যে কি জানা যায়? "ভক্তের স্পৃষ্ট, ভক্তের দত্ত জল বা কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা চলিবে না, কেবল তাঁহার নিকট হইতে অপক্ব তণ্ডুল ও কদলীমাত্র গৃহীত হইবে?" হরিভক্তিবিলাস ও গোস্বামী বচনে "ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট হইতে অপক্ব তণ্ডুল বা কদলী মাত্র গ্রহণের কথা লেখা নাই।" হরিভক্তিবিলাসের ৯ম বিলাসে বলিয়াছেন,—"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥"—"হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য, অন্নপানাদি যে কিছু দ্রব্যই হউক না কেন, তাহাতে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই।" যদি কেহ বলেন, উক্ত উক্তি ত কেবল পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইবে। তদুত্তরে—"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।" কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মাত্রেই শ্রীমহাপ্রসাদ। জগতের নাথ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে বা ভক্তগণের হৃদয়মন্দিরে জগতের সর্ব্বত্রই বিরাজিত; সুতরাং সর্ব্বত্রই 'মহাপ্রসাদ' হয়। আর যদি স্থানমাহাত্ম্যের বিচার আসে তাহা হইলে শ্রীধাম বৃন্দাবন, নবদ্বীপ প্রভৃতি পরম মাহাত্ম্যযুক্ত ধামসমূহে কেনই বা মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ বিচার করা

হইবে? উক্ত ধামসমূহ কি অভিন্ন নহে? যদি কেবল ধাম সম্বন্ধে মাহাত্ম্য বিচার, কিন্তু কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে না করা হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধকুক্কুটিন্যায়াবলম্বনে বিষ্ণুধাম-মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইল কিন্তু বিষ্ণু-মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইল না। বিষ্ণু-ধাম ও বিষ্ণু-প্রসাদ উভয়েরই মাহাত্ম্য সমান, উভয়েই অপ্রাকৃত। স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ এত কথাতেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুর আচরণে উহার সামঞ্জস্য দেখিতে পায় না। কিন্তু মহাপ্রভু—যে সানোড়িয়াগণের স্পৃষ্ট জল সংশূদ্রাদি জাতি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না; সেইরূপ সানোড়িয়া-কুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের হস্তপাচিত অন্নও মথুরাতে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ এবং নিজেও গ্রহণ করিয়াছেন। আর ঠাকুর হরিদাসের সহিত অনেক সময়েই মহাপ্রভু এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা মহাপ্রভুর দ্বিজিহ্ব কপট ব্যক্তির কপট ব্যবহার মাত্র নহে। আদর্শ-বর্ণাশ্রমী গৃহস্থ ব্রাহ্মণের লীলাভিনয়কারী আচার্য্যবর্য্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে মহাপ্রভু যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুরহরিদাস ও ব্রাহ্মণেতরকুলে প্রকটিত শ্রীমুকুন্দের সহিত একত্রে ভোজন করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"মুকুন্দ-হরিদাস লৈয়া করহ ভোজন॥ তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে। করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৩।১০৬-১০৭)।

যদি কেহ বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে দেখা যায় তিনি একমাত্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইলেই তাঁহার গৃহে অন্নাদি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণব অপেক্ষা বৈষ্ণব+ব্রাহ্মণ একত্র সমষ্টিতে বড়! প্রাকৃত সহজিয়াগণের এইরূপ বিচার অত্যন্ত প্রাকৃত। বৈষ্ণবে বিপ্রতার অভাব নাই—ইহা তাঁহারা প্রাকৃত অস্মিতা ছাড়িতে পারেন না বলিয়াই বুঝিতে পারেন না। যদি বৈষ্ণব+ব্রাহ্মণ, শৌক্রব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত-বৈষ্ণব অপেক্ষা বড়ই হইবে, তাহা হইলে ঠাকুর হরিদাস বা রায় রামানন্দ অপেক্ষা প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে মহাপ্রভু অধিক বড় বৈষ্ণব বলিতেন বৈষ্ণবতা আত্মার ধর্ম্ম, উহার উচ্চাবচতা-বিষয়ে প্রাকৃত কুলাদির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। যদি তাহা না হইবে, তবে কেনই বা যবনকুলোদ্ভূত—"হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।" (চৈঃ চঃ অঃ ১১।৬৫।)। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তানুগ প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এখানে বলিতে পারেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরায় রামানন্দের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব মহাপ্রভু বৈষ্ণবতার আদর করিলেও ব্যবহারিক পানভোজনাদি বিষয়ে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করেন নাই। তদুত্তরে—প্রসাদ-সেবনাদি কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত বা মায়াবাদীর মতে 'ব্যবহারিক কার্য্য' হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিচারে উহা সম্পূর্ণ পারমার্থিক। প্রসাদ-সেবন একটী ভক্তির অঙ্গ, উহা কর্ম্মফলভোগীর ন্যায় ভাত-ডাল-ভোজন বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ নহে। যদি উহা ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া গৃহীত না হইবে, তবে মহাপ্রভু "তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং", "ভুক্তে ভোজয়তে চৈব" উপদেশ প্রদান করিতেন না, বা ভক্তিশাস্ত্রে প্রসাদের ভূরি ভূরি মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকিত না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ। যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ॥ কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম। 'ভক্তশেষ' হৈলে 'মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান'॥ ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-ভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল॥ এই-তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া

কয়॥ তা'তে বার বার কহি,—শুন, ভক্তগণ। বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন-সেবন॥ তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস। কৃষ্ণের প্রসাদ, তা'তে 'সাক্ষী' কালিদাস॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৫৮-৬৩)। অতএব উহা তথাকথিত ব্যবহারিক সামাজিক বিচারের অধীন কর্ম্ম-মধ্যে গণ্য নহে। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের প্রসাদে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ ইহা ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট-প্রসাদ, ইহা শূদ্রের স্পৃষ্ট-প্রসাদ, ইহা অন্নপ্রসাদ সুতরাং শূদ্র-স্পৃষ্ট বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে, ইহা শুষ্ক-পিঠা-পানা বা ফল প্রসাদ সুতরাং শূদ্রস্পৃষ্ট হইলেও স্মার্ত্ত-সমাজের আইনকানুনানুসারে গৃহীত হইতে পারে ;—এই সকল বিচার 'ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকার' কৃষ্ণ-প্রসাদে আনয়ন করিলে, কোনও দিন কৃষ্ণ-কৃপা, বা শ্রীনামকৃপা লাভ হইবে না। এইরূপ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ সাধনবলকে অবহেলা করিতেছে ; তাহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থ ও অসতৃষ্ণ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে প্রাকৃত দেহ ও মনের ধর্ম্মে আসক্ত করিয়া দিবে। প্রসাদবস্তু—কৃষ্ণবস্তু—নির্ব্বিকারবস্তু—অপ্রাকৃতবস্তু—পরম শক্তিসম্পন্ন বস্তু। যদি শূদ্রের স্পর্শে তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব ও পরম পাবনত্ব নষ্ট হইয়া গেল তাহা হইলে তাঁহাকে 'প্রসাদবস্তু' বলা হইল না, উহা সাধারণ প্রাকৃতবস্তু-পর্য্যায়ে গণিত হইল। পতিত ব্যক্তি অপ্রাকৃত পরমপাবন-বস্তু প্রসাদ স্পর্শ করিলে প্রসাদ কিছুপাতিত্য-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত হন না, পরন্তু 'পতিত' 'পরমপাবনের' সঙ্গবলে পতিতাবস্থা হইতে উদ্ধার লাভ করেন, অর্থাৎ সাধন-বল-সম্পন্ন হন। যাঁহারা এই সকল শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত মুখে স্বীকার করিলেও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী অদৈব সমাজের বহির্ম্মুখতাকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়া কার্য্যতঃ নিজ-আচরণে শুদ্ধভক্তির অনুকূল আচার-সমূহ পালন করিতে অসমর্থ, তাহারা স্বীয় হৃদয়দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থ, দুষ্টবুদ্ধি কিম্বা কপটতাকে 'মহাপ্রভুর আচরণে'র নাম দিয়া সমর্থন করিতে চান। মহাপ্রভুও—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই স্ববাক্যানুসারে উন্মুখকে সুবুদ্ধি ও বিমুখকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কারণ উন্মুখ-তোষণ ও বিমুখ-বঞ্চন, প্রেমবিতরণ ও পাষণ্ডদলন ভগবানের একটী কার্য্য।

বঞ্চিত ব্যক্তিগণ আরও বলেন—শ্রীচৈতন্যদেব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়াছেন, কিন্তু নিত্যানন্দ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানেন নাই, যার তার হাতে খাইয়াছেন, উদ্ধারণ দত্তের (?) পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, নিকৃষ্টজাতি শিষ্য করিয়াছেন। তিনি একজন বর্ণাশ্রমধর্ম্মে'র উৎসাদনকারী ইত্যাদি! অতএব আমরা মহাপ্রভুকে মান্য করি, নিত্যানন্দের আচরণ স্বীকার করিতে পারি না। উন্মুখগণ কিন্তু বিমুখগণের এইরূপ প্রজল্পবাক্য শুনিয়া তাহাদের দুর্দ্দশার কথা বুঝিতে পারেন এবং আরও জানেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল বিমুখ জনকে বঞ্চনার্থে এইরূপ আচরণের অভিনয় করিয়াছেন, ইহাতে পরম উপকারই সাধিত হইয়াছে ; কারণ সুগোপ্য ভক্তি মহানিধি 'পাষণ্ড' ও 'ভণ্ডগণে'র নিকট হইতে দূরে রহিয়াছে। যাহারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আচরণ মহাপ্রভুর আচরণের সহিত সমাঞ্জস্য ও মহাপ্রভুর অননুমোদিত মনে করেন, তাহারা জগদ্গুরু পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে অপরাধ করার দরুণ কখনও মহাপ্রভুর কৃপা পাইবেন না, তাহাদের নিকট ভক্তির দ্বার চিররুদ্ধ—তাহারা 'ভণ্ড'—'বঞ্চিত' ও বিমোহিত। সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, যাহারা 'মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিতেন' বলিয়া মুখে বলেন, সেইসকল কর্ম্মজড়গণের অন্তরের অন্তঃস্থলে কোন না কোন অজ্ঞাত প্রদেশে জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষ রহিয়াছে।

বিষয়, সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষগুলির মীমাংসা সঙ্গতি দ্বারা সাধনরূপ পঞ্চন্যায়াবলম্বনে বিচার করিলে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুত্রয়ের আচরণের বিরুদ্ধ আচরণের প্রসক্তি নাই। মহাপ্রভু কেবলমাত্র বিমুখ-বঞ্চনার জন্য যে অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে বিমুখগণ বঞ্চিত হইবেন, কিন্তু সেবোন্মুখগণ মোহিত না হইয়া বিচার করেন যে, মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ বা মহা-মহাপ্রসাদ কিম্বা বৈষ্ণবে অপরাধময়ী জাতিবুদ্ধির আদর্শ স্থাপন করিয়া কখনও নিজোপদিষ্ট শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা নিজেই লঙ্ঘন করিবার শিক্ষা প্রচার করেন নাই। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে ডাল-ভাতবুদ্ধি—অসুরগণের নরকগমনের সেতুস্বরূপ, ইহাই কোটিকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কোন কোন দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া বলিতে পারেন,—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুঠাকুর হরিদাসের ন্যায় মহাবৈষ্ণবকেই পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন, মুকুন্দ ও হরিদাসের ন্যায় মহাবৈষ্ণবের সঙ্গেই একত্র ভোজন করিয়াছিলেন—এইরূপ মহাবৈষ্ণব এখন কোথায়? সুতরাং এখন মহাপ্রসাদে ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া নরকের পথে ধাবমান হওয়াই কর্ত্তব্য! এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ দুর্ব্বুদ্ধিমূলক ও দুর্ভাগ্য-জ্ঞাপক; কারণ শূদ্রাদি মানবজাতির স্পর্শ দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘৃণ্য কুক্কুরের মুখভ্রষ্ট কৃষ্ণপ্রসাদান্নও 'মহাপাবন' বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—(স্কন্দ পুরাণ উঃ খঃ ৩৮।১৯)—"কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি। ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বাপাপানোদনম্॥"—মহাপ্রসাদ সেবনে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি কুক্কুরের মুখ হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনীয়।

যে ভিক্ষা গ্রহণে উদরপূর্ত্তির জন্য অন্যের নিকট আর খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষা করিতে হয় না, তাহার নাম 'স্থূলভিক্ষা'। আর মৌমাছি যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া চক্রে লইয়া যায়, সেইরূপ নানা স্থান হইতে স্বল্প স্বল্প খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা উদর পূরণ করেন, তাঁহাদের বৃত্তি 'মাধুকরী'। স্থূলভিক্ষা একজন ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে গৃহীত হয় বলিয়া সেই ব্যক্তিবিশেষের দোষ ভিক্ষা গ্রহীতায় স্পর্শ করিতে পারে,—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন" (চৈঃ চঃ অঃ ১২।৫০)। এই জন্য আত্মমঙ্গলেচ্ছু ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণ কোন ব্যক্তিবিশেষের সদাচারিতা বা বৈষ্ণবতা-বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হইলে সেই ব্যক্তিবিশেষের গৃহে ভিক্ষা করেন না। বহু লোকের গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে তাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের দোষ সঞ্চারিত হইতে পারে না জানিয়া তাঁহারা মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করেন। বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিপ্র, অথবা অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা বিপ্রগণই সমধিক সদাচারসম্পন্ন; তাঁহারা নিত্য বিষ্ণুসেবাতৎপর। বিপ্রের বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। তাঁহাদের গৃহে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীঅর্চ্চা বর্ত্তমান; কিন্তু বৈষ্ণবী দীক্ষায় অদীক্ষিত বিপ্র বা বিপ্র ব্যতীত বর্ণান্তরইতরে কৃত্যাদির অবকাশ থাকায় তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ-সদাচারাভাব। বিপ্রগৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য সহজেই লভ্য, কারণ তদানীন্তন বিপ্রগণ অধিকাংশই সদাচার-সম্পন্ন ও ঐকান্তিক বিষ্ণূপাসক ছিলেন। ব্রজবাসী বিপ্রগণ সকলেই কৃষ্ণোপাসক; ব্রজবাসী দূরে থাকুক, পশ্চিমের বিপ্রমাত্রেই কৃষ্ণোপাসক রামোপাসক, নারায়ণোপাসক বা নৃসিংহোপাসক অর্থাৎ কোনও না কোন বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসক। পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশীয় বিপ্রগণ কেহই অমেধ্যাদি গ্রহণ করেন না, বিপ্রেতর জাতির মধ্যে অধিকাংশ

স্থলে অমেধ্যাদি গৃহীত না হইলেও কোন কোন স্থলে পলাণ্ডু প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য গৃহীত হয়। কিন্তু বিপ্রগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুসেবা করেন বলিয়া সেই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য কখনই গ্রহণ করেন না। তাঁহারা শঙ্খ-চক্র-ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ করেন। বিশেষতঃ শ্রীরূপসনাতন যে সময় বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, সে সময় যবন-সংসর্গে-পশ্চিম দেশের লোক সদাচার হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন,—"পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার। তাঁহা প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১০৮৯)। শ্রীরূপ-সনাতন অন্য গৃহ অপেক্ষা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে বা বৈষ্ণব-দীক্ষায়-দীক্ষিত বিপ্রের গৃহে ভক্তি-সদাচারের সহিত পূজিত শ্রীহরির নৈবেদ্যের সম্ভাবনা জানিয়া এবং অন্যত্র তাহার অভাব জানিয়া বিপ্রগৃহেই স্থূলভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এইরূপ বিচারে বঙ্গদেশের কয়টী বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা গ্রহণ করা যাইবে, তাহা বিশেষ সমস্যার কথা। অন্যান্য সদাচারের কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশের বিপ্রসমূহের গৃহে অনুসন্ধান করিলে এমন কয়টী বিপ্রগৃহ পাওয়া যাইবে, যেখানে কোনও না কোন প্রকারে অমেধ্যাদি গৃহীত না হয়? অতএব পারমার্থিক-সদাচার-বিষয়ে হৃদ্দৌর্ব্বল্যবশতঃ অদৈবসমাজের অধীন হইতে হইবে, ইহা কখনও আচার্য্যগণের অনুমোদিত পন্থা নহে।

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা। (হঃ ভঃ বিঃ ৫।৩ বিষ্ণুযামল-বাক্য) —কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা—শূদ্রসদৃশ। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি। "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ২।৭ তত্ত্বসাগর বচন।—যেমন কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বৈষ্ণবী-দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়। পারমার্থিক-বিপ্রের প্রদত্ত অন্নই পারমার্থিকের গ্রহণীয়—ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র ও মহাজনের আচরণ সমর্থন করিয়া থাকে।

শ্রীনামভজনে পুরশ্চরবিধি—তারক-ব্রহ্মনাম ও অন্যান্য কৃষ্ণনামে কোন ভেদ নাই। নামী-যেরূপ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত অদ্বয় বস্তু, তদ্রূপ শ্রীনামও। তবে অচিন্ত্যশক্তিবলে কৃষ্ণ সেই অদ্বয় বস্তুতে ভেদ ব্যপদেশ আছে। সেই ভেদ-প্রতীত ভেদ-প্রতিনিধি "বিশেষের" দ্বারা সাধিত হয়। স্বয়ংই প্রভু-কৃষ্ণ বলিয়া শ্রীনাম—ইতর কর্ম্ম নিরপেক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। (হঃ ভঃ বিঃ ১৭)। শ্রীনাম-মহামন্ত্রের তাদৃশ পুরশ্চরণ-বিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার নামের উচ্চারণ-ফলেই যখন পুরশ্চার্য্যার প্রাপ্য সর্ব্বফল-লাভ ঘটে, তখন শ্রীনামের পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই। কিন্তু শুদ্ধ নাম অনর্থযুক্ত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না; এই জন্যই নারদাদি-ঋষিগণ এবং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ (ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায়) দেহাদি-সম্বন্ধে কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের দেহাভিনিবেশ সঙ্কোচ-করণার্থ নারদপঞ্চরাত্রাদি-প্রোক্ত পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার অবশ্য কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥" (চৈঃ চঃ আ ৭।৭৩)। কৃষ্ণনাম অসীম শক্তিসম্পন্ন, ভগবান্ স্বীয় সর্ব্বশক্তি কৃষ্ণনামে নিহিত রাখিয়াছেন। আবার মন্ত্রও নামাত্মক বটে। কিন্তু 'মন্ত্র' ও 'মহামন্ত্র' শ্রীনামে যে লীলা-বৈচিত্র্য আছে, তাহা আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রোক্ত উপরি-উক্ত বাক্য

হইতেই জানিতে পারি অর্থাৎ শ্রীমন্ত্রে যে সম্প্রদানবাচক এবং প্রাকৃত-অহংকার-নিষেধক 'চতুর্থী-বিভক্তি ও 'নমঃ' শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই মন্ত্র জপ-প্রভাবে জীব সংসার মুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণচরণে শরণাগত প্রভাবে অনর্থমুক্ত হন; তখন মুক্তকুলের উপাস্যমান স্বয়ংপ্রকাশ শুদ্ধনাম সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে সেই সমর্পিতাত্মা অনর্থমুক্ত পুরুষের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন। তিনি তখন নাম-প্রভুর কৃপায় নামী-কৃষ্ণের চরণ-কল্পবৃক্ষ হইতে প্রেমফল প্রাপ্ত হন। নাম স্বয়ংই পরিপূর্ণশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং নামের শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুরশ্চরণের অপেক্ষা করে না; তবে অনর্থযুক্ত জীব যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, সেই মন্ত্রের উচ্চারণাদির মধ্যে যে সমস্ত ব্যবধান থাকে, সেই সকল ব্যবধান দূর করিয়া মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। পুরশ্চরণাদির অনুষ্ঠান 'ফলদায়ক' বা 'বীর্য্যদায়ক' প্রভৃতি বাক্য সাধকনিষ্ঠ অর্থাৎ উহা সাধক ও মন্ত্র-স্বরূপের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা দূর করিয়া সাধককে মন্ত্রের দ্বারা নামের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা প্রদান করেন, এই জন্যই পুরশ্চরণ-সম্পন্ন মন্ত্র 'ফলদায়ক' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। "পুরশ্চরণের প্রকার বহুবিধ। মন্ত্রজপাদি সুষ্ঠুভাবে হইবার জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। গুরু-সেবাই পুরশ্চরণ; কেবলমাত্র গুরু-প্রসাদের দ্বারাই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়, যথা—'অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ। তস্যচ্ছায়ানুসারী স্যাত্তক্তিযুক্তেন চেতসা। গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ। পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধ্যেন্নসংশয়ঃ॥ যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্। সন্নিধানাদ্গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥' (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৩০) অর্থাৎ পুরশ্চরণের প্রকারান্তর বলিতেছেন,—গুরুদেবকে কৃষ্ণাভিন্নদেবতা জ্ঞানে চিন্তনপূর্ব্বক তাঁহার সন্তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং ভক্তিযুক্তচিত্তে শ্রীগুরুদেবের ছায়ানুগামী হইয়া অবস্থান করিবে। পুরশ্চরণাদি যাবতীয় কৃত্যই গুরু-মূলক; সুতরাং নিত্য শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে। পুরশ্চরণাদিহীন হইলেও গুরুসেবাতৎপর মন্ত্রী সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যেরূপ সিদ্ধরসসংস্পর্শে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিষ্যও গুরুসমীপে অবস্থান করিলে বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু কৃষ্ণনামের পুরশ্চরণ করান নাই, পরন্তু কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ করাইয়াছেন অর্থাৎ স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইলেও জীবশিক্ষার্থ নীচসঙ্গী, নীচজাতি, বিষয়মগ্ন, অনর্থযুক্ত জীবের অভিনয় করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণাদি দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরণে আত্মসমর্পণই মহাসিদ্ধি—ইহা জানাইয়াছেন। "কৃষ্ণনামে" স্থানে 'কৃষ্ণমন্ত্রে'—এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়। 'কৃষ্ণমন্ত্রের'—এইরূপ ষষ্ঠ্যন্তপদ প্রয়োগ না থাকিয়া 'কৃষ্ণমন্ত্রে'—এই সপ্তম্যন্তপদ প্রয়োগ থাকায় কৃষ্ণমন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির কথা না বুঝাইয়া বাক্যটীর সাধকনিষ্ঠতাই স্পষ্টভাবেই প্রতিপাদন করিতেছে।

৩। শ্রীরাধাপাদপদ্মে তুলসীকে অর্পণ করিলে তুলসী-সেবা হয় কি না? ইহার উত্তরে—শ্রীরাধিকা নিখিল শক্তির অংশিনী। তিনি সর্ব্বারাধ্যা—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। সেই সর্ব্বাংশিনী-স্বরূপা, আশ্রয়-শিরোমণি মহালক্ষ্মীর পাদপদ্মসেবা তাঁহার কায়ব্যূহ-স্বরূপা সর্ব্ব-সখীগণের মনোবৃত্তি সন্দেহ নাই। শ্রীতুলসীদেবী সর্ব্বকান্তাশিরোমণি অংশিনী শ্রীরাধিকার অংশ স্বরূপা; শ্রীবৃন্দাদেবী নিরন্তর শ্রীরাধার পাদপদ্মসেবাই বাঞ্ছা করেন, তাঁহার অন্য কোন দ্বিতীয় অভিলাষ নাই। কিন্তু শ্রীতুলসী-

দেবী আমাদের গুরুস্বরূপা—আমাদেরও পরমারাধ্যা। যেমন আমাদের পরমগুরুদেবের চরণসেবা আমাদের গুরুদেব বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, তাঁহার শ্রীচরণসেবাই তাঁহার মনোঽভীষ্ট; তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে পারেন, কিন্তু আমি গুরুদেবের শিষ্যসূত্রে 'গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিব' বলিয়া আমার 'গুরুদেবকে ঘাড়ে ধরিয়া যদি তাঁহার গুরুদেবের চরণে নত করাইতে যাই কিম্বা আমার পরমগুরুদেবের চরণ হইতে কিছু ধূলি সংগ্রহ করিয়া আমার গুরুদেবের মস্তকে তাহা মৃক্ষণ করিতে যাই, তাহা হইলে ঐরূপ আচরণ-দ্বারা আমার গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তিরূপা সেবা করা দূরে থাকুক, গুরুর চরণে ভীষণ অপরাধ করা হইল; গুরুকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া শিষ্য'-স্থানীয় অসিদ্ধ, মর্ত্ত্যজীববিশেষ জ্ঞান করা হইল অর্থাৎ আমার গুরুদেব তাঁহার গুরুর সেবায় সতত নিযুক্ত নহেন, আমি তাঁহাকে আমার শিষ্যের ন্যায় তাঁহার গুরুর চরণে ভক্তি শিক্ষা দিতে পারি, কাণে ধরিয়া তাঁহাকে তাঁহার গুরুর চরণে প্রণত করাইতে পারি, তাঁহাকে আমি সেবা শিখাইতে পারি—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ও দুরাচার প্রাকৃত সহজিয়াগণে বিদ্যমান থাকিলেও শুদ্ধভক্তগণে কখনও আদৃত হইতে পারে না; আর আমার গুরুদেবেরও ইহাতে মনোঽভীষ্ট পূর্ত্তি হয় না, কারণ শ্রীগুরুদেব মর্য্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করেন না; যেহেতু তিনি লোক-শিক্ষক আচার্য্য। এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে, আমার গুরুদেব তাঁহার শ্রীগুরুদেবকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম, সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারেন, কিন্তু আমি আমার গুরুকে তাঁহার গুরু-সেবার জন্য উপদেশ বা শিক্ষা দিতে পারি না। কারণ ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির মধ্যে গুরুতে মর্ত্ত্য-বুদ্ধিরূপ অপরাধ নিহিত থাকে। আমার গুরু তাঁহার গুরুর চরণে নিত্যকাল অবস্থিত নহেন— তাঁহার চরণ হইতে বদ্ধজীবের ন্যায় বিচ্যুত— এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে গ্রাস করিয়া আমাকে অনন্ত নরকের পথে পথিক করে। শুদ্ধ প্রেমিক বৈষ্ণবের স্বভাব এই যে, তিনি নিরন্তর হরিদাস্যে নিযুক্ত থাকিয়াও নিজেকে প্রেমগন্ধহীন বলিয়া জানেন। কিন্তু বৈষ্ণব বা গুরুর ঐরূপ দৈন্যবোধক বাক্য শ্রবণ করিয়া—রামচন্দ্রপুরীর ন্যায় গুরুকে উপদেশ বা গুরুকে 'মায়াবদ্ধ সংসারী জীব' মনেকরিয়া—তাঁহার উদ্ধার চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট সেবার ছলে তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া না বসি এবং তৎফলে চিরতরে কৃষ্ণভজন হইতে বিচ্যুত না হই।

যদি কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীতুলসীদেবী ও কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীর পাদপদ্মে প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমাদের আরাধ্যা, পূজনীয়া শ্রীতুলসীদেবীকে—আমাদের এক গুরুকে অন্য গুরুর চরণে —এক শক্তিকে অন্য শক্তির চরণে আমি স্বয়ং প্রণোদিত হইয়া প্রদান করিতে পারি না; তাহতে শ্রীরাধারাণীরও সুখ হইবে না, আর মর্য্যাদা-লঙ্ঘনজনিত অপরাধ দেখিয়া শ্রীতুলসীদেবীরও তাহাতে মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তি হইবে না। গুরু বা বৈষ্ণব কখনও সিদ্ধান্তবিরোধ সহ্য করিতে পারেন না। আমরা পরাশক্তি শ্রীরাধারাণী বা কৃষ্ণশক্তিবর্গ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবাদির শ্রীহস্তে শ্রীতুলসী স্থাপন করিতে পারি। আর শক্তিমত্তত্ত্বের চরণকমলে তুলসী প্রদান করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনারায়ণ, পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুর চরণে তুলসী দেওয়া যায়, কিন্তু গদাধরাদি শক্তিবর্গের বা শ্রীগুরুর চরণে তুলসী প্রদান করা যায় না। তুলসী-প্রণাম ও প্রাচীন পদাদিতেও এইরূপই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। ইহার বিপরীত আচরণ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ—অভক্তিমার্গ।

৪। দ্বাদশ-তিলকের তাৎপর্য্য—দ্বাদশ-তিলকের দেবতা—কৃষ্ণেরই তদেকাত্মরূপ-বৈভববিলাস, ইঁহারা দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রকাশ-বিগ্রহ। সুতরাং কৃষ্ণ হইতে ইঁহারা ভিন্ন নহেন। সাধক জীব নিরন্তর বিষ্ণু-স্মরণ ও দেহকে সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সেবোপযোগী করিবার জন্য অর্চ্চনাদিকালে তিলকাদি দ্বারা হরিমন্দিরসমূহ রচনা করিয়া তত্তৎ স্থানে বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্ত্তির অধিষ্ঠান চিন্তা করেন, ইহাতে তাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতি-সংরক্ষণের সহায়তা হয়। নবকিশোর দ্বিভুজ-মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দনই জীবের একমাত্র আরাধ্য ও ধ্যেয়; কিন্তু অনর্থযুক্ত জীবের কৃষ্ণ-রূপ ধ্যানের যোগ্যতা নাই। কারণ লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং-রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতিসম্বন্ধে কোন কার্য্যই নাই; অনর্থমুক্ত—অনর্থমুক্তের মধ্যে আবার রাগাত্মিক-ব্রজবাসিগণের অনুগত জাতরতি পুরুষগণেরই কিশোর-বংশীবদন-শ্যামরূপ-ধ্যান-যোগ্যতা। অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব; অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে কিশোররূপ ধ্যানের চেষ্টা পৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ। অনর্থযুক্তাবস্থায় নামাত্মকমন্ত্রদ্বারা অর্চ্চনাদি, অর্চ্চনাদিকালে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি অনুষ্ঠান, সর্ব্বত্র বিষ্ণুচিন্তা এবং ক্রমশঃ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাদ্বারা অনর্থ-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বায় নামাপরাধ বর্জ্জিত নামাভাস এবং শুদ্ধ নামের আবির্ভাব, তখন শ্রীনামের কৃপায় শ্রীনামের মধ্যে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-সন্দর্শনই সিদ্ধির ক্রমপন্থা। শুদ্ধ নামই নামীর কিশোরশেখর-দ্বিভুজ-মুরলীবদন শ্যাম-সুন্দর-রূপ প্রদর্শন করান; ক্রমে তাঁহার গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন। তখনই প্রকৃত কিশোররূপ ধ্যান হয়, তখন আর পৃথক্‌ভাবে বিষ্ণুরূপ বা দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ তিলকের দেবতা চিন্তার অবসর থাকে না, যেমন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়—"স্নানং স্নানমভূৎ ক্রিয়া ন চ ক্রিয়া সন্ধ্যাচ বন্ধ্যাভবদ্বেদঃ খেদমবাপ শাস্ত্রপটলী সংপূটিতাস্তঃ স্ফুটা। ধর্ম্মো মর্ম্মহতো হ্যধর্ম্মনিচয়ঃ প্রায়ঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্ চিত্তং চুম্বতি যাদবেন্দ্রচরণাম্ভোজে সমাহনিশম্॥" কিন্তু যাঁহারা সেই প্রকার জাতরতি বা সহজ কৃষ্ণধ্রুবানুস্মৃতিপর হইতে পারেন নাই, যাঁহাদের নিরন্তর ঐকান্তিক কৃষ্ণস্মৃতির ব্যবধান রহিয়াছে, তাঁহারা অর্চ্চনাদি-কালে কেশবাদি দ্বাদশ নামোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধানে অঙ্গের দ্বাদশ স্থানে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-রচনা করিবেন, তাঁহারা সায়ং ও প্রাতঃকালে ভগবদর্চ্চনার সময় ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত ও নিজ কল্যাণার্থ স্বীয় অঙ্গে হরিমন্দির রচনা করিবেন (হঃ ভঃ বিঃ ৪।৬৬ ও ৭১)। ব্রজেন্দ্রনন্দন সর্ব্বজীবের আরাধ্য হইলেও তাঁহার বৈভব প্রকাশ বিষ্ণু মূর্ত্তি-সমূহই অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এই জন্যই শাস্ত্র বলিলেন,—"তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" অর্থাৎ পুরুষাদি বিষ্ণবতার-সমূহকে জানিলেই জীব অনর্থ হইতে মুক্ত হইতে পারে, নিবৃত্তানর্থ পুরুষই কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণধ্যানের অধিকারী।

(খ) একই সাধকের পক্ষে এক অদ্বয়তত্ত্ব বিষ্ণুরই প্রকাশবিগ্রহ-সমূহ-চিন্তনে চিত্ত-বিক্ষেপের সম্ভাবনা নাই। অদ্বয় বস্তুর স্মৃতিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ আসিতে পারে না। (গ) বিষ্ণুমূর্ত্তি-সমূহ বৈকুণ্ঠে স্বীয়ধামে বিরাজিত থাকিলেও জীবকুলে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য অচিন্ত্যশক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ডে স্ব-স্ব-ধামসহ অধিষ্ঠিত আছেন, আবার সাধককে কৃপা করিবার জন্য সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিত। বিশ্বের নিমিত্তউপাদানকারণ সমস্তই যখন বিষ্ণু, তখন প্রতি জীবের দেহের সর্ব্বত্র

বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জীবের এই জ্ঞানটী উদ্বুদ্ধ থাকিলে জীব এই দেহের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারাই তত্তদধিষ্ঠাত্রী-দেবতা বিষ্ণুর সেবা ব্যতীত ইতর বস্তুর সেবা করিতে পারে না। সর্ব্বদেহে ও সর্ব্বত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠান ভুলিয়া গেলেই আমাদের ইতর কার্য্যে অভিনিবেশ আসিয়া থাকে। এই দ্বিতীয় অভিনিবেশ দূর করিয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্বোধন করিবার জন্যই জীবের বিভিন্ন অঙ্গে তত্তদঙ্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা-স্বরূপে বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্ত্তির চিন্তার প্রণালী পরমকারুণিক ঋষিগণের দ্বারা ব্যবস্থিত হইয়াছে। (গৌঃ ৬।১২।১৮৯-২০০)॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলা—ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭ম প্রপাঠকে, ২৬ খণ্ডের ১ম সংখ্যায় পরব্রহ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব-শক্তিনাম্নী দুইটী স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির কথা দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতেও—"এই সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥" শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। স্বীয় স্বরূপানুবন্ধিনী আবির্ভাব-শক্তিদ্বারা তিনি জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন, আবার স্বীয় তিরোভাব-শক্তিদ্বারা তিনি প্রকট-প্রকাশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। অতএব মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলার কথা প্রমাণ-শিরোমণি শ্রুতিই প্রদান করিয়াছেন। পাছে ভ্রান্ত হইয়া কর্ম্ম-ফল-বাধ্য জীব নিজ নিজ শরীরকে 'অপ্রাকৃত' বলিয়া মনে করে, তাহার প্রতিষেধক-কল্পে লোক-শিক্ষার জন্য প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মুক্তাভিমান নিরসনার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নিজ দেহে জ্বরের প্রাকট্য-বিধান করিয়াছিলেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে মহাপ্রভুর নিত্যকলেবরে কর্ম্মফলবাধ্য শরীরের ন্যায় জরাধি ব্যাধির উদ্গম হইতে পারে না। উহা মূঢ়দিগকে প্রতারণার্থ। স্বয়ং মহাপ্রভুর বাক্যেও তাঁহার অপ্রকট লীলার তাৎপর্য্য জানা যায়, শ্রীসনাতন শিক্ষায়—"মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান। কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥ মহিষী-হরণ আদি, সব—মায়াময়। ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥" নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় ভগবানের অপ্রকট লীলা-প্রকাশের কারণ তাঁহারই তিরোভাব-শক্তিদ্বারা আবিষ্কৃত।

শ্রীল শ্রীজীবপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১০৬ সংখ্যায় বহুবিধ শাস্ত্র-বচন-উদ্ধার ও বিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের দেহ পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে; কাজেই তাঁহাতে ষড়্‌বিকার নাই। জরা-ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্ আক্রান্ত হইতে পারেন না এবং প্রাকৃত-লোকের ন্যায় পঞ্চভূতত্বও প্রাপ্ত হন না। সুতরাং মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলা কি কারণে হইয়াছিল,—তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে এইমাত্র বলিতে হয়, পরম-স্বতন্ত্র ভগবানের আজ্ঞানুসারে তাঁহার অধীনা অন্তর্দ্ধান-শক্তি প্রভুর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন; ইহা ব্যতীত অন্য কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। অন্যান্য প্রজল্পগুলি অক্ষজ-জ্ঞানোত্থ বলিয়া নিরর্থক মাত্র। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-কৃত শ্রীসিদ্ধান্ত-দর্পণ প্রথমপাদও এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের যে কোন প্রাকৃতিক-কারণ বশতঃ জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে সাত্বত শাস্ত্রকারগণ বহুবিধ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য শ্রীবাদিরাজ স্বামী তাঁহার "যুক্তিমল্লিকা" গ্রন্থে বহুবিধ যুক্তি দ্বারা অক্ষজ-বাদিগণের মত নিরাস করিয়াছেন। তাহার কয়েকটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—

(১) "যদি জরানামক ব্যাধের অস্ত্রাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃই মৃত হইতেন, তাহা হইলেও তৎকালে তাঁহার উদরস্থ জগতেরও মৃত্যু ঘটিত। কারণ বিষ্ণুর উদরে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি উক্ত হইয়াছে। (২) যদি কৃষ্ণের বস্তুতঃ বিনাশই ঘটে, তাহা হইলে তদীয় স্বর্গারোহণকালে জগতের প্রলয় উপস্থিত হইতে পারে এবং অবতারকালে জগতেরও সৃষ্টি হইতে পারে। (৩) অল্প তপোবল-সম্পন্ন এবং অতৃপ্ত দর্শনাভিলাষ-যুক্ত লোকগণের নিকট ভগবান্ নিজ বিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহার সংগোপন করিয়াছিলেন। (৪) লোক মধ্যে বিশাচারিষ্ট দেহ খড়্গদ্বারা ভিন্ন হইতে দেখা যায় না, এইরূপ কোনও স্থলে মন্ত্রের দ্বারা খড়্গের তীক্ষ্ণতা প্রতিহত হইলে উক্ত খড়্গদ্বারাও কোন বস্তু ছিন্ন হয় না। অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ ছিন্ন হইয়াছিল বলিলে পিশাচ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অল্পতা হইয়া থাকে এবং সর্ব্ববেদমন্ত্রাভিজ্ঞ ভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্ব শক্তির লোপ-প্রসঙ্গও ঘটিয়া থাকে। (৫) ব্রহ্মাণ্ড-খর্পর-ভেদে যাঁহার নখমাত্রও ছিন্ন হয় নাই, ব্যাধের বাণাঘাত মাত্রে তাঁহার শরীর ছেদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? (৬) বিষ্ণুর রোম-কূপে ব্রহ্মাণ্ড রাশি বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব তাঁহার রোমচ্ছেদ মাত্রেই জগতেরও ছেদ হইতে পারে। "ন ঋতে ত্বৎ ক্রিয়তে কিঞ্চনারে" এই শ্রুতি দ্বারা ছেদন-ভেদন প্রভৃতি সর্ব্ব-ক্রিয়া বিষয়ে ভগবানকেই নিয়ামকরূপে অবগত হওয়া যায়; অতএব অন্য কে তাদৃশ পুরুষবরের ছেদক হইতে পারে? (৬) দক্ষযজ্ঞে বিষ্ণুর আহুতি প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বেই রুদ্র সতীদেহ-ত্যাগে ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষের শিরশ্ছেদে প্রবৃত্ত হইলে যিনি স্বীয় আহুতি বিলোপ-শঙ্কায় দক্ষ-মস্তক রুদ্রেরও অচ্ছেদ্য করিয়াছিলেন, তাদৃশ বিষ্ণুকে কে ছেদন করিতে পারে? (৮) রুদ্র দক্ষের বক্ষঃদেশে আক্রমণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার আয়ুধ দ্বারা আঘাত করিয়াও দক্ষের মস্তক ছেদন করিতে পারিলেন না। শস্ত্র ও অস্ত্র প্রহার করিলেও দক্ষের চর্ম্মমাত্র ছেদনে অসমর্থ হইয়া রুদ্র বিস্ময়াবেশে দীর্ঘকাল দিব্য-দৃষ্টি সহকারে ধ্যান করিলেন। দক্ষের শিরশ্ছেদ হইলে বিষ্ণুর আহুতি লোপ হইবে, অতএব তাঁহার শিরশ্ছেদ বিষ্ণুর অভিমত নহে—পশুপতি রুদ্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া—"আমি স্বয়ংই দক্ষকে বিষ্ণুর আহুতির জন্য পশুরূপে পরিণত করিব"—এইরূপ উপায় নির্ণয়পূর্ব্বক অতঃপর তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। এই সমস্ত ভাগবত-বচন হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ সঙ্কল্পদ্বারা অন্য বস্তুকেও অচ্ছেদ্য করিতে পারেন। অতএব তাঁহার নিজের ছেদন কিরূপে সম্ভব যোগ্য হইতে পারে? (৯) হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ছেদন প্রবৃত্ত হইয়াও ভগবৎ-কৃপা-বল-রক্ষিত তাঁহার ছেদনে সমর্থ হয় নাই, অতএব যিনি কৃপামাত্রেই ভক্তজনের ছেদন নিবারণ করেন, তিনি স্বয়ং কিরূপে ছিন্ন হইতে পারেন? (৯) কৃষ্ণ কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের সন্ধি-স্থাপনের জন্য হস্তিনাপুরে গমন করিলে কৌরবগণ পাশদ্বারাও তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে নাই। অতএব তাঁহার ছেদনে কে সমর্থ হইবে? (১১) ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধকালে নাগপাশদ্বারা রামচন্দ্রের দেহচ্ছেদ উৎপাদন করিয়াছিল। ভগবানের তাদৃশী লীলা কেবলমাত্র লোকানুকরণ এবং লোক-মোহনের জন্যই হইয়াছিল; যিনি ইন্দ্রজিতের শস্ত্রাঘাতে মৃত কপিগণকে অমৃত-সৃষ্টি-দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ রামের ছেদন কিরূপে হইতে পারে? (১২) নট পুরুষ নারীবেশ ধারণ করিয়া রঙ্গস্থলে রোদন করিয়া থাকে, দর্শকগণ তাহাকে নারী এবং দুঃখগ্রস্তরূপে দর্শন করিলেও বস্তুতঃ

সে নারী বা দুঃখী নহে। এইরূপ ভগবান্ রামচন্দ্র লোকমধ্যে অস্ত্র-ছিন্ন এবং দুঃখিরূপে অজ্ঞ-লোচনে দৃষ্ট হইয়াও বস্তুতঃ তৎস্বরূপ নহেন।

অতএব অনুমান, কল্পনা বা মনোধর্ম্মি-পুরুষগণের অপরাধময় চিন্তাস্রোতদ্বারা রচিত জাল পুস্তকাদির অসৎসিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলা-সম্বন্ধে আমাদের প্রমাণ শিরোমণি শ্রুতির সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। শ্রুতি বলিতেছেন, ভগবান্ তাঁহার আবির্ভাব-শক্তিদ্বারা জগতে প্রকটিত হন এবং তিরোভাব-শক্তিদ্বারা জগৎ হইতে অন্তর্হিত হন। অপ্রাকৃত বস্তুর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণ থাকিতেই পারে না। (গৌঃ ৬:৪২।১৪।১৬)॥

মালা-তিলক-ধারণ, নিরামিষ আহার, শ্রীএকাদশী-ব্রতপালন এই অনুষ্ঠানগুলির আবশ্যকতা; উক্ত অনুষ্ঠানগুলি অতিমুক্ত বা অতিবদ্ধ-পাষণ্ড—এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির অনাবশ্যকীয় বলিয়া অপাল্য। কিন্তু অতিমুক্তগণ কখনও অপরকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বিপথে চালিত করেন না। আচার্য্য লীলাভিনয়কারী স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর মালা-তিলক-ধারণাদি করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন,—"ইতি-মধ্যে কদাচিৎ কেহ কোন দিনে। কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে॥ ধর্ম্ম-সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব-ধর্ম্ম। লোক-রক্ষা লাগি' প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম॥ হেন লজ্জা তাহারে দেয়েন সেইক্ষণে। সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করিবিনে॥ প্রভু বলে,—"কেনে ভাই, কপালে তোমার। তিলক না দেখি কেন, কি যুক্তি ইহার? 'তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে। সে কপাল শ্মশান-সদৃশ'— বেদে বলে॥ বুঝিলাম,— আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা। আজি, ভাই, তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥ চল, সন্ধ্যা কর' গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার। সন্ধ্যা করি' তবে সে আসিহ পড়িবার॥ এইমত প্রভুর যতেক আছে শিষ্যগণ। সবেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম্ম-পরায়ণ॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।৮-১৫)। এবং হঃ ভঃ বিঃ। ৪।২২-৭৩ পদ্মপুরাণ বাক্য— "ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ। তৎ সর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি॥" "যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্। দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ॥" এবং হঃ ভঃ বিঃ ৪।১২০ ধৃত গরুড়-পুরাণ বাক্য—"ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥ —অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিলে তৎসমস্তই রাক্ষসের জন্য হয় এবং সেই ব্যক্তি নরকগামী হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্ররহিত পুরুষের দেহ-দর্শন করিতে নাই, উহা শ্মশান-সদৃশ। গরুড়-পুরাণে লিখিত আছে—যে সমস্ত হেতুবাদ-পরায়ণ পাপমতি ব্যক্তিগণ সর্ব্বক্ষণ কণ্ঠে শ্রীতুলসী-মালিকা ধারণ না করে, তাহারা শ্রীহরির কোপানলে দগ্ধীভূত হয় এবং নরক হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না।

ভোগী কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিচার,—সধবার পক্ষে একাদশী প্রভৃতি ব্রত পালন করিতে নাই, কেবল-মাত্র বিধবার জন্যই তাহা ব্যবস্থিত; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় আচরণের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। মহাপ্রভু জানাইয়াছেন যে, একমাত্র বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত জীবসাধারণের একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। তিনি তাঁহার বাল্য-লীলায় শ্রীনবদ্বীপে জগদীশ ও হিরণ্য-পণ্ডিতের গৃহে একাদশী-দিবসে যে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা আনয়ন করাইয়া ভোজন করিয়াছিলেন। এই লীলা-দ্বারা প্রভু জানাইয়াছিলেন যে, একমাত্র স্বতন্ত্র-ভোক্তৃতত্ত্ব শ্রীহরিরই হরিবাসরাদি পালনের আবশ্যক

নাই (চৈঃ চঃ আঃ ১৪।৩৯) ; কিন্তু শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রকটকালেই শ্রীশচীমাতাকে শ্রীএকাদশীতে অন্ন-গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেনন,—

"প্রভুকহে,—একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥ শচী কহে,—না খাইব, ভালই কহিলা। সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিল॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৫।৯-১০)

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—"উপোষ্যৈকাদশী রাজন্ যাবদায়ুঃ-প্রবৃত্তিভিঃ। সোঽশ্নাতি পার্থিবং পাপং যোঽশ্নাতি মধুভিদ্দিনে॥" —হে রাজন্! যাবজ্জীবন একাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি হরিবাসরে আহার করে, সে পৃথিবীর নিখিল পাতক ভোজন করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, —"মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা। একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতোভবেৎ॥" অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি একাদশী দিবসে আহার করে, সে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুহন্তা পাপী বলিয়া পরিগণিত হয়। সে ব্যক্তি বিষ্ণুলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে॥" উক্ত পুরাণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে কথিত হইয়াছে যে,—"অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ। মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে।"—"হে পার্ব্বতি! যাহারা হরিবাসরে আহার করে, যমদূতগণ সেই সকল পাপীর মুখ-বিবরে লোহিতবর্ণ তীক্ষ্ণ-লৌহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে আরও লিখিত আছে,— "ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ। একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি॥ ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ। নিষ্কৃতির্ধর্মশাস্ত্রোক্তা নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ॥" অর্থাৎ—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতি, যে কেহই হউন না কেন, হরিবাসরে আহার করিলে তাহার গোমাংস ভক্ষণ করা হয়। শাস্ত্রে ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপায়ী, চোর এবং গুরু-পত্নী-গামীরও নিষ্কৃতির বিধান আছে; কিন্তু একাদশীতে যে ব্যক্তি অন্ন-ভোজন করে তাহার পরিত্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধিই নাই "এক এব নরঃ পাপী নরকে নৃপ গচ্ছতি। একাদশ্যান্নভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥" অর্থাৎ—হে রাজন্! পাপী ব্যক্তি একাকী নরক-গমন করিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন-ভোজন করে, সে তাহার পিতৃপিতামহগণসহ নরকে পতিত হয়।" পদ্ম পুরাণে উত্তর খণ্ডে উক্ত হইয়াছে,— "পুরোডাশোঽপি বামোরু সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। অভক্ষ্যঃ সর্ব্বদা প্রোক্তঃ কিং পুনশ্চান্নসংক্রিয়া॥" অর্থাৎ— হে পার্ব্বতি! হরিবাসর সমুপস্থিত হইলে সেই দিনে যখন পুরোডাশ নামক যজ্ঞীয়-ঘৃত বিশেষও অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন অন্ন-ভোজনের কথা আর কি বলিব?" সনৎকুমার-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"একাদশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠশ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে নরো যদি। প্রতিগ্রাসং সভুঙ্‌ক্তেতু কিল্বিষংমূত্রবিণ্ময়ম্॥" অর্থাৎ—একাদশী তিথিতে ও শ্রাদ্ধে আহার করিলে প্রতি গ্রাসে মলমূত্রময় পাপ ভোজন হইয়া থাকে। (হঃ ভঃ বিঃ ১২।৮-১৮)।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভের ২৯৯ সংখ্যায় লিখিয়াছেন যে, বৈষ্ণবগণ যখন মহাপ্রসাদ ভিন্ন কখনও অন্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না, তখন "একাদশীতে নিরাহার" বলিতে মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগই বুঝিতে হইবে। রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন;—"পরমাপদ বা পরমানন্দ উপস্থিত হইলেও যিনি একাদশী পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারই বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ হইয়াছে। আর যিনি

তাঁহার নিখিল আচার বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই 'বৈষ্ণব' বলিয়া উক্ত হন"—এই স্কন্দপুরাণ বাক্যদ্বয়-দ্বারা একাদশী-ব্রতই বৈষ্ণবের লক্ষণ-স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আরও বৈষ্ণবের পক্ষে ভগবানে অনিবেদিত-বস্তুর ভোজন নিষিদ্ধ হওয়ায়, "বৈষ্ণব যদি অনবধানতা-বশতঃ একাদশীতে ভোজন করিয়া ফেলেন"—এই বচনে একাদশী দিনে ভগবন্নিবেদিত অন্ন-ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। উপরি-উক্ত শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া যাহারা প্রসাদ-ভোজনের নামে ভোগে লিপ্ত হয়, তাহারা নানা-প্রকারে তাহাদের ঐরূপ অপরাধময় কার্য্য সমর্থন করিবার চেষ্টা করে। উপরিউক্ত শাস্ত্রীয়-বচন এবং মহাপ্রভুর আচরণ অনুসারে শ্রীএকাদশী-দিবসে শ্রীক্ষেত্রেও মহাপ্রসাদগ্রহণ করিতে হইবে না। কারণ শ্রীজীবপাদ "একাদশীতে নিরাহার" বলিতে "মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগই" সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না; কারণ ইহা সাক্ষাৎ ভগবদাজ্ঞা ও হরিতোষণ-কার্য্য।

নিরামিষ ও আমিষ ভোজন—মনোধর্ম্মিগণের ভগবান্ সম্বন্ধে ধারণাই বিপরীত; তাহারা মায়াকে "ভগবান্" মনে করে। গুণ-জাত-বিচারে আমিষ হইতে নিরামিষ ভাল, কিন্তু উভয়ই প্রাকৃত। অমেধ্য-দ্রব্য, যথা—মৎস্যাদি কখনও ভগবানের নৈবেদ্য-যোগ্য বস্তু নহে। যাহারা বন্য-বরাহ প্রকৃতির, তাহারাই বিষ্ঠা-সদৃশ অপ্রসাদ-বস্তুতে আদর-বিশিষ্ট। জিহ্বা-লাম্পট্য হইতেই অন্যান্য যাবতীয় লাম্পট্য উপস্থিত হয়। "অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ। শ্বানবিষ্ঠাসমং চান্নং নীরঞ্চ সুরয়া সমম্॥" যো মোহাদথবালস্যাদকৃত্বা দেবতার্চ্চনম্। ভুঙ্‌ক্তে স যাতি নরকং শূকরেষিহ জায়তে॥" (হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৫-১০৬ ধৃত কূর্ম্ম-পুরাণ বচন)—যে সকল ধর্ম-ভ্রষ্ট ব্যক্তি শ্রীহরির পূজা না করিয়া তাঁহার অবশেষ ব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণ করে, সেই সকল ব্যক্তির ভোজ্য অন্ন কুকুরের বিষ্ঠা-সদৃশ এবং পানীয়-জল মদ্য তুল্য হইয়া থাকে। জ্ঞাতসারে ত' দূরের কথা, প্রমাদবশতঃ কিম্বা আলস্যবশতঃও যদি কেহ শ্রীহরির অর্চ্চনা না করিয়া কোন বস্তু আহার করে, তাহা হইলে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয় এবং পৃথিবীতে শূকর-যোনিতে দেহ ধারণ করিতে হয়।

"খাইয়া মৎস্যের ঝোল, রাখিয়া কামিনীর কোল" প্রভৃতি গ্রাম্য-প্রলাপগুলির কোনও মূল্য নাই। ঐরূপ বিচার-সম্পন্ন ব্যক্তির মুখে কখনও 'হরি বোল' শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে না—যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা "উদর, উদর" উ—' 'উ—' বোল মাত্র। প্রাকৃত-সহজিয়া ভোগিসম্প্রদায়ের দৈবীমায়া-বিজড়িত-বুদ্ধিযুক্ত মস্তকে ইহা প্রবেশ করিতে পারে না; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষাচ্ছলে অনর্থযুক্ত জীবগণকে জানাইয়াছেন,—"জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৬)। শ্রীহরিনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যতীত অন্য অধিষ্ঠানে কৃষ্ণের অবতার হয় না। যে জিহ্বা ভোগোন্মুখ বা প্রাকৃত কামের ক্রীড়াভূমি, সে স্থানে কখনও অপ্রাকৃত-কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন না—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন,—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদিন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২ লঃ ১০৯)।—অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষুকর্ণ রসনাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপ কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।

লীলা-রস-কীর্ত্তন—একমাত্র নীলকণ্ঠের ন্যায় মুক্তকুলের সেব্য। ভোগি-সম্প্রদায়ের কোন দিনই উহাতে অধিকাতর হইতে পারে না। তাহাদের শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অনুকরণে কামোন্মত্ততার হুঙ্কার যমদূতগণের হুঙ্কারে অচিরেই থামাইয়া দিবে। ইহাদের মস্তিষ্কের গঠনে যুক্তি বা শাস্ত্রবাক্য কিছুই গ্রহণ করিবার যোগ্যতা নাই। তাহারা ভণ্ড।

তুলসী-মালায় নামজপের ফল—শাস্ত্র বলেন—"তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈর্মাণভির্জপমালিকা। সর্ব্ব-কর্ম্মানি সর্ব্বেবামীপ্সিতার্থ-ফলপ্রদা॥" তুলসী কৃষ্ণ-প্রিয়-বস্তু, তুলসী দর্শন-স্পর্শন মাত্র হরিস্মৃতি জাগরিত হয়, তুলসী মালিকায় সদ্‌গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হরিনাম গ্রহণ করিলে আমাদের হরি-প্রিয়-বস্তু-বৈষ্ণবের সঙ্গে শুদ্ধ হরিনাম উদিত হইতে পারে। পাপাত্মগণ কখনও শ্রীতুলসী, শ্রীহরিনাম বা সদাচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না; তাহার সাক্ষ্য সারমেয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর মহাজনত্ব—শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভু সমগ্র সাধুকুলের মহাজন, তিনি ভোগী লম্পটকুলের মহাজন নহেন। ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে তিনিই প্রধান ও সর্ব্ব-গোস্বমিকুল-মান্য বলিয়া 'বড় গোস্বামী' নামে খ্যাত। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী দ্বারাই জগতে পরম-সত্য-সনাতন-ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সনাতন-শিক্ষায় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রহিয়াছে। যে সকল ভণ্ড ব্যক্তি শ্রীল সনাতন প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া নবীন-সত্য-সনাতন-ধর্ম্ম (!) বা পাষণ্ড—ধর্ম্ম প্রচার-করিতে যায়, তাহাদের ধর্ম্ম কোন্ শ্রেণীর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। নিজের মনের মত ভোগের অনুকূল কথা না বলিতে পারিলে সেই সাধুকে 'মহাজন' বলিতে স্বীকৃত হই না। কুবিষয়ী তাহা অপেক্ষা অধিক পাটোয়ারকে 'মহাজন' বলিয়া বরণ করে, গুণ্ডা তাহাদের দলের সর্দ্দারকে 'মহাজন' মানিয়া থাকে। যে যেরূপ প্রকৃতির তদনুসারে তাহাদের মহাজন-সম্বন্ধেও ধারণা তদ্রূপ, পারমার্থিক সাধুর মহাজন ও ভোগী লম্পটের মহাজন এক নহে। (গৌঃ ৬।৪৩।১২-১৬)

ঔষধ-সেবন বিধি—পারমার্থিকগণ হরিসেবার অনুকূল সমস্ত বস্তুই স্বীকার করেন, আর্থিকের ন্যায় তাঁহারা অন্যেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য কোন বস্তু স্বীকার বা অস্বীকার করেন না। 'বিলাস' বা 'বিরাগ' পারমার্থিক-গণের লক্ষীভূত বস্তু নহে; কিন্তু কৃষ্ণের বিলাস ও কৃষ্ণেতে বিশিষ্ট-রাগ তাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন। যদি দেহ-দ্বারা হরিসেবা না হয়, তাহা হইলে ঔষধাদি সেবন, এমন কি এক-কণা আহার্য্য বস্তু গ্রহণেরও জীবের অধিকার নাই। হরি-ভজনের জন্যই কায়-মনোবাক্য নিযুক্ত হওয়া উচিত। হরি-ভজনের আনুকূল্যের জন্যই দেহাদি-সংস্কার এবং দেহরক্ষা আবশ্যক; কিন্তু তন্মধ্যে যদি নিজের ভোগালালরূপ-কপটতা থাকে তাহা হইলে জীব হরি-ভজনের জন্য দেহ সুস্থ রাখিবার নামে 'দেহারামী' হইয়া পড়ে। মধ্যম-অধিকারে বৈষ্ণব, "কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু, পালক ও রক্ষাকর্ত্তা" এইরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত অভিধেয়-ভক্তি-সাধনের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিলাভের জন্যই নিরন্তর ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা গৌণভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অনুকূল। যুক্ত-বৈরাগ্যই তাঁহাদের জীবন-লক্ষণ। ভজন-পরিপাকের জন্যই তাঁহাদের জীবনের আশা। ইহ জগতে জীবিত থাকা, সুস্থ থাকা, বলবান্ হওয়া বা মুক্তিলাভ করার বাসনা তাঁহাদের নাই। অশান্ত ভুক্তি-মুক্তি-কামীরই ঐ সকল

মনোধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই যদি হরিভজনের অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ভগবৎ-প্রেরিত বস্তুজ্ঞানে ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকেন। দেহারামিগণের ন্যায় কেবল শরীর-চিন্তায় অস্থির হইয়া শরীর-পুষ্টিকারক ঔষধের বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া বেড়ান না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় শ্রীমুরারী গুপ্ত এইরূপ ভাবেরই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, ঈশ্বর-ভজনবিহীন হইয়া কেবল খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাসের সুবিধার জন্য শুশ্রূষা করিবার জন্য মুহূর্ত্তমাত্র বাঁচিয়া থাকা বা তাহাতে প্রশ্রয় দেওয়া কখনই মঙ্গলপ্রদ কার্য্য নহে; তাই তিনি যাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাকেই দেহ-রোগ ও ভব-রোগ উভয় ব্যাধির হস্ত হইতেই নির্ম্মুক্ত করিতেন। তিনি কেবল দেহরোগ হইতে মুক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না,—"চিকিৎসা করেন যাঁ'রে হইয়া সদয়। দেহ-রোগ, ভব-রোগ—দুই তা'র ক্ষয়॥"

মৎস্য প্রভৃতি জলজ-প্রাণীর 'জীবাত্মা' না থাকিবার কোন কারণ নাই। অনাদি-হরিবিমুখতা-নিবন্ধন জীবাত্মা মায়িক জগতে বদ্ধ হইয়া বিভিন্ন যোনিতে তদনুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া থাকে। কখন জলজ জন্তু, কখনও স্থাবর, কৃমি, পক্ষী, পশু, মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতি হইয়াথাকে। এই সকল দেহ স্বরূপ-বিস্মৃত জীবাত্মার বিভিন্ন আবরণ মাত্র। সমগ্র সনাতন-শাস্ত্রে ইহার প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ— ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচক চিকিৎসক,—না রোগী? যদি রোগী স্বয়ংই আপনার ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিতে যান, তাহা হইলে তিনি তাঁহার 'শ্রেয়ঃ' অর্থাৎ যাহার দ্বারা প্রকৃত পক্ষে তাঁহার রোগ বিনষ্ট হইবে, সেইরূপ ঔষধ ও পথ্য স্বীকার না করিয়া 'প্রেয়ঃ' অর্থাৎ আপাত-রমণীয় পরিণামে সর্ব্বনাশকর কোন বস্তু ঔষধ ও পথ্যের নামে গ্রহণ করিতে ধাবিত হইবেন। বিকার গ্রস্ত-রোগি-সম্প্রদায় যদি নিজে নিজেই ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার গ্রহণ করেন, কিম্বা তাঁহাদের সম-জাতীয় রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির উপর তাঁহাদের ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচনের ভার প্রদান করেন, তবে ঔষধের পরিবর্ত্তে 'সুরা' অর্থাৎ 'আপাত প্রেয়োবস্তু' ও সুপথ্যের পরিবর্ত্তে কু-পথ্যকেই 'ঔষধ' ও 'পথ্য' বলিয়া গ্রহণ করিবেন। এরূপ বিশুদ্ধ-কপটতা ও আত্মবঞ্চনা রোগি-সম্প্রদায় বুঝিতে না পারিলেও অথবা বুঝিয়াও না বুঝিলেও কিম্বা অপরকে বুঝিতে না দিলেও সদ্‌বৈদ্য-সম্প্রদায় তাহা ধরিয়া ফেলেন। অ-সংযমিগণ যেরূপ ধর্ম্মের আবরণ লইয়া ইন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ লোভী-ব্যক্তিগণও কখনও কখনও পেট-ফাঁপা-রোগ সারাইবার নাম করিয়া তাম্রকূটকে 'ঔষধ' 'পথ্য' বলিয়া লোক-ভোগা-দেয়, কখনও বা উদরাময় সারাইবার নাম করিয়া অহিফেন-সেবনের পক্ষপাতী হয়, কখনও বা সর্দ্দি-জ্বর সারাইবার নাম করিয়া 'চা' ও তাম্বূলাদি সেবা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, কখনও বা শরীর-পুষ্ট করিবার নাম করিয়া 'ব্রাণ্ডি' ও অপর জন্তুর রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা প্রভৃতি গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। রোগীর কুপথ্যের প্রতিই অধিক লোভ; কাজেই রোগী-সম্প্রদায় স্বয়ং বা অপর রোগীর দ্বারা কখনও আপন আপন ঔষধ বা পথ্যাদি নিরূপণ করিতে বা করাইতে পারে না। পারমার্থিক সদ্‌বৈদ্যগণ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাকেই যাবতীয়-ব্যাধির কারণের কারণ বলিয়া নির্ণয়

করিয়াছেন। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই যাবতীয়-ব্যাধির নিদান ; সেই মূল-ব্যাধির ঔষধ —শুদ্ধ শ্রীনাম ও পথ্য — শ্রীনামানুশীলনের অনুকূল ভক্ত্যঙ্গসমূহ। ইহা ব্যতীত আর অন্য ঔষধ বা পথ্য নাই। ঔষধ ও পথ্যের নামে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার বস্তু গ্রহণ করিলে উহা ঔষধ পথ্যরূপে কার্য্য না করিয়া 'সুরা' ও 'অমেধ্যরূ'পেই কার্য্য করিবে অর্থাৎ তাহা-দ্বারা বিষয় ও প্রমত্ততা ও পূঁয্-রক্তাদি-ভোজন-লালসারূপ বিষয়-বিকার বর্দ্ধিত হইবে। আর যদি কেহ প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের যাবতীয় ব্যাধির নিদান দূর করিয়া পরম স্বাস্থ্যলাভরূপ ভগবৎপ্রীতি অর্জ্জন করিতে চান, তাহা হইলে একান্ত নামাশ্রিত সদ্‌বৈদ্যের নিকট হইতে শ্রীনামরূপ মহৌষধি প্রাপ্ত হইয়া অনুক্ষণ তাহা সেবন এবং তদনুকূল জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অর্থাৎ ভজন-পরিপাকের জন্য জীবন-ধারণ-কল্পে একমাত্র-শুদ্ধ মহাপ্রসাদ পথ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা ভজনের জন্য জীবন-রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা শুদ্ধ-মহাপ্রসাদব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করেন না ; আর যেরূপ প্রসাদ-গ্রহণে তাঁহাদের যোগ্যতা নাই অর্থাৎ-যাহাতে তাঁহাদের ভোগ-বুদ্ধির উদয় হইতে পারে, প্রসাদের নামে সেইরূপ বস্তুও গ্রহণ করেন না। তাম্বুলাদি বিলাস-সহচর বস্তু বা উত্তমোত্তম-দ্রব্য একমাত্র ভগবানেরই গ্রহণের যোগ্য-বস্তু হইলেও আত্ম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী-দাস ভোক্তৃতত্ত্বের বিলাস-সহচর-দ্রব্য আপনার অধিকারে গ্রহণ করিয়া অপনাকে কৃষ্ণ বা গুরুর সহিত সমান প্রতিপন্ন করিবার দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত হন না। যদি হরিভজনই না হইল, তাহা হইলে বৃথা শরীরের উপর পাঁচসের কি দশসের পরিমাণ একটা মুণ্ডের বোঝা বহিয়া লাভ কি ? শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় অনর্থা দুইটা পদ-ধারণ করিবারই বা প্রয়োজন কি ? যদি কর্ণে সাধুগণের মুখ-বিগলিত হরিকথাই না প্রবিষ্ট হইল, তাহা হইলে ছিদ্রযুক্ত-কাণাকড়ির ন্যায় দুইটা কর্ণকে সতেজ রাখিয়াই বা লাভ কি ? যদি নাসা শুদ্ধ ভক্তগণের চরণ-কমলের সুরভির আঘ্রাণ না করিল, তাহা হইলে কেবল ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য নাসা রক্ষা করিবারই বা প্রয়োজন কি? আর সমগ্র শরীর যদি মহাভাগবত গুরু বৈষ্ণবের পাদপদ্মের রজে অভিষিক্ত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বিক্রীত না হইল, তাহা হইলে গুণ্ডামী বা লম্পট্যের জন্য কিম্বা সংসার-দাবানলের অসহনীয় উত্তাপ জন্ম-জন্মান্তর সহ্য করিবার জন্য উহা অপর জীবদেহের পূঁয্-রক্ত-মাংসে বিবর্দ্ধিত করিয়াই বা লাভ কি ? যাঁহারা আত্ম-বঞ্চনা ও পর-বঞ্চনা করিতে চান, সেই সকল কপট-সম্প্রদায়ই বলিয়া থাকেন, হরি-ভজনের জন্য শরীর-রক্ষাকল্পে যথেচ্ছ আহার-বিহার করিতে আপত্তি নাই। কার্য্যকালে দেখা যায়, সেই সকল কপটগণের হরি-ভজনটী ছাড়া আর বাদ-বাকী বস্তুগুলিই লাভ হয়। কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চন-পর্ব্বে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা আছে, তাহা দ্বারা আমাদের-ভগবৎ-সেবানুকূল শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। মধ্যমাধিকারে সাধক তাঁহার ভজন-পরিপাকের জন্য দেহ-রক্ষাকল্পে যথাযোগ্য কৃষ্ণসেবানুকূল-বিষয় গ্রহণ করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। আর উত্তম-অধিকারে কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদনাবস্থায় কোন প্রকার দেহ-স্মৃতি থাকে না। যেমন মহাপ্রভু কখনও গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ করিতেছেন, কখনও জগন্নাথের মন্দিরে আছাড় খাইতেছেন, কখনও সমুদ্রে ঝম্প-প্রদান করিতেছেন, কখনও বা কূর্ম্মাকারে তৈলঙ্গী গাভীগণের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছেন, কোন বাহ্যস্মৃতি নাই। মধ্যমাধিকারে কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস

থাকে। সুতরাং কৃষ্ণ যে বস্তু গ্রহণ করেন না, সেইরূপ কোন ত্যজ্য-বস্তু অর্থাৎ যাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ বা কৃপা নহে, তাহা তিনি কখনও গ্রহণ করেন না। তিনি জানেন, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ বা কৃপা না পাইলে মরিয়া যাওয়াই সহস্রগুণে ভাল। ভগবদ্ভক্ত ঔষধাদিকেও অপ্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯।১০৭) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বাক্য যথা—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়-মন্নপানাদ্যমৌষধম্ অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্॥" অর্থাৎ—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন-পানাদি বা ঔষধ যে কিছু দ্রব্য নিজের গ্রহণের জন্য স্থিরীকৃত হয়, সমস্তই ভগবানকে নিবেদন না করিয়া গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। অমেধ্যাদি কখনও ভগবান্‌কে নিবেদন করা যায় না, সুতরাং তাহা পথ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। (গৌঃ ৬৪৫।৭২০-৭২২)।

শ্রীনাম—সাধন, কিন্তু সাধ্য কিরূপে? শ্রীনামের সাধনত্ব ও সাধ্যত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়-প্রমাণের অভাব নাই। শুকদেবাদির ন্যায় আত্মারাম মুক্ত পুরুষগণও শ্রীনাম-কীর্ত্তন করেন। নারদ, ব্যাস, মহাদেব ইঁহারা পরম মুক্ত হইয়াও অনুক্ষণ ভগবানের শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেজন্য পরমমুক্তদশায়কীর্ত্তিত শ্রীনাম-কীর্ত্তনকে কেবল সাধন-মাত্র বলা যাইতে পারে না। যদি তাঁহাদের ভজনীয় নামকে 'সাধন'-মাত্র বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও অমুক্ত বলিতে হয়। তাই ভাগবতে ২।১।১১ "এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥"—হে রাজন্, যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম-যোগী-পুরুষ, সকলের পক্ষেই শ্রীহরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণকর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন। "নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালাদ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত। অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥" (শ্রীরূপ-গোস্বামি-কৃত শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকে ১ম শ্লোক)—নিখিল বেদের শিরোভাগ-উপনিষদ-রূপ রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পদকমলের শেষসীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে। হে হরিনাম, তুমি মুক্তকুলের দ্বারা নিরন্তর উপাসিত হইতেছ। অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যাঁহারা অবিচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান্ চিদ্‌বিলাস শ্রীভগবানের নামকে জড়-দেহবিশিষ্ট জীবের বা জড়ীয় বস্তুর নামের ন্যায় অনিত্য মনে করেন, সেই সকল নির্ব্বিশেষবাদী 'ভগবানের নাম কিরূপে সাধ্য হয়', তাহা ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, নাম কোন নির্ব্বিশেষভাব প্রাপ্তির একটী উপায় মাত্র; কিন্তু যাঁহারা ভগবানের চিদ্‌বিলাস-সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, অনন্ত, অপ্রাকৃত নিত্য-নামযুক্ত অধোক্ষজ-ভগবান্ তাঁহার নিত্য-ধামে নিত্য নামীরূপে বিরাজিত। সেই নামীতে ও তাঁহার নামের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই; সেই নাম নামীরই ন্যায় পূর্ণ চেতন ও সর্ব্বশক্তিমান্। নির্ব্বিশেষবাদিগণ মনে করেন, যেমন ছাদের উপর উঠিতে হইলে 'মই' এর আবশ্যক হয়, কিন্তু ছাদে উঠা হইয়া গেলে আর মইএর কোন আবশ্যকতা থাকে না, তখন উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তদ্রূপ নাম কীর্ত্তনাদি সাধনের দ্বারা নির্ব্বিশেষ ভাব লাভ হইলে

আর সেই সাধনের প্রয়োজন হয় না। নির্ব্বিশেষবাদিগণের এইরূপ অপরাধময়ী যুক্তি চিদ্‌বিলাসময় অধোক্ষজ নাম-নামী বা বৈকুণ্ঠ বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ জীবের প্রাপ্য-বস্তু নির্ব্বিশেষমাত্র নহেন; তাহা পূর্ণচিদ্‌বিলাসময়। যেমন, কোন বালক যদি কোন অপরিচিতস্থানে আসিয়া তাহার পিতাকে হারাইয়া ফেলে, তখন বালক তাহার পিতাকে পাইবার জন্য অনুক্ষণ ব্যাকুল-ভাবে পিতার নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে। পিতা বালকের ব্যাকুল রব শ্রবণ করিয়া পুত্রকে দর্শন-প্রদান করেন এবং স্বগৃহে লইয়া যান। বালক স্ব-গৃহে গমন করিয়া পিতাকে আর 'পিতা' বলিয়া ডাকিবে না, চিরকালের তরে পিতার নাম করা ছাড়িয়া দিবে, তাহা নহে; বরং পিতাকে গৃহমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আরও অধিকতর উল্লাসভরে পিতাকে আহ্বান ও পিতার নানাবিধ পরিচর্য্যাই করিবে। কৃষ্ণ-বিস্মৃত-জীব মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে পড়িয়া সাধুগণের উপদেশে কৃষ্ণনাম-সাধনের দ্বারা কৃষ্ণকে আহ্বান করেন। সেই আহ্বান যখন নিষ্কপট ও ব্যাকুলতাময় হয় তখনই সেই রব কৃষ্ণের কর্ণে পৌছিয়া থাকে। কৃষ্ণ তখন সাধক-জীবকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় স্বরূপ দর্শন করান; জীব মুক্ত হইয়া আরও ব্যাকুলতা ও উল্লাসভরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন; কৃষ্ণের বিবিধ পরিচর্য্যার জন্য কৃষ্ণকে আহ্বান করেন—কৃষ্ণকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়াও আরও গাঢ়ভাবে পাইবার জন্য কৃষ্ণকেই ডাকিতে থাকেন।

ধ্যানাদি পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, সাক্ষাতে যুক্তিযুক্ত হয় না; কিন্তু নাম-কীর্ত্তন অপরোক্ষ ও পরোক্ষে সর্ব্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। মনে করুন, আপনি আপনার কোন প্রিয়তমের জন্য হৃদয়ে গাঢ়-চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে যদি আপনার নিকটে আপনার প্রিয়তম আসিয়া উপস্থিত হন, তখন আপনি আর চক্ষু-মুদ্রিত করিয়া তাঁহাকে ভাবনা করেন না। কিন্তু অপরদিকে দেখুন, আপনি আপনার প্রিয়তমকে না দেখিতে পাইয়া ব্যাকুলভাবে ডাকিতেছেন; আপনার প্রিয়তম সেই ডাক শুনিয়া আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন কি আপনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ করেন?—তাহা নহে; বরং তখন আরও অধিকতর ভাবে তাঁহাকে কতই না প্রণয়-বিশেষণে আহ্বান করেন—তাঁহার সহিত কতই না প্রাণের কথা বলিয়া তাঁহার সুখ-বর্দ্ধন করেন। নাম-সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণও সেইরূপ মুক্ত হইবার পর ভগবানের নাম-কীর্ত্তনই করিয়া থাকেন; বরং মুক্ত হইলেই অপ্রতিহত ভাবে অনুক্ষণ ভগবানের শুদ্ধ-নাম-কীর্ত্তন করা যায়। মুক্ত হইবার পূর্ব্বে যে ভগবানের নাম-গ্রহণের অভিনয়, তাহা অনেক সময়েই নামাপরাধ মধ্যে গণ্য অর্থাৎ দেহ-দ্রবিণ-লোভ-পাষণ্ডতাদি-প্রতিবন্ধকযুক্ত। কখনও কখনও বহু ভাগ্যফলে 'নামাভাস' মাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু মুক্ত হইবার পরই প্রকৃত শুদ্ধনাম জিহ্বায় উদিত হয়। এই-জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীনামকে 'মুক্তকুলের উপাস্যমান' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। এই শ্রীনাম—সাধ্য-শিরোমণি; যাঁহারা শ্রীনামকে ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি শুভ-ক্রিয়ার সহিত সমান মনে করেন অর্থাৎ সাত্বত-শাস্ত্রের বিচারে যাঁহারা নামপরাধী তাঁহারাই নামকে কেবলমাত্র 'সাধন' বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, যজ্ঞাদি যেরূপ চিত্তশুদ্ধিরূপ সাধ্যের উপায় বা সাধন মাত্র, চিত্তশুদ্ধির পর আর উহাদের আবশ্যকতা নাই, শ্রীনামও তদ্রূপ সাধন-মাত্র; নাম-কীর্ত্তনরূপ উপায় বা সাধনের দ্বারা ভগবদ্দর্শনের পর

আর নাম-কীর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এখানে তাহাদের বিচারে ভ্রম হইল; চিত্তশুদ্ধি পরমপ্রয়োজন নহে, চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলেই আমাদের সকল লাভ হইয়া গেল না। চিত্ত-শুদ্ধিও একটী উপায় বা সাধন বিশেষ; তাহা অন্য প্রাপ্য বা সাধ্য বস্তুকে অপেক্ষা করে। কিন্তু নাম-কীর্ত্তন সেরূপ নহে; উহা অন্য বস্তুকে অপেক্ষা করে না। উহা স্বয়ংই উপেয় বা সাধ্য, সাধ্য-ভক্তি যখন বদ্ধ-জীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়-দ্বারা সাধ্য হয়, তখনই তাহাকে সাধন বলে। "সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তদিতি"—এই ন্যায়ানুসারে সিদ্ধের যাহা কার্য্য, তাহাই সাধনাবস্থায় 'রিহারসল' (আখড়াই) দেওয়া হয় মাত্র। যেমন কোন ব্যক্তিকে রঙ্গ-মঞ্চে কোন বিশেষ দিনে বহুলোকের সমক্ষে অর্জ্জুনের পাঠ অভিনয় করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে বহুবার ঐ সকল পাঠ অভ্যাস করিতে হয়, ঐ প্রকার অভ্যাসকে 'সাধন' বলা যাইতে পারে। এই সাধন সাধ্য হইতে প্রকারে পৃথক্ নহে। কেবলমাত্র সাধ্যকে পূর্ণভাবে প্রকাশ ও নির্দ্দোষ করিবার জন্যই চেষ্টা, কিন্তু তাহা পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে নহে, পরন্তু সেই অভিনয়ের পূর্ণ-কুশলতা লাভ করাই উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাহাই তাঁহার সাধ্য। বালকের হাঁটিতে শিক্ষা করা সাধন, তাহা সাধ্য লাভের জন্য। ঐ সাধন-চেষ্টাও বিচরণ-রূপাই; অন্য প্রকার নহে। সাধনে সিদ্ধ হইলে বিচরণরূপ কর্ম্মকে সাধন-মাত্র জ্ঞানে পরিত্যাগ করে না। শ্রীনাম-কীর্ত্তনও তদ্রূপ, শ্রীনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সাধ্যরূপ; যখন তাহা বদ্ধ-জীবের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে 'সাধন' বলে। সাধনাবস্থায় যতটুকু সেবোন্মুখতা থাকে, সাধন ততটুকু নির্দ্দোষ হয়। সেবোন্মুখতার একান্ত অভাব থাকিলে, তাহা নামাপরাধ, সেবোন্মুখতা ঈষৎ বিকসিত হইলে, তাহা 'নামাভাস', আর সেবোন্মুখতা পূর্ণবিকশিত হইয়া যখন চিদিন্দ্রিয় দ্বারা নাম কীর্ত্তিত হইতে থাকেন, তখনই তাহাকে শুদ্ধনাম বলা যায়, তাহাই সাধ্যস্বরূপ। সিদ্ধ-জীবের সাধ্যস্বরূপ শ্রীনাম কিরূপে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়, তাহার উদাহরণ শ্রীল রূপ ও সনাতন গোস্বামী প্রভু এইরূপভাবে প্রদান করিতেছেন,—"তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্। চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ (বিদগ্ধমাধব ১।১২)—"কৃষ্ণ" এই দুইটি বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না;—দেখ যখন (নটীর ন্যায়) তাহা জিহ্বায় নৃত্য করেন, তখন বহুজিহ্বা পাইবার জন্য রতি বিস্তার (আসক্তি বর্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্ব্বুদ-কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।"

"তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জ্জনৈঃ। ভগবৎপ্রেমসম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ॥" "সল্লক্ষণং প্রেমভরস্য কৃষ্ণে কৈশ্চিদ্ রসজ্ঞৈরুত কথ্যতে তৎ। প্রেম্নো ভরেণৈব নিজেষ্ট-নাম-সংকীর্ত্তনং হি স্ফুরতি স্ফুটার্ত্ত্যা॥" "নামান্ত সংকীর্ত্তনমার্ত্তিভারান্মেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকানাং। রাত্রৌ বিয়োগাৎ কুররীরথাঙ্গীবর্গস্য চাক্রোশনবৎ প্রতীহি॥ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৫-১৬৭)—ভক্তিরসিকগণ নাম-সংকীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, কারণ নাম-সংকীর্ত্তনই অব্যর্থ-প্রেম-সম্পত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহারা নাম-সংকীর্ত্তনকেই সাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।

কোন কোন রসজ্ঞ বলিয়া থাকেন, নাম-সংকীর্ত্তনই কৃষ্ণপ্রেমভরের উৎকৃষ্ট লক্ষণ ; কারণ নিজের সেই ইষ্টনাম-সংকীর্ত্তন হৃদয়ের আবেগের সহিত প্রেমপ্রাচুর্য্যেই স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। অতএব নাম-সংকীর্ত্তন ও প্রেমের কার্য্য-কারণতা-সম্বন্ধ-হেতু অভেদই সিদ্ধ হইল ॥

বর্ষাকালে মেঘ-বিনা চাতক-কুলের আর্ত্তনাদের ন্যায় এবং রজনীকালে পতি-বিরহিনী চক্রবাকী ও কুররীসকলের ন্যায়, ভক্তগণ প্রেম-ভরে বিরহ-ব্যথায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিরহবিধুর হইয়া বিচিত্র-মধুর-গাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। (গৌঃ ৬।৭৩৪-৭৩৭)।

শ্রাদ্ধ তত্ত্ব – শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্নাদি দানকে 'শ্রাদ্ধ' কহে। গোভিলসূত্রে দেখা যায় "শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত" অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। পুলস্ত সংহিতায়ও শ্রাদ্ধের লক্ষণ বলা হইয়াছে—"সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্। শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে।" সুসংস্কৃত ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত সংযুক্ত অন্ন যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত হয়, সেই অর্পণরূপ কর্ম্মই 'শ্রাদ্ধ' নামে অভিহিত। অমরকোষ বলেন—'শাস্ত্রোক্তবিধানেন পিতৃকর্ম্ম।' বেদের কর্ম্মকাণ্ডে—তত্তদধিকারী ব্যক্তিগণের জন্য এই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। পুরাণাদিতে, ভার্গবীয় মনুসংহিতা-গ্রন্থে শ্রাদ্ধ-বিধি কথিত আছে। বরাহপুরাণে শ্রাদ্ধোৎপত্তির বিষয় লিখিত আছে,— মনুবংশোদ্ভূত 'অত্রেয়' মুনির 'নিমি' নামক এক ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। তিনি সহস্র বৎসর তপস্যাচরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। নিমি পুত্রশোকে কাতর হইয়া শোক নিবারণের জন্য পুত্রের উদ্দেশ্যে ফল-মূলাদি নানাবিধ উত্তম দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। তখন তথায় শ্রীনারদ আসিয়া বলিলেন যে, "এই কার্য্যের নাম পিতৃযজ্ঞ, পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" তখন হইতে জগতে শ্রাদ্ধ নামক কর্ম্মের প্রচলন হয়। বিষ্ণুপুরাণে ৩।১৩ শ্রাদ্ধের প্রকার, কাল, অধিকারী প্রভৃতি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধ-বিবেক ধৃত বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি, সপিণ্ডন, পার্ব্বণ, গোষ্ঠী, শুদ্ধ্যর্থ, কর্ম্মাঙ্গ, দৈবিক, যাত্রার্থ ও পুষ্ট্যর্থ ভেদে শ্রাদ্ধ দ্বাদশ প্রকার। ভবিষ্যপুরাণে এই সকল শ্রাদ্ধের লক্ষণ বর্ণিত আছে (১) প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধই নিত্যশ্রাদ্ধ, (২) কেবল এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কৃত শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক, (৩) সঙ্কল্প করিয়া কামনাসিদ্ধির জন্য শ্রাদ্ধ কাম্য ; (৪) বৃদ্ধি বা অভ্যুদয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ; (৫) মৃত ব্যক্তিকে প্রেত যোনি হইতে মুক্ত করিবার জন্য মৃত্যুর এক বৎসরের অন্তে পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রণ করিয়া একত্র পিণ্ডভোজনরূপ যে কার্য্য তাহাই সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ ; (৬) অমাবস্যা বা পর্ব্বদিনে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ; (৭) পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠি (জ্ঞাতিগণের) গণের মধ্যে শুদ্ধি নিমিত্ত অনুষ্ঠিত যে শ্রাদ্ধ গোষ্ঠিশ্রাদ্ধ ; (৮) শুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ শুদ্ধ্যর্থ ; (৯) গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কারকার্য্যে যে শ্রাদ্ধ তাহা কর্ম্মাঙ্গ ; (১০) দেবতাগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ দৈবিক ; (১১) তীর্থ বা দেশান্তর গমনকালে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ যাত্রার্থ ; (১২) শরীর ও অর্থাদি বৃদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ তাহা পুষ্ট্যর্থ।

কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা—মানুষ মৃত্যুর পর প্রেতভাবাপন্ন হয় পরে পুত্রাদি আত্মীয় বা

জ্ঞাতিবর্গ ঐ প্রেতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে প্রেতযোনি হইতে প্রেতের মুক্তি হয়। এই ধারণানুসারে মৃত ব্যক্তির দেহত্যাগের দিন হইতে ব্রাহ্মণ একাদশ দিবসে, ক্ষত্রিয় ত্রয়োদশ, বৈশ্য যোড়শ এবং শূদ্র একত্রিংশ দিবসে 'আদ্যশ্রাদ্ধ' করিয়া থাকেন, ও পরে প্রতিমাসে মৃত্যুর তিথিতে "একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ" এবং এক বৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। দাহ হইতে বর্ণানুসারে জলশস্ত্র প্রভৃতির স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া তাহার নাম "আদ্যক্রিয়া" মাসিক একোদ্দিষ্ট,—শ্রাদ্ধকে মধ্যক্রিয়া ও প্রেত একবৎসর অন্তে পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর যে সকল শ্রাদ্ধক্রিয়া তাহাকে—অন্ত্যক্রিয়া বলা হয় (বিঃ পুঃ ৩।১৩।৩৪-৩৫)। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধবিধানমতে যে পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশ্যে আদ্যৈকোদ্দিষ্ট, শ্রাদ্ধ, বারমাসে বারটী মাসিক শ্রাদ্ধ, দুইটী ষাণ্মাষিক শ্রাদ্ধ এবং বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ—সাকল্যে এই যোলটী শ্রাদ্ধ যাবৎ না করা হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মৃত পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে মৃত পুরুষের সূক্ষ্মদেহ একবৎসর পরে প্রেত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। "কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্। প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥" শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন ৬২ সংখ্যা এবং লঘুহারীত বাক্যানুসারে এই সপিণ্ডীকরণান্ত যোলটী প্রেত শ্রাদ্ধ দ্বিজাতিগণের সামিষ পক্কান্ন দ্বারাই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। (শ্রাদ্ধতত্ত্বান্তর্গত সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

শ্রাদ্ধাদিতে বিত্তশাঠ্য পরিহারপূর্ব্বক দান ও বেদবিৎ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার বিধান আছে। গ্রামযাজক, বা যাহারা বেতন গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ বা অধ্যাপনা করেন, কিম্বা ভৃতক অধ্যাপকের দ্বারা অধ্যাপিত, দেবল অর্থাৎ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক নানা দেবতার পূজাদি করিয়া উদর সংস্থান করেন এইরূপ ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য হইবেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।৬৭)। শ্রাদ্ধবাসরে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইলে পিতৃগণ একমাস, মৎস্য-প্রদানে দুই মাস, শশক মাংস প্রদানে তিন মাস পক্ষি মাংস প্রদানে চারিমাস, শূকর মাংস প্রদানে পাঁচমাস, ছাগমাংস প্রদানে ছয়মাস, এণমাংসদ্বারা সাত-মাস, রুরুমৃগমাংসে আট মাস, গবয়মাংস প্রদানে নয়মাস, মেষমাংসে দশমাস, গোমাংসে এগার মাস ও ব্রাদ্ধ্রীণসমাংস প্রদানে বহুকাল পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। গয়া গমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত হন। প্রায় ৩২০ বৎসর পূর্ব্বে মৃত স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মাতৃগর্ভ হইতে মরণান্ত কর্ম্মজড় দেহারামী ব্যক্তিগণের কৃত্যমূলক অষ্টাবিংশতিতত্ত্বনামে একখানি বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কর্ম্মজড় সমাজে বিখ্যাত হন। বর্ত্তমান অধিকাংশ বঙ্গীয় হিন্দুনামধারী ব্যক্তিগণ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের এই কর্ম্মজালেই বদ্ধ।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত শ্রাদ্ধতত্ত্ব-নামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থে কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত শ্রাদ্ধবিধি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন একটু সদসদ্‌বিচার সম্পন্ন ব্যক্তিই ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে কর্ম্মকাণ্ডের "ছেলে ভুলান কথা"গুলি বুঝিতে পারেন। ঐ গ্রন্থে নিত্য আত্মা বা পরমাত্মা শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা নাই—কেবল কি করিয়া বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ভোগ ইহকালে ও পরকালে হইতে পারে, তাহাই আলোচনা বিশেষভাবে ঐ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যদি কেহ বলেন রঘুনন্দন ত' ঐ সকল

কথা নিজে গড়িয়া লেখেন নাই, তিনি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্র হইতেই সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি বিধি সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দোষ কি? তদুত্তরে—মানবগণের অধিকারভেদে শাস্ত্রেরও ভেদ। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মানবগণের জন্য সাত্ত্বিকশাস্ত্র, রজোগুণবিশিষ্ট মানবের জন্য রাজসিক শাস্ত্র এবং তমোগুণান্বিত ব্যক্তির জন্য তামসিক শাস্ত্র, আর নির্গুণ পুরুষগণের আত্মধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তিপ্রতিপাদক—নির্গুণশাস্ত্র। ভাগবতে নির্ম্মল ও অকৈতব ভগবদ্ভক্তির কথার আলোচনা আছে। এই জন্যই ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি। ভাগবত বেদকল্পতরুর সুপক্ক ফল। ভাগবত—বেদের সারনির্য্যাস ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। নির্গুণস্বভাবান্বিত ব্যক্তিগণেরই শ্রীমদ্ভাগবতে নৈষ্ঠিকী ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা উদিত হয়। অধিকার ভেদে মানবের স্বভাব ও শ্রদ্ধাভেদ। অধিকারগত স্বভাব অনুসারে সুকৃতিফলে 'শ্রদ্ধা' ও 'শ্রদ্ধাকে' 'বিশ্বাস' কহে। শ্রীমদ্ভাগবত—নির্গুণশাস্ত্র। যাঁহাদের ভাগবতে শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে, তাঁহারা জানেন—"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে, সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্মকৃত হয়॥" ভাঃ ১১।৩।৪৪-৪৫ "কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ। বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥ পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥"—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়—তাহাও বেদবাদ। বেদ ঈশ্বর স্বয়ং, সুতরাং যিনি যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন্ না কেন—পণ্ডিতাভিমানী পুরুষেরাও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ। ইহা মূঢ়লোকের পক্ষে অনুশাসন অর্থাৎ যাহাদের প্রবৃত্তি সর্ব্বদা অসাধু পথে ধাবিত হয় তাহাদের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্কোচিত করিবার জন্য এই সকল পুণ্যকর্ম্মাদির বিধি। পীড়িত লোককে রোগনিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ প্রদান করা হয়, সেই প্রকার কর্ম্মরূপ পীড়ার জন্যই কর্ম্মবিধান। আরও শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২১।৩৫) "বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে। পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্॥" সাধারণ মনুষ্যের চক্ষে ঐ সকল বেদমন্ত্র কর্ম্ম, দেবতা ও যজ্ঞরূপ ত্রিকাণ্ডময়। বেদের সমস্ত মন্ত্রই পরোক্ষবাদ অর্থাৎ মায়াবাদীর অপরোক্ষ—যাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই উহার তাৎপর্য্য নহে, পরমার্থই গূঢ় তাৎপর্য্য। ঐ মন্ত্র সকলের দ্রষ্টা ঋষিগণ পরোক্ষকে ভগবানের প্রিয় জানিয়া পরোক্ষবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। এই জন্যই মুণ্ডকশ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, কর্ম্মদ্বারা আত্মধর্ম্ম লাভ হয় না জানিয়া ব্রাহ্মণ আত্মধর্ম্মবিজ্ঞানের জন্য সমিৎপাণি হইয়া শাস্ত্র সিদ্ধান্তনিপুণ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুর নিকট অভিগমন করিবেন। সেই প্রকার বিদ্বান্ গুরুদেব প্রপন্ন শিষ্যকে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিবেন। যথা ভাঃ ৬।৯।৪৭—"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥" —যিনি স্বয়ং আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় অবগত আছেন, এইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ কখনও অজ্ঞকে কর্ম্মের বিষয় উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য অভিলাষ করিলেও সাধুবৈদ্য কখনও তাহা প্রদান করেন না। যে সকল দুষ্কৃত ব্যক্তি এইরূপ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন নাই তাহারাই বেদের আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়ান। কর্ম্ম তাহাদিগকে—"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

শ্রীমদ্ভাগবত অজামিলোপাখ্যানে যমরাজ যমদূতগণকে বলিয়াছিলেন—(৬।৩।২৫) জৈমিন্যাদি বা

সম্বাদি ঋষিগণ যাঁহারা জগতের লোকের নিকট মহাজন বলিয়া প্রচলিত তাঁহারাও ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের মতি দৈবী মায়াতে বিমোহিত হওয়ায় তাঁহারা বেদের আপাতরমণীয় মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে মুগ্ধ। সুতরাং তাঁহারা দ্রব্যানুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি বিস্তারিত আড়ম্বরপূর্ণ ও লৌকিক প্রতিষ্ঠাদি-যুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য লোকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। গীতায় (১৬।৬) ভগবান্ জগতে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—'দৈব' ও 'আসুর'। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণই দৈব ও যাহারা তদ্বিপরীত তাহারাই আসুরস্বভাবযুক্ত। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা একমাত্র বিষ্ণুর পরমপদে নিত্য কাল শরণাগত। তাঁহারা জানেন একমাত্র বিষ্ণুসেবার দ্বারাই দেব, ঋষি, পিতৃ, নৃ, ভূত সকলেরই সন্তোষবিধান হয়। তাঁহারা নামপরায়ণ—তাঁহারা নামাপরাধী নহেন। তাঁহারা কৃষ্ণে সম্বন্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট। তাঁহারা দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত নহেন। তাঁহারা যে কুলে বা যে দেশে আবির্ভূত হন, সেই বংশ ও সেই দেশ ধন্য ও তীর্থস্থানে পরিণত হয়, তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ কৃতার্থ হন। যাঁহারা একবার মাত্র নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে মন নিবেশিত করেন, যম অথবা পাশহস্ত যমদূতগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না (ভাঃ ৬।১।১৭)। সুতরাং সেই সকল ভগবদ্ভক্ত'পিতৃপুরুষগণ প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন'- এইরূপ নীচ ও হেয় কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না। আসুরপ্রকৃতি দৈবীমায়া-বিমূঢ় লোকেরাই একমাত্র বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অর্থবাদে রত, কাম্যকর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ক্রিয়াবাহুল্য দ্বারা নশ্বর ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সুখলাভের উপায়স্বরূপ আপাত-মনোরম শ্রবণরমণীয়, পরিণামে কষ্টদায়ক, পুষ্পিতবাক্যে অনুরক্ত হন। (গী ২।৪৩)। ঐসকল মূঢ় লোক শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা তাহা জানেন না, সুতরাং উঁহারা কেবল সংসার ভ্রমণ করিয়া থাকেন, উঁহারা নানা দেবতার, পিতৃপুরুষগণের, ভূতগণের আরাধনা করিয়া তত্তৎ ক্ষয়িষ্ণু অনিত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পতিত হন, কিন্তু যাঁহারা একমাত্র অচ্যুতের ঐকান্তিক ভক্ত তাঁহাদের কখনও চ্যুতি নাই; তাঁহারাই পরাশান্তি লাভ করেন। প্রযতাত্মা ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু অর্পণ করেন, তাহাই ভগবান্ অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করেন, তাহাই অক্ষয় হয়, তাহাতে সমস্ত জীবের তৃপ্তি লাভ হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে কিছু কার্য্য করেন, যাহা আহার করেন, তপস্যা বা দান করেন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া থাকেন (গীতা ৯।২৪-২৭)।

কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদিব্যাপারে বিষ্ণুসেবাকৈতবসত্ত্বেও আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা ব্যতীত কোনও হরিসেবানুকূল কার্য্য নাই। ঐ সকল কার্য্য কেবল আসুর অধিকার বিশিষ্টের মোহনের জন্য বেদবাদ মাত্র। উহার দ্বারা জীবের কোনও নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না, অপিচ জীবগণকে কর্ম্মমার্গের ভীষণ আবর্ত্তে পাতিত করে। বৈষ্ণবগণ সিদ্ধান্তনিপুণ তাঁহারা চর্ব্বাকাদির ন্যায় প্রত্যক্ষবাদ দ্বারা পরিচালিত হইয়া বেদনিন্দক নহেন। চার্ব্বাক বলেন যে, যদি শ্রাদ্ধ করিলেই মৃতব্যক্তির তৃপ্তি সাধিত হয়, তবে কোনও ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার কোনও প্রয়োজন নাই; বাটীতে তাহার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত' তাহার তৃপ্তি হইতে পারে? আর যদি পৃথিবীতে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? যখন কিঞ্চি-

তুচ্ছস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তখন তদ্দ্বারা অত্যুচ্চ স্বর্গস্থিত ব্যক্তির কিরূপে তৃপ্তি সম্ভব হইতে পারে? অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে সকল শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য হয় তাহা ব্রাহ্মণগণের উপজীবিকা মাত্র, ভস্মীভূত দেহের আর পুনরাগমন কোথায়? যদি শরীর হইতে আত্মার পরলোক গমন ও দেহান্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিত তবে পুত্রাদি বন্ধুবান্ধবগণের স্নেহে ঐ দেহেই পুনরায় আসে না কেন? সুতরাং কর্ম্মোপযোগী বেদ—ভণ্ড, ধূর্ত্ত রাক্ষসের রচিত। বৈষ্ণবগণ এইরূপ বেদবিদ্বেষী প্রত্যক্ষবাদী নহেন। তাঁহারা অধোক্ষজসেবক সুতরাং বেদবাদে ও অদৈবস্মার্ত্তবাদের হেয়তা প্রদর্শনকারী জীবের নিত্য-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। বেদ স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ। "মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০)। কৃষ্ণ বদ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি উন্মেষিত করাইবার জন্যই বেদশাস্ত্র জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—ভগবানই একমাত্র সম্বন্ধ; ভক্তিই সাধন এবং প্রেমেই প্রয়োজন। যদি বেদ পুরাণ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ দ্বারাই আমাদের ভগবৎপ্রেম উদিত না হইল, তবে পণ্ডশ্রম করিয়া কি লাভ? সৎক্রিয়া সারদীপিকাতে আছে—"শ্রীনারায়ণ পূজিত হইলে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাগণ, ঋষি ও প্রাণিগণ এবং নিখিল পিতৃলোক পূজিত ও সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হন। শ্রীবিষ্ণু যামল সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—যে পুরুষের পূজার দ্বারা দেবতাগণ, পিতৃসকল, ঋষিসমূহ, লোকপাল বৃন্দ, সূর্য্যচন্দ্র মঙ্গলাদি নবগ্রহগণ সগণ সহিতপূজিত, সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দ দেবকে ভজনা করি। ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল সকলেই সঞ্জীবিত থাকে, যেরূপ পাকস্থলীতে আহার প্রদান করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট ও সতেজ থাকে, তদ্রূপ একমাত্র অচ্যুতের (কোটী কোটী মহাপ্রলয়েও যিনি নিত্যস্থায়ী) আরাধনা করিলে দেবতাগণ, পিত্রাদি সকলেই সাতিশয় পরিতৃপ্ত হন।

উত্তর গীতায়ও উক্ত হইয়াছে যে,—হে অর্জ্জুন, দেবতাগণের এবং বর্ণিগণের মধ্যেই আমিই সর্ব্বারাধ্য। আমার পূজার দ্বারা নিশ্চয়ই তাহাদের সকলেরই পূজা হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব রেবাখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—মানব বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট হইলে প্রাকৃত কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ন্যায় আর সঙ্কল্প দান পিতৃদেবার্চ্চনাদি বা কুশধারণ করিবেন না। শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু বলেন—অর্চ্চনাদি দ্বারা শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য এবং গণেশাদি দেবতার পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বল, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বচন প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, মনুষ্যমাত্রেরই ইহ সংসারে আগমন করিলে ছয়টী ঋণের অধীন হইতে হয়। তদুত্তরে—সেই ঋণ সকলের পক্ষে হইলেও যাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শ্রীভগবানের নামমন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই অনন্যশরণ গৃহস্থাদি নরমাত্রেরই ঐ ছয়প্রকার ঋণ হয় না। যেহেতু ভাগবতে—বর্ণাশ্রমে অবস্থিত মনুষ্যমাত্রের যে কেহ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে পঞ্চসংস্কার লাভ পূর্ব্বক ভগবন্নামমন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া অনন্যশরণত্ব লাভ করেন অর্থাৎ একমাত্র শরণ্য মুকুন্দদেবের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূত, আত্মীয়, মনুষ্য এবং পিতৃগণের নিকট ঋণী বা তাঁহাদের কিঙ্কর হন না।

যদি ভগবদ্ভক্তগণের কেহ ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রে—বিশেষতঃ বৈষ্ণবে সহজ অন্নজলাদি নিবেদন পিতৃগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ চরণোদক নিবেদন ব্যতীত ভগবানের প্রতি বিমুখতাবশতঃ কর্ম্মিগণের ন্যায়

তর্পণশ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরত্বসংঘাতকব্রত ক্রিয়াপর হন, তাহা হইলে তিনি তত্তৎ কর্ম্মফলে ক্ষয়িষ্ণু পিতৃলোকে গমন করেন। কিন্তু ভগবানের অনন্য সেবক ভক্তগণ নিত্যধামে বিরাজিত অব্যয় পরমানন্দসাগর ঘনশ্যাম-সুন্দরস্বরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। যেহেতু ভগবান্ অনন্য শরণদিগের একমাত্র সেব্য, তিনি মিশ্রদেবতার সেবকগণের সেবা গ্রহণ করেন না। সুতরাং ভগবানের অনন্য সেবকগণ নিত্য ভগবদ্ধামে গমন করিয়া তাঁহাদের স্বাভীষ্ট-সেবানন্দে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বশিষ্টসংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে—বিষ্ণূপাসক গৃহস্থ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প, দৈব বা পৈত্র কর্ম্ম কখনও করিবেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়া শ্রাদ্ধের তাৎপর্য্য—ভগবান্ পরমপুরুষ, এই ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহার কোনও কর্ত্তব্য নাই, তাঁহার কিছু অলভ্য নাই যে তাঁহার কর্ম্ম করার প্রয়োজন পড়িয়াছে। তবে তিনি যে কর্ম্ম করেন—তাহার কারণ অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোকদিগকে ক্রমশঃ সৎকর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য; তিনি অজ্ঞান কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ভেদ জন্মান না। কারণ কর্ম্মজড়গণের অধিকার এত অল্প যে যদি তাহাদিগের নিকট কর্ম্মের অকর্ম্মণ্যতা বলা হয় তাহা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল অসৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ হইয়া পড়িবে। তাহারা ত ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেই না, অপিচ পাপকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইবে। এই জন্য ভগবান্ নিজে সৎকর্ম্ম আচরণ করিয়া বহির্ম্মুখ-গণকে ক্রমাধিকার শিক্ষা দেন। মূঢ় ব্যক্তিগণ নিজদিগকে প্রাকৃত বলিয়া বোধ করেন এবং প্রকৃতির গুণকর্ম্মে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন। ঐ অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মন্দমতিগণকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা বিচলিত করেন না। কিন্তু ঐ শিক্ষা ভক্তির অধিকারীর পক্ষে নাই—ভক্তগণ তাঁহার অতিপ্রিয় তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য···ইত্যাদি"। যদি শ্রদ্ধা দেখাইতে হয়, তবে আমাকে দেখাও, যদি নমস্কার করিতে হয়, তবে আমার ভগবৎস্বরূপে প্রণিপাত কর—মন্মনাভব—ইত্যাদি। ভগবানের কার্য্যের গূঢ় মর্ম্ম একমাত্র ভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত ভক্তই উপলব্ধি করিতে পারেন। অপরে মোহিত হইয়া পড়ে। এই প্রপঞ্চে বিষ্ণুর অসুরমোহনরূপ একটী নিত্যকার্য্য আছে। ভোগী অসুরবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রেতশ্রাদ্ধের অনুমোদক বলিয়া তদনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। বিষ্ণুবিরোধী লোকের স্বভাব—তাহাদের মনোধর্ম্মোত্থ অমঙ্গলময়, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কুকার্য্যটী ভগবানের বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দোহাই দিয়া করিয়া থাকে—কিন্তু তদ্বিরোধী বিষয়টী গ্রহণ করিতে নারাজ।

যিনি স্বয়ংরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবান্, যাঁহার পিতামাতা আত্মীয়বর্গ অভিন্ননন্দ-যশোদা ও ব্রজের পরিকরবর্গ, তাঁহাদের কি প্রাকৃত কর্ম্মফলবাধ্য লোকের মত জন্ম, মৃত্যু বা প্রেতযোনি লাভ হয়? অসুর প্রকৃতি লোকগণ ভগবানের দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া অপ্রাকৃত ভগবানের সম্বন্ধেও ঐরূপ অনন্তনরকপ্রাপক বিচার অবলম্বন করিয়া থাকে। পিণ্ডদানপ্রসঙ্গে চৈতন্যভাগবতের প্রসঙ্গ হইতে জানা যায়—জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইলেন যে, সদ্‌গুরুপ্রপত্তি ও বৈষ্ণব-সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের চরমপ্রয়োজন। যিনি হৃদয়ে চৈতন্য-নিত্যানন্দকে ধারণ করিয়াছেন

সেইরূপ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষার মর্ম্মার্থ বুঝিতে হইবে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন "কাম ত্যাগি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি। দেব ঋষি পিত্রাদিকে কভু নহে ঋণী॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন যে, যে দ্রব্য ভোজনে প্রাণিগণের যে যে রোগ জন্মে সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবনে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না; কিন্তু ঐসব রোগজনক ঘৃতাদি দ্রব্য অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সহিত রসায়নযোগে মিশ্রিত হইলে তৎসেবন ফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মসমূহ সংসার বন্ধন বা যোনিভ্রমণের কারণ, কিন্তু সেই সকল কর্ম্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবদ্বিমুখ "অহং-বুদ্ধি" বিনাশে সমর্থ হয়। এই জন্য ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ পিত্রাদির তর্পণ না করিলেও কণিষ্ঠ বা মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন। দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ—সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট। তাঁহারা জানেন, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় জীবের উপাধি মাত্র। জীব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেও মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাসনাময় সূক্ষ্ম দেহ পরিত্যাগ করে না—সূক্ষ্মদেহ নানাবিধ ভোগপর অসৎবস্তু কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা একমাত্র ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তু ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই জন্য ভগবদ্ভক্তগণ সূক্ষ্মদেহের উদ্দেশ্যে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তদিগের ন্যায় অমেধ্যাদি অপবিত্র বস্তু প্রদান না করিয়া একমাত্র জীবাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য মহাপ্রসাদাদি প্রদান করিয়া পিতৃপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিসাধন করেন। সূক্ষ্মদেহের পরিতৃপ্তির নামান্তরই ভোগ—ভোগবাসনানলে ইন্ধন প্রদান করিলে কেবল ভোগানল বৃদ্ধি করাইয়া জীবের অধোগতি ও চৌরাশীলক্ষ যোনি-ভ্রমণ হয়—অপরাধী ব্যক্তির কখনও সুখ কখনও দুঃখ, কখনও স্বর্গ, কখনও নরক-ভোগ হয়। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মার পরিতৃপ্তিতে কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তির উদয় করাইয়া পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করাইয়া থাকে। এই জন্যই বর্ণাশ্রমস্থিত বিষ্ণু আরাধকগণের জন্য স্মৃতিপ্রবন্ধ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৯ম বিলাসের ৮৫-১০৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পরে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের জন্য "অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব" সঙ্কলন করেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিরোধমূলে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কেহ রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধ-তত্ত্বের মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম দেখিয়া উহাতে ভগবদ্ভক্তগণের আচরণীয় বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া যেন ভুল না করেন। ভগবান্ এইরূপেই অসুরমোহন করিয়া থাকেন। ভগবানের স্তব স্তুতি (?) করিয়াও ভগবানের বিরোধাচরণের প্রয়াস জগতে বহু হইয়াছে। সাধারণ লোকে ইহা ধরিতে পারে না। কর্ম্মজড়গণ ভগবান্কে কর্ম্মবশ মনে করেন, তাঁহারা ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বীকার করেন না। পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণুপূজা (?) ভগবানের বিরোধাচরণ ছাড়া আর কিছুই নহে—"ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন। কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥"

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু উচ্চকুলে আবির্ভূত হইয়াও বিষ্ণুনির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধপাত্র স্মার্ত্তের প্রত্যক্ষ-আসুরবিচারে যবনকুলোদ্ভূত শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আবার সেই অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র

বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের স্মৃতির আনুগত্য অবলম্বনে কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক প্রেতশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য-প্রচারিত পারমার্থিক ধর্ম্মের উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্যই (চৈঃ চঃ আদি ১২) বলিয়াছেন—"কেহত" আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহত' পরতন্ত্র। স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র॥ আচার্য্যের মত সেই যেই মত সার॥ তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত' অসার॥"

সত্যযুগে উপরিচর বসু নামে পুরুবংশীয় একজন বৈষ্ণবরাজ ছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃপুরুষগণের আত্মার পরিতৃপ্তির সাধন করেন। বর্ণাশ্রমস্থিত বিষ্ণুর উপাসকগণের মধ্যে এইরূপ মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ বিধিরই প্রচলন আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রাদ্ধবিধি যথা—শ্রাদ্ধ দিন উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন করিবে এবং একমাত্র হরির অবশেষ দ্বারাই ভগবদ্ভক্ত শ্রাদ্ধকার্য্য করিবেন। পদ্মপুরাণেও উক্ত আছে—বিষ্ণুর নিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা শিবাদি দেবতার আরাধনা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে উহা অক্ষয় ফল প্রসব করিয়া থাকে। স্কন্দ পুরাণেও ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে দেখা যায়, যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ ভক্তিসহকারে কেশবের পূজা করেন, তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধাদি বা বহু পিণ্ড-দানের প্রয়োজন কি? হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রীহরির পূজা করা যায়, তাঁহাকে নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদে আনয়ন করা হয়। হে নারদ, যিনি পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া হরির স্থান প্রদান করেন, পিতৃগণের সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য হইতে পারে—তাহা সমস্তই তাঁহার দ্বারা আচরিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ও দ্যাবা-পৃথিবী কিছুই ছিল না। দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণও যাবতীয় মনুষ্য বিষ্ণুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করেন, বিষ্ণুর আঘ্রাত বস্তু আঘ্রাণ করেন, হরির পীত বস্তু পান করেন। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—প্রথমতঃ অগ্রভুক্ ভগবান্‌কে না দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কিছু দিতে নাই। তাহা করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ভোজন করান উচিত। উপদেশামৃতের চতুর্থ শ্লোকে বৈষ্ণবগণকে ভোজন করান ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাকে প্রীতির ছয়টী লক্ষণের অন্যতম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। উহা দ্বারা বৈষ্ণবসঙ্গ ও তৎফলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ধৃত স্কান্দবচন—যে সকল বিষয়-মদান্ধ বৈষ্ণবের 'ব্যবহারিক দুঃখ' দর্শনে বৈষ্ণবকে মূঢ়বোধে বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, বিপ্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস কর্ত্তৃকগৃহীত হয়। বৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রাদ্ধে গ্রাস পরিমিত অন্নভোজন ও গণ্ডুষ-প্রমাণ জল পান করিলে সেই অন্ন সুমেরুসদৃশ এবং সেই জল সমুদ্রতুল্য হয়। নারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে, হরির উদ্দেশ্যে পিতৃশেষ দ্রব্য অর্পণ করিলে দাতার পিতৃগণকে রেতঃপান করাইয়া যন্ত্রণা ভোগ করাইতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে যে, শ্রীহরির অবশেষ পরমান্ন পিতৃগণকে প্রদান করিলে, তাহা অক্ষয় হয় কিন্তু কখনও ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও সদ্‌গুরু শ্রীহরিকে পিতৃগণের শেষ প্রদান করিতে নাই। কি দক্ষ, কি পিতৃবর্গ, কি ইন্দ্রাদিপ্রমুখ দেবতাগণ সকলেই শ্রীহরির কিঙ্কর। এইরূপে আবশ্যকীয় কৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণবগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া বন্ধু বান্ধবগণের সহিত শ্রীমহাপ্রসাদান্ন

সম্মান করা কর্ত্তব্য। প্রহ্লাদ পঞ্চরাত্রে উক্ত আছে—যাহারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত অর্থাৎ কর্ম্মফলাসক্ত হইয়া প্রেতশ্রাদ্ধাদিতে আসক্ত ঐ সকল জড়প্রায় লোকগণকে (বিষ্ঠা-তুল্য) অনিবেদিত দ্রব্য অথবা অর্থাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবগণকে শ্রীহরির নিবেদিত পরমোপাদেয় বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ অর্থলোলুপ অর্থাদির জন্যই তাহাদের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উৎসাহ সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মজড় বিপ্রগণকে 'ভোগা' দেওয়াই কর্ত্তব্য। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিধানানুসারে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীতে শ্রাদ্ধ প্রশস্ত কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণকে শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করিয়া সগণসহিতনরকপথের পথিক হন না। শ্রীনারায়ণকে কোন মৎস্য মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য নিবেদিত হইতে পারে না, সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণ রক্ত-মাংস-পুঁয-বিষ্ঠাপূর্ণ মৃতদেহাদির দ্বারা পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি বিধানে যত্নপর হন না। বৈষ্ণবগণ উপাধির শ্রাদ্ধ করেন না, আত্মার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ভূতপিশাচের শ্রাদ্ধ করেন না—নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের শ্রাদ্ধ করেন। ভগবদ্ভক্তগণ নির্গুণ-স্বভাব, তাঁহারা পৈশাচিক শ্রাদ্ধের কোনও মতে পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজকাল বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিগণও আসুর-সমাজের করাল কবলে নিগৃহীত হইবার ভয়ে নরকপ্রাপক প্রেতশ্রাদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজকাল পুরোহিতগণ পুরের হিত না করিয়া প্রকৃত পক্ষে মহা অহিতাচরণ করিতেছেন। গুরুব্রুব, বৈষ্ণবব্রুব, গোস্বামিব্রুব-গণ পুত্রকন্যার বিবাহের জন্য আসুর সমাজের আনুগত্য করিয়া নিজেরা অন্ধতামিস্রে পতিত ও অপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ঘোর নরকে পাতিত করিতেছেন। আজকাল যদি কেহ সৎ-সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন, অমনি তাহার গুরু গোঁসাই (?) পুরোহিত, ভাই, বন্ধু, সমাজ সকলেই তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, উহাকে 'একঘরে' বা নানা প্রকার লাঞ্ছনা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হন। ঐকান্তিক বিরক্ত পরমহংস বৈষ্ণবগণের বিজয়োৎসব-বাসর উপস্থিত হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ হরিনাম-কীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন দ্বারা শ্রদ্ধার-জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসঠাকুরের বিজয়ে নীলাচলে সকল নগরে হরিকীর্ত্তন করিয়া স্বয়ং সিংহদ্বারের পসারিগণের নিকট হইতে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ভক্তগণসহ বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। গৌঃ ৩।১৫।২-১১।

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন—বেদব্যাস-প্রণীত মূল সংস্কৃত-মহাভারতের স্বর্গারোহণ-পর্ব্বের ২য় অধ্যায়ে এই নরক-দর্শনাভিনয়ের বিশেষ তাৎপর্য্য ও মহতী শিক্ষা সমন্বিত ব্যাপার প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা পাণ্ডবগণ ভক্তরাজ-প্রহ্লাদ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রিয়, সুহৃদ্, মাতুলেয়, আত্মা, পূজ্য, বচনানুবর্ত্তী এবং উপদেষ্টারূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান। পাণ্ডবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যভক্ত; সুতরাং পাণ্ডবাগ্রণী যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন অসম্ভব। উক্ত লীলা-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ স্মার্ত্তবাদ নিরাস করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য তৎপুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুর পর অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, তখন পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রকারে দ্রোণকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয়ী করাইতে কৌশল অবলম্বন করিয়া

অশ্বত্থামার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য একমাত্র মহা-সত্যবাদী ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠিরের বাক্য ব্যতীত অন্য কাহারও বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে "অশ্বত্থমা হত হইয়াছে," ইহা দ্রোণাচার্য্যকে বলিবার জন্য আদেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-সত্ত্বেও সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার ভয়ে ইহা বলিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনের দ্বারা দুর্য্যোধন-পক্ষীয় অশ্বত্থামা-নামক এক বৃহৎকায় হস্তীকে বধ করিয়া ধর্ম্মরাজকে বলিলেন, এখন তোমাকে 'অশ্বত্থামা হত'—বলিলে সত্যভ্রষ্ট হইতে হইবে না। তখন ধর্ম্মরাজ শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ"—ইহা বলিলেন। ধর্ম্মরাজের অশ্বত্থামা হতঃ'—এই বাক্যটী উচ্চারিত হইবামাত্র "ইতি গজঃ"—শব্দদ্বয়-উচ্চারণকালে বিপুল-শঙ্খধ্বনি করিয়া ঐ শব্দদ্বয় দ্রোণাচার্য্যকে আর শুনিতে দিলেন না। তখন দ্রোণাচার্য্য নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। পরম-স্বতন্ত্র পরাৎপর পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছারূপা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বা সাক্ষাৎ আদেশ প্রতিপালন বা পূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সেবা। যাহারা ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে জাগতিক বিচারে দুর্নীতি-পুষ্ট বা অসত্য মনে করিয়া ভ্রান্ত হন—তাহারা স্মার্ত্ত। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশ বা স্বতন্ত্র ইচ্ছা পূরণ করাই সত্যপালনের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের উক্ত কৌশলের গূঢ় রহস্যের কথা স্মার্ত্তগণ তথা কথিত জড়ীয় নৈতিক-বিচারে আবদ্ধ, অসারগ্রাহী ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে না। অভক্তি-নীতি অপেক্ষা ভক্তি-নীতি অনন্ত-কোটি-গুণে শ্রেষ্ঠ, ভক্তি-নীতির নামই পরমসত্য। 'ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুরাগ, ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগ,—এই উভয় পক্ষীয় অনুরাগের নামই ভক্তিনীতি, তাহাই পরম সত্য। এই শিক্ষা-প্রচারার্থই শ্রীকৃষ্ণের এই কৌশল। তজ্জন্য নৈতিক-বিচারে যাহা অসত্য, কপটতা, তাহা ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠিরকে করিতে বলিলেন; আবার তাঁহারই লীলাক্রমে ধর্ম্মরাজ পরম-স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশেও বাহ্য নৈতিক-সত্য-মিথ্যার বিচার আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অদেশ পালনেও অস্বীকৃত করাইলেন। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্মার্ত্তগণের বিচার ও গতি প্রদর্শন করিলেন। স্মার্ত্ত-গণ বাহ্য দেহ ও মনের বিচারে আসক্ত, তাহারা ভক্তি-নীতির কথা বুঝেন না, তাই তাহারা জাগতিক সত্যবাদীর অভিনয়কারী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশ,—শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ইচ্ছা; নিরঙ্কুশ অভিলাষ ভক্তিনীতিকে উল্লঙ্ঘন করেন বলিয়া জাগতিক সমল-সত্য-পালনের ফলে নরক দর্শন করিয়া থাকেন অর্থাৎ পরমসত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত জগতের বিচারে কল্পিত সত্যে যাহার যতই নিষ্ঠা থাকুক না কেন, সেই জাগতিক সত্য বা নীতি কোন-কালেই নির্ম্মল ও নিশ্ছিদ্র নহে। হেয়ধর্ম্মযুক্ত জগতে কেবল সত্য নাই, তাই কেহ যদি ধর্ম্মরাজের ভগবদ্ভক্তির আদর্শের অনুসরণ ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র বাহ্য বিচারে ধর্ম্মরাজের আদর্শ সত্যবাদিতাও গ্রহণ করেন, সেই সমল-সত্য অমল বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই সত্য পালন করিয়াও তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হইবে। "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥ (চৈঃ চঃ)। কিন্তু বাহ্যবিচারে যাহা অসত্য বা

দুর্নীতি-পুষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাহাও যদি ভগবানের সেবা-কল্পে সাধিত হয়, তাহা হইলে তাহাই পরম-সত্য। ভক্তিসন্দর্ভে কথিত আছে—"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥ পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে। নিঃ শেষ ধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে॥"—ভগবান্ বলিতেছেন—"বাহ্যবিচারে যাহা 'পাপ' বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাও যদি আমার জন্য কৃত হয়, তাহা হইলে তাহাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হইবে, আর আমাকে অনাদর করিয়া ধর্ম্মও যদি কৃত হয়, তাহা হইলে আমার প্রভাবে সেই 'ধর্ম্মই' 'পাপ'রূপে পর্য্যবসিত হইবে।" "হে হরে! তোমার অভক্তজনের কৃত ধর্ম্মও পাপ-রূপে পরিণত হয়। নিঃশেষ অর্থাৎ যাবতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীও যদি তোমাতে অনুরাগবিহীন হয়, তাহা হইলে সেইরূপ অভক্ত নরকে গমন করে।" গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো" (৯।৩০) প্রভৃতি শ্লোক, ভাগবতের "আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্" (ভাঃ ১১।১১।৩২) "যদা যস্যানুগৃহ্লাতি" (ভাঃ ৪।২৯।৪৬) প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমসত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আজ্ঞা হইতে বাহ্য-বিচারে সত্যকে বড় মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করিতে কুণ্ঠিত হইবার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনাভিনয়ের প্রসঙ্গ লোক-শিক্ষার্থ মহাভারতে গ্রথিত হইয়াছে। কোনকালেই যুধিষ্ঠিরের বস্তুতঃ নরক-দর্শন হয় নাই বা হইতে পারে না। ধর্ম্মরাজ স্বর্গে ইন্দ্রমায়া-রচিত নরক-দর্শনের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন ইহা মহাভারতের স্বর্গারোহণ-পর্ব্বে তৃতীয়-অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে, "ব্যাজেনৈব ততো রাজন্ দর্শিতো নরকস্তব। ন চ তে ভ্রাতরঃ পার্থনরকার্হা বিশাম্পতে। মায়ৈষা দেবরাজেন মহেন্দ্রেণ প্রয়োজিতা।" ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—"হে রাজন্! আপনাকে ছলক্রমে নরক দর্শন করান হইয়াছে।" আপনার ভ্রাতৃগণও কদাপি নরকগমনের যোগ্য নহেন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রযোজিতা মায়া-দ্বারাই আপনার ছল-নরক দর্শন হইয়াছে।" শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ মহাভারত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের ৩২শ অধ্যায়ে (১০৮-১০৯ শ্লোকে) লিখিয়াছেন—"যুধিষ্ঠিরের স্বর্গে যে নরক দর্শনের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা নরক নহে; কারণ, স্বর্গে নরকের অবস্থান নাই, উহা ইন্দ্রজালের ন্যায় ইন্দ্রমায়া-সৃষ্ট নরক মাত্র। ইহা দ্বারা ভগবান্ জানাইলেন যে, জগতের ভগবদ্ভক্তিহীন সত্যবাদি-সম্প্রদায় নিশ্ছিদ্র সত্য বলিতে পারে না, অনেক সময় অজ্ঞাতসারে ও সহজ-কপটতাক্রমে তাঁহাদের বাক্য অসত্য হইয়া পড়ে এবং সেই অসত্যের জন্য তাঁহাদিগকে নরক-দর্শন করিতে হয়। যাঁহাদের পরাৎপর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে বিশ্রম্ভ নাই—যাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, জাগতিক খণ্ডবিচারে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইলেও বাসুদেবের আজ্ঞায় কিঞ্চিৎ পাপও স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহারা কৃষ্ণের ভক্ত নহেন,—স্মার্ত্তমাত্র। তাঁহারা বাহ্যে সত্যবাদী হইলেও তাঁহাদের নরক-দর্শন হইয়া থাকে; কারণ, তাঁহারা পরম বাস্তবসত্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া খণ্ড সমল-সত্যে অত্যাগ্রহ-বিশিষ্ট, ইহাই শ্রীমহাভারতোল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনভিনয়ের তাৎপর্য্য। (গৌঃ৭।৬২-৬৪)

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার। নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার"—এই পয়ারের তাৎপর্য্য—গৌর নিত্যানন্দের নিকট কৃষ্ণবিমুখ সাধক কৃষ্ণোন্মুখ হইবার জন্য গমন করেন; আর সাধন-

সিদ্ধ অনর্থমুক্ত কৃষ্ণোন্মুখের উচ্চার্য্য কৃষ্ণনাম অনর্থযুক্তাবস্থায় কখনই কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফল প্রদান করেন না। গৌর নিত্যানন্দ অনর্থযুক্ত জীবেরও সেব্য বস্তু হওয়ায় তাঁহাদের সেবা ভাগ্যহীন-জীবের যোগ্যতায় কৃষ্ণসেবা হইতে অধিকতর প্রয়োজনীয়। সাধক শিক্ষার অপ্রাপ্তিতে সিদ্ধাভিমানে কৃষ্ণনামের সেবা করিতে উন্নত হইলে তাহার অনর্থই আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু নিতাই গৌরের ভজনে সিদ্ধাভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্তাবস্থায়ও জগদ্গুরু লীলাভিনয়কারী শিক্ষকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহারা অনর্থযুক্ত জীবগণকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদের স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করান। কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া জানিলে উহাকে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন-বিচারে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম গ্রহণোপযোগিতা অধিকতর। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিত জনগণের উপর। গৌরনিত্যানন্দের ঔদার্য্য-স্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। কংস প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করায় সাযুজ্যরূপা নির্ব্বিশেষ গতিলাভ করিয়াছিলেন—কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনাম গ্রহণের ফল যে কৃষ্ণপ্রেমলাভ কংসের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই, পরন্তু অপরাধী দৈত্যগণের যোগ্য দণ্ড পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরমৌদার্য্যময় শ্রীচৈতন্যাবতার নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে নির্ব্বিশেষ-গতি-প্রাপ্ত কংসকে আকর্ষণ করিয়া চাঁদ কাজিরূপে প্রকাশিত করিলেন। উদ্দেশ্য গৌরনামের মাহাত্ম্য প্রচার। চাঁদ কাজি যখন মহাপ্রভুকে 'গৌরহরি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন অপরাধ ক্ষয় হইল। অপরাধ ক্ষয় হইলে কাজি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কৃষ্ণনাম করিবার ফলে কাজির প্রেম হইল। এই লীলা দ্বারা মহাপ্রভু কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাক্য সার্থক করিলেন—"চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার। নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার। স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার। তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥ (গৌঃ ৭।৭৪-৭৫)।

নাম যে কোন প্রকারে গ্রহণ করিলে পাপ নষ্ট হইয়া প্রেম প্রদান করেন কিনা?—"নামৈকং যস্য বাচি" শ্লোকে 'ব্যবহিতরহিত' শব্দটী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকার সহিত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ব্যবধান দুই প্রকার,—(১) বর্ণ ব্যবধান বা শব্দ ব্যবধান এবং (২) তত্ত্ব-ব্যবধান। উক্ত ব্যবধানদ্বয় শ্রদ্ধাহীন জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা জড়ভোগপর প্রবৃত্তি হইতে জাত, সুতরাং তাহা শুদ্ধ নাম নহে, জড়ীয় শব্দ বা অক্ষর সমষ্টিমাত্র। সেখানে নাম-নামীর শব্দীর ভেদ কল্পিত হয়, উহা শুদ্ধ-নামোচ্চারণ ফলের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক মাত্র; পক্ষান্তরে, সেবোন্মুখ ব্যক্তির অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধানই যেখানে উদ্দিষ্ট, সে স্থানে সেইরূপ অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধান সত্ত্বেও শ্রীনাম প্রভু সেবোন্মুখ ব্যক্তির শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে আপন প্রভাব অর্থাৎ অনর্থক্ষয় ও প্রেমোদয় রূপ ফলদানশক্তি প্রকটিত করেন। "রাজমহিষী" ও "হলংরিক্ত" "হারাম" শব্দোচ্চারণের দৃষ্টান্ত অজ্ঞরূঢ়ি বা সাধারণরূঢ়িতে যাহা বিচারিত হয়, প্রকৃত বিদ্বদ্রূঢ়ি তাহা নহে। সেবোন্মুখের পক্ষে যে কথা, অপরাধীর পক্ষে সে কথা নহে। "রাজমহিষী" ও "হলংরিক্ত" প্রভৃতি বর্ণব্যবহিত 'রাম' বা 'হরি' শব্দ দূরে

থাকুক, বর্ণ অব্যবহিত 'হারাম' শব্দ অসংখ্য বার উচ্চারণের দ্বারা যদি 'শূকর' নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা নামাভাস হইবে না ; কেন না, সেখানে নাম-নামী বা শব্দ-শব্দীতে ভেদ আছে। 'হারাম' বা শূকর শব্দটী ও তদুদ্দিষ্ট বস্তুতে ভেদ আছে,—ইহাই জড়ের ধর্ম্ম। কিন্তু যখন 'হারাম' শব্দের দ্বারা সর্ব্বজীব-রমণ 'রাম'—এই ভগবদ্‌বস্তুর সঙ্কেত হয় অর্থাৎ যখন শব্দ ও শব্দীর অভেদের আভাস হৃদয়ে উদিত হয়, তখনই 'হারাম' শব্দ উচ্চারণের দ্বারা নামাভাস এবং তৎফলস্বরূপ অনর্থমুক্তি হইতে পারে, নতুবা দুনিয়ার যত লোক জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলে 'হারাম' উচ্চারণ করিতেছে, তাহারা সকলেই মুক্ত হইতেছে না। প্রাকৃত সহজিয়াগণ নামাপরাধী গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া এই সকল সূক্ষ্মবিচার ধারণা করিতে পারেন না। তত্ত্ব-ব্যবধান বা দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ডতারূপ ব্যবধান অতীব গুরুতর ; সেইরূপ ব্যবধান থাকিলে কখনও ভগবন্নাম উচ্চারিত হয় না। "ভজ নিতাই-গৌর রাধে শ্যাম" প্রভৃতিতে সেইরূপ তত্ত্বগত ব্যবধান বা জনতা অর্থাৎ লোকসংগ্রহমূলা প্রতিষ্ঠা-স্পৃহা, পাষণ্ডতা অর্থাৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-অবজ্ঞারূপ অপরাধ নিহিত আছে। যে তারকব্রহ্মনাম কলিসন্তরণাদি উপনিষদে কলিযুগের মহামন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে—যাহা কলিযুগাবতার নিতাই-গৌর-সীতানাথ কীর্ত্তন করিয়া প্রচার করিয়াছেন—যাহা নামাচার্য্য ব্রহ্ম হরিদাস, নারদাবতার শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি গুরুবর্গ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রের উপরে আবার 'মহানাম' প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়া ছড়া-কল্পনা, জনতা-সংগ্রহেচ্ছা ও হরিগুরু-বৈষ্ণবঅবজ্ঞা নহে কি? তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রটী কি প্রেমপ্রদানে যথেষ্ট নহে? নিতাই-গৌর-সীতানাথের নাম উচ্চারণ করিলে কি অনর্থনির্ম্মুক্তি হয় না? সেই নামে কি সর্ব্বশক্তি অর্পিত হয় নাই? পৃথক্ করিয়া ছড়া রচনা এবং সেই ছড়াকে 'মহানাম' ও সেই ছড়ার কল্পনাকারীকে নাম-প্রেমপ্রদানকারী গৌর-নিতাই-মিলিততনু-অবতার বা বিষয়বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ সজ্জিত করা কি তত্ত্ব-বিরুদ্ধ কার্য্য নহে? দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ডতা নহে? আর ছড়া-গানকালে 'নিতাই—রাধা', প্রভৃতি আখর দেওয়া কি মহাতত্ত্ব-বিরুদ্ধ কার্য্য নহে? পাষণ্ডতায় শ্রদ্ধা কখনও 'শ্রদ্ধা'-পদবাচ্য নহে, উহা শ্রদ্ধার অপব্যবহার মাত্র। স্বয়ং সঙ্কীর্ত্তন-পিতার শ্রীমুখোদ্গীর্ণ উপদিষ্ট শ্রীনাম থাকিতে অপর কল্পিত ছড়ার অত্যাগ্রহ এবং নানা প্রকার কল্পনা ও কদর্থের সাহায্যে অপরাধকে 'নাম' বলিয়া সমর্থনের চেষ্টার প্রয়োজন কি? প্রত্যক্ষ পূত গঙ্গোদক পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকার জলপানে আগ্রহ কি বিপ্রলিপ্সা নহে? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন যে, কেহ যদি, অজামিলের দৃষ্টান্তের অনুকরণে, শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ব্যতীতই নিজে নিজেই শ্রীনাম কীর্ত্তিত হয়, বিচার করিয়া নামাক্ষর-গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার গুর্ব্বব্জ্ঞারূপ নামাপরাধ হয়। সেখানে যেরূপ নামের নিরপেক্ষ সর্ব্বশক্তিমত্তা থাকা সত্ত্বেও এবং "দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্য থাকা সত্ত্বেও নামের পরিবর্ত্তে অপরাধই হইয়া থাকে, সেইরূপ "স্বয়ং ভগবানের প্রোক্ত শাস্ত্রীয় মহামন্ত্র প্রচারিত ও প্রকাশিত থাকা সত্ত্বেও 'মহানাম' প্রভৃতি নাম দিয়া নূতন ছড়া কল্পনা করিলে এবং "শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া কল্পিত ছড়াকে 'মহানাম' প্রভৃতি বলিয়া চালাইলে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তারকব্রহ্ম-নামের গৌণত্বপ্রতিপাদন বা তাঁহাকে পাকে প্রকারে বাতিল করিতে চাহিলে গুর্ব্বব্জ্ঞা এবং নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তিরূপ অপরাধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগুরুদেব হইতেই নাম পাওয়া যায়।

"ভজ নিতাই-গৌর রাধে-শ্যাম" ছড়ার প্রবর্ত্তনকারী কোথা হইতে ঐ ছড়া পাইলেন ? গুরুর মুখ হইতে পাইয়াছেন কি ? এই প্রকার কল্পিত ছড়াকে কোন পূর্ব্ব মহাজন অনুমোদন বা স্বীকার করেন নাই। গৌড়, ব্রজ ও ক্ষেত্রমণ্ডলের একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সম্রাট্ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজ—যাঁহাকে উক্ত নব্য ছড়া-কল্পনাকারিগণ পরমগুরু বলিয়া মুখে স্বীকার করেন,তিনিও এই নব্যকল্পিত ছড়াকে সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও জনতা-সংগ্রহমূলে কল্পিত জানাইয়াছেন। সুতরাং এরূপ নব্যছড়া—যাহা গুরু-বৈষ্ণববর্গের অনুমোদিত নহে, তাহাকে ছলে-বলে 'নাম' বলিতে যাওয়া ভীষণাদপি ভীষণ নামাপরাধ। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ঐরূপ ছড়া গান হইতে নিবৃত্ত হইয়া অনুক্ষণ "হা গৌর" "হা নিতাই" নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবেন, নিরপরাধ হইয়া শ্রীরাধাশ্যামের নাম কীর্ত্তন করিবেন, শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের পদাঙ্কানুসরণে অনুক্ষণ তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবেন। গৌঃ ৭।২৬৯-২৭০।

ধ্যান—অর্চ্চনাদিতে যে ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, তাহা ভূতশুদ্ধি-শিক্ষা ও সামান্য ধ্যানবিধি মাত্র। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ চিত্তৈকাগ্রতা বা স্বাভাবিক ধ্যান অনর্থযুক্তাবস্থায় সম্ভব নহে। ঐরূপ সামান্য ধ্যানও আবার মন্ত্রময় অর্থাৎ কীর্ত্তনের সহিত সংযুক্ত। অনর্থযুক্তাবস্থায় ধ্যান—কল্পনা বা জড়তাময় ; ঐ জড়ভাব বিদূরিত করিবার জন্য মন্ত্রের উচ্চারণ। কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চকের পূজা বা অর্চ্চনচেষ্টা দাগাবুলান ব্যাপার মাত্র। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের অপ্রাকৃত পাদপদ্মে পূজা স্পর্শ করে না। ক্রমমঙ্গল-লাভের জন্য অর্চ্চনকারী অবশ্য অর্চ্চন করিবেন। উন্নতাধিকারে স্বতঃই বুঝিতে পারা যায় যে, কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চকের ধ্যান-চেষ্টাদি বিশুদ্ধচিত্তের ধ্যান বা স্বাভাবিক ধ্যান-স্ফূরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কনিষ্ঠাধিকারীর চেষ্টা—জড়তাময়ী, কেবল প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে অভিনিবেশ ও সকল চেষ্টার মোড় ফিরাইবার জন্য প্রাথমিক পাঠ মাত্র, উহা সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও গুরু-বৈষ্ণবের সেবা প্রভাবেই নির্ম্মলত্ব লাভ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চনকারী বা অনর্থযুক্ত ধ্যানকারীর অধিগম্য বস্তু নহেন, তিনি মুক্তপুরুষগণের অপ্রাকৃত সহজ প্রীতির বিষয়। অর্চ্চনকারীর পূজা বিষ্ণুতত্ত্বের প্রতি উদ্দিষ্ট হয় মাত্র, কিন্তু সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনফলে চিত্ত বিশুদ্ধতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পূজা নির্ম্মলতা লাভ করিলে সেই পূজা অপ্রাকৃত বিষ্ণুপাদপদ্ম স্পর্শ করে। অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে ধ্যানাদি চেষ্টা-দ্বারা অবিশুদ্ধ চিত্তে যে চিত্র বা কল্পনা অঙ্কিত হইবে, তাহা অপ্রাকৃত ভগবন্মূর্ত্তি নহে। ঐরূপ কৃত্রিমত্তায় রুচি জন্মিলে প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ এবং পরিণামে নির্ব্বিশেষবাদের গ্রাহক হইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং সদ্গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধান্ত-শ্রাবণ করিতে করিতে কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চক শ্রীমূর্ত্তি-অর্চ্চন অবশ্য করিবেন এবং চেতনময় মন্ত্রের দ্বারা যথাবিধি শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিবেন ; ক্রমে অর্চ্চন-পর্ব্বের সামান্য ধ্যানাদির তাৎপর্য্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। গৌঃ ৭।২৩-২৪।

গৌর মন্ত্র—শ্রীগৌরনারায়ণ—বিষ্ণুপরতত্ত্ব। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, অবতার-গ্রহণাদি লীলা সকলই নিত্য। সকল বিষ্ণুতত্ত্বেরই নিত্য নাম, নিত্যমন্ত্র, ও তত্তৎমন্ত্রে নিত্য-উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে-চৈতন্যোপনিষদে ও ধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতিতে গৌরমন্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ ও প্রয়োগাদি দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর ভক্তগণ গৌরমন্ত্রের উপাসক ছিলেন—সর্ব্বসম্বাদিনীতে এ বিষয়ের ইঙ্গিত

আছে। ত্রিকালই গৌরমন্ত্র প্রচলিত ছিল, আছে ও থাকিবে। মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বেও শ্রীজয়দেবাদির হৃদয় গৌরমন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বিদ্বৎ প্রতীতির সহিত তাঁহাদের গ্রন্থাদি আলোচনা করলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। মহাপ্রভুর প্রকটকালে শ্রীবাস, হরিদাস, বক্রেশ্বর, নরহরি প্রভৃতি মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের মধ্যে গৌরমন্ত্র প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে শ্রীগোপালগুরু, শ্রীধ্যানচন্দ্র, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি গৌরমন্ত্র বিস্তার করিয়াছেন। এবং পরে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। নাম ও মন্ত্র অভিন্ন, তাহাতে যাহারা ভেদবুদ্ধি করিবে, তাহারা কখনও ভক্তিরাজ্যের পথিক নহেন। নামের সহিত সম্প্রদানাত্মক চতুর্থ্যন্ত বিভক্তি ও 'নমস্'-শব্দ প্রযুক্ত এবং বীজপুরিপুটিত হইয়া মন্ত্র নামেরই স্থায় নিত্যকাল বিরাজিত আছেন। গৌরমন্ত্র অস্বীকার করিলে গৌরনামেরও অনিত্যতা স্বীকৃত হইয়া ভক্তিবিরোধী মত প্রচারিত হয়। যে সকল শ্লোকের দ্বারা গৌরমন্ত্রের প্রচ্ছন্নতা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত নবদ্বীপ প্রমাণ খণ্ডে বহুবহু শাস্ত্রীয় বচন মধ্যে দ্রষ্টব্য।

উপনয়ন সংস্কার—উপনয়ন-সংস্কারাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া দীক্ষা প্রদানের প্রথা আবাহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারতের পারমার্থিক ঐতিহ্য মহাভারতে এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদ পঞ্চরাত্র, ভরদ্বাজ সংহিতা, শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞের মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্য, প্রাচীন বৃশ্চিক-তণ্ডুলীয়ক স্থায়ে প্রচুর প্রমাণ আছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্পষ্টভাবে দীক্ষা-প্রদানের লক্ষণ মধ্যে উপনয়ন-সংস্কারবিধির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন "যথা কাঞ্চনতাং যাতি" শ্লোকের টীকায় স্পষ্টভাবে 'দ্বিজত্ব' অর্থে 'বিপ্রতা' (ক্ষেত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব নহে) বলিয়াছেন, অপরদিকে উপনয়ন-সংস্কারের কথাও স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন। যথা—"দীক্ষায়াং সাবিত্রাদিবিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্র-বিষয়কায়াশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেন যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু ধারণাদীনি তথা তুলসীমালা মুদ্রাদি-ধারণাদীনি তানি ধূর্ত্তং শীলমেষামিতি তথা তে।

যে সকল কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈদিক বাজসনেয় শাখান্তর্গত কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রোক্ত সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করেন না, তাঁহারা একায়ন-স্কন্ধী দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ, কিন্তু নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহাদিগকে অনেক 'অচ্যুত ব্রাহ্মণ' বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া নিরয় গামী হয়; তজ্জন্য শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দ দাসের বংশে, শ্রীনবনী হোড়ের বংশে সাবিত্র ব্রাহ্মণ সংস্কার এবং শৌক্র-বিপ্র-শিষ্য সম্প্রদায়ের আচার্য্য-কার্য্য আবাহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। নরোত্তম বিলাস, রসিকমঙ্গলাদি গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে, নির্ব্বোধ লোকগণ ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীরসিকানন্দ প্রভু প্রমুখ একায়নস্কন্ধী পরমহংসগণের চরণে কিরূপ অপরাধ করিয়াছিল। এখনও নির্ব্বোধ লোকগণ শ্রীল রঘুনাথ দাস, শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের চরণে কিরূপ অপরাধ করিতেছে! জীবকুলকে এই সকল অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া বৈষ্ণবপূজা, আচার্য্য-পূজা শিক্ষা দেওয়া—যাহা মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট, তাহা পূরণ করা আচার্য্যের কার্য্য। সমস্ত আচার্য্য সব কাজ পূর্ণভাবে প্রকাশিত করিয়া যান না, পরবর্ত্তী আচার্য্যের জন্য অবশিষ্ট রাখিয়া যান, ইহাই রীতি। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু—যিনি গৌড়ীয়ের বেদান্তাচার্য্য, তিনি খণ্ডাইৎ কুলে আবির্ভূত হইলেও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাগ্রহণের পর উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ

করিয়াছিলেন। এখনও বহুপ্রাচীন বংশমধ্যে দীক্ষাগ্রহণের পর অন্ততঃ একদিনের জন্য উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত থাকার রীতি বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবশিক্ষার জন্য উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার একায়নস্কন্ধী বা ঐকান্তিকের বিচারে বাহ্যে পরমহংসবেষাশ্রয়ের লীলাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের পরলোকগত পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় ও পরলোকগত আশুতোষ ঘোষ বা প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দীক্ষিত করিয়া উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন। কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামী ঢাকার ডেপুটী চণ্ডীচরণ বসু মহাশয়কে দীক্ষাদানের পর উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণ-বিচারে তাঁহার পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহা দম্ভতাব্যঞ্জক চিহ্নবিশেষ নহে, তাহা ব্রাহ্মণব্রুবতার অনুকরণ বা প্রতিযোগিতা নহে কিম্বা অপারমার্থিক সমাজের পংক্তি-প্রবেশ-লালসা নহে, পরন্তু পারমার্থিকের উপনয়নাদি সংস্কার তৃণাদপি সুনীচতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও স্বরূপজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহাদের বিচার আমি 'গুরুদাস', আমি 'বৈষ্ণবদাস'। গৌঃ ৭।৪২৪-২৬।

লক্ষ্মী পূজা—বৈষ্ণব কখনও কৃষ্ণসেবাসুখ-কামনা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ঐহিক, লৌকিক বা পারত্রিক কল্যাণ কামনা করেন না। কৃষ্ণসেবাসুখ-কামনাই কল্যাণ-কল্পতরুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। ঐহিক-কামনামূলে লক্ষ্মী প্রভৃতি প্রাকৃত ধনাধিষ্ঠাত্রী প্রাকৃতজন-পূজিতা শক্তির আরাধনা ইন্দ্রিয়পরায়ণ অশুদ্ধ শাক্তগণই করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ শুদ্ধ-শাক্ত। তাঁহারা মহালক্ষ্মী বা তদংশভূতা বিষ্ণুস্বরূপ-শক্তি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নিত্য আরাধনা করিয়া থাকেন। সেই আরাধনামূলে ঐহিক কল্যাণ কামনা নাই। প্রাকৃত জন-পূজিতা প্রাকৃত ধনাধিষ্ঠাত্রী বিমুখমোহিনী লক্ষ্মী—যিনি শ্রীনারায়ণের স্বরূপশক্তি শ্রীলক্ষ্মীর ছায়ারূপা কল্পিত প্রতীক, তাঁহার পূজা, বা কল্পিত প্রসাদাদি গ্রহণ করিলে অবৈষ্ণবতা অর্থাৎ বিষ্ণুবিমুখতা বা ভগবৎসেবা প্রবৃত্তির অভাবই বর্দ্ধিত হইবে। 'অর্থ'-শব্দে কৃষ্ণ। তাহাই পরমার্থ শব্দবাচ্য। সেই পরমার্থের সেবাবিমুখ হইলে অনর্থ বর্দ্ধিত হইবে। যাঁহারা অনর্থ বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহারা প্রেয়ঃ প্রাপ্তিকেই কল্যাণ প্রাপ্তি মনে করিয়া প্রাকৃতগণ সমষ্টির বিচারে ধাবিত হন। তাহাদের কর্ণে শ্রেয়কথা বিপরীত বলিয়া মনে হয়। সাত্বতশাস্ত্র (পদ্ম) বলেন—"বৈষ্ণব অপর দেবতাকে অর্চ্চন করিবেন না, প্রণাম, দর্শন, তাঁহাদের কথা গান, নিন্দা ও স্মরণ করিবেন না। অনন্যনিষ্ঠ বৈষ্ণব তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না। চেষ্টা করিয়া অন্য দেবতাভক্তগণের সঙ্গও করিবেন না। দেবগণকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে অবস্থিত কৃষ্ণভৃত্যজ্ঞানে কার্ষ্ণ জানিয়া প্রণতি ও ভগবন্নির্ম্মাল্য দ্বারা সন্তর্পণ করিলেও অপরাধ হইবে না।

শ্রীশালগ্রাম সেবার ব্যবস্থা—ব্রাহ্মণেতর গৃহীবৈষ্ণব প্রভৃতি বাক্য প্রাকৃত সহজিয়াগণের কল্পিত অপরাধময়ী পরিভাষা। সদ্‌গুরুদ্বারা যথাশাস্ত্র দীক্ষিত বৈষ্ণব যে কোন কুলোদ্ভূতই হউন না কেন অবশ্যই শালগ্রাম অর্চ্চন করিবেন এবং ভূতশুদ্ধি অর্থাৎ চিন্ময়বুদ্ধির সহিত ভগবান্‌কে নিত্য পক্বান্ন, পরমান্ন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য যথাশক্তি প্রদান করিয়া তাহা বৈষ্ণব ও অতিথিগণকে বিতরণ করিবেন। চিপিটক বা মালসা ভোগ প্রভৃতি কল্পিত ব্যবস্থা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ কখনই অনুসরণ করিবেন না। তাঁহারা শুদ্ধ তণ্ডুলাদি রন্ধন করিয়া শ্রীশালগ্রামকে নিত্য নিবেদন করিবেন। যথা হরিভক্তি বিলাসে ৫।২২২-২৩—"শালগ্রামশিলা পূজা"

বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চণ্ডালাদি বিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ" ॥ এবং ভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রাম শিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যোভগবতঃ পরৈঃ॥"—যে ব্যক্তি শালগ্রামের প্রসাদ ব্যতীত কিছুমাত্র ভোজন করে, সেই ব্যক্তি চণ্ডালাদি অন্তজজাতিগণের বিষ্ঠামধ্যে কল্পকাল পর্য্যন্ত কৃমি হইয়া অবস্থান করে। শ্রীশালগ্রামকে শোথ-রোগের রোগী বা অবরপ্রাণিরূপে পর্য্যবসিত করিবার ভীষণ অপরাধ শিরে লইয়া যদি শ্রীশালগ্রামকে লবণ ব্যতীত সামগ্রী বা অপক্ব তণ্ডুল, কলা মূলা মাত্র নৈবেদ্যরূপে প্রদান করা হয় এবং নিজে লবণসংযুক্ত মুখ-রোচক দ্রব্য ও পকান্ন গ্রহণ করা যায়, তবে সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠাতাকে কল্পকাল চণ্ডালাদির বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্রাহ্মণব্রুব কর্ম্মজড়গণ ঐরূপ ব্যবস্থা দেন, তাঁহারাও কল্পকাল পর্য্যন্ত চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতির বিষ্ঠার কৃমিত্ব প্রাপ্ত হন।

নাম সংকীর্ত্তন ও হোম—কলিকালে শ্রীনামকীর্ত্তন-যজ্ঞেরই মুখ্যতা এবং সর্ব্বাঙ্গপরিপূর্ণ-কার্য্যতা বিহিত থাকায় বিষ্ণুর নিকট পৃথক্ পূজাঙ্গ ঘৃতাদি হোমের আবশ্যকতা নাই। শ্রীনামকীর্ত্তনমুখেই সর্ব্বাঙ্গ সিদ্ধ হয়। বিষ্ণুমন্ত্রেতর দীক্ষায় দীক্ষিত শৌক্র ব্রাহ্মণেরদ্বারা বিষ্ণুসেবার কোন কার্য্যই হইতে পারে না। এমন কি, বিষ্ণু-মন্ত্রেদীক্ষা গ্রহণের অভিনয়কারী অসদাচারী দেবল, ব্রহ্মণাদিদ্বারা বিষ্ণু-পূজার 'কোনও কার্য্য করিলে গুরুতর সেবাপরাধ হয়। "অপিচাচারতস্তেষামব্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে। বৃত্তিতো দেবতাপূজাদীক্ষা-নৈবেদ্যভক্ষণম্। ইত্যাদিভিরনাচারৈরব্রাহ্মণ্যং সুনির্ণয়ম্॥" আগমপ্রামাণ্য ধৃত সাত্বত বাক্য। "বৃত্তি লইয়া দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্যভোজন—এই সকল আচরণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা প্রতীয়মান হয়।" "দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে। বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণিবর্ষাণিযো দ্বিজঃ। স' বৈ দেবলকোনাম্ সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥" (—আগম প্রামাণ্য)—যে ব্যক্তি দেবসেবায় প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে দেবল নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ, বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত। "এষাংবংশক্রমাদেব দেবার্চ্চাবৃত্তিতো ভবেৎ। তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তিযোগ্যতা (ঐ)॥" যাহারা বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেবপূজা করেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন—এই সকল ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে যোগ্যতা নাই। অতএব এইরূপ নামমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কখনও বিষ্ণুপূজার কোন কার্য্য হইতে পারে না।

ভাগবত শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তির লক্ষণ—"জগতে অধিক দিন থাকিতে হইবে না"—তাঁহার এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। এই বুদ্ধি যাঁহার যতদূর তীব্রা, তিনি ততদূর নিষ্কপট ভাগবত শ্রবণেচ্ছু। মহারাজ-পরীক্ষিৎ এই বাক্যের আদর্শ। বর্ত্তমানে যাঁহারা ভাগবত শ্রবণেচ্ছু বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী বা পরিচিত, তাঁহারা পুণ্যাদি-কামী কর্ম্মীমাত্র, এবং সেইরূপ কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধানকারিগণই 'ভাগবত-বক্তা' প্রভৃতি নামে সমাজে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধানকারী নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতই ভাগবত বক্তার আসন অধিকার যোগ্য। পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীই তাহার আদর্শ। কর্ম্মি-শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে যে দক্ষিণা বা আদানপ্রদানের ব্যবস্থা আছে, তাহার দ্বারা উভয়েই দক্ষিণামার্গ যমদ্বারে দণ্ডিত হইবার জন্য নীত হইয়া থাকেন।

আর জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার সতত উপলব্ধিকারী আত্মমঙ্গলেচ্ছু ভাগবতশ্রোতাও অনুক্ষণ কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুসন্ধানে রত মহাভাগবত-বক্তার মধ্যে যে দক্ষিণা বা আদান প্রদান হইয়া থাকে, তাহা কর্ম্মি-বক্তা-শ্রোতার ন্যায় বনিগ্‌বৃত্তি নহে। প্রকৃত ভাগবত শ্রবণেচ্ছু আত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করেন আর মহাভাগবত বক্তা সেই সর্ব্বস্ব 'সর্ব্ব'-সংজ্ঞক কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি উহা নিজে গ্রহণ করেন না। সেইরূপ দক্ষিণা না দিয়া পুরাণ-শ্রবণেচ্ছু কর্ম্মী পুণ্যাদিরূপ ব্যক্ত ইতরাভিলাষ বা অব্যক্ত অন্যাভিলাষের জন্য যে দক্ষিণাদি প্রদান করিয়া থাকেন এবং ভাগবত বক্তা, যিনি সেই প্রকার ব্যক্ত বা অব্যক্ত ইতরাভিলাষের দ্বারা চালিত হইয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা উভয়েই ভীষণ অপরাধে পতিত হন। "মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্মব্যাখ্যারহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ। প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্ত্তা ভবন্ত্যতন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥"—মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম, শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ এবং সমাধি—এই দশটী অপবর্গের হেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহারা প্রায়ই অজিতেন্দ্রিয় গো-দাসগণের ইন্দ্রিয়ভোগার্থ জীবনোপায় হইয়া থাকে। কথঞ্চিদ্ধনাদিককামনয়া যদি কর্ম্মী বক্তা শ্রোতা বা স্যাত্তদা স বিরজ্যেদেবেত্যাহ-পশুঘ্নাদ্বিনা। (ভাঃ ১০।১।৪ শ্লোকের সারার্থ দর্শিনীটীকা)—ফলভোগাভিলাষীকে 'কর্ম্মী' বলে। যদি সেই কর্ম্মী কথঞ্চিদ্ ধনাদিকামনা-বশতঃ বক্তা বা শ্রোতা হয়, তাহা হইলে সেই শ্রবণকীর্ত্তন হইতে বিরত হইবে। অর্থাৎ ফলভোগী কর্ম্মীর ফলভোগের ব্যাঘাত হইলেই কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন "বিনাপশুঘ্নাৎ" অর্থাৎ পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কে-ই বা হরিকথা শ্রবণে বিরত হইবে ?

মহাপ্রসাদ—অনুগ্রহ মাত্রকেই 'প্রসাদ' বলে। ইতর দেবতাদির উচ্ছিষ্ট হইতে বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টকে স্বতন্ত্র রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টের পরমপাবনত্ব নির্দ্দেশকল্পে বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টের 'মহাপ্রসাদ' সংজ্ঞা। কোনও ইতর দেবতার উচ্ছিষ্ট 'মহাপ্রসাদ' নামে আখ্যাত হইতে পারে না। "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম। ভক্ত-শেষ হইলে 'মহামহাপ্রসাদ' আখ্যান॥ (চৈঃ চঃ)। অখিলদেবতা, অখিল জীবই বিষ্ণুপরতত্ত্ব সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য-পর্য্যায়ে পরিগণিত। এই জন্যই শাস্ত্রে বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা অন্যান্য দেবতা ও পিত্রাদি-গুরুবর্গের পূজার ব্যবস্থা আছে। কৃষ্ণনৈবেদ্য কৃষ্ণদাস দেবান্তরে নিবেদিত হইলে তাহা 'মহামহাপ্রসাদ' নামে আখ্যাত হয়। স্বতন্ত্রভাবে যে ইতরদেবের উচ্ছিষ্ট, তাহা গ্রহণ করিলে, 'চান্দ্রায়ণ'—প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেবের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ। তাহা সকলেরই চিন্ময়-বুদ্ধিতে অবশ্যই সেব্য, ভোগ্য নহে।

হেলায় শ্রদ্ধায় ও নিষ্ঠায় নাম গ্রহণ—অপরাধই রক্ষা করিব—এইরূপ কপটতার সহিত কোটিজন্ম নামগ্রহণের অভিনয়েও কখনও অপরাধমুক্ত শ্রীনামের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। উহা নামাপরাধ। অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভু—স্বয়ং কৃষ্ণবস্তু। তিনি কখনও জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। অপ্রাকৃত শ্রীনাম-প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ যিনি করিতে প্রস্তুত হন অর্থাৎ সেবোন্মুখ হন, তাঁহার জিহ্বাগ্রেই শ্রীনামপ্রভু নৃত্য করেন। 'সকামভাবে অন্যাভিলাষ-পিপাসায় ভৃত্যগিরি করাইবার জন্য

নাম গ্রহণ' তাহা 'নামাপরাধ' মাত্র। নামাপরাধের ফল—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা অধর্ম্ম,অনর্থ ওকামের অতৃপ্তি। যাহারা ধর্ম্মার্থ-কামকেই পুরুষার্থ বিবেচনা করেন, সেইরূপ বিদ্ধ-সম্প্রদায় তাহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির সাধক জানিয়া নামাপরাধকেই 'নাম' বলিয়া মনে করেন। মনোধর্ম্মিগণের সেইরূপ 'মনে করা' ব্যাপার 'নাম'-নহে। এই 'নামাপরাধ' ও 'নামে' বিবর্ত্তবুদ্ধি—হৈতুক, অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ।

'নিষ্ঠা' শব্দে—সুদৃঢ় বিশ্বাস মূলে নৈরন্তর্য্য। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রীনামই—শ্রীনামী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনাম সাধনেই 'সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'; 'শ্রীনাম' ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-যজ্ঞাদি বা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধনের অপেক্ষা করে না—এরূপ সেবোন্মুখী পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধির সহিত নিরন্তর শ্রীনামতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিলে আমাদের মঙ্গল লাভ হইবে। আর 'যেন তেন প্রকারেণ' বাক্যের ছল প্রদর্শন করিয়া নামাপরাধেই পরিনিষ্ঠিত থাকিব—এরূপ কপটতা থাকিলে কখনই 'নাম' হইবে না। 'হেলায় নাম গ্রহণ'—নামাভাস। মতলব করিয়া বা কপটতা করিয়া কিম্বা 'হেলায় নাম গ্রহণেও মঙ্গল হয়'—এই শাস্ত্র-বাক্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া যদি নামের প্রতি কেবল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেলাই প্রদর্শন করিতে থাকি, তাহা হইলে 'নামবলে পাপবুদ্ধি'রূপ অপরাধ আসিয়া নামাভাস হইতেও পাতিত এবং নামাপরাধে লিপ্ত করাইয়া দিবে। 'হেলায় নামগ্রহণে মঙ্গল হয়'—এই বাস্তব আকস্মিক প্রথা উল্লেখ করিয়া জীবের শ্রীনামের প্রতি রুচি উৎপাদন এবং শ্রীনামসাধনের সর্ব্বোত্তমত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। আকস্মিক প্রথাকে কপটতাময় অবৈধ সুযোগের মধ্যে আনয়ন করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের অধীন করিতে গেলে তাহা শ্রীনাম-প্রভুর উপর 'পাটোয়ারী বুদ্ধি' প্রয়োগ করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"মরা মরা" উচ্চারণ করিতে করিতে বাল্মীকির মুখে 'রাম' নামের স্ফুরণ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী কোন কোন ভাষা-রামায়ণকারের রচিত আধুনিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহা মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত প্রাচীন মূল সংস্কৃত রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাষারামায়ণকারগণ অনেকপ্রকার কিংবদন্তী এবং গল্প আহরণ ও সৃষ্টি করিয়া অতত্ত্বজ্ঞ সাধারণের মধ্যে ঐ সকল প্রেয়োবিচারানুকূল গল্পের প্রতি রুচি বর্দ্ধন করাইয়াছেন এবং উহা প্রবাদের মত, কোথায় বা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত পরিণত হইয়াছে। 'মরা' শব্দটী সংস্কৃত 'মৃ'-ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও উহা প্রকৃত সংস্কৃত শব্দ নহে। 'মরা' শব্দটী পূর্ব্ববঙ্গেই প্রচলিত। কলিকাতা অঞ্চলে 'মড়া' শব্দ প্রচলিত, তাহাও সংস্কৃত শব্দ নহে। বাল্মীকি যদি পূর্ব্ববঙ্গবাসী আধুনিক বাঙ্গালী হন এবং যে সময় বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টিও হয় নাই, সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালায় কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাল্মীকির পক্ষে 'মরা' শব্দটী উচ্চারণ করা কতকটা সম্ভবপর হয়। কিন্তু বাল্মীকি পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী বাঙ্গালী ছিলেন—এরূপ সত্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে কবি কৃত্তিবাস ফুলিয়া গ্রামবাসী বাঙ্গালী ছিলেন এবং 'মরা' শব্দটীও তাঁহার ভাষায় প্রচলিত ছিল। 'মরা' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে 'রাম' নাম স্ফূর্ত্তির আধুনিক প্রসিদ্ধ উদাহরণটী নামতত্ত্ববিৎ আচার্য্যগণ কিন্তু কেহই উদ্ধার করেন নাই, বরং তাঁহারা 'হারাম' শব্দের উচ্চারণে স্থলবিশেষে নামাভাসের উদাহরণ, অজামিলের 'নারায়ণ' নাম-উচ্চারণে সাঙ্কেত্য নামাভাস প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

তত্ত্ব-ব্যবধান ত' দূরের কথা, বর্ণ-ব্যবধান থাকিলেও নাম-ফলের প্রতিবন্ধক হয়। 'মরা' শব্দে ব্যবধান রহিয়াছে ; কিন্তু 'হারাম' শব্দে সেরূপ নাই। নামাচার্য্যঠাকুর হরিদাস প্রভু বলিয়াছেন—'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত। প্রেমবাচী 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত॥ নামের অক্ষর সবের এই ত' স্বভাব। ব্যবহিত নৈলে না ছাড়ে আপন-প্রভাব॥" "নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয় ত্যেব সত্যম্॥ তচ্চেদ্দেহদ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥—ব্যবহিত রহিত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণাত্মক নাম নিশ্চয়ই নামগ্রহণকারীকে উদ্ধার করেন। যেমন শুদ্ধ উচ্চারণে কেহ 'কৃষ্ণ' বা অশুদ্ধ উচ্চারণে কেহ 'কেষ্ট', 'কিষ্ট', 'ক্রুষ্ণ', 'কিষণ', 'কানাই' 'কহ্নাই', 'কণহো', 'কানু' 'কান' যাহাই উচ্চারণ করুন না কেন, ইহাদের মধ্যে বর্ণ-ব্যবধান না থাকায় নামগ্রহণের ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু কেহ যদি 'ষ্ণকৃ', 'ষ্টকে', কিম্বা 'কুরাঙ্কম,' 'ইনাকা', 'নাইকা', 'নাক' প্রভৃতি উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও বর্ণ-ব্যবধান হওয়ায় নাম-ফলের প্রতিবন্ধক হইবে। 'হা রাম' শব্দ উচ্চারণে সেই প্রকার প্রতিবন্ধক নাই। 'মরা মরা' উচ্চারণ করিতে করিতে 'রাম' নামের ফল পাওয়া যাইবে না, তবে জিহ্বার জড়তা অপগত হইলে তখন সাঙ্কেত্যের সহিত 'রাম' নাম জিহ্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া পড়িবে, তখন 'নামাভাস' সম্ভব। বাল্মীকির সম্বন্ধে কিংবদন্তীমূলক উদাহরণ গ্রহণ করিলেও যখন বাল্মীকির বর্ণ-ব্যবধান-রহিত 'রাম' নাম জিহ্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই নামের দ্বারা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে সঙ্কেত করিয়াছিল, তখনই বাল্মীকির নামাভাস হওয়া সম্ভব ; নতুবা 'মরা' শব্দ 'রাম' নামের জনক—এরূপ বিচার প্রাকৃত-সহজিয়া-মতপুষ্ট ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয়তঃ বাল্মীকি দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড প্রভৃতি ব্যবধানের সহিতও 'রাম' নাম গ্রহণ করেন নাই। তিনি পরম নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া এবং জগতের সকল বিচার পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে নিরন্তর সেবোন্মুখ-জিহ্বায় 'রাম' নাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুতরাং বাল্মীকি-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া যদি কেহ ভোগবুদ্ধি সহকারে নামগ্রহণের কপটতা করেন অর্থাৎ নামাপরাধ করিতে করিতেই নাম উদিত হয়—এরূপ প্রাকৃত-সাহজিক বিচারে ধাবিত হন, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুও। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" 'প্রতিজ্ঞানুসারে ঐরূপ কপট বঞ্চনাকামী ব্যক্তির সহিত কপটতাই করিবেন অর্থাৎ 'নামাপরাধ'কেই 'নাম' বলিয়া ধারণা করাইয়া অপরাধীকে বিবর্ত্তবুদ্ধিতে পরিচালিত করিবেন, কিম্বা নামাপরাধীকে ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ প্রাকৃত ফল বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামের অতৃপ্তিরূপ প্রাকৃত ফলের দ্বারা প্রতারিত করিবেন। গৌঃ ৮।৭৬৩-৭৭৪।

শ্রীকৃষ্ণের রথ, রাস ও ঝুলনাদির ন্যায় শ্রীগৌরহরির উক্ত যাত্রাদির অনুষ্ঠান—শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগময় বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ। বিপ্রলম্ভময়-বিগ্রহ গৌরসুন্দরের সম্ভোগময়ী লীলাই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা। সেই লীলাকে সিদ্ধান্তবিৎ রসজ্ঞগণ গৌরলীলা বলেন না, আবার সম্ভোগময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভময়ী-লীলাই গৌর-লীলা ' তাহাকেও রসজ্ঞগণ কৃষ্ণলীলা বলেন না অর্থাৎ নিত্য-গৌর-লীলার ও নিত্য-কৃষ্ণ-লীলার যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, রসজ্ঞগণ কখনই তাহাতে

বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়া লীলাকে অনিত্য বা মায়িক ব্যাপারবিশেষে পর্য্যবসিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি ও অপরাধ পোষণ করেন না। সম্ভোগময়ী শ্রীকৃষ্ণলীলার যে নিত্য-বৈশিষ্ট্য, তাহা কৃষ্ণলীলা-তরঙ্গে নিত্য প্রকাশিত, আবার বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলার যে নিত্য বৈশিষ্ট্য, তাহাও গৌর-লীলামৃত-সিন্ধুতে নিত্য উদ্বেলিত। রসজ্ঞগণ এই দুই লীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্য-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। সিদ্ধগণের জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলার উপযোগিতা এবং সাধকগণের অধিকারে গৌরলীলার অধিকতর উপযোগিতা বা ঔদার্য্য। সিদ্ধ ও সাধকের অধিকারে বিপর্য্যয়, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ রসের বিপর্য্যয় অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মপরায়ণ বৈষ্ণবগণ কখনও সহ্য করিতে পারেন না। অতত্ত্বজ্ঞ, ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ প্রতিষ্ঠাকামী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে ঐরূপ সাধক ও সিদ্ধের অধিকারে বিপর্য্যয় এবং লীলা-বৈশিষ্ট্যের বিপর্য্যয় প্রভৃতি লক্ষিত হয়। সুতরাং উভয় লীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-মহাজন ও শাস্ত্রানুমোদিত সিদ্ধান্ত আলোচনা করিতে হইবে।

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা-লীলায় বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের যে লীলাবৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, শ্রীগৌরসুন্দরকে রথে চড়াইলে সেই লীলাবৈশিষ্ট্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। সম্ভোগ বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুলবাসিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া পৌরলীলায় মত্ত হইয়াছিলেন। পরে কুরুক্ষেত্রে ব্রজ-ললনাগণের সঙ্গ লাভ করেন। (চৈঃ চঃ মঃ ১৩ পঃ)। সম্ভোগবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীজগন্নাথকে রাধাভাবসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ঐশ্বর্য্যলীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্য্যলীলাভূমি সুন্দরাচল গুণ্ডিচার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে যাইবার সময় সম্ভোগবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এবং গোপীগণের ভাবে বিভাবিত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের সহিত নানা প্রকার প্রেমাভিনয় হইতেছে ;—"এই মত গৌর-শ্যামে, দোঁহে ঠেলাঠেলি। স্বরথে শ্যামেরে রাখে, গৌর মহাবলী"। শ্রীগৌরসুন্দরকে রথে চড়াইলে আর সেই লীলা-বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌরসুন্দরকে রথে চড়াইয়া "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকে বা "সেই ত' পরাণ নাথ পাইনু। যাঁহা লাগি' মদন দহনেঝুরি গেনু॥" প্রভৃতি উক্তি করিতে গেলে ভয়ানক সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ উপস্থিত হয়। স্বরূপ-পরানুগ-বিরোধী অশাস্ত্রীয় গৌরনাগরীমতবাদের পূতিগন্ধ উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও গৌর-লীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্য বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। এইজন্য রূপানুগ শুদ্ধ-গৌরভক্তগণ কখনও লীলা-বিপর্য্যয় করিয়া মহাপ্রভুর রথযাত্রা করিতে ধাবিত হন না। তাঁহারা গৌরসুন্দরের সম্ভোগময়ী কৃষ্ণলীলার, নিত্য-বৈশিষ্ট্য এবং গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরস পরিপোষণের জন্য রথযাত্রাকালে গৌরলীলানুসরণে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা-উৎসব করিয়া থাকেন।

রাসযাত্রা-সম্বন্ধেও ঐরূপই বিচার বুঝিতে হইবে। রাসযাত্রা—সম্ভোগময়ী-লীলা। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী'তে এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনীতে রাসলক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—"নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোঽন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥" "নৃত্য-গীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া।" বিপ্রলম্ভময় গৌরসুন্দরের সহিত এইরূপ রাসক্রীড়া কখনই সিদ্ধান্ত-সম্মত ও রসপুষ্ট হইতে পারে না। ঐরূপ

অবৈধ-চেষ্টায় গৌরনাগরীবাদের পূতিগন্ধ উপস্থিত হয়। তবে কোথাও কোথাও মহাজনানুমোদিত প্রাচীন পদও দৃষ্ট হয়। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ মহাপ্রভুর এই রাস-রস-প্রকাশে কোন প্রকার সম্ভোগলীলাগত ব্যভিচার নাই। অভিন্নবৃন্দাবন নবদ্বীপে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর খোল-করতালের সহিত পার্ষদ-বেষ্টিত হইয়া যে মহাসঙ্কীর্ত্তন-রস প্রকাশ করেন, তাহাই গৌরলীলার রাস। এইজন্য শ্রীমায়াপুর শ্রীবাসঅঙ্গন—যেখানে প্রতি রজনীতে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের মহাসঙ্কীর্ত্তন-লীলা হইত—যেখানে শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী প্রভৃতি কোন ইতর চিত্তবৃত্তিবিশিষ্টা স্ত্রীর প্রবেশাধিকার ছিল না; সেই স্থানই গৌরলীলার মহাসঙ্কীর্ত্তনস্থলী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে গৌর-সুন্দর "সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে। শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥ অতএব যত মহামহিম সকলে। 'গৌরাঙ্গনাগর' হেন স্তব নাহি বলে॥"—সেই গৌরসুন্দরে কখনও সম্ভোগময়ী রাস-লীলা কল্পিত হইতে পারে না। ভক্তগোষ্ঠীর সহিত মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে মহাসঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যই গৌরলীলার রাস—ইহাই প্রাচীন মহাজনগণের সিদ্ধান্ত সম্মত।

ঝুলনযাত্রা বা হিন্দোলক্রীড়া—একটী সম্ভোগময়ী লীলা। সম্ভোগময়বিগ্রহ রাধাকান্ত কৃষ্ণেই এই লীলার পূর্ণ সমন্বয়। রাধা ও কৃষ্ণকে হিন্দোলে আরোহণ করাইয়া ব্রজদেবীগণ রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। মুক্ত চিত্তবৃত্তিতেই এইরূপ হিন্দোল-ক্রীড়ার উপযোগিতা আছে। অনর্থযুক্ত জীব এই সকল লীলার অনুসরণ করিতে গেলে প্রাকৃত-সহজিয়া-শ্রেণীতে গণ্য হইবেন। গৌরলীলায় অনর্থযুক্ত সাধকগণের অধিকতর উপযোগিতা। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরে ঐরূপ সম্ভোগলীলা সমন্বিত হইতে পারে না, ইহাতে রসাভাস-দোষ উপস্থিত হইবে। বিষয় ও মূল আশ্রয়-বিগ্রহকে তদনুগ আশ্রিতগণ হিন্দোল-লীলায় সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। গৌরসুন্দরের লীলাবৈশিষ্ট্যে ও চিত্ত-বৃত্তিতে সেইরূপ সম্ভোগ-চেষ্টার উপদেশ নাই। কাজেই সম্ভোগময়ী হিন্দোল-লীলা—যাহা শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় সম্ভব, তাহা গৌরলীলায় আরোপিত হইতে পারে না। তবে যে কোথাও কোথাও প্রাচীন পদাবলীতে (গৌরনাগরী মতবাদ দুষ্ট কল্পিত ছড়ায় নহে) গৌরগদাধরের ঝুলনের কথা পাওয়া যায়, তাহা সম্ভোগময়ী হিন্দোল-ক্রীড়া নহে। সেস্থানে গৌরশক্তিগণ পূর্ব্বঝুলনলীলার ভাবে বিভাবিত হইয়া গৌর-গদাধরের বিপ্রলম্ভরসের পরিপুষ্টি করিয়া থাকেন। সেই স্থানে সকলেরই কৃষ্ণলীলার উদয় হয়। গৌরকে 'নাগর' বা সম্ভোগবিগ্রহ সাজাইবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। যেখানে গৌরকে নাগর সাজাইয়া এবং আপনাদিগকে নাগরী কল্পনা করিয়া সম্ভোগময়ী হিন্দোল-ক্রীড়া, রাসক্রীড়া প্রভৃতি অবৈধ চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তাহা লীলা-বিপর্য্যয় করিবার অপরাধময়ী ও অনর্থময়ী প্রচেষ্টা মাত্র। গৌঃ ৯।১৩-১৩।

প্রতিমা বৈগুণ্যে কর্ত্তব্য—যদি কোন সময়ে কোন প্রকারে প্রতিমায় কিছু বৈগুণ্য-লক্ষণ প্রতীত হয়, তাহা হইলে হরিভক্তিবিলাস ১৯ বিলাসের বিধানমত কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে—"শৈলী, দারুময়ী, মৃণ্ময়ী, ধাতুময়ী বা রত্নময়ী প্রতিমা অতি জীর্ণ বা বিকলাঙ্গ হইলে গুরুদেব তৎপরিবর্ত্তে নব-প্রকাশিত প্রতিমা স্থাপন করিবেন। পঞ্চরাত্রদেশিক সাত্বত-শাস্ত্রোক্ত সংহার-বিধানে প্রতিমাতে তত্ত্ব-সমূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক নারসিংহমন্ত্রে সহস্র হোম করিয়া প্রতিমা উত্তোলন করিবেন। বৃষ নিয়োজন

পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠের সহিত প্রতিমাকে উত্তোলিত করিয়া দারুময়ী হইলে বহ্নিতে, শৈলী হইলে সলিলগর্ভে, ধাতুময়ী বা রত্নময়ী হইলে সাগরে কিম্বা কোন অগাধ সলিলমধ্যে অথবা মহাবনে নিক্ষেপ করিবেন। প্রতিমা নিক্ষেপকালে পাঞ্চরাত্রিক গুরুদেব জীর্ণ প্রতিমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া যানে স্থাপন পূর্ব্বক শঙ্খ-দুন্দুভি-নিনাদ ও গীত-বাদ্যাদির সহিত গঙ্গাগর্ভে বা মহাসাগরের অগাধ সলিলে স্থাপন করিবেন এবং তৎকালে বিষ্বক্‌সেনাত্মক বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। পিণ্ডিকার নিম্নে পূর্ব্ব-স্থাপিত রত্নসমূহ গ্রহণ করিয়া দ্বিজগণকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন। এইরূপে জীর্ণোদ্ধার হইলে বিষ্ণুর তুষ্টির জন্য শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণকে স্বুবর্ণ-বস্ত্রাদি অলঙ্কৃত দশটী বা পাঁচটী ধেনুদান পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া অকাতরে সকলকেই মহাপ্রাসাদান্ন বিতরণ করিবেন। এইরূপে তিনদিন, পাঁচদিন বা সপ্তাহকাল উৎসব-সম্পাদন এবং যথাশাস্ত্র-বিধানে পূজোপকরণ প্রদান করিতে হইবে। সম্পদ্ বা বিপদ্ কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব পিণ্ডিকা পরিত্যাগ করিয়া তদ্দিবসেই অপর পিণ্ডিকা প্রবেশ করাইবেন। জীর্ণ প্রতিমা উদ্ধৃত করিয়া সলিলাদি যথাবিহিত স্থানে স্থাপনের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে নবপ্রকাশিত প্রতিমা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তৃতীয় দিবস অতিক্রম করিলে বিহিত বিধানে স্থাপিত হইলেও দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে। লেপ্যাদি প্রতিমাও এই বিধানে বিসর্জ্জন এবং তৎস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রমাণ ও আকৃতি-বিশিষ্টা দ্বিতীয়া প্রতিমা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রমাদনিবন্ধন এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিমা হৃত বা খণ্ডিত হইলে সবীজ নৃসিংহমন্ত্র একলক্ষ গুহ্য-মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। দুর্দ্দৈব-বশতঃ ভূতলে বা যে কোন স্থানেই হউক, যদি প্রতিমা নিপতিত হন, তাহা হইলে গুরু-পূজা ও বৈষ্ণব-পূজা দ্বারা অপরাধ ক্ষালন করা কর্ত্তব্য।

শৈলী বা দারুময়ী কিম্বা যে কোন প্রতিমা খণ্ডিত, স্ফুটিত, জীর্ণ, বিকলাঙ্গ, অগ্নিদগ্ধ বা ভগ্ন প্রতীত হইলে সেই প্রতিমা উত্তোলন পূর্ব্বক তৎস্থানে তৎপরিমিত আকৃতি ও স্বরূপ বিশিষ্ট প্রতিমাই পুনরায় স্থাপন করিতে হইবে। জীবের অত্যন্ত অপরাধ ও দুর্দ্দৈব-বশতঃই অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রতিমায় বৈগুণ্য ও খণ্ডিতাদি-লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অর্চ্চনকারীর সেবাপরাধ-নিবন্ধন নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সময়ে অর্চ্চনকারী সুধী ব্যক্তি সদ্‌গুরু ও বৈষ্ণবের নিকট প্রতিমার অপ্রাকৃতত্ব শ্রবণ করিবেন। বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা বা দারুবুদ্ধি থাকিলে কিম্বা মায়াবাদী ও স্মার্ত্তগণের ন্যায় দেহ-দেহীগত ভেদ-বিচার ও অক্ষজজ্ঞান-প্রতারিত নানাপ্রকার অপরাধময় বিচার থাকিলে তাহার কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রাকৃত বস্তু নহেন। অপরাধযুক্ত জীব অক্ষজনেত্রে বিষ্ণু-বিগ্রহে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিয়া নানাপ্রকার অসুবিধায় পতিত হয়। উক্ত বিচারগুলি দীক্ষিত অর্চ্চনকারীর সাবহিতচিত্তে শ্রোতব্য। অদীক্ষিত বা প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি অর্চ্চা সম্বন্ধে প্রাকৃত বুদ্ধিতে আলোচনা করিলে নাস্তিক বা পৌত্তলিক হইয়া পড়িবেন। সাধু সাবধান।

উক্ত ব্যবস্থা কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্তের অধিকারের বিচারানুকূলে। প্রাকৃত ভক্ত—শুদ্ধভক্ত নহেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা—লৌকিকী বা শাস্ত্রশাসনজনিত অস্থির শ্রদ্ধাভাস মাত্র। প্রাকৃত ভক্তের শ্রীবিগ্রহে ব্রজেন্দ্রনন্দন-বুদ্ধি, দেহ-দেহি-ভেদরহিত বুদ্ধি, সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি নাই। কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের বাস্তব-দর্শনে—"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"। যাঁহারা অর্চ্চাতে লৌকিক পূজ্য-বুদ্ধিমাত্র

করেন, কিন্তু বৈষ্ণবে অর্চ্চা-বুদ্ধি করিতে পারেন না, সেই সকল প্রাকৃত-ভক্তের জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে-সকল উপদেশ লিখিত আছে এবং একান্ত পরমার্থিগণের জন্য শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তন-বাণী হইতে বাস্তব ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণের যে ইঙ্গিত আছে, পরমার্থী ব্যক্তি এই উভয়ের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে কুণ্ঠিত হইলে প্রকৃত বৈষ্ণব-পর্য্যায়ে পরমার্থী শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে পরমার্থ প্রয়োজনানুকূল সিদ্ধান্তই শ্রবণ করিবেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপসংহারে আছে—"এই হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য যে কোন বিষয়ের বিশেষত্ব জানিবার আবশ্যকতা হইবে, তাহা শাস্ত্র, বিশেষতঃ গুরুদেবের মুখ হইতেই জানিতে হইবে। শাস্ত্র-দর্শিত অন্যান্য বহু সদাচার আছে—যাহা অধুনা গ্রাহকের অভাবে এই হরিভক্তিবিলাসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। উক্ত বাক্য হইতে জানা যায়—সাধারণ কর্ম্মি-সম্প্রদায়কে ক্রমশঃ কৃষ্ণকর্ম্মার্পণের সোপানে আনয়ন করিবার জন্য যে-সকল বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সাধারণ বিধি মাত্র, বিশেষ বিধি কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতেই শ্রবণ করিতে এবং তাঁহার নিকট হইতেই উহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম মহাভাগবত বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় না করায় তাঁহারা গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থ পড়িয়াও গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাৎপর্য্য এবং কর্ম্মী ও একান্ত পরমার্থীর সদাচারের বৈশিষ্ট্য-সমূহ ধারণা করিতে পারেন না। কর্ম্মাধিকারের বিচারের অনুকূল ব্যবস্থাগুলিতে তাঁহারা অত্যাগ্রহ প্রকাশ করায় "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে" এই ভাগবতীয় শ্লোকের বিচারাধীন হন।

কর্ম্মী বা প্রাকৃত ভক্তের শ্রীঅর্চ্চাবতারে নিত্য অর্চ্চ্য-বুদ্ধির অভাব থাকিলে তাহাতে যে বিচার উপস্থিত হয়, সেই বিচারের অধিকারের অনুকূলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস অক্ষজজ্ঞান-প্রতারিতনেত্রে খণ্ডিত, স্ফুটিত প্রতীয়মান শ্রীবিগ্রহের সংস্কারাদি-সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্যবস্থা মধ্যম ভাগবত অথবা যাঁহাদের শ্রীঅর্চ্চাবতারে নিত্য-অর্চ্চ্যবুদ্ধি, দেহ-দেহি ভেদরহিত-বুদ্ধি, অপ্রাকৃত-অপরিচ্ছিন্ন-বুদ্ধি, ধাতু, দারু, মৃন্ময়, পাষাণাদি প্রাকৃত বিচার-রহিত পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে অথবা যাহারা শ্রীগুরুমুখে সেই বিচার শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিত্যঅর্চ্চ্য শ্রীবিগ্রহকে অনিত্য-অর্চ্চ্যরূপে দর্শন করিতে পারেন না। অর্চ্চাবতার শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা খণ্ডিত হস্ত পদ-বিচারে কখনই পরিত্যক্ত হন নাই। তাঁহারা নিত্য-অর্চ্চ্যরূপেই পূজিত হইতেছেন।

শ্রীপাট খেতুরী শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মাত্রেরই গুরুপীঠ এবং ঐ শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর দ্বারা অভিষিক্ত এবং শ্রীভক্তিরত্নাকরে প্রকাশিত লেখনী অনুসারে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী, বীরভদ্র প্রভু এবং বহু বহু গৌর-নিত্যানন্দানুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবের দ্বারা গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তন ও সেবামুখে সংস্থাপিত। সেই শ্রীবিগ্রহ স্মার্ত্তের বিচারানুসারে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নাকি অক্ষজ বিচারে 'ভগ্ন' বিচার করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়া ঐস্থানে নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। ইহা যে কত শুদ্ধবৈষ্ণবশাস্ত্রবিরোধী, ভাগবত-বিরোধী, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিরোধি-কার্য্য তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে কি? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যে ব্যক্তি সাধু ও বৈষ্ণবগণের চিন্ময় অনুভূতি পরিত্যাগ করিয়া অচিজ্জড়বিষয়ে আসক্তিক্রমে বাত-পিত্ত-

কফ-বিশিষ্ট নিজ বিপ্রাদি চর্ম্মময়কোষে 'আমি' বুদ্ধি করে, প্রাজাপত্যাদি দশপ্রকারে পরিণীতা পত্নী প্রভৃতিকে 'আমার পত্নী' এরূপ ধারণা করে, পার্থিব জড়বস্তুতে দেবতা-বুদ্ধি এবং জলে তীর্থবুদ্ধি বা পবিত্র-বুদ্ধি করে এবং যাহার বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে যাথার্থ্য-বুদ্ধির অভাব, তাহাকে গোতৃণবাহিগর্দ্দভ বা গোগর্দ্দভ বলিয়া জানিবে।

নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ কল্পিত-মূর্ত্তি গড়িয়া উহার মধ্যে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান কল্পনা করেন এবং ঐ কল্পিত-বিগ্রহ ও ব্রহ্মবস্তু মধ্যে ভেদ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির দেহ-দেহিভেদ মনে করিয়া থাকেন। তাই তাঁহার কল্পনার দ্বারা প্রতীক গড়িয়া উহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কাঠ পাথররূপ জড়বস্তুতে চেতন-বস্তুর আবাহন করেন এবং কিছুকাল পরে উহার দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইয়া ঐ কল্পিত মূর্ত্তিকে জড়বস্তু জানিয়া উহার বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারে বদ্ধজীবের যেরূপ দেহ ও দেহীতে ভেদ অর্থাৎ স্থূল-লিঙ্গ-দেহ ও আত্মায় ভেদ, ভগবন্মূর্ত্তিতেও সেইরূপ ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্ব-গুণের বিকার॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৬)। শ্রীগৌড়ীয়গণের মালিক গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু বলেন,—"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।** পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়। তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর প্রাকৃত-কায়। ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ। স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥" (চৈঃ চঃ)। "দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং-নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥" (লঘু ভাগবতামৃত-ধৃত কৌর্ম্ম-বচন)।" "নাতঃ-পরং পরম-যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দ-মাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ। পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥ তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায় ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্। তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেমতুভ্যং যোঽনাদৃতো নরকভাগ ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥" (ভাঃ ৩।৯।৩-৪)। ভগবানের এই আনন্দ-মাত্র, অবিকল্প, মায়াতীত শ্রীবিগ্রহ হইতে শ্রেষ্ঠস্বরূপ আর নাই। হে ভুবনমঙ্গল, আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের উপাসনার যোগ্য এই স্বরূপ—যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে, সেই ভগবৎস্বরূপকে আমি নমস্কার ও পরিচর্য্যা করি। অসৎপ্রসঙ্গ-দূষিত নরকভাগ্ ব্যক্তিগণ এই নিত্য-মূর্ত্তির আদর করে না।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্। (গীঃ ৯।১১) তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥" (গীঃ ১৬।৯)। —মূঢ়লোক আমার নিত্য-চিন্ময়-দেহকে মায়াশ্রিত মনুষ্যজ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করে। কেন না, তাহারা সর্ব্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সর্ব্বোত্তম চিন্ময় স্বভাবকে জানে না।' 'আমার শ্রীমূর্ত্তি-বিদ্বেষী ক্রূর-নরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরী যোনিতে আমি মুহুর্মুহুঃ ক্ষেপন করি। "চিদানন্দ-কৃষ্ণ-বিগ্রহে 'মায়িক' করি মানি।—এই বড় 'পাপ',—সত্য চৈতন্যের বাণী॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৩৫)।

অক্ষজনেত্রে শ্রীবিগ্রহকে ভগ্ন (?) ধারণা করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহকে জলে বিসর্জ্জন দেওয়া কি উপরিউক্ত শাস্ত্র ও মহাজনগণের বিচারের প্রতিকূলাচরণ নহে? "ভূমিকম্পে ছাদের ইষ্টকাদি নিপতিত হইয়া প্রস্তরময়মূর্ত্তি-সহ অঙ্গচ্যুত হইয়া রহিয়াছেন" সুতরাং উঁহাদিগকে অযোগ্য-বোধে 'পরিবর্ত্তন' বা 'জলে ভাসাইয়া দেওয়া' কি অবৈষ্ণবোচিত ভাষা ও চিদাবরণ চেষ্টা নহে? কুপুত্র যেরূপ জরাজীর্ণ পিতা-মাতাকে তাহার ভোগ-প্রদানে অযোগ্য মনে করিয়া উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে বা ব্যভিচারিণী

স্ত্রী যেরূপ স্বীয় পতিকে জরাগ্রস্ত, সুতরাং তাহার ভোগ-প্রদানে অসমর্থ মনে করিয়া উঁহাকে পরিবর্ত্তন করিয়া অপর নবীন পুরুষের নিকট কাম ভিক্ষা করে, তদ্রূপ অক্ষজনেত্রে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত ছয় বিগ্রহকে আমাদের ভোগোন্মুখ-নেত্রের নেত্রোৎসববিধানে বা ভোগ-প্রদানে অযোগ্য মনে করিয়া উঁহাদিগকে বিসর্জ্জন দেওয়া কি তদ্রূপ আচরণ নহে ?

যদি স্বপ্রকাশ-সূর্য্যের দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইয়া একখণ্ড মেঘ লোকলোচন আবৃত করে, তাহা হইলে কি বুদ্ধিমান লোক সূর্য্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, মনে করেন ? তদ্রূপ জীবের অক্ষজনেত্রে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ছয় বিগ্রহকে ভগ্ন বা অঙ্গবিহীন বলিয়া দর্শন করিলেও উঁহাদিগকে 'পরিবর্ত্তন' না করিয়া ঐ সকল শ্রীবিগ্রহকে ধাতুর দ্বারা রক্ষা করিয়া শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ সম্পাদন করাই বিধি। অঙ্গবিহীন শ্রীবিগ্রহপূজা না করিয়া সাঙ্গ-শ্রীবিগ্রহই অর্চ্চন করা শাস্ত্রাদেশ। কিন্তু শ্রীবিগ্রহকে অযোগ্য-জ্ঞানে পরিত্যাগ করা বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুমোদিত বিচার নহে। নূতন বিগ্রহ স্থাপন করিলেও পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের যথারীতি অর্চ্চনই শাস্ত্র-বিধি। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের ধাতুময় কলেবর দ্বারা অঙ্গসৌষ্ঠব বিধান করিলে একাধারে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ রক্ষিত হইবেন এবং যাঁহাদের অক্ষজনেত্রে শ্রীবিগ্রহ অঙ্গহীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও অক্ষজবিচার সেই অংশে প্রশমিত হইয়া মায়িক কুজ্ঝটিকামুক্ত-দর্শনে দৃষ্ট হইবেন। এতদ্ব্যতীত অঙ্গ-বিচারকারী মুখে ঠাকুর মহাশয়কে মানিয়া অন্তরে তাঁহার প্রতি অনুরূপ অপরাধ-বুদ্ধি পোষণ করেন, আর তজ্জন্য ঠাকুর মহাশয়ের পূজিত শ্রীবিগ্রহের পরিবর্ত্তে নূতন বিগ্রহ স্থাপন করাইবার দুরভিসন্ধি করিয়া থাকেন, তবে বড়ই অপরাধের কথা। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণকে অষ্টধাতুর দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া রক্ষা করিবার প্রতিকূলে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইলে জানা যাইবে যে, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের দুরভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেহ কেহ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বকসর্ব্বতোভাবে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়েরও সঙ্গ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ভাগবত-বিদ্বেষী স্মার্ত্তগণের বিচার এই যে, অবরকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের পূজিত শ্রীবিগ্রহ জাতিদুষ্ট হইয়া পড়ে! এইরূপ ভাগবতবিদ্বেষী বিচার যেন ঠাকুর মহাশয়ের বা কোন বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত বৈষ্ণবের উপর না করা হয়। সাধু সাবধান!

খেতুর-ধাম সাক্ষাৎ ভূবৈকুণ্ঠ। গোলোকের শ্রীমূর্ত্তি যেরূপ নিত্য—কখনও ভগ্ন হন না, অথবা অসুরমোহন-লীলাকারী ভগবান্ যেরূপ উদ্ধব ব্যাধ কর্ত্তৃক বাণ-বিদ্ধ বলিয়া অক্ষজ দ্রষ্টার চক্ষে প্রতিভাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সচ্চিদানন্দ নিত্যমূর্ত্তি কখনও ক্ষত হইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীপাট খেতুরের শ্রীমূর্ত্তিও কখনও ভগ্ন হন না। তবে ভগ্ন হইয়াছেন কে ?—আমাদের সেবা-বৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি। আমাদের সেবা-বৃত্তির ভগ্নাবস্থা সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। তবে জানিব যে, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের চিদানন্দদেহ দ্বারা পূজিত চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ আমাদের সেবাবিমুখিনী অক্ষজ-দৃষ্টিতে বিকলাঙ্গ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তখন আমরা সেই সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বিগ্রহকে তাঁহার অভীষ্ট সেবা দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ করিতে যত্নবান্ হইব এবং কৃষ্ণের দ্বারা আমাদের নেত্রোৎসব-বিধান বা কৃষ্ণে ভোগ-বুদ্ধি করিবার

ধৃষ্টতা না দেখাইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁহার সেবা করিব। প্রাকৃতবিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্ম হরিভক্তি-বিলাস যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা কর্ম্মবিদ্ধ-সম্প্রদায় স্বাভাবিক রুচিবশেই কিঞ্চিৎ সংযত মাত্র হইয়া অনুসরণ করিতে থাকেন। গৌঃ ৯৬৪-৬৬।

সত্যনারায়ণ পূজার রহস্য—সাত্বত শাস্ত্র বলেন,—অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাহারও ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন না। তিনি স্বয়ং অপ্রাকৃত কামদেব; নিখিল দেবতা, মানব, প্রাণিজগৎ একমাত্র তাঁহারই কামাগ্নির ইন্ধনরূপে পর্য্যবসিত হইলে তাঁহারা মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। যেখানেই কোন কামনা-মূলক অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়, সেইখানেই অধোক্ষজ বিষ্ণু তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা সেই কামপ্রার্থি-গণের নিকট নশ্বর কামদাত্রী দেবতাগণের তন্তু বিস্তার করেন; সুতরাং সেখানে বিষ্ণুর স্বরূপবিগ্রহের অধিষ্ঠান নাই। অধোক্ষজ বিষ্ণু বা নারায়ণের নামের বলে কেহ যদি কপটতা আশ্রয় পূর্ব্বক কামনার আবাহন করেন, এমন কি, কেহ যদি নারায়ণের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াও বাহ্যে নারায়ণের অর্চ্চনের অভিনয়ের আবরণে কামনারই অর্চ্চন করেন, সেখানেও নারায়ণ-পূজার পরিবর্ত্তে নারায়ণের বিমুখ-মোহিনী মায়াশক্তিরই পূজা হয়। "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ·····লোকো ·মামজমব্যয়ম॥ (গীতা ৭।২০-২৫)।

'সত্যনারায়ণ' বা 'নারায়ণের' পূজার ছলে অসত্য কামনার পূজা—নারায়ণ বা শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিবার ন্যায়বলম্বনমাত্র; উহা কখনই বিষ্ণুপূজা বা 'ভক্তি' পদবাচ্য নহে। কোন শুদ্ধবৈষ্ণব কখনও ঐরূপ কর্ম্মযজ্ঞে যোগদান করেন না। বঙ্গদেশে প্রচলিত যে 'সত্যনারায়ণে'র পূজা 'সত্যপীরে'র পূজা প্রভৃতির পদ্ধতি, দেখা যায়, সেই সকল দেবতা অধোক্ষজ বিষ্ণু নহেন, তাঁহারা লৌকিক কল্পিত দেবতা মাত্র। উহা মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, দক্ষিণরায়, শীতলা, ষষ্ঠী, মাকাল, ঘেঁটু প্রভৃতি লৌকিক দেবতার ন্যায়ই বহির্ম্মুখজীবের কামনাকল্পিত দেবতাবিশেষ। অনেকে বিচার করিয়াছেন, এই সকল লৌকিক দেবতাপূজা বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকযুগের কল্পিত দেবতা। শুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ঐরূপ বিকৃত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের কামনামূলা দেবতা-পূজাকে অতি নিকৃষ্ট স্তরের শাক্তেয়-মতবাদ জানিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন। 'সত্যনারায়ণ প্রভৃতির শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই লিখিত। বঙ্গীয় গৃহস্থ বধূগণই ইহাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত।" গ্রাম্য কবিগণই ঐসকল দেবতার পাঁচালী প্রভৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা। কোথাও তামসিক পুরাণের প্রক্ষিপ্তাংশ হইতে অপস্বার্থ-পরগণ মৌলিকতা নির্দ্দেশ করেন। মেয়েলী শাস্ত্রে ও মেয়েলী আচারেই এই সকল নিকৃষ্ট পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত দেখা যায়।

রাধাকৃষ্ণাদি নামোচ্চারণের কারণ—বিষ্ণুবস্তু 'নির্ব্বিশেষবাদীর কল্পনানুযায়ী নিঃশক্তিক বস্তু নহেন', ইহা জানাইবার জন্যই আস্তিকগণ শক্তিমত্তত্ত্বের নাম উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত মূল শক্তিতত্ত্বের নাম পরিপুটিত করিয়া উচ্চারণ করেন। যাঁহারা অপ্রাকৃত মিথুনবাদ স্বীকার করেন, সেই আস্তিকগণ নিঃশক্তিক-বিচার বা একল-বাসুদেবের বিচার নিরাস করিবার জন্য শক্তিতত্ত্বের নাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারণ করেন মহাজনগণ বলেন,—"আতপরহিত সূরয নাহি জানি।

রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥" শ্রীরাধিকা বা বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী—আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণ—বিষয়-তত্ত্ব। আশ্রয়ের আনুগত্যে বিষয়ের সেবাই যথার্থ বৈষ্ণব-বিচার। আশ্রয়জাতীয় ভগবৎস্বরূপের আশ্রিত না হইয়া—গুরুপূজা না করিয়া কৃষ্ণপূজা—গোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার ন্যায়। সম্বোধন-সূচক নামোচ্চারণরূপ কীর্ত্তন বা ভজনে যদি সেই বিধির অতিক্রম করা হয়, তাহা হইলে অপরাধের কারণ হইয়া থাকে। আগে বিষয়ের পূজার ছলনা, পরে আশ্রয়ের পূজার অভিনয়—আগে কৃষ্ণপূজার কপটতা, পরে গুরুপূজার উদ্যম—পূজা-প্রণালীর ব্যতিক্রম; তাহাতে বিষয় অর্থাৎ কৃষ্ণপূজা গ্রহণ করেন না। আস্তিক-সম্প্রদায়ে আশ্রয় তত্ত্বের অনুগত্যের বিচারই প্রবল। গৌঃ ৯ ১৪৭-১৪৮।

নিয়মাগ্রহ—'নিয়ম+অগ্রহ' এবং 'নিয়ম+আগ্রহ' উভয়ই বুঝায়। 'গ্রহ' শব্দের অর্থ—স্বীকার, গ্রহণ, নির্ব্বন্ধ, অধ্যবসায়, আগ্রহ ইত্যাদি। সুতরাং 'অগ্রহ' শব্দে—অস্বীকার, অগ্রহণ, অনির্ব্বন্ধ, অধ্যবসায় বা আগ্রহের অভাব বুঝাইয়া থাকে। 'আগ্রহ' শব্দে—অতিশয় স্বীকার, , অতিশয় গ্রহণ মর্য্যাদা অতিক্রমকারী নির্ব্বন্ধ বা অধ্যবসায় বুঝায়। নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ অস্বীকার যেরূপ ভক্তিবাধক, নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ-বিষয়ে অত্যাসক্তিও তদ্রূপই ভক্তির আনুকূল্যের বিঘ্নকারক। বৈরাগ্য জিনিষ ভাল, যদি উহা যুক্ত বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্যের অভাব—জড়বিলাস বা অত্যধিক বৈরাগ্য ভক্তির প্রতিকূল। অত্যধিক বৈরাগ্যে ভগবদ্‌বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য আনয়ন করে, এইজন্য উহা পরিত্যাজ্য। আলস্য, জাড্য ও যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ এবং ভক্তি-অনুকূল-কার্য্যে অধ্যবসায় ও অভিনিবেশের জন্য সাধকের পক্ষে নিয়ম বা নির্ব্বন্ধের একান্ত আবশ্যকতা আছে। কিন্তু অত্যধিক নিয়ম, অযুক্ত নিয়ম বা 'নিয়মের শুচিবায়ু' ভক্তির আনুকূল্য করিবার পরিবর্ত্তে প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকে। কোন ভক্তিসাধক নিয়ম করিয়া প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থের এক একটী অধ্যায় পাঠ, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্র, গায়ত্রী ও সংখ্যায় নাম জপ করেন। সাধকের পক্ষে এইরূপ নির্ব্বন্ধের বিশেষ উপযোগিতা আছে; কেনন', প্রাথমিক বৈধ-সাধক যদি এইরূপ নিয়ম-শাসনের দ্বারা পরিচালিত না হন, তাহা হইলে ভক্তি-অনুকূল-কার্য্যে অধ্যবসায়রহিত হইয়া তিনি জাড্য, আলস্য বা যথেচ্ছাচারিতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িবেন। যদি তিনি নামগ্রহণে নির্ব্বন্ধ না রাখেন, তাহা হইলে হয় ত' একদিন একলক্ষ নামকীর্ত্তন করিলেন, আর একদিন পঁচিশ হাজার নামকীর্ত্তন করিলেন, আর একদিন আলস্য বা কার্য্যান্তরের ব্যপদেশে একেবারেই নাম গ্রহণ করিলেন না। ক্রমে তাঁহার নামভজনে একান্ত শৈথিল্য ও নামগ্রহণের অপ্রয়োজনীয়তার বিচার হৃদয়ে আসিয়া তাঁহাকে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ এবং ভক্তির অনুকূল কার্য্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত করিয়া সাধারণ জাগতিক করিয়া তুলিল। পক্ষান্তরে নামগ্রহণাদি ভক্তির অনুকূল-কার্য্যে নির্ব্বন্ধ থাকিলে এইরূপ নির্ব্বন্ধ ক্রমশঃ তত্তদ্বিষয়ে অধ্যবসায়, অনুরাগ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি বৃদ্ধি করাইয়া সাধককে স্থায়ীভাব রতিতে আরূঢ় করাইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ সাধক যদি ভক্তিসেবায় নির্ব্বন্ধ না করিয়া নিয়ম-মাত্রের সহিত নির্ব্বন্ধ করিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তির বিরোধী কার্য্যহইয়া যাইবে। উহা লোকদেখান ভজনের অভিনয়, প্রতিষ্ঠাশা কিম্বা কোনপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছাপ্রসূত ব্যাপার হইবে।

মনে করুন, কেহ নিৰ্ব্বন্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ করিতেছেন, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ কিম্বা শ্রীমালিকায় হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় কোন মহাভাগবত বৈষ্ণব ভগবৎকথা কীর্ত্তনের জন্য তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, কিম্বা শ্রীগুরুদেব ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন যদি সেই নিয়মের সেবাকারী ব্যক্তি "আমার নির্দ্দিষ্ট ও নির্ব্বন্ধিত মন্ত্র, গায়ত্রী বা নাম-জপ শেষ হয় নাই বা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হয় নাই, সুতরাং আমি আমার নিয়মসেবা ছাড়িয়া শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ সেবা, শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন শুনিতে পারি না" বিচার করেন বা কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবকে "আমি মন্ত্রজপে বসিয়াছি এখন আমার সহিত দেখা হইবে না" বলিয়া বাড়ী হইতে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অভক্তির কার্য্য হইল। মনে করুন, কোন সদ্গুরুর শিষ্য শ্রীমালিকায় হরিনাম-কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ-সেবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, শিষ্যকে সেই ভোগ গুরুদেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। শিষ্য যদি সেই সময় বিচার করেন, "আমার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম শেষ হয় নাই, আমি এখন গুরুদেবের ভোগ পৌঁছাইতে পারিব না, তিনি না হয় একটু বিলম্বেই ভোজন করিবেন, কিছুতেই আমার নিয়ম ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না।" এইরূপ বিচার নিয়মাগ্রহের উদাহরণ, ইহা সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী কার্য্য। আর একটী উদাহরণ—আমি শ্রীমালিকায় নির্ব্বন্ধ-সহকারে হরিনাম করিতেছি, বা নির্ব্বন্ধ-সহকারে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতেছি, এমন সময় শ্রীগুরুদেব আদেশ করিলেন, "তুমি আমার আদেশে সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন কর।" তখন আমি যদি বলি,—"প্রভো, আমি নিয়ম-সেবায় ব্যস্ত আছি, এখন আপনার আদেশ স্বীকার করিতে পারি না", অথবা মনে মনে বিচার করি, "গুরুদেব কিরূপ অবিচারক, আমার হরিসেবায় বিঘ্ন করিতেছেন," কিম্বা বিচার করি, "গুরুদেবই স্বয়ং যখন নির্ব্বন্ধের আদেশ করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার উপস্থিত আদেশ পালন না করিয়া 'পূর্ব্ব আদেশটি পালন করিলে গুরুদেবের আদেশই ত' পালন করা হইল, অধিকন্তু নিয়মনিষ্ঠাও হইল।" এইরূপ বিচার ভক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল, কপটতাময় ও আত্মভোগপর বিচার। এইরূপ নিয়মে আগ্রহই বিশেষ নিন্দিত হইয়াছে, উহা সেবা-বৃত্তির সম্পূর্ণ অভাবদ্যোতক। সেবাবিষয়েই নিয়ম থাকিবে,—"গোবিন্দ কহে,—আমার সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক, কিম্বা নরকে গমন॥ মহাভাগবতের সাক্ষাৎ সেবা, গুরুদেবের সেবা বরণ, তাঁহার আজ্ঞা পালন, কিম্বা তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ না করিয়া যদি আমি নিজে নিজে আমার নিয়ম-নিষ্ঠার বা নিয়মাগ্রহের অত্যধিক চেষ্টা দেখাই, তাহা হইলে তাহা কর্ম্মচেষ্টা বা ভক্তির একান্ত অভাবই জানিতে হইবে। ঐরূপ কর্ম্ম চেষ্টা নিয়মাগ্রহই পরিত্যাজ্য। সেবাতেই নিয়ম থাকিবে, সেবা লঙ্ঘন করিয়া নীতিপালনে নিয়ম—সম্পূর্ণ অভক্তি-চেষ্টা। শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ পরিচর্য্যার জন্য যদি আমাকে কোটি কোটিবার নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ভক্তিগ্রন্থপাঠ পরিত্যাগ করিতে হয়, নির্ব্বন্ধিত মন্ত্র-জপ পরিত্যাগ করিতে হয়, নরক বরণ করিতে হয়, তথাকথিত অপরাধ স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত, এইরূপ সেবা-বিষয়ে নিষ্কপট নিষ্ঠা বা নিয়মই প্রকৃত যুক্ত-নিয়ম বা কৃষ্ণসেবায় নির্ব্বন্ধ। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে ক্ষেত্র-সন্ন্যাসের নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া

চলিলেন, তখন মহাপ্রভু বলিলেন, "ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ।" তখন,—"পণ্ডিত কহে, যাঁহা তুমি সেই নীলাচল। ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥" শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিয়ম—যুক্তবৈরাগ্য বিধি পাষাণের রেখার ন্যায় সুদৃঢ়। কিন্তু সেই নিয়ম কৃষ্ণসেবার প্রতিবন্ধক নহে। মহাপ্রভুর সেবায় নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেবল কতকগুলি আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালনে ব্যস্ত থাকেন নাই। বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠা, স্বাভাবিক-সেবা নিয়মরূপে তাঁহার বাহ্য-আচরণে ব্যক্ত হইয়াছে।

দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন ও সৎসঙ্গসেবায় নিষ্ঠার জন্যই নিয়মের আবশ্যকতা। কিন্তু সেই নিয়ম যদি সৎসঙ্গ পরিবর্জ্জনের জন্যই নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাই নিয়মাগ্রহ বা নাস্তিকতা। ঠাকুর হরিদাস নির্ব্বন্ধ করিয়া তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। যখন মায়াদেবী এবং রামচন্দ্র খাঁন-প্রেরিত বেশ্যা ঠাকুর হরিদাসের গোফায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার গ্রাম্যকথা-নিরোধ বা অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জনের জন্য তাঁহার নাম-নির্ব্বন্ধের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সংখ্যা-নাম-সঙ্কীর্ত্তন এই 'মহাযজ্ঞ' মন্ত্রে। তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥ যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম। কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥ দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব প্রীতি-আচরণ॥" ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার গ্রাম্যকথা ও ভোগপর প্রস্তাব-নিরোধের জন্য যে নিয়মের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন, কোন বৈষ্ণব বা শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন না যে, আপনারা আমার নিয়ম-সেবাকাল সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বারে অপেক্ষা করুন। কারণ যেখানে স্বয়ংনামী ও নামভজনের সাধ্যই স্বয়ং উপস্থিত অথবা যাঁহাদের মুখে শুদ্ধ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বদা প্রকাশিত তাঁহারাই সমুপস্থিত, সেখানে সাক্ষাদ্ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অথবা তাঁহাদিগের নাম-সঙ্গকে নির্ব্বন্ধের সহিত ভেদবুদ্ধি করিয়া আনুষ্ঠানিক-ব্যাপারে নিষ্ঠার অভিনয় আত্মভোগপর চেষ্টা মাত্র। যাহাদের সেবানিষ্ঠার পরিবর্ত্তে বাহ্য-অনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ অত্যধিক, সেই সকল কর্ম্মমার্গীয় বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের চেষ্টার নামই নিয়মাগ্রহ। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মহাপ্রভুর সঙ্গের জন্য "ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়িলেন তৃণপ্রায়" প্রভৃতি বিচারের আদর্শ নিয়মাগ্রহ পরিবর্জ্জনের নিদর্শন। মহাপ্রভুর শিক্ষায় সেবানিষ্ঠা বা প্রেমনিষ্ঠার বিচারই প্রবল, নিয়মাগ্রহের বিচার বিশেষ শিথিল। আস্তিকতার পরিমাণ যেখানে যতদূর সমৃদ্ধ, নিয়মাগ্রহের বিচার সেখানে ততদূর শিথিল—এতদূর শিথিল যে তাঁহারা মুক্তাবস্থায় আর্য্যপথ-পরিত্যাগে একান্ত সেবায় পরিনিষ্ঠিত। রামানুজীয় ও গৌড়ীয়গণের সহিত এখানেই তফাৎ। তবে নিয়মাগ্রহের ন্যায় নিয়ম-অগ্রহও ভক্তির প্রতিকূল। নিয়মাগ্রহ ও নিয়ম-অগ্রহ উভয়কে নিয়মিত করিবার জন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্য-মুচ্যতে" শ্লোকের অবতারণা। গৌঃ ৯।১৬৪-১৬৬।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবকাল—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য, উড়ুপীর অষ্ট মঠের অন্যতম 'পজমার' নামক আদি মঠের মূল মঠাধীশ শ্রীহৃষীকেশতীর্থ তদ্রচিত 'অনুমধ্বচরিত' গ্রন্থে আশ্বিনী শুক্লা দশমী তিথিতে (বিজয়া দশমীতে) বুধবারে মধ্যাহ্নকালে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের কথা লিখিয়াছেন। (গৌঃ ৯।৫৩৮।)

সদাচারী বৈষ্ণব-গৃহস্থের বৈদিক সন্ধ্যার বিধান—শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি পারমার্থিক স্মৃতিশাস্ত্র এবং অন্যান্য সাধারণ স্মৃতিশাস্ত্রে যে-সকল বিধি লিখিত হইয়াছে এবং সেই বিধির অকরণে যে প্রত্যবায়াদির নির্দ্দেশ উক্ত হইয়াছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য ও সার্থকতা শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মনিষ্ণাত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হয় না। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা। যে-কালে অকর্ম্মে ও বিকর্ম্মে রুচি থাকে, সেইকালে সৎকর্ম্মই তত্তদধিকারে ক্রমোন্নতির সোপান। আবার সৎকর্ম্ম কেবল পুণ্য বা পরমার্থবিহীন নীতিতে 'ইতি' লাভ করিলে উহা নাস্তিকতা বা পাপের সোপানরূপে পরিগণিত এবং বৃথা পরিশ্রম-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যে-কালে সৎকর্ম্ম-বুদ্ধি প্রবল থাকে, সেই সৎকর্ম্ম-বুদ্ধিকে কথঞ্চিৎ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবায় অনুকূল করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির উদ্বোধিনী নানাপ্রকার ব্যবস্থাও প্রয়োগ-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের নিত্যধর্ম্ম এবং চরম আদর্শ। ঐকান্তিকী ভক্তি বা নৈষ্কর্ম্ম্যে রুচির অভাব পরিলক্ষিত হইলে ক্রমে ক্রমে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির উদ্দিষ্ট পথে চালিত করিবার জন্য কর্ম্মমিশ্রাভক্তির সুদূর সোপান অবলম্বিত হয়। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির যাজনকারিগণ নিজের ফলভোগের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র কথঞ্চিত ফল যদি বিষ্ণু প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাহাদের আপত্তির বিশেষ কারণ থাকে না—এইরূপ একটী চিত্ত-বৃত্তির পরিচয় কর্ম্মমিশ্র ভক্তে লক্ষিত হয়। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি যে-কালে তাহার কর্ম্মমলকে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত করিয়া নির্ম্মলা ভক্তিতে বা নৈষ্কর্ম্ম্যে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে, সেইকালে মলমিশ্রিত অর্থাৎ কর্ম্মমলযুক্তা কোন বৃত্তির আর আবশ্যকতা থাকে না। নির্ম্মলা ভক্তির সন্ধান পাইলে আর সমলা বা মিশ্রিতা ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" (ভাঃ ১১।২০।৯)। যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরক্তি উপস্থিত না হয়, অথবা ভক্তিপথে আমার (ভগবানের) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, সেকাল পর্য্যন্তই কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না।

সৎকর্ম্ম ও কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকে বিশুদ্ধ হরিপর কর্ম্ম অর্থাৎ 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'র সহিত কখনও সমান মনে করিতে হইবে না। 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'ই—নৈষ্কর্ম্ম্য, শুদ্ধভক্তি বা জীবন্মুক্ত ভাগবতগণের আচার। সৎকর্ম্ম অত্যন্ত বদ্ধ, দেহৈকসর্ব্বস্ব, পাপ-পুণ্যবিচারসম্পন্ন ব্যক্তির কৃত্য। আর কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিও বদ্ধদশাকবলিত, কিন্তু কথঞ্চিৎ পরিমাণে মুক্তদশার বিচারের প্রতি উন্মুখতা-প্রদর্শনকারী অথচ কর্ম্মাগ্রহিতায় আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের রুচিজাত কৃত্য। যাঁহারা অনন্যশরণ বৈষ্ণব, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিবার অভিনয় করুন, অথবা যে-কোন অবস্থায় অবস্থিত হউন, তাঁহাদিগকে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির বিহিত ব্যবস্থা বাধ্য করিতে পারে না। যাঁহারা অনন্যশরণ, তাঁহাদিগের হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কৃত্য নাই। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাস—(হঃ ভঃ বিঃ ২০ বিঃ)—"শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল যুগলের ঐকান্তিক সেবক হইলে স্বতঃই ভক্তি প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাঁহাদিগের ভক্তিবিঘ্নকর ব্রতাদির অনুষ্ঠানে প্রয়োজন কি? যাঁহারা প্রভাতে, অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্ন সময়ে ও সন্ধ্যাকালে হরিকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সন্ধ্যা-

বন্দনাদি অন্য সাধনের প্রয়োজন নাই। যে-সকল একান্তী ভক্ত পরম প্রীতির সহিত প্রভু শ্রীহরির কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তাঁহাদিগের অন্য কোন কৃত্যে রুচি হয় না। একমাত্র হরিকীর্ত্তন ও হরিস্মরণ ব্যতীত বৈদিক বা তান্ত্রিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি কোনটীতেই অনন্যশরণ ঐকান্তিক বৈষ্ণবের রুচি নাই। শ্রীল রূপপাদ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের দুইটী শ্লোক 'পদ্যাবলী' গ্রন্থে আহরণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন,—'হে (সন্ধ্যামুখনিত্যকর্ম্ম,) তোমার মঙ্গল হউক্ ; হে স্নান, তোমাকে নমস্কার ; হে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, হে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ, হব্যকব্যাদি দ্বারা তোমাদের তর্পণ-বিধিতে আমি অসমর্থ ; অতএব আমাকে ক্ষমা করিবে। আমি যে-কোন স্থানে হউক্ বাস করিয়া যদুকুলের শিরোমণি কংস-শত্রুকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ-পূর্ব্বক সকল মলিনতা নিবারণ করিব। সুতরাং অন্য সাধনাদিতে আমার প্রয়োজন কি ? আমার স্নান ম্লান হইয়াছে, ক্রিয়া অক্রিয়া হইয়াছে অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্য ভগবদ্ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সন্ধ্যা বন্ধ্যা হইয়াছে, বেদ মলিনতা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ বেদের কর্ম্মতন্ত্রিতে নাসাবদ্ধ বলিবর্দ্দবৎ কর্ম্ম-জড়গণের ন্যায় যে বুদ্ধি, তাহা মলিনতা লাভ করিয়াছে, শাস্ত্র-সমূহ অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতির একমাত্র প্রকৃত তাৎপর্য্য যে আত্মা দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন, তাহা চিত্তে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম মর্ম্মাহত বা স্বরূপে বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ পুণ্যাদি চেষ্টা সমূলে উৎপাটিত এবং অধর্ম্মনিচয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার চিত্ত কেবল অহর্নিশ শ্রীযাদবেন্দ্রের শ্রীচরণকমল চুম্বন করিতেছে।

অনন্যশরণ বৈষ্ণবের নিষ্ঠা এইরূপ। কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রীতি যাঁহাদের চিত্ত-সাম্রাজ্যের স্বরাজ্য লক্ষ্মী, সেখানে অন্য কোন প্রকার ইতর সাধ্য-সাধনের অবকাশ নাই। যাহারা অনন্যশরণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ সাধকগণের কৃত্যেও অনুক্ষণ কীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণস্মরণই একমাত্র মূল বিধি এবং কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণস্মরণের ন্যূনাধিক প্রতিবন্ধক যে কিছু, তাহাই নিষেধ। কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণস্মরণরূপা মূলসাম্রাজ্ঞীর কিঙ্করীসমূহই যাবতীয় 'বিধি' এবং তাহার প্রতিকূলতার অনুগামী কিঙ্কর-সমূহই 'নিষেধ'। সুতরাং অনন্যশরণ বৈষ্ণবের বা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবের কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিধির অনুকূল যাবতীয় কৃত্যই গ্রহণীয়, আর তৎপ্রতিকূল যাবতীয় কৃত্যই পরিত্যাজ্য ; উহা পরিত্যাগে কোন প্রত্যবায় নাই। যাঁহারা অদ্বয়জ্ঞানের উপাসক, তাঁহাদের সঙ্কীর্ত্তনমুখেই স্বাভাবিকভাবে মহাধ্যান হয়, সুতরাং সেখানে ধ্যানের দুই বা তিন প্রকার ভাব-কল্পনা অবিচ্ছিন্ন ধ্যানধারাকে বিপর্য্যস্ত করে না ; আর কল্পিত ধ্যান বা ধ্যানের নামে ইতর অভিনিবেশ স্বভাবতঃই বিক্ষেপময় বলিয়া উহাতে ধ্যানের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় বস্তুর অর্থাৎ মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তি প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্যাতাভিমানীকে স্খলিতপদ করিয়া থাকে। এই সকল কথা বুঝিবার মত সেবোন্মুখিনী মেধার অভাব হইলে অর্থাৎ ঐকান্তিক সদ্গুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকী সেবা-মতি না থাকিলে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" সেবাসরণী হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে হয়। তখন নিয়মাগ্রহ বা নিয়ম-আগ্রহরূপ অর্গল সেবাসরণীর পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। (গৌঃ ৯।৫৩৯-৫৪১)

ধর্ম্মগ্রন্থ চামড়ায় বাঁধান সঙ্গত ও তাহা পূজ্য কি না ?—যদি ভগবৎসেবার মূল উদ্দেশ্যটী বজায় থাকে, তাহা হইলে সেই মূল উদ্দেশ্যের কিঙ্কররূপে বিধি প্রতিষ্ঠিত হইবে। মৃদঙ্গ চর্ম্ম-দ্বারা চর্ম্মকারের হস্তে প্রস্তুত

বলিয়া মৃদঙ্গকে শ্রীহরিকীর্ত্তনে গ্রহণ করা যাইবে না বা মৃদঙ্গের পূজা হইবে না, ইহা—ভক্তিবিরোধী কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বিচার। মৃদঙ্গ ভগবৎকীর্ত্তনের সেবাকারী; কিন্তু ভগবৎকীর্ত্তনে বিরোধকারী চর্ম্ম-নির্ম্মিত তব্‌লা, বাঁয়া কিম্বা চর্ম্ম-বিরহিত অতি সাত্ত্বিক উপাদানে নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রগুলি পূজিত হইবে না। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ বাহ্য স্থূলগত পবিত্রতার পূজা করে বলিয়া তাহাদের পূজা পুতুল-পূজা বা নাস্তিকতা; আর বৈষ্ণবগণ বাহ্য পবিত্রতা বা অপবিত্রতার পূজা না করিয়া কৃষ্ণের সেবায় পরিনিষ্ঠিতবুদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের চক্ষে সুদুরাচাররূপে প্রতিভাত হইয়াও অনন্যভাক্, সাধু, ধর্ম্মাত্মা ও ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। যদি আমাদের এই রক্ত-মাংস-চর্ম্মের কুণপাত্মরূপ দেহ ভগবানের সেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিয়া কেবল স্থূল পবিত্রতা ও অপবিত্রতার পূজা করিয়া থাকে, তাহা হইলে ভাগবতের বিচারে তাহাও মৃতকের দেহতুল্য 'চামড়ার বাঁধাই' একটা আকৃতি মাত্র। ঐ চামড়ার আকৃতিকে স্পর্শ করিলে, দর্শন করিলে সচেল গঙ্গাস্নান করিতে হয়। হরিভক্তি পরায়ণগণের শাস্ত্রে এইজন্য কেবল পাপ-পুণ্য-বিচারপরায়ণ, কংসের বস্ত্ররঞ্জনকারী ব্যক্তির আদর্শস্বরূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত, মায়াবাদী, পাষণ্ড প্রভৃতিগণের দৈবাৎ ছায়া অতিক্রম কিম্বা দৈবাৎ দর্শন-লাভে সচেল গঙ্গাস্নানের বিধি রহিয়াছে। ভগবানে প্রীতিবিহীন অর্ব্বাচীন-সম্প্রদায় এইরূপ অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনকে বৈষ্ণবগণের গোঁড়ামী মনে করিয়া অধিকতর নাস্তিকতার সাগরে নিমজ্জিত হইতে পারে, কিন্তু উহা অবৈষ্ণবগণের ভগবদনুরাগের একান্ত অভাবের পরিচায়ক মাত্র। পরম পবিত্র যজ্ঞাদি কার্য্যেও অজিন অর্থাৎ মৃগচর্ম্মাদি গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। শ্রীগুরুদেব আমাদের ইন্দ্রিয়ের—আমাদের নাস্তিক্যবুদ্ধির ভৃত্যত্ব না করিয়া যদি চর্ম্ম-পাদুকা পরিধান করেন, তাহা হইলে সেই পাদুকা নিত্যপূজ্য বস্তু নহে, এইরূপ বিচার হরিবিমুখ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিচার মাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার কর্ম্মজড়বুদ্ধির গোলামী করিবার জন্য তাঁহার ভগবৎসেবানুকূল্যময়ী স্বতন্ত্রতাকে পরিবর্জ্জন করিবেন—এরূপ বিচার নাস্তিকতা মাত্র। কিছুকাল পূর্ব্বে এইরূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তধর্ম্মের বিচারের অনুকূলে শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরে চামড়ার বাঁধাই মৃদঙ্গের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্তু হরিসেবাপর উদ্দেশ্য প্রবল হইলে ঐরূপ বিচার তিরোহিত হইয়া থাকে।

অবশ্য অবৈধ উচ্ছৃঙ্খলের শাসনের জন্য স্মার্ত্তধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। বহির্ম্মুখ নাটক-নভেল যদি খুব সাত্ত্বিক রেশমী কাপড়ের দ্বারা বাঁধান যায় অথবা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত যদি ঐরূপ রেশমী কাপড়ের দ্বারা গীতা-গ্রন্থকেও বন্ধন করিয়া রাখেন, তাহা হইলেও একটী রেশমী কাপড় প্রস্তুত করিবার উপাদান-রূপে গৃহীত বহু গুটিপোকার জীবন বিনাশের জন্য তাহাকে দায়ভাক্ হইতে হইবে। রেশমে বাঁধাই গ্রন্থ ও চামড়ার বাঁধাই গ্রন্থে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত যে পার্থক্য দর্শন করে, সুসূক্ষ্মদর্শী ভগবদ্ভক্ত সেরূপ পার্থক্য দর্শন করেন না। 'অতিশুদ্ধ রেশম' যেরূপ মৃত জন্তুবিশেষের তন্তু, 'অতি অশুদ্ধ চর্ম্ম'ও তদ্রূপ মৃত জন্তুবিশেষের আচ্ছাদন। শীর্ণ বৃক্ষের বল্কলে বাঁধান হইলেও অন্য প্রকারে প্রাণীবধরূপ পাপ বা অশুদ্ধ দ্রব্যের স্পর্শ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। কারণ যে পারিপার্শ্বিকতায় বাস করিতে হইতেছে এবং তাহার অন্তর যে সকল প্রাকৃত অর্থাৎ অশুদ্ধ বিচারে পরিপ্লাবিত আছে, তাহা তাঁহাদের দেহে ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে "স্ত্রীসঙ্গী

এক অসাধু, কৃষ্ণভক্ত আর।"—এই অসৎসঙ্গের আদর্শের কোন না কোন একটীতে স্থাপন করিয়া থাকে। গ্রন্থাদি চর্ম্ম-বন্ধনের দ্বারা যেরূপ অশুদ্ধ হয়; মুদ্রনের সময়ও মৃত জন্তুর চর্ব্বি প্রভৃতির নানাপ্রকার অপবিত্র বস্তুর সংমিশ্রণের সাহায্য লইতে হওয়াও স্থূল বিচারের অপবিত্রতা আরোপিত হইয়া পড়ে। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ এইজন্য তালপাতায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের (?) [স্ত্রীসঙ্গী, কৃষ্ণভক্ত কি না বিচার্য্য] দ্বারা গীতা-গ্রন্থ ছাপাইবার বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া গীতা বিক্রয় করেন এবং তল্লব্ধ অর্থে নিজভোগ্য স্ত্রী-পুত্রাদির পরিপালন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের পরিচয় প্রদান করেন! এত শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়াও চরমে তাঁহারা গীতা বা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া ফেলেন! "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—গীতার এই চরম উপদেশ তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাঁহারা মনে করেন—মহাপ্রসাদ, গঙ্গাজল, শ্রীচরণোদক, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বিষ্ণুবস্তু-সমূহও স্পর্শদোষে দুষিত হইয়া পড়েন। ভগবান্ যদি প্রপঞ্চে আসিয়া প্রপঞ্চের দ্বারা দূষিত হইয়া পড়িলেন, পতিতপাবন বৈষ্ণব যদি পতিতকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেই পতিত হইয়া পড়িলেন, শ্রীমহাপ্রসাদ যদি চণ্ডালের হস্তে স্পৃষ্ট হইয়া তাঁহার ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারত্ব হারাইয়া ফেলিলেন, শ্রীগ্রন্থরাজ যদি চামড়ার দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া অশুদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের পরম পাবনত্ব কোথায়? —তাঁহারা কি করিয়া অপরকে উদ্ধার করিবেন?—পতিতকে পাবন করিবেন?—অস্পৃশ্যকে পরম পাবন করিয়া দিবেন? সুতরাং চামড়ার বন্ধনে হরিসেবানুশীলনপর গ্রন্থের অশুদ্ধতা উপস্থিত হয় না।

প্রাকৃত বিচারে অশুদ্ধ বলিয়া বিচারিত বস্তুও যদি ভগবৎসেবার কোন প্রকার সাধক হয়, তাহাও পবিত্র হইয়া পড়ে। রাস্তার ধূলি—অপবিত্র, তাহাতে পশু-পক্ষীর বিষ্ঠাদির রেণু ও নানাপ্রকার ইতর বস্তু সংলগ্ন থাকে; কিন্তু যদি উহা কোন প্রকারে বৈষ্ণবের পাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহাকে তখন ইতর বস্তুর অপবিত্র রেণু মনে করিয়া পরিত্যাগ করি না। ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায় তাহাতে 'স্নানকেলি' করিয়া এমন কি তৎপ্রাপ্তিতে গঙ্গাস্নান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবায় প্রবেশ করিতে পারি। চামড়া অপবিত্র বটে, কিন্তু যখন শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি হরিসেবাসাধক মহাগ্রন্থের পাদপদ্মের পাদুকাবন্ধনরূপে পরিণত হয়, অথবা যখন কোন বৈষ্ণবের পাদুকারূপে পর্য্যবসিত হয়, তখন তাহা ফুল-চন্দনাদির দ্বারা নিত্য পূজার বস্তু হন। শরীরে যখন চেতন ও তদন্তর্য্যামী মহাচেতন বিষ্ণু বিরাজিত থাকেন, তখন আমরা আমাদের শরীরকে ঠাকুর-মন্দিরের ন্যায় পবিত্র স্থানে প্রবেশ করাইতে পারি—বাহ্যদৃষ্টি-প্রতিভাত সেই 'চামড়ার হাত' দিয়াই ঠাকুরের পাদপদ্মে তুলসী-চন্দন দিতে পারি। কিন্তু শরীর হইতে চেতন এবং তদন্তর্য্যামী মহাচেতন যদি বাহির হইয়া যান, তাহা হইলে সেই শরীর আমরা ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করাইতে পারি না। আবার বৈষ্ণব পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ চেতন হওয়ায় সেই উদ্বুদ্ধ চেতনের হরিসেবাময়ী স্বাভাবিক-বৃত্তি যখন সমগ্র দেহে পূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন ভগবানে আত্ম-সমর্পণকারী বৈষ্ণবের দেহ চিদানন্দময় বলিয়া তাঁহার নির্য্যাণের পরে যে দেহ প্রকটিত থাকে, তাহা হরিসেবা-বিহীন বহির্ম্মুখ-দেহের ন্যায় অত্যন্ত অপবিত্র 'চামড়ার থলে' নহে। এজন্য ঠাকুর হরিদাসের সেই 'চিদানন্দ-তনু' শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ক্রোড়ে স্থাপন-পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিলেন—ভক্তগণ সেই চিদানন্দ-দেহের পাদোদক

পান করিয়াছিলেন—সেই চিদানন্দদেহের সংস্পর্শ লাভ করিয়া সাগর মহাতীর্থ হইয়াছিলেন। যেমন বহির্ম্মুখ ব্যক্তির দেহ 'চামড়ার থলে', তাহা অত্যন্ত অপবিত্র, যেরূপ মৃতের দেহ স্পর্শে সচেল গঙ্গাস্নানের দ্বারা শুদ্ধির আবশ্যক, কিন্তু বৈষ্ণবের দেহ নিত্যকাল পবিত্র, তাহাতে 'চামড়া' দর্শন নাই। সেই প্রকার ভাগবত গ্রন্থাদি চামড়ার বাঁধাই হইলেও সেখানে চামড়া দর্শন—মূর্খতা, নাস্তিকতা ও অপরাধের পরিচায়ক। সেই গ্রন্থরাজ তুলসী-চন্দন প্রদানে কোন বাধা হইতে পারে না, কারণ তাহা পরম শুদ্ধ। সুসূক্ষ্ম-দর্শিগণ এই বিচারগুলি ধরিতে পারিবেন; স্থূলদর্শী, গোখরবুদ্ধি কর্ম্মজড়গণ বঞ্চিত হইবেন, কারণ ইহাই তাহাদের কঠিন নিয়তি। (গৌঃ ৯।৫৩৯-৫৪৩)।

সত্যযুগের তারকব্রহ্ম-নামে কৃষ্ণ-নামাভাব কেন ?—পারমার্থিক ভাবের ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই যুগে যুগে তারকব্রহ্ম-নামের ভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্যযুগে পারমার্থিক আত্মধারণা শুদ্ধ শান্ত ও কিয়ৎপরিমাণে দাস্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সত্যযুগ যাবতীয় অসত্য বা মলিনতাকে নিরাকৃত করিয়া সত্যের তটস্থাবস্থায় অবস্থিত। এই যুগে পাপ নাই, পুণ্য নাই, সকলেই পাপ-পুণ্যাতীত নিরঞ্জন সত্যা-বস্থায় অবস্থিত। যাবতীয় রজস্তমোগুণের ক্রিয়াকে বিরজার জলে বিধৌত করিয়া সত্য যে-কালে নির্ম্মল শুদ্ধশান্তস্বরূপে ব্যাপক হয়, সেই সময়েই সত্যযুগের প্রবৃত্তি। শান্তভাব-প্রধান দাস্যরসই এই যুগের সাধারণী আত্মবৃত্তি। এই শান্তভাবপ্রধান দাস্যরসে অপরোক্ষবাদের ক্রম-বিকাশে বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ-মূর্ত্তি উপাস্যতত্ত্বরূপে নির্ণীত হন এবং তাঁহারা সকলেই সাধারণভাবে 'নারায়ণ' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। মৎস্য-নারায়ণ, কূর্ম্ম-নারায়ণ, বরাহ-নারায়ণ, নৃসিংহ-নারায়ণের ঐশ্বর্য্যগত উপাসনা শুদ্ধশান্তভাবপ্রধান দাস্যরসের দ্বারা যে যুগে জীবের আত্মধর্ম্ম বিকশিত হয়, সেই যুগের তারকব্রহ্ম-নামে কৃষ্ণনামের স্পষ্ট পরিচয় বা স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ সর্ব্বদাই নির্ব্যূঢ় মমতাস্পদ বলিয়া নিরপেক্ষতা-প্রধান শান্তরসের বিষয়ালম্বন হন না। ব্রজগত শান্তরসে যে কৃষ্ণের উপাসনা, তাহাতে ঐশ্বর্য্যভাবের প্রাধান্য নাই। সত্যযুগেও কোন কোন বিশেষ ভজন-নিষ্ঠ ব্যক্তির কৃষ্ণোপাসনায় রতি অসম্ভব নহে; কারণ কৃষ্ণ—নিত্য, স্থান-কাল-পাত্রাতীত পুরুষ, কৃষ্ণের উপাসনা—সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন হইলেও তাহা যে যোগ্যতা অপেক্ষা করে, সেই যোগ্যতা কৃষ্ণের গৌরাবতারে কলিকালেই প্রকাশিত হয়। তারকব্রহ্ম-নাম সার্ব্বজনীন তারক বলিয়া কোন বিশেষ ভজননিষ্ঠ অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত শ্রীকৃষ্ণের উপাস্যত্ব সাধারণের গ্রহণ-যোগ্য তারকব্রহ্ম-নামে প্রকাশিত হয় নাই। কারণ, সত্যযুগে সর্ব্বসাধারণের ঐশ্বর্য্যযুক্ত শুদ্ধ শান্তভাব-প্রধান কিঞ্চিৎপরিমাণ দাস্যভাবমণ্ডিত আত্মবৃত্তিই পরিস্ফুট। কৃষ্ণ হইতেই নারায়ণ সন্দেহ নাই, কৃষ্ণই পরব্রহ্ম; ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নামই—নারায়ণ। এজন্য সত্যযুগে ঐশ্বর্য্যগত শন্তভাবপ্রধান দাস্যরসে মৎস্য-নারায়ণ, কূর্ম্ম-নারায়ণ, বরাহ-নারায়ণ ও নৃসিংহ-নারায়ণই উপাস্যতত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়া "নারায়ণপরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ। নারায়ণ-পরামুক্তির্নারায়ণপরাগতিঃ,—তারকব্রহ্মনামে উপাসিত হন। বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরমগতি—এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদই তখন 'নারায়ণ' বলিয়া স্বীকৃত হন।

যখন জীবের আত্মবৃত্তির ক্রমবিকাশমুখে সম্পূর্ণ দাস্য ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস

পরিলক্ষিত হয়, তখন বৈকুণ্ঠ বামন নারায়ণ ও বৈকুণ্ঠ রাম-নারায়ণের উপাস্যত্ব নির্ণীত হয়। এইজন্য ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম—"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥" এখানে কৃষ্ণ, কেশব, কংসারি প্রভৃতি শব্দ থাকিলেও তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত দাস্যরসও কিয়ৎ-পরিমাণে সখ্যের আভাসমূলক নারায়ণের উপাস্যত্ব বিচারই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাতে ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণেরই বিবিধ বিক্রম সূচিত হয়।

দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্ম নামে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই চারিটি রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়,—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥"—এই তারকব্রহ্মনামে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবস্তু লক্ষিত হইয়াছেন। কলি-কালের প্রথম সন্ধ্যায় মাধুর্য্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ যখন নিজ-ভজনমুদ্রা জগতে প্রচার করিবার জন্য অভিলাষ করেন এবং যখন মুখ্যভাবে নিজ বাঞ্ছাত্রয় পরিপূরণার্থ শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা গোপিকাশিরোমণির ভাবকান্তিতে বিভাবিত হইয়া ঔদার্য্যময় বিপ্রলম্ভবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হন, তখন সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্য পর নাম-মন্ত্র জগতে বিতরণ করেন। এই মহামন্ত্রে কোন প্রকার হৈতুক প্রার্থনা নাই। মমতাযুক্ত নিখিল রসের উদ্দীপন ইহাতে দৃষ্ট হয়। ইহাতে ভগবানের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের ঐশ্বর্য্যগত পরিচয় নাই; কেবল আত্মা স্বয়ংরূপ পরমাত্মার দ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেম-সূত্রে আকৃষ্ট আছেন, ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের মুক্তপ্রগ্রহ নামোল্লেখের পরিচয় এই মহামন্ত্রেই পাওয়া যায়। ইহা তারকব্রহ্ম-নাম-মাত্র নহে, পারক-ব্রহ্মনাম; তারকব্রহ্মত্ব ইহাতে কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে আনুষঙ্গিকভাবেই সিদ্ধ। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ বা অন্যাভিলাষী কর্ম্মিসম্প্রদায় এই মহামন্ত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বা রাম-শব্দের উল্লেখ যে-ভাবে দর্শন করেন, শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ ঐরূপ সঙ্কীর্ণ বিচারে গোলোকের প্রেমসম্পৎকে দর্শন করিবার প্রচেষ্টা দ্বারা নামের চরণে অপরাধী হন না। কলিযুগ সর্ব্বদোষাকর হইলেও ইহার একমাত্র মহত্তম গুণ এই যে, এখানে মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যাবতারের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যস্বরূপাত্মক তারকব্রহ্ম-নাম বিতরিত হইয়াছেন।

ভীমার্জ্জুনের মাংস ভোজন সিদ্ধান্ত—ভীমার্জ্জুন রাজধর্ম্ম-পালনাভিনয় প্রদর্শন করিয়া যে মৃগয়াদির বাহ্য আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তত্তৎ আচার অনুকরণ করিবার স্পৃহা হইলে আমাদের অন্তরে গুপ্তভাবে অত্যন্ত অবৈধ ভোগ-পিপাসা উদিত হইয়াছে জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের কর্ণের নিকট হইতে তৎপুত্রের মাংস-প্রার্থনার আখ্যায়িকা দ্বারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্য-মাংস-ভোজন স্পৃহা বা তদযোগে সাধারণের মধ্যে মনুষ্যের মাংস-ভোজনের প্রথা প্রচলিত ছিল প্রমাণিত হয় না। ইহা কর্ণের পুত্রাসক্তি-পরীক্ষার সাক্ষ্যমাত্র প্রদান করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আপাত প্রতীয়মান দুরাচার দর্শন করিয়া যে-সকল ব্যক্তি তাহার অনুকরণ করিবার রুচিবিশিষ্ট হয় এবং তদ্রূপ আনুকরণিক ভোগময়প্রবৃত্তিমূলে আপনাদিগকে দুরাচার করিয়া ফেলে, তাহারা বঞ্চিত ব্যক্তি মাত্র। শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥" প্রভৃতি বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া অনেকে আধ্যক্ষিক বিচারে অনন্যভাক্ ভগবৎসেবকের আপাত

প্রতীয়মান যে-সকল দুরাচার দর্শন করে, তাহা তাহাদের করণাপাটব দোষযুক্ত আত্মবঞ্চনা মাত্র। দ্বাপর যুগের কথা কেন, অধুনাও কোন কোন দুর্লক্ষ্যগতি মহাপুরুষের প্রতি ঐরূপ বিচার উপস্থিত করা হয়। অনন্যভাক্ হরিসেবক ভোগী বা ত্যাগী নহেন। তাঁহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে মৎস্য-মাংস অমেধ্যাদি ভোজন বা আমিষ ভোজন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিরামিষ হবিষ্যান্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তুভোজন হইতে কোটিযোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত। যখন আমরা বৈষ্ণব-বিচারে ভীমার্জ্জুনকে দর্শন করি, তখন তাঁহাদিগের আচরণে কোন প্রকার ভগবৎপ্রীতির প্রতিকূল ব্যবহার নাই; তাঁহারা ভগবৎপ্রীতির আনুকূল্য করিবার জন্য ভগবানের আদেশে কোটী কোটী আধ্যক্ষিক নেত্রে প্রতীয়মান দুরাচারকে স্বীকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সদাচারিগণের গুরুরূপে নিত্য অবস্থিত। ভীমার্জ্জুন কখনও আমিষ বা নিরামিষ কোন প্রকার অমেধ্য গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা 'কৃষ্ণের প্রীতির জন্য কৃষ্ণের সেবাই নিয়ম'—এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রয়াস করিয়াছেন। ধর্ম্মব্যাধের আচরণ সাধারণের আচরণের অন্তর্গত করিলে বা ধর্ম্মব্যাধকে জাতিসামান্যের কবলে কবলিত করিলে ধর্ম্মব্যাধ-দর্শনে ভ্রম প্রবিষ্ট হইল। তেজীয়ান্‌গণের সকল সামর্থ্যই আছে, কিন্তু তাহা দুর্ব্বল জীবগণের আচরণের ন্যায় নিজ অমঙ্গল কখনও ত' হয়ই না, পক্ষান্তরে পরের মঙ্গল হইয়া থাকে। তবে তেজীয়ান্ রাস্তায় ঘাটে যে কেহ হইতে পারে না। পাষণ্ডতাপূর্ণ-হৃদয় ভোগবুদ্ধিক্রমে যদি তেজীয়ানের মুখোস পরিধান করে তেজিয়ান্-শিখিগণের পুচ্ছ কৃত্রিমভাবে গাত্রে সংযুক্ত করিয়া বা তেজীয়ান্‌গণের মণ্ডলীতে নৃত্য করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাহা হইলে প্রকৃত তেজীয়ান্‌গণ তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী। বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী॥ অতএব জরদ্গব' মারে মুনিগণ। বেদ-মন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন॥ জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার। তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার॥ কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে। অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১৬০-১৬৩)॥

শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিতে উপবাস বিধি—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্পষ্টভাবে আদেশ রহিয়াছে যে, শ্রীভগবদাবির্ভাব বা জয়ন্তীমাত্রেই অবশ্য উপবাস করিবে। শ্রীগোস্বামিগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বয়ং-রূপ ভগবান্ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে যেরূপ উপবাসাদি ব্রত পালন করিতে হইবে, শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমায়ও সেইরূপই উপবাসাদি নিয়ম প্রতিপালিত হইবে। তবে শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার যে স্পষ্টভাবে তাহা উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ, শ্রীগৌরাবতার—"ছন্নঃ কলৌ"। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে "চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনীপূর্ণিমা। ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা॥" যাহারা ইহার প্রতিকূলাচরণ করে, তাহারা বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে অদৈবগণে গণিত হয়। শ্রীগৌরাবতার 'ছন্ন' বলিয়া তাঁহার জন্মতিথি-পালনাদি-ব্রত যে ছন্ন-ভাবে গোপনে করিতে হইবে, তাহা নহে। যাহারা বলেন,—শ্রীকৃষ্ণই যখন শ্রীচৈতন্য, তখন শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী পালনেই ত' শ্রীচৈতন্য-জন্মতিথি পালিত হয়, পৃথক্‌ভাবে পালনের আবশ্যকতা কি? এরূপ বিচার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দরে ভেদবাদী দুষ্টবুদ্ধিগণের দুষ্ট হৃদয়ের অভিব্যক্তি। ইহা কপটতা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণই ঔদার্য্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, অথবা শ্রীগৌরসুন্দরই মাধুর্য্যাবতারী

শ্রীকৃষ্ণ হইলেও যাঁহারা লীলাবৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উভয় জন্মলীলা-বৈশিষ্ট্যের আরাধনা করিবেন। না করিলে তাহা মায়াবাদ, পাষণ্ডতা প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হইবে। উভয়ের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের অস্বীকার করিলে—উভয়ের বিরোধী অদ্বৈব বিচার হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চার পূজার ন্যায় শ্রীগৌরার্চ্চার আরাধনাও জগতে প্রচারিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূজা ব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণসেবায় অনর্থ-নির্ম্মুক্তি-যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাব-তিথির আরাধনায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথি আরাধনার প্রকৃত যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথিতে ভোগবিলাস বা হোলি খেলায় প্রমত্ত থাকিয়া উপবাসাদি পরিত্যাগে যে বাউল প্রাকৃতসহজিয়া বা স্মার্ত্তগিরির আবাহন করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভক্তিপ্রতিকূলাচরণ বা কৃষ্ণবিদ্বেষ মাত্র। গোস্বামিগণ, আচার্য্যগণ, শুদ্ধভক্তগণ—সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে উপবাসাদি ব্রত পালন করিয়াছেন। ভোগবিলাসী, স্মার্ত্তপদাবলেহী, প্রাকৃতসহজিয়া, উৎপথগামী আচার্য্যসন্তানব্রুব, গোস্বামিব্রুব প্রভৃতি কোন কোন ব্যক্তিতে যদি বিরুদ্ধাচরণ প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে উহা শ্রীগোস্বামিবর্গের মত-বিরোধী ভোগময় আচার বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। গৌঃ ৯।৬৬৮-৬৭০।

শিব-পূজা বিধি—শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণপ্রিতম-বিচারে কৃষ্ণপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যে শিব-পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট গোব্রাহ্মণ-যজ্ঞঘাতী অসুর—দৈত্যাদির প্রাপ্য মোক্ষাদি কামনা না করিয়া একমাত্র নিরুপাধিকা কৃষ্ণপ্রীতিই প্রার্থনা করেন। কারণ তিনি স্বয়ং নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেমের অবধূত। শ্রীশিব-প্রসাদে দশ-প্রচেতা প্রভৃতি বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদতা লাভ করিয়াছেন। দশ-প্রচেতা যেরূপভাবে মহাদেবের পূজা করেন, সেই ভাবে শিব-পূজাই বিধি-সম্মত ও আদর্শ। অন্য প্রকার শিব-পূজার ছলনা গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে অবৈধ ও পাষণ্ডতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ভীষণ নামাপরাধই উপস্থিত হয়; সুতরাং ঐরূপ নামাপরাধীর কোনও কালেই মঙ্গল লাভ হয় না।

শিব বিষ্ণুর উপাসক-নিবন্ধন বিষ্ণু জগদুপাস্য হউন, কিংবা বিষ্ণু শিবের উপাসক-নিবন্ধন শিবই জগদুপাস্য হউন, অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিনজনই সমভাবে জগদুপাস্য হউন। আমরা মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্তগণের অন্তঃপাত শাস্ত্রে অবলোকন-পূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়কে মস্তকের দ্বারা দণ্ডবৎ বিধান করিয়া উপেন্দ্রের অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর দাসত্ব অবলম্বন করিয়াছি। কারণ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, বলি, ব্যাস ও অম্বরীষ প্রভৃতি মহাজনগণ বিষ্ণুপরায়ণ; এজন্য তাঁহারা শ্রীশম্ভু ও ব্রহ্মার পরম প্রীতিভাজন ও জগন্মঙ্গল-বিধায়ক। আর রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক প্রভৃতি অসুরগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্তাভিমান করিয়াও তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারেন নাই, এজন্য তাহারা জগতের পরম শত্রু হইয়াছিলেন। রাবণ ব্রহ্মার ভক্ত ছিলেন, কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতা-দেবীকে হরণ করিবার জন্য তাহার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল। রাবণ ব্রহ্মার প্রদত্ত মৃত্যুশরেই নিহত হয়, ব্রহ্মা রাবণ-হননের জন্য ঐ মৃত্যুশরের কথা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়া দেন। সুতরাং বিষ্ণু-বিদ্বেষীকে ব্রহ্মা কখনও 'ভক্ত' বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু তাহার বিনাশই আকাঙ্ক্ষা করেন।

বাণ-নৃপতি মহাদেবের পরম ভক্ত বলিয়া আপনাকে অভিমান করিতেন। তিনি মহাদেবের নিকট হইতে সহস্র বাহু প্রাপ্ত হইয়া সেই মহাদেবের সহিতই যুদ্ধ করেন। মহাদেব বাণ-নৃপতিকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে বাণ-নৃপতির সহস্র বাহুর মধ্যে কেবলমাত্র চারিটী বাহু থাকে। বাণ-নৃপতি জগতের ভীষণ শত্রুতা সাধন করিয়া বিনষ্ট হন। মায়াবাদী বা পাষণ্ড শৈবগণের শিব-ভক্তিও এইরূপ। তাহারা নিজের আরোহ-চেষ্টায় শিবের নিকট হইতে জোর করিয়া কিছু প্রাকৃত বল-লাভ-পূর্ব্বক সেই বলের দ্বারা শিবকে হনন ও বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিবার জন্য ধাবিত হন। অর্থাৎ তাঁহারা নিজেরাই ভবানীভর্ত্তা বা সোহংবাদী হইয়া পড়েন। তাঁহারা শিবের প্রিয় নহেন; এইজন্য তাঁহাদের উপর শিবের চির-অভিসম্পাত রহিয়াছে। পৌণ্ড্রক‌ও আপনাকে একজন শিব-ভক্ত বলিয়া অভিমান করিত। সে শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে চির-বিনষ্ট হয়। বৃক শিবের ভক্তাভিমানী ছিল। অনেক তপস্যা কারিয়া এই বৃক শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয় যে, যাহার মস্তকে সে হস্ত স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি তন্মুহূর্ত্তেই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। এই বরপাপ্ত হইয়া বৃক সর্ব্ব প্রথমে বর-পরীক্ষার্থ শিবেরই মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইলে শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশে বৃককে নিজ মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া বরের ফল পরীক্ষা করিতে উপদেশ দিলে নিজ মস্তকে হস্ত দেওয়া মাত্রেই বিনষ্ট হইল। শৈব মায়াবাদীর বিচার ঐরূপ। এইরূপ শিব-ভক্তের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ক্রৌঞ্চ—ব্রহ্মার ভক্ত ছিল এবং ব্রহ্মার নিকট হইতে মহাবল লাভ করিয়া দেবতাগণকে বিতাড়িত করে। দেবতাগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মা কার্ত্তিককে সেনাপতি করিয়া পাঠাইয়া তদ্দারা ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করেন।

যাঁহারা ব্রহ্মা-রুদ্রাদির নিত্য আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব, সর্ব্বকারণ-কারণত্ব, অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মাশিবাদি দেবতার পূজক হন, কিম্বা শিবের পূজা বা ব্রহ্মার পূজা করিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইবে মনে করেন, তাঁহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পূজকের বিনাশ নাই, আর সকলেরই বিনাশ আছে। একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজকই বিধি-পূর্ব্বক পূজা-কারী আর সকল পূজকই অবৈধ; এইজন্য তাহাদের কর্ম্মমার্গে বিচরণ, তাহাদের আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যথা গীতা—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্ত শিবের পূজা বড়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণসেবায় উদাসীন বা কৃষ্ণসেবা-বিদ্বেষী হইয়া শিবের পূজার ছলনা—পাষণ্ডতা। এইরূপ পাষণ্ডতা কপটতা-পূর্ব্বক হৃদয়ে পোষণ করিয়া যাহারা শিবের পূজার ছলনা করে, তাহারা শিব-বিদ্বেষী। কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের পূজা-প্রভাবে হৃদয়ে নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রীতিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে—ভোগ-মোক্ষ-পিপাসা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইবে। যথা—"প্রথমং কেশবং পূজাং কৃত্বা দেবমহেশ্বরম। পূজনীয়াঃ মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)। "অতএব সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণে পূজি, তবে। প্রীতে শিব-পূজি,

পূজিবেক সর্ব্ব দেবে ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৪৮২) অপিচ—যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)।

যেখানে শিব-পূজার ফলে কৃষ্ণপ্রীতিতে সিদ্ধি লাভ না হয়, সেখানে সেইরূপ কল্পিত শিবের বৈষ্ণবত্ব নাই, সেইরূপ কল্পিত শিব-পূজা—বৈষ্ণব-পূজা নহে, তাহা অবৈষ্ণব-পূজা—অবৈধ পূজা—অশাস্ত্রীয় পূজা। কৃষ্ণপ্রিয়তম বাস্তব শিব-পূজা-ফলে প্রচেতাগণের ন্যায় নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেমে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

লীলাস্মরণ ও শ্রীনাম-ভজনের সামঞ্জস্য—জাতরুচি ভক্তগণ স্বভাবক্রমেই শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ বলিয়া তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্য ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিতে আসিলে তাহারা নিত্য স্বভাবক্রমেই তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি কুপথাশ্রিত সম্প্রদায় প্রকৃতপ্রস্তাবে অজাতরুচি হইয়া রাগানুগাভিমানী—কিংবা অজাতরুচি, শাস্ত্রযুক্তি বা শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ অনিপুণ ও উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী হইয়া রাগানুগাভিমানী। এইরূপ কপট, ভণ্ড, অসৎ ও মূর্খজনোচিত প্রাকৃত রুচি কখনই রাগানুগা রুচি নহে। ঐরূপ কাপট্যনাট্যময়ী, মূর্খতাময়ী, প্রাকৃতাভিনিবেশময়ী রুচিকে যদি রাগময়ী ভক্তিতে 'লোভ' মনেকরিয়া কেহ তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা-সংযতকারিনী ওক্রম-মঙ্গলসাধিনী বৈধী-শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইবে, সন্দেহ নাই। বৈধী ভক্তি-দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে যদি অহৈতুক প্রাক্তন বা আধুনিক হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাবলে কোন সৌভাগ্যবানের রাগময় লোভ স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তবেই সেই বিশিষ্ট সৌভাগ্যবান পুরুষের রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার উৎপন্ন হয়; নতুবা কৃত্রিমভাবে বৈধী ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তির মুখস পরিধান করাইবার চেষ্টা করিলে কিছু সুবিধা হয় না; প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এখানে ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা মনে করেন যে, কেহ কৃত্রিমভাবে ইচ্ছা করিলেই বা গায়ের জোরে রাগানুগ ভক্ত হইতে পারেন! অথবা কর্ম্মপ্রধানা বৈধী ভক্তিকেই, এমন কি, বিধি-বিগর্হিতা কুকর্ম্মময়ী অভক্তিকেই "রাগানুগ ভক্তি" বলিয়া চালান যাইতে পারে! কোন কোন প্রাকৃত-সহজিয়া মনে করেন, লোভ উৎপন্ন হইলে যখন শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা করে না, অথবা যেখানে শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা, সেখানে যখন লাভই সিদ্ধ হয় নাকরে না, তখন যত মূর্খতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, কল্পনা, কপটতা, ভণ্ডামী, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, যত শাস্ত্র-শাসন-উল্লঙ্ঘন বা অবৈধ আচার, ব্যভিচার, তাহাই রাগানুগা ভক্তি বা লোভময়ী শ্রদ্ধা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ঐ সকল প্রাকৃত সহজিক মতবাদ নিরাস করিয়াছেন।

"ব্রজে অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্য-দাসীভাবে অবস্থান" প্রভৃতি উক্তি-সমূহকে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় অপক্কাবস্থা, সম্পূর্ণ অনর্থাবস্থা, অযোগ্যাবস্থা এবং মূর্খতা দ্বারা গ্রহণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। ব্রজে গোপীদেহ লাভ প্রভৃতি ব্যাপার অনর্থময়ী কল্পনা নহে। অনেকে আবার শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের উক্তির বিকৃত আদর্শ লইয়া ব্রজে গোপীদেহ লাভের যে-সকল কল্পনা করিতেছেন, তাহাতেও অন্য প্রকার অনর্থই উপস্থিত হইতেছে। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীতে বিমুখতারূপ নামাপরাধের দ্বারা লিপ্ত হইয়া বাহ্যে কপট নামাশ্রয়ের ছলনা-পূর্ব্বক যে-সকল

প্রাকৃত সহজিকগণের অনর্থময়ী কল্পনা, তাহা কখনই অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ বা শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় পরিচর্য্যা নহে। এই সকল কথা সত্য সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে—ঐ সকল কাল্পনিক সাধন-ছলনা-চেষ্টায় কোথায় কোথায় কি কি ভাবে বহুরূপে অনর্থ-প্রবেশের ছিদ্র আছে, তাহা প্রত্যক্ষানুভূতিতে বুঝিতে হইলে, নিরন্তর নিষ্কপট সেবোন্মুখ চিত্তে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ ও তদনুসারে বাস্তব সাধক জীবন যাপন করা আবশ্যক। অনর্থ সঙ্কুচিত হইলে নির্ম্মল আত্মা বা শুদ্ধ-জীবস্বরূপে যে স্বতঃসিদ্ধ রাগময় সেবাভাব প্রকাশিত হয়। তাহাতে স্ব-স্ব শুদ্ধ স্বরূপের রসভেদে রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রতি রাগানুগা নিষ্ঠা প্রকটিত হয়, তখন শ্রীগুরু-কৃপাবলে পরম সৌভাগ্যবানের স্ব স্ব স্বরূপের পরিচয় আবিষ্কৃত হয়। এখানে কোন কল্পনা, কৃত্রিমতা বা অন্য কোনও প্রকার অবান্তর উদ্দেশ্যের অবকাশ নাই। কল্পনা বা কৃত্রিম চেষ্টার দ্বারা প্রত্যেক অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে রাগানুগ-ছলনার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলে রাগময়ী সেবার যে মূল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও লোভকে কৃত্রিমতা বা বিপর্য্যস্ত বিধির কারাগারে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা হইল, তাহা প্রাকৃত-সাহজিক, অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায় বুঝিতে পারে না। প্রকৃত শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তনে জাড্যযুক্ত, নিরন্তর নিরপরাধে নাম-কীর্ত্তন-বিমুখ ব্যক্তিগণ অনর্থহত হইয়া যে অষ্টকালীয় কল্পিত স্মরণাদির চেষ্টা বা "কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা" প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলি উদ্গীরণ করেন, তাহাতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ অনর্থের অষ্টকালীয় সেবায় বিমুখমোহিনী মহামায়ার পরিচর্য্যারই আবাহন হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনের পরম বিজয় বিঘোষিত করিয়া শ্রীরূপানুগ পদ্ধতিতে যে ভজন-রহস্য-সম্পুট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের প্রতি বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য আসিতে পারে না। তাঁহার "ভজনরহস্যে" ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাহার উপক্রম-উপসংহার-অভ্যাস-অপূর্ব্বতাফল-অর্থবাদ-উপপত্তি—সর্ব্বত্র "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্যের আরতি এবং তাহাতে 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্'—এই নাদময়ী ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে। উক্তগ্রন্থে অষ্টকালীয় ভজনকে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-বিঘোষণকারী শিক্ষাষ্টকে গ্রথিত করিয়াছেন। অহর্নিশ কালকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া অষ্টযাম বা অষ্টকাল নির্ণীত হয়। নৈশকাল ত্রিযাম, দিবাভাগ ত্রিযাম এবং ইহাদের সহিত উষা ও সান্ধ্য-সম্মেলনে অষ্ট যাম ভজনরহস্যে এই অষ্ট যামে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানুশীলনময় ভজনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'সদা' বলিতে অষ্ট যাম বা অষ্টকাল ; হরিকীর্ত্তন এই অষ্ট কালই করিতে হইবে। "উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্"—উচ্চৈঃস্বরে যে আবৃত্তি, তাহাই কীর্ত্তন। শ্রীনামকীর্ত্তন-প্রভাবেই সহজ স্মরণ হইবে। ভগবন্নামকীর্ত্তনানুশীলনেই রূপকীর্ত্তনানুশীলন, গুণকীর্ত্ত-নানুশীলন, লীলাদিকীর্ত্তনানুশীলন সম্পুটিত রহিয়াছে। যেখানে কৃত্রিমভাবে স্মরণ (?) বা কল্পনা-চেষ্টা, সেইখানেই "নাম-কীর্ত্তনে (?) গোলমাল" উপস্থিত হয়। উহা স্মরণও নহে নাম কীর্ত্তনও নহে, স্মরণের ছলে বা বিবর্ত্তে কৃত্রিম কল্পনা, নামকীর্ত্তনের ছলে বা বিবর্ত্তে নামাপরাধ অথবা নামকীর্ত্তনে জাড্য। কীর্ত্তন ও স্মরণ যদি দুইটী বিরুদ্ধ ব্যাপার বা কৃষ্ণ ভজনের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী কার্য্যবিশেষ হয়, তবেই সেখানে গোলমাল উপস্থিত সম্ভব হইত। আর কীর্ত্তন ও স্মরণ উভয়েই যদি শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখ-

সাধক অভিধেয় হয়, তবে সেখানে কোন গোলমাল হইতে পারে না। যেখানে কৃত্রিমতা বা অপরাধ থাকে, সেখানেই অনর্থময়ী ভূমিকায় গোলমাল উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্রীল চক্রবর্ত্তিচরণ বলিয়াছেন,—এই রাগানুগা ভক্তিতে মুখ্য যে স্মরণ, তাহারও কীর্ত্তনাধীনত্বই অবশ্য বক্তব্য হইতেছে ; কারণ, এই কলিযুগে কীর্ত্তনেরই অধিকার এবং সমস্ত ভক্তিমার্গে সর্ব্বশাস্ত্র দ্বারা একমাত্র কীর্ত্তনেরই সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজসদাসঙ্গত্যপেক্ষয়া। নাম-সংকীর্ত্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাংভক্তিমাচর॥" (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৪৪)।—যদি তুমি (ভৃঙ্গের ন্যায়) ভগবৎপাদপদ্মের সদা সঙ্গ-লাভ অপেক্ষা কর, তবে তদীয় নামসঙ্কীর্ত্তনবহুলা বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর। এতৎ প্রসঙ্গে এই গীতিটি আলোচ্য—"দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব ? প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে, তব হরিনাম কেবল কৈতব॥ কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব, কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব। মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব-ঘরে চুরি, না করিল কভু সদাই জানব॥ তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা, তা'র সহ সম কভু না মানব। মৎসরতা-বশে, তুমি জড় রসে, মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব॥ তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন, প্রচারিছে ছলে কুযোগি-বৈভব। প্রভু সনাতনে, পরম যতনে, শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেই সব॥ রাধা-দাস্যে রহি, ছাড়ি' ভোগ-অহি, প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব। রাধা নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন, কেন বা নির্জ্জন-ভজন কৈতব॥ ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন, প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে শব। প্রাণ আছে তা'র, সে-হেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥ শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ, কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব। কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে, সে-কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

অসৎসঙ্গ-ত্যাগের বিচার—জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস। "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস।"—মহাভাগবত তাঁহার উদ্বুদ্ধ সহজ স্বরূপে প্রত্যেক জীবের স্বরূপ দর্শন করেন এবং নিরন্তর নিজে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া বিশ্বের সকল বস্তুকে কৃষ্ণসেবা-সংলগ্ন উপকরণরূপে দর্শন করিতে পারেন—"বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ-ভজন করে, এই মাত্র জানে॥" —এইরূপ মহাভাগবত বা স্বরূপ-দর্শনকারীর অবস্থা লাভের পূর্ব্বে কেহ অত্যন্ত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ, কেহ বা কনিষ্ঠাধিকারী, কেহ মধ্যমাধিকারী অর্থাৎ আমাদের শুদ্ধ স্বরূপ ন্যূনাধিক আবৃত। অত্যন্ত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখের স্বরূপ অত্যন্ত আবৃত, কনিষ্ঠাধিকারীর তদপেক্ষা উন্মুক্ত, মধ্যমাধিকারীর অনেকটা উন্মুক্ত। কৃত্রিমতা করিয়া যদি কোন সময় মহাভাগবতের অনুকরণ করা যায়, আবার ব্যক্তিগত অপস্বার্থময় অসুবিধার সময় মহাভাগবতের বিরুদ্ধে আচরণ করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইতে হয়, তবে উহা কাপট্য-নাট্য বলিয়াই প্রকাশিত হইবে এবং তাহাতে ভাবী ক্রম-মঙ্গলের পথটী চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। বনের ব্যাঘ্র, ভল্লুকও স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। কিন্তু কৃত্রিমভাবে উহাদিগকে নিত্যকৃষ্ণদাস জানিয়া তাহাদের সঙ্গ করিতে যাওয়া বা অপস্বার্থ-প্রণোদিত ও কাপট্যযুক্ত হইয়া নিত্যকৃষ্ণদাস ছলনায় অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, বৈধ স্ত্রীসঙ্গে আসক্তি এবং ঝারিখণ্ডের ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদির প্রতি অন্যপ্রকার ব্যবহার প্রদর্শন করিলে "জীবমাত্রেই নিত্য কৃষ্ণদাস" এই বিচারটীর সার্ব্বকালিকতার অপলাপ করা হয়। এই জন্য—"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ'॥ (ভাঃ ১১।২১।২)।

—"নিজ-নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ। তাহার বিপরীত আচরণের নাম দোষ। অতএব অধিকার বিচার না করিয়া কোন কার্য্য করিবে না।"

আবৃতস্বরূপ কৃষ্ণদাস ও উদ্বুদ্ধস্বরূপ কৃষ্ণদাসের প্রতি মধ্যমাধিকারী কখনও এক প্রকার ব্যবহার করিবেন না। মধ্যমাধিকার অতিক্রম করিয়া কেহই মহাভাগবতাধিকারে উচ্চ লম্ফ প্রদান করিতে পারেন না, তাহা করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। মধ্যমাধিকারকেও কেহ কৃত্রিমভাবে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও মধ্যমাধিকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার, কোথাও মধ্যমাধিকারকে কৃত্রিম ও কপটভাবে পরিহারের চেষ্টা দেখা যায়। যাহারা সুষ্ঠুভাবে অর্চ্চনাধিকার পর্য্যন্ত লাভ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে হঠাৎ মহাভাগবতের আচার-বিচারের ছলনা দেখা যায়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"—প্রভৃতি মহাপ্রভুর উক্তিকে তাহারা বলেন,—বাহ্য কথা, উহা নিম্নাধিকারীর জন্য! বৈষ্ণব সমদর্শী হইবেন সকলকে সম্মান দিবেন, অনিন্দুক হইবেন।" ইহাদের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রী-আসক্তির সময়ই যত অনিন্দকের ব্যবহার, অমানী মানদ-ভাব হৃদয়ে জাগরূক হয়। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব বা চরম শ্রেয়ের উপদেশক মহাভাগবত জগদ্গুরুর প্রতি ইহারা অনিন্দক নহেন। অর্থাৎ ইহারা প্রেয়ের ইন্ধন-সরবরাহকারীর প্রতি অনিন্দক; আর শ্রেয়ের উপদেশকগণের সামালোচক বা নিন্দক। এই জন্য মধ্যমাধিকারে মহাভাগবত গুরুদেবের বিশ্রম্ভ শুশ্রূষা আবশ্যক। সেই শুশ্রূষা বা শ্রবণেচ্ছা দ্বারা আমাদের ক্রম-মঙ্গলের পথ আবিষ্কৃত হয়। স্বাভাবিকভাবে ও সহজে শ্রীগুরুসেবাফলে ক্রমে ক্রমে অনর্থ-নির্মুক্ত হইয়া মহা-ভাগবতাধিকারে উপনীত হইবার সুদুর্ল্লভ সৌভাগ্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত মধ্যমাধিকারীর জন্য যেরূপ ব্যবহার উপদেশ করিয়াছেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহই মঙ্গলের পথে আরূঢ় হইতে পারেন না,—"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৬)—তিনি শাস্ত্র-যুক্তি-দ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধ ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা এবং বিদ্বেষী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন ভক্তির তারতম্যানুসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত। বালিশের মূঢ়তার অথচ সরলতার পরিমাণানুসারে কৃপার তারতম্য উপযুক্ত। বিদ্বেষী ব্যক্তির বিদ্বেষের তারতম্যানুসারে তাহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য উপযুক্ত। এই সকল বিবেচনা-পূর্ব্বক পারমার্থিক ব্যবহার করিবেন। ঐহিক ব্যবহারও এই ব্যবহারের অধীনে সরলরূপে কৃত মধ্যমাধিকারী হইবে।

মধ্যম ভক্তদিগের ভক্তি বিশ্রম্ভ গুরুসেবারূপ নিষ্কপট ভজন-প্রভাবে প্রেমাকারে গাঢ় হইলে তাঁহারা অবশেষে উত্তম ভক্ত হইয়া থাকেন। তখন সেই উত্তম ভক্তের লক্ষণ এইরূপ হয়,—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)।—যিনি সর্ব্বভূতে ভগবানের সম্বন্ধজনিত প্রেমময়-ভাব এবং সর্ব্বভূতের সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব ভগবানে উপলব্ধি করেন, তিনিই উত্তম বৈষ্ণব। উত্তম বৈষ্ণবের প্রেম ব্যতীত অন্য ভাব কখনই হয় না। সম্বন্ধজনিত অন্যান্য ভাব সময়ে সময়ে যাহা উত্থিত হয়, সমস্তই তাঁহাতে প্রেমের বিকার। মহাভাগবত-শিরোমণি

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কংস-সম্বন্ধে "ভোজপাংশুল" প্রভৃতি দ্বেষের ন্যায় যে-সকল উক্তি করিয়াছেন সে-সমস্তই প্রেমের বিকার, তাহাও বস্তুতঃ প্রেম অর্থাৎ প্রকৃত দ্বেষ নয়। এইরূপ শুদ্ধ প্রেমই যখন ভক্তের জীবন হয়, তখন তাহাকে 'ভাগবতোত্তম' বলা যায়। এ অবস্থায় আর প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ব্যবহার তারতম্য থাকে না; সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে। এইরূপ ভাগবতোত্তমের নিকট উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণব-ভেদ বা বৈষ্ণবা বৈষ্ণবভেদ নাই। ইহা অনুকরণীয় ব্যাপার নহে—সুদুর্ল্লভ, সহজ, সর্ব্বোত্তম সৌভাগ্যময় অবস্থা। কিন্তু মহাভাগবতোত্তম যদি অহৈতুক গুরু-কৃপাযুক্ত হইয়া গুরু বা লোকশিক্ষক আচার্য্যের কার্য্য করিতে গিয়া মধ্যমাধিকারের অভিনয় করেন, মহাভাগবত-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু স্বয়ং যদি ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা, কালাকৃষ্ণদাস-উদ্ধার-লীলা, দেবানন্দ-দণ্ডদান-লীলা, রাজ-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শনাদিপরিত্যাগ-লীলা প্রদর্শন করেন, কিম্বা মহাভাগবত-লীলাভিনয়কারী শ্রীস্বরূপদামোদরপ্রভু যদি বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবিকে শাসন-লীলা, অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যদি পরমহংস-ভাগবতোত্তমের লীলা প্রদর্শন করিয়াও লোকশিক্ষাকল্পে রামচন্দ্রখাঁর প্রতি তীব্র কটূক্তি-বর্ষণাদি-লীলা, পাষণ্ড-দলন-লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে যদি সেই সকল মহাভাগবত-শিরোমণি-লীলাভিনয়কারী মহাভাগবতারাধ্যগণকে মধ্যমাধিকারী বা তাঁহাদিগের মধ্যে উত্তমাধিকারীর ন্যায় সমদর্শন বা সর্ব্ববস্তুতে ভগবদ্দর্শনাভাব আছে, মনে করা যায়, তাহা হইলে বঞ্চিত হইতে হইবে। নিষ্কপট হরিসেবক সকল বস্তু, ব্যবহার, অবস্থাকেই তাঁহার নিজাভীষ্ট কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিতে পারেন। সেবা-বিমুখের নিকট যাহা অত্যন্ত প্রতিকূল, নিষ্কপট সেবাপ্রাণের নিকট তাহাও পরম অনুকূলতা প্রাপ্ত হয়। যিনি এইরূপে সর্ব্ববিষয়কে কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিয়া কৃষ্ণসেবায় পূর্ণ-মাত্রায় সংলগ্ন থাকিবার কৌশল অবগত হইতে পারেন, তিনিই পরম চতুর, তিনিই বৈষ্ণবপদে অধিষ্ঠিত হন। "গৌর-বৈরী রস-পোষ্টা" প্রভৃতি প্রেমবিবর্ত্তের বাক্যে তাহারই ইঙ্গিতে প্রদত্ত হইয়াছে। আবার "দণ্ডবৎ দূরত, ভকতিবিনোদ ভেল" প্রভৃতি বাক্যও এস্থানে সুসমন্বিত হওয়া আবশ্যক। (গৌঃ ৯।৩২।-৬২৩ ও ৯।৬৮৪—৬৮৯)

হিন্দু ও বৈষ্ণব—শুদ্ধজীবের বা নিখিল মুক্ত চেতনের যাহা একমাত্র নিত্য স্বভাব সেই স্বভাবের কথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে জানাইয়াছিলেন। সেই নিত্য স্বভাব বা নিত্য ধর্ম্মের নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম। অতএব বিভুচেতন বিষ্ণু-বস্তুর প্রতি অণুচেতনের নিত্য সম্বন্ধগত ধর্ম্মই—"বৈষ্ণবধর্ম্ম"। বর্ত্তমানে "বৈষ্ণবধর্ম্ম" বলিতে যাহা সাধারণে বা অজ্ঞানের নিকট প্রসিদ্ধ অর্থরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম নহে। অনেকের ধারণা, 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বুঝি তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা-বিশেষ বা মতবাদ-বিশেষ! কিন্তু ঐরূপ বিকৃত ধারণা বা মনুষ্যজাতির ইন্দ্রিয়-তর্পণের অধীন কোন ধর্ম্ম মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম নহে। মহাপ্রভু তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম বা অহিন্দুধর্ম্ম প্রচার করেন নাই—তিনি নিখিল শুদ্ধচেতনের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তথাকথিত 'হিন্দু' শব্দ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা কি? 'হিন্দু' শব্দটী কোন বৈদিক পরিভাষা নহে। কিন্তু 'বৈষ্ণব' শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ বেদাদি শাস্ত্রে আছে। 'সিন্ধু' শব্দের প্রাচীন পারসিগণের অপভ্রংশ বা পরবর্ত্তিকালে 'অহিন্দু' হইতে

পৃথক্ হইবার বাসনায় 'হিন্দু' শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। 'হিন্দু' শব্দে পরমেশ্বরের সম্বন্ধ সূচনা অপেক্ষা দেশগত বা জড়ীয় সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা-গত তাৎপর্য্যই অধিকতর পরিস্ফুট। কিন্তু 'বৈষ্ণব', 'কাষ্ণ' প্রভৃতি শব্দ সেরূপ জাতীয় নহে। উহা উচ্চারণ-মাত্রই বিষ্ণু বা কৃষ্ণ সম্বন্ধ অপরিহার্য্যরূপে হৃদয়ে উদিত করায়। 'বৈষ্ণব' শব্দ সবিশেষ পরমেশ্বরের সম্বন্ধগত বস্তুকে লক্ষ্য করে। দ্বিতীয়তঃ 'বৈষ্ণব' শব্দ কোনও সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতাগত ভাব প্রকাশার্থ উদ্দিষ্ট হয় না। কারণ, 'বিষ্ণু' বা 'বৈষ্ণব' শব্দ অপ্রতিদ্বন্দ্বী—'বৈষ্ণব' শব্দ বলিলে কোন বস্তুর স্বরূপগত সত্তাই বাদ যায় না,—নিখিল বস্তুর বাস্তব স্বরূপকেই আলিঙ্গন করে অর্থাৎ 'বৈষ্ণব'শব্দে কেহই বাদ পড়েন না—"কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস"।

নিখিল চেতনের ধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম—নামান্তরে জৈবধর্ম্ম, ভক্তিধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম; বৈষ্ণবধর্ম্ম—অনাদিকাল হইতে গোলোকে, ভূলোকে নিত্যকাল প্রকাশিত আছে। ইহা আদি ও অনাদি। এই বৈষ্ণবধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের অবিকৃত মূল বিম্বস্বরূপ—সকল ধর্ম্মের অবিকৃত শেষসীমা। কারণ, উহা শুদ্ধচেতনের ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি বৈষ্ণবধর্ম্মরূপ মূল বিম্বের বিকৃত প্রতিফলন, ছায়া-প্রতিবিম্ব; কতকগুলি বা অসম্যক্, আংশিক ও খণ্ড পরিচয়-প্রদানকারী সোপান-বিশেষ। তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মাদি বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করায় আত্মধর্ম্মেরই বিকৃত অংশ-বিশেষ। ভারতের বিভিন্নস্থানে বিভিন্নপ্রকার সামাজিক, লৌকিক বা প্রচ্ছন্ন লৌকিক দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্মগুলিই 'হিন্দুধর্ম্ম' নামে সাধারণের নিকট পরিচয় লাভ করিয়াছে। কোথাও কমলাকর প্রভৃতি লৌকিক স্মার্ত্তগণের শাসিত ধর্ম্ম—'হিন্দুধর্ম্ম'; বঙ্গদেশে হরিহর ভট্টাচার্য্য-তনয় বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-শাসিত কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধর্ম্মই 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিয়া সাধারণ্যে প্রচারিত। আবার কোথাও মায়াবাদ-মতবাদ—"বৈদান্তিক ধর্ম্ম"(?) বা হিন্দুধর্ম্ম নামে—বিঘোষিত। মায়াবাদ কর্ম্মজড়-মতবাদের আপাত বিরোধী ভাব মৌখিকতায় প্রকাশ করিলেও নবীন সংস্করণের যে মায়াবাদ বর্ত্তমানে সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদের কেবল প্রচ্ছন্ন বন্ধুমাত্র নহে, অনেক স্থলে স্পষ্ট বন্ধুরূপেই প্রকাশিত। নবীন সংস্করণের মায়াবাদিগণ অধুনা স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পদাঙ্কিত পথে সমাজে বিচরণ করিতে পারিলেই উন্নত হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারেন। পুরাতন বা আদিম সংস্করণের মায়াবাদ কিন্তু কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদের এইরূপ স্পষ্টমিত্র ও অনুগ ছিল না। যাহা হউক, এইরূপ কর্ম্মজড়বাদ বা মায়াবাদ—যাহা বর্ত্তমানে 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিয়া পরিচয় প্রদান এবং তন্মধ্যে যে কর্ম্মজড়বাদ (অদৈব) বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের সুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ঐ সকল ধর্ম্ম দেহ ও মনোধর্ম্ম মাত্র—উহারা অনিত্য ধর্ম্ম—নিত্য বা সনাতন ধর্ম্ম নহে। কারণ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধর্ম্ম দৈহিক ও লৌকিক আচার-ব্যবহার-পরিনিষ্ঠতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক আত্মার সাক্ষাৎ অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। আত্মানুশীলনের যে একটা ছলনাময়ী প্রতিজ্ঞা স্মার্ত্তধর্ম্মের ধুরন্ধরগণের কপট মৌখিকতায় প্রকাশ পায়, সেই কপটতাটুকুও ব্যক্ত হইয়া পড়ে—যখন কর্ম্মজড়গণ নির্ব্বিশেষ মায়াবাদে তাঁহাদের কর্ম্মযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করেন। নির্ব্বিশেষ স্বপ্ন-সিদ্ধির জন্য ব্রহ্মের(?) পঞ্চরূপ কল্পনা বা

পঞ্চোপাসনার প্রবৃত্তি যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপাদ্য বিষয়, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্ম আত্মানুশীলনপর ধর্ম্ম হইতে পারে না ; পরন্ত তাহা আত্মানুশীলনস্তব্ধকারী আত্মহত্যার আনুকূল্যকারী।

পরমাত্মার অনুশীলনকারী আত্মাই একমাত্র নিত্য সনাতন বস্তু, তদ্ব্যতীত দেহ ও মন এবং তাহাদের স্বভাব বা ধর্ম্ম—সকলই অনিত্য। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধর্ম্ম দেহধর্ম্মের প্রতীকের নিকট শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করিয়া মনোধর্ম্মের যূপকাষ্ঠে আত্মার বলি প্রদান করে। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদও প্রচ্ছন্নভাবে এবং প্রকারান্তরে তাহাই করে। তবে তফাৎ এই যে দেহধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মজড় হইতে অধিকতর চতুর, মনোধর্ম্মের ধুরন্ধর, যাজ্ঞিক নির্ব্বিশেষবাদী মুখে দেহধর্ম্মের পরিনিষ্ঠতা না দেখাইয়া 'ব্যবহার' শব্দের ছলনায় দেহধর্ম্মকে বস্তুতঃ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষবাদ বা আত্মহত্যারই সর্ব্বপ্রাধান্য স্থাপন করে। বর্ত্তমানে এই সকল কর্ম্ম-কাণ্ডমাত্রপর মতবাদই লৌকিক সমাজে 'হিন্দুধর্ম্ম' নামে আত্মপ্রকাশ-পূর্ব্বক ঐরূপ অনিত্য দেহ ও মনো-ধর্ম্মকেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'সনাতনধর্ম্ম' বা 'বৈদিকধর্ম্ম' বলিয়া বিঘোষিত করিবার স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করে। ঐরূপ নশ্বর, নৈমিত্তিক, পরিবর্ত্তনশীল, আত্মঘাত-লক্ষ্য দেহ ও মনোধর্ম্মকে 'সনাতন' বলিবার তাদের যুক্তি এই যে, ঐরূপ কথা বেদের একদেশে স্থান পাইয়াছে। পরম, নিত্য, সনাতন আত্মধর্ম্মযাজী পুরুষগণের যুক্তি কিন্তু ঐরূপ দুর্ব্বল নহে, তাঁহাদের যুক্তি বাস্তব বস্তুনিষ্ঠ। তাঁহারা বলেন,—যে বস্তু নিত্য সত্তা সংরক্ষণ করে, তাহাই নিত্য, সনাতন। আত্মা বা চেতন—সনাতন ; আত্মার বা চেতনের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্মই—সনাতনধর্ম্ম এবং সনাতনত্বের এইরূপ বিচারই বেদের শিরোভাগ শ্রুতি, বেদসার-পুনরাবৃত্তি, বেদবিস্তৃতি অমল স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে পুনঃ পুনঃ সমর্থিত হইয়া বেদের সার্ব্বদেশিক প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষরূপে অথবা উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্তকক্ষায় স্থিত বিষয়ের তুলনা-মূলক উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ বেদের এক দেশে যাহা স্থান পাইয়াছে—"বেদে আছে বলিয়া" কথার ছলনায় তাহাই 'সনাতন' পদবাচ্য হইতে পারে না। মায়ার বিক্রমের কথা, অসুরগণের খুব হিংসার কথা, দেহবিনোদের কথা, বেদে আছে বলিয়াই সেই সকল 'সনাতন' পদবাচ্য হইবে—এরূপ যুক্তি, যুক্তির অপব্যবহার মাত্র। সেরূপ হিসাবে কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণের বহিরাঙ্গা মায়াও ত' সনাতনী—সুরগণ যেরূপ সদা বর্ত্তমান, তৎসঙ্গে সঙ্গে অসুরগণও ত' সুরগণের মৎসরতা বিধান-পূর্ব্বক সুরগণের উৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ —'সনাতন' বা সদাতন। কিন্তু "সনাতনধর্ম্ম" যুক্তির এইরূপ ব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত নহে। যাহা নিত্য চেতন, তাহাই সনাতন। সেই চেতন বা সনাতনবস্তু বৃত্তিরহিত বিচারে যদি স্তব্ধ হইল, তবে চেতনের চেতনতার প্রবৃত্তি বা পরিস্ফূর্ত্তির অভাবে সনাতনত্ব কোথায় থাকিল ? সুতরাং কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ বা মায়া-বাদাদি যখন 'সনাতন' শব্দের এই বিদদ্রূঢ়ি সংরক্ষণ করিতে পারে না, তখন ঐ সকল নৈমিত্তিক ও বিকৃত ধর্ম্মে 'সনাতন' বলিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি উদিত হইলে জানা যাইবে,—"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান" —এই উক্তির প্রতিপাদ্য বিবর্ত্তেই বিচারক বা বিচারক-সমষ্টি পতিত। কাজেই অনিত্য দেহ-মনোধর্ম্মের প্রতীকরূপ তথাকথিত "হিন্দুধর্ম্ম"—"সনাতনধর্ম্ম" পদবাচ্য হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন—ভাগবতধর্ম্ম, যাহা অকৃত্রিম বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছিলেন। দৈব বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমাতীত পারমহংস্যধর্ম্ম, বা শুদ্ধ নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিরূপ

সনাতন ও পরম সনাতনধর্ম্মের কথা শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রকাশিত রহিয়াছে। এই ভাগবতধর্ম্মের সনাতনত্ব ও স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া যে-সকল নশ্বর দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মী ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সনাতনধর্ম্মে বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহারাই পারমার্থিক জগতে "পাষণ্ডী হিন্দু" নামে পরিচিত। যথা—হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥ ইত্যাদি (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ)। গৌঃ ৯।৭৫৯-৭৬১।

২। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও একেশ্বরবাদ—শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র একপরমেশ্বরাঙ্গীকারকারী, আর বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃতি ও ছায়াপ্রতিবিম্ব-স্বরূপ যাবতীয় তথাকথিত ধর্ম্ম মুখে আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিলেও কার্য্যতঃ বহ্বীশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, কল্পিত ঈশ্বর বা পুতুলবাদী, মায়াবাদী, ভগবদ্বস্তুতে জড়ারোপবাদী, মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদী, পশুতে ঈশ্বরকল্পনাবাদী প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ও নাস্তিক-সম্প্রদায়। যেমন তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত যে পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়, তাঁহারা মুখে আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া কল্পিত পঞ্চ দেবতার পূজা করেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের কল্পিত বিষ্ণু (?), শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্য—এই পঞ্চদেবতার যে-কোনও একটী যে-কোনও ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবেন, সেই ব্যক্তি-বিশেষ 'সাধক' নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন সরবরাহকারক সেই কল্পিত দেবতাকে স্বীয় রুচিকর 'ইষ্ট'রূপে বরণ করিয়া তাঁহার পূজা অর্থাৎ প্রকারান্তরে স্বীয় ইন্দ্রিয়ের পূজা করিবে। তাঁহারা বলেন যে, এই পঞ্চদেবতা বা বহুদেবতা এক ঈশ্বরেরই প্রতীক। কিন্তু পঞ্চদেবতা, বহুদেবতা বা কল্পিত এক দেবতাকে তাঁহারা চরমে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কোন নির্ব্বিশেষ ভাববিশেষে পরিণত করিবেন। কল্পিত দেবতাবিশেষকে বা নির্ব্বিশেষভাব-বিশেষকে যদি একেশ্বর বলা যায়, তবে পঞ্চোপাসকগণকেও 'একেশ্বরবাদী' বলা যাইতে পারে। কিন্তু কল্পিত ঈশ্বরের (?) বা নির্ব্বিশেষ-ভাবের ঈশিতার পরিচয় কোথায়? যে দেবতা ঈশিতব্যের দ্বারা নিয়মিত—ঈশিতব্যের ইন্দ্রিয়-রুচি বা কল্পনার কারখানায় নিয়মিত হইয়া কল্পিত রূপ, স্বরূপ ইত্যাদি প্রাপ্ত হন—যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা নাই—যে ঈশ্বর(?) নিত্যকাল তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন না অর্থাৎ নিত্য সবিশেষত্ব সংরক্ষণ করিতে অসমর্থ হন—নির্ব্বিশেষ-সাগরে বিসর্জ্জনের পর স্বভাবতঃই যাঁহার পূর্ব্ব-কল্পিত ঐশ্বর্য্য-টুকুও লুপ্ত হয়, তাঁহার আবার ঈশ্বরত্ব কি? ঈশ্বর, ঈশিতব্য ও ঐশ্বর্য্য—এই ত্রিবিধ বস্তুর যেখানে যুগপৎ নিত্য অবস্থান, সেখানেই 'ঈশ্বর' কথার সার্থকতা। পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় ঈশ্বর-ধারণার এই ত্রিবিধ বস্তুর নিত্য অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারেন কি? তাহা পারেন না—পারিলে "ব্রহ্মণোরূপ-কল্পনা" বা "পঞ্চোপাসনা" কথাটাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদি-সম্প্রদায় প্রভৃতিকে এজন্য পারমার্থিকগণ সুযুক্তি-দ্বারা বিচার-পূর্ব্বক আস্তিকতার অভাব লক্ষ্য করিয়া "প্রচ্ছন্ন নাস্তিক" বা বহ্বীশ্বরবাদী" 'নিরীশ্বরবাদী' প্রভৃতিরূপে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মেই এক-পরমেশ্বর স্বীকৃত। বৈষ্ণবধর্ম্মে নিত্য পরমেশ্বর, নিত্য পরমেশিতব্য ও নিত্য পরমৈশ্বর্য্য স্বীকৃত। বৈষ্ণবগণ কোন কল্পিত ঈশ্বর, মানব-রুচির সৃষ্ট ঈশ্বর (?) বা পুত্তল স্বীকার করেন না, কিম্বা মুখে আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া কার্য্যতঃ বহ্বীশ্বরবাদী বা নিরীশ্বরবাদী হইয়া পড়েন না। কারণ, পরমেশ্বর—স্বরাট্, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয় লীলা-পুরুষোত্তম, স্বয়ংরূপ। যথা—

"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যা'রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥ প্রভু কহে, আমা পূজ, আমি দিব বর। গঙ্গা, দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥ ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥" ইহারই নাম—একপরমেশ্বর-সিদ্ধান্ত। মহাপ্রভু বা পরমেশ্বর—একজন; আর সকলেই তাঁহার বশ্যতত্ত্ব, আর তাঁহাদের বশ্যভাবও নিত্য। কোনও কালে এই নিত্য-সিদ্ধ বস্তুত্রয়—যাহা একপরমেশ্বর-সিদ্ধান্তের মেরুদণ্ড, তাহা বিনষ্ট হইবে না। আর একমাত্র পরমেশ্বর কৃষ্ণের স্থলে কোনও Proxy or Substitute (প্রতিনিধি, প্রতিভূও) পরমেশ্বররূপে কল্পিত কিবা স্থাপিত হইতে পারিবে না। কারণ, এখানে যিনি পরমেশ্বর, তিনি বাস্তব সত্য, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব।

পঞ্চোপাসকগণের কল্পিত বস্তুর স্থলে, কল্পিত শক্তির স্থানে, কল্পিত সূর্য্যের স্থানে, কল্পিত গণেশ বা কল্পিত বিষ্ণু (?) Proxy or Substitute এর কার্য্য করিতে পারে—কারণ, তাহারা সকলেই কল্পনা—এক কল্পনা আর এক কল্পনার স্থান অধিকার করিয়া লোকবঞ্চনা করে মাত্র। কিন্তু যেথানে মায়ার অতীত, কল্পনার অতীত, ভাবনার অতীত অপ্রাকৃত ভূমিকা, সেখানে একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান স্বয়ংরূপ লীলা-পুরুষোত্তম স্বরাট্ রূপে—একপরমেশ্বররূপে তাঁহার নিত্য পরম ঈশিতব্যগণের নিকট তাঁহার পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ঔদার্য্যলীলা প্রকট করেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে বহু দেবতাবাদ বা বহ্বীশ্বরবাদ স্বীকৃত হয় নাই। শিব, শক্তি, গণেশাদি যাবতীয় দেবতা সেই একল ঈশ্বর কৃষ্ণেরই ভৃত্যস্বরূপে কৃষ্ণেরই নিত্য সেবক, কৃষ্ণের ঈশিতব্য বস্তু, কৃষ্ণের প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য; তাঁহাদের স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ ঐশ্বর্য্য নাই। (থাকিলে—বহ্বীশ্বরবাদ বা বহুদেবতাবাদ উপস্থিত হইত)। সুতরাং এক-পরমেশ্বরের উপাসক বলিয়া বৈষ্ণবগণই—একপরমেশ্বর-সিদ্ধান্তাঙ্গীকারকারী।

৬। বহ্বীশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, মায়াবাদী প্রভৃতি পৌত্তলিকগণ যেরূপ প্রতিবিম্বিত শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির পূজা করেন, সেইরূপ অবৈধ পূজা বা পৌত্তলিকতা বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত নহে। কিন্তু একমাত্র প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মেই প্রকৃত স্বরূপগত শিব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণের নিত্য পূজা রহিয়াছে। অন্যাভিলাষিগণ বিভিন্ন অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগকে অবৈষ্ণব বা কল্পিত বৈষ্ণব (?) অভিমান-পূর্ব্বক যে বিষ্ণু (?), শিব, দুর্গাদি পূজার ছলনা করেন, তাহাতে তত্তদ্দেবতার বা স্বরূপশক্তির পূজা হয় না—উহা ছায়াশক্তি বা বিকৃত প্রতিফলনের অবৈধপূজা। অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় পূজার নামে দেবতাগণের চরণে অপরাধ করে—পূজার বিপরীত পূজা-বিনাশ-কার্য্য করিয়া ফেলে। যাঁহাকে পূজা করা যায়, তাঁহাকে বিসর্জ্জন করা যায় না—তাঁহাকে বরং সর্ব্বদা সংরক্ষণ করিবার যত্নই পূজকের বৃত্তি। কল্পিত বস্তুর পূজক অভিমানে সেই অবাস্তব বস্তুকে পৌত্তলিকগণ বিসর্জ্জন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। বৈষ্ণবগণের শিব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তি বাস্তব বস্তুস্বরূপগত—শিব-দুর্গাদি নিত্যকাল অপ্রাকৃত বিষ্ণুর পীঠাবরণ দেবতারূপে বৈকুণ্ঠে-গোলোকে বর্ত্তমান। তাঁহারা বিষ্ণুশক্তি-বৈষ্ণব। শিব—বৈষ্ণবোত্তম, দুর্গাদেবী—মহাবৈষ্ণবী। শিব ও দুর্গাদেবীর প্রসাদে কত শত লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তবে বৈষ্ণবগণের পূজিত বিষ্ণুর পীঠাবরণ দেবতাগণ বা কৃষ্ণপ্রিয়তম শিব-স্বরূপ জগতের অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আরাধ্য ছায়া শিব বা ছায়াশক্তি নহেন। বৈষ্ণবগণ সেই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তি শিব ও দুর্গার আরাধনা করিয়া তাঁহাদের

এক পরমেশ্বর-সিদ্ধান্তেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। শিব বা শক্তির প্রতি তাঁহাদের প্রার্থনা এইরূপ,—"বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোমমৌলে সনন্দন-সনাতন নারদেড্য। গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥" "কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপ-সুতং দেবী পতিং মে কুরুতে নমঃ॥" একপরমেশ্বরবাদী বৈষ্ণব-বর ব্রহ্মা জগতের লোকের শক্তিপূজার স্বরূপ বর্ণন করিয়া একপরমেশ্বর গোবিন্দকে স্তব করিতেছেন,—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা। ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা)। সুতরাং ভুবন-পূজিতা কামদাত্রী ছায়াশক্তি কিংবা বিষ্ণুভক্তেতর শিব (?) বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত নহে। অন্যান্য দেবতার স্বতন্ত্র পূজা 'অবৈধপূজা' বলিয়া গীতাদি শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে,—"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকম্॥" তন্ত্রবাক্যে আরও কথিত হইয়াছে—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"—যে-ব্যক্তি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীনারায়ণের সহিত ব্রহ্মা-রুদ্র-শক্তি প্রভৃতিকে সমান জ্ঞান করে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পরমেশ্বর বিষ্ণুর ন্যায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করে; সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই "পাষণ্ডী"। সুতরাং একপরমেশ্বর-উপাসনা স্বীকারকারী বৈষ্ণবধর্ম্মে একমাত্র ভগবান্ নারায়ণের পরমেশ্বরত্ব ও শিব-দুর্গাদির তদধীনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মে পরমেশ্বরের আজ্ঞাকারী দাস-সূত্রে শিব-দুর্গাদির নিত্যস্বরূপের নিত্য আরাধনা অনুমোদিত। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে পঞ্চদেবতার অন্যতমরূপে যে কল্পিত বিষ্ণুর (?) উপাসনা হয়, তাহাও ছায়াশক্তিরই উপাসনা বা পৌত্তলিকতা-বিশেষ। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে ঐরূপ কল্পিত বিষ্ণুউপাসনার (?) অনুমোদন নাই।

গায়ত্রী জপ-বিধি—বেদমাতা গায়ত্রীর জপ-দ্বারা বিষ্ণুরই উপাসনা হয়। যথা অগ্নিপুরাণে—প্রণবের অর্থ—সৃষ্টিশক্তি, পালনীশক্তি ও নাশিনীশক্তিত্রয়ের শক্তিমান্ অর্থাৎ যে শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে; পালিত হইতেছে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহাই প্রণবাখ্য পরমেশ্বর। ভগবান্ বিষ্ণুই জগতের জন্ম-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু,—এই কথা অগ্নিপুরাণের গায়ত্রী-ব্যাখ্যায় কথিত হইয়াছে। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিনটী আধারকে 'ব্যাহৃতি' বলে। আধেয় প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রমূর্ত্তিতে পরিচিত। অপরের সাহায্যে সবিতার প্রকাশ নহে; তিনি স্বয়ং প্রকাশ বস্তু। সর্ব্বতেজঃ হইতে বরেণ্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বরণীয় বলিয়া গৌণ জাগর স্বপ্নাদি-বিহীন নিত্য, শুদ্ধ ও জাগ্রত। সবিতৃদেবের বরেণ্যদেব—তুরীয় বস্তু। সেই পরমেশ্বর বস্তুকে সূর্য্য-মণ্ডলে ধ্যান দ্বারা দ্রষ্টব্য। ধ্যানকারী জীব ও সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা তেজোবিশিষ্ট, তাহাতে কর্ম্মমার্গীর পাপ-সমূহ নাই। তিনি অনাদি কর্ম্মবদ্ধ জীব নহেন অথবা কর্ম্মপরবশ দেবতাও নহেন, তিনি আত্মনস্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট ধ্যেয় বস্তু। সেই 'ভর্গ' শব্দ ব্রহ্মপর এবং বিষ্ণু ভগবচ্ছব্দে অভিন্ন বর্ণিত হওয়ায় ভর্গদেব শব্দ ভগবৎপ্রতিপাদক। তিনি পরম জ্যোতির্ম্ময়। জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ। তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর বরণীয় পদই সেবারত মনের দ্বারা ধ্যেয়। তাঁহার কৃপায় এই পরম সত্যবস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হওয়ায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা সাধিত হয়।

স্বয়ং ভগবান্ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের মহিমা-প্রতিপাদক, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য বৈষ্ণবগণের একমাত্র পরমপ্রিয় শ্রীমদ্ভাগবত বেদমাতা গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং গায়ত্রী বিষ্ণুরই মহিমা গানকারীর ত্রাণবিধাত্রী বেদসরস্বতী। শ্রীপদ্মপুরাণাদি বলেন,—অনাদি গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন। পরে অন্যান্য উপনিষদ্গণের সৌভাগ্য আলোচনা-পূর্ব্বক সাধন-বলে গোপালোপনিষদের সহিত ব্রজে প্রকটিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম লাভ করেন। কামগায়ত্রীরূপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতা-গায়ত্রীরূপে নিত্য প্রথক্ অবস্থান করেন। যে-সকল বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসকুল ঐকান্তিকভাবে একমাত্র শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন-স্মরণকেই সার করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্ধ্যা-বন্দনাদি বা বর্ণাশ্রমীর কৃত্য গয়ত্রী-জপাদির অপেক্ষা নাই। কারণ, শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রেই ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রী অনুস্যূত রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহাদের মুখে শুদ্ধ হরিনাম প্রকাশিত হইতেছে না—যাঁহারা বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া হরিভজন করেন, তাঁহারা শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলেও পৃথগ্ভাবে ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করেন।

গায়ত্রী ও উপবীত—যাঁহারা বৈষ্ণবোত্তম সদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ করিয়া দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থান-পূর্ব্বক হরিভজন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মগায়ত্রীর দ্বারা বিষ্ণূপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহারা বিষ্ণুদীক্ষার চিহ্নাদি তুলসীমালা-উপবীত প্রভৃতিও অবশ্য ধারণ করিবেন। যাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসবৈষ্ণব, তাঁহাদের অর্চ্চনাদির অপেক্ষা কিংবা বর্ণাশ্রমের অপেক্ষা না থাকায় তাঁহাদের উপবীত ধারণাদিরও অপেক্ষা নাই। কিন্তু অনেক সময় অতত্ত্বজ্ঞ অক্ষজ সম্প্রদায় পরমহংস বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রমাতীত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া যদি বৈষ্ণবকে শূদ্র বা বর্ণাশ্রমী মাত্র মনে করে, তবে তাহারা বঞ্চিত হইল। এজন্য পরমংস-দাসগণ দৈববর্ণাশ্রমের যাবতীয় লিঙ্গ স্বীকারপূর্ব্বক গুরুবর্গের জগদারাধ্যত্ব প্রচার করেন। ইহা একদিকে যেমন পরমংস-দাসগণের তৃণাদাপিসুনীচতা, অপরদিকে তেমনি অতত্ত্বজ্ঞের প্রতি কৃপার নিদর্শন।

প্রণায়ামাদির আবশ্যকতা—প্রণায়ামাদির দ্বারা সাময়িকভাবে কৃত্রিম উপায়ে যে চিত্তস্থির হয়, তাহাতে নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। দ্রব্যান্তর মিশ্রণাদির দ্বারা যেরূপ কুম্ভস্থ সমল জল উপরিভাগে নির্ম্মল দেখা গেলেও যাবতীয় মল কুম্ভ মধ্যেই সলিলের নিম্নভাগে (sediment) অবস্থিত থাকে এবং কোন কারণে জল ঈষৎ বিচলিত হইবা মাত্রই পুনরায় সমস্ত মল কুম্ভস্থ সমগ্র জলের সহিত মিশিয়া যায়, কিন্তু শরদাগমে নদী তড়াগাদির জল যখন প্রাকৃতিক নিয়মে অর্থাৎ স্বাভাবতঃই নির্ম্মল হয়, তখন প্রবল ঝটিকায় জল উদ্বেলিত হইলেও মলিনতা লাভ করে না, সেইরূপ প্রাণায়ামাদির দ্বারা কৃত্রিম-ভাবে চিত্ত স্থির (?) হইলেও ঐরূপ স্থৈর্য্য অত্যন্ত সাময়িক। কোন কারণে চিত্ত ঈষৎ বিক্ষুব্ধ হইবামাত্রই সমস্ত পূর্ব্ব প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কিন্তু হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা নিঃশেষিতরূপে চিত্ত নির্ম্মলতা লাভ করে,—যথা ভাগবত ২।৮।৫—"প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্। ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥" এবং ভাঃ ১।৬।৩৬—"যমাদিভির্যোগপথৈঃকামলোভহতো মুহুঃ মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"—মুকুন্দ সেবা দ্বারা, নিরন্তর—কাম-লোভাদি-রিপু-বশীভূত অশান্ত মন যেরূপ সাক্ষাৎ

নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন-দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না। এবং ভাঃ ১০।৫১।৬০—"যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ। অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥" "অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি-দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু হে রাজন্! তদ্দ্বারা তাহাদের চিত্ত বিষয়-মলশূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।" ও ভাঃ ১১।২৯।২—"প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ। বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥"—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই দেখা যায় যে, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না। আরও ভাঃ ১১।১৫।৩৩ "অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্। ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষেপণহেতবঃ॥" এই নিমিত্ত যাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধনচেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না। এবং ভাঃ১১।১৪।২০—"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥", —"হে উদ্ধব, প্রদীপ্ত-ভক্তি যেরূপ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য জ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সেরূপ সাধন করিতে পারে না।" ভাঃ১১।২৪ ১৪—"যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ। মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ॥" যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাস—ইহাদের গতি কর্ম্মগতি অপেক্ষা নির্ম্মল হইতে পারে। ঐ সকল মার্গে যোগিগণ মহর্লোক, তপোলোক ও সত্যলোক লাভ করেন, কিন্তু ভক্তিযোগে ভক্তগণ আমার চিদ্ধাম নিত্য বৈকুণ্ঠে গমন করেন। গৌঃ ৯।৭৬১-৭৬৫।

১। শ্রীগুরুদেবের চর্ম্ম-পাদুকা-পূজা ও নামোচ্চরণ বিধি— যাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে অথবা যাহাদের সদ্‌গুরু লাভ হয় নাই অর্থাৎ যাহারা বদ্ধজীবকে 'গুরু' (?) করিয়াছে, সেইরূপ অদৈবপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের প্রকৃত সদ্‌গুরুতে বা শ্রীগুরুদেবের পাদুকাদিতে পূজ্য-বুদ্ধি নাই। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব ভোগী জীবের বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের ভোগ-বুদ্ধির ইন্ধন-প্রদায়ক কোনও আচার বা মুদ্রা প্রদর্শন করেন না। শ্রীগুরুদেব যদি চর্ম্ম পাদুকা পরিধান করেন, তবে তাহাই শিষ্যের এবং অনন্ত লঘু জীব-সম্প্রদায়ের শিরোদেশের শ্রেষ্ঠ ভূষণ-স্বরূপ হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি। আক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচান॥" "গুরোর্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা। বস্ত্রচ্ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১) শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা—"পাদুকোপানহোশ্চর্ম্ম কাষ্ঠাদিভেদেনাবান্তরভেদঃ।" অর্থাৎ "শ্রীগুরুদেবের নির্ম্মাল্য, শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা, উপানৎ (চর্ম্মপাদুকা), আসন, ছায়া, ভোজনপাত্রাধার কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। শিষ্য কদাচ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা, আসন, বাহন, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, বসন ও ছায়া অতিক্রম করিবে না।" শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু টীকায় এজন্য স্পষ্ট করিয়া লিখিলেন, —কাষ্ঠ ও চর্ম্মভেদে পাদুকা জানিতে হইবে। কোষকারও "উপানৎ" শব্দে চর্ম্মপাদুকা নির্দ্দেশ করেন।

যে বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি বলিতে ঘৃণা বোধ করেন, কিন্তু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদত্রাণাবলম্বকাঃ" বলিতে মহাগৌরবান্বিত হন, সেই শ্রীগুরু-পাদুকা উপানৎ-পূজার বিষয় কৈমুতিক ন্যায়ানুসারেই সিদ্ধ। তাঁহাকে যথারীতি পুষ্প-চন্দনাদির দ্বারা পূজা করা যাইবে; তবে শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা শ্রীগুরু-পাদুকায় শ্রীতুলসী অর্পিত হইবে না। তুলসী অর্পণ করিলে মহা অপরাধ ও পাষণ্ডতা হইবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীগুরু-পাদুকা-পূজার প্রয়োগ-মন্ত্র আছে। অর্চ্চনাধিকারিগণ,৬ষ্ঠ বিলাস ৯ম সংখ্যার শ্রীল সনাতন-গোস্বামী প্রভুর টীকাতে তাহা দর্শন করিবেন। উহা সর্ব্বসাধারণ্যে অপ্রকাশ্য।

২। শ্রীগুরুদেবের পাদুকা শ্রীভগবানের বামে ভগবৎ-সিংহাসনে সংরক্ষণ করিয়া নিত্যপূজা-বিধি আছে। যথা—'পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরূন্ গুরুপাদুকাম্। নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ যজেদন্যাংশ্চ বৈষ্ণবান্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ৬।৯)।—পীঠে শ্রীহরির বামদিকে শ্রীগুরু-পরম্পরা, শ্রীগুরু-পাদুকা, নারদাদি পুরাতন সিদ্ধ ও অপরাপর আধুনিক বৈষ্ণবগণকে অর্চ্চন করিবে। সুতরাং যাহারা অন্যরূপ বলেন, তাহারা মনোধর্ম্মী, মর্ত্ত্যবুদ্ধিজীবী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত। তাহাদের অশাস্ত্রীয় মতবাদ অগ্রাহ্য।

৩। লৌকিক বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ দুইভাবে গুরুর (?) নাম উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন। এক শ্রেণী—তাহাদের গুরুব্রুব 'লঘুর' নাম অপরে জানিলে ঐরূপ গুরুব্রুবের চরিত্র ও কীর্ত্তি বুঝিয়া ফেলিবে বিবেচনা করিয়া তদ্‌বিষয়ে মৌন থাকাই নিরাপদ মনে করেন। আর এক শ্রেণী—শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কিম্বা গুরুর (?) দ্বারা তদ্‌বিষয়ে প্রবুদ্ধ না হইয়া গুরুর নাম উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের নামের উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাঁহার জয় গানই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। পাষণ্ডগণের সভায়, অথবা অভক্তি-সহকারে শ্রীগুরুদেবের নামোচ্চারণ করিতে নাই—কাহারও নিকট বলিতে নাই বা উচ্চারণ করিতে নাই—ইহা শাস্ত্রীয় বিধি। যথা—হঃভঃ বিঃ ১।৬০—'যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্ণীয়াচ্চ কেবলম্। অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্ণীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥ প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।—পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুতঃ॥" যতাত্মবান্ যথায়-তথায়, যথা-তথা অভক্তির সহিত কেবল শ্রীগুরুদেবের নামোচ্চারণ করিবেন না; কিন্তু নতশিরা ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ"—এইরূপভাবে শ্রীগুরুদেবের নাম বলিবেন। (গৌঃ ১০।৩৮-৩৯)।

১। **শিবলিঙ্গ-পূজার রহস্য ও বিধি**—"নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই সৃষ্টি করেন। নিমিত্তই—মায়া অর্থাৎ যোনি এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ। মহাবিষ্ণু—পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্ত্তা। দিব্যময় প্রধানরূপ তত্ত্বই—'উপাদান' এবং আধারময় প্রকৃতি-তত্ত্বই—মায়া। তত্ত্বদ্বয়ের সংযোগকারী ইচ্ছাময় তত্ত্ব—প্রপঞ্চ-প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণাংশরূপ পুরুষ। এই তিনই সৃষ্টিকর্ত্তা। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু চিচ্ছক্তিবলে একাংশে সৃষ্টিকালে চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যসীমারূপা বিরজায় নিত্যশয়ন করিয়া দূরস্থিতা ছায়ারূপা মায়াশক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তৎকালে সেই চিদীক্ষণ-স্বরূপাভাসরূপ রুদ্ররূপা দ্রব্যশক্তিময় প্রধান-পতি শম্ভু নিমিত্তাংশ মায়ার সহিত সঙ্গ করেন; কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্‌বস্তুরূপ মহাবিষ্ণুপ্রভাব-

ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং শিবশক্তিরূপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান, এতদুভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় কৃষ্ণাংশ সঙ্কর্ষণের অংশরূপ মহাবিষ্ণু আত্মবতাররূপে অনুকূল হইলেই মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহাবিষ্ণুর অনুকূলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়সকল সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশসমূহই জীবরূপে উদিত। ব্রহ্ম সংহিতায় ৫।১৬—"অহঙ্কারাত্মকং বিশ্বং তস্মাদেতদ্ব্যজায়ত।" শম্ভু হইতেই অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। মূলতত্ত্বে ভগবত্তত্ত্ব—পৃথগভিমানশূন্য সর্ব্বসত্ত্বময়। মায়িক জগতে যে বিভিন্নাভিমানরূপ লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নিত সত্তার উদয় হয়, তাহা সেই শুদ্ধসত্তারই মায়িক প্রতিফলন এবং তাহাই আদি-শম্ভুরূপে রমাদেবীর বিকার-রূপ মায়িক-যোন্যাত্মক আধারতত্ত্বে মিলিত; সে-সময়ে শম্ভু—কেবল দ্রব্য-ব্যূহাত্মক উপাদান-তত্ত্ব-মাত্র। সকল অবস্থায়ই শম্ভুতত্ত্ব- অহঙ্কারাত্মক। পরমাত্মার চিৎকিরণ হইতে উদিত হইয়া চিৎকণ অনন্ত জীবসমূহ আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাস' অভিমান করিলে মায়িক জগতের সহিত তাঁহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না, তাঁহারা বৈকুণ্ঠগত হন। সেই অভিমান ভুলিয়া তাঁহারা যখন মায়ার ভোক্তা হইতে চায়, তখনই সেই শম্ভুর অহঙ্কার-তত্ত্ব তাহাদের সত্তায় প্রবেশ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে পৃথগ্‌ভোক্তৃতত্ত্ব করিয়া দেয়। সুতরাং শম্ভুই অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব এবং জীবের মায়িক দেহাত্মাভিমানের মূলতত্ত্ব।

লিঙ্গ-যোন্যাত্মক ভব-বৈতানিক (সংসার-বিস্তারশীল) অহঙ্কার হইতে মুক্তি বা দক্ষের (দক্ষ—প্রজাবৃদ্ধিকারক ; শিব—দক্ষের দমনকারী) সংসার-বৃদ্ধিকর অহঙ্কারের দমনের জন্য শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াও যাঁহারা ভগবৎসেবাময় শুদ্ধ সাত্ত্বিক অহঙ্কার অর্থাৎ "আমি নিত্য কৃষ্ণদাসানুদাস"—এই অভিমানকে বিলীন করিতে চাহেন, তাঁহারা রমা ও শম্ভুর অন্তর্য্যামী ও নিত্য উপাস্য শ্রীসঙ্কর্ষণ-মহাবিষ্ণুর বিরোধ আচরণ করায় 'ভবব্রতধর' হইয়াও প্রচ্ছন্ন ভবই বরণ করেন। কারণ, দ্বিতীয় ব্যূহ শ্রীসঙ্কর্ষণ সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ এবং অহঙ্কারতত্ত্বের অন্তর্য্যামী। জীবের নিত্যসত্তা এবং কৃষ্ণদাস বা বিষ্ণুদাস-রূপ শুদ্ধসত্ত্বময় অহঙ্কারকে বিনাশ বা অস্বীকার করিলে শ্রীসঙ্কর্ষণকে—বিষ্ণুকেই অস্বীকার করা হয়। সুতরাং চতুর্ব্যূহবাদ অস্বীকার করিয়া যে শিবপূজার ছলনা, তাহাতে সঙ্কর্ষণপ্রিয় শিবের অর্থাৎ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর প্রীতি ও পূজা না হওয়ায় তাহা 'পাষণ্ডতা' মধ্যে গণ্য। ঐরূপ পূজার ছলনা অসভ্যতার নিদর্শন। ভবব্রতধরগণ—অসভ্য, ভূতপ্রেতস্থানীয়। আর শম্ভুর নিত্যপার্ষদ প্রচেতোগণ—পরম সভ্য। প্রচেতোগণের আদর্শেই শম্ভুর পূজা কর্ত্তব্য।

বৃন্দাবনীয় অপ্রাকৃত নবীনমদনের উপাসকগণ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর অংশী সদাশিব বা গোপেশ্বর মহা-বিষ্ণুর সেবা করেন। ইনি অপ্রাকৃত কামের মহামহোৎসব-স্বরূপ শ্রীরাসে গোপালনীশক্তিরূপে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায় রতি প্রদান করেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবনের সেই গোপেশ্বর মহালিঙ্গ মায়িক কামের প্রতীক নহেন। একমাত্র যে কামবীজ ও কামগায়ত্রীতে অপ্রাকৃত নবীনমদনের—মন্মথমন্মথ নন্দকুলচন্দ্র-মার আরাধনা হয়, সেই কামবীজ ও কামগায়ত্রীর মূর্ত্ত আদর্শরূপ সেই মহালিঙ্গ— গোপালনী শক্তি। গোপীগণের কামই 'প্রেম' নামে অভিহিত। গোলোকে যে কামবীজ, তাহা বিশুদ্ধ চিন্ময় এবং প্রপঞ্চে যে

কামবীজ, তাহা মায়াশক্তিগত কাল্যাদি-শক্তির কামবীজ। প্রথমোক্ত কামবীজ মায়ার আদর্শ হইয়াও সম্পূর্ণ দূরবর্ত্তী এবং দ্বিতীয়োক্ত কামবীজ—মায়িক প্রতিফলন। প্রাকৃত অসভ্যতা ও সভ্যতার ভঙ্গুর বিচার অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব-শাসিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সভাজন প্রবরের বাণীসেবার নিষ্কপট সভ্য হইতে পারিলে ঐ সকল বাক্যের গম্ভীরার্থ হৃদয়ে উত্তরোত্তর বিকশিত ও পল্লবিত হয়।

২। শ্রীজগন্নাথ ও বলদেবের মধ্যে সুভদ্রাদেবীর অবস্থানের রহস্য—শ্রীজগন্নাথ—প্রাভব-তত্ত্ব এবং শ্রীবলরাম—বৈভব-তত্ত্ব। প্রাভব ও বৈভব-তত্ত্বের মধ্যে সুমঙ্গলময়ী স্বরূপশক্তি সন্ধিনী সুভদ্রা। সুভদ্রা চিচ্ছক্তিরূপে প্রভাব ও বৈভব-তত্ত্বের সন্ধান প্রদান করিয়া ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা শ্রীজগন্নাথ-বিষ্ণু এবং শ্রীবলদেব-বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বজগৎ-প্রভু ও সর্ব্বজগৎ-বিভুতত্ত্বের অসম্প্রসারিত হস্ত-পদ লক্ষ্য করিয়া কেবল "অপাণি-পাদঃ"—নিরাকার-নির্ব্বিশেষ-কল্পনা-পূর্ব্বক নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ অভদ্রের সন্ধানে ধাবিত হয়, সুমঙ্গলময়ী চিচ্ছক্তিস্বরূপা সুভদ্রা প্রভু ও বিভুতত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া তাহাদিগকে "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে, পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"—শ্রুতির তাৎপর্য্য অর্থাৎ শক্তিমান্ সবিশেষ পুরুষোত্তমের সন্ধান দিতেছেন। এখানে 'ভগ্নী' বিচার বা অন্য কোনও প্রাকৃত-জন-সুলভ বিচারে সুভদ্রার অধিষ্ঠান কল্পিত হয় নাই। যাঁহারা 'একলবাসুদেবের' বিচার করেন, তাঁহাদের অপরিপক্ক বিচারও নিরাস করিয়া চিচ্ছক্তি-স্বরূপিনী সুভদ্রা শক্তিসমন্বিত ভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানের সন্ধান প্রদান করিতেছেন। চতুর্ব্বিধ নাস্তিকতার তুরীয় সীমা-রূপ নির্ব্বিশেষ-বিচার এবং চতুর্ব্বিধ আস্তিকতার প্রথম ক্রমরূপ একল বাসুদেবের বিচার যেখানে মিলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেই খানে চিচ্ছক্তি সুমঙ্গলময়ী সুভদ্রা উভয় বিচারকে পৃথক্ করিয়া শক্তিসমন্বিত শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্বের সন্ধান দিতেছেন। বস্তুতঃ শক্তিমান্ পুরুষোত্তমের নিত্য অধিষ্ঠান স্বীকার ব্যতীত কোনও কল্পনাই প্রকৃত আস্তিকতা বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে না, ইহা জানাইবার জন্যই সুভদ্রা প্রভু ও বিভু-তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তীস্থলে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। বাহ্যদর্শনে শ্রীজগন্নাথ বা শ্রীবলদেব-তত্ত্বের সহিত শ্রীলক্ষ্মীকে অধিষ্ঠিত না দেখিয়া এবং শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেবের অসম্প্রসারিত হস্ত-পদ দেখিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্বকে কেহ একল-বিচারে বা নির্ব্বিশেষ মতবাদের কবলে কবলিত না করেন, এই জন্য 'সুভদ্রা' মঙ্গলময় চিচ্ছক্তির বিচার প্রকটিত করিয়া উভয় তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-শ্রীজগন্নাথ কখনই নিঃশক্তিক বা লক্ষ্মীহীন একল নহেন। তিনি শক্তিমান্—শক্তির প্রভুতত্ত্ব বাসুদেব, আর শ্রীবলদেব—শ্রীসঙ্কর্ষণ-শক্তির বিভুতার পরমেশ্বর—বিস্তারিণী-শক্তির ঈশ্বর তিনি। এই সুভদ্রা বার্ত্তা জানাইবার জন্য প্রভু ও বিভুতত্ত্বের মধ্যে শ্রীসুভদ্রাদেবী অবস্থান করিতেছেন।

৩। একাদশী পালন বিধি—আট বৎসর বয়ঃক্রমের পর অপূর্ণ অশীতি বর্ষ যাবৎ শুক্লা ও কৃষ্ণা—উভয় পক্ষীয় একাদশীতেই উপবাস করা মানব-মাত্রের একান্ত কর্ত্তব্য, যথা—"অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো অপূর্ণাশীতি-বৎসরঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োপি॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১২)। জল, ফল, মূল, ক্ষীর, ঘৃত,

সদ্‌ব্রাহ্মণ-অভিধান, সদ্‌গুরুর বাক্য ও ঔষধ—এই আটটী ব্রতনাশক নহে—যথা "অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ। হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্ব্বচনমৌষধম্।।" (হঃ ভঃ বিঃ ১২)।। কিন্তু এ বিষয়ের বিশেষ বিধি আছে—"মদুত্থানে মৎশয়নে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে। অত্র যো দীক্ষিতঃ কশ্চিৎ বৈষ্ণবো ভক্তিতৎপরঃ।। অন্নং যদি ভুঞ্জীত ফলমূলমথাপি বা। অপরাধমহং তস্য ন ক্ষমামি কদাচন। ক্ষিপামি নরকে ঘোর যাবদাভূতসংপ্লবম্।। (হঃ ভঃ বিঃ ১২)।।—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"দীক্ষিত ও ভগবদ্ভক্তিপর কোন বৈষ্ণব (বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক) যদি এখানেও মদীয় উত্থান-দিবসে, শয়নাহে ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে অন্ন বা ফল-মূলাদিও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি কখনও তাহার অপরাধ ক্ষমা করি না, আপ্রলয় তাহাকে ভীষণ নরকে পাতিত করি।"

অসদ্‌গুরু বা গুরুব্রুব যদি আত্মভোগ বা শিষ্যের ভোগ-সমর্থনকল্পে কিংবা মহাজন ও শাস্ত্র-বাক্য-লঙ্ঘন করিয়া একাদশী দিবসে প্রসাদ-গ্রহণ-ছলনায় ভোজনের আজ্ঞা প্রদান করে বা শ্রীক্ষেত্রাদিতে একাদশী ব্রত-পালন-নিষেধ-পূর্ব্বক কর্ম্মজড়-বিচারানুকরণে মহাজন ও শাস্ত্র-বিগর্হিত কুমত প্রচলিত করে, তবে সেই মহাজন-লঙ্ঘনকারী গুরুব্রুবের বাক্য 'গুরু-বাক্য' বা 'ব্রাহ্মণ-অভিধান' (কামনা) বলিয়া গৃহীত হইবে না। কারণ মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বেই আছে,—"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।—"ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক-রহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতরপন্থানুগামী ব্যক্তি নাম-মাত্রে 'গুরু' হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ। পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি ন নির্দ্বাদশিকো ভবেৎ।। (হঃ ভঃ বিঃ ১২)।। - বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তি নিশাতে একবার মাত্র আহার কিম্বা দুগ্ধ ও ফল মূল গ্রহণ-পূর্ব্বক তিথি অতিবাহিত করিবেন ; কোনক্রমেই একাদশী বর্জ্জিত হইবে না।" "ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিকশরীরিণাম্। ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদিপরিকল্পনম্।।" (হঃ ভঃ বিঃ ১২।৩৭)।।—"যাঁহারা রোগগ্রস্ত কিম্বা যাঁহাদের দেহে পিত্তাধিক্য রহিয়াছে, আর যাঁহাদের বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক, তাঁহারা রাত্র্যাদিতে অনুকল্প গ্রহণ করিতে পারেন।" নিতান্ত অসমর্থপক্ষে একাদশী ব্রতকালে একবার মাত্র অনুকল্প-গ্রহণের ব্যবস্থাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, বহুবার ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে,—"একাদশ্যাং প্রভুং বিষ্ণুং সমভ্যর্চ্চ্য কদাচন। উপোষিতেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।।" একভক্তেন বা তত ন নির্দ্বাদশিকো ভবেৎ। তদেক-নিয়মী নিত্যং ন সীদতি কদাচন।।" (ঐ)—ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা অক্ষমতা হইলে একাদশী দিবসে ভগবান্ শ্রীহরির পূজার অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক উপবাস বা নক্তব্রত, অথবা অযাচিত ব্রত কিম্বা একবার-মাত্র কিছু অনুকল্প গ্রহণ করিয়া দিনপাত করিবে। কিন্তু কিছুতেই একাদশী ব্রত অতিক্রম করিবে না। এই প্রকার নিয়মের আশ্রয় করিলে ক্লেশভাগী হইতে হয় না। ভীষণ আপদ বা বিপুল আনন্দের সময় কিংবা জননাশৌচ, মরণাশৌচ ও সূতকাশৌচে কখনই একাদশী ব্রত পরিত্যাজ্য নহে। রবিবার বা সংক্রান্তি-দিবসে একাদশী তিথি উপস্থিত হইলে বাল-বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ, বর্ণাশ্রমী—সকলকেই নিশ্চয়ই একাদশীব্রত পালন করিতে হইবে। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের লৌকিক মত সাত্বতশাস্ত্র নিরাস করিয়াছেন—বরং ঐসব দিবসে একাদশী আরও অধিকতর

প্রশস্ত। কারণ, যে-সকল দিবসে প্রাকৃত জন হরিভজন ত্যাগ করেন, হরিজনগণ সেই সময়েই অধিকতরভাবে উৎসাহে ও নিশ্চিন্তমনে হরিভজন করিয়া থাকেন। "শনের্ব্বারে রবের্ব্বারে সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেঽপি চ। ত্যাজ্যা নৈকাদশী রাজন্ সর্ব্বদৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১২।২৬)॥—অর্থাৎ হে নৃপতে, নিশ্চিত জানিবে যে, শনিবার, রবিবার, সংক্রান্তি ও গ্রহণ সহবাসকাল—এই সমস্ত কালেই একাদশী ত্যাগ করিতে নাই। "অমাবস্যা দ্বাদশী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ। এতাঃ প্রশস্তাস্তিতয়ো ভানুবারস্তথৈব চ॥ উপবাসস্তথা দানমেকৈকং পাবনং মহৎ। (হঃ ভঃ বিঃ ১২)॥ অর্থাৎ অমাবস্যা, দ্বাদশী, সংক্রান্তি প্রভৃতি প্রশস্ত দিনে এবং রবিবারে একাদশীর উপবাস ও দান অধিকতর প্রশস্ত। একাদশীর উপবাস-দিবসে পুত্র-পরিজন-বন্ধুবর্গ বা অতিথি—কাহাকেও ভোজনার্থ অন্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, একাদশীদিনে আহার করিলে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুহন্তা পাপীরূপে পরিগণিত হইতে হয় এবং সেই ব্যক্তি বিষ্ণুধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৩)। হরিবাসরে ভোজন করিলে কেবলমাত্র পাপভোজন করিতে হয়। (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৪)। একাদশী তিথিতে আহার করিলে প্রতিগ্রাসে মল-মূত্রময় পাপভোজন হইয়া থাকে। (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৭)॥ সুতরাং এমতাবস্থায় কোন বন্ধুলোকই পুত্র-পরিপজন বা অতিথিকে অন্নদি প্রদান করিয়া তাহাদের পাপ ও অপরাধ-বর্দ্ধনের দায়ভাক্ হইতে পারেন না। "ভুঙ্ক্ষ্ব ভুঙ্ক্ষ্বেতি যো ব্রূয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। গোব্রাহ্মণ-স্ত্রিয়শ্চাপি জহীতি বদতি ক্বচিৎ। মদ্যং পিবেতি যো ব্রূয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ। পুরোডাশোঽপি বামোরু সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। অভক্ষ্যঃ সর্ব্বদা প্রোক্তঃ কিং পুনশ্চান্নসংক্রিয়া॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১৭সংখ্যাধৃত পদ্মবাক্যে) অর্থাৎ হরিবাসর সমুপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি অপরকে "আহার কর, আহার কর," বলিয়া অনুরোধ বা ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, যে কোন সময়েই হউক, যাহার মুখে "গো-বধ কর, বিপ্র-হত্যা কর, নারীবধ কর, সুরাপান কর",—এইরূপ উক্তি উচ্চারিত হয়, ইহাদের সকলেরই সমান অধোগতি হয়। অর্থাৎ শ্রীহরিবাসরে পুত্র-পরিজন-বন্ধু-অতিথি প্রভৃতিকে আহারের জন্য বলা আর গোবধ, বিপ্রহত্যা, নারীবধ ও সুরাপান করিবার জন্য অনুরোধ করা—সমান। হরিবাসরে যখন যজ্ঞীয় অবশেষ পুরোডাশ (যজ্ঞীয় ঘৃত্য) পর্য্যন্ত অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন অন্ন পাকাদির বিষয় আর কি বলিব? অপরপক্ষে শাস্ত্র স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বন্ধুবর্গের সহিত একাদশীতে উপবাসের বিধিই প্রদান করিয়াছেন,—"সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি" ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৯ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বাক্য)।—পুত্র, ভার্য্যা স্বজনাদি সকলের সহিত ভক্তিযুক্ত-হৃদয়ে উভয় পক্ষীয় একাদশী তিথিতে অবশ্য উপবাস করিবে। গৌঃ ১০।৩৮৭-৩৯১

বিদ্ধা একাদশী—হরিভক্তিবিলাস ১২ বি ৯২-৯৫—বিশুদ্ধ একাদশীব্রতে উপবাসই মুনিবৃন্দের অভিমত। হে রাজন্, মনুষ্যগণের পক্ষে একাদশী যেরূপ, দ্বাদশীও তদ্রূপ। চক্রপাণি শ্রীহরির এই ব্রতে উক্ত উভয় তিথিই সমান ফলপ্রদ। দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মার প্রতি তদীয় পিতৃগণের উক্তি,—হে বৎস, সর্ব্বতোভাবে যত্নসহকারে বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিবে, নচেৎ প্রেতযোনি যে লাভ করিতে হইবে, তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নরহত্যা-জন্য পাপ কাশীধামে বিদূরীত হয়, গয়াধামে পিতৃঋণ

হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, কিন্তু দশমীবিদ্ধা একাদশী-পালনের পাপ কোথাও বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবদ্‌ব্রহ্মসংবাদে—হে ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণগণ ? শুক্রমায়ায় বিমোহিত হইয়া দানব-বিনাশার্থ ও পুষ্ট্যর্থ দশমীবিদ্ধা একাদশীব্রত পালন করিয়া থাকেন। হে পিতামহ, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, দশমীবিদ্ধা একাদশী দৈত্যগণের পুষ্টিবর্দ্ধিনী, সন্দেহ নাই। এইজন্যই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী দৈত্য-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের দশমীবিদ্ধা একাদশীতে রুচি দেখা যায়। হে পিতামহ, যে-কাল পর্য্যন্ত দশমী-বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে, সেইকাল পর্য্যন্ত যাবতীয় পুণ্য দেবগণ-কর্ত্তৃক দানবদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, জানিবে। এজন্য হিরণ্যাক্ষ দৈত্য-সম্রাট্ সেই পুণ্যে পরিপুষ্ট হইয়া যুদ্ধে দেবেন্দ্রকে পরাজয় করিয়া দেবরাজ্য হরণ করিয়াছিল। মনুষ্যেরা শুক্রমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া দানব জয়ার্থ দশমী-বিদ্ধা একাদশী ব্রত ধারণ করে।" ভবিষ্য ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে বর্ণিত আছে যে,—বেদবিধি বিদ্যমানেও কোন্ ব্যক্তি পূর্ণা বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করে ? কোন্ ব্যক্তিই বা বেদাজ্ঞাধীন গোমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক গো হত্যা করে ? কোন্ ব্রতীই বা দশমী শেষ-সমন্বিত ব্রতের আশ্রয় গ্রহণ করে ? অতএব দশমী-পলসংযুক্ত একাদশী বর্জ্জন-পূর্ব্বক শুদ্ধা একাদশী, বিশেষতঃ দ্বাদশীতে উপবাস থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করা কর্ত্তব্য। এবং হঃ ভঃ বিঃ ১২।১০৬-১০৯—যে ব্যক্তি দশমী বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করে, তাহাকে ভগবদ্‌বিদ্বেষী বলিয়া জানিবে। ভগবান্ বিষ্ণুই দ্বাদশীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং দশমীবিদ্ধা দ্বাদশী পরিত্যাজ্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাদি-দ্বয়ের পরস্পর বিবাদ-স্থলে কুতর্ক দ্বারা কোনপ্রকার স্থির-সিদ্ধান্ত না হইলেও বিদ্ধা পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক বিশুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে, ইহাই শাস্ত্র-নির্ণয়। যে শাস্ত্রে দশমীবিদ্ধা দ্বাদশী-পালনের কথা আছে, স্বয়ং ব্রহ্মোক্তি হইলেও তাহা শাস্ত্র বলিয়া গ্রাহ্য নহে। নারদপুরাণে বর্ণিত আছে,—যে-স্থলে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা-জন্য সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেখানে দ্বাদশীতে উপবাস-পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করাই কর্ত্তব্য। মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি ভগবদাজ্ঞা-পালন-প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—হে ঋষ, যত কিছু বিবাদ-সন্দেহ ঘটে, আমার আদেশ এই যে তৎসমস্তেই দ্বাদশীতে উপবাস-পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে ; ইহাতে তর্ক নিষ্প্রয়োজন ; তর্ক করিলে নরকগামী হইতে হইবে। (গৌঃ ৯।৬৫৪-৬১৫)

প্রকৃত প্রসাদ চিনিবার উপায়—সদ্‌গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট বা অবশেষ গ্রহণ করিলেই আর কোন সন্দেহ থাকে না। যদি শুদ্ধবৈষ্ণব কোন বস্তু গ্রহণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে যে, মহাপ্রসাদ ব্যতীত তিনি অন্য কিছু গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অবশেষ পাইলে মহাপ্রসাদ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না। অতএব মহাপ্রসাদ-গ্রহণের ধৃষ্টতা না দেখাইয়া "মহামহাপ্রসাদ" গ্রহণের সৌভাগ্যবরণ করাই উচিত।

স্ত্রীলোকের সেবা-পূজার বিধান—মঠাদি-সংলগ্ন শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে স্ত্রীলোকের সেবাদিনিষিদ্ধ। কিন্তু সদ্‌গুরুর নিকট যথাবিধি দীক্ষিত ব্যক্তি বাহ্যদর্শনে স্ত্রীমূর্ত্তি হইলেও-নিজ-গৃহের সেবামন্দিরে সেবা-পূজা করিতে পারেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কপটভাবে বাহ্য পুরুষমূর্ত্তি হইতে পৃথক্ থাকিবেন। গৌঃ ১০।৪।১৮।

প্রকৃতি ও প্রধানের বৃত্তির ভেদ কি ?—পরমাত্মসন্দর্ভে ৪৯ সংখ্যায়—"ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দুইটী অংশ—সেই নিমিত্তাংশ গুণরূপা মায়া ও উপাদানাংশ 'দ্রব্যরূপ প্রধান'-সংজ্ঞা-দ্বয়ের পরস্পর ভেদ ভাগবত ১১।২৪শ অধ্যায়ে চারিটী শ্লোকে ও ভাঃ ১০।৬৩ অধ্যায়ে উপাদান ও নিমিত্ত, উভয় অংশের বৃত্তিভেদে বিভাগ কথিত হইয়াছে—"হে ভগবন্, ক্ষোভক 'কাল', নিমিত্ত 'কর্ম্ম', ফলাভিমুখপ্রকাশ 'দৈব', তৎসংস্কার 'স্বভাব'—এই চারিটী নিমিত্তাংশবিশিষ্ট বদ্ধজীব-সূক্ষ্মভূতসমূহ 'দ্রব্য' প্রকৃতি 'ক্ষেত্র', সূত্র, 'প্রাণ', অহঙ্কার 'আত্মা' এবং একাদশেন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম,এই ষোল বিকার—ইহাদের একত্র সমষ্টি দেহ। দেহ হইতে বীজরূপ কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে অঙ্কুর-রূপ দেহ—এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবাহ—ইহাই 'মায়া'। হে প্রভো, তুমি নিষেধাবধিভূত-তত্ত্ব, তোমাকে ভজনা করি। জীব নিমিত্ত-শক্ত্যংশ হইলেও উভয়াত্মক অংশবিশিষ্ট জীব উপাদান-বর্গেরও অনুসরণ করেন। নিমিত্তাংশরূপা 'মায়া'-শব্দে প্রসিদ্ধ শক্তির তিনটী বিভাগ দেখা যায়—'জ্ঞান', 'ইচ্ছা' ও 'ক্রিয়া'রূপ। উপাদানাংশ 'প্রধানে'র লক্ষণ। যাহাতে সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের সমাহার, তাহাই অব্যক্ত 'প্রধান' এবং 'প্রকৃতি' বলিয়া কথিত। 'অব্যক্ত' সংজ্ঞা-নির্দ্দেশের হেতু এই যে, বিশেষ-রহিত অর্থাৎ ত্রিগুণ-সাম্য হওয়ায় বিশেষধর্ম্ম অপ্রকাশিত, অতএব প্রধানের অব্যাকৃত সংজ্ঞা পাওয়া গেল। 'প্রধান'-সংজ্ঞার হেতু—বিশেষের ন্যায় মায়ার স্বকার্য্যরূপ মহত্তত্ত্বাদি বিশেষ-সমূহের আশ্রয়রূপ বলিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ***নিমিত্তাংশে 'মায়া' এবং উপাদাংশে 'প্রধান'। গৌঃ ১০।৪৪৬।

জগৎ-সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদানকারণ কে ?—ভাঃ ১০।৪৬।৩১—"রাম ও কৃষ্ণ এই বিশ্বের জীবযোনি-স্বরূপ। তাঁহারা দুইজনই সমস্ত ভূতে প্রবেশ-পূর্ব্বক পরস্পর ভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন করিয়াছেন। ভাঃ ১।৩।১ শ্লোকে—"লোকসৃষ্টি-মানসে ভগবান্ মহাদাদি-দ্বারা সম্ভূত ও ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষাখ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।" ভাঃ ২।৬।৪২—"কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যবতার। কাল, স্বভাব, কার্য্য-কারণরূপ প্রকৃতি, মন আদি মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট, স্বরাট্, স্থাবর ও জঙ্গম—সকলই তাঁহার বিভূতিরূপ॥" ভাঃ ৩।২৬।১৯—সেই শ্রেষ্ঠপুরুষ দৈবাৎ-ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণী স্বীয় মায়ায় নিজ বীর্য্য আধান করিয়াছিলেন, তাহাতে মায়া হিরন্ময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন॥' ভাঃ ৩।৫।২৬—"কালবৃত্তি-দ্বারা গুণময়ী (ক্ষুভিতা) মায়ার চিচ্ছক্তিমান্ মহাবৈকুণ্ঠনাথ আত্মাংশ স্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতি-অধিষ্ঠাতা আদিপুরুষের দ্বারা বীর্য্য বা চিৎপরমাণুপুঞ্জ জীব-শক্তি আধান করিয়াছিলেন।" বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতের উপাদানাংশে 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধা এবং জগতের নিমিত্তাংশে 'মায়া' নামে খ্যাতা। জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে; যেহেতু কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে কৃষ্ণ প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যশক্তি প্রদান করিয়া শক্তি-সঞ্চার করেন। উদাহরণ-স্বরূপ—তপ্ত লৌহের উপমা; যেরূপ লৌহের দহন বা তাপ প্রদান প্রভৃতি শক্তি নাই, কিন্তু অগ্নির স্পর্শে তপ্তলৌহ অন্যবস্তুকে দহন ও তাপ দিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ লৌহরূপা জড়া প্রকৃতির দ্রব্য বা উপাদান হইবার স্বতন্ত্রতা নাই। অগ্নি-সদৃশ কারণোদকশায়ীর ঈক্ষণ-শক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহসদৃশ প্রকৃতি উপাদান-প্রতিম দাহিকা বা তাপ-প্রদায়িনী শক্তিবিশিষ্টা হন। উপাদান-পরিচয়ে খ্যাতা প্রকৃতিকে 'উপাদান-কারণ' মনে করা—

ভ্রান্তিমাত্র। ভাঃ ৩।২৮।৪০—"যদিও ধূম, জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও বিস্ফুলিঙ্গে অগ্নির উপাদান বর্ত্তমান থাকায় অগ্নির সহিত এক বস্তু বলিয়া উক্ত হয়, তথাপি উল্মুক হইতে অগ্নি পৃথক্ বস্তু, ধূমস্থানীয় 'ভূত'-সমূহ, বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয় 'জীব' ও উল্মুক-স্থানীয় 'প্রধান', সকলেই অগ্নিস্থানীয় সর্ব্বোপাদান 'ভগবান্' হইতে শক্তিসমূহ লাভ করিয়াই নিজ-নিজ পৃথক পরিচয় দেয়, তাহা হইলেও সকলের উপাদানই সেই 'ভগবান্'। জগতের উপাদান বলিয়া যে প্রধানকে স্থির করা হইয়াছে, ভগবানের নিহিত উপাদান হইতেই প্রধানের সেই পরিচয়।

'প্রধান' ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র উপাদনত্বে পৃথক্ বিষয় হইতে পারে না। উপাদান-মূলাশ্রয় কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া সাংখ্যের উপাদানত্ব প্রকৃতিতে আরোপ করা—অজার গলদেশস্থিত স্তনাকৃতি মাংসপিণ্ডের দুগ্ধপ্রদানে অসমর্থতার ন্যায় নিষ্ফলমাত্র।

প্রণবের অর্থ, ব্রহ্ম-গায়ত্রী ও কামবীজ কাম-গায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য—প্র+নু (স্তুতি করা)+ অল্ এই প্রকারে 'প্রণব' সাধিত হয়। স্তবনীয় পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতারই ওঁকার বা প্রণব; যাহা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা যায়। শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ৪৭ সংখ্যায়,—'ও' ইহাই পরব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ (মধুরতম) নাম—উচ্চারণারম্ভ হইতেই যাহা জীবকে সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ করে; এইজন্য তিনি 'তার' নামেও কথিত। (শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতের নিজ-কৃত টীকার প্রারম্ভে ওঁ-কার-মুখে আরম্ভ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে 'তারাঙ্কুর' সংজ্ঞা দিয়াছেন।) অতএব শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপই। অষ্টাক্ষর মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীনারদপঞ্চরাত্র স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং অষ্টাক্ষরস্বরূপে জীবের মুখে সাক্ষাৎ উদিত হন।" প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডুক্যোপনিষদেও "চিদ্দর্শনে—যাহা কিছু দৃশ্য, সমস্তই ওঁকার—ওঁ এই অক্ষর।" ব্রহ্মের আর একটি আবির্ভাব —প্রণব; তিনি পরম বস্তু বলিয়া কথিত। তিনি অপূর্ব্ব, অবাধ, অবাহ্য, পরম এবং অব্যয়; তিনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। এইভাবে প্রণবকে জ্ঞাত হইয়া জীব অমৃত ভোগ করেন। সকলের হৃদয়ে অবস্থিত প্রণবকে ঈশ্বর-স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ওঁকারকে সর্ব্বব্যাপী বিভু অর্থাৎ বিষ্ণু স্বরূপ বলিয়া মনে করিলেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে আর শোক করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহার আর শূদ্রত্ব থাকে না। তিনি জড়মাত্রাহীন হইয়াও অনন্তমাত্রাযুক্ত; তাঁহা হইতেই জড়ীয় দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হইয়া অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়, অতএব তিনি পরমমঙ্গলস্বরূপ॥" এস্থলে মনে করিতে হইবে না যে 'পরমেশ্বরের পক্ষে অবতার রূপে ঐ সকল মঙ্গল-বিধান অসম্ভব বলিয়া একটি জড়ীয় বর্ণ বা অক্ষরমাত্রের ঐরূপ উক্তিতে প্রকৃত সত্য নাই,—উহা কেবল স্তুতিরূপমাত্র। প্রকৃত পক্ষে, পরমেশ্বরের অপরাপর অবতারের ন্যায় এই প্রণবও তাঁহার বর্ণরূপী অবতার; যেহেতু, এই অর্থ পুর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচন-বলেই স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া তৎসম্ভাবনা-হেতু এই অর্থই ঠিক। অতএব ভগবানের নাম ও নামি-ভগবান—পরস্পর অভিন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই। "অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ। উকারণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥ অ+উ+ম—এই তিন অক্ষরের যোগে ওঁকার নিষ্পন্ন। 'অ' কারের দ্বারা সর্ব্বলোকের একমাত্র নায়ক "শ্রীকৃষ্ণ" অভিহিত হন, 'উ' কারের দ্বারা শ্রীরাধা নির্দ্দিষ্ট হন এবং 'ম' কার

জীববাচক, অর্থাৎ ওঁকারে বিষয়বিগ্রহ, মূল আশ্রয় বিগ্রহ এবং তাঁহাদের নিত্যসেবক আত্মা বা জীব পরিপুটিত।

সপ্রণব ব্রহ্মগায়ত্রীও কামবীজপুটিত কামগায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। শান্তরসের উপাসক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মগায়ত্রীর দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন আর মধুর রসের উপাসক ভগবদ্ভক্তগণ কামবীজপুটিত কামগায়ত্রী-দ্বারা অপ্রাকৃত নবীনমদন অখিল রসামৃতমূর্ত্তি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বেদমাতা গায়ত্রী মাধুর্য্য রস আস্বাদন ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম লালসায় গোপীজন্ম লাভের জন্য ব্যাকুলা হইলে গোপাল-উপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কামগায়ত্রীরূপে প্রকাশিত হন। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে যেমন ব্রহ্ম, পরমাত্মাদি অসম্যক্ ও আংশিক প্রতীতিসমূহ ক্রোড়ীভূত, তদ্রূপ কামগায়ত্রী বা কামবীজ-মধ্যেই ব্রহ্মগায়ত্রী ও প্রণব ক্রোড়ীভূত রহিয়াছে। কামগায়ত্রী ও কামবীজ—অধিকতর রসমাধুর্য্যে সম্প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরসুন্দরের অবস্থানের মধ্যে যে লীলার বৈচিত্র্য, শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরগায়ত্রীর মধ্যেও সেইরূপ বৈচিত্র্য বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ—আশ্রয়-বিগ্রহ, শ্রীগৌরসুন্দর—বিষয়-বিগ্রহ। চিদ্‌বিলাস-রাজ্যে আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের মধ্যে যে লীলাবৈচিত্র্য আছে, তাহা সর্ব্ব-ব্যাপারেই মৃগ্য। যাঁহারা চিদ্‌বিলাসবৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য স্বীকার করেন, তাঁহারাই ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ। যেরূপ কৃষ্ণলীলার কৃষ্ণগায়ত্রী আছে, তদ্রূপ গৌর-লীলার গৌরগায়ত্রী, গুরু-লীলার গুরু-গায়ত্রীও আছে। গৌর-গায়ত্রী ও গুরু-গায়ত্রীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য গুরু ও গৌরের অবস্থান ও লীলার ন্যায়ই নিত্য। চিদ্‌বিলাসে ঐ সকল নিত্য বৈচিত্র্যের নিত্য অবস্থান স্বীকার অর্থাৎ 'গুরু' 'কৃষ্ণ' ও 'গৌরের' নিত্য অবস্থান ও নিত্যলীলা-বৈচিত্র্যের ন্যায় তাঁহাদের আরাধনা-প্রণালীয় মন্ত্র, গায়ত্রী-সমূহ স্বীকার না করিলে মায়াবাদ-অপরাধ আবাহন করিতে হয়। যাঁহারা কৃষ্ণগায়ত্রী ও কৃষ্ণমন্ত্র মুখে স্বীকার করিয়া গৌরগায়ত্রী ও গৌরমন্ত্র, গুরুগায়ত্রী ও গুরুমন্ত্রের নিত্যলীলাবৈচিত্র্য ও নিত্যাবস্থান স্বীকার না করেন, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন মায়াবাদবন্ধু। ব্রহ্ম, ভগবান্ (রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ) শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগুরুদেবের অবস্থানে যে লীলা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রীর সহিত গৌরগায়ত্রী ও গুরুগায়ত্রীরও সেইরূপ বৈশিষ্ট্যই বর্ত্তমান। ভক্তিসিদ্ধান্ত বিচারে গুরু, কৃষ্ণ ও গৌরসুন্দরের নিত্যলীলা-বৈচিত্র্য-হেতু তাঁহাদের আরাধনা-প্রণালীরও নিত্যবিচিত্রতা আছে।

শ্রীগুরু, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী অভিন্নতত্ত্ব হইলেও তাঁহাদের নিত্যাবস্থানের নিত্য-লীলাবৈচিত্র্যের ন্যায় তাঁহাদের নিত্যআরাধনাবৈচিত্র্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রাকৃত অভিজ্ঞানবাদী মায়াবাদিগণই অদ্বয়জ্ঞানের বৈচিত্র্যকে তাঁহাদের তথাকথিত কল্পিত একাগ্রতার বিক্ষেপাত্মক বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ অদ্বয়-জ্ঞানের বিচিত্রতাই যাবতীয় বিক্ষেপরহিত একাগ্রতা কেন্দ্রীভূত। সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ বিভিন্ন গায়ত্রী জপ করিবার একান্ত সার্থকতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

মহামন্ত্র ও গায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত ভেদ নাই, তবে মহামন্ত্র বিপ্রলম্ভার্ত্তিসূচক সম্বোধনাত্মক এবং

গায়ত্রী আত্মনিবেদনাত্মক চতুর্থ্যন্তপদ ও 'ধীমহি', 'বিদ্মহে' প্রভৃতি শব্দ-পরিপূরিত। অপ্রাকৃত কামদেবে আত্মনিবেদিতাত্মা, সহজধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির যখন অপ্রাকৃত সহজ বিপ্রলম্ভের উদয় হয়, তখন তিনি সম্বোধনাত্মক মহামন্ত্রে গোপীনাথের ভজন করেন। মহামন্ত্র ও গায়ত্রী পরস্পর অভিন্ন। মহামন্ত্রে গায়ত্রী ক্রোড়ীভূত রহিয়াছে। যে-কোনও একটি গ্রহণ করিলে প্রয়োজন লাভ হইলেও অর্চ্চন-পথের পথিক উপাসনা প্রণালীর বিপর্য্যয় বা যথেচ্ছভাবে একের সহিত ভেদ জ্ঞান কল্পনা করিয়া যদি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কোনও দিনই প্রয়োজন বা মঙ্গল-লাভ করিতে পারেন না। অর্চ্চন-পথে মন্ত্র ও গায়ত্রী-উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজন আশা করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি অনিবেদিতাত্মা বা মনোধর্ম্ম ও সংসার হইতে ত্রাণ পায় নাই, তাহার মুখে শুদ্ধ মহামন্ত্র উচ্চারিত হয় না, সর্ব্বদাই নামাপরাধ হইয়া থাকে। অনর্থযুক্ত জীবকে মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ বা গানকারী ব্যক্তিকে সংসার হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই মন্ত্র ও গায়ত্রীর কৃপাবতার; সুতরাং যাহারা মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করেন নাই, বা যাঁহারা সংসার হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তাঁহারা যদি মন্ত্র বা গায়ত্রীকে লঙ্ঘন করিয়া কেবলমাত্র মহামন্ত্র গ্রহণের ছলনায় বা মুক্ত ভাগবতগণের ভজনানুকরণের ছলনায় 'নামাপরাধ' বা আলস্যের প্রশ্রয় দেন, তবে তাঁহাদের মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না।

শ্রীভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন। নামে 'নমঃ' শব্দাদি সংযোগ পূর্ব্বক ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপিত হইয়াছে। নামই নিরপেক্ষ তত্ত্ব, তথাপি দেহাদি-সম্বন্ধে জীব কদর্য্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ঐরূপ চিত্ত-সঙ্কোচকরণাভিপ্রায়ে মর্য্যদামার্গে সমন্ত্রার্চ্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। অনর্থযুক্তের পক্ষে মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণকারিণী দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

স্বগতভেদ—যেমন বৃক্ষের সহিত তদন্তর্গত শাখা, ফল, পুষ্প, মূলাদির পার্থক্য, সজাতীয় ভেদ—যেমন একটি আম্রবৃক্ষের সহিত অপর আম্রবৃক্ষের পার্থক্য; বিজাতীয়ভেদ—যেমন বৃক্ষের সহিত পর্ব্বতের পার্থক্য। "বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ। বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥ (পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ২০শ সংখ্যা)। গৌঃ ১০।৪৪৫-৪৪৯।

জীবের স্বতন্ত্রতা—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব, পর ও মধ্য—এই তিনের সঙ্গতি দ্বারা বুঝা আবশ্যক। পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তর ও ঈশ্বর। জীবসকল যত কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। ঈশ্বর মায়ার দ্বারা সর্ব্বভূতকে ভ্রামিত করান। 'যন্ত্রারূঢ়'—শব্দে 'সূত্রসঞ্চারাদি-যন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম পুত্তলবৎ সর্ব্বভূত, অথবা 'যন্ত্রারূঢ়' শব্দে—"শরীরারূঢ়" ও বুঝায়। সর্ব্বভূতকে চালিত-করণে পরমেশ্বর সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব-বিধান করেন না। 'মায়য়া' তিনি মায়া বা নিজ-শক্তির দ্বারা পরিচালিত করেন। মায়া দুই প্রকার—'যোগমায়া' ও 'জড়মায়া'। বিমুখজীব যখন বিমুখতা বরণ করে, তখন তাহার উপর জড়মায়ার কার্য্য—জীব তখন জড়মায়ার দ্বারা ভ্রামিত হন, আর উন্মুখজীব যখন উন্মুখতা বরণ করেন, তখন যোগমায়া তাঁহাকে সাহায্য করেন।

বিমুখতা বা উন্মুখতা-বরণ—জীবের স্বতন্ত্রতা। জীব—তটস্থ। বিমুখতা ও উন্মুখতা—এই উভয় দিকে

জীব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে। যখন জীব বিমুখতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি জড়মায়া তাঁহাকে সংসারচক্রের ক্রীড়া-পুত্তলি করিয়া সংসারে ভ্রামিত করায়। যন্ত্রারূঢ় জীব এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া নিজস্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের জন্য নির্ব্বেদগ্রস্ত হইলে যখন উন্মুখ হইবার জন্য সচেষ্ট হয় অর্থাৎ স্বতন্ত্রতার সদ্‌ব্যবহার করিবার জন্য স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে বা আনুগত্যময়ী স্বতন্ত্রতা বরণ করে, তখন পরমেশ্বরের যোগমায়া জীবকে উন্মুখতার পথে চলিত করেন। পরমেশ্বর জীবের নিয়ন্তা হইলেও তিনি জীবের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতার হন্তারক নহেন। জীব কিছু জড় পুত্তল নহে যে তাহাকে যেদিকে চালনা করা যায়, সে সেই দিকেই যায়। যদি তাহাই হইত, তবে 'জীব' ও জড়ে কোন পার্থক্যই লক্ষিত হইত না। জীবকে 'জড়' বলা—নাস্তিকতার আবাহন-মাত্র। জীব যখন স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্রতার ব্যবহার বা প্রয়োগ করিয়া কোন কার্য্য করে, ভগবান্ তখন স্বীয় মায়া বা স্বশক্তির দ্বারা সেই কার্য্যের ফলদান করিয়া থাকেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, জীবই যদি কর্ম্মের ও সুখ-দুঃখানুভবের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কোথায় থাকে? তদুত্তর এই যে, জীব—হেতু-কর্ত্তা এবং ঈশ্বর—প্রয়োজক-কর্ত্তা। জীব-নিজ কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং ভাবিকর্ম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগে ও কার্য্যকরণে প্রয়োজক-কর্ত্তা-রূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, জীব—ফলভোক্তা।

গীতার আলোচ্য শ্লোক ও তাহার পূর্ব্বাপর-শ্লোকের সহিত আলোচ্য শ্লোকের বিচার করিতে হইলে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তই সম্প্রকাশিত হয়। যদি জীবের কোনও স্বতন্ত্রতা না-ই থাকিত, জীব যদি জড় ক্রীড়া-পুত্তলির ন্যায় বস্তুই হইতেন, তবে ভগবানের আলোচ্য শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী —"স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা। কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ (গীঃ ১৮।৬০) শ্লোকের অবতারণার কোনও আবশ্যকতাই ছিল না কিংবা অব্যবহিত পরবর্ত্তি-শ্লোকেরও কোনই প্রয়োজন ছিল না—"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ (গীঃ ১৮।৬২)। আলোচ্য-শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের অর্থ এই,—হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা মোহবশতঃ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বকর্ম্ম-দ্বারা অবশ হইয়া তুমি সেই কার্য্যই করিবে। তাহা হইলে এখানে জীবের মোহ বশতঃ কার্য্য করিবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা অর্থাৎ প্রবৃত্তি বা স্বতন্ত্রতা আছে, আর জীবের স্বভাবজাত স্বকর্ম্মও আছে, যে-জন্য জীব 'হেতুকর্ত্তা'। যখন জীব এইরূপ হেতুকর্ত্তা হইলেন, তখন ভগবান্ জীবকে 'অবশে' অর্থাৎ যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রামিত করান; এখানেই ঈশ্বরের প্রয়োজক-কর্ত্তৃত্ব। এখানে জীব নিজ-কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী এবং ভাবিকর্ম্মের উপযোগী হইল, জীবের অবশে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সেই ফলভোগ বরণ করিয়া লইতে হইল। সুতরাং এখানে ঈশ্বরের ফলদাতৃ-সূত্রে নিয়ন্তৃত্ব; জীবের স্বতন্ত্রতার ব্যবহার-জনিত কর্ম্মের কর্ত্তা-সূত্রে কর্ত্তৃত্ব। জীব যদি একান্ত অস্বতন্ত্র জড়পুত্তলিবৎ বস্তুই হইত, তাহা হইলে 'নেচ্ছসি', 'স্বেনকর্ম্মণা' প্রভৃতি শব্দই তাহার সম্বন্ধে উক্ত হইতে পারিত না। একান্ত অস্বতন্ত্র বস্তুর আবার 'স্বকর্ম্ম' কোথায়? তাহার 'ইচ্ছাই' বা কোথায়? আর তাহাকে প্রেরণা

ও উপদেশ দিবারই বা আবশ্যকতা কি? ঈশ্বর যখন জীবের হৃদয়ে বসিয়াই তাহাকে যন্ত্রের ন্যায় ঘুরাইয়া দিয়া থাকেন, জীবের যখন মোটেই কোনও স্বাধীনতা তিনি প্রদান করেন নাই, ভাল-মন্দ সমস্ত কর্ম্মই যদি ভগবান্ই জীবকে করান, তাহা হইলে ভগবানের উপদেশ দেওয়ারই কোন আবশ্যকতা নাই। ভগবান্ যন্ত্রের ন্যায় বা কলের ন্যায় জীবকে ঘুরাইয়া দিলেই ত' হয়, তাহাতে শরণ গ্রহণ করিবার আবার উপদেশ দেন কেন? "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ "—হে ভারত, তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের শরনাগত হও। তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।" এখানে ভগবান্ জীবকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলেন কেন? নিয়ন্তা ঈশ্বরই ত' জীবরূপ জড়যন্ত্রের কল টিপিয়া দিয়া তাঁহাকে শরণাগত (?) করাইতে পারিতেন। শুধু এই শ্লোকে নয়, সমগ্র গীতা-শাস্ত্রের উপদেশই তাহা হইলে ব্যর্থ হইয়া যায়। শ্রীগীতার চরম শ্লোকও তাহা হইলে ভগবানের একটা কাজ্‌লামী (?) হইয়া পড়ে—"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। জীব যদি সম্পূর্ণ অস্বতন্ত্রই হয়, তাহার যদি বিন্দুমাত্র স্বাধীনতার সদ্‌ব্যবহার ও অপব্যবহার করিবার শক্তিরূপ স্বাধীনতার বৃত্তিদ্বয় না থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ 'পরিত্যজ্য' ও 'শরণং ব্রজ' কথা বলিলেন কেন? অস্বতন্ত্র বস্তু কি কোন বস্তু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে পারে? অস্বতন্ত্র বস্তু কি শরণ গ্রহণ করিতে পারে? তাহা হইলে কে পারে? পূর্ব্বে যে-ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার অসদ্‌ব্যহার করিয়া ইতর ধর্ম্ম-সমূহ গ্রহন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া সেই সকল ইতর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে। এই উভয় কার্য্যেই জীবের স্বতন্ত্রতার বৃত্তি পরিস্ফুট। ধর্ম্মগ্রহণেও জীবের স্বতন্ত্রতা, ধর্ম্ম পরিত্যাগেও জীবের স্বতন্ত্রতা। ভগবান্ জীবের স্বতন্ত্রতার এই উভয় বৃত্তির হন্তারক হইয়া জীবকে জড়বস্তুর অন্তর্গত না করিয়া জীবকে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের উপদেশ-মাত্র শ্রবণ করাইয়া তাহাকে স্বতন্ত্রতা-রত্নেরই উত্তম অধিকারী করিয়া থাকেন। জীব যখন স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিল অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিল কিংবা সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিল বা অপর ভাষায় হেতুকর্ত্তা হইল, তখন পরমেশ্বর প্রয়োজক-কর্ত্তারূপে জীবকে "পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।" "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" প্রভৃতি বাণী শ্রবণ করাইয়া জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

কাজেই জীবের স্বতন্ত্রতার হন্তারক হইবার ছলে যাহারা নিজ-নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-জনিত অসৎ কর্ম্মগুলি ভগবানেরই প্রেরণায় ও নিয়ন্তৃত্বে কৃত বলিয়া আত্মদোষ-ক্ষালনের দুরভিসন্ধি প্রদর্শনার্থ যত্নবান হয়, তাহাদের চেষ্টা কোনও দিন শাস্ত্র-দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না। তাহাদের ন্যায় জীবের শত্রু ও আত্মশত্রু আর কেহ নাই। স্বাধীনতা কে না চায়? সকলেই স্বাধীনতার পিপাসু।

এই বিকৃত প্রতিফলিত জগতে পর্য্যন্ত বিকৃত ও খণ্ড স্বাধীনতার জন্য কত না 'রাষ্ট্রবিপ্লব' কত না কিছু প্রতিনিয়ত হইতেছে, ইহা বর্ত্তমানযুগকে আর অধিক করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু সেই বিকৃত ও খণ্ডিত স্বাধীনতার মূল বিম্ব-স্বরূপ নিত্য বাস্তব স্বাধীনতাকে—কেবল বিরূপের কুকার্য্যগুলিকে যাহারা আপাত সমর্থনের জন্য লুপ্ত করিবার প্রয়াসী, তাহাদের মত জীব-বিদ্বেষী, জীব-শত্রু ও ভগবানের বিদ্বেষী আর কে আছে? মায়াবাদি-সম্প্রদায় বৈষ্ণব-সুদর্শনের এই তাৎপর্য্য-সৌন্দর্য্যটী ধরিতে পারে না। তাহারা জীবের জীবত্ব, স্বাধীনতা, ভগবানের ভগবত্তা—সমস্তই 'লুপ্ত', 'শূন্য', করিয়া কাল্পনিক আনন্দানুভবের রাজ্যে (?) বিচরণ করিতে চাহে!

জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও জীব পরমেশ্বরের ন্যায় পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নহে। জীব যেরূপ অণু, তাহার স্বতন্ত্রতাও সেইরূপ সীমাবদ্ধ। পাঁচ হাত পরিমাণ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ গাভীর পাঁচ হাতের মধ্যে বিচরণ ও তৃণাদি ভক্ষণের স্বাধীনতা আছে সত্য, কিন্তু দশ হাতের মধ্যে বিচরণ করিবার বা সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার স্বাধীনতা তাহার নাই। জীবের স্বতন্ত্রতা সীমাবদ্ধ বলিয়াই তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার আছে, তাহা পরমেশ্বরের শক্তি মায়ার দ্বারা গ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতায় 'অপব্যবহার'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। স্বরাট্ পরমেশ্বর স্বতন্ত্রতার যেরূপ ভাবেই ব্যবহার করেন, তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুসমন্বিত হয়। এজন্য ভগবানের লাম্পট্য, চৌর্য্য, জন্মপরিগ্রহ, একপত্নী-গ্রহণ, বহু পত্নী-গ্রহণ, পরোঢ়া-গ্রহণ—সকল লীলাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তাহা জীবের ন্যায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারজনিত 'কর্ম্ম' নহে। তাহা নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়ের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পূর্ণতমা স্বতন্ত্রতার বিজয়পতাকা শ্রীচৈতন্যদাসানুদাসগণই এই সুন্দর সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়া জগৎকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। (গৌঃ ১০।৫৭৯-৫৮১)

পক্ষির মুখে হরিনাম—"শুন, বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম। পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥ পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬)। এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদেও শিবানন্দসেনের ভগবদ্ভক্ত কুকুর নীলাচলে মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভুর প্রদত্ত প্রসাদ এবং তদীয় শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ ও হরিনামোচ্চারণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। শিবানন্দসেন মহাপ্রভুর কৃপালব্ধ সেই কুকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। (মহাপ্রভু) "প্রসাদ-নারিকেল-শস্য দেন ফেলাঞা। 'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' কহ, বলেন হাসিয়া॥ শস্য খায় কুকুর, 'কৃষ্ণ' কহে বার বার ॥ * * * সিদ্ধ-দেহ পাঞা কুকুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা॥" উপরি-উক্ত-বাক্যগুলির অবৈধ অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় মহাভাগবতের অলৌকিক কৃপাশক্তি ও তন্মুখোচ্চারিত অপ্রাকৃত শ্রীনামের সহিত ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ সমাজের নামাপরাধের সমন্বয় করিবার প্রয়াস করিয়াছে। মহাভাগবতগণের অবৈধ অনুকরণ অর্থাৎ মহাভাগবতগণের প্রতি মর্কট প্রবৃত্তিমূলক মুখভঙ্গি করিবার অজ্ঞাত বা জ্ঞাত দুষ্পিপাসায় অনেকের কুকুরের কাণে মন্ত্র (?) বা হরিনাম (?) প্রদানের ছলনা, কাহারও বা পক্ষী পুষিয়া উহাকে হরিনাম শ্রবণ করাইবার ছলনায় স্ব-স্ব আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-সমর্থনের চেষ্টা দেখা যায়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের এই সকল চেষ্টায় যে-সকল কৃত্রিমতা ও অবৈধ আনুকরণিক

প্রতিযোগিতা বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-কামনা প্রভৃতি দুরারোগ্য গুপ্ত ব্যাধি আছে, তাহা স্বয়ং রোগী হইয়া তাহারা ধরিতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত নামাচার্য্য, শুদ্ধনামের অনুশীলনকারী মহাভাগবত তাহাদের সেই রোগ ধরিতে পারেন। এইজন্য শুদ্ধনামের অনুশীলনকারী মহাভাগবত কখনই নামাপরাধীর পশু-পক্ষীকে নামাপরাধ শ্রবণ করাইবার চেষ্টা দ্বারা পশু-পক্ষীর বৈকুণ্ঠ গমন বা সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তি স্বীকার করেন না। শুদ্ধভক্ত সাধু-বৈষ্ণবের মুখে কৃষ্ণনাম-শ্রবণেই পশু, পক্ষী প্রভৃতি মূকজীবগণের উদ্ধার লাভ সম্ভব। সেইরূপ সাধু, ভক্ত বা বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে শুশ্রূষু জীবমাত্রের কর্ণরন্ধ্রে সেই উচ্চারিত বৈকুণ্ঠশব্দ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মায়াবন্ধন হইতে মোচন করায়; কারণ বৈকুণ্ঠনাম জীবকে ভোগবুদ্ধি হইতে বিমুক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠ বস্তুর সেবাবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করায়। ভক্ত জিহ্বারূপ বৈকুণ্ঠধামে জড়াকাশের ন্যায় বদ্ধজীবের কোন ভোগ্য অজ্ঞান না থাকায় এবং বৈকুণ্ঠ-নাম পূর্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-বাচক হওয়ায় জীবকে ভোগময়ী বদ্ধদশায় আবদ্ধ করে না। সুতরাং বৈকুণ্ঠভগবন্নামগ্রহণ করিলে জীব জীবন্মুক্ত হয়।

হরিনাম পশু, পক্ষী বা মানবের দেহ কিম্বা দৈহিক কোন অচেতন যন্ত্র গ্রহণ করে না। শুদ্ধ আত্মা বা নির্ম্মল চেতনই নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরসবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীনাম শ্রবণ বা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। যদি মানবের আত্মা বা পশু-পক্ষীর আত্মা পর্য্যন্ত নির্ম্মল আত্মা হইতে প্রকাশিতপূর্ণচেতনস্বরূপ শুদ্ধনাম স্পর্শ না করে, যদি নামকীর্ত্তনকারী, শ্রবণকারী এবং নামের মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান বা আগন্তুক আবরণ থাকে, তাহা হইলে কেবল বাহ্য প্রক্রিয়ার অভিনয় বা আপাত প্রতীতিগত সাম্যদর্শনের দ্বারা প্রকৃত বাস্তব ফলোদয় হইবে না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে গ্রামোফোনের মুখে নাম বা সবাক্ চিত্রের 'প্রহ্লাদ', 'নারদ' প্রভৃতির মুখে নামের ছলনা শ্রবণ করিয়া বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়পরায়ণ সমাজের ইন্দ্রিয়চরিতার্থ পিপাসার লাঘব হইত এবং তাহাদের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ও সুলভ হইত। বারবণিতার আলয়ে শুকপক্ষী বারবণিতার মুখে রাইকানুর নাম (?), রাইকানুর প্রেমসঙ্গীত (?) শ্রবণ করে এবং ঐ সকল উচ্চারণ করিতেও অভ্যস্ত হইতে পারে; কিন্তু সেখানে উচ্চারণকারী যেরূপ দৈহিক কসরতের দ্বারা নামের ছলনার উচ্চারণ দৈহিক যন্ত্রমধ্যে-মাত্র অভ্যাস করিয়াছে, তদ্রূপ উহার শ্রবণকারী পশু-পক্ষীও 'হরিকৃষ্ণ' নাম (?) উচ্চারণ প্রভৃতির ছলনা দেহযন্ত্রগত কসরতের মধ্যে অভ্যাসমাত্র করিয়াছে। উভয়েরই আত্মায় নাম স্পর্শ করে নাই। এক নির্ম্মল আত্মা হইতে শুদ্ধ নাম প্রকাশিত হইয়া অপর নির্ম্মল অনাবৃত আত্মায় সেই শুদ্ধ নামের বিদ্যুৎকনাসঞ্চার হইলে শ্রবণকারী বা কীর্ত্তনকারী বাহ্যদর্শনে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ— যাহাই হউন না কেন, তদ্দ্বারাই উভয়ের পরম মঙ্গল-লাভ অনিবার্য্য। 'পক্ষীর নামপ্রদানকারী' ব্যক্তি যদি মহাভাগবত বা শুদ্ধবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে পক্ষীর আত্মা হরিনামে অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত ভোগবুদ্ধির হস্ত হইতে আনুষঙ্গিকভাবে নির্ম্মুক্ত হইবে এবং ভগবৎসেবাময় বৈকুণ্ঠে নীত হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তির পক্ষীর বিমুখতার স্বাধীনতায় বাধা দেওয়ার পাপবুদ্ধি আছে—যিনি হরিনামের সেবা এবং অপরকে হরি-নাম শ্রবণ করাইবার চেষ্টা দেখাইতে গিয়াও পাপ-পুণ্যের প্রাকৃত বিচারে কবলিত, তিনি কখনও নামের স্বরূপই অবগত হন নাই। কাজেই ঐরূপ ব্যক্তির মুখে অপরে

নাম শ্রবণ করিলে বৈকুণ্ঠগতি দূরে থাকুক, সংসারগতিই লাভ করিবে এবং ঐরূপ চেষ্টা যিনি করিতেছেন, তিনি বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া উহাকে 'সখ' মনে না করিলেও উহা বহুরূপী সখেরই প্রচ্ছন্ন রূপান্তর মাত্র। অতএব শুদ্ধনামাচার্য্য মহাভাগবতের মুখে শ্রীনাম-শ্রবণে জীবমাত্রেরই কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। আর বাহ্যদর্শনে নামাক্ষরের মত দেখিতে নামাপরাধশ্রবণে জীবমাত্রেরই সংসার-গতি অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কিম্বা অধর্ম্ম, অনর্থ, কামের অতৃপ্তি অবশ্যম্ভাবী। গৌঃ ১০।৬৪৭-৬৪৮।

শ্রীতুলসী মাহাত্ম্য—শ্রীতুলসী হরির অত্যন্ত প্রিয়া, এ বিষয়ে শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীহরির সেবার জন্য তুলসী-সেবন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। শ্রীমহাপ্রসাদ যেরূপ বিষ্ণুবস্তু হইলেও শ্রীহরির সেবার্থ রসনায় মহাপ্রসাদ-গ্রহণ বা চর্ব্বণাদি অপরাধজনক নহে; শ্রীতুলসী-সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। ভোগবুদ্ধি-সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ-ভোজনের ন্যায় ভোগবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া শ্রীতুলসী-ভক্ষণও বিশেষ অপরাধজনক। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৯ম বিলাস ৫৮-৬৮ সংখ্যায়) এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত প্রমাণ আছে, যথা—প্রসিদ্ধি আছে, তুলসীদল ভোজন করিলে দেহাবসানে পাপীরও শুভগতি লাভ হয়। তুলসীদল ভক্ষণ-পূর্ব্বক অন্তকালে দেহবিসর্জ্জন করিলে চণ্ডালেরও দেহস্থ পাপ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়। গঙ্গা ও যমুনার শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জল যেরূপ সর্ব্ব পাপ বিদূরিত করিয়া দেয়, তদ্রূপ তুলসীদল-ভোজন-দ্বারা নিখিল পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। হে যমদূতগণ, যে-কাল পর্য্যন্ত মানবের বদনে ও মস্তকে তুলসী-দল বিরাজিত না হয়, সে-কাল পর্য্যন্তই দেহ-পাতক অবস্থিত থাকে। অমৃত হইতে সমুত্থিতা ধাত্রী ও বিষ্ণু-প্রিয়া তুলসীকে স্মরণ, কীর্ত্তন চিন্তন ও ভক্ষণ করিলে তাঁহারা সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। যে-ব্যক্তি কদাপি কিছুমাত্র সুকৃতি সঞ্চয় করে নাই, অপিচ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছে, সেবোন্মুখ-বুদ্ধিতে তুলসী ভক্ষণ করিলে তাহারও মঙ্গল হয়। শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া পারণ-দিনে তুলসী ভক্ষণ করিলে তাঁহার অষ্টসংখ্যক অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফলশ্রুতি শ্রুত হইয়া থাকে। শাস্ত্র তুলসী-ভক্ষণের এইরূপ অসংখ্য ফলশ্রুতির উল্লেখ করিয়া সেবোন্মুখ-বুদ্ধিতে তুলসীর সম্মান করিবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঠাকুর হরিদাসের কৃপাপ্রাপ্তা পূর্ব্ব বেশ্যার সাধনময় পরবর্ত্তি-জীবন-প্রসঙ্গে—"তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ উপবাস। ইন্দ্রিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩) ভোগবুদ্ধিতে তুলসী গ্রহণ করিলেই তুলসীর অঙ্গে আঘাত করিবার চেষ্টা হয়, সেবোন্মুখতার সহিত তুলসী 'চর্ব্বণ' করিলে তুলসীর কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়।

তুলসী-ছেদন তিথি বিচার—শ্রীহরিভক্তি বিলাস (৭।১০৮)—"নচ্ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ কচিৎ॥"—"হে ব্রাহ্মণ-সকল, বৈষ্ণব কখনও দ্বাদশী তিথিতে তুলসী ছেদন করিবেন না।" স্মৃতি-শাস্ত্রে সংক্রান্ত্যাদি তিথিতে অর্থাৎ সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও রবিবারে তুলসী-চয়ন নিষিদ্ধ থাকিলেও বিষ্ণুভক্তগণ কেবলমাত্র দ্বাদশীতেই তুলসী চয়ন করিতে ইচ্ছা করেন না। "দেবার্থে তুলসীচ্ছেদো হোমার্থে সমিধাস্তথা। ইন্দুক্ষয়ে ন দুষ্যেত গবার্থে তু তৃণস্য চ॥"—অর্থাৎ অমাবস্যায় বিষ্ণুর জন্য তুলসী ছেদন, যজ্ঞের জন্য কাষ্ঠ ছেদন এবং গাভীর জন্য তৃণ ছেদনে কোন দোষ নাই।

কৃষ্ণবল্লভা তুলসীকে কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য ব্যতীত নিজসুখতাৎপর্য্যে ব্যবহার করিলে তুলসীর চরণে অপরাধ-নিবন্ধন ভক্তির বাধা হইবে। সর্দ্দিজ্বর, ম্যালেরিয়া বা দুষিত বীজাণুর প্রতিষেধকরূপে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তুলসীর ব্যবহার তুলসীর চরণে অপরাধ। ঐরূপ কার্য্য-সমূহ ভগবদ্ভক্তিবৃত্তিকে বিলুপ্ত করিয়া জীবকে সংসারমার্গে বিচরণ করায়। ভগবদ্ভক্তগণ একমাত্র কৃষ্ণসেবাসুখ-তাৎপর্য্য ব্যতীত রাবণের ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধিতে কখনও কৃষ্ণবল্লভাকে ভোগ (?) করিবার চেষ্টা করিতে যান না।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৭।৮৮, ৮৯) – মধ্যে মধ্যে পুষ্প-প্রদান-পূর্ব্বক তুলসীদলের দ্বারা মালা গাঁথিয়া তাহাতে চন্দন-লেপন-পূর্ব্বক শ্রীরামের শিরোদেশে প্রদান করিবে।

যিনি বাক্য সংযত করিয়া এবং আত্মাকে নিয়মন-পূর্ব্বক মন শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে সংন্যস্ত করিয়া তুলসী-মালার দ্বারা হরির পূজা করেন, তাঁহার কোটী যজ্ঞানুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক ফল হইয়া থাকে। তুলসী-মালার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা—ভবান্ধ-কূপ-পতিত ব্যক্তিগণের উদ্ধার-সেতু।

উপরি-উক্ত বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তুলসীকে মাল্যরূপে গ্রথিত করা দোষাবহ নহে, পরন্তু ভক্তিবৃদ্ধিকর। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তুলসীকে শ্রীহরির সেবার জন্য সূত্র-মধ্যে গ্রথিত করার আরও অনেক বাক্য আছে—মঞ্জরীযুক্ত মৃদুতুলসীপত্র সূত্র-দ্বারা গ্রথিত করিয়া দেবকি-নন্দনের (কৃষ্ণের) পূজা করিবে।

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সেবার্থে তুলসী-কাষ্ঠের ব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত,—"যো দদাতি হরের্ধূপং তুলসী-কাষ্ঠবহ্নিনা। শতক্রতুসমং পুণ্যং গোহযুতং লভতে ফলম্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ৮।১১)।—যিনি তুলসী-কাষ্ঠের অগ্নি-দ্বারা শ্রীহরিকে ধূপ প্রদান করেন, তাঁহার শতযজ্ঞসদৃশ্য পুণ্য এবং দশসহস্র গোদানের ফলশ্রুতি আছে। এবং (হঃ ভঃ বিঃ ৯।৫৪ ৫৫)—কি নীরস, কি সরস, যে-কোনরূপ তুলসীকাষ্ঠ বা তুলসীপত্র গৃহে বর্ত্তমান থাকিলে কলিকালেও তথায় পাপ সংক্রামিত হইতে পারে না॥ তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কাষ্ঠ, বল্কল, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল ও মৃত্তিকা– সকলই বিশুদ্ধ। তুলসী-কাষ্ঠের অগ্নির দ্বারা বিষ্ণুর নৈবেদ্যান্ন পাক করিয়া তাহা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে নিবেদন করিলে সেই অন্ন সুমেরু-সদৃশ হয়। বিষ্ণুর সেবার্থ বা ভোগার্থ সর্ব্বভাবেই তুলসী ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সেরূপভাবে ব্যবহৃত হইবে না। তাহা হইলে নরকের সেতু হইবে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৭।৯৬—তুলসী কৃষ্ণগৌরাভা তয়াভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্। নরো জাতি তনুং ত্যক্ত্বা বৈষ্ণবীং শাশ্বতীং গতিম্॥—যিনি কৃষ্ণ ও গৌর বর্ণ-বিশিষ্ট তুলসীর দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করেন, তিনি শরীর-পরিত্যাগের পরে শাশ্বতী বৈষ্ণবী গতি লাভ করিয়া থাকেন।

রোগারোগ্য, শত্রুবিনাশ, বিঘ্নবিনাশ বা কোনও প্রকার প্রাকৃত কামনা অর্থাৎ জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নারায়ণে তুলসী প্রভৃতি প্রদানের প্রথা জগতে কর্ম্মী ও বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে কল্পিত হইয়াছে। তাহা অপরাধ-জনক ও ভক্তির সম্পূর্ণ বাধক। সুতরাং ঐ সকল অপরাধময়ী ভক্তি-প্রতিকূলা চেষ্টাকে আত্মমঙ্গলকামী সর্ব্বোতোভাবে পরিবর্জ্জন করিবেন। যে-পর্য্যন্ত কৃষ্ণ সেবোপকরণ-দ্বারা জীবের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা সেবা করাইয়া লইবার প্রবৃত্তি থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত জীবের-আত্মমঙ্গল বহুদূরে

অবস্থিত। যাহারা ঐরূপ অবৈধ কার্য্য স্বয়ং করেন বা কোনওরূপে উহার প্রশয় প্রদান করেন, তাহারা সকলেই ভক্তি হইতে চিরতরে পতিত ও অপরাধী।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৭ম ৫৪—"ন পর্য্যুষিত দোষোঽস্তি জলজোৎপলচম্পকে। তুলস্যগস্ত্যবকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা॥" পদ্ম, উৎপল, তুলসী, বক ও বকুল-পুষ্প, বিল্বপত্র এবং গঙ্গোদক পর্য্যুষিত হইলেও দোষাবহ হয় না। "বর্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্যং পর্য্যুষিতং ফলম্। ন বর্জ্যং তুলসীপত্র ন বর্জ্যং জাহ্নবীজলম্॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৭।৮১)—শ্রীহরির অর্চ্চনে পর্য্যুষিত পুষ্প ও পর্য্যুষিত ফল ত্যাগ করিবে, কিন্তু তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল পর্য্যুষিত হইলেও তাহা ত্যাগ করিবে না।

"তুলসী শাপগ্রস্ত হইয়া বৃক্ষযোনি লাভ করিয়াছেন" প্রভৃতি মতবাদ—বহির্ম্মুখ-বঞ্চনাময়। ভগবান বিষ্ণু বা ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের কর্ম্মমার্গে বিচরণ (?), বিষ্ণু-বৈষ্ণবের জন্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি বিমুখ-মোহনপর উক্তিগুলির দ্বারা শুদ্ধও তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবগণ বঞ্চিত হন না। বহির্ম্মুখদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রক্ষিপ্ত ও অভিসন্ধি-যুক্ত মতবাদ-সমূহ দৃষ্ট হয়। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদ্দ্বারা বঞ্চিত হন না। এইরূপ বিমুখ-মোহনপর মতবাদ-নিরাসের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীসনাতন-শিক্ষায় কথিত হইয়াছে,—"মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান! কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥ মহিষী-হরণ আদি, সব মায়াময়। ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৩)॥ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উদ্ধৃত রাবণের মায়াসীতাহরণ-বৃত্তান্তও এতৎসঙ্গে আলোচ্য। শ্রীতুলসীদেবী প্রাকৃত বৃক্ষ নহেন। শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, গঙ্গা প্রভৃতি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত। তাঁহারা জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের সেই বৈকুণ্ঠ-বিচিত্রতার সহিত ইহ জগতে অবতীর্ণ হন।

গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে সেবোন্মুখ হৃদয়ে তাঁহাদের সেবা করিলে তাঁহাদের স্বরূপোপলব্ধি ও কৃপা-লাভ হয়। নতুবা তাঁহাদিগকে প্রাকৃত বস্তু-সামান্যে দর্শন করিয়া বঞ্চিত ও নরক-পথগামী হইতে হয়।

শ্রীতুলসী—কৃষ্ণবল্লভা, বৈষ্ণবী ও আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ; শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্-বিগ্রহ; শ্রীশিব—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। সুতরাং এক আশ্রয়-জাতীয়কে অপর আশ্রয়-জাতীয়ের দ্বারা কোন সেবক পূজা করিতে পারেন না, তাহাতে অপরাধ হয়। গৌঃ ১০।৭২২-৭২৫।

বর্ত্তমানে বিভিন্নস্থানে যে অষ্টপ্রহর প্রভৃতি নাম-যজ্ঞ (?) প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা শুদ্ধনাম-যজ্ঞ নহে অন্যাভিলাষী প্রভৃতি বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয় তর্পণ পর নামাপরাধ যজ্ঞ। ঐরূপনামাপরাধ হইতে দূরে থাকিয়া অকৈতব নামাচার্য্যের পাদপদ্মাশ্রয়ে শুদ্ধ নামতৎপর হইবার জন্য অকপট বৈষ্ণবগণের সঙ্গ কর্ত্তব্য। 'কুঞ্জভঙ্গ' প্রভৃতি অপ্রাকৃত লীলা কীর্ত্তন (?) প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যেরূপভাবে হাটে-বাজারে সাধারণ অসংযত বা প্রাকৃত নীতিবাদি-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছে, তাহা সর্ব্বথা নরক-প্রাপক ব্যাপার জানিয়া অবশ্য পরিত্যজ্য। মহাপ্রভু—বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ, তাঁহাতে অবৈধভাবে সম্ভোগরস আরোপিত করিয়া ঔদার্য্য-লীলা-বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিতে হইবে না। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের পদলেহী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের দ্বারা মালসা-ভোগ প্রভৃতি আধুনিক প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

মাল্‌সা-ভোগ প্রভৃতি শূদ্রপ্রথা মাত্র। উহা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয় নহে। শ্রীদাসগোস্বামী প্রভুর পানিহাটী মহোৎসবের বিচারের সহিত বর্ত্তমান প্রচলিত মালসাভোগ এক নহে। কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-ব্রুব-বিদায়ের ন্যায় 'মহান্ত বিদায়' প্রভৃতি যাহা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রাদায়ে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কর্ম্মকাণ্ডের অনুকরণ মাত্র।

যে স্ত্রী স্বামীর হরি-সেবার অনুকূল এবং ধর্ম্মের অনুসরণকারিণী নহে, হরিভজনপ্রয়াসী ঐরূপ পত্নীকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে আন্তরিক দূরে রাখিবেন। হরিভজনের বিঘ্নকারিণী পত্নীতে আসক্তি—ভোগী স্ত্রৈণগণের ধর্ম্ম। সদ্‌গুরুপাদপদ্ম হরিভজনোন্মুখ স্ত্রীমূর্ত্তির কর্ণে অপ্রাকৃত শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রাদি দীক্ষা প্রদান করিলে তদ্দ্বারা গুরুপাদপদ্মের স্ত্রী-সঙ্গ হয় না। পাটনীর সহিত এক নৌকায় পার হইলে তদ্দ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ হয় না। সদ্‌গুরু বা মহাভাগবতোত্তমের কোন ক্রমেই ভোগবুদ্ধিপ্রবণ বদ্ধজীব-সঙ্গ বা জনসঙ্গ নাই। তাঁহাদের 'দয়া' ব্যতীত কাহারও সহিত মুহূর্ত্তের জন্য অন্য কোনও সংস্পর্শ নাই। যেখানে দয়া ব্যতীত অন্য কোনও সংস্পর্শের আভাস বা কপটতা রহিয়াছে, সেখানে 'সদ্‌গুরু' বা 'বৈষ্ণব' বলিয়া কোনও কথা নাই। মন্ত্র-ব্যবসায়ী, প্রভৃতি প্রাকৃত-সাহজিক বা অমুক্ত সম্প্রদায় যে শিষ্য বা শিষ্যা-ব্রুবের কর্ণে মন্ত্রদানাদির ছলনা করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের প্রাকৃত-সঙ্গ বা প্রকৃতি-সঙ্গ হইয়া থাকে। যেখানে দাম্পত্য-সম্বন্ধ, প্রাকৃত কোন সম্বন্ধ বা আসক্তি বিচার আছে, সেখানেগুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ে যে পতীর পত্নীকে, পিতার পুত্রকে, মাতার পুত্রকে, ভ্রাতার ভ্রাতাকে, শ্বশুরের জামাতাকে দীক্ষা (?) দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বদ্ধজীবগণের গৃহব্রতধর্ম্ম পরিচালনা এবং দুঃসঙ্গে থাকিবার অভিলায মাত্র।

যদি কেহ বাহ্যানুষ্ঠানিক সদাচার পালন-পূর্ব্বক স্বহস্ত-পাচিতান্নে প্রসাদভোজী (?) হইয়া অভজন-শীলা অমেধ্যভোজিনী স্ত্রীর সহিত আসক্তি-নিবন্ধন বাস করেন, তবে ঐরূপ ব্যক্তিকে কখনও সদাচারী বলা যাইবে না। হরিভজন-প্রতিকূল যে কোনও প্রকার দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও অকপট সৎসঙ্গ-বরণই প্রকৃত সদাচার ও বৈষ্ণবাচার। ইহাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণবাচার।" 'হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে'র নাম করিয়া হরিভজন-প্রতিকূল আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী, পুত্রাদিতে আসক্তি—সদাচারের বিরুদ্ধ ব্যাপার এবং আত্মমঙ্গলের প্রতিকূল।

অক্ষয় তৃতীয়া—সকল তিথি, বার ও পর্ব্বই বৈষ্ণবপর। বিষ্ণু ব্যতীত উহাদের অন্য অধিদেবতা কল্পনাই বহির্ম্মুখতা ও বদ্ধতা। অকপট বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে 'সদা' হরি কীর্ত্তন করেন, সুতরাং সকল দিবস, তিথি ও পর্ব্ব সকলই তাঁহাদের হরিসেবানুকূল হয়। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' একান্ত শুদ্ধভক্তগণের জন্য উপসংহারে অবিমিশ্র হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া কর্ম্মিসম্প্রদায়কেও ক্রমশঃ ভক্ত্যনুকূল অনুষ্ঠানে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভক্তিরাজ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'হরিভক্তিবিলাস' অক্ষয় তৃতীয়াকে শ্রীহরির পরম 'প্রীতিকরী তিথি বলিয়াছেন। যথা—"ভগবান্‌ বিষ্ণু বৈশাখের শুক্লা-তৃতীয়ায় সত্যযুগের বিধান, যবের সৃষ্টি এবং ত্রিপথগা সুরধনীকে ব্রহ্মলোক হইতে ধরাধামে অবতরণ করাইয়াছিলেন। এই জন্য উক্ত তিথিতে যবহোম ও যবদ্বারা হরির পূজা করা কর্ত্তব্য। অক্ষয় তৃতীয়া

তিথিতে সত্যযুগের উদয় এবং তদ্দিন হইতেই ত্রিবেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। এই তৃতীয়াতে স্নান, দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, জপ ও পিতৃর্পণ প্রভৃতি করিলে তাহা অক্ষয় হয়। এই তিথি শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রীতিকরী। যাঁহারা এই তিথিতে সযত্নে যবদ্বারা হরির পূজা করেন, এবং যব-দানাদি করেন, তাঁহারা ধন্য ও 'বৈষ্ণব' বলিয়াবিবেচিত। কোন পর্ব্বই স্মার্ত্ত পর্ব্ব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সকল পর্ব্বই বৈষ্ণব-পর্ব্ব। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের বৈষ্ণবগণের সহিত অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে বহির্বিচার-চালিত হইয়া তাহার ছলনায় কোনও তিথি বা পর্ব্বকে ব্যবহারিক ভোগপ্রবণ অনুষ্ঠানপর করিয়াছেন বলিয়াই যে তাহা স্মার্ত্তপর্ব্ব হইবে, তাহা নহে। বৈষ্ণবগণ সকল পর্ব্বকেই কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্যে, কৃষ্ণনাম-গুণকীর্ত্তন-প্রচারে নিযুক্ত করিয়া কর্ম্মজড়গণের দুর্ব্বুদ্ধিতা হইতে মঙ্গলকামী জীবগণকে রক্ষা করিয়াছেন। গৌঃ ১০।৬৯৪-৬৯৫।

অব্রাহ্মণতা প্রতিপাদক-বৃত্তি ;—শ্রীযামুনাচার্য্য "আগম-প্রামাণ্য" নামক গ্রন্থে যে-সকল বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ। যথা—"অপি চারচাতপুযোমব্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে। বৃত্তিতো দেবতাপূজা দীক্ষা-নৈবেদ্যভক্ষণম্॥ গর্ভাধানাদি-দাহান্ত-সংস্কারান্তর-সেবনম্। শ্রৌতক্রিয়াঽনুষ্ঠানাং দ্বিজৈঃ সম্বন্ধবর্জ্জনম্॥ ইত্যাদিভিরনাচারৈরব্রাহ্মণ্যং সুনির্ণয়ম্॥ দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে। বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি যো দ্বিজঃ। স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্ম সুগর্হিতঃ। এষাং বংশ-ক্রমাদেব দেবার্চাবৃত্তিতো ভবেৎ। তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি যোগ্যতা॥ আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোঽপি বা। পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন॥"—অর্থাৎ বৃত্তির উদ্দেশ্যে দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্যভোজন—এই সকল আচরণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা প্রতীয়মান হয়। গর্ভাধান হইতে দাহান্ত-সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার গ্রহণ, শ্রৌতক্রিয়ার অননুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্বন্ধ-পরিত্যাগ ইত্যাদি আচরণের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে অব্রাহ্মণতা নির্ণীত হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি দেবসেবার্থ প্রদত্ত সম্পত্তিদ্বারা নিজ-জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, সে 'দেবল'-নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত। যাহারা বৃত্তিব্যপদেশে বংশানুক্রমে দেবপূজা করেন, তাহাদের বেদাধ্যয়ন, যজন ও যাজন—এই সকল কার্য্যে যোগ্যতা নাই। কষ্টকর আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলেও ভীত বা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও, বৃত্তির উদ্দেশ্যে কখনও দেবপূজা করিবে না।

সমগ্র পৃথিবী যদি ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া শাস্ত্রবাক্যের-বিরুদ্ধে ভোগপথকেই ধর্ম্মপথ বলিয়া তাহাতে ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহাই প্রকৃত সনাতন 'ধর্ম্ম'-পথ বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। জগতের শতকরা প্রায় শত পরিমাণ লোকই—অনাদি বহির্ম্মুখ। তাহারা প্রেয়ঃপথকেই গ্রহণ করিয়াছে। কলিকালে ভারত যে অব্রাহ্মণে ছাইয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? শ্রীমদ্ভাগবতে কলির ভবিষ্যৎ-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন যে, কলিকালে কেবল সূত্রচিহ্নমাত্রে ব্রাহ্মণতা পর্য্যবসিত হইবে। ব্রাহ্মণোচিত শাস্ত্রীয় সদাচার, ব্রাহ্মণের বৃত্তি অর্থাৎ গুণ—কিছুই থাকিবে না। সুতরাং বহু-লোকের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ধর্ম্ম-নির্ণয় বা শাস্ত্রবচন অবহেলা করা যায় না। পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগ ১৭ অঃ)

বলিয়াছেন,—"বিপ্রা বেদবিহীনাশ্চ প্রতিগ্রহ-পরায়ণাঃ। অত্যন্তকামিনঃ ক্রূরা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥ বৃত্ত্যর্থং ব্রাহ্মণাঃ কেচিৎ মহাকপটধর্ম্মিণঃ। কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রধর্ম্মিণঃ॥" সাধারণতঃ যে-সকল পুরোহিত-শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে 'পুরোহিত' নামে অভিহিত করা যায়, তাহারা কি প্রকৃত প্রস্তাবে পুরের হিতকারী?—তাঁহারা কি অধিকাংশই শ্রৌতশাস্ত্রাদিতে অভিজ্ঞ? বরং অনেক সময়ই তাহার বিপরীত দেখা যায়। মেয়েলি শাস্ত্রই পুরোহিতগণের শাস্ত্র ও আচার-বিচার হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে-সকল পুরোহিত সামান্য তণ্ডুল-বৃত্তি বা দক্ষিণা প্রভৃতির জন্য বাস্তু দেবতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বা নানা-প্রকার কামনা-প্রদাত্রী ইতর দেবতার পূজা-পার্ব্বণাদি করিয়া থাকেন, তাহারা ফলভোগবাদী কর্ম্মী মাত্র। শ্রুতিশাস্ত্র, ভাগবত, গীতা প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে তাঁহাদিগকে গর্হণ করিয়াছেন। যদিও অত্যন্ত কর্ম্মাসক্ত কুবিষয়ী ব্যক্তিগণের ঐরূপ দক্ষিণামার্গীয় কর্ম্মফলবাদী পুরোহিতগণের "সমশীলা ভজন্তি" ন্যায় অনুসারে আবশ্যকতা আছে, তথাপি সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র সমস্বরে তাহাদিগের ব্যবহার নিন্দা করিয়াছেন। দেবতান্তরযাজিগণের কখনই নির্ম্মল ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হইতে পারে না। একমাত্র বিষ্ণুর উপাসকগণেরই ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ। কারণ, পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুর অসম্যক্ প্রকাশই—ব্রহ্ম। ইহা গীতায়ও বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥" ইতর-দেবতা-যাজনে বিকৃত সঙ্কল্পেও দক্ষিণা প্রভৃতির কথা দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু-ভক্তিতে একমাত্র বিষ্ণু-প্রীতি-সঙ্কল্প ব্যতীত এবং সর্ব্বস্ব বিষ্ণুতে সমর্পণরূপ দক্ষিণা ব্যতীত ইতর সংকল্প বা দক্ষিণার কথা নাই। বিষ্ণুপ্রীতি-সংকল্প ও বিষ্ণু-পাদপদ্মে বলির ন্যায় সর্বস্ব দক্ষিণা-ব্যতীত কখনই কার্য্যসিদ্ধি হয় না—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বাক্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্মফলবাদী পুরোহিত যে ভোগপর সংকল্প বা দক্ষিণার পুষ্পিত মধুবাক্য-সমূহ কীর্ত্তন করেন, তাহা বিমুখদিগকে বঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা মাত্র। মহারাজ বলি ইহা নিরাস করিয়াছেন। তিনি কুল-পুরোহিত বা কুল-গুরু শুক্রাচার্য্যকে দক্ষিণা দিবার পরিবর্ত্তে যিনি সর্ব্বেশ্বর, একমাত্র একচ্ছত্র মালিক, সেই ভগবান্ বামনদেবের পাদপদ্মেই তৎপ্রীতি-সংকল্প করিয়া 'সর্ব্বস্ব' বলি বা দক্ষিণা দিয়াছেন। পৌরাণিক গ্রন্থে (মহাভারত আদিপর্ব্বে ৩য় অধ্যায়ে) যে উপমন্যুর আয়োধধৌম্যের প্রতি গুরু-ভক্তির নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে উহা কর্ম্মমার্গীয় পুরোহিতের প্রতি কুবিষয়াসক্ত ব্যক্তির আংশিক দক্ষিণা প্রদানের উদাহরণ বলিয়া কখনই মনে হয় না। শিষ্য প্রকৃত গুরুদেবকে কিরূপে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া থাকেন, উক্ত উপাখ্যানে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। "সর্ব্বস্বং গুরুবে দদ্যাৎ"—ইহাই ত' শাস্ত্রীয় বচন। ইহা কিছু ধর্ম্মপথে ধাবিত ব্যক্তিগণের মত ষোলআনা নিজ স্ত্রী-পুত্রের জন্য বা নিজ-ভোগের জন্য রাখিয়া রজক ও নাপিত-বিদায়ের ন্যায় উদ্বৃত্ত হইতে সামান্য কিছু সাংসারিক অমঙ্গলের ভয়ে তথাকথিত পুরোহিত-দক্ষিণা-প্রদানের মত ব্যাপার নহে। একলব্যের গুরুদক্ষিণা প্রকৃত প্রস্তাবে গুরুদক্ষিণা নহে। তাহা গুরুর সহিত প্রতিযোগিতা বা গুরুর কৃত কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা। কিন্তু জগতে সদ্গুরুর বাণী-প্রচারের অভাবে একলব্যের উদাহরণই আজ গুরুভক্তির শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত রহিয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের গুরুর প্রতি যে গুরুভক্তির নামে, ভীষণ অভক্তি-চেষ্টা, তাহাই একলব্যের আদর্শে পরম গুরুভক্তি বলিয়া জগতে প্রচারিত হইয়াছে। বিষ্ণু-কর্ত্তৃক এইরূপ অভক্তিবাদ নিরস্ত হইয়াছিল। ইহা ত' পুরাণেও দৃষ্ট হয়।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সান্দীপনি মুনিকে যে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কর্ম্মমার্গীয় পুরোহিতগণের প্রতি ভোগী বিষয়ীর গুরুদক্ষিণার ন্যায় নহে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুপাদ ষট্‌সন্দর্ভে ইহা বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়া উহার যথার্থ তাৎপর্য্য দেখাইয়াছেন। যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন-দান-প্রতিগ্রহ—কর্ম্মপথের ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু যাঁহারা একান্ত অমলা ভক্তি-পথের পথিক হইবেন, তাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুদেবের আনুগত্যে ভগবানের সেবার্থ সকল বৃত্তির পরিচালনা ব্যতীত কোনপ্রকার অন্যাভিলাষে বা চেষ্টায় লিপ্ত হইবেন না। ভগবদ্ভক্তগণ একায়নশাখী। তাঁহারা কর্ম্মপথের পথিকগণের ন্যায় বহ্বয়নশাখী নহেন। শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ—একান্ত হরিভক্তির উপাসক। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ-মুকুটমৌলি হইয়াও যে-সকল সত্য কথা শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কোনও শাস্ত্রবিদেরই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অধিক কি মনুও বৃত্তি লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভৃতিকে গর্হণ করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,—"অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ। অম্ভস্যশ্মপ্লবেনৈব সহ তেনৈব মজ্জতি॥" যে দ্বিজের তপস্যা নাই, যাহার বেদাধ্যয়ন নাই, অথচ প্রতিগ্রহে যথেষ্ট রুচি আছে; পাষাণময় ভেলার দ্বারা সন্তরণ করিতে গেলে যেরূপ সেই ভেলার সহিত জলমগ্ন হইতে হয়, তদ্রূপ সেই দ্বিজও দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে। "ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা। শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥" (মনু ৩।১৫৬)॥ —যিনি বেতন লইয়া শাস্ত্র-অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রশিষ্য স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুরভাষী, যে পিতৃবর্ত্তমানে জারজ সন্তান, যে পিতার মরণের পরোৎপন্ন সন্তান, তাহাদিগকে হব্য-কাব্যে নিযুক্ত করিবেন না।" তাহা হইলে কি বৃত্তি লইয়া শাস্ত্র অধ্যাপনাকারীকে মনু 'কুণ্ডগোলক' প্রভৃতির সমপর্য্যায়ে গণনা করিতে সাহসী হইয়াছেন? স্বামিপাদ "জ্ঞানসন্দেশ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা স্বর্ণাদি গ্রহণ নহে।

যিনি কর্ম্মমার্গে অর্থাৎ ফলভোগবাদে দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তিনি কুবিষয়ীর কুমঙ্গও তৎসঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাপী, ভোগী, বিষয়ী যে-সকল পাপকার্য্য-দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন, কেহ নিজের ভোগের জন্য পাপী, ভোগী, বিষয়ীর প্রদত্ত সেইরূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিলে তাহার পাপিগণের প্রদত্ত দক্ষিণার সহিত ঐ সকল পাপ এবং কুমঙ্গও গ্রহণ করিতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণ নিজের ভোগার্থ কিছু গ্রহণ করেন না বলিয়া তাঁহারা অপরের পাপ-পুণ্যের বা কুমঙ্গের ভাগী হন না। আগমপ্রামাণ্যকার শ্রীযামুনঋষি এজন্যই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া কর্ম্মমার্গে বৃত্তিগ্রহণকারীর অব্রাহ্মণতা প্রমাণ করিয়াছেন।" কোন কুলপুরোহিত নামধারী যদি ঐরূপভাবে জীবন-যাপন করে বা কোন বংশানুক্রমেই যদি ঐরূপ ভোগোন্মুখবৃত্তি প্রচলিত থাকে, তবে স্বয়ং মনুই ঐরূপ ব্যক্তিগণকে কি বলেন?—"অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি। স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে।" (মনু ৪।২০০)—চিহ্নধারণের অনুপযোগী হইয়া তচ্চিহ্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক তত্তদ্বৃত্তি দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপসমূহ তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে তৎপাপে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে।

ভগবদ্ভক্তগণ কর্ম্মফলবাদী নহেন—দক্ষিণামার্গী নহেন; তাঁহার নিজের জমার ঘরে কিছু চাহেন না—

কৃষ্ণের জমাখরের জন্যই তাঁহাদের যাবতীয় প্রয়াস—অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্ধনসংগ্রহে তাঁহাদের স্বাভাবিকী আত্মবৃত্তি। মহর্ষি সান্দীপনি মুনির সহিত আধুনিক ভোগকুশল ব্যক্তিগণের তুলনা করাও অপরাধ। ভগবৎপার্ষদগণের চেষ্টা, ক্রিয়া-মুদ্রা বাহ্যদর্শনে আসক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের সকলেরই আসক্তির কেন্দ্রে 'কৃষ্ণ' উপবিষ্ট—কৃষ্ণের সুখের জন্যই তাঁহাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মায়া-মমতা—সকলই। ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই অভক্তিময় দক্ষিণাপথ হইতে উদ্ধৃত হইয়া বৈষ্ণবদাস হওয়া যায়।

তন্ত্রোক্ত সাধনা—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র—ইঁহারা অভিন্ন। শ্রৌতপথে লব্ধ দিব্যজ্ঞান যখন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের দ্বারা জগতে মন্ত্ররূপে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাই 'শ্রুতি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শ্রুতি আবার সেবোন্মুখী স্মৃতি-পথের বিষয় হইয়া 'স্মৃতি' সংজ্ঞা লাভ করে। স্মৃতি যখন প্রাচীন আখ্যায়িকা-সমূহের দ্বারা শ্রুতির উপদেশ প্রচার করিয়া শ্রুতিরই পরিপূরণ করে, তখন তাহাই 'পুরাণ' নামে অভিহিত হয়। আবার যখন পুরাণ বা শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় অল্পবুদ্ধি মানবের যোগ্যতার জন্য বিশেষরূপে বিস্তারিত হয়; তখন তাহাই 'তন্ত্র' নাম ধারণ করে। তন্ ধাতুর অর্থ—বিস্তার। এই তন্ত্র ত্রিবিধ—সাত্বত, রাজস ও তামস। তামস ও রাজস তন্ত্রে তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের যোগ্যতা থাকিতে পারে। কিন্তু তামস ও রাজস ব্যাপার-সমূহ শুদ্ধ সত্যপথের বিঘ্নকারক বলিয়া সাত্বতগণ এবং সাত্বত শাস্ত্র উহাদিগকে পরিবর্জ্জন করিবার উপদেশ করেন। সাত্বত তন্ত্র অমলা হরিভক্তির প্রণালী কীর্ত্তন করেন। সেই সাত্বত তন্ত্রই 'পঞ্চরাত্র' নামে কথিত। 'শ্রীনারদপঞ্চরাত্র' প্রভৃতি সেই সাত্বত তন্ত্রের অন্তর্গত। কলিকালে সেই সাত্বত তন্ত্রে বা পঞ্চরাত্রের বিধানই গ্রাহ্য ও জীবের মঙ্গলের নিদান। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এক কথা কয়।" পঞ্চরাত্র ও ভাগবত একই নির্ম্মলা ভগবদ্ভক্তির কথা উপদেশ দিয়াছেন। বিষ্ণুযামল, তত্ত্বসাগর, ভরদ্বাজ-সংহিতা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি সাত্বত স্মৃতিও পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র কলিকালে সাত্বত পঞ্চরাত্র বা সাত্বত তন্ত্র ব্যতীত অন্য প্রণালীতে কলিহত জীবের শুদ্ধি নাই বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীযামুনাচার্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ আগম-প্রামাণ্য প্রভৃতি গ্রন্থে সাত্বত আগম অর্থাৎ সাত্বত তন্ত্রেরই প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৫ম বিলাসের প্রারম্ভে বিষ্ণু-যামলোক্ত শ্লোকদ্বয় দেখা যায়—"কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ। দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ॥"—সত্যযুগে শ্রুতি, ত্রেতায় স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ ও কলিযুগে তন্ত্রোক্ত সাধনা বিনা সিদ্ধি হইবে না। টীকায় ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—"তথা চৈকাদশস্কন্ধে নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ইতি। তত্র শ্রীধরস্বামিপাদাঃ। নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তীতি।" "অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌত-বর্ত্মনা॥"—কলিতে অর্থাৎ বিবাদতর্কে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই। তাহারা শূদ্র-সদৃশ, তাহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।" "কলিতে তন্ত্রোক্ত সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি হইবে না"—এইরূপ বাক্যের সুযোগ লইয়া তামসিক বা রাজসিক তন্ত্রে যে-সকল বিমুখ-

মোহনপর আচারাদির কথা লিখিত আছে, তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইলে জীব কখনই ঐকান্তিক পরম মঙ্গলের পথে পরিচালিত হইতে পারিবে না। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-লীলার পূর্ব্বে বৌদ্ধ-মতের বিকৃতিতে যে-সকল তামসিক ও রাজসিক তন্ত্র-বিধান বহির্ম্মুখ মানবকে মদ্য-মাংস-লোলুপ ও নানাপ্রকার ব্যাভিচার-পরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সাত্বত তন্ত্র-বিধানে পরিপূজিত বৈকুণ্ঠনাথকে জগতে অবতরণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত যে একই তাৎপর্য্যপর এবং উভয়ের উদ্দিষ্টই যে একমাত্র নির্ম্মলা হরিসেবা, তাহা 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। সাত্বত-তন্ত্র শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র এবং সাত্বত-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত সমন্বয়ে বলিতেছেন,—"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষিকেণ হৃষিকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" (নারদ-পঞ্চরাত্র)। "মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ স এব ভক্তি-যোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥" (ভাঃ ৩য় স্কন্ধ)॥ অতএব সাত্বত-তন্ত্র-বিধানেই শ্রীবিষ্ণুভক্তি জগতে প্রকাশিত। বিষ্ণ্বর্চ্চন প্রভৃতি কৃত্যসমূহও সাত্বত তন্ত্র বা পঞ্চরাত্র-বিধানেই অনুষ্ঠিত হয়॥

শয়ন, উত্থান, ও পার্শ্ব-একাদশী-তত্ত্ব—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র লীলাময় মহাবিষ্ণুর আষাঢ়-শুক্লপক্ষের কামিকা-হরিবাসর হইতে কার্ত্তিকী একাদশী পর্য্যন্ত শেষনাগপৃষ্ঠে 'শয়ন', বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্বে 'পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও তৎপরে উত্থান-ভেদে 'শয়ন', 'পার্শ্বপরিবর্ত্তন' ও 'উত্থানএকাদশী' নামহইয়াছে। শ্রীপদ্মোত্তরে ৩২ অধ্যায়ে—"সংশয়োঽস্তি মহানেঽত্র শ্রূয়তাং পুরুষোত্তম। কথং সুপ্তোঽসি দেবেশ, কথঞ্চ বলিমাশ্রিতঃ॥" অর্থাৎ হে পুরুষোত্তম। আমার একটিপ্রবল সংশয় রহিয়াছে যে, কি প্রকারে আপনি সুপ্ত হন এবং কি প্রকারেই বা বলিকে আশ্রয় করিয়া পাতালে অবস্থান করেন? যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, ত্রেতা-যুগে বলি শ্রীকৃষ্ণকে পরম ভক্তি-সহকারেতৎপরায়ণ হইয়া নিত্য পূজা করিতেন। বিবিধপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা বলিমহারাজ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর তুষ্টি বিধান করিতেন। বলির সেবা-প্রবৃত্তির গাঢ়তা পরীক্ষার জন্য বামনরূপ পঞ্চম অবতারে ভগবান্ বলিকে ছলনা করিলেও বলি তাঁহার সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই; এমন কি, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি দৈত্যকুলগুরুবর্গের নিবারণ-সত্ত্বেও ভগবৎসেবা হইতে বলি বিচ্যুত হন নাই। বামনদেব সার্দ্ধ পদত্রয়-পরিমিত পৃথিবী বলির নিকট যাচ্ঞা করিলে এবং সঙ্কল্পোদক-দ্বারা মহারাজ বলি বামনদেবের করে বিষ্ণুর যাচিত পৃথিবী প্রদান করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু ভূর্লোকে চরণদ্বয়, ভুবর্লোকে জানুদ্বয়, স্বর্লোকে কটি, মহর্লোকে উদর, জন-লোকে হৃদয়, তপোলোকে কণ্ঠ, সত্যলোকে মুখ, তদূর্দ্ধে মস্তক বিস্তার-পূর্ব্বক এক অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিলেন। অর্দ্ধপদ বলির পৃষ্ঠে ন্যস্ত করিলেন। বলি বামনদেবকে সর্ব্বস্ব প্রাদন করিয়া রসাতলে গমন করিলেন। অধঃক্ষিপ্ত হইলেও ভগবান্কে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া বলির কোন ক্ষোভ বা দুঃখ হইল না, বরং অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে কামিকা নাম্নী হরিবাসরে বিষ্ণুর একমূর্ত্তি বলিকে আশ্রয় করিয়া পাতালে

অবস্থিত হইলেন, যুগপৎ আর একটি মূর্ত্তি ক্ষীরসাগরের মধ্যে শেষপৃষ্ঠে কার্ত্তিকী একাদশী পর্য্যন্ত চারিমাসকাল শয়ন করিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরির পক্ষে একই সময় যুগপৎ শয়ন ও ভক্তরাজ বলির নিকট হইতেনিত্যপূজা-গ্রহণ কিছু আশ্চর্য্য নহে। কারণ, অচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বরে সকলই সম্ভব। যাঁহাতে সকল সম্ভব নহে, তিনি 'পরমেশ্বর'-শব্দবাচ্য নহেন।

শ্রীহরির শয়নকালে বদ্ধজীবকুল শ্রীহরির প্রীতিতে সমস্ত ভোগ—ত্যাগ করিয়া যাহাতে অনুক্ষণ নির্ব্বন্ধ-সহকারে কীর্ত্তনমুখে-ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ যাজন করেন, তজ্জন্য ভগবান্ শ্রীহরি শয়নলীলা প্রকাশ করিলেন। মনিব ঘুমাইলে যে-সকল ভৃত্য মনিবকে ফাঁকি দিয়া নিজেদের ভোগবিলাসে প্রমত্ত থাকে ও মনিবের সামগ্রী-সমূহ অপহরণাদি বা মনিবের সেবা-কার্য্যে অবহেলা করে, তাহারা ভৃত্যপদ-বাচ্য নহে। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার প্রকৃত ভৃত্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিকে যেমন বামনরূপে বলিকে ছলনা করিবার লীলা প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলির সেবায় মুগ্ধ হইয়া একমূর্ত্তিতে পাতালে অবস্থান করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার প্রকৃত ভৃত্যগণকে জানিবার জন্য সেই সময় তিনি দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে ক্ষীরসাগর-মধ্যে শেষপৃষ্ঠে শয়ন-লীলা প্রকাশ করেন। লীলাতনু ভগবান্ বিষ্ণুর স্বতন্ত্রেচ্ছাই তাঁহার শয়নের কারণ। প্রকৃত হরিজনগণ ভগবান্ বিষ্ণুর চারিমাস-শয়নকালে হরির প্রীতির জন্য অনুক্ষণ কীর্ত্তনময় ভগবৎসেবা অনুশীলন করিয়া থাকেন। "আষাঢ়-শুক্লপক্ষে তু কামিকা-হরিবাসরে। তস্যামেকা চ মূর্ত্তির্মে বলিমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি॥ দ্বিতীয়া শেষপৃষ্ঠে বৈ ক্ষীরসাগর-মধ্যতঃ। স্বপিত্যেব মহারাজ যাবদাগামি কার্ত্তিকী॥ (পদ্মপুরান উত্তরখণ্ড ৩২শ অঃ)। স্বাপন মন্ত্র, যথা হরিভক্তিবিলাসে (১৫ বিঃ ৫৯)—"শেষে পর্য্যঙ্কবর্য্যেঽস্মিন্ ফণামণিগণামলে। শ্বেতদ্বীপান্তরে দেব কুরু নিদ্রাং নমোঽস্তু তে॥ —হে ভগবন্, আপনি শ্বেতদ্বীপাভ্যন্তরে ফণামণি-বিরাজিত অনন্ত-পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত হউন্, আপনাকে নমস্কার॥ "চাতুর্ম্মাস্যে হরৌ সুপ্তে ভূমিশায়ী ভবেন্নরঃ। শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধিভাদ্রপদে তথা॥ দুগ্ধমাশ্বযুজি ত্যাজ্যং কার্ত্তিকে দ্বিদলং ত্যজেৎ। অথবা ব্রহ্মচার্য্যস্থঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥ (পঃ পুঃ উঃ খঃ ৩২শ অঃ)—শ্রীহরি সুপ্ত হইলে চাতুর্ম্মাস্য কালে মনুষ্য ভূমিশায়ী হইবেন। শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে মাষকলাই পরিত্যজ্য। অথবা যিনি এই সময়ে শ্রীগুরুগৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনপর স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করেন।

শ্রীভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার বিবিধ নিত্যস্বরূপে নিত্য প্রকাশিত। শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চাবতারের নিত্যসেবা মহাবিষ্ণুর শয়নকালেও যথারীতি সম্পন্ন হইবে কদাপি বন্ধ হইবে, না। শ্রীহরির শয়নকালে বৈষ্ণব হরিসেবা, হরিকীর্ত্তন বা অর্চ্চনাদি বন্ধ করিবেন না। যথা হরিভক্তিবিলাস (১৫।৬৮)—"একভক্তো নরঃ শান্তো নিত্যস্নায়ী দৃঢ়ব্রতঃ। যোঽর্চ্চয়েচ্চতুরো মাসান্ হরিং স্যাত্তস্য লোকভাক্॥"—যিনি একমাত্র ভক্তিনিষ্ঠ, শান্ত, নিত্যস্নায়ী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীহরির শয়নকালে মাস চতুষ্টয় শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই হরিলোকে প্রস্থান করিতে পারেন।" শ্রীহরির শয়ন বলিয়া এই সময় লোকে যাহাতে হরিকীর্ত্তন, হরিসেবা-কৃত্য প্রভৃতি বন্ধ না করে, তজ্জন্য শাস্ত্র নানাপ্রকার ফলশ্রুতি কীর্ত্তন-পূর্ব্বক বহির্ম্মুখ-লোক-

দিগকে এই সময়ে হরিকার্য্যে ও হরি-কীর্ত্তনাদিতে আহ্বান করিয়াছেন ; যথা হঃ ভঃ বিঃ (১৫।৭০)—"প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা যস্তু স্যাৎ স্তুতিপাঠকঃ। হংসযুক্তবিমানেন স চ বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ॥ গীতবাদ্যকরো বিষ্ণোর্গন্ধর্ব্বলোকমাপ্নুয়াৎ। নিত্যং শাস্ত্রবিনোদেন লোকান্ যস্তু প্রবোধয়েৎ॥ স ব্যাসরূপী ভগবানন্তে বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ। পুষ্পমালাকুলাং পূজাং কৃত্বা বিষ্ণোঃ পুরং ব্রজেৎ॥ এই সময় স্তব কীর্ত্তন করিতে করিতে বারত্রয় শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিলে হংসযানে আরোহণ পূর্ব্বক লোক হরিধামে প্রস্থান করেন। হরিমন্দিরে গীত বা বাদ্যধ্বনি করিলে গন্ধর্ব্বলোকে গতি হয়, প্রত্যহ ভক্তিশাস্ত্র-বিনোদন-দ্বারা লোকদিগকে প্রবোধ প্রদান করিলে সেই ব্যাসরূপী ভগবৎসেবক অন্তিমে হরিধামে গমন করেন। পুষ্পমাল্য-দ্বারা অর্চ্চন করিলে হরিধামে গতি হয়।" কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বহির্ম্মুখ ও ভোগময় বিচারে এই সময় হরিকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া হরিকার্য্যে উদাসীন থাকাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ও দেখা যায় যে, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ এই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত উচ্চ কীর্ত্তনাদি করিতেন বলিয়া তদানীন্তন "পাষণ্ডী হিন্দুগণ" তাহাদের নিজেদের ঘুমের ব্যাঘাতকে দুরভিসন্ধিমূলে 'হরির শয়নের ব্যাঘাত' প্রচার করিয়া তাহাদের অতৃপ্ত ভোগ-লালসার সাক্ষ্য প্রদান করিত। যথা চৈঃ ভাঃ—"গোসাঞির শয়ন বরিষা চারিমাস। ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক? নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি। দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ২৬।২৫৮-৯)॥ গোঃ ১১।৪০-৪২।

চোর দস্যুর সুকৃতি—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলঙ্কার-অপহরণ-প্রয়াসী চোর বা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার-অপহরণ-অভিলাষী দস্যুসেনাপতি ও দস্যুদলকে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার 'ভক্ত' বলেন নাই বা তাহাদের ঐরূপ চেষ্টাকে 'ভক্তি' বা ভক্তির অনুকূল কোন আচরণ বলেন নাই, বরং উহাকে অপরাধময়ী চেষ্টাই বলিয়াছেন। এবং ঐরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট কেবল ঐ বিশেষ ব্যক্তিদ্বয় বা কোন বিশেষ ব্যক্তিই ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন। 'ভাগ্য' অর্থ—সুকৃতি। তাহারা ব্যবহারতঃ চৌর বা দস্যু হইলেও পরমার্থে সুকৃতি-সম্পন্ন। কেন না, তাহারা চৌরকার্য্য বা দস্যুকার্য্য করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে কেহ মহাপ্রভুকে স্কন্ধে ধারণ এবং কাহারও বা নিত্যানন্দের প্রভাব-দর্শনে অকস্মাৎ নির্ব্বেদ ও নিত্যানন্দ-মহিমায় আদর উপস্থিত হইয়াছিল। ভক্তিসন্দর্ভের দৃষ্টান্তে—মুষিকের বিষ্ণু-মন্দিরের প্রদীপের ঘৃত ভক্ষণার্থ প্রদীপ উজ্জ্বল করার ফলে একটি অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হওয়ায় পরজন্মে কোন ভক্তগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিভজনের সুযোগ লাভ হইয়াছিল। এই অজ্ঞাত সুকৃতিই এখানে মুষিকের ভাগ্য। চৌরদ্বয় ও দস্যু-সেনাপতিরও তাহাই ঘটিয়াছিল। উক্ত অজ্ঞাত-সুকৃতির দ্বারা তাহাদের যে দুষ্কার্য্য পরিত্যাগ ও সৎসঙ্গে হরিসেবার যোগ্যতা হইয়াছিল। সেই যোগ্যতার সদ্ব্যবহার যদি তাহারা না করে, তবে তাহাদের চৌর্য্যকার্য্য বা লোভাদিই সাধারণ ব্যক্তিগণের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে পাপী ও অপরাধী করিতে থাকিবে। এখানে উক্ত অপহরণ-প্রবৃত্তি, দস্যুতার প্রবৃত্তি বা ঘৃতভোজনের লোভ কিছু ভক্তির উদয়ের কারণ নহে ; অভক্তি কখনও ভক্তির কারণ হয় না। অজ্ঞতাভাবে অকস্মাৎ কৃত হইলেও যদি দৌরাত্ম্য না থাকে তবে বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে কৃত সামান্য কার্য্যগুলিতে যে সুকৃতি, তাহাই ভক্তির যোগ্যতা-বিধায়ক। যদি কেহ উক্ত পাপ কার্য্যাদিকে আশ্রয় করিয়া তদ্দ্বারাই ভক্তিলাভ করিবার সুকৃতি

অর্জ্জন করিতে যায় তবে তাহা অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইয়া তৎফলে নরকগতিই লভ্য হইবে। ইহা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভোগানুসন্ধিৎসুবৃত্তি নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি রূপ নামাপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইবে। গৌঃ ১১ ৫৭-৫৮।

পরচর্চ্চক—জগাই-মাধাইর চরিত্র-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত "মদ্যপেরও নিস্তার আছে, পরচর্চ্চকের নিস্তার নাই"—এই উক্তির দ্বারা বিষয়-প্রমত্ত ব্যক্তি, এমন কি, সুরাপায়ী প্রভৃতিরও কোন না কোন কালে মঙ্গল হইবে; কিন্তু যাহারা প্রকৃত বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করে, তাহাদের কোন দিনই মঙ্গল হইবে না। আজকালকার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় পরপর্চ্চকের শ্রেণীর মধ্যে পতিত। ইহাদের কোন দিনই মঙ্গল হইবে না। কেন না, তাহারা বৈষ্ণবাপরাধী পরচর্চ্চকের সঙ্গী, তাহারা অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জ্ঞান করিয়া প্রকৃত ভুবনমঙ্গলকারী বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়া থাকে। ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া যে গর্হণ—তাহা পরচর্চ্চা নহে; উহা অসৎসঙ্গত্যাগ-পূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণার্থ শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-প্রচার। অতএব উহা জগন্মঙ্গল কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। যদি এরূপ অসৎসঙ্গ-গর্হণকে পরচর্চ্চা বলা হয়, তাহা হইলে ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তির দ্বারা তীব্রবাক্যে—অদ্বৈতানুগব্রুবগণের আচারে—"তবে লাথি মারো তা'র শিরের উপরে", শ্রীনিত্যানন্দ নিন্দকগণের প্রতি যে উক্তিবর্ষণ, বৈষ্ণবদ্বেষি ব্রাহ্মণব্রুবকে 'রাক্ষস' প্রভৃতি শব্দে, অবতার-সজ্জায় সজ্জিত ব্যক্তিগণকে 'শিয়াল' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগকে 'পরচর্চ্চা' বলিতে হয়। উহার ফলে বৈষ্ণবাপরাধ-রূপ পরচর্চ্চা এবং অসৎসঙ্গকে আদর করিতে করিতে বিষ্ণুসেবা-বর্জ্জিত অনন্ত নরকের পথে গমন করিতে হয়।

আতপ ও উষ্ণ চাউলের বিচার—ত্যাগি-সম্প্রদায় ভিক্ষালব্ধ ও দাতার অস্মিতা-গন্ধ রহিত নির্গুণ তণ্ডুলের দ্বারা যে নৈবেদ্য প্রস্তুত করেন, তাহাতে কোথায়ও 'উষ্ণ', 'আতপ' প্রভৃতি বিচার থাকিতে পারে না। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে বাজার হইতে যদি তণ্ডুলাদি ক্রয় করা হয়, কিম্বা কোন বৈষ্ণব-গৃহস্থ ভগবদর্চ্চার পূজা যদি তাঁহার নিজ-গৃহে সম্পাদন করেন, তাহা হইলে সেখানে আতপ-তণ্ডুলের নৈবেদ্যই প্রস্তুত হইবে। ব্রজমণ্ডলাদিতে এমনও দেখা যায় যে, সেখানে শৌচাদি-বিরহিত হইয়া যে-সকল নৈবেদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাও ভিক্ষালব্ধ বলিয়া অনেক সময় নৈবেদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রজমণ্ডলাদিতে মাধুকরী প্রভৃতি-দ্বারা প্রাপ্ত সামগ্রীর ত' কথাই নাই। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত যে আতপ ও সিদ্ধ তণ্ডুল বা শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার করেন, সেইরূপ বিচারের অধীন কোন বস্তু কৃষ্ণের নৈবেদ্য হইতে পারে না। ভক্তির সহিত প্রদত্ত নির্গুণ বস্তুই কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। ইহাই গীতা-ভাগবতের বিচার। কর্ম্মজড় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধাচারে প্রদত্তঅন্ন কৃষ্ণের প্রীতিকর নহে বা হয় নাই; কেন না, তাঁহারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিচারের মলিনতায় আচ্ছন্ন। কৃষ্ণ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের প্রতীক-স্বরূপ রজককে মথুরায় বধ করিয়াছিলেন। রজকের কার্য্য মলিনকে ধৌত করা। কিন্তু ঐরূপ ধৌতির দ্বারা কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারকে মলিনতা জ্ঞান করিয়া ধৌত করিবার অসচ্চেষ্টা উদিত না হয়। আধুনিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় সেইরূপ কর্ম্মজড় আদর্শের ন্যূনাধিক দাস।

স্ত্রীলোকের সন্ন্যাস—স্ত্রীলোকের পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম প্রশস্ত নহে। গৃহে অবস্থান করিয়াই তাহাদের হরিভজন মঙ্গলপ্রদ। স্ত্রীলোকদিগকে সন্ন্যাস বা ভেকাদি প্রদানের নামে অনেক জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষ দৃষ্টান্ত সাধারণের অনুকরণীয় আদর্শ নহে। ভেকাশ্রয়-সম্বন্ধে বিশেষ কথা জানিতে হইলে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'সংস্কার-দীপিকা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস ও বেষগ্রহণ বিচার—ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল সর্ব্বত্রই বৈষ্ণবের বেষ-গ্রহণে দুইটী বিচার দৃষ্ট হয়। পরমহংসবেষে কাষায়-বস্ত্রাদির অপেক্ষা নাই। কিন্তু যাঁহারা আপনাদিগকে পরমহংস গুরুর বেষে সজ্জিত না করিয়া দৈন্যভরে পরমহংস-দাসাভিমানে আশ্রমস্থ অভিনয় করিয়া আচার্য্যের কার্য্যাদি করেন, তাঁহারা কাষায় বেষাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রজমণ্ডলের কাম্যবনে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ ত্রিদণ্ড ও কাষায়বসন গ্রহণ-পূর্ব্বক আচার্য্য-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীমাধবাচার্য্য প্রভৃতি ত্রিদণ্ড ও কাষায় বস্ত্রগ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করিয়াছিলেন। গৌড়মণ্ডলে স্বয়ং মহাপ্রভু একদণ্ডীর বেষ-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুগীতি গান করিতে করিতে একদণ্ডের অভ্যন্তরে ত্রিদণ্ড অবস্থানের কথা প্রচার করিয়া গৌড়মণ্ডল পর্য্যটন করিয়াছিলেন। সুপ্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় হইতে বিল্বমঙ্গল, শ্রীধরস্বামী, আলবন্দারু ঋষি, লক্ষ্মণ-দেশিক, নিম্বভাস্কর, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য বৈষ্ণবগণ ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলে ত্রিদণ্ডীর লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। অপক্কাবস্থায় পরমহংস গুরুবর্গের বেষ-মাত্র গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে বর্ণ ও আশ্রমের অতীত বলিয়া প্রচার করায় বর্ত্তমানে মণ্ডলত্রয়ের ব্যবহিত মায়িক রাজ্যে যে-সকল অবৈধ কপট যোষিৎ সঙ্গী ও বাস্তাশি-সম্প্রদায় বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা হইতে অনর্থ-গ্রস্ত অথচ যথার্থ বর্ণাশ্রম-পালনেচ্ছু ব্যক্তিগণের রক্ষণ-কল্পেই পরমহংস বৈষ্ণবগুরুগণের বেষের সম্মাননা ও উচ্চ আদর্শ প্রচারার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাস্ত্রীয় প্রাচীন আচারের পুনঃপ্রবর্ত্তন ও প্রচলন। পরমহংস-মুকুটমৌলি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাতীত জগদ্গুরুগণের বেষের অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় যে মর্কটের আচরণ প্রচার করিতেছে, সেইরূপ অবৈধ অনুকরণ বা মর্কটোচিত মুখভঙ্গী হইতে অনর্থগ্রস্ত জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ণাশ্রমীর ন্যায় গুরুবর্গের বেষের মর্য্যাদা স্থাপন ও অন্যদিকে দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে ক্রম-মঙ্গলের পথ প্রশস্তের ব্যবস্থা। অনুক্ষণ অসৎসঙ্গ, মর্কটগণের কুসিদ্ধান্ত এবং যোষিৎসঙ্গিগণের মনঃকল্পনায় আবদ্ধ থাকিলে এই সকল কথা বুঝা সুকঠিন। কিন্তু প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির দ্বারা ইহার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। গৌঃ ১১।২৫৩-২৫৬।

হরিরসপান সহ মদিরা-পানের উপমা—'মদিরা', 'মাধ্বীক' প্রভৃতি মদিরার পর্য্যায় শব্দ নিখিলশাস্ত্র এবং গোস্বামিগণের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি ব্যবহৃত হইয়াছে। হরিরসের সহিত 'মদিরা' বা 'মাধ্বীক'-শব্দের তুলনা গোস্বামি-শাস্ত্রে অপ্রচুর নহে। পদ্যাবলী ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "হরিরস-মদিরা-মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবতেও উহার বহুস্থানে প্রচলিত আছে।

অপ্রাকৃত বস্তুর উপমান ও উপমেয়কে প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় সম্পূর্ণ সমজাতীয় বিচার করা ভ্রম মাত্র। অপ্রাকৃত বস্তুর উপমা দিক্-নির্দ্দেশ-মাত্র করে, সম্পূর্ণভাবে বস্তুর সহিত একীভূত বিচারের আবাহন করে না। দ্বিতীয়তঃ হরিরসই প্রকৃত 'মদিরা' বা 'মাধ্বীক' শব্দ-বাচ্য। প্রাকৃত মদিরা সেই হরিরসেরই বিকৃত প্রতিফলিত হেয় কুরস বা বিরস-বিশেষ। বিদ্বদ্রূঢ়ি হরিরসকেই 'মদিরা' বলিয়া নির্দ্দেশ করে, আর অজ্ঞরূঢ়ি কলিসহচর কুরস-বিশেষকে 'মদিরা' মনে করে। অজ্ঞরূঢ়ি বা সাধারণ রূঢ়ি জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া যে বিদ্বজ্জন বিদ্বদ্রূঢ়ির প্রয়োগ হইতে বিরত হইবেন, ইহা অজ্ঞতা মাত্র। এখানে হরিরস-রূপ 'মদিরা'—এইরূপ তুলনামূলক অর্থ না করিয়া হরিরসই প্রকৃত 'মদিরা'—এইরূপ অর্থই যথার্থ অর্থ। ইতর মদিরা অপ্রাকৃত হরিরসমদিরার প্রাকৃত হেয় প্রতিফলিত কুরস। অপ্রাকৃত হরিরসমদিরা-পানেই মহাভাগবতগণ অনুক্ষণ মত্ত। গৌঃ ১২।৬০৩।

শ্রীবালগোপাল সহ শ্রীরাধার শ্রীমূর্ত্তি—নাড়ুগোপাল বা বালগোপাল-শ্রীমূর্ত্তি বাৎসল্যরসের বিষয়। যাঁহারা অপ্রাকৃত শ্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্যে অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসে শ্রীভগবানের উপাসনা করিবার অধিকারী, তাঁহারাই শ্রীবালগোপালের উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রীকিশোর-গোপালই মধুর রসের বিষয় এবং গোপীশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর প্রাণবল্লভ। শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে সুপ্রাচীনকাল হইতে শ্রীবালগোপালের যে সকল শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত রহিয়াছেন, তাহাতে কোথাও শ্রীনন্দযশোমতী সহ, কোথায়ও বা এককই নন্দযশোদার প্রাণধন শ্রীবালগোপাল বা শ্রীনাড়ুগোপাল শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে বালগোপাল-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে উড়ুপীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি দধিমন্থনদণ্ডধৃক্ বালগোপাল-মূর্ত্তি। সকল বাৎসল্য-রস-বিগ্রহ শ্রীগোপালদেব উলঙ্গ শিশুরূপী। কিন্তু কিশোরগোপাল—বংশীধারী। তিনি বংশীদ্বারা পরোঢ়া ব্রজগোপীগণকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করেন—শ্রীমতীর সহিত ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তি নাম সার্থক করেন। বামে শ্রীরাধিকাহীন কিশোরগোপাল-মূর্ত্তি যেরূপ তত্ত্ববিরুদ্ধ, সেইরূপ বামে শ্রীরাধিকা-সহ জানুচংক্রমণকারী উলঙ্গ, লড্ডুধৃক শ্রীবালগোগাল মূর্ত্তিও তত্ত্ব ও রস-বিরুদ্ধ। ভক্তের অজ্ঞানেও কখনও রসবিরোধ হয় না। রসাভাস-দোষযুক্ত উপাসনা ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ সেবা-প্রণালী কখনও উপাসনা বা সেবা-প্রণালী হইতে পারে না। মাতার সম্মুখে পুত্র কান্তাকে লইয়া বিহার করেন না, আবার শিশুভাব প্রাবল্য স্থানে কান্তাসহ বিহারাদি নাই। অতএব বালগোপালের বামে শ্রীমতীর অবস্থান রসাভাসদুষ্ট ও তত্ত্ববিরুদ্ধ।

পরমেশ্বরের স্বরূপ—স্ব=নিজ, রূপ=বিগ্রহ। পরমেশ্বর—স্বয়ংরূপ। স্বয়ংরূপই তাঁহার স্বরূপ। 'স্বয়ংরূপ'—শব্দে শাস্ত্র অধোক্ষজ 'কৃষ্ণ'কে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তজ্জন্য কৃষ্ণই পরমেশ্বর। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)॥ পরমেশ্বর ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার বশ্য, অধীন, তাঁবেদার। তাঁহার রূপের অংশ ও বিভিন্নাংশ হইতে অন্যত্র রূপসমূহ (আকার সমূহ উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ সকল আকার নিত্য নহে, কাল-ক্ষোভ্য। স্বয়ংরূপের বিলাস ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে স্বয়ংপ্রকাশ বলা হয়।

তদধিষ্ঠিতমূর্ত্তি—শ্রীবলদেব। তিনি সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর। বলদেব স্বয়ংপ্রকাশ পরমেশ্বর, আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বকারণের কারণ, সকল আদির আদি, অনাদি, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, অধোক্ষজ, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। বদ্ধজীবের অনর্থনিবৃত্তি হইলে যে মুক্তি-লাভ হয়, তাহাই স্বরূপে অবস্থিতি। তখন দৃশ্যরূপ—স্বয়ংরূপ। তজ্জন্য ভাগবত বলেন—"মুক্তির্হিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" অর্থাৎ অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থানই 'মুক্তি'পদবাচ্য। পরমেশ্বরের স্থান—'পরব্যোম'। জড় জগতের বৈচিত্র্য সেই স্থানের অসম্পূর্ণ বিকৃত ছায়ামাত্র। পরব্যোম ভূতাকাশ হইতে পৃথক্। ভোগময় জড়শব্দসমূহের যেরূপ আকাশাধারে প্রকট হয়, ত্যাগ-ময় শব্দের যেরূপ ভূতাকাশে বিরাম ঘটে, পরব্যোমের শব্দ তদ্রূপ নহে। উহা ভগবদভিন্ন হওয়ায় নিত্য ও কালাতীত। পরব্যোম হইতে ভেদাবস্থিত স্থানসমূহ যে-শক্তির পরিচয় দেয়, সেই শক্তি পূর্ণাভিব্যক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি নহে। পরব্যোমে যে বিচিত্রতা-গত স্থানভেদ আছে, সেই বিচিত্রতা অবর ভেদজগতে অভেদের সহিত ভিন্ন হওয়ায় পৃথক্। পরব্যোম পরিবর্ত্তনশীল আধার নহে। গৌঃ ১৩৷৩২৯-৩০

তৎপ্রাপ্তির যত্ন—বিভিন্নাংশ জীব বর্ত্তমান সময়ে অন্যথা-রূপে অবস্থিত হওয়ায় স্বরূপ হইতে বিচ্যুত ও পরব্যোম হইতে ভূতাকাশে নীত হইয়াছে। স্বরূপের উপলব্ধিতে সেই নিত্য স্থিতিস্থান পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব স্বরূপোপলব্ধির যত্ন করিতে হইবে। স্বতঃকর্তৃত্ব (initiative) পাইবার শক্তি অণুচিৎএ বর্ত্তমান থাকায় স্বরূপপ্রাপ্তি ও স্বরূপস্থান প্রাপ্তির চেষ্টাও তাহাতে অনুস্যূত (inherent) আছে। কেবল-চেতনের ধর্ম্ম—চিন্মাত্র পরব্যোমের বৈচিত্র্য-সন্দর্শন ও তথায় নিত্যাবস্থিতি। জড়জগতে 'শান্তি' বলিলে যাহা বুঝায়, নিত্যাবস্থিতি তাহা নহে। নিত্যাবস্থিতিতে পরাশান্তি অর্থাৎ যাহাতে পূর্ণ বিচিত্রতাময় অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য আছে, তাহাই বুঝায়। সেই স্থানের প্রাপ্তির চেষ্টাই চেতনের ধর্ম্ম এবং সেই স্থান-প্রাপ্তিই স্বরূপ লাভ। নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পদধূলিতে অভিষেক অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের চরণাশ্রয়ই অনর্থনাশ ও স্বরূপাবস্থিতির জন্য যত্নের উপায়। যথা, ভাঃ ৭৷৫৷৩২—"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"—প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্য উপেয় ভিন্ন নহে। ভক্তিই স্বরূপাবস্থিতি ও স্বরূপস্থান-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ভক্তি 'সাধনভক্তি' 'ভাবভক্তি' ও 'প্রেমভক্তি' ভেদে ত্রিবিধ। সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থ-নিবৃত্তি। অনর্থমুক্তাবস্থায় নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিও স্থায়িভাব। এই স্থায়িভাব-ভক্তির পরিপক্কাবস্থাই প্রেমভক্তি।

জ্ঞান কি বস্তু?—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম—এই তিনপ্রকার দর্শনে ভোগময় ভেদদর্শনই অজ্ঞান। বাস্তব বস্তু ইহার বিপরীত। অবাস্তব অজ্ঞানবেদ্য বস্তু বিবর্ত্তের স্থান হইলেও বিবর্ত্ত দূরীভূত হইবার পর বদ্ধজীব মুক্ত হইলে তাহার অণচিদ্ধর্ম্ম স্বাস্থ্য লাভ করে। স্বরূপের অনুভূতিই জ্ঞান। আধ্যক্ষিকতা বা মিশ্রচেতনের বিচারকে শুদ্ধজ্ঞান বলা যায় না। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু ব্যক্তি-গণ যে-জ্ঞানকে উপায়রূপে উদ্দেশ করেন, তাহা উপেয় বস্তু হইতে পৃথক্ হওয়ায় উহাও অজ্ঞান-জাতীয় বিবর্ত্ত-বিশেষ। জ্ঞানলাভ অর্থাৎ অবাস্তব বস্তু মধ্যপথে উপস্থিত হইয়া অস্বচ্ছ প্রতিবন্ধক

সৃষ্টি করিলে জীবের অণুচিজ-জ্ঞান খর্ব্ব হয়, জীবের তখন প্রতিহত মিশ্রজ্ঞান বা অজ্ঞান-লাভ ঘটে। মেঘাবৃত সূর্য্য ইহার দৃষ্টান্ত।

ভক্তি কি বস্তু ?—ভক্তি আত্মার বৃত্তি। আত্মা ভগবৎসেবক। মন ও দেহ আত্মা হইতে দুইটি পৃথক্ বস্তু। মন পৃথিবীর জিনিষগুলির সহিত মাঝে দালালের কার্য্য করে। মন যদি ভগবানের সেবা করিবার জন্য বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়, তবে কাজ ঠিক হইল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নিজেই যদি সেবাগ্রহণের চেষ্টা করে, তবে তাহা দুষ্ট মন হইল। যে পর্য্যন্ত না মন আত্মধর্ম্মের অনুকূল হয়, সে-পর্য্যন্ত উহা বহির্জ্জগতের বস্তু-ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। যথা (ভাঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।১০ ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবাক্য)—"সর্ব্বো-পাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" অপ্রকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনো-ধর্ম্মের ব্যবধান-রহিত কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাপর এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মরূপ আবিলতা দ্বারা আচ্ছন্ন নহে।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" অনুকূল-ভাবে কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলনই উত্তমাভক্তি। তাদৃশী ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই ; তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগাদির ধর্ম্মদ্বারা আবৃত নহে।

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ মৎসেবনং জনাঃ।" (ভাঃ ৩।২৯।১১-১৩)। অধোক্ষজ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তু-লাভের চেষ্টাই অভক্তি। কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিশ্রভাবের আবরণ যেস্থানে আছে, অথচ ভক্তির ভান আছে, তাহা অভক্তি। ইহা যেন ভগবানের গলায় এক হাত ও পায়ে আর এক হাত দেওয়ার মত। যদি ভগবানের গলাটা টিপিয়া দিতে পারি, তবে পায়ে হাত আপনিই ছাড়িয়া যাইবে। যেখানে ভক্তির নিত্যত্ব নাই, সেখানে নিশ্চয়ই পায়ে হাত ও গলায় হাত দিবার প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি আছে ; নতুবা উহাদের ভক্তি চিরকাল থাকে না কেন ? "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ * * * যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" কৃষ্ণানুশীলন বা ভক্তি সকাম হইলে তাহা কৃষ্ণানুশীলন বা 'ভক্তি' পদবাচ্য হয় না। শ্রীগীতায় 'চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং' শ্লোকে যে চারিপ্রকার সুকৃতির কথা বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ আর্ত্তি ; অর্থার্থিতা, জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানবাদরূপ হেতু বা নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কাম ছাড়িলেই নিষ্কাম কৃষ্ণানুশীলন হয়। উহাদিগকে সুকৃতি বলিবার কারণ—ইহারা পরমার্থের চেষ্টা করিতে করিতে যখন সাধুর কৃপায় একান্ত পরমার্থরসের সন্ধান পান, তখন ইহারা আর আর্ত্তি, অর্থার্থিতা প্রভৃতি নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে বহুমানন করেন না, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিই নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বুঝিতে পারেন। আর্ত্তের উপমান—গজেন্দ্র, অর্থার্থী—ধ্রুব, জিজ্ঞাসু—শৌনকাদি, জ্ঞানী—সনকাদি। গজেন্দ্র, ধ্রুব, শৌনক ও সনক-সনাতনাদি সকলেই আর্ত্তি, অর্থার্থিতা, কেবল-জ্ঞান লাভের জন্য জিজ্ঞাসা ও মুমুক্ষা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার পর ভগবদ্ভক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। ঐগুলি না ছাড়িলে সুনির্ম্মলা ভগবদ্ভক্তি উদিতা হয় না। কোন বস্তুলাভের জন্য যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি, তিনি যদি অনেক বেশী দাতা হন, তাহা হইলে আমাদের প্রার্থনার প্রকারটিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। গৌঃ ১৩।৩৫০-৩৫২।

ভক্তি-প্রাপ্তির উপায়—ভক্তি-প্রাপ্তির চেষ্টাই প্রাপ্তির উপায়। ভগবদ্ভক্তি-রাজ্যে প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্তি ভিন্ন নহে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি বিষয় বস্তুর প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্তি অর্থাৎ উপেয় ভিন্ন। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে 'মই' দিয়া ছাদে উঠিবার পর 'মই' এর আর কোন দরকার থাকে না, একবার ছাদে উঠিয়া পড়িলে 'মই' চিরতরে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও কোন আপত্তি নাই অর্থাৎ সাধ্য ও সাধন পৃথক্; কিন্তু ভক্তিরাজ্যের সিঁড়ি—পাকা সিঁড়ি, ছাদের সহিত নিত্য সংযুক্ত। উহা কখনও ভাঙ্গা যায় না। সিঁড়ি ভাঙ্গিলে ছাদও পড়িয়া যায় অর্থাৎ অনিত্য উপায় কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির দ্বারা নিত্য উপেয় ভক্তি লাভ হয় না। একমাত্র কেবলা ভক্তির দ্বারাই ভক্তি লাভ হয়। 'উপায় ভক্তি'ই—'সাধন-ভক্তি'; আর 'প্রাপ্য বা উপেয় ভক্তি'ই—'প্রেমভক্তি'।

Ready made সন্দেশ ক্রেতাকে সন্দেশ প্রস্তুত প্রণালী জানিতে হয় না; কিন্তু ময়রার জানিতে হয়। অর্থাৎ আচার্য্য ভগবদ্ভক্তিলাভের প্রণালী জানেন, নিজে আস্বাদন করেন ও সকলকে দান করেন। কিন্তু সাধারণে আচার্য্য বা বৈষ্ণবের কৃপালাভে পরিতৃপ্ত হয়, সাধারণের দিক্ হইতে কেবল হরিকথার সন্দেশ লাভের জন্য লোভ থাকা আবশ্যক। তবে অকৃত্রিম আচার্য্যের সন্ধান না পাইলে মিছাভক্তি ও প্রকৃত ভক্তিতে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ কৃপা হইতে ভক্তি পাওয়া যায়। কৃষ্ণ প্রসাদজ বলিতে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত উভয়েরই কৃপা বুঝায়। ইঁহাদের কৃপার কোন কারণ নাই। যদি ইঁহারা কোন সুকৃতিমান্ ব্যক্তির প্রতি হঠাৎ প্রসন্ন হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের ভক্তি-লাভ অতি সুলভ হইতে পারে। বাহ্য-বিচারে তাঁহাদের কোন পুণ্য, আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য বা নিপুণতা প্রভৃতি না থাকিলেও হয়ত' অকস্মাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপা-লাভ হইতে পারে। আর সাধনের দ্বারাও ভগবৎকৃপা লাভ হয়। ভাগবত-শ্রবণ বা হরিকথা-শ্রবণাদি হইতে সাধনবল লাভ হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ঠ-ভোজনাদি হইতেও সাধনবল পাওয়া যায়। যথা—"ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্তভুক্তশেষ,—তিন সাধনের বল।।" ইহার সাক্ষ্য—নারদ। সাধনের প্রণালী এই—"গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধু-বর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥ সদ্ধর্ম্ম-পৃচ্ছা ভোগাদি-ত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে। নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ।। ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা। হরিবাসর-সম্মানো ধাত্র্যশ্বত্থাদিগৌরবম্।। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লহরী)। সাধুর কথায় যদি শ্রদ্ধা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবে ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ-লাভ হইয়া থাকে। ভক্তি লাভ করিতে হইলে তন্নিষ্ঠ ঐকান্তিক মহাজনের অভিগমন করিতে হইবে॥

গৃহব্রত ব্যক্তিগণ মথুরায় যায় না। কারণ, মথুরার আশ্রয় বা অভিগমন আমাকে করিতে হইবে। সদগুরু অর্থলাভের আশায় মন্ত্র-পণ্যদ্রব্যের ফেরী করিয়া বেড়ান না। রিটার্ন টিকিট করিয়া গুরুদেবের নিকট গেলে অভিগমন হইল না। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিকট একব্যক্তি রিটার্ণ টিকেট কিনিয়া আসিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন,—আপনি চিরকাল থাকিবার জন্য না আসিয়া থাকিলে আসিলেন কেন? আমার ও আপনার দুজনেরই সময় নষ্ট করিবার

দরকার ছিল না।" শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ফিরিয়া যাইবার অভিসন্ধি লইয়া আসা 'অভিগমন' নহে। "স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ। গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধু-সঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥ "পার্থিব বন্ধুগণের সহিত আমোদ প্রমোদের ইচ্ছা থাকিলে গোবিন্দদর্শন-করিয়া লাভ নাই।

ভজন, পাঠ, পূজা ও ধ্যান—কৃষ্ণনাম উচ্চারণই 'ভজন'। আর কিছু অপ্রাকৃত ভজন নহে। শ্রুত নামের কীর্ত্তন হইতেই স্বাভাবিকভাবে স্মরণ হয়। এই নামভজনই মুখ্য। তাহার নিম্নস্তরে পাঠ, পূজা, ধ্যান প্রভৃতি অবস্থিত। পাঠ শ্রবণ করিবার পর যদি শ্রোতা পাঠক অর্থাৎ আচার-প্রচার-যুক্ত কীর্ত্তনকারিরূপে পরিণত হন, তবেই তাঁহার ভজন আরম্ভ হইল। যখন শ্রোতা কেবল নিজে শ্রবণ করেন, তখন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে পারেন; কিন্তু কীর্ত্তন করিলে নিজেকে ভাল করিয়া শুনিতে হয় অর্থাৎ যাহা তিনি নিজে শ্রবণ করিয়াছেন বা যাহা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা নিজের আচরণে প্রকাশিত হইল কি না তদ্বিষয়ে সজাগ থাকিতে হয়। নতুবা অন্য লোক তাঁহার কপটতা ও ছলনা ধরিয়া ফেলেন। যাহারা কপটতা করিয়া বাহিরে আচরণের ছলনা, অন্তরে ভোগবুদ্ধি সংরক্ষণ করে, তাহাদের প্রকৃত কীর্ত্তন বা ভজন হয় না। তাহারা কীর্ত্তন-দেবতার চরণে অপরাধ-ফলে প্রতিষ্ঠাকামী কপট ভক্ত হইয়া পড়ে। সম্ভ্রমের সহিত পূজ্য বস্তুর প্রতি যে আনুষ্ঠানিক অনুশীলন বিহিত হয়, তাহাই পূজা বা অর্চ্চন। ধ্যান—পূজার অঙ্গবিশেষ। অর্চ্চনাদি-ধ্যান সর্ব্বকনিষ্ঠ, তাহার উপর পূজা, তাহার উপর পাঠশ্রবণ, তাহার উপর কীর্ত্তন। কাহারও ব্যক্তিগত ভজন অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি যদি অন্য লোকের উপকারে আসে, যদি অন্যলোকও তদ্দ্বারা লাভবান্ হয়, তখন তাহাকে 'জীবে দয়া' বলা হয়। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ। সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২য় লঃ)। তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ (ভাঃ ১০।৩১।৯)। দগ্ধোদর-পূর্ত্তি বা কন্যাবিবাহ কিংবা ঘরে খড় বা টিন দিবার জন্য ভৃতক পাঠকের পাঠের যে চেষ্টা, তাহা 'জীবে দয়া' নহে। এইরূপ পাঠের অভিনয় ভক্তিলাভের পথে বিশেষ অন্তরায় ও অপরাধ। ইহা দ্বারা ভক্তিলতার উপশাখা, —লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নামাপরাধের ফল ধর্ম্মার্থকাম বা অধর্ম্ম, অনর্থ, কামের অতৃপ্তি অর্থাৎ নানাভাবে কামচরিতার্থের জন্য উত্তরোত্তর লালসাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেবল-বৃত্তি অর্থাৎ ভৃতি লইয়া পূজা কিংবা অন্য অভিলাষে পূজার ছলনা ভক্তিপথের অন্তরায়, তাহারও যথেষ্ট নিন্দা শাস্ত্রে দেখা যায়।

ভোগী ও ত্যাগীর ধ্যান প্রকৃত ধ্যান নহে, তাহা মনোধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীনারায়ণের (?) চরণ-কমল (?) ধ্যান করিতে গিয়া ধ্যানকারীর হয়ত' "association of ideas" পরম্পরায় লাল পাখীর কথা মনে পড়ে! লালপাখীর ধ্যান করিতে 'হুইট্‌জার' বন্দুকের (বিশেষ শক্তিশালী বন্দুক-বিশেষ) ভাবনা আসিয়া পড়ে! তা'রপর হয়ত obnoxous gas, তাহা ভাবিতে ভাবিতে জার্মাণ-যুদ্ধ, তৎপরে Nationalism-এর চিন্তাস্রোতে চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। শ্রীনারায়ণের (?)

রক্তিম চরণ কমল (?) ধ্যান করিতে গিয়া হয়ত' আমরা ব্যাধের স্থায় লালপাখী মারিয়াই বসি! "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)॥ বাস্তব বস্তুর ধ্যান সত্যযুগে সম্ভব ছিল, কারণ, জীবহৃদয়ে নিজ-ভোগবুদ্ধি তখন খুব বেশী প্রকাশিত হয় নাই। "দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥ (নারায়ণ-সংহিতা)। দ্বাপরযুগে পূজা নিশ্ছিদ্রভাবে সম্ভব হইত। কলিতে একমাত্র নামভজন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

ব্যাসদেব 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে যে ধ্যানের কথা বলিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ ধ্যানের উপমান। কীর্ত্তন-মুখে যে স্বাভাবিক স্মরণাত্মক ধ্যান হয়, তাহাই প্রকৃত ধ্যান। "শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥" ভাঃ ২।৮।৪ শ্লোক॥—যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল-কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিত্য-শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে, লীলাস্মরণাদির প্রয়োজন হয় না। শ্রীনামভজনই—মুখ্য। যেহেতু সমস্ত পূজা, বেদপাঠ ও ধ্যানের ফল শ্রীনামভজনের একাংশেই অনুস্যূত আছে। "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ (ভাঃ ৩।৩৩।৭)॥

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিত-নিজ-ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥" বৃঃ ভাঃ ১।১।৯।

—যাহা হইতে নিজ ধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃপুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাসমাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহা আমার জীবন এবং আমার ভূষণ॥ "সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভো স্নানঃ তুভ্যং নমো ভো দেবাঃ পিতরশ্চতর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্। যত্র কাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ স্মারং স্মারমঘং হরসিতদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥" (শ্রীমাধবপুরী-বাক্য)—হে সন্ধ্যাবন্দন, তোমার মঙ্গল হউক; হে স্নান, তোমাকে নমস্কার; হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি তর্পণাদি-কার্য্যে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা করুন। যে-কোন স্থানে থাকিয়া আমি যাদবকুলশিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া সংসারদুঃখ ও পাপাদি বিনাশ করিব, সুতরাং অল্পকালস্থায়ী সংসার-দুঃখের অপনোদন ও পাপ-প্রবৃত্তি অল্পকালের জন্য নিবৃত্ত করিতে গিয়া আমার তাৎকালিক চেষ্টা সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, তর্পণ প্রভৃতিতে প্রয়োজন কি? গোঃ ১৩।৩৫৭-৩৫৯।

কর্ম্ম, প্রারব্ধ, কৃপা ও ভগবান্ ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য?—নিজের জন্য বা জীবজগতের ইন্দ্রিয়-ফল-কামনামূলে অনুষ্ঠানই কর্ম্ম। এই কর্ম্মচেষ্টাজাত 'প্রারব্ধ' ও 'অপ্রারব্ধ'—সমস্তই নামাভাসমাত্রে তৃপ্তির জন্য ধ্বংস হয়। যথা শ্রীরূপপ্রভুকৃত কৃষ্ণনামাষ্টক ৪র্থ শ্লোক—"যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনা-শমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥"—অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার স্থায় ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ-ব্যতীত নষ্ট হয় না

হে নাম। জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায়;—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।" ভগবৎসেবোন্মুখ না হইলে কৃপা পাওয়া যায় না। সেবাই কৃপা। হরিকীর্ত্তনের দ্বারা জীবের প্রতি দয়া করিবার বৃত্তি উদিত না হইলে কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না। ভগবদ্ভক্তের কৃপা-দ্বারাই ভগবান্ লাভ হয়; অতএব কৃপা এবং ভগবান্ই মুখ্য। ভগবদ্বস্তু আমাদের লক্ষ্য হইলেও ভগবদ্ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবানের সেবাপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। সেবোন্মুখতা হইলেই সেই কৃপা অবতীর্ণ হন। পূর্ব্বে যে কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে এই কৃপারই কথা আছে। একটি মার্জ্জার-ন্যায় ও আর একটি মর্ক্কট-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। মার্জ্জার বা বিড়ালের শাবককে বিড়ালী নিজেই তাহার মুখে করিয়া লইয়া যায়। তথায় শাবকের নিজের চেষ্টা নাই। কিন্তু বানরশিশু বানরীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সেখানে শাবকের নিজের চেষ্টা আছে। এক সময় শ্রীসম্প্রদায়ে তেঙ্গলই ও বড়গলইদের মধ্যে 'ভগবৎকৃপা ও নিজ-সাধনচেষ্টার মধ্যে কোন্টি প্রধান—এই লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। তেঙ্গলইগণ একমাত্র ভগবৎকৃপা এবং বড়গলইগণ একমাত্র সাধনের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বরবরমুনির সময় এই বিবাদের মীমাংসা হয়। তিনি উভয়েরই যুগপৎ আবশ্যকতা স্থাপন করেন। মহাপ্রভুর বিচার এই যে, ভবকূপপতিত ব্যক্তি যদি উদ্ধার লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে কৃষ্ণ যে কৃপারজ্জু ফেলিয়া দিবেন, তাহা জীবকে ধরিতে হইবে, তখন হাত গুটাইয়া থাকিলে কূপ হইতে উঠিতে পারিবেন না। অর্থাৎ সেবোন্মুখতা উদিত হইলেই নিত্য-বর্ষিত ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করা যায়। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই ভগবৎকৃপায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের মাখনচুরি, বস্ত্রহরণ ও রাসলীলাদির উদ্দেশ্য কি?—কৃষ্ণ যদি পৃথিবীর মনুষ্য বা কর্ম্মফল-বাধ্য জীব হইতেন কিংবা ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদির ন্যায় দেবতা হইতেন, তাহা হইলে ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা তাঁহার পাপ সঞ্চিত হইত এবং জাগতিক রাজনীতি অনুসারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার যোগ্য হইতেন। কংস, জরাসন্ধ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি যেরূপ জীব, কৃষ্ণ সেরূপ জীব বা দেবতা মাত্র নহেন। কৃষ্ণ অধোক্ষজ স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম। যেখানে যত মাখন আছে, সকলই কৃষ্ণ ভোগ করিবেন। যেখানে সারবস্তু সমূহ কৃষ্ণকে না দিয়া আমরা নিজের জন্য রাখিয়া দিতে চাই, সেখানেই তিনি উহা চুরি করিয়া থাকেন। যেখানে আমরা আমাদিগকে আবৃত রাখিয়া থাকি, যেখানে কৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সেবা করিতে প্রস্তুত হই না, সেখানেই তিনি আমাদের আবরণ হরণ করিয়া থাকেন। কথায় বলে, "যা'র ধন তা'র ধন নয়, নেপো মারে দই" অথবা "অসুরে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার।" সমস্ত বস্তুর মালিক—কৃষ্ণ। কিন্তু কৃষ্ণকে যদি জড়জগতের মাংসপিণ্ড মনে করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিত্য আসন হইতে নামাইয়া দিতে চাই (!), তাহা হইলে অধোক্ষজ কৃষ্ণের উপাসনা হইল না। কৃষ্ণ যে সর্ব্বা-কর্ষক, তিনি সব জিনিষ টানিয়া লইতে পারেন, যদি মাঝপথে আমরা non conductor এর আড়াল দিয়া আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার স্বতন্ত্রতা অবলম্বন না করি। হরি সব জিনিষ হরণ করিয়া থাকেন; যদি তাঁহার কাছে আমাদের সেবাময় স্বরূপের সর্ব্বাঙ্গকে কোন প্রকারে আবৃত করি, তাহা হইলে আমাদেরই অসুবিধা হইবে। কৃষ্ণ হইতে সব জিনিষ উদ্ভূত, তাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহাতেই সকল জিনিষ

পৌঁছিবে। ভোগী ও ত্যাগি-শ্রেণীর ব্যক্তি কৃষ্ণের বিলাসের কথা বুঝিতে পারে না। চিদ্রাজ্যে সকল বস্তুই স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। এখানে যে জিনিষটি যত খারাপ, সেখানে তাহা ততটা সুন্দর। অনীশ্বরের পক্ষে যাহা খারাপ, পরমেশ্বরের পক্ষে তাহা খারাপ নয়। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণানুসন্ধানের সহিত সমস্ত জিনিষ dovetailed (সম্মিলিত) হইয়া গেলে সকলই কৃষ্ণপর ও সুন্দর হয়। কৃষ্ণকে ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী সাজাইতে হইবে না, ইহা জানাইবার জন্যই স্বয়ং কৃষ্ণ সন্ন্যাসী সাজিয়া তাঁহার ঔদার্য্যময় রূপ প্রকট করিয়াছিলেন। ঔদার্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত সম্ভোগময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের কথা প্রচার করিলেন ; 'আহুশ্চ তে নলিননাভ' শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণব্রত গোপীগণের কৃষ্ণের সংসারের গৃহস্থালীই যে জীবের চরম সাধ্য অর্থাৎ জীব কখনও কৃষ্ণের অনুকরণ করিয়া নিজে ভোগী সাজিবে না বা প্রচ্ছন্ন-ভোগী ও ত্যাগীও সাজিবে না, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণই জীবের সাধ্য, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। গৌঃ ১৩।৪৩১-৪৩২

ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ, ভগবদ্দাস্যসূচক নাম, পারমার্থিক উপাধি, পরীক্ষা-লব্ধ উপাধিনিকল গ্রহণ করিবেন কেন ?—যাঁহারা সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় ও পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করেন নাই, তাঁহারা ভগবদ্দাস্যসূচক নাম ও গুরুকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদকে সাধারণ নাম ও উপাধির ন্যায় মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণব-স্মৃতিতে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই নিম্নলিখিত পঞ্চ সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে। "তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

তাপ—দ্বাদশ অঙ্গে হরিনামাক্ষর অঙ্কিত করণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ভগবদ্দাস্যসূচক নাম, মন্ত্র এবং মন্ত্রের দ্বারা শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চন দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য গ্রহণীয়, ইহাই যাগ। এগুলি ঐকান্তিক ভক্তির হেতুস্বরূপ। ভগবদ্দাস্য বা সেবাপর নাম—যাহাকে প্রশ্নকারী 'সাধারণ উপাধি' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ না করিলে কখনও ঐকান্তিকী পরমা ভক্তির উদয় হইবে না। অপিচ ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণে এইরূপ বিমুখতা-প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে ভীষণ অপরাধী হইতে হইবে। ভগবদাশীর্ব্বাদ গ্রহণে বিমুখ হইয়া জাগতিক বা বহির্ম্মুখ সামাজিক অভিমান কিম্বা কপটতা করিয় উপাধি-নির্মুক্ত নিষ্কিঞ্চনতার অভিনয় অত্যন্ত ভগবদ্‌বিমুখতা। 'আমি নীচজাতি বা উচ্চজাতি, আমি অমুক পিতার সন্তান বা অমুকের পিতা, ভ্রাতা, সর্ব্বত্যাগী অথবা সর্ব্বভোগী'—এই সকল অভিমানই বহির্ম্মুখতার উপাধি গ্রহণে প্রবল পিপাসা। বহির্ম্মুখতার উপাধির হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্যই বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে শ্রীগুরুদেব দীক্ষিত শিষ্যকে ভগবদ্দাস্যসূচক নাম ও ভগবৎ সেবায় অধিকতর উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া থাকেন। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"—গীতোক্ত এই শ্লোকানুযায়ী প্রকৃতির বশীভূত ব্যক্তিগণই ভগবৎ প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদকে সাধারণ উপাধির সহিত সমান মনে করিয়া প্রকৃতির উপাধিতে অভিনিবিষ্ট হন। পারমার্থিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ যে-সকল উপাধি প্রাপ্ত হন, তাহাও তাঁহাদের হরিসেবার উদ্দীপক। তাহাতে প্রকৃতির কর্ত্তা বা ভোক্তার অভিমান-মূলক কোন প্রকার কথা নাই

বা তত্তৎ উপাধিদ্বারা সেরূপ উদ্দীপনাও হয় না, বরং সাধকের কখনও হরিসেবায় অন্যমনস্কতা আসিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ঐ সকল আশীর্ব্বাদ সাধককে ভগবৎ-সেবায় পুনরুদ্দীপিত করিয়া থাকে এবং তাঁহার নিজের স্বরূপ-জ্ঞান-লাভে সাহায্য করে। শুদ্ধ সাধুগণের প্রত্যেকটি নাম কেবল ভক্তিসূচক। জড়বিদ্যার অনেক উপাধি থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের সেই ভক্তিসূচক নামের পশ্চাতে সে সকল জাগতিক উপাধির প্রয়োগ করেন না। কোন ত্রিদণ্ডিপাদই তাঁহার ভক্তিসূচক নামের পরে 'বি-এ', 'এম-এ' প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করেন না। এমন কি পারমার্থিক উপাধিপরীক্ষায় প্রাপ্ত উপাধি সকলও যথা— 'ভক্তিশাস্ত্রী', 'সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য' ইত্যাদিও ব্যবহার করেন না। কিন্তু যাঁহারা বাহ্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা আপনাদিগকে নিষ্কিঞ্চনের অভিমানে যদি অন্তরে কপট দাম্ভিকতা পোষণ করিয়া ভগবদাশীর্ব্বাদ-গ্রহণে বিমুখ হন, তাহা হইলে তাঁহারা পারমার্থিক আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে কোনও না কোনপ্রকার (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) জড়উপাধি গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ পারমার্থিক আশীর্ব্বাদ পরিত্যাগ করিয়া বহির্ম্মুখ স্মার্ত্ত-সমাজের উপাধি গ্রহণ করিলে তাঁহাদের বহির্ম্মুখতা বা প্রাকৃত অভিনিবেশই বৃদ্ধি পাইবে। 'আমার কোন উপাধি নাই—আমি নিরুপাধিক, এমন কি, আমি ভক্তিসূচক নাম ও গুরুবৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগকারী'—এইরূপ অতিবাড়ী চিন্তাস্রোত অপরাধী—মায়াবাদী ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সম্প্রদায়েই দৃষ্ট হয়। ইহা বাহ্যে প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগের সজ্জায় অধিকতর প্রতিষ্ঠা-পিপাসার প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞাপন।

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দুষিবে, হইব নিরয়গামী॥" ঐরূপ বিচার উপস্থিত হইলে 'আমি বৈষ্ণব'—এই বুদ্ধি আসিয়া গেল। কৃত্রিমভাবে অমানী হইবার ছলনায় অধিকতর অভিমানী হইতে হয়। তখন প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা আসিয়া হৃদয়কে দুষিত করিল, তাহাতে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বহু ব্যক্তিকে তাঁহাদের ভগবৎসেবোন্মুখতা ও হরিসেবায় আনুকূল্য করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার উপাধি-আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন। যথা—আখরিয়া শ্রীবিজয়দাসকে—"রত্নবাহু ; শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দদাসকে—পুরীদাস, কবি কর্ণপূর ; শ্রীশাকরমল্লিককে 'শ্রীসনাতন'; দবিরখাসকে—'শ্রীরূপ'। শ্রীচন্দ্র শেখরকে—'আচার্য্য রত্ন' ; শ্রীঅনন্ত চট্টরাজকে—'কণ্ঠাভরণ'; শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তীকে—'মামুঠাকুর'। শ্রীগদাধরকে—পণ্ডিত ; শ্রীবক্রেশ্বরকে—পণ্ডিত ; শ্রীজগদানন্দকে পণ্ডিত। শ্রীমঙ্গলকে—বৈষ্ণব'। শ্রীহরিদাসকে'ঠাকুর,' শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পদবী 'পুরন্দর' ছিল। শ্রীরঘুনাথ ভাগবত-পাঠককে মহাপ্রভু 'ভাগবতাচার্য্য' উপাধি দিয়াছিলেন। শ্রীপুণ্ডরীক গঙ্গোপাধ্যায়—'বিদ্যানিধি,' 'প্রেমনিধি,' ও 'আচার্য্যনিধি' উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীল নরোত্তম-প্রভুকে—ঠাকুর মহাশয় ; শ্রীল কৃষ্ণদাস প্রভুকে—কবিরাজ ও শ্রীনিবাস প্রভুকে—আচার্য্য উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীবলদেব—'বিদ্যাভূষণ,' উপাধিতে বিভূষিত হন। শ্রী লভক্তিবিনোদ, শ্রীনাম-হট্টের পরিমার্জ্জক অভিমান প্রভৃতি বহু প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। শ্রীশৈলপূর্ণ শ্রীরামানুজকে—'লক্ষণ দেশিক', শ্রীবরদরাজকে—'যতীন্দ্র', শ্রীরঙ্গনাথ—'উদইয়াবার,' শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ—'যংবারুমানার,' শ্রীসারদা-

দেবী—'ভাষ্যকার', শ্রীমহাপূর্ণ—শ্রীরামানুজাচার্য্য, নাম ও উপাধি প্রদান করিয়াছেন। উহা প্রাকৃত জগতের 'রায়বাহাদুর', 'রাজাবাহাদুর' প্রভৃতির ন্যায় মনে করিলে জড় উপাধিতে অভিনিবিষ্ট থাকিত রুচিবিশিষ্ট হইতে হইবে।

নিরামিষাশীর জিবহিংসা—ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎসেবার অনুকূল জীবনযাপনের জন্য সেবোপকরণ বিচারে ভগবৎপ্রসাদ চিন্ময়বুদ্ধিতে নির্গুণ বস্তুসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমিষ বা নিরামিষ গ্রহণ করেন না—হিংস্র-জন্তুর ন্যায় মৎস্য-মাংসাদি বা মর্কটবানর বা কামুক ছাগাদির ন্যায় উদ্ভিদাদি গ্রহণ করেন না। ভগবান্ বিষ্ণুর যাহা নৈবেদ্য, সেই নৈবেদ্যাবশেষই তাঁহারা সেবাসঙ্কল্পতাক্রমে ভগবৎ সেবার শরীর পোষণার্থই গ্রহণ করেন। ভগবৎপ্রসাদবুদ্ধিতে তাহা গ্রহণ না করিলে আত্মহত্যার ভাগী হইতে হয় ও মলমূত্র-সদৃশ ত্যক্তবস্তুই গৃহীত হয়। আত্মহত্যারূপ নরক হইতে জীবের আত্মরক্ষা ও প্রপঞ্চ জয়ের জন্য ভগবৎপ্রসাদের অবতার হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তগণ বৌদ্ধ ও জৈন বিচারপরের ন্যায় আত্মঘাতী নহেন। 'মৎস্য-মাংস ও উদ্ভিদ—উভয়ই যখন চেতনবিশিষ্ট, তখন বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকা যাউক'—এইরূপ বিচার অবলম্বন করিলেও বায়ু-মণ্ডলগত অসংখ্য প্রাণী হত্যা করিয়া আত্মহত্যার ভাগী হইতে হয়, এইজন্য ভগবদ্ভক্তগণ ভোগী বা তপস্বী উভয় সম্প্রদায়ের বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎপ্রসাদ মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার পরের ন্যায় হবিষ্যান্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তুত গ্রহণ করেন না; নির্গুণ মহাপ্রসাদই তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মহাপ্রসাদ অপেক্ষাও অধিকতর মহামহাপ্রসাদনিষ্ঠ অর্থাৎ মহাভাগবত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজন-পিপাসু। কোন বস্তু সত্য সত্যই ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন কি না, উত্তম বৈষ্ণব গ্রহণ করিলেই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল কথা ভোগোন্মত্ত বা ত্যাগোন্মত্ত মাটিয়াবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের মাথায় সহজে প্রবেশ করে না; কিন্তু একান্ত সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ এই সকল বিষয় ধরিতে পারেন।

ব্রত ও উপবাসের পার্থক্য—ব্রতাদির দ্বারা নিজের বিরূপভাব পোষণ হয়। ভোগী কর্ম্মিগণ অনেক সময় ব্রতাদি তপস্যা করিয়া অধিকতর ভোগ-সঞ্চয় কিম্বা পাপযুক্ত ভুক্তভোগের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন। উপবাসের প্রকৃত তাৎপর্য্য—পাপ ও পুণ্য হইতে পৃথক থাকিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সমীপে বাস। কিন্তু ভোগী ও ত্যাগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় উপবাসাদি শারীর তপস্যাকে তাঁহাদের স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন ভাবী ভোগের রুচিকে শান্ত করিবার যন্ত্রেই পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা ভবিষ্যতে অধিকতর ভোগে লিপ্ত হইবার জন্য উপবাস বা লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্তরূপে উপবাসাদি গ্রহণ করেন। উপবাসও ব্রত-বিশেষ। ব্রত একটি ব্যাপক শব্দ, উপবাসাদি তদন্তর্গত। একাদশী, জন্মাষ্টমী, গৌরপ্রকট-পূর্ণিমা বা বিষ্ণুর অবতারাবলীর আবির্ভাব-দিবসে উপবাসাদি কৃত্য, হরিবাসর, জন্মাষ্টমী ব্রতাদিপালন ভক্তির অনুকূল ও আত্মার মঙ্গল-বিধায়ক। কিন্তু অন্যান্য ফলভোগপর বা ফলত্যাগপর ব্রত-উপবাসাদি গৃহব্রত বা নাস্তিক্যব্রতের সোপান। কৃষ্ণব্রত হইবার জন্যই বৈষ্ণবগণ ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ব্রত-উপবাসাদি স্বীকার করেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্রত-তপস্যাদি অনেক অসুরের চরিত্রে এবং নাস্তিক ও পাষণ্ডগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক-কালে দেশাত্মবোধ বা দেহাত্মবোধ হইতে যে ব্রত-উপবাসাদির অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা

জাগতিক প্রতিষ্ঠা ও জড়স্বার্থ লাভের অনুকূল হইলেও আত্মার অধঃপাতকর; তাহা জীবকে গৃহব্রত ও দেহব্রত করাইয়া দেয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে প্রায়োপবেশন-ব্রত করিয়া পরমহংসশিখামণি শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা কৃষ্ণসেবাব্রত এবং প্রত্যেক জীবের আত্মমঙ্গল-বিধানকারী।

পারমার্থিক পত্রে সাধারণ সংবাদ ও বিজ্ঞাপনাদি কেন?—পারমার্থিক সন্দেশের পাশাপাশি অপারমার্থিক সংবাদ, বৈকুণ্ঠ-সংবাদের পাশাপাশি মায়িক-সংবাদ, নিত্যসংবাদের পাশাপাশি অনিত্য-সংবাদ পরমার্থ ও নিত্যজগতের ঔজ্জ্বল্যই অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া দেয়। কোয়েটার ভূমিকম্প, অবলার প্রতি ইন্দ্রিয়-পরায়ণের অত্যাচার, অস্ত্রনিরোধ-বৈঠকের পুষ্পিত প্রস্তাবসমূহ মানবজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা, ইন্দ্রিয়লালসার পরিণাম, জড়ীয়দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা বুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী কুফল সজীব ও সদ্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সমূহের দ্বারা উপলব্ধি করাইয়া সত্যানুসন্ধিৎসুকে নিত্যজগতের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করে।

পারমার্থিক সংবাদপত্রের বহিরঙ্গের সাধারণ বিজ্ঞাপনগুলি যদি পারমার্থিক পত্রের সামান্য বহিরঙ্গ সেবাও করিতে পারে; পরোক্ষভাবেও পরমার্থ-বার্ত্তা-প্রচারে আনুকূল্য করে, তবুও তাহাদের পক্ষে মঙ্গল। বিষ্ণু এমন বস্তু, ভক্তি এমন জিনিষ যে, সকল বস্তুই তাহাদের যোগ্যতানুসারে ও তাহাদের যথাযথ প্রণালীতে সদ্‌গুরু বা মহাভাগবত বৈষ্ণবের আনুগত্যে কোনও না কোনভাবে আনুকূল্য করিবার যোগ্যতা লাভ করে। কেহ বহিরঙ্গ সেবা, কেহ ব্যতিরেক সেবা, কেহ বা সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ সেবা ও অন্বয়ভাবে সেবা করিতে পারে। যাঁহারা সেবা-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নহেন, তাঁহারা সেবারাজ্যের বাহিরে থাকিয়া এ সকল কথা বুঝিতে পারেন না, অনেক সময় প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া স্বস্ব মূর্খতা প্রমাণিত করেন। যাহারা গ্রাম্যবার্ত্তা-গ্রহণে উৎসাহান্বিত তাহাদিগকে সুগার কোটেড ঔষধের ন্যায় কৌশল-বিস্তার করাও প্রয়োজনীয়।

শিখা রাখিবার উদ্দেশ্য কি?—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত, শ্রীচৈতন্যশিক্ষার সহিত মস্তক বন্ধন করিবার উদ্দেশ্যে দীক্ষিত ও নামাশ্রিত ব্যক্তিমাত্রেরই শিখা রাখিবার প্রয়োজন। শিখার অপর নাম —শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা। এতদ্ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্য বা কল্পিত ব্যাখ্যা ভোগমূলক।

শ্রীমালিকায় হরিনাম গ্রহণকালে তর্জ্জনী বাহিরে রাখিবার উদ্দেশ্য কি?—তর্জ্জনী ইহজগতের বস্তু-সমূহ-নির্দ্দেশক। ঐ অঙ্গুলিটি দ্বারা ইহজগতের ভালমন্দ, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্বদা দেখাইয়া থাকি। যাহা প্রাকৃত ভাল-মন্দ নির্দ্দেশ করে, তাহা অপ্রাকৃত হরিনাম বা অপ্রাকৃত তুলসীকে স্পর্শ করিতে পারে না—ইহা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে দেদীপ্যমান রাখিবার জন্যই—নামগ্রহণকালে প্রাকৃতের অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের জন্যই তর্জ্জনীটিকে বাহিরে রাখা হয়। তিলকাদি-রচনাকালেও তর্জ্জনী স্পর্শ করাইবার বিধি নাই। তর্জ্জনী খাড়া রাখিবার কারণ এই যে, তাহা সর্ব্বদাই বলিয়া দিতেছে,—"অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশিনিঃশয়না নানা-মনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ। দৈবহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবা যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥" (ভাঃ ৩।৯।১০)। যদি অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে সুমেরুলঙ্ঘন হইয়া পড়ে, তবে বৈষ্ণবীতুলসী ও বিষ্ণুবস্তু

শ্রীনামপ্রভুর নিকট স্বীয় লঙ্ঘনযোগ্য অপরাধের সকাতরে ক্ষমাভিক্ষা করিতে হইবে। কৃষ্ণপ্রিয়া বৈষ্ণবী তুলসী নামভজনের সাক্ষী। তাঁহারই আনুগত্যে অর্থাৎ বৈষ্ণবের আনুগত্যে—বৈষ্ণবের সঙ্গেই শ্রীনাম-গ্রহণ কর্ত্তব্য। সেই সাক্ষীকে লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবকে অতিক্রম করিয়া কখনও নাম হয় না। অজ্ঞানতঃ লঙ্ঘন হইলে তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক সকাতর ক্ষমা প্রার্থনা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। (গৌঃ ১৩।৭২২।৭২৭)।

কৃষ্ণসেবা কি?—শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁহারই মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন—সেই কৃষ্ণসেবার মেরুদণ্ডই ইহা যে, তাহা অপ্রাকৃত লীলা পুরুষোত্তমের নিত্য ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে। যেখানে পুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত-সবিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব বিকল্পে লোপ পায়, সেখানে ভক্তির কোনই অস্তিত্ব নাই। যেখানে সেব্যতত্ত্ব পূর্ণতম শক্তিমান্, আর সেবকতত্ত্ব অসংখ্য শক্তি-জাতীয় বস্তু, সেখানেই সেবার অস্তিত্ব। যেখানে সেব্য নিত্য, সেবক নিত্য ও সেবা নিত্যা, তাহাই হরিসেবা। যেখানে হরি পূর্ণতম স্বরাট্ এবং সকল রসের আকর ও বিষয়, সেখানেই তাঁহার কৃষ্ণস্বরূপ প্রকাশিত। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ অপ্রাকৃত রসে কৃষ্ণসেবা আছে। আত্ম-বৃত্তি-দ্বারা সেই কৃষ্ণসেবা হয়। অপ্রাকৃত নন্দ-যশোদা অপ্রাকৃত পুত্ররূপী কৃষ্ণের সেবা করেন—আত্মজের সেবা করেন; কেন না মাতা বা পিতা পুত্রের অনুরাগী সেবক। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মাতা পুত্রের সেবা করিতে পারেন এবং সেই সেবা হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও অনুরাগের দ্বারাই সঞ্চালিত হয়, তাহা কোনপ্রকার হেতু বা কৃতজ্ঞতা-দ্বারা জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু পুত্র মাতাকে যে পূজা বা আরাধনা করেন, যে ভক্তি (?) করেন, তাহা পুত্রের জন্মগ্রহণ ও জ্ঞান লাভ করিবার বহু পরে এবং সেই শ্রদ্ধা বা ভালবাসার মধ্যে হৃদয়ের টান অপেক্ষা কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রাবল্যই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র মাতাকে নানাভাবে দোহন করেন; মাতার স্তন্য দোহন, দ্রবিণ-দোহন, শিক্ষা-দোহন, যত্ন-দোহন, লালন-পালনাদি-দোহন করিয়া থাকেন। এত দোহন করিবার পর মাতার প্রতি যে সামান্য একটুকু কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কিম্বা কর্ত্তব্যের অকরণে প্রত্যবায় বা পাপ হইবে,—এইরূপ যে বুদ্ধির উদয় হয়, সেইরূপ মনোভাব হইতেই পুত্র মাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং দোহন-ক্রিয়াটি যাঁহা হইতে লাভ হয়, তাঁহাকে মুখে 'সেব্য' বলিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাকেই আমরা 'সেবক' করিয়া ফেলি! ঐরূপ ভক্তি 'অহৈতুকী ভক্তি'-পদবাচ্য হইতে পারে না। এইজন্য কৃষ্ণসেবা-বিজ্ঞানের মধ্যে যত কিছু চাওয়া-ধর্ম্ম, সমস্তই কৃষ্ণের জন্য সংরক্ষিত বা তাঁহার জন্যই 'একচেটিয়া'; আর যতকিছু দেওয়া বা আত্মনিক্ষেপের ধর্ম্ম, তাহা সমস্তই ভক্ত বা সেবকের চেতনবৃত্তির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কৃষ্ণ যদি পুত্র না হইয়া 'মা' হন, তাহা হইলে জগতের পুত্রগণের আব্‌দার পরিপূরণেই তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। জগতের সন্তানগণ কেবল চাহিবেন, মুখে না বলিলেও কার্য্যতঃ দোহন করিবেন, আর মাতৃরূপী কৃষ্ণকে (?) কেবল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহা যোগাইতে হইবে। এইজন্য কৃষ্ণতত্ত্বে (যেখানে প্রেমের পূর্ণ সন্ধান আছে) কৃষ্ণ শক্তিজাতীয় বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হন নাই, তিনি শক্তিমজ্জাতীয়। তিনি মাতা নহেন, তিনি অপ্রাকৃত নন্দের অপ্রাকৃত পুত্র।

কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা কৃতজ্ঞতাবুদ্ধি-দ্বারা চালিত হইয়া কৃষ্ণসেবা হয় না। মাতৃসেবা, পিতৃসেবা, দেশ-সেবা ও জনসেবা প্রভৃতি 'পঞ্চায়েতী সেবা'র স্থায় কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণভক্তি নহে। কৃষ্ণ কাহারও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করেন না। অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই সকল চেতনের অস্তিত্ব। সেই অপ্রাকৃত কামদেব নপুংসক নহেন, তিনি লীলাপুরুষোত্তম। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়চালনা করিবার পূর্ণতম শক্তি আছে। যেখানে বিকল্পে তিনি নিরিন্দ্রিয় হন—এইরূপ ধারণার বিন্দু-বিসর্গও বা কোনরূপ সমন্বয় আছে, সেখানে কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণভক্তি নাই; তাহাকে মায়ার সেবাই বলা যাইবে। 'ঠুঁটোরাম' বস্তুতে ভাব বা প্রেম হয় না। অচেতন বা নপুংসকের সঙ্গে শক্তি বা প্রকৃতি-জাতীয় জীবের প্রেম হইতে পারে না। কেন না, 'ঠুঁটোরাম' বা নপুংসকের সেবা গ্রহণ করিবার মত ইন্দ্রিয় কিম্বা আদান প্রদানের শক্তি-সামর্থ্য নাই, ঠুঁটোরাম নিষ্ক্রিয়।

গণগড্ডালিকার নিকট শ্রেষ্ঠ ভক্ত বা মহাসিদ্ধ-নামে পরিচিত ও সমগ্র গণ-সমাজের শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলিতে চির পূজিত হইয়া কেহ যদি কালীমূর্ত্তির পূজা করিয়াও ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন, সেই ভক্তি কি জাতীয় ভক্তি ? 'পঞ্চায়েতী ভক্তি'কে কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণসেবার নামে গোঁজামিল দিবার যে একটা প্রবল চেষ্টা বর্ত্তমান সাহিত্যে ধর্ম্মপ্রচারকগণের 'রোজনামচা'য়, লোকপ্রিয় ধর্ম্ম-বিক্রেতাদিগের বিপণিতে ও জন-মতের হাটে দেখা যাইতেছে, তাহার সেই গতি রোধক সত্য-সিদ্ধান্ত আলোচনা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। নচেৎ আত্মহিংসা ও পরহিংসার প্রশ্রয়ের দ্বারা জগতের মহা উৎপাত ও জঞ্জালের বিপ্লব হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধি-কপটতা লইয়া যে দেবতা-পূজা, তাহা কখনও কৃষ্ণসেবা নহে ; অধিক কি, কৃষ্ণমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া, তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াও যদি অন্তরে তাঁহাকে আমাদের কোন-না-কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সম্ভোগবাদের যোগানদাররূপে ভাবা যায়, তাহাও কৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা হইবে না। তাহা কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া বা তাঁহার ছায়াশক্তিরই পূজা, তাহা ভক্তি নহে। অতএব "কালীপূজা করিতে করিতে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। নিষ্কামভক্তি অজস্রধারে সুর-ধুনীর স্থায় প্রবল বেগে হৃদয়ের ভিতরে বহিয়া যাইতেছে॥" এই উক্তি কতটা সত্য ও প্রতিষ্ঠাশামূলে বঞ্চনাময়ী ও সাধারণ অজ্ঞের পক্ষে সর্ব্বনাশ সাধক তাহা অবশ্য বিচার্য্য।

জন-মতের নিকট 'সিদ্ধ' বা 'মহাসিদ্ধ' নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ যে নিষ্কামভক্তি লাভ করিয়া-ছিলেন, সেই নিষ্কামভক্তির স্বরূপ কি ? আমি কিছু চাই না, 'আমি অষ্টসিদ্ধি, লোক-মান্য, শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই চাহি না, আমি কেবল মাকে দেখিতে চাই',—প্রভৃতি মৌখিক উক্তিই হউক, আর অকপট আন্তরিকই হউক, তাহাই কি নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির মাপকাঠি হইবে ? যিনি নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি চাহেন, তিনি ত' যিনি সেই ভক্তি দিতে পারেন, তাঁহার নিকটই চাহিবেন। যিনি অপ্রাকৃত কামদেব, তিনিই ত' সকল জীবকে তাঁহার কামের ইন্ধন করিয়া লইতে পারিবেন। ভক্ত হওয়া অর্থই ভগবানের সর্ব্ববিধ কামের ইন্ধন হইয়া যাওয়া। নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি একমাত্র অপ্রাকৃত কামদেবেরই একচেটিয়া বস্তু। একমাত্র মাধুর্য্য-বিগ্রহ স্বরাট লীলা-পুরুষোত্তমেরই সকল রস ও সকল কামভোগের শক্তি আছে। প্রকৃতি বা শক্তি—ভোগ্যা, ভোক্তা নহে। ইহা এই প্রতিবিম্বিত ছায়া জগতেও দেখা যায়। "সকল জনপ্রিয় দোকানেই

শুদ্ধভক্তি পাওয়া যায়' বলিয়া" যদি অব্যভিচারিণী ভক্তিকে উদার (?) করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে ভেজাল আসিয়াছে, জানিতে হইবে। জড়মায়া আমাদিগকে জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন ও দিয়া থাকেন। জড়মায়া যাঁহার ছায়া, সেই চিচ্ছক্তি আমাদিগকে কৃষ্ণসেবা প্রদান করিয়া আমাদের প্রতি অকপট কৃপা বর্ষণ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং কৃষ্ণের ন্যায় কামদেব বা সম্ভোগ-বিগ্রহ হইয়া আমাদিগকে তাঁহার কামের ইন্ধন করেন না, অর্থাৎ স্বয়ং আমাদের ভক্তির মূল বিষয় হন না। শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৬)। যেকাল পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়ে ভোগ বা ভোগের প্রতিযোগী মুক্তির বাসনা বিন্দুমাত্রও থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত কিছুতেই ভক্তিদেবী জীবের হৃদয়ে তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন না। হয়ত' কেহ মুখে বলিতে পারেন—'আমি ভোগ চাই না, এমন কি, মোক্ষও চাই না, আমি তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি চাই'; কিন্তু যদি তাঁহার অন্তরে ঐরূপ মৌখিক ভক্তির প্রার্থনার অন্তরালে সংসারের ত্রিতাপ হইতে নিবৃত্তি বা মুক্তির কামনা থাকিয়া যায়, অথবা যাঁহার প্রতি মৌখিক ভক্তির অভিনয় দেখাইতেছেন, তিনি যদি নিত্যকাল তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্ লীলাপুরুষোত্তম-স্বরূপ সংরক্ষণ করিতে অসমর্থ হন, কিংবা বিকল্পে নিরিন্দ্রিয় হইয়া যান, তাহা হইলে তাহাকে আদৌ 'ভক্তি'ই বলা যাইবে না, নিষ্কাম বা অকিঞ্চনা ভক্তি ত' দূরের কথা!—ইহাই ভক্তিবৈজ্ঞানিকগণের ও শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব-লহরী ৩।১৯-২০—যথা—"এই রতি বা ভাব যদি মুমুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তিতে লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহা 'রতি'-পদ বাচ্য হইবে না। মুক্তপুরুষগণ নিখিল কাম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যে রতির অন্বেষণ করেন, যাহা কৃষ্ণ স্বয়ং অতিশয়-গোপ্য-সম্পত্তিরূপে সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং যে রতি তিনি ভজনকারিগণকেও সহসা প্রদান করেন না, ভুক্তি ও মুক্তিকাম-বশতঃ যাহাদের শুদ্ধভক্তির যাজন হয় না, সেই সকল কর্ম্মী ও জ্ঞানীর হৃদয়ে সেই ভাগবতীরতির কিরূপে সম্ভাবনা হইতে পারে? কিন্তু ঐ রতির বাহ্য চিহ্ন দেখিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের চমৎকার বোধ হয় অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদের এই লক্ষণকে অহৈতুকী বা নিষ্কামভক্তির ফল 'প্রেম' বলিয়া মনে করেন; বস্তুতঃ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট উহা 'রতির আভাস' বলিয়াই উপলব্ধি হয় এবং তাঁহারা উহাকে সেই নামেই আখ্যা দিয়া থাকেন।" তাৎপর্য্য এই যে, রতির আভাস 'প্রকৃত রতি' নহে, তাহা প্রকৃত বস্তুর ছায়ামাত্র। রতির আভাসেও 'ছায়রত্যাভাস' ও 'প্রতিবিম্বরত্যাভাস'—এই দুইটি ভেদ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা মুখে নিষ্কামা ভক্তির প্রতিজ্ঞা বা বাহ্যে ভাব-ভক্তির ক্রিয়া-মুদ্রা প্রদর্শন করেন, অথচ যাঁহারা কর্ম্মজ্ঞান যোগাদি মতকে ভক্তিরই ন্যায় অন্যতম মত বা পথ-বিশেষ মনে করেন, কিংবা যাঁহারা কৃষ্ণসেবার অনুকরণে স্বতন্ত্রভাবে দেবতান্তরের পূজা করেন অথবা কৃষ্ণভক্তি ও প্রেমের লক্ষণসমূহের কথা শুনিয়া ইতর-দেবতা-ভক্তির (?) মধ্যেও অনুকরণ করিয়া সেইগুলি প্রয়োগ (?) করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কোন রতির (?) লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐগুলি 'প্রতিবিম্ব রত্যাভাস' মাত্র, উহা শুদ্ধভক্তির লক্ষণ নহে—তাহা কৃষ্ণসেবা বা ভক্তি হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

কালীভক্তি প্রভৃতি করিয়া যাঁহারা মহাসিদ্ধ বা 'অহৈতুকপ্রেমভক্ত' বলিয়া অনভিজ্ঞ বিরাট্ গণমতের নিকট বহুমানিত ও পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই কেহ কেহ বলিয়াছেন,—"অদ্বৈতবাদ আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা, তাহা কর।" কেহ বা বলিয়াছেন,—"আমি চিনি হইতে চাহি না, আমি চিনি খাইতে চাহি।" অশ্বিনী বাবুর ভক্তিযোগের মতে, "যাহারা ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে নিষ্কাম-ভক্তি অজস্রধারে সুরধুনীর ন্যায় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে।" "অদ্বৈতবাদ আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর"—এই মূল নীতির অনুসরণ করিয়া নিষ্কামভক্তিযাজনের অভিনয় ভক্তিবিনাশের (?) একটি সাময়িক বা আগন্তুক অস্ত্র হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ যদ্দ্বারা সেব্য-সেবকের মধ্যে যাবতীয় বৈচিত্র্য তিরোহিত হয়, তাহাই যখন মূল উদ্দেশ্য হইল, তখন নিষ্কামভক্তির সাময়িক অভিনয় কি ভক্তির পাত্রের প্রতি ব্যঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল না? ভক্তিকে অন্তিমে চির বিনাশ করিবার জন্যই যেন সেখানে ভক্তির সাময়িক যাজন। ইহা কি আরও অধিকতর কপটতা নহে? এজন্য কোন বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন—ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা, শ্রবণ-কীর্ত্তন। কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥

তথাকথিত সমন্বয়বাদী বা মায়াবাদিগণ যে কৃষ্ণসেবা বা ভগবানের (?) কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন কিংবা তাঁহার নিকট নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তির প্রার্থনার অভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কৃষ্ণের সুখদায়ক না হইয়া কৃষ্ণের অঙ্গে যেন বজ্র নিক্ষেপ করে।

"আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না, কিছুই চাই না, আমি কেবল তোমার দেখা চাই"—ইহাও অহৈতুক ভক্তের কামনা নহে। শ্রীচৈতন্যদেব অহৈতুক ভক্তের কিরূপ প্রার্থনা, তাহা জানাইয়াছেন,—"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপর;"—কৃষ্ণের যদি ইচ্ছা হয়, তিনি আমাকে তাঁহার দাসী বলিয়া আলিঙ্গন করুন, না হয়, আমাকে দেখা না দিয়া যদি আমাকে মর্ম্মাহত করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। সেই লম্পটের যাহাতে সুখ হয়, তিনি তাহাই করুন। তিনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন।

"চিনি হইতে চাহি না, চিনি খাইতে ভালবসি"—এই জাতীয় উক্তির মধ্যেও সম্ভোগবাদের কথা রহিয়াছে। চিনি হইয়া যাওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়া বা ব্রহ্মের আসন গ্রহণ করা যেরূপ নিজের সম্ভোগ-চেষ্টা, তাহা না করিয়া চিনি ভোগকরা অর্থাৎ ব্রহ্মকে বা কৃষ্ণকে ভোগ করার চেষ্টাও অপর প্রকার সম্ভোগ-পিপাসা। কেহ অদ্বৈতবাদী হইয়া সম্ভোগ করিতে চাহেন; কেহ বা সম্ভোগের জন্য জড়দ্বৈতবাদী থাকিতে চাহেন। ঐরূপ দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ কোনটিতেই ভক্তির 'ভ' নাই, নিষ্কাম ভক্তি ত' দূরের কথা! যে কোন বদ্ধজীবের যাহাতে রুচি, যে-কোন বদ্ধজীবের যাহা কল্পনা, সেই কল্পনার বিশ্বাসের নামে যে ধর্ম্মান্ধতা এবং যাহাদিগের ধর্ম্ম-মত যে-কোন বাস্তবসত্যের বিরোধী, তাহাদের পক্ষে সেইরূপ ভাবে ভগবদুপলব্ধির (?) ছলনাই 'কৃষ্ণসেবা'—ইহা কিরূপ 'কৃষ্ণসেবা'? কোন ধর্ম্ম-মতে যদি গো-মাংস ভক্ষণই ভগবদুপলব্ধির (?) সহায়ক হয়, কোন ধর্ম্মমত-বিশেষে যদি জীবাত্মার অস্বীকারই তাহার পক্ষে ধর্ম্মসাধন হয়, তবে তাহাই কি তত্তদ্ধর্ম্মমতবাদীর পক্ষে 'কৃষ্ণসেবা' (?) হইবে? উহা কিরূপ কৃষ্ণের সেবা? শাস্ত্রে 'অসুর কৃষ্ণে'র নামও শুনিতে পাওয়া যায়। আত্মার অস্তিত্বই ঠিক,

না অনস্তিত্বই ঠিক, ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণই ঠিক, না গোমাংস-গ্রহণই ঠিক ? উভয়ই সত্য হইলে বাস্তব সত্য কোন্‌টি ? 'উভয়টিই স্ব স্ব অধিকারে বাস্তবসত্য'—সমন্বয়বাদীর এই কথা কি বাস্তব সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা নহে ? প্রচ্ছন্ন সামাজিক বা রাজনৈতিক একতা, ব্যবহারিক বিরোধ প্রভৃতি অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য ধর্ম্মবিশ্বাসের সমন্বয় করিবার ছলে সত্যে গোঁজামিল দেওয়াই কি 'কৃষ্ণসেবা' ? কৃষ্ণসেবার এইরূপ বাহ্য গোঁজামিলও নাই বা সংঘর্ষও নাই। সেখানে সকল আশ্রিত বস্তুই এক পরাৎপরতত্ত্বের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির স্বার্থে পরিচালিত, সেখানে 'বিরোধ' বলিয়া কিছুই নাই। ব্যবহারিক শিষ্টাচার বা দ্বন্দ্ব-রাহিত্য 'লৌকিক সভ্যতা' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ; কিন্তু তদ্দ্বারা কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন না ; উহা কৃষ্ণসেবা নহে, সামাজিক সম্ভোগময় প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা। "প্রভাতের অরুণ রবি, সূর্য্যাংশুস্নাত বসুন্ধরা, মহাসাগরের অম্বুরাশি" প্রভৃতি নয়নতৃপ্তিকর প্রাকৃতিক দৃশ্য-সম্ভোগকে 'ভগবৎপ্রেম' বলা যাইতে পারে না ; তাহা একপ্রকার প্রচ্ছন্ন আত্মভোগ বা প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিশুদ্ধতা-সম্ভোগের নামে প্রকৃতি-ভোগ-পিপাসা। যাঁহারা প্রকৃতিকে, বিশ্বকে বা কার্য্যকে সর্ব্বকারণ কারণ ভগবানের সহিত একাকার করিয়া প্রচ্ছন্ন চরম নাস্তিকতার পথে ধাবিত, যাঁহারা সবিশেষ লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে বিমুখ, তাঁহারাই ঐরূপ প্রকৃতি বা বিশ্বের উপাসনাকে 'ভগবদুপাসনা' বলিয়া থাকেন। বিশ্ব কিছু ভগবান্ নহেন ; কার্য্য কিছু কারণ নহেন ; প্রকৃতি কিছু প্রকৃতির অধীশ্বর নহেন ; মায়া কিছু মায়াধীশ নহেন।

ভক্তিশাস্ত্রে বিশ্বরূপের উপাসনাকেও ভক্তির মধ্যে স্থান দেওয়া হয় নাই। সেই গীতোক্ত বিশ্বরূপ কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ নহেন, তাহা প্রাকৃতরূপ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে—"সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদির সন্নিবেশ-দ্বারা বিরাট্ আকার প্রপঞ্চ কল্পিত হয়। নবীন উপাসকগণের মনঃস্থৈর্য্যের জন্যই ঐ বিরাট্ রূপের উপাসনার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল তাঁহার অঙ্গ নহে। বিশ্বরূপ-দর্শন অর্জ্জুনের অনভিপ্রেত বলিয়াই, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাইয়া নিজ-দ্বিভুজ-সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করাইলে অর্জ্জুন প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ জানাইলেন যে, তাঁহার সেই সচ্চিদানন্দ নরাকৃতি-স্বরূপই তাঁহার নিজ-রূপ। অনন্যা ভক্তির দ্বারাই ভগবানের সেই নিজস্ব রূপ জ্ঞাত ও পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে। অতএব প্রাকৃতিক ভোগ্যদৃশ্য-সম্ভোগকে, অধিক কি, বিরাটরূপ দর্শনে চিত্ত-নিয়োগকেও 'শ্রীকৃষ্ণসেবা' বলা যাইতে পারে না। অশ্বিনী বাবুর 'ভক্তিযোগে' লিখিত হইয়াছে,—"প্রকৃতির মধ্যে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চিন্তা, লীলাকীর্ত্তন প্রভৃতি করাই কৃষ্ণসেবা।" ভাগবত-শাস্ত্রে এইরূপ বিচারকে অভক্তিযোগের চরম বলিয়াছেন। প্রকৃতির মধ্যে যাহা উপলব্ধি হয়, তাহা প্রাকৃত—প্রাকৃতের চিন্তা, ধ্যান প্রভৃতিও প্রাকৃত। প্রাকৃত বস্তুর লীলা নাই, তাঁহার অনিত্য ক্রিয়া মাত্র দৃষ্ট হয়। মনের দ্বারাই প্রাকৃতবস্তুর চিন্তা ও ভাবনা হইতে পারে ; কিন্তু কৃষ্ণভক্তি জড়মনের কার্য্য নহে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণে ভক্তিযোগের কথা বলিতে গিয়াই প্রতিপদে 'অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত' শব্দের প্রয়োগ বহির্ম্মুখ-প্রাকৃত সাহজিক বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়াছেন। ভক্তি-যোগের স্বরূপ ভাগবতে—"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি ॥ (ভাঃ ১।২।৬)।

যাহা অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য, তাহা ভগবান্ নহে, আর অক্ষজবস্তুর সম্ভোগও ভক্তি নহে। প্রকৃতির নির্জ্জনতা-সম্ভোগ, প্রাকৃতিক সুষমা-সম্ভোগ বা প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য-ভোগ-পিপাসা ধর্ম্ম-প্রবণতা-ছলনার মনোহর অবগুণ্ঠনে সজ্জিত হইয়া অনাদিবহির্ম্মুখ জীবকে বঞ্চনা ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়। বেদে যে বহু দেবতার উপাসনার কথা আছে, তাহা ভগবদ্ভক্তি নহে। ধর্ম্মের আদিম অবস্থায় ও নবীন উপাসকগণের জন্য ঐরূপ একটি অধিকার আছে সত্য, কিন্তু "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—এই ঋক্ মন্ত্রে একমাত্র পরমপদ অধোক্ষজ বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য দিব্যসূরিগণের নির্ম্মল আত্মার যে লালসা, তাহাই ভক্তি। যখন উপাস্যবস্তুর ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা তাঁহার মাধুর্য্য আত্মাকে অধিকতর আকর্ষণ করে, তখনই তাহা কৃষ্ণসেবা। গৌঃ ১৩।৭৬৬-৭৭২।

প্রেমরস আস্বাদন ও সিদ্ধান্ত বিচার—আচার্য্যের আদর্শ ও স্বভজনানুশীলনের আদর্শের মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আচার্য্য-লীলার আদর্শ অনুসরণ করিয়া যাঁহারা জগজ্জীবের মঙ্গল সাধন করিবেন, তাঁহারা যদি নাস্তিক, মায়াবাদী, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, কুযোগী, অভক্ত ও পাষণ্ড-সম্প্রদায়ের নিকট কেবল প্রেমের ক্রিয়ামুদ্রা প্রদর্শন করেন, বা স্বভজন-বিতরণের ছলনা দেখান, তাহা মর্কটের নিকট গজমুক্তা-বিতরণের ন্যায় ছলনা ও নিষ্ফল হইবে। কামুক সম্প্রদায় প্রেমের বার্ত্তা কি প্রকারে বুঝিবে? এজন্য শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-লীলায় প্রেমপ্রচারণ ও পাষণ্ডদলন-রূপ—উভয় লীলাই যুগপৎ দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যদেব কেবল যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রয়াসী দাম্ভিকগণের মতবাদ-নিরসনের জন্যই দার্শনিক বিচারে প্রবেশ করিতেন, অন্য সময় দার্শনিক বিচারের প্রতি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ ছিলেন, তাঁহার লীলা ও শিক্ষার মধ্যে কিন্তু ইহা পাওয়া যায় না। তিনি প্রয়াগে ও কাশীতে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-শিক্ষায় নানা-প্রকার দার্শনিক বিচারের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্ট মতবাদ নিরসনের জন্য নহে। যে-সকল দার্শনিক বিচার বেদান্ত-দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং মৌষললীলা ও মহিষীহরণ লীলার মায়িকত্ব এবং মায়াবাদের বিরুদ্ধে, ফল্গু-বৈরাগ্য, অন্যাভিলাষি-কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগী-ব্রতীর নানা চেষ্টা, স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তরূপ অসৎসঙ্গদ্বয়ের প্রতিপক্ষে বহু বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন-শিক্ষা শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা ও জীবনীর যে মেরুদণ্ড, তাহা দার্শনিকবিচারের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাতে যাবতীয় অসম্মত-নিরসনের সাক্ষ্যই পাওয়া যায়। রায় রামানন্দের সহিত আলোচনা-কালে মহাপ্রভু রসতত্ত্বের সঙ্গে দার্শনিক আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলেন। যাঁহারা রস বা প্রেমকে সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত ও বিচার হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের সেই কল্পিত রস বা প্রেমের আদর্শ প্রাকৃত কাম বা সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কুরস ও বিরস মাত্র। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির লেখনীতে সর্ব্বত্রই প্রচুর দার্শনিক বিচার ও যাবতীয় অসম্মত-বাদসমূহ নিরসনের আদর্শ দেখা যায়। সর্ব্বত্রই শ্রীচৈতন্যের সেই অপ্রাকৃত প্রেমের সুদার্শনিক ও সুবৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেম মাটিয়া জিনিষ নহে, মাটির সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহা 'কাম' শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম কেবল বঙ্গদেশের জন্য নহে, তাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভক্তি বা প্রেম দেহের বা মনের ধর্ম্মও নহে, উহা নির্ম্মল পরিস্ফুট আত্মার নিত্যধর্ম্ম।

মঠাদি স্থাপন প্রথা—শ্রীচৈতন্যদেব আচার্য্যমাত্র ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার ব্যক্তিগতভাবে আচার্য্যের কার্য্য মঠাদি স্থাপন করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু তাঁহার আদেশে তাঁহার অনুগত যে-সকল মহাপুরুষ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা লোক-কল্যাণের জন্য মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছেন। পুরীতে শ্রীসাতাসনমঠ, শ্রীরাধাকান্তমঠ, শ্রীজীব গোস্বামীর নাগামঠ, শ্রীসিদ্ধিবকুলমঠ, শ্রীগঙ্গামাতামঠ, শ্রীটোটাগোপীনাথের মন্দির প্রভৃতি এবং ব্রজমণ্ডলে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদনমোহনের মন্দির, শ্রীজীবপ্রভুর শ্রীরাধাদামোদরের মন্দির, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর শ্রীরাধারমণের মন্দির; শ্রীগৌড়মণ্ডলে খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের মন্দির, শ্রীপাট খেতুরীতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত; শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ—এই ছয় বিগ্রহ; গোপীবল্লভপুরে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের মন্দির প্রভৃতি এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও সমসাময়িককালে শ্রীধাম-মায়াপুরে বৈষ্ণবগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীঅদ্বৈত-সভা, মথুরায় গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীব্রজধামপ্রচারিণী-সভা'; শ্রীসনাতন-শ্রীরূপের 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা'; শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'নামহট্ট' প্রভৃতি অসংখ্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-প্রচার-প্রতিষ্ঠান বিরাজিত ছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-প্রসঙ্গে—"এক 'মঠ' করি' তাহা করহ স্থাপন।" (চৈঃ চঃ মঃ ৪।৩৮)॥ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে দ্বাদশ-আদিত্য-টিলায় পুরাতন এক মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থানের জন্য স্থান-নির্ব্বাচন ও তাহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। "দ্বাদশ-আদিত্যটিলায় এক 'মঠ' পাইলা।" (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৭০)॥ বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও ইতিহাসে 'মঠ' শব্দটির প্রচুর প্রয়োগ আছে। মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-স্থান ও লীলাক্ষেত্র পাজকা ও উড়ুপীতে শ্রীনর্ত্তন-গোপালের মন্দির, শ্রীঅনন্তেশ্বর ও শ্রীচন্দ্রমৌলীশ্বরের মন্দির, তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণমন্দির; শ্রীকৃষ্ণাপুরমঠ ও শীরুর মঠ, পূর্ব্বে কাণূরুমঠ, দক্ষিণে সোদে মঠ, পুত্তিগে মঠ ও আদমার মঠ; পশ্চিমে পেজাবর মঠ ও উত্তরাদিমঠ, পলমার মঠ, রাঘবেন্দ্র মঠ, ও আর্কট মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের আবাসস্থান বা শ্রীমন্দিরই 'মঠ'। ভগবদ্ভক্তগণ তথায় অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ও অনুশীলন করেন। তাহাতে সকল প্রকার লোকের মহা-মঙ্গল অনুষ্ঠিত হয় এবং হরিকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন।

অর্থের সদ্ব্যবহার—অজ্ঞ-সম্প্রদায় বলেন—"যে গুরু শিষ্যের বিত্ত হরিসেবায় নিযুক্ত না করিয়া তাহাকে শান্তিতে থাকিয়া ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু।" কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব ঐরূপ জিবহিংসা হইতে বহু দূরে ছিলেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বিদ্যা ও বাক্যকে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি কোন দৈহিক বা মানসিক পরোপকারের কথা বলেন নাই, একমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে, কৃষ্ণসেবায় সকলকে আহ্বান করিয়া 'জীবে দয়া' বা পরোপকারের শ্রেষ্ঠ আদর্শে সকলকে ব্রতী হইতে বলিয়াছেন,—'ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥ এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরনং সদা" ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১-৪২)। "যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।

আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ প্রতাপরুদ্রকে বিষয়িজ্ঞানে প্রথমতঃ দর্শন দান করেন নাই। কিন্তু প্রতাপরুদ্র যখন তাঁহার সমস্ত বিষয় বৈষ্ণব-সেবায় ও হরিকীর্ত্তন-প্রচারে নিযুক্ত করিলেন, তখন তাঁহাকে দর্শন দান ও কৃপা বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রতাপরুদ্র শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকসূত্রে বিষ্ণুর সেবা করিতেন; কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা এবং হরিকীর্ত্তন প্রচারের সেবা ব্যতীত বিষয় কেবল বিষ্ণুর অর্চ্চনে নিযুক্ত হইলেও উহার কুবিষয়ত্ব নিঃসংশয়িতরূপে বিদূরিত হয় না,—ইহা জানাইবার জন্যই মহাপ্রভু তাঁহার নিজ ভক্তগণের প্রতি প্রতাপরুদ্র প্রচুর সেবা-বৃত্তি প্রদর্শন না করা প্রর্য্যন্ত তাঁহাকে দর্শন দান করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছায়ই রাজা পরবর্ত্তিকালে উড়িষ্যাপ্রদেশের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের বাণী-প্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ প্রতাপরুদ্রের গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি যাহাতে নিশ্চিন্তভাবে মহাপ্রভুর সেবা করিতে পারেন তজ্জন্য পূর্ব্ব বেতন ও সর্ব্ব-বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজার সমস্ত বিত্ত গৌর ও গৌরভক্তের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আসিলে রাজা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সেবা করিতেন। কাশীমিশ্রের ঘরে মহাপ্রভুর অবস্থানকালে তাঁহার ও তাঁহার সেবকগণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করিতেন। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ গোস্বামী আচার্য্যগণ তাঁহাদের শিষ্য বা অনুগত ব্যক্তিগণের অর্থ-বিত্তাদি মঠ-মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া কেবল তাঁহাদের ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রের সেবায় নিয়োগ করিবার আদর্শ প্রদর্শনের দ্বারা শিষ্যগণের প্রতি হিংসা বিধান পূর্ব্বক কোন দিন তাঁহাদের অমঙ্গল করেন নাই। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু নিজ-শিষ্যকে আদেশ করিয়া গোবিন্দের মন্দির, বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি স্বর্ণভূষণ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরকে, শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভু নিজ-শিষ্য বৈদ্যনাথভঞ্জদেওকে আদেশ করিয়া শ্রচৈতন্য-বাণী-প্রচার, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করাইয়াছিলেন।

বিষয়ীর কুবিষয়ের জাঁকজমক ও অর্থকে হরিসেবা বা হরিকথা প্রচারের ঐশ্বর্য্য ও অর্থের সহিত সমান মনে করিতে হইবে না। অর্থ, বিত্ত, আড়ম্বর বা ঐশ্বর্য্যগুলি যিনি একমাত্র মালিক ও জগতের সমস্তই যাঁহার ভোগের বস্তু, তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া কুবিষয়ীর কুকার্য্যের জন্যই ব্যয়িত হইবে? এই গুলির কি কোন সদ্ব্যবহার হইবে না? ইহা কি কেবল সাধুগণের (?) দ্বারা কাকবিষ্ঠার ন্যায় বিবেচিত হইয়া ভোগিকুলের ভোগবর্দ্ধন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধ্বংস বা নরকের পথের যাত্রী করিবে? আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবদানগুলি কেবল ভোগীর বিলাসিতাই বর্দ্ধন করিয়া তাঁহাদিগকে যম-সদনে প্রেরণ করিবে? বৈদ্যুতিক আলোক কি কেবল বারবনিতার গৃহে, রঙ্গালয়ে, ইন্দ্রিয়তর্পণপর চলচ্চিত্রে বা জাগতিক নীতি ও পরার্থিতার নামে যে সকল প্রচ্ছন্ন-ভোগযজ্ঞাগ্নি জ্বলিতেছে, তাহারই পরিচর্য্যা করিবে? দেবতার মন্দিরে, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে, হরিকীর্ত্তনের সহায়তার জন্য কি তাহার সদ্ব্যবহার হইবে না? মোটরযান, এরোপ্লেন, ইলেকট্রিক ট্রেণ প্রভৃতি কি কেবল ভোগীর মলমূত্র ও মাংসপিণ্ড উৎপাদানকারী ত্যাজ্য কুৎসিত বোঝা বহন করিয়াই—তাহাদিগের বিলাসিতাবর্দ্ধন করিয়াই ভোগী মানবকুলকে ধ্বংসের যূপকাষ্ঠের

নিকট পৌঁছাইয়া দিবে? তাহাদেরও মঙ্গলের জন্য কি ঐসকল যান-বাহন শুদ্ধহরিকথা-কীর্ত্তন-প্রচার-কারিগণের রথস্বরূপ হইয়া—শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের আনুকূল্য করিয়া ভুবনমঙ্গল বিধান করিবে না? রামানুজ-সম্প্রদায়ের দ্বাদশ দিব্যসুরির অন্যতম তিরুমঙ্গই আল্‌বর শ্রীরঙ্গনাথের প্রাকার নির্ম্মাণের জন্য চারিটি শিষ্যের সংযোগে হরিসেবাবিমুখ ধনশালী ব্যক্তিগণের সমস্ত বিত্তকে লুণ্ঠন করিয়াও কিরূপে তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন, তাহা 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। কাবেরীর উত্তর-শাখার কোল্লিড়ম্ (Coleron) নামক স্থান আজ কি জন্য বিখ্যাত?

কোন বিধর্ম্মী সম্রাট্ তাঁহার দিল্লীর রাজপ্রাসাদের চূড়া হইতেও শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরের চূড়া উচ্চও জাঁকজমকযুক্ত দেখিয়া ঈর্ষাবশে তাহা ভাঙ্গিয়া (?) দিয়াছিলেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের মঠ-মন্দির বা হরিকীর্ত্তনস্থলীর জাঁকজমক ভোগীর ভোগাগার গৃহের ন্যায় মনে করা বিষ্ণুকে অচেতন-বস্তু ও বিষ্ণুর প্রাতিভু চেতন বৈষ্ণবকে ভোগীর ভোগের প্রতিযোগী মনে করা ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের কোন অধিবাসী, বিশেষতঃ সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর নিকট হইতে কিছুতেই আশা করা যায় না। গৌঃ ১৩।৭৭৫-৭৭৭।

মহাভাগবতের ব্যাধি—মহাভাগবতগণ কর্ম্মফলবাধ্য জীব নহেন। তাঁহারা ভুবনমঙ্গলের জন্য জগতে বিচরণ ও অবস্থান করেন। তাঁহাদের যে অসুস্থ্যতার অভিনয় প্রদর্শন, তাহা ত্রিতাপ-ভোগের অন্যতম নহে। তাঁহারা অত্যন্ত বিমুখ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়া বিপ্রলম্ভময় ভজনের আদর্শ প্রদর্শন করেন এবং সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবা-সুযোগ-দান ও জাগতিক ক্লেশের মধ্যেও হরিসেবার উদ্দেশ্যে তীব্র চেষ্টা ও উৎসাহ প্রদর্শনের শিক্ষার প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকেন। যেমন প্রেমকল্পতরুর মধ্যমূল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ মহাভাগবতকুলশিরোমণি শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অসুস্থাভিনয়ে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সেবাবৃত্তিই সম্প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু গুরু ও ভগবানের চরণে অপরাধের আদর্শ প্রদর্শনকারী রামচন্দ্র পুরীর তাহাতে অন্যরূপ বুদ্ধির উদয় হইল। তিনি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিপ্রলম্ভ বিলাপ ও ক্রন্দন শুনিয়া বিচার করিয়াছিলেন—"ব্রহ্মবিদ্ গুরুদেব কেনই বা ক্রন্দন করিবেন? হয়ত' রোগের যন্ত্রণায়ই বা সাধারণ-দেহাসক্ত জীবের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন!"

রামচন্দ্রপুরী স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় জিহ্বালম্পট মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরপুরীর সেই প্রকার বুদ্ধি হয় নাই, ইহাই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যত্রুব রামচন্দ্র-পুরীর সহিত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর প্রকৃত বিশ্রস্ত শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীর বৈশিষ্ট্য। "ঈশ্বরপুরী ক'রে শ্রীপাদ সেবন। স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন॥ নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥ তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন। বর দিলা,—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন।' সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'। রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্ব নিন্দাকর॥ মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের 'সাক্ষী' দুইজনে। এই দুইদ্বারে শিখাইল জগজনে॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৮।২৬-৩০)॥"

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষানুসরণ করিয়া ইহাই জানাইয়াছিলেন যে, মহাভাগবতগণ যে অসুস্থাভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবগণের কর্ম্মফল ভোগ বা দেহেতে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুতি নহে। পূর্ণভাবে ভগবদনুশীলন করিয়াও তাঁহারা বিচার করেন,—আমরা

ভগবৎসেবা করিতে পারিলাম না।"—"মথুরা না পাইনু বলি' করেন ক্রন্দন।" কৃষ্ণের পূর্ণতম ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তাঁহাদের যে এইরূপ উৎকট ও তীব্র লালসা, তাহাই ভজন-পরাকাষ্ঠা বা বিপ্রলম্ভ। যথা—"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ—সেই পারনন্দ সুখ॥ বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে। বিদ্যা-কুল-ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪০-৪১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্বর-রোগাভিনয়, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুরসা রোগের অভিনয়, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর জরাতুর হইবার অভিনয় প্রভৃতিকে যে-সকল আধ্যক্ষিক ব্যক্তি প্রত্যক্ষের বঞ্চনায় বিতাড়িত হইয়া কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের প্রাক্তন ভোগসদৃশ মনে করে, তাহারা দুর্ভাগ্য ও বঞ্চিত। জীব রোগশোকের মধ্যে জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভগবৎসেবায় অধিকতর তীব্রভাবে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্যই মহাপুরুষগণ ঐরূপ অভিনয় করিয়া থাকেন। ভগবানের নিজ-জনগণ যদি নীচকুলে ও নানা বিপদ্-আপদ, ক্লেশ-সঙ্কট, রোগ-শোকের মধ্যে অবস্থিত হইবার লীলা দেখাইয়াও হরিসেবার জন্য তীব্র চেষ্টা প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে এই ত্রিতাপের কারাগারে পতিত কয়েদী বিমুখ জীবসমূহ কিছুতেই নিজের মঙ্গলের প্রতি উন্মুখ হইত না। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২৮।২৫ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—"আমার স্বরূপ যাঁহার নিকট সুব্যক্ত হইয়াছে, এইরূপ মুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল সমাহিতই হউক, আর বিক্ষিপ্তই হউক, তাহাতে তাঁহার গুণ দোষ আর কি হইবে? যেমন মেঘ উপস্থিতই হউক, আর বিগতই হউক, তাহাতে সূর্য্যের কিছুই হয় না, তদ্রূপ মুক্ত মহাভাগবতের ইন্দ্রিয়সকল বাহ্য দৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা তাহারা অভিভূত হন না। অজ্ঞ লোক সূর্য্যকে মেঘের দ্বারা আবৃতপ্রায় দেখিয়া মনে করে, সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে; তাহাদের চক্ষুই মেঘের দ্বারা আবৃত হইয়াছে। স্বপ্রকাশ সূর্য্য নিরন্তরই নির্ম্মল আছেন। মুক্তপুরুষগণের ইন্দ্রিয় বিক্ষিপ্ত হয় নাই। অজ্ঞ লোকই বিক্ষিপ্ত-ইন্দ্রিয় হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবাপরায়ণ মুক্তপুরুষগণকে রোগ-শোকাদিতে আচ্ছন্ন ও ক্লিষ্ট মনে করে। যদি দুর্ব্বুদ্ধিবশে কেহ মনে করে, যখন মহাভাগবত বস্তুতঃ রোগশোকাদি দ্বারা ক্লিষ্ট নহেন, তখন তাঁহাদিগকে সেবা শুশ্রূষা করিবার আবশ্যক কি? কারণ ক্লিষ্ট ও আর্ত্তের জন্যই সেবার প্রয়োজনীয়তা। যিনি বস্তুতঃ ক্লিষ্ট নহেন, তাঁহার শুশ্রূষার কি প্রয়োজন? এই প্রকার বিচার রামচন্দ্রপুরীর দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ নিজ গুরুদেবকে রোগশোকাদিতে অনাসক্ত বিপ্রলম্ভ ভজন-তৎপর জানিয়াও স্বহস্তে শ্রীগুরুদেবের মল-মূত্রাদি মার্জ্জন করিয়াছিলেন; কারণ, শ্রীমদ্ ঈশ্বরপুরী-পাদ লোক-শিক্ষার জন্য জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীগুরুদেব রোগের অভিনয় করিয়া বর্ত্তমানে শিষ্যকে যে সেবার সুযোগ দিতেছেন, সেই সুযোগ বরণ না করিলে শিষ্যের পক্ষে সর্ব্বনিরপেক্ষ মহাভাগবতের সেবা করিবার আর অন্য সুযোগ নাই। দেহাসক্ত জীবের জন্য শ্রীঅর্চ্চাবতার পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞ-প্রায়, সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও অশক্তিপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বামিপ্রায় রূপ প্রদর্শন করেন। সেই রূপ প্রদর্শন না করিলে দেহাসক্ত জীবের সেবানুষ্ঠানের সুযোগ হয় না। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণও জগতের সর্ব্ববিধ অপেক্ষা-রহিত হইয়া,

ত্রিগুণের সর্ব্ববিধ বিক্রমের বন্ধন হইতে পরমমুক্ত থাকিয়া সেবোন্মুখ জীবের সেবানুশীলনের সুযোগ দানের জন্য ঐরূপ রোগিপ্রায়, সাপেক্ষ প্রায় রূপ-প্রদর্শন করেন, ইহাই তাঁহাদের জগতের প্রতি করুণার নিদর্শন। জগতের বদ্ধজীবের অনর্থগ্রস্ত আর্ত্তের শুশ্রূষায় বৃথাশ্রম না করিয়া যাহাতে মহাভাগবতগণের শুশ্রূষার সুযোগ পাইয়া জীব ফলাকাঙ্ক্ষী বা ফলত্যাগের বিচার হইতে মুক্ত হন, তজ্জন্যই মহাভাগবতগণ ঐরূপ সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। মহাভাগবতগণের শুশ্রূষা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের দ্বারাই জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। এইজন্য শ্রীল রূপ প্রভু শ্রীউপদেশামৃতে—"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্। শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দাদিশূন্য হৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥" অর্থাৎ "যাঁহার মুখে এক কৃষ্ণনাম, তাঁহাকে মধ্যম অধিকারী ব্যক্তি স্বসম্পর্ক-বোধে মনে মনে আদর করিবেন। যদি কনিষ্ঠাধিকারী দীক্ষিত হন এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তবে তাঁহাকে প্রণামাদি দ্বারা আদর করিবেন, আর যিনি কৃষ্ণ-ভিন্ন অন্য প্রতীতিরহিত হওয়ায় নিন্দাদিভাবশূন্য, যিনি ভজনবিজ্ঞ, সেইরূপ মহাভাগবতকে সজাতীয়-আশয়ে স্নিগ্ধগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সঙ্গ জানিয়া শুশ্রূষা-দ্বারা আদর করিবেন। কিন্তু ঐরূপ ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক বা দেহগত কোন প্রকার দোষ প্রাকৃত-দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া যদি অবজ্ঞা করা যায়, তবে বৈষ্ণব-সেবা লাভ হইবে না। তাহাই শ্রীউপদেশামৃতে—"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদ্‌ফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥ এই প্রপঞ্চে অবস্থিত অনুক্ষণ হরিসেবাপরায়ণ ভগবদ্ভক্তের স্বভাব-জনিত দোষ এবং দেহ দোষসমূহের দ্বারা তাঁহাকে প্রাকৃত দর্শনে দেখিবে না। যেরূপ গঙ্গাজলে বুদ্‌বুদ্‌ফেনপঙ্ক প্রকৃতি মিলিত হইলেও গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবত্বধর্ম্ম নষ্ট হয় না, তদ্রূপ অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ভগবদ্ভক্তে বাহ্য দৃষ্টিতে শারীরিক ব্যাধি বা জরাদি-জনিত কুদর্শন, নীচবর্ণ, কর্কশতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেও তিনি কখনও প্রাকৃত বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহেন।

মহাভাগবত বা মুক্ত পুরুষের যাবতীয় চেষ্টাই কৃষ্ণসেবাপর। তিনি ভোগ বা ত্যাগ-বুদ্ধি-দ্বারা চালিত হইয়া কোন কর্ম্ম করেন না। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনের কথায় কেহ যদি "মহাভাগবতের ঐরূপ চেষ্টা কেন থাকিবে" বিচার করেন, তদুত্তরে ভাঃ ১১।২৮।৩০-৩১ শ্লোকে—প্রাণিসকল কোন সংস্কার-দ্বারা প্রেরিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্ম করে এবং বিকৃত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি বন্ধমোক্ষবিদ্ মুক্তপুরুষ, তিনি শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও ভগবৎসেবানুকূল সুখানুভব-দ্বারা তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত হন এবং কখনও কর্ম্মদ্বারা সংসার-গতি প্রাপ্ত হন না। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় অধিষ্ঠিত, তিনি স্থিতিই করুন আর উপবেশনই করুন, গমনই করুন আর শয়নই করুন, প্রস্রাবই করুন আর অন্নভোজনই করুন কিম্বা অন্য কোন স্বাভাবিক কার্য্যই করুন, কোন সময়েই দেহেতে আসক্ত হন না। গৌঃ ১২।৬৯৯-৭০১।

নাম-মন্ত্র-স্বরূপ অভেদ—'শ্রীবিগ্রহ'বলিতে নিত্য ভগবৎ-স্বরূপ বুঝাইলেও সাধারণতঃ প্রপঞ্চে অর্চ্চা বিগ্রহকে লক্ষ্য করে। ভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবকে কৃপা করিবার জন্য অর্চ্চা-বিগ্রহে তাঁহাদের নিকট

প্রকাশিত হইয়া সেবা গ্রহণ করেন। তাঁহার নিত্য-বিগ্রহ পঞ্চ প্রকার যথা,—পরতত্ত্ব (স্বয়ংভগবান্), ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ), বিভব (মৎস্য-কূর্ম্মাদি-অংশ অবতারগণ), অন্তর্য্যামী (উপাসকে হৃদয়ে অবস্থিত তদীয় উপাস্য বস্তু) ও অর্চ্চাবতার (অর্চ্চনীয় বিগ্রহ)। এই পঞ্চ শ্রীমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দময় ও অভিন্ন। পূজাবর্জ্জিত বা অপ্রতিষ্ঠিত এবং স্মার্ত্তদেবলাদি মায়াদিগণের দ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে পূজিত প্রতিমূর্ত্তিতে ভগবদুপলব্ধির অভাববশতঃ উহা মায়িক বা অচিদধিষ্ঠান পুত্তলিকা মাত্র, ভগবদ্ভক্তের উপাস্য শ্রীবিগ্রহ নহেন। যথা, হঃ ভঃ বিঃ ১৯শ বিলাস ৩০১ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ বচন।

—"খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে মানবিবর্জ্জিতে। যাগহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিতে দুষ্টভূমিষু॥

অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিতস্পর্শদূষিতে। দশস্বেতেষু নোচক্রুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ॥"

শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধি তদধিকারীদের জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৯শ বিলাসে লিপিবদ্ধ আছে। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিধানের তাৎপর্য্য এই যে—অন্তর্য্যামী ভগবান্ উদাসীন-ভাবে সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; সেবাবৃত্তির উদয়ে সেবাপর চক্ষে জীব ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন; ঐ সেবাপর বৃত্তিকে জাগরিত করিতে হইলে হৃদয়মন্দিরে নিত্য সেব্য-বস্তুর প্রাকট্য সাধনের প্রয়োজন হয়; তাহারই প্রারম্ভস্বরূপ বহির্জ্জগতে শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা। শাস্ত্র বলেন, শ্রীঅর্চ্চাবতার প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, অর্থাৎ জগৎ জড়চেষ্টাপরতা হইতে ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হয়। যথা, ভাঃ১১।২৭।১৩—"চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।" ইহার চক্রবর্ত্তী টীকা—প্রকৃষ্টরূপে অবস্থিতির নামই 'প্রতিষ্ঠা'। আর জীবমন্দির, বলিতে—সর্ব্বজীবের আশ্রয়-স্বরূপ শ্রীভগবান্। সুতরাং 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' বলিতে সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ ভগবান্‌কে হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন করা বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীবিগ্রহে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা নাই। তথাপি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে জড়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণের ভোগময়ীবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' শব্দের অর্থতাৎপর্য্য এইরূপ উপলব্ধ হইলে, তাহাতে দেহ-দেহী-ভেদ-জ্ঞান হয় কি না—এইরূপ প্রশ্নোদয়ের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীবিগ্রহের অঙ্গহানি হইলে জলে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা (হঃ ভঃ বিঃ ১৯।২৯।২৯২-৫) উহা অর্চ্চাবতারের অসুর-বিমোহন ও ভক্তার্ত্তি বর্দ্ধন-লীলা মাত্র। ঐ বিধি স্মার্ত্তগণের আবাহন-বিসর্জ্জন বা ভাঙ্গাগড়া নহে। উদাহরণ স্বরূপ যথা—ভগবানের ভয়, ক্লেশ, নিদ্রা, প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার দোষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু ভাগবতে স্বয়ংভগবানের কংসাদি-জনিত ভয়, গোচারণাদি-লীলায় পরিশ্রম, তজ্জনিত নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ভগবানের ঐগুলি না থাকিলেও ভক্তগণের সেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষের নিমিত্তই তিনি ঐগুলি স্বীকার করেন। তাহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিতে হইবে না।

চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতির চরিত্র—চণ্ডীদাস ও রামী, বিদ্যাপতি ও লছিমাদেবী-সংক্রান্ত নানা প্রকার ঘৃণিত কথা নীচ-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রচারিত কিম্বদন্তী মাত্র। উহা দ্বারা স্ত্রীসঙ্গিগণ নিজ-নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে ঐ অপবাদগুলি ভক্তরাজ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির স্কন্ধে চাপাইয়া নিজ-নিজ ভোগ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার সুযোগ করিয়া লইতেছে। সহজিয়াদের অস্পৃশ্য জাল পুঁথি গুলিতেই পরবর্ত্তী-

কালে ঐ সকল বিষয় স্থান পাইয়াছে। "বৈ-দিগদর্শনী" নামক একখানা অসংখ্য ভ্রমপরিপূর্ণ সহজিয়াবাদ-প্রচারকারিণী বৈষ্ণববিদ্বেষিণী নবীনা পুস্তিকায় এই সকল কথা স্থান পাইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—যাঁহার একমাত্র শিক্ষা—'অসৎসঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥" চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪; যিনি কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাস বর্জ্জন-লীলা দ্বারা কীর্তনকারী মহাজনদের চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা জীবন্তভাবে জগতে প্রচার করিলেন; যাঁহার ভক্তগণ—"স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে॥" (চৈঃ চঃ অঃ ২।১৪৪)। ও যাঁহার প্রিয়স্বরূপ, রসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীল রূপ-গোস্বামী—"যখন হইতে আমার মন নবনব রসের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, অহো, তখন হইতেই নারীসঙ্গম স্মরণ করিলেও আমার মুখবিকৃতি ও থুৎকার প্রবৃত্তি হয়। (ভঃ রঃ সিঃ দঃ লঃ ৫।৩৯)—এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন;—সেই লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর এবং আচার্য্য স্বরূপ, রূপ, যে মহাজনবর চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির অপ্রাকৃত রসপদাবলীকে নিত্য কণ্ঠহাররূপে ধারণ করিয়াছেন, সেই চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির চরিত্রে যে কোন প্রকার অপবাদের অবকাশ থাকিতে পারে না, তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর কি থাকিতে পারে? ঘৃণিত কামুকগণ নিজ-চরিতানুরূপ মহাজনের চরিত্র কলুষিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং নিজ নিজ দুর্ব্বলতা-জনিত পাপ পোষণ করিবার ছলনায় জাল পুঁথি রচনা করিয়া এবং তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবার তাদৃশ নীতি-বর্জ্জিত অশিক্ষিত সমাজের রিরংসার ইন্ধন যোগাইয়াছে মাত্র। গৌঃ ৫।৬৩।

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের ব্যবস্থা কাহার?—বৈষ্ণবগণ পরমহংস, তাঁহারা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতী নহেন। তথাপি মানবধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া জগজ্জীবকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আপনাকে বর্ণাশ্রমান্তর্গত বলিয়া পরিচয় দেন মাত্র। তাঁহারা কোন অবস্থাতে ভোগী বা ত্যাগী নহেন, কিন্তু নিরন্তর হরিসেবায় ব্যাপৃত। তাঁহারা গৃহব্রতগণের ন্যায় ভোগী বা ফল্গু-বৈরাগীর ন্যায় ত্যাগী নহেন। শ্রীল মধ্বমুনিকৃত 'তত্ত্বমুক্তাবলী' ১০৬-১০৭ শ্লোকে—বৈরাগ্য ও ভোগ দুই তত্ত্বই উদাসীন-ভাবে ভক্তি-যোগ-তত্ত্বে অবস্থিত। জগতের যে কোন বস্তুকে মহাপ্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করা যায়, তাহা ভোগ মধ্যে পরিগণিত হয় না। অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত বিষয় গ্রহণকে ভোগ বলে। অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়-গ্রহণ-রূপ বিরাগকে পরমার্থতা বলে। গৃহব্রত-ভোগীর সহিত গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পার্থক্য এই যে—গৃহব্রত ভোগী কনককামিনীকে নিজ ভোগের উপকরণ জানিয়া তাহাদের সেবা করিয়া থাকে। কিন্তু গৃহস্থ-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত-দর্শনে উহা কার্ষ্ণ্য বা কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া নিজ ভোগে না লাগাইয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। যথা—'তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব। কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব॥" আবার মায়াবাদী ফল্গু-ত্যাগীর সহিত বৈষ্ণব-যতীর পার্থক্য এই যে,—ফল্গু-বৈরাগী বা শুষ্কত্যাগী কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুকেও জড়-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে 'বৈরাগী' বা 'ত্যাগী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, অর্থাৎ শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নামভজন, মহাপ্রসাদ বা কৃষ্ণসেবার অনুকূল বস্তুর গ্রহণকেও নিজ উদ্দিষ্ট লাভের প্রতিকূল জানিয়া দূরে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বৈষ্ণব ঐগুলিকে প্রাকৃত জড়বস্তু না জানিয়া কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ্য অর্থাৎ বিষয়জাতীয় সেব্য বা

আশ্রয়-জাতীয় সেব্যজ্ঞানে তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকেন। যথা ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১২৬ শ্লোকে—"প্রাপঞ্চিকতয়াবুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গুকথ্যতে ॥" "শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল, বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥" বৈষ্ণব যে কোন আশ্রমেই থাকুন না কেন, সকল অবস্থাতেই তিনি কৃষ্ণসেবার অনুকূল যথাযোগ্য-বিষয়ের গ্রহণ এবং কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল যাবতীয় বিষয় ত্যাগ করিয়া থাকেন। গৌঃ ৫।১৪৯।

গৃহীর রস-সাধন ও গুরুকরণ প্রণালী—পঞ্চবিধ রসের আশ্রয়বিগ্রহ বৈষ্ণবগণ রস-পঞ্চকের উপাস্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ ভাবানুসারে সেবা করিয়া থাকেন। তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বা ভোগের কোন কথা নাই। উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের অপ্রাকৃত চেষ্টা মাত্র। তাহাই 'রস' শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অনর্থ-মুক্ত-ভক্তগণ সর্ব্বাবস্থাতেই হরিসেবা করিতে পারেন। অনর্থ-যুক্ত-ব্যক্তি ব্যবহারিকরসে প্রমত্ত বলিয়া অপ্রাকৃত রসসাধনে তাহাদের যোগ্যতার অভাব। অনর্থ-মুক্ত গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীধর, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ প্রমুখ গ্রহস্থলীলাভিনয়কারী পরমহংসগণের আনুগত্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনে বা অপ্রাকৃত রস-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন। অনর্থ-মুক্ত কৃষ্ণসেবারত বৈষ্ণবগণের নির্লিপ্তভাব স্বাভাবিক। অমুক্ত-ব্যক্তি প্রচ্ছন্নভোগী থাকিবার জন্য "নির্লিপ্তের ভাণ করিলেও তিনি জড়বিষয়েই আসক্ত। 'নির্লিপ্ত' বলিতে 'জড়ে উদাসীন ভজনে প্রবীন' জীবন্মুক্ত বৈষ্ণবগণকে বুঝিতে হইবে। অনেকে ভক্ত-প্রতিষ্ঠা ও ভোগের সুবিধার জন্য বলপূর্ব্বক নির্লিপ্ত সাজিতে চাহেন। স্বাভাবিক অবস্থা কপটাভ্যাসদ্বারা অর্জ্জিত হয় না।

সাধারণতঃ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত হন। আবার পঞ্চোপাস্য (শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু) যে কোন একটীর মধ্যে পছন্দানুসারে উপাসানাকারী ব্যক্তিগণের মধ্যেও বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা ও বিষ্ণুপূজার অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। সাত্বত-শাস্ত্রে তাহাদিগকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিবার পরিবর্ত্তে 'বিদ্ধবৈষ্ণব' বা 'সামান্যবৈষ্ণব' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। যথা—(১) বিদ্ধ বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অন্যদেবতার সহিত সাম্যজ্ঞান করিয়া 'নামাপরাধী'। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর জানিয়া অন্যান্য দেবতাকে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভূতিজ্ঞানে সম্মান করেন। (২) পঞ্চোপাসক-গণের বিষ্ণুমূর্ত্তি —কল্পিত-বিগ্রহ মাত্র। যথা—সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। শুদ্ধবৈষ্ণব-গণের অর্চ্চাবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় বস্তু, উহা নিরাকার, নির্ব্বিশেষ বস্তুর কল্পিত পঞ্চবিগ্রহের অন্যতম নহেন। (৩) বিদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সম্বন্ধ নিত্য নহে। যেহেতু, তাঁহারা ভগবানের সবিশেষ স্বরূপকে পরতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিজদিগকে ভগবানের নিত্যদাস জানিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন তদীয় অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন। এই শুদ্ধবৈষ্ণবগণই 'গুরু' হইবার যোগ্য। গৃহিগণ শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন—ইহাই বিধি। "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সেই 'গুরু' হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭।)

তন্ত্রোক্ত সাধনা—মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত গৌড়ীয় শুদ্ধভক্তগণ সাত্বততন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চরাত্রমার্গে

নিজপ্রভুর সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং 'বৈদিকী' বলিয়া অভিমান করিবার পরিবর্ত্তে আপনাদিগকে 'তান্ত্রিকী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীধরস্বামীপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ সাত্বত-তন্ত্রানুযায়ী উপাসনার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন।

'অমেধ্য' বলিতে যাহা ভগবানে অর্পিত হইতে পারে না, সেই সকল রাজসিক ও তামসিক দ্রব্যকে বুঝিতে হইবে, সাত্বিক দ্রব্য ভগবানে নিবেদিত না হইলে উহাও অমেধ্য মধ্যে পরিগণিত।

'পঞ্চসাধন' বলিতে পঞ্চ 'ম'কার সাধন এবং 'মনোধর্ম্মী' বলিতে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্মে অবস্থিত। 'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'। 'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম'॥ অর্থাৎ—কৃষ্ণেতর ভোগচিন্তায় রত মন অত্যন্ত চঞ্চল। ঐ মন আজ যাহাকে ভাল বলে, তৎপরদিবস তাহাকেই আবার মন্দ বলিয়া থাকে; সুতরাং তাদৃশ মনোধর্ম্মে অবস্থিত দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তি যে ভালমন্দ বিচার করেন তাহা ভ্রমপূর্ণ। ইহাই মনোধর্ম্মের অর্থ। গৌঃ ৫।৭।১৩

সদাচার পালন—'সদাচার' বলিতে সাধুদিগের আচার বুঝিতে হইবে। হঃ ভঃ বিঃ ৩।৮ শ্লোক যথা —"সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ। তেষামাচরণং যত্তু সদাচার স উচ্যতে॥" অর্থাৎ দোষ-হীন ব্যক্তিরাই সাধু। 'সৎ' শব্দ সাধুবাচক; সাধুগণের আচরণই সদাচার। সদাচার পালনের একান্ত কর্ত্তব্যতা বিষয়েও মার্কণ্ডেয় পুরাণে, যথা—"গৃহস্থেন সদাকার্য্যমাচারপরিপালনম। ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ॥" অর্থাৎ—গৃহিব্যক্তি সর্ব্বদা আচার পরিপালন করিবে। ইহলোকে ও পরলোকে ও কুত্রাপি আচারহীনের সুখ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" ভক্তিদেবী নিরপেক্ষা। 'সদাচার' বলিতে কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্ত সম্প্রদায় যাহা ধারণা করিয়া থাকেন, ভক্তিমার্গে তাদৃশ সদাচারের অপেক্ষা নাই। ভক্তিমার্গে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান না থাকায়, 'সদাচার' ও 'ভক্তি'র মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সদাচার স্বতঃই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 'অগ্রে সাদাচার-পালনের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে, পরে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হইবে'—এরূপ সিদ্ধান্ত স্মার্ত্তজনোচিত অপসিদ্ধান্ত মাত্র। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় বলিয়াছেন যে,—"স্মার্ত্তগণ নামাপরাধী, তাঁহারা নিজ নিজ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ স্মৃতি-শাস্ত্রের-বিধি পালন করিয়া আপনাদিগকে সদাচার সম্পন্ন বলিয়া অভিমান করিলেও সদাচারী হইতে পারেন না।" আবার ভক্তিদেবী সদাচার পালনের অপেক্ষা করেন না বলিয়া অসদাচার বা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া অতত্ত্বজ্ঞ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ভোগপর বৃত্তির পরিচয়। উহা বৈষ্ণবস্মৃতির বিরুদ্ধ—"আচার রহিতো রাজন্নেহ নামুত্র নন্দতি ইতি। লেখ্যেন স্মরণাদীনাং নিত্যত্বেনৈব সেৎ স্মৃতি।" (হঃ ভঃ বিঃ ৩।৬)—অর্থাৎ হে রাজন্! আচারহীন ব্যক্তি কি ইহ, কি পর—কোন লোকেই আনন্দলাভ করিতে পারে না। লেখ্য পুরাণাদির অবশ্য কর্ত্তব্যতা দ্বারাই প্রতিপালিত হইতেছে যে, সদাচার অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে।

অমেধ্য বিচার—বৈষ্ণব নির্গুণ; তাঁহারা প্রাকৃত জড়বস্তু গ্রহণ করেন না। রজস্তম ও মিশ্রসত্ত্বগুণে অপবিত্রতা ও জড়তা আবদ্ধ। মৎস্য, মাংস প্রভৃতি তামসিক দ্রব্য তমোগুণবিশিষ্টব্যক্তিগণের

প্রিয়। ঐ সকল অমেধ্য দ্রব্য ভক্তগণ ভগবান্‌কে নিবেদন করেন না। মনু বলেন—"যো যস্য মাংসম-শ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে। মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান বিবর্জ্জয়েৎ।" (মনুঃ ৫।১৫)। "ছত্রাকং বিড়্‌বরাহঞ্চ লশুনং গ্রামকুক্কুটম্‌। পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ॥ (ঐ ৫।১৯)। অর্থাৎ—যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে তন্মাংসাদ (তাহার মাংসভোজী) বলে, কিন্তু মৎস্যভোজী সর্ব্ব-মাসভোজী (যেহেতু মৎস্য, গরুশূকরাদি যাবতীয় প্রাণিমাংসভোজী, সুতরাং এক মৎস্য ভোজনে সর্ব্ব মাংসই ভুক্ত হয়)। অতএব, মৎস্যভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ছত্রাকে (কোড়ক), গ্রাম্যশূকর, লশুন, গ্রাম্যকুক্কুট, পলাণ্ডু এবং গৃঞ্জন (গাজর)—এ সকল বুদ্ধিপূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া খাইলে দ্বিজাতিরা পতিত হন। ভাঃ ১১।৫।১৪—"যে ত্বনেবং বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ। পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।" অর্থাৎ—ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত, সদভিমানী যে সকল অসাধু-ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে, সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে। বেদ বলিয়াছেন—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বানি ভূতানি।" এই বেদবাক্যদ্বারা পশুহিংসার নিষেধ হইতেছে। মানবস্বভাব যে পর্য্যন্ত রাজসিক ও তামসিক থাকে ; সে পর্য্যন্ত স্বভাবতঃই মানব স্ত্রীসঙ্গলিপ্সা, অমিষ-ভোজন ও আসবসেবা প্রভৃতি তামসিককার্য্যে রত থাকে। জিহ্বা ও উদরবেগগ্রস্ত ব্যক্তিগণই ভগবানের দোহাই দিয়া নানাপ্রকার কদর্য্য দ্রব্য ভক্ষণের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৭।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন—দৈব ও আসুরভেদে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দ্বিবিধ। হরিনামপরায়ণ শুদ্ধভক্তগণ ভক্তির অনুকূলে যে আশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করেন, উহা 'দৈব।' যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে ভাগবত-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না, উহাকে 'আসুর' নামে অভিহিত করা হয়। ভক্ত্যাভিলাষী কোন ব্যক্তিরই আসুর-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনীয় নহে। 'হরিনাম' গ্রহণ বলিলে—দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম তাহাতেই অনুস্যূত আছে জানিতে হইবে।

চতুর্ব্বর্গের প্রয়োজনীয়তা—উহা ভক্তের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঐগুলি ভক্তের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদাই তৎপশ্চাৎ বর্ত্তমান থাকে। যথা—"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্ত্তিঃ মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥" (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭)। অর্থাৎ—হে ভগবন্, তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বভাবতঃই আসিয়া উদিত হন। ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ও মুক্তির প্রয়াসে কিছুই প্রয়োজন নাই। কেন না, ভক্তি থাকিলে মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া মুক্তি স্বভাবতঃ স্বয়ং আমাদিগকে অবান্তর ফল যে অবিদ্যা-মোচন—তদ্রূপে সেবা করিতে থাকে। ধর্ম্মার্থকামসকল যেমত যেমত প্রয়োজন, সেইরূপ সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকে। তজ্জন্য পৃথক-চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। 'অর্থ' শব্দে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

রাগানুগ ভজনাধিকারী—কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিমাত্রেই যে রাগানুগভজনের অধিকারী হইবে, এরূপ বলা যায় না। প্রাকৃতসহজিয়াদিগের ধারণায় বিষয়-রাগই কৃষ্ণানুরাগ। সুতরাং রাগ-ভজনের দোহাই দিয়া বিশৃঙ্খল-মার্গকে রাগমার্গ বলিয়া প্রচার তাহাদের স্বভাব। যেহেতু তাহাতে

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি হউক বা না হউক্, শিশ্নোদর পরায়ণ প্রাকৃতসহজিয়াদিগের ইন্দ্রিয়-তর্পণে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে না। এইজন্য তাহারা রাগানুগ-মার্গের অধিক পক্ষপাতী। অনর্থমুক্ত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট, নিজ সুখ-দুঃখে উদাসীন, নিবৃত্তপর ভক্তই রাগমার্গে অধিকারী। রাগমার্গের উপাসকদিগের মধ্যে ব্রজগোপী ও তদনুগ ভক্তই শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের চরিত্র—"আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার॥ কৃষ্ণ লাগি আর সব করি' পরিত্যাগ। কৃষ্ণ-সুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥ নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে। চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৭৪-৫ ও ২০১। গৌঃ ৫।৮।১৪।

কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শুদ্ধাভক্তির অধিকারী কি না?—জীব মাত্রেই শুদ্ধাভক্তির অধিকারী। "জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।" ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। আনুষঙ্গিক ফলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং শমদমাদি গুণ অথবা অন্য যাবতীয় অনর্থ বা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞান লাভের জন্য ভক্তকে সাধনান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। ভক্তিব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে চিত্তশুদ্ধি, সম্বন্ধজ্ঞানোদয় ও চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিতে পারে না। যথা—"অভিধেয় মধ্যে—'কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান। ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৭)। মহাপ্রভু কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে একেবারে উড়াইয়া দেন নাই। পরন্তু ঐগুলিকে বাহ্য বলিয়া তদপেক্ষা উচ্চসিদ্ধান্ত বলিতে বলিয়াছেন মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তই কর্ম্মের প্রয়োজন। যদি কেহ সুষ্ঠুরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, হরিভজন না করেন, তাহা হইলে তাহার আর কি লাভ হইল? সুতরাং ঐ সকল ধর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি একমাত্র জীবনোপায় হইলেও উহা বাহ্য। যথা—ভাঃ—"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"

জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা অর্থাৎ জ্ঞানের ফল চিদ্ধশুদ্ধি অর্থাৎ 'আমি জড়বস্তু বা জড়-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অন্তর্গত নহি, কিন্তু 'ত্রিগুণাতীত নির্ব্বিকার বিশুদ্ধ চিদ্বস্তু'—এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি কেহ হরিভজন না করেন অথবা প্রচ্ছন্ন হরিবিদ্বেষী বা নাস্তিক্য-বাদী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে উহা বাহ্য অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞানের ফল বৈকুণ্ঠের বাহির্দ্দেশে অবস্থিত জড়-বিপরীত কোন তুচ্ছবস্তু সম্বন্ধীয়, পারমার্থিক নহে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতম্ ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্"। প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

অনর্থমুক্ত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ অর্থাৎ সাধনভক্তির পঞ্চমস্তরে অবস্থিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তির সাধন করিতে পারেন। ভক্তির নিষ্ঠা-ভূমিকায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে জীবের কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধনীয় জানিতে হইবে। তৎকালে অনর্থযুক্ত ভক্তগণ আপনাদিগকে শুদ্ধভক্তগণের সহিত সমজ্ঞান করিলেও শুদ্ধভক্তি সাধন করিতে পারেন না; তাঁহাদের অনুষ্ঠান মিশ্রাভক্তিতেই আবদ্ধ থাকে। অতএব অনর্থযুক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণৈকশরণ—কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট—সাধনভূমিকার পঞ্চমস্তরে অবস্থিত শুদ্ধ সাধনভক্তের ন্যায় অমিশ্রাভক্তির সাধনযোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। কেহ নিজ অধিকার না বুঝিয়া

বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে অধঃপতিত হইয়া ভক্তিমার্গ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিবেন। "স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"। প্রভৃতি শ্লোক অধিকার বিপর্য্যয় দোষ হইতে সর্ব্বদা সংরক্ষণে সমর্থ। এ সকল বিষয় সম্যক্ জানিতে হইলে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ একান্ত প্রয়োজনীয়। গোঃ ৫।৯।১৪।

বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি—যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত পুরুষ কর্ম্মমার্গীয় প্রাকৃত-জীব-বিশেষ নহেন। 'দীক্ষা'-শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা (হঃ ভঃ বিঃ ২।৭)—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥" অর্থাৎ যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধ-জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে "দীক্ষা" নামে অভিহিত করেন। আরও—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥" যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়। দিগ্‌দর্শিনী টীকা—"নৃণাং" শব্দে দীক্ষিত সকলেরই; 'দ্বিজত্বং'-শব্দে বিপ্রতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিরূপ দ্বিজত্ব নহে)। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৪।৩৭—"দীক্ষা লক্ষণ ধারিণঃ" শব্দের টীকায় শ্রীল সনাতন প্রভু—"দীক্ষায়াঃ সাবিত্র্যাদি বিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্রবিষয়কায়াশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত কমণ্ডলু ধারণাদীনি তথা কুশ-শৃঙ্গাদি তুলসীমালামুদ্রাদি ধারণাদীনি তানি ধর্ত্তুং শ্রীল মেষামিতি তথা তে"। পুনঃ বৃঃ ভাঃ ২।৩।৪৫—"তেষাং ভৌতিকদেহঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা।" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের দেহ প্রাকৃত নহে, তাঁহাদের পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। (ক) বৈষ্ণবে 'জাতিবুদ্ধি' করিলে একাধারে 'বিষ্ণু' বিষ্ণুর আরাধনা বা ভক্তি ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা হইল। যিনি বিষ্ণুর উপাসনা করেন, তিনি প্রাকৃত কর্ম্মমার্গীয় ব্যক্তির ন্যায় প্রাকৃতবর্ণের অন্তর্গত অথবা দীক্ষিত হইবার পরও দীক্ষার পূর্ব্বের অবস্থায়ই অবস্থিত"—এইরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ দীক্ষিত ও অদীক্ষিত ব্যক্তিতে সাম্যবুদ্ধি নামমন্ত্রে বা ভক্তিতে অবিশ্বাস অপরাধী জীবেরই ঘোর অপরাধের পরিচায়ক। বৈষ্ণব উত্তম বা অধমকুলে অবতীর্ণ হইলেও, তিনি সেই 'উত্তম' বা 'অধম' কোন কুল-বিশেষেরই অন্তর্গত নহেন। বৈষ্ণবকে প্রাকৃত উত্তমকুল অর্থাৎ কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ বলিলেও তাঁহাকে পুণ্যের অধীন জীববিশেষ জ্ঞান করাতে তচ্চরণে অপরাধ কৃত হইল। কারণ পাপ-পুণ্য—উভয়ই হেয়তা ও অবরতাযুক্ত প্রাকৃত ব্যাপার। বৈষ্ণব পাপ-পুণ্যের অধীন নহেন। দীক্ষিত বৈষ্ণবের একমাত্র পরিচয় বা অভিমান যে, তিনি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের দাসানুদাস। পরমহংস বৈষ্ণবগণই—জগদ্‌গুরু; তাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত। কিন্তু যাঁহারা ভক্ত সাধক অর্থাৎ পরমহংস-বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক বিষ্ণুসেবাপর, তাঁহারা দৈববর্ণাশ্রমে অবস্থিত। তাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত পরমংস বৈষ্ণবদাস বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের সহিত প্রাকৃত কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণগণকে সমজ্ঞান করিলে বা বৈকুণ্ঠযাত্রী পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণ নশ্বর ও প্রাকৃত পুণ্যবানের পদ—যাহা ভগবদ্ভক্তের বিচারে পরিত্যাগের বস্তু—আশা করিতেছেন,'—এরূপ বিচার করিলে অজ্ঞতা বা অপরাধেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(খ) দৈব-বর্ণাশ্রম শ্রীমন্মহাপ্রভুর-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের প্রতিকূল নহে। কারণ রায়-রামানন্দ-

সংবাদে "রায় মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য" আদৌ দৈব-বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম-পালনে সেশ্বর-নৈতিক বা ধর্ম্ম-জীবনা-
রম্ভ হয় বলিয়াই বিষ্ণুপুরাণের বাক্যদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। তবে অদৈববর্ণাশ্রমী বা নামমাত্র-
বর্ণাশ্রম-পরিপালনকারিগণ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত বাক্যের দোহাই দিয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিরোধকেই
বা কর্ম্মমার্গে বিচরণকেই 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করেন, তাহা তাহাদের বিবর্ত্তজ্ঞান মাত্র। যথা—
"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥" এবং 'যস্য যল্লক্ষণং
প্রোক্তং' শ্লোকে (ভাঃ ৭।১১।৩৫) "মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই
লক্ষণ যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণেই তাহাকে নির্দ্দেশ করিবে। (কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত
হইবে না)। শ্রীধরস্বামীটীকা—শমাদি-গুণ-দর্শন-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার।
সাধারণতঃ জাতি দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে। ইহা প্রতিপাদন করিবার
জন্য "যস্য যল্লক্ষণম্" শ্লোকের অবতারণা। যদি শৌক্রব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্রব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাঁহার
ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা নাই এইরূপ ব্যক্তিতে শমদমাদি-গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতিনিমিত্তে বাধ্য
না করিয়া, লক্ষণ দ্বারা তাঁহার 'বর্ণ' নিরূপণ করিবে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। স্বভাব ও
বৃত্ত অনুসারে বর্ণ-নিরূপণই ভাগবত, ভারত, মহাপ্রভু ও যাবতীয় আচার্য্যগণের অভিমত। আচার্য্য
শ্রীধরস্বামী বলেন, স্বভাব দ্বারা বর্ণনিরূপণই মুখ্য ব্যবহার। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"সহজে
নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়। কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়। 'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥ অতএব বিষ্ণুসেবাপরায়ণ নির্ম্মৎসরগণই 'ব্রাহ্মণ'। তাঁহারা
বৈষ্ণবপরমহংসগণের আনুগত্যে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া বিষ্ণুসেবা করিতে করিতে নৈসর্গিক
উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন এবং নিরপরাধে অহৈতুক বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা ফলে বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ
করিয়া নিত্য স্বধর্ম্ম বা সর্ব্ব-সাধ্য-সার অর্থাৎ সাধনের সিদ্ধি প্রেমভক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া লোক-
শিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আত্মস্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতে পারিবেন—"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি-
র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-
পূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদনুগগণ প্রাকৃত-বিচারপরায়ণ
নাস্তিক ব্যক্তিগণের ন্যায় জাতিভেদ বা 'ছুৎমার্গ পরিত্যাগ' প্রভৃতি কথা লইয়া সময় ক্ষেপন করেন
নাই। তিনি বলিয়াছেন,—'বিষ্ণুভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি কর্ম্মমার্গীয় জীব নহেন, তাঁহাতে জাতিবুদ্ধি
করিতে নাই। তিনি অভোজ্যান্ন সানোড়িয়াকেও বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিয়াছেন।
তিনি তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহ নিত্যানন্দ প্রভুদ্বারা শ্রীল ঠাকুর উদ্ধারণ প্রভৃতির পাচিত অন্নও গ্রহণ
করিয়াছেন। বৈষ্ণব যে কোনও কুলোদ্ভূতই হউন না কেন, তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। ইহার সাক্ষ্য
তিনিই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য দ্বারা ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করাইয়া প্রদর্শন
করিয়াছেন।

(গ) শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদনুগ আচার্য্যগণ কেহই ভগবদ্ভক্তিহীন বিশুদ্ধ নাস্তিকতা অবলম্বনে
সমাজ-হিতৈষিতার নামে যে জাতিভেদ বা নামমাত্র জাতিভেদের-গণ্ডী গড়িবার বা ভাঙ্গিবার প্রয়াস,

তদ্বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। কারণ ঐরূপ প্রাকৃত কর্ম্ম-মার্গীয় মনোধর্ম্মোত্থ চেষ্টার মূলে হরিবিমুখতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ হরিবিমুখতার প্রাবল্যকেই 'সমাজ হিতৈষিতার' নাম করিয়া কোন এক সম্প্রদায় নামমাত্র জাতিভেদ রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান্, আবার আর এক সম্প্রদায় ঐ নামমাত্র গণ্ডীকে উদ্দাম উশৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসাইয়া দিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। ঐরূপ উভয় চেষ্টাই প্রাকৃত। "এই ভাল এই মন্দ সব মনোধর্ম্ম।" অতএব ভক্তগণের উপেক্ষার বস্তু। বর্ত্তমান সময়ে সমাজে বিষ্ণুসেবাপর দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত হইলে পুনরায় ভারতের ধর্ম্মগগন প্রোজ্জ্বল ভাগবতার্কমরীচিমালায় প্রোদ্ভাসিত হইয়া সমগ্র জগতে পুনরায় নির্ম্মল কিরণ বিকীর্ণ করিবে। এই দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় বলিয়াই ভারতের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা রহিয়াছে।

(ঘ) বৈষ্ণবের সংজ্ঞা—গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১ ধৃত পদ্মপুরাণবচন)—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব'।" যিনি বিষ্ণুসম্বন্ধে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং বিষ্ণুসেবাকেই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য-জ্ঞানে বিষ্ণুসেবায় তৎপর হইয়াছেন।

(ঙ) 'আত্মধর্ম্ম'—বলিতে 'তটস্থাশক্তি' বুঝায় না। জীবশক্তিকেই 'তটস্থাশক্তি' বলা হয়। তটস্থাবস্থায় প্রকৃতপক্ষে অবস্থিতি হইতে পারে না। জল ও স্থলের মধ্যস্থিত সুসূক্ষ্ম রেখাকে 'তট' বলে। যেমন তটদেশে দণ্ডায়মান ব্যক্তি হয় জলে, না হয় স্থলে অবস্থান করে, কিন্তু ঐরূপ সুসূক্ষ্ম তটপ্রদেশে দাঁড়াইতে পারে না, তদ্রূপ জীবাত্মাও তটস্থাবস্থায় থাকিতে পারে না। 'জীব' হয় মায়ার প্রতি উন্মুখ হয়, না হয় ভগবদুন্মুখ হইয়া থাকে। 'আত্মধর্ম্ম' বলিতে জীবাত্মার' নিত্য-স্বাভাবিক ধর্ম্ম—তাহারই নাম বৈষ্ণবতা বা 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম', যেখানে আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি, সেইস্থানে জীবের স্বরূপধর্ম্ম যে 'বৈষ্ণবতা', তাহা সুপ্ত।

(চ) 'গোস্বামী'-শব্দে সাধু শাস্ত্র, ও আচার্য্যগণ—নিত্যহরিসেবাপরায়ণ ত্যাগিকুলকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে যে 'জাতি-গোস্বামিবাদ' 'জাতি-বৈষ্ণববাদ' প্রভৃতি কিছুকাল হইল প্রচলিত হইয়াছে, তাহা গোস্বামী বা আচার্য্যগণানুমোদিত নহে। ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় বা হরিবিমুখতা-মূলেই এইরূপ নানা মতবাদের প্রচার। 'গ্রহব্রত' বা 'গৃহমেধিগণ' কখনও 'গোস্বামী' পদবাচ্য হইতে পারেন না। শাস্ত্রের কোনও স্থানে এইরূপ উদাহরণ নাই। তবে সর্ব্বত্রই যখন ভগবদ্ভক্ত উদিত হইতে পারেন (তত্তৎকুল বা বর্ণ উহার কারণ নহে, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই তাহার কারণ; দৈত্যকুলেও প্রহ্লাদের আবির্ভাব হয়), তখন যদি কোন জাতিগোস্বামী বা জাতি-বৈষ্ণবকুলেও কোন মহাপুরুষ কৃপাপূর্ব্বক উদিত হন, তবে তিনি ক্ষুদ্র কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বা ধর্ম্মব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শে জগতে নিষ্কপটে কৃষ্ণান্বেষণ চেষ্টাই প্রদর্শন করেন। ঐরূপ চেষ্টা-মূলে কোন প্রাকৃত-আদান-প্রদান নাই। ঐরূপ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি প্রচারক গৃহব্রত ধর্ম্মের বা কর্ম্মমার্গের প্রচারক নহেন। যদি ঐরূপ গোস্বামিগণ এতদ্দেশে কোন ব্যক্তিকে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন,

তাহা হইলে ঐরূপ দিব্যজ্ঞান-লব্ধ-ব্যক্তি নিশ্চয়ই 'বৈষ্ণব'। কিন্তু জগতে প্রচলিত গোস্বামিব্রুবগণের নিকট হইতে দীক্ষাপ্রাপ্তির অভিনয়কারী বৈষ্ণবব্রুবগণ প্রাকৃত বুদ্ধি হইতে নির্ম্মুক্ত হন না বলিয়া তাঁহারা 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বা 'বিদ্ধ-বৈষ্ণব' প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। গৌঃ ৫।১২।৭।

২। (ক) বৈষ্ণবের পক্বান্ন বা তৎপ্রদত্ত শ্রীমহাপ্রসাদ ব্রহ্মা-শিবাদি-দেবতাগণও বাঞ্ছা করেন। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মার অধস্তন 'ব্রাহ্মণ', তিনি নিশ্চয়ই শ্রীমহাপ্রসাদকে বিষ্ণু হইতে অভিন্নজ্ঞানে গ্রহণ করিয়া থাকেন—ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন।

(খ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ—বৈষ্ণবমাত্রেই পরমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। যাঁহারা সমাজকে বিষ্ণুভক্তির অধীন অর্থাৎ অনুকূল না করিয়া ধর্ম্মকে অদৈব-সমাজের অধীন করিয়াছেন, যাঁহারা শরণাগতের অনুকূলবিষয়-সঙ্কল্প এবং প্রতিকূল-বিষয়-বর্জ্জন লক্ষণ হইতে অর্থাৎ ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত, তাঁহারাই কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের অধীনতা স্বীকার করিয়া বিষ্ণুভক্তিকে গৌণ মনে করিতে পারেন। তাই, ঐরূপ বিচারের প্রতিকূলে প্রচার করিবার জন্যই আচার্য্যবর্য্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করাইয়াছিলেন। যথা—'নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি এতক্ষণে দ্বিজাঃ॥"—হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে কিছুদ্রব সেবন করিতে কোন প্রকার খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবে না।—"ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ। বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥ কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা স্তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৪ বিষ্ণু পুরাণ-বচন)—হে দ্বিজগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার ও বিষ্ণু-সদৃশ। বিষ্ণুর নৈবেদ্যাদি সেবন করিতে যাহার সংশয়াদি-চিত্তবিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত ও পুত্রকলত্রাদিহীন হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়, তথা হইতে আর তাহাকে পুনরাগমন করিতে হয় না। "কুক্কুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি। ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥"—মহাপ্রসাদ সেবনে সর্ব্বপাপ বিনিষ্ট হয়। উহা যদি কুক্কুরের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনীয়॥ "অশুচির্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।" (স্কন্দপুরাণ, উৎকল খণ্ড ৩৮।১৯-২০)—কি অশুচি, কি অনাচারী ও মনে মনে পাপাচারী, সকলেরই উহা প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কোনপ্রকার বিচার করিবে না। গৌঃ ৫।১২।৭

৩। (ক) 'ভেক' প্রথা—বহু প্রাচীনকাল হইতেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। সংস্কৃত 'বেষ' শব্দটী হইতেই অপভ্রংশ 'ভেক' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মূর্দ্ধণ্য 'ষ' কারের-উচ্চারণ অনেকটা 'খ' কারের মত। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে 'খ' কারের মত 'ষ'-এর উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়। তবে 'বেষ' শব্দের 'ব' অন্তস্থ 'ব' কার হইলেও কালক্রমে উহা সংস্কৃতানভিজ্ঞগণের দ্বারা 'ভ' কারে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক প্রকৃত সংস্কৃত শব্দটী 'বেষ' তাহারই অপভ্রংশ শব্দ 'ভেক'। বহুপ্রাচীন বিষ্ণু-স্বামি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, সেই সম্প্রদায়েও ত্রিদণ্ডাদি-বেষগ্রহণ-প্রথা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। উক্ত সম্প্রদায়ে ১০৮ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-নাম এবং

ঐরূপ ত্রিদণ্ডবেষ-গ্রহণকারী সাতশত (৭০০) আচার্য্যের নাম শ্রুত হয়। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার দ্রষ্টব্য। জাবালোপনিষৎ ৬ষ্ঠ খণ্ডে ত্রিদণ্ড-বেষের উল্লেখ এবং সম্বর্ত্তক, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবতক প্রভৃতি বেষধৃক্ পরমহংসগণের নাম দৃষ্ট হয়। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতের টীকায় বহুস্থানে ত্রিদণ্ডবেষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডি বেষম্" (১০।৮৩।৩ ভাবার্থদীপিকা) ইত্যাদি। 'শ্রী' সম্প্রদায়েও ত্রিদণ্ড-বেষ-গ্রহণ-প্রথা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শাখা যাহা 'রামানন্দী' সম্প্রদায় নামে পরিচিত, তাহাতেও 'বেষ'-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত আছে। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়েও বেষ-গ্রহণ-প্রথা বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসন্ন্যাসীদের মত একদণ্ডি-বেষ গ্রহণ করিলেও তিনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু যোগপট্ট ব্যতীত কৌপীন ধারণ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণে স্বরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অষ্টশ্রাদ্ধ, বিরজাহোম, শিখামুণ্ডন, সূত্রত্যাগ প্রভৃতি সন্ন্যাসকৃত্য সমাপন করিয়া গুর্ব্বাহ্বান, যোগপট্ট, সন্ন্যাসনাম ও ত্রিদণ্ডাদির গ্রহণ অপেক্ষা না করায় শ্রীল পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য প্রভুর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যসূচক 'শ্রীদামোদর স্বরূপ' নাম রহিয়া গেল। তিনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া কেবলমাত্র শিখাসূত্রত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। যোগপট্ট লইবার যে প্রকরণ তাহা তিনি স্বীকার করিলেন না। কেন না, বিবিক্তানন্দী-লীলাভিনয়কারীর কোন প্রকার লোক-সংগ্রহের আবশ্যক ছিল না। কেবল 'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ-ভজন করিব'—এই উদ্দেশ্যেই তিনি বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু কাশীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বৈষ্ণব পরমহংসের 'বেষ' প্রদান করিয়াছিলেন। যথা, "তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা। তেঁহো দুই বহির্ব্বাস-কৌপীন করিলা॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৭৮)। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং শ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামী প্রভুকেও কৌপীনাদি প্রদান করিয়াছিলেন। আবার নীলাচলে শ্রীশিখি-মাহিতির পূর্ব্বাশ্রমের ভগিনী পরমপূজ্যা শ্রীমাধবীমাতা গৃহে থাকিয়াই চীরখণ্ডদ্বয় গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস লাভ করিয়াছিলেন। "মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধবী-দেবী। বৃদ্ধা-তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী॥ চৈঃ চঃ অঃ ২।১০৪॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগি-গোস্বামিকুলের মধ্যে প্রবোধানন্দীপন্থার মূল পুরুষ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিকুল-চূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইনি বৈষ্ণব-স্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদেব। ইনি নিত্যসিদ্ধ পরমহংস হইয়াও আচার্য্যলীলায় ত্রিদণ্ডিবেষীর অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগি-গোস্বামীকুলের মধ্যে গদাধরী-শাখার মূলপুরুষ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী-প্রভু ক্ষেত্র-সন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার অদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর প্রভুর ত্রিহুতবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। ইনি পরে পণ্ডিতগোস্বামী প্রভুর নিকট ত্রিদণ্ডি-বেষ গ্রহণ পূর্ব্বক "মাধবাচার্য্য" নামে খ্যাত হন। এই মাধবাচার্য্যই বেদের পুরুষসূক্তের 'মঙ্গলভাষ্য' প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীল যদুনন্দন দাস প্রভু মাধবাচার্য্য-রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐ পুরুষসূক্তের মঙ্গলভাষ্য সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন (চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৬৭)। শ্রীবল্লভভট্ট তাঁহার গুরুভ্রাতা

শ্রীমাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। "বল্লভদিগ্বিজয়" গ্রন্থে যে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ী মাধব যতি ত্রিদণ্ডীর নিকট হইতে বিষ্ণুস্বামী-মতানুসারী ত্রিদণ্ডি-বেষ-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। তাহার দ্বারা পণ্ডিতগোস্বামীর শিষ্য ত্রিদণ্ডী মাধবাচার্য্যকেই লক্ষিত হইতেছে। চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বিচারে বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণের অন্তর্গত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। 'বেষ' দুই প্রকার—বিদ্বৎ সন্ন্যাস-বেষ ও বিবিৎসা-সন্ন্যাস-বেষ। (১) বিজিত-ষড়্‌গুণ প্রভৃতি গুণে যাঁহারা স্বভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিদ্বৎসন্ন্যাসী, তাঁহারাই পরমহংস বা নিখিলব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণব। তাঁহাদের কৌপীনাদি বেষ শ্রীসনাতন ও শ্রীদাসগোস্বামী প্রভৃতির ন্যায় অত্যন্ত সুলভ। তাঁহারা বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন; সুতরাং বর্ণ-লিঙ্গ-উপবীতাদি বা আশ্রমলিঙ্গ-কাষায়বস্ত্রাদির আবশ্যকতা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা বিধিবাধ্য নহেন। তাঁহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে কখনও পরমহংস কুলাগ্রগণী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপাদের ন্যায় সন্ন্যাসোচিত বেষ বা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের ন্যায় ত্রিদণ্ডাদি—আশ্রম-বেষ ধারণ করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন। অমলপ্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে অমল-পরম-জ্ঞান পরমহংসস্বধর্ম—জ্ঞানবৈরাগ্যসেবিত নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণ ভক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বৈষ্ণবদিগের অচ্যুতগোত্রত্ব ও পরমহংসত্ব বিহিত আছে। বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও পরমহংসত্ব সিদ্ধ হয় না। যেহেতু চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া কেহই—'আমি অচ্যুতগোত্রীয়'—একথা স্বীকার করেন না। চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা ভেকধারী, তাঁহারা সকলেই—'আমরা অচ্যুতগোত্র'—বলেন। (২) যিনি পঞ্চসংস্কার (তাপ, পুণ্ড্র, কৃষ্ণদাস্যসূচক নাম, মন্ত্র ও যাগ) প্রাপ্ত হইয়া সাধন দ্বারা দম্ভত্যাগী, ভক্তিমান, সারল্যগুণে বিভূষিত ও পরহিংসাশূন্য হইতেছেন, তাঁহার বৈরাগ্য-পিপাসার চরিতার্থের জন্য এই শাস্ত্রোক্ত-সংস্কার-ক্রম-গ্রহণ-পূর্ব্বক বিবিৎসা সন্ন্যাসাধিকারে পরমহংসত্ব লাভ হয়। বিবিৎসা সন্ন্যাসী কিম্বা সন্ন্যাসের সম্পূর্ণ অনধিকারী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি অবৈধভাবে পরমহংসের বেষ গ্রহণ করেন বা অর্ব্বাচীন গুরুব্রুব যদি সেইরূপ অনধিকারী ব্যক্তিকে পরমহংসের বেষ প্রদান করেন, তাহা হইলে উভয়েই পতিত হন। অভক্ত ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কৌপীন-গ্রহণে মহা-অনর্থ-উদিত হয়। যথা—"দম্ভায় ভক্তিহীনায় শঠায় পরহিংসকে। ন দাতব্যং ন দাতব্যং দত্তে তু ধর্ম্মনাশনম্ ॥

ভেকধারীর শ্রেণী, সম্প্রদায়, আচার ও প্রথা—আচার—'অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু—ছোটহরিদাস-বর্জ্জনলীলা-দ্বারাও বেষগ্রহণকারী অথবা ভক্তিআশ্রয়কারী ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন কিরূপ—"প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥ ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া ॥" প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন। প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করি দর্শন ॥" মহাপ্রভু—কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে ? নিজ-ভক্তে দণ্ড করেন, ধর্ম্ম বুঝাইতে ॥ দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে। স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে ॥॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭, ১২০, ১২৪, ১৪৩, ১৪৪। যাহারা মহাপ্রভুর এই সকল আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে; তাহারা কখনও মহাপ্রভুর ধর্ম্মের অন্তর্গত নহে।

শ্রেণী ও সম্প্রদায়—যাঁহারা জড়াত্মনিষ্ঠা-পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ পরমাত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-সেবনরত, সেই সকল কৃষ্ণৈকশরণ নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণব বিশ্ব-ভুবন গোস্বামী বা পরমহংস। তাঁহারা—"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥—(ভাঃ ১১।১৮।২৮) অর্থাৎ—জ্ঞানবান্ বিষয়-অনাসক্ত ও নিরপেক্ষ মদীয় ভক্তগণ, ত্রিদণ্ডাদিরহিত আশ্রমচিহ্নাদি ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন। স্বামিটীকা—এইরূপে বহূদকাদি (চতুরাশ্রমিগণের) ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া (জ্ঞাননিষ্ঠঃ [ভাঃ ১১।১৮।২৮] ইত্যাদি সার্দ্ধদশশ্লোকে (আশ্রমাতীত) 'পরমহংসধর্ম্ম' বলিতেছেন। বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত যে ব্যক্তি 'মুক্তি' লাভেচ্ছু হইয়া 'জ্ঞাননিষ্ঠ' হন, অথবা মুক্তি-লাভেও অপেক্ষা রহিত হইয়া আমাকেই (ঐকান্তিক-ভক্তিযোগে) ভজনা করেন, তিনি ত্রিদণ্ডাদিসহ আশ্রমধর্ম্ম-সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরমহংসোচিত-ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু যে সকল অজিতেন্দ্রিয় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যক্তি পরমহংসগণের 'ঢং' বা অনুকরণ করিবার জন্য পরমহংসের সজ্জা বা বেষ গ্রহণ করে, সেই সকল কপট ভেকধারী ভণ্ড বা মর্কট-বৈরাগী মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্রতুল্য। এই সকল আনুকরণিক মর্কট-বৈরাগিগণের ইন্দ্রিয় বহির্বিষয়ে ধাবিত। ইহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিষিদ্ধ কার্য্যে রত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈরাগী বা ত্যক্তগৃহের বৈধ ও অবৈধ আচার নিরূপণ করিয়াছেন। (চৈঃ চঃ অঃ ৬)—"বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন। মাগিয়া খাঞা করে জীবনরক্ষণ॥ বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥ বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সংকীর্ত্তন। শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥ জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" ***"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥" যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল আদেশ প্রতিপালন করেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত।

অনাদিবহির্ম্মুখ জীব চিচ্ছক্তি হ্লাদিনীর আকর্ষণে আকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত সকল সময়েই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া ভোগরাজ্যে ধাবিত হইতে পারে। উহার কালাকাল নাই। কৃষ্ণই ভোক্তা এবং নিজেই কৃষ্ণভোগ্য—এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব হইলেই কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণে ভোগবুদ্ধির উদয় হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, রামচন্দ্রপুরী পরমহংসকুলাগ্রণী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর 'শিষ্য' বলিয়া অভিমান করিয়াও গুরু ও কৃষ্ণের চরণে অপরাধ করিয়াছিলেন। কালাকৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিবার অভিনয় দেখাইয়াও ভট্টথারী-স্ত্রীরলোভে লুব্ধ হইয়াছিলেন। শুনা যায়, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর মুকুন্দদাস নামক জনৈক ভেকধারী শিষ্যাভিমানী ভেকের অপব্যবহার করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাত্মজা হেমলতা-ঠাকুরানীর রূপ-কবিরাজ নামক জনৈক শিষ্য বৈষ্ণবতা হইতে অধঃপতিত হইয়াছিলেন। বীরভদ্রপ্রভুর শিষ্যাভিমানী (ন্যাড়ানেড়ী'গণ) শ্রীগৌরসুন্দরবিগর্হিত আচারেই লিপ্ত

হইয়াছিল। অতএব ভগবৎ-বিমুখতাই জীবের অধঃপতনের কারণ। তটস্থশক্তি পরিণত জীবের-কৃষ্ণোন্মুখতা-বৃত্তিটী যেরূপ নিত্য ; কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বৃত্তিটীও তদ্রূপ তাহাতে অনুস্যূত।

বৈষ্ণবের সজ্জাগ্রহণকারী যে সকল ব্যক্তি 'আখ্ড়া' করে বা 'সেবাদাসী' প্রভৃতি রাখে, তাহারা সামান্য নৈতিক চরিত্র হইতেই ভ্রষ্ট, তাহাদের বৈষ্ণবতা ত' দূরের কথা। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাস-বর্জ্জনলীলার দ্বারা অতি-স্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, লোকশিক্ষক আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার চরিত্রদ্বারা বহুস্থানে শুদ্ধবৈষ্ণবের আচার শিক্ষা দিয়াছেন। যথা—"শুনি' প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন। "মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন! এই সুখ লাগি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস! আমার 'সর্ব্বনাশ'—তোমার 'পরিহাস'॥ পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাবে। 'দারী সন্ন্যাসী' করি আমারে কহিবে॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১২।১১২।১১৪) পুনঃ—"প্রভু" কহে,—"গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন। স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হৈত মরণ"॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৮৫)। ইত্যাদি। অতএব যাহারা সেবাদাসী রাখে, তাহারা মায়া অথবা গৌরানুগত বলিলেও তাঁহার আচরণের বিরোধকারী ভণ্ড লম্পট।

অসৎসঙ্গ মঙ্গলেচ্ছু জীব-মাত্রেরই করণীয় নহে, অতএব ঐরূপ স্ত্রীসঙ্গী আনুকরণিকগণের সঙ্গও করণীয় নহে। শ্রীরূপ প্রভু উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন—"এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির ছয় প্রকারে সঙ্গ হইয়া থাকে,—"নেওয়া দেওয়া, গোপনীয় কথা জিজ্ঞাসা করা, গোপনীয় কথা বলা, অপরকে খাওয়ান এবং নিজে সেই অপরের দ্রব্য খাওয়া।" যদি স্ত্রীসঙ্গিগণ অসৎসঙ্গ বলিয়াই পরিত্যক্ত হইল, তাহা হইলে তাহাদের সহিত এই ছয় প্রকারের সঙ্গ কিরূপে হইতে পারে? ভক্তিলিপ্সু ব্যক্তিগণ ঐ সকল ব্যক্তির সহিত কোন প্রকারেই সংশ্রব রাখিবেন না।

মহোৎসবে নিমন্ত্রণ—যদি কোন শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে মহোৎসব হয়, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বস্তু গ্রহণ করেন। প্রাকৃতভক্ত বা বৈষ্ণবপ্রায় তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য শ্রীঅর্চ্চার সম্মুখে ভোগাদি প্রদান করিলেও তাহার প্রাকৃত বুদ্ধি-নিবন্ধন তাহা ভগবানের গ্রহণের বিষয় হয় না। একমাত্র ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ দ্বারাই জীবের প্রপঞ্চ জয় হয়। আবার সেই প্রসাদকেও ভোগ্যবস্তুজ্ঞানে গ্রহণ করিলে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি আসিয়া ইন্দ্রিয় লালসা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। অতএব শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে যদি কোনও মহোৎসব হয় ; সেই মহোৎসবের মহাপ্রসাদ সুদুরাচার ব্যক্তিগণকে প্রদান করিলে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র লৌকিকতা বা প্রচলিত-ব্যবহার-রক্ষা-কল্পে দেবল-ব্রাহ্মণাদি বা প্রাকৃত-বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বস্তু সুদুরাচার বা স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিগণকে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহা কর্ম্মমার্গেরই অন্যতম হইয়া পড়ে। প্রকৃত-সহজিয়া-সমাজে এইরূপ কর্ম্ম প্রবণতারই প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রীসঙ্গী ভেকধারীগণ মহাপ্রভুর কোন সেবাকার্য্য সম্বন্ধে—শ্রীমন্মহাপ্রভু আজন্ম সেবক ছোট-হরিদাসকে বর্জ্জন-লীলাদ্বারা দেখাইয়াছেন। মহাপ্রভু যখন তাহাকে দর্শন পর্য্যন্ত করেন না, তখন তাহার প্রদত্ত সেবা গ্রহণ করিবেন? গৌঃ ৫।১২।৭ ; ১৩।১২।

কর্ম্ম ও তৎফলপ্রাপ্তি—পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়, যথা—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। বৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।১।৯-১৩ শ্লোকে—ফলকামনাযুক্ত পুণ্যকর্ম্মা গৃহীদিগের জন্য ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক। তদূর্দ্ধে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও যতিদিগের প্রাপ্য মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচারী গৃহস্থ, তাঁহারাও মহর্লোকাদি চতুষ্টয়ে গমন করেন। সকাম হইলে সকলেই সেই সেই ধাম-ভোগকরিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান ভোগ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ান্তে মুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার জীব আছেন, তাঁহারা মুমুক্ষু। জ্ঞানী ও যোগী ভেদে মুমুক্ষুগণ দুই প্রকার। সগর্ভ ও নিগর্ভ-ভেদে যোগীগণ পরমপদ প্রাপ্ত হন, পরমপদ বলিতে সপ্ত লোকাতীত অবস্থাবিশেষ বুঝিতে হইবে। ঐ স্থানও সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভেদে দুই প্রকার। এই দুইপ্রকার মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কেহই সবিশেষ পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন না। নির্ব্বিশেষ পরমপদই ইঁহাদের প্রাপ্য। যোগপর ব্যক্তিগণ তেজোময় অবস্থারূপ অর্চিরাদিমার্গে অষ্টাদশ সিদ্ধি ভোগ করিতে করিতে শান্ত হইলে মুক্তি লাভ করেন এবং জ্ঞানপর ব্যক্তিগণ দেহান্তেই পরমপদরূপ মুক্তিলাভ করেন। ইহার নাম সদ্যোমুক্তি। সকাম ও নিষ্কামভেদে ভগবদ্ভক্তগণ দ্বিবিধ, সবিশেষ পরমপদই তাঁহাদের প্রাপ্যস্থান। সকামভক্তগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রপঞ্চান্তর্গত শ্বেতদ্বীপ ও লক্ষ্মীপতির বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুলোকে যে সমস্ত ভোগ আছে, তাহার আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবাকাম হইয়া সবিশেষ পরমপদরূপ পরব্যোম-নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। প্রশ্ন—ভোগবিলাসের সহিত ভজন কিরূপে হইতে পারে? তদুত্তরে—যাঁহারা ভোগাভিলাষরূপ অনর্থকে অনর্থ জানিয়া গর্হণ করিতে করিতে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন এবং ভোগপরিত্যাগে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত বিষয়ভোগ করেন, তাঁহারা ভক্ত এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ ভোগকেই প্রাপ্য জানিয়া তদর্থে চেষ্টাবিশিষ্ট হন, তাঁহারা কর্ম্মনিষ্ঠ ভোগী। অন্যাভিলাষরহিত নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ মাত্রেই সেই কুণ্ঠধর্ম্মরহিত চিদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন।

সেই বৈকুণ্ঠলোকে চিত্তত্ত্ব ও চিদানন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত আছে। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ সেই স্থান লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাজন্য বিবিধ সুখ-অনুভব করেন। ঐ সেবাসুখের নিকট মুক্তিও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ভক্তগণ যে স্থান লাভ করেন তাহা স্থূল বা সূক্ষ্মের অতীত সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্রূপ-বৈভব। যথা ভাঃ ২।৯।১০—সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্ত্বও নাই। সেখানে শুদ্ধ-সত্ত্ব বর্ত্তমান, সে স্থানে কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগদ্বেষাদি ত' দূরের কথা। তথায় লৌকিক সুখদুঃখাদির হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই। সুরাসুর বন্দিত ভগবৎ পার্ষদগণ সর্ব্বদা তথায় বিরাজ করেন।

ভক্তব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের প্রাপ্যস্থান যথাক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর; সুতরাং সকলেই সূক্ষ্মদেহে তথায় অবস্থান করেন এবং ভোগকাল সমাপ্ত হইলে তথা হইতে পুনরাবর্ত্তন করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ স্থূলপ্রপঞ্চে জন্মগ্রহণ করেন। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন"। (গীতা ৮।১৬) প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়-

শরীরস্থ পঞ্চবায়ু, বুদ্ধি ও মনঃ এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়বর্গ প্রত্যক্ষের অগোচর। স্থূলদেহ সংলগ্ন যে চক্ষুরাদি, ঐ সকল প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের গোলক বা বাসস্থান মাত্র। মৃত্যুর পর স্থূলদেহের স্থূলভূতগুলি পড়িয়া থাকে, উপরি উক্ত ১৭টি সূক্ষ্ম, স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সদানন্দ-যোগী তাঁহার বেদান্তসারের ৩৭ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—তৎকালে (জীব) সূক্ষ্ম-মনোবৃত্তিদ্বারা সূক্ষ্ম-বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম-পরায়ণ মানবগণ রৌরবাদি নরক লাভ করে; তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ভগবদ্ভক্তগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ মাত্রেই সচ্চিদানন্দস্বরূপে সবিশেষ পরমপদ-বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন, তাহা নারদের বাক্য হইতেই জনা যায়—"প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভগবতীং তনুম্। আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥ (ভাঃ ১।৬।২৯)।—অর্থাৎ 'ভগবৎকৃপায় আমার ভগবানের সেবনোপযোগী দেহ লাভ হইলে প্রারব্ধ কর্ম্ম ধ্বংস হওয়ায় পঞ্চভূতাত্মক শরীরেরও পতন হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সিদ্ধি ও সাধনকালে মুক্ত ও ভগবদ্ভক্তগণের দ্বিতীয়াভিনিবেশের অভাবহেতু সকল সময়েই বৈকুণ্ঠ-প্রতীতি জাগ্রত থাকে, সুতরাং তাঁহাদের অপ্রকটকালের অব্যবহিত পরে বৈকুণ্ঠলোক গমনের কোন প্রকার বাধা নাই। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে যে অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রে—"দ্বাবেব মার্গৌ প্রথিতাবর্চ্চিরাদির্ব্বিপশ্চিতাম্। ধূম্রাদি কর্ম্মিণাঞ্চৈব সর্ব্ববেদ-বিনির্ণয়াৎ॥ অগ্নি জ্যোতিরিতিদ্বেধৈবর্চ্চিষঃ সংপ্রতিষ্ঠিতঃ। অগ্নির্গত্বা জ্যোতিরেতি প্রথমং ব্রহ্ম-সংক্রমিতি॥ একস্মিংস্তপরেসংস্থো দ্বিরূপোহগ্নেঃ সুতো মহান্। (৪।৩।১ ব্রহ্মসূত্রের মধ্বভাষ্য-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডর্কবচন)—অর্থাৎ জ্ঞানিগণের অর্চ্চিরাদিমার্গ ও কর্ম্মিগণের ধূম্রাদিমার্গ—এই দুইপ্রকার মার্গ বেদে নির্ণীত হইয়াছে। জ্ঞানিগন প্রথমে অগ্নির জ্যোতিতে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মকে লাভ করেন; ইহাই অর্চ্চিরাদি মার্গ, এবং কর্ম্মীরা প্রথমে ধূম্রাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্ত হন। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র বচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জ্ঞানী ও কর্ম্মীভেদে উভয়বিধ জীবই দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে অগ্ন্যাদি অর্চ্চি-(তেজঃ) মার্গ ও ধূম্রাদি মার্গে যথাক্রমে নীত হইয়া নিজ-নিজ গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়। ভগবান্‌ই তাহার প্রেরক।

এখন বিচার্য্য এই যে, লোকান্তরগত জীবসমূহ পুনরায় কিরূপে জননীজঠরে প্রবেশ করে? তদুত্তরে বেদ বলেন, (৩।১।২৮ মধ্বভাষ্যধৃত পৌত্রায়ণশ্রুতি)—"স্বর্গ হইতে নির্গত হইয়া জীব স্থাবর শরীরে প্রবেশ করে, স্থাবর হইতে পিতৃশরীরে গমন করে, পিতৃশরীর হইতে মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হয়, তদনন্তর শরীরের সহিত জন্ম গ্রহণ করে।" অন্যান্য শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মীরা ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি ও তিলরূপে উৎপন্ন হইয়া পিতৃশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।" এই শ্রুতির অর্থ বিচারে মধ্বানুগ শ্রীপাদ জয়তীর্থ মুনি "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকায় বলিয়াছেন,—"কর্ম্মিগণ স্বর্গ হইতে নির্গত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম্র, ধূম্র হইয়া মেঘ, মেঘ হইয়া বারি-বর্ষণ করে, বর্ষণ হইতে স্থাবরাদি অর্থাৎ পূর্ব্বশ্রুতি কথিত ব্রীহি, যব, ওষধি-রূপতা প্রাপ্ত হইয়া শরীরে প্রবিষ্ট হয়। তদনন্তর মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করে। গৌঃ ৫।১৯।১০

জন্মান্তরবাদ—স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন মূঢ়ব্যক্তিগণ চার্ব্বাকের আনুগত্যে অন্নরসের বিকার পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহকেই আত্মা বলিয়া নির্ণয় করে। কেহ বা ইন্দ্রিয়সমষ্টিকে, কেহ বা প্রাণবায়ুকে আত্মা-বলিয়া স্থির করে। বৌদ্ধগণের ধারণা উপরিউক্ত চার্ব্বাকগণের ধারণা হইতে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বলিয়া তাহারা বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া নিরূপণ করে। ইহারা সকলেই নাস্তিক। নাস্তিকেরা জন্মান্তর স্বীকার করে না, জন্মান্তর স্বীকার না করিলে বৈদিক কর্ম্ম ও তত্তৎ-কর্ম্মের ফলভোগ অস্বীকার করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে ফলদাতা ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। জন্মান্তর সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলেই চার্ব্বাক প্রভৃতির আনুগত্যে ঈশ্বরবিস্মৃতিরূপ পরম অপরাধ জন্য আচ্ছাদিত-চেতন বা স্থাবরযোনিপ্রাপ্তি হয়। আত্মা স্থূললিঙ্গ দেহ হইতে ভিন্ন, নিত্য ও সনাতন, স্থূলদেহের ন্যায় তাহার জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি নাই, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। শাস্ত্রানু-সারে যাঁহারা জীবাত্মাকে নিত্য বলিয়া জানেন, তাঁহারা নাস্তিকগণের আনুগত্যে জন্মান্তরবাদকে উড়াইয়া দিতে পারেন না। জন্মান্তর স্বীকার না করিলে জীবের বন্ধন, মুক্তি, ভুক্তি-মুক্তি-চেষ্টা, পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্ম ও তাহার ফল সকলই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। মানবের যদি পুনর্জ্জন্ম না থাকে, কেবল মরিবার জন্যই তাহার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভোজনার্থ শস্য উৎপাদন, বাস করিবার নিমিত্ত গৃহনির্ম্মাণ, লজ্জা নিবারণার্থ বস্ত্রপরিধান, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদির সুখের নিমিত্ত চেষ্টা তথা নিজের ও আত্মীয়গণের ভাবী উন্নতি-কল্পনার বিভাবনা, ইহকালে ও পরকালে সুখের আশা প্রভৃতি ব্যাপারে মানব কেন এত বিব্রত হয়? কই,—মানব ব্যতীত যাহাদের জন্ম মৃত্যু নাই, সেই সকল জড়পদার্থের মধ্যে ঐরূপ চেষ্টা ত' দেখা যায় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জীবাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন, যথা—ন ত্বেবাহং জাতু নাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ। ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥ (গীঃ ২।১২)। অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে তুমি আমি অথবা এই রাজন্যবর্গ কেহই ছিলেন না এবং পরেও আমরা সকলে থাকিব না এরূপ নহে। কেন না জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বচেতনমূল আমি (ভগবান্) যেরূপ নিত্য, অন্যান্য চেতনগণও তদ্রূপ নিত্য। পুনঃ—"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥" (গীঃ ২।১৩)। অর্থাৎ এই স্থূল দেহে যেরূপ যথাক্রমে কৌমার, যৌবন ও জরা প্রভৃতি অবস্থা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ দেহান্তর-প্রাপ্তিও একটি অবস্থা বিশেষ, ধীরব্যক্তি তাহাতে মোহিত হন না। দেহান্তর প্রাপ্তির নামই জন্মান্তর অর্থাৎ জীবাত্মা জরাগ্রস্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মফলানুসারে অন্য দেহকে অবলম্বন করে, ইহাই জন্মান্তর রহস্য।

ঈশ্বর বিশ্বাস—মানবের যুক্তিশক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠবৃত্তি, তাহা যথাযথ চালিত হইলেই সত্য আবিষ্কৃত হয়। কোনও স্থলে সূক্ষ্মতা পরিত্যাগ করিলেই ভ্রম উদিত হয়। যুক্তির কার্য্যে ব্যাপ্তির বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা যুক্তি অনেকদূর যাইতে সমর্থ হয় না। যে দুইটি পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাধ্য বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে, আদৌ সেই দুইটি বিষয় শুদ্ধ হওয়া চাই যথা—(১) জগৎ ব্যাপারে যেরূপ সৌন্দর্য্য ও সুষ্ঠু সন্নিবেশ লক্ষিত হয়, তাহাকে প্রথম পক্ষ করিয়া অন্য পক্ষকে এই বলিয়া জান যে, ঘটনা-

ক্রমে যাহা যাহা হয় তাহাতে এত সুষ্ঠুতা বা বিচিত্রতা থাকিতে পারে না, ইহা কেবল বিচারপূর্ণ কোন চৈতন্য-কর্তৃক হইয়া থাকে। এই তুইটি পক্ষদ্বারা স্থির করিতে হইবে যে, কোন বৃহৎ চৈতন্য-কর্তৃক এই জগৎ রচিত হইয়াছে। (২) যদি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পরমাণু-সংযোগক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি হইত, তবে তাহাতে উৎপত্তির একটা না একটা উদাহরণ কোন দেশের না কোন দেশের ইতিহাসে দৃষ্ট হইত। (৩) যেখানে মানব আছে, সেখানেই ঈশ্বরবিশ্বাস আছে। ঈশ্বরবিশ্বাস মানব-প্রকৃতির সত্তা-নিষ্ঠ ধর্ম্ম। যদি বল যে, মূর্খতা বশতঃ প্রথমাবস্থায় জাতিনিচয়ে ঈশ্বরবিশ্বাস থাকে, পরে যুক্তিক্রমে তাহা দূরীভূত হয়, তাহার উত্তর এই যে, ভ্রম সর্ব্বত্র একপ্রকার হয় না। সত্যই সর্ব্বত্র এক। ১০+১০=২০, ইহা সর্ব্বত্রই সত্য; কিন্তু ১০+১০=২৫, এইরূপ মিথ্যাফল সার্ব্বত্রিক হইতে পারে না। ঈশ্বরবিশ্বাস দূরদ্বীপবাসিদিগের মধ্যেও লক্ষিত হয়। অতএব মানবজীবন যদি উচ্চ হইতে বাসনা করে, তাহা হইলে ঈশ্বর ও পরলোক বা জন্মান্তর স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যে জীবন কয়েক দিনেই সমাপ্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে কখনই আশা-ভরসা দৃঢ় হয় না। মানবের ঈশ্বর-বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধধর্ম্ম বলিয়া তাহাদের এতদূর উচ্চ আশা-ভরসাও দূরলক্ষ্য থাকে।

চেতনের খণ্ডত্ব ও জীবত্ব—মায়ার রাজ্যে মায়ার দ্বারা বস্তু খণ্ডিত হইয়া যেরূপ অংশ নামে অভিহিত হয়, বিষ্ণুতত্ত্বে সেরূপ মায়াবশ যোগ্যতা না থাকায় অংশ হইলেও বিষ্ণুতত্ত্ব বা বস্তুতে খণ্ড হয় না। শক্তির তারতম্য বশতঃই অংশ অংশীর ভেদ হইয়া থাকে। বেদ বলিয়াছেন—"আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রোঽধিগুণো জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবঃ।" (১।২।১২ মধ্বভাষ্যধৃত ভাল্লবেয় শ্রুতি) অর্থাৎ—পরমাত্মবস্তু স্বতন্ত্র অর্থাৎ মায়াধীশতত্ত্ব এবং অধিক। নিত্যবদ্ধ ও নিত্য মুক্ত—চৈতন্যাংশ জীব ভগবানের তটস্থাশক্তির পরিচয়। তটস্থশক্তিবশতঃ তাহার স্বরূপে বদ্ধ ও মুক্ত হইবার যোগ্যতা নিত্য আনুস্যূত আছে। চৈতন্যবস্তুর ধর্ম্ম এই যে, তিনি নিত্য স্বতন্ত্রইচ্ছাময়। বৃহৎ চেতনময় বস্তুর এই স্বতন্ত্রতা অপ্রতিহত। অণুচৈতন্য জীবেও ঐ স্বতন্ত্রতা অণুপরিমাণে বর্ত্তমান। স্বতন্ত্রতা-শক্তির অপব্যবহার ও সদ্ব্যবহারই বদ্ধ এবং মুক্তির কারণ। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় কোন জীবই কোন কর্ম্ম করে নাই, তবে কতকগুলি জীব মুক্ত ও কতকগুলি জীব বদ্ধ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর-ক্লেশের অধীন কিরূপ হইল, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, কেন না বেদান্তে কথিত হইয়াছে—"কর্ম্ম বিভাগাৎ ইতি ন অনাদিত্বাৎ" অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে কোন কর্ম্মের বিভাগ ছিল না এরূপ নয়, কেন না তাহা অনাদি। গৌঃ ৫।২।১৪।

ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠত্ব—অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে ভগবৎপূজা-ব্যতীত ভক্তির আরম্ভ হয় না, কেবল বিতর্ক দ্বারা হৃদয় পিষ্ট হয় এবং ভজনের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় না। অতএব অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে ভগবৎপূজাই ভক্তি রাজ্যে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ। কিন্তু শ্রীবিগ্রহ সেবায় শুদ্ধ চিন্ময় বুদ্ধির প্রয়োজন। অচিদাশ্রিত বুদ্ধির সহিত ভগবৎপূজা পৌত্তলিকতারই প্রকার-ভেদ। পৌত্তলিক পূজকগণ ভক্তসঙ্গে শুদ্ধ চিন্ময় বুদ্ধিলাভ করিলে বিশুদ্ধ ভগবৎপূজক হইতে পারেন। জীবই চিন্ময় বস্তু, জীবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি বিশুদ্ধ চিন্ময়। চিন্ময় বস্তু উপলব্ধি করিতে হইলে জড়, জীব ও কৃষ্ণের যে সম্বন্ধজ্ঞান তাহা নিতান্ত প্রয়োজন।

সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত 'কৃষ্ণপূজা' করিতে হইলে কৃষ্ণ-পূজা ও ভক্তসেবা এককালীন হওয়া উচিত। কেবল শ্রীমূর্ত্তি-পূজা করা অথচ চিন্ময় তত্ত্বে পরিষ্কার সম্বন্ধ না জানা, লৌকিকী শ্রদ্ধার পরিচয় মাত্র। উপাস্য বস্তুতে উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য সংশ্লিষ্ট ; এই ত্রিবিধ বাস্তব বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব হইলে, অর্দ্ধকুক্কুটিন্যায়ানুসারে একটি ছাড়িয়া অপরটীর উপাসনা প্রবল হয়, বস্তুতঃ উহা শুদ্ধ নহে। কেন না, উহাতে ভক্তির পূর্ণ স্বরূপের উপলব্ধি নাই। যথা—লঃ ভাঃ উঃ খঃ ১ম শ্লোকের বিদ্যাভূষণ-টীকা—বিষ্ণু হইতে বৈষ্ণবারাধনার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ;—ভক্ত-পূজা ভগবৎ-পূজায়ই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ 'ভক্তি' বলিলে 'ভক্তি', 'ভক্ত' ও 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ বাস্তব অভিন্ন তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। একটির অভাবে অন্যের অস্তিত্বের উপলব্ধির অভাব হয়। বিশেষতঃ ভক্ত-হৃদয়ে ভগবানের বিশ্রাম, ভক্ত ভগবানের অঙ্গ বা শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যেরূপ অঙ্গীর সেবায় ব্যাপৃত থাকে, ভগবদঙ্গ-স্বরূপ ভক্তগণ তদ্রূপ অঙ্গী ভগবানের সেবাতেই সর্ব্বদা নিযুক্ত। হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জিহ্বাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় যেরূপ নিজ ভোগোপযোগিবস্তু গ্রহণ ও স্বাদাদিদ্বারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি মনেরই সন্তোষ-বিধান করে, মনের তৃপ্তিতেই তাহাদের তৃপ্তি, সেইরূপ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ ভগবানের তৃপ্তিতেই তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ ভক্তগণের পরিতৃপ্তি হয়। অঙ্গকে ছাড়িয়া অঙ্গীর স্বতন্ত্রভাবে সেবা যেরূপ তাহার সম্যক্ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না, ভগবদঙ্গ-স্বরূপ ভক্তকে ছাড়িয়া অঙ্গী ভগবানের সেবাতেও তদ্রূপ তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করে না। এই জন্য শাস্ত্রে—"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়ন্তি যে। ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকাজনাঃ॥ (লঃ ভাঃ উঃ খঃ ১)—যাঁহারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়স্বরূপ ভক্তগণের পূজা করেন না অর্থাৎ তাঁহাকে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত নিরবয়বরূপে দর্শন করেন কিম্বা নিজকে আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবদ্ভক্ত বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহাদের গোবিন্দপূজা অহংগ্রহোপাসনার প্রকার-ভেদ বলিয়া উহা দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র, শুদ্ধভক্তি নহে। এই জন্যই পূর্ব্ব মহাজনগণ দাম্ভিকতার অবসর না দিয়া শুদ্ধ-ভক্তপূজাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে—'কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর' কল্যাণ কল্পতরুর ৮ গীতিটি আলোচ্য। (গৌঃ ৫।৫৯৫)

বটবৃক্ষাদি ছেদন করিয়া কৃষ্ণ-নৈবেদ্য প্রস্তুত বিধি ;—সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ। কৃষ্ণের ভোগরন্ধনার্থ বৃক্ষাদি ছেদন অনুচিত কার্য্য নহে। ভক্তবর্গের উৎসবই শ্রীহরির উৎসবস্বরূপ। কর্ম্মজড়গণ 'হরিসেবক' নহেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে বৃক্ষাদি-ছেদন, এমন কি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণও জীবহিংসার কার্য্য। বিগতপাপবৈষ্ণবগণ পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না। সমকাল উদিত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তাঁহারা নিখিল লোককে পবিত্র করেন। ভগবানের সৃষ্ট জীবকুলকে কর্ম্মিগণ যে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য বিনাশ করেন,—বৃক্ষাদি ছেদন করেন এবং তদ্দ্বারা পুত্র-কন্যার বিবাহোৎসব কিম্বা প্রেত-শ্রাদ্ধাদিতে ভোজনোৎসবাদি করেন তাহাতে অসংখ্য জীব হিংসা হয় বলিয়া তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ। তাঁহারা যে সকল জীব হনন করেন,—বৃক্ষাদি ছেদন করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে পুনরায় সেই সেই যোনি লাভ করিয়া তাঁহাদের হিংসিত প্রাণীগণের দ্বারা হিংসিত হইতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র

(ভাঃ ১১।৫।১৪ দ্রষ্টব্য) তাঁহাদিগের জন্য এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা (বিধান) করিয়াছেন। যম সর্ব্বদা গৃহীতদণ্ড হইয়া রহিয়াছেন, নারসিংহে—"অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ। হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মিমর্ত্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্ নমোস্করোমি॥" —আমি যম দেবতা-সঙ্ঘ-পূজিত বিধাতা-কর্ত্তৃক লোকের হিত ও অহিতে নিযুক্ত হইয়া হরি-গুরু-বিমুখ মর্ত্ত্যগণকে দণ্ড প্রদান করি আর যাঁহারা হরি সেবারত সেই সকল পুরুষগণে প্রণতি বিধান করি।"

কর্ম্মজড়মতিগণের ভৌম-বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি ; তাঁহারা সেই 'মাটিয়া বুদ্ধি' লইয়া প্রত্যেক বস্তুকে ভগবৎসেবাপরায়ণ-রূপে দর্শন করিতে পারেন না। তাই তাহাতে ভোগবুদ্ধি করেন। তাঁহারা অশ্বত্থাদি বৃক্ষকে বিষ্ণু-সম্বন্ধে-বস্তু-জ্ঞানে পূজা না করিয়া তাঁহাকে দাঁড় করিয়া কিংবা সেখানে কোন কাল্পনিক গ্রাম্য-দেবতা স্থাপন করিয়া বিষ্ণু-ভোগ্য-বস্তুর দ্বারা নিজের সেবা করিয়া লন। বিষ্ণু-সম্বন্ধি বস্তুকে স্ব-স্ব দম্ভোদরভরণের যন্ত্র মনে করেন। শ্রীতুলসীকে বৃক্ষসামান্যে দর্শন করিয়া তাঁহার ক্রিমি-কাস-কফ-বায়ু-কুষ্ঠ-বাতরক্ত-মূত্রকৃচ্ছ্র-গাত্রদুর্গন্ধ-মেহদোষ-নাশক, জরায়ু-সঙ্কোচক, বৈদ্যুতিক-শক্তিপ্রকাশক প্রভৃতি গুণ লক্ষ্য করেন। অর্থাৎ বিষ্ণু-প্রিয়বস্তুর দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবার পরিবর্ত্তে তদ্দ্বারা নিজ-পূজা করিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। ইহারা যে কি পরিমাণ অপরাধী, তাহা ইহারা অত্যধিক অপরাধ নিবন্ধন বুঝিতে পারেন না। ইহারা নিত্য নিরয়ে পতিত। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসীকে চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া পরম পূতচিত্তে আত্মার সহিত কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রদান করেন। তৎ মকরন্দের প্রভাবে সনকাদির ন্যায় আত্মারামগণেরও সেবোদ্দীপণের কারণ হয়।

কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের বিচার মনোধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া তাঁহাদের 'ন্যায়' ও 'অন্যায়' 'ভাল' ও 'মন্দ' উভয়ই ভ্রম। বিষ্ণু-সম্বন্ধি ধাত্র্যশ্বথাদি গো-বিপ্র প্রভৃতিকে বিষ্ণুসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবার পরিবর্ত্তে ঐসকল বিষ্ণু-সম্বন্ধিবস্তু-দ্বারা নিজ ভোগ করাইয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি করেন। এক শ্রেণীর লোক গো-হিংসা করিয়া থাকেন। কর্ম্মি-সম্প্রদায় আবার গো-বৎসকে তাহার প্রাপ্য দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিয়া ঐ দুগ্ধের দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণের সামগ্রী কুকুর অথবা স্ব-ভোগ-সাধন দেহ কিংবা স্ত্রী-পুত্রাদির পোষণ করিয়া থাকেন ঐরূপ কার্য্যেও গো-হিংসা হয়। কিন্তু যেখানে ভগবদ্ভক্তগণ বিষ্ণু সেবার জন্য বিষ্ণু-সম্বন্ধি বস্তুকে নিযুক্ত করেন এবং বিষ্ণু-সেবার্থ জগতে অবস্থান করিবার জন্য ভগবদুচ্ছিষ্ট গো-দুগ্ধাদি গ্রহণ করেন, সে স্থানে কোন প্রকার জীব হিংসার অবকাশ নাই। কর্ম্মিসম্প্রদায় বলীবর্দ্দের দ্বারা স্ব-স্ব-ভোগোপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাতেও গো-জাতির প্রতি হিংসা হয়। ভগবদ্ভক্তগণ-ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন বলিয়া তাহাদের হিংসা হয় না। ইতি—সমাধান-সম্পদ সমাপ্ত। গ্রন্থ সমাপ্ত।

মুদ্রণ সংস্কার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	২৬	আসি	আমি	৬৪	১৫	উন্নতা বিকারে	[illegible]
২৬	১৭	গৃহিং	গৃহি	৬৪	১৪	কৃত্রিমতায়	কৃত্রিমতায়
২৬	১৯	বৈষ্ণবা-বিদ্বেষী	বৈষ্ণব-বিদ্বেষী	৬৪	২৫	শ্রাবণ	শ্রবণ
২৭	২৭	সদ্গুণাবলী	সদ্গুণাবলী	৭২	২২	দৃষ্ট	দুষ্ট
২৮	১১	অন্তঃসজ্জা	অন্তঃসঙ্গ	৭২	২৬	১৩	১৫
৩৩	২১	শ্রীবন্মহাপ্রভুর	শ্রীমন্মহাপ্রভুর	৮৫	১৮	নির্ব্যয়	নির্ব্যূঢ়
৩৪	৮	অসর্তৃক্ষ	অসতৃষ্ণা	৯০	২১	লাভত্বই সিদ্ধি হয় না	লোভত্বই সিদ্ধ
৩৫	৯	মহবৈষ্ণবকেই	মহাবৈষ্ণবকেই	৯০	২১	করে না	হয় না
৩৫	২৭	ইতরে	ইতর	৯৫	২	কাষ্ণ	কার্ষ্ণ্য
৩৬	২০	পুরণশ্চরবিধি	পুরশ্চরণ বিধি	১০২	২১	মূদ্ধঞ্জলযুতঃ	মূর্দ্ধাঞ্জলীযুতঃ
৩৯	২	চতুর্য্যুনের	চতুর্ব্ব্যূহের	১০৫	৩১	ঐসল	ঐ সকল
৩৯	১৬	সামবেন্দ্র	মাধবেন্দ্র	১০৬	১৩	পরিপজন	পরিজন
৩৯	২৫	বিষ্ববতার	বিষ্ণ্ববতার	১১১	২৪	নিয়ন্তর	নিয়ন্তা
৪১	৬	বিশাচাবিষ্ট	পিশাচাবিষ্ট	১১৪	২৬	অলৌলিক	অলৌকিক
৪২	৮	ব্রতৎপালন	ব্রতপালন	১১৭	১৬	কাষ্ঠহহ্নিনা	কাষ্ঠবহ্নিনা
৪৩	২৩	পুরোভাশোঽপি	পুরোডাশোঽপি	১২৩	২৩	বিলালের	বিলাসের
৪৬	১৯	পধ্য	পথ্য	১৩০	২২	উপের	উপেয়
৪৭	১৭	কাণণাকড়ির	কাণাকড়ির	১৩০	২৮	অণচির্দ্ধর্ম্ম	অণুচিদ্ধর্ম্ম
৪৭	২১	লম্পট্যের	লাম্পট্যের	১৩৪	১৮	ফল	তৃপ্তির জন্য ফল
৪৮	৮	৭২২০	৭২০	১৩৪	১৯	তৃপ্তির জন্য ধ্বংস	ধ্বংস
৪৮	১১	পরষমুক্ত	পরমমুক্ত	১৩৮	২	থাকিত	থাকিতে
৪৯	হেডিং	মধ্যে	সাধ্য	১৫১	৭	পৃষ্টে	স্পৃষ্টে
৫৩	৮	অন্থারে	অনুসারে	১৫৫	২৩	শ্রীকৃষ্ণর্ণামৃত	শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত
৫৩	৯	নিগুণ	নির্গুণ	১৫৫	৩০	ধারধায়	ধারনায়
৫৪	১০	সহাদি	সবাদি	১৫৬	২৮	ধর্ম্মকাণ্ডীয়	কর্ম্মকাণ্ডীয়
৫৪	১৭	ভোকা	ভোক্তা	১৫৯	৪	উশৃঙ্খলতার	উচ্ছৃঙ্খলতার
৫৪	৩১	ব্যকির	ব্যক্তির	১৬৩	২৭	অভিযান	অভিমান
৬১	৩১	কৃষ্ণামুখ	কৃষ্ণোন্মুখ				